# বাংলা বানান সংস্কার : উদ্যোগ ও প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ

*Dhaka University Institutional Repository*

# বাংলা বানান সংস্কার : উদ্যোগ ও প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ

তারিক মনজুর

পিএইচ. ডি. রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৫১ ॥ শিক্ষাবর্ষ : ২০১০–২০১১

বাংলা বিভাগ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর ২০১৫

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, তারিক মনজুর কর্তৃক পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'বাংলা বানান সংস্কার : উদ্যোগ ও প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমাদের তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(মহাম্মদ দানীউল হক)
যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

# ভূমিকা

বাংলা বানান, বহুবিধ সংস্কার প্রস্তাবের পরেও, অস্থির-অস্থিত হয়ে রয়েছে। সঙ্গত কারণেই বানানের স্থির ও চূড়ান্ত রূপ নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, ভাষা পরিবর্তিত হয়ে চলে – ঘটে এর রূপ ও রীতির বদল। কালে কালে শব্দের বানানের রূপান্তর ঘটাও তাই স্বাভাবিক। কিন্তু একই যুগে একাধিক বানান-রীতির বা সূত্রের বিদ্যমানতায়, কিংবা ব্যক্তিবিশেষের যুক্তি ও ধারণার ভিন্নতার কারণে বানানের বহুবিধ রূপ প্রযুক্ত হতে থাকে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি এখন এমন এক পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, যেখানে নিয়মকে অনেকে অলঙ্ঘনীয় বলে মানছেন, অনেকে প্রস্তাবিত নিয়মের বিপরীতে ভিন্ন যুক্তি ও মতের প্রতিষ্ঠা ঘটাচ্ছেন। তবে বাংলা ভাষার চলার গতি এইসব সমস্যার চাইতেও বেগবান; তাই বানানের ভিন্নতা শব্দকে ছাপিয়ে ভাষাকে আক্রান্ত করতে পারে না। এখন জিজ্ঞাসা : ভাষা কি একান্তই নিয়মের অধীন, অথবা নিয়ম বলে আমরা যা প্রচার করতে চাই – তা কি আদৌ যথাযথ; কিংবা একই কালে একই শব্দের বিকল্প বানানকেও কি প্রয়োগযোগ্য বলে রেখে দেয়া উচিত হবে? এ সবের রায় কেবল একজনের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ ভাষা শুধু একজনের নয়; এর ব্যবহারকারী আর দশজনের প্রবণতা ও ভাবনার সঙ্গে ভাষাকে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। সুতরাং এর উত্তর খুঁজতে হবে বিভিন্ন ব্যক্তির তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায়, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মধ্যে এবং চূড়ান্তভাবে এর প্রয়োগ সার্থকতায়।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল শব্দের বানানকে কেন্দ্র করে। বানান পরিবর্তনে, বিদ্যমান বানানকে রক্ষায় কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বিকল্প বানানের সামঞ্জস্য-বিধানে প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। তবে ভাষাকে নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের হাতে নেই বলে অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কার-উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, অনেক সময় সংস্কার-প্রস্তাবনাই বিকল্পের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

বানান বিষয়ক এ ধরনের গবেষণায় তথ্য-উপাত্তের সংগ্রহের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। একজনের আলোচনায় অন্য কারও প্রসঙ্গ আলোচিত হলে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত আলোচকের গ্রন্থ বা লেখারও সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বানান পরিবর্তনের পেছনে যেসব কারণ বা নিয়ামক কাজ করে, সেগুলোর ভূমিকাও পর্যবেক্ষণ

করতে হয়েছে এই গবেষণায়। কালানুক্রমিকভাবে ব্যক্তির মন্তব্য ও মতামত এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব ও উদ্যোগ যাচাই করা হয়েছে। সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার সার-অসার বা যুক্তি-অযুক্তি। ভাষা কেবল পণ্ডিতদের একক অধিকার নয়, তাই উল্লেখযোগ্য মনে হলে অনধিক পরিচিত লেখকের লেখা বা মন্তব্যও গৃহীত হয়েছে।

## দুই

গবেষণা-কাজকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। মুখের ভাষার জন্য বানানরীতি ক্রিয়াশীল থাকে না – যেসব ভাষার লিখিত রূপ রয়েছে, সেগুলোর জন্যই বানানরীতির ব্যাপারটি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলালিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে আরবি-ফারসি-রোমান লিপি দ্বারা বাংলা লেখার সমস্যা নিয়ে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বানান পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা বানানের সমস্যা অনুসন্ধান করা হয়েছে। মূলত যেসব কারণে বানান ভুল ঘটে থাকে, তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। এছাড়া বাংলা বানানের সমস্যা ও তর্কের এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে। প্রসঙ্গাক্রমে এ বিষয়ক উদ্যোগেরও বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্যযুগের বানানরীতির ধরন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের হাতে-লেখা পুথিতেও যে বিশেষ রীতি ও কৌশল অবলম্বন করা হত, তা এই আলোচনা থেকে ধরা পড়বে।

ছাপাখানার প্রভাবে বাংলা বর্ণ ও বানান নিয়ে আধুনিক যুগের সূচনায় নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ক আলোচনা এসেছে। মুদ্রণ-যুগের শুরুতে বাংলা বানানের প্রসঙ্গা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে বাংলালিপির বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক আলোচনা।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায় এসেছে বানান বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব অভিমত। এই আলোচনা শেষ পর্যন্ত কেবল বানান-কেন্দ্রিক থাকেনি, লিপি কাঠামো ও বর্ণ-বিষয়ক বক্তব্য এই সঙ্গো অন্বিত হয়েছে। পঁয়ষট্টি জনের বেশি ব্যক্তির মত এই অংশের বিবরণে এসেছে।

বাংলা বানানের সমস্যা দূর করার জন্য এবং বানানকে একমুখী করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ভূমিকা ও প্রস্তাব আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এইসব উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের বর্ণনা আছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

বিভিন্ন ব্যক্তির প্রস্তাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বিশ্লেষণ করে সপ্তম অধ্যায়ে বর্তমান গবেষকের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। যে কোনো ধরনের গবেষণায় এমন কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব নয় – যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমাদের সিদ্ধান্ত 'বৈপ্লবিক' নয়; বানানের গতির প্রচলিত ধারা বা মতের সঙ্গো প্রায় অনুরূপ।

অষ্টম অধ্যায়ে বানানরীতির সঙ্গো ব্যাকরণের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। তবে ভাষার 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ' রূপ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় প্রয়োগের দ্বারা – ব্যাকরণ একে ব্যাখ্যা করতে পারে মাত্র।

**তিন**

প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া উৎস নির্দেশিত হয়েছে বর্ণনার সঙ্গো প্রথম বন্ধনিতে। এক্ষেত্রে বাংলা বই বা প্রবন্ধের জন্য লেখক যে নামে পরিচিত, সেই নামের প্রধান অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। বিভাষী লেখার লেখকের জন্য নামের পদবি অংশ ব্যবহৃত হয়েছে। নামের সঙ্গো উল্লেখ করা হয়েছে সাল এবং পৃষ্ঠাক্রম। উপসংহারের পরে গ্রন্থপঞ্জিতে গ্রন্থ বা প্রবন্ধের পরিচয়-সূত্র দেয়া হয়েছে। মূল আলোচনায় গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম লেখা হয়েছে বাঁকা (*Italic*) হরফে।

আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ ও যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মহাম্মদ দানীউল হক তাঁদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও আন্তরিক উৎসাহের মাধ্যমে গবেষণা-কাজ সমাধা করতে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া বানান ও কর্মকৌশল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গো আলোচনা করা হয়েছে; এ বিষয়ক প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থ ও লেখা অধ্যয়নের পাশাপাশি সেমিনার-সিম্পোজিয়াম থেকেও তথ্য ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষক হয়ে নিজে কম্পোজ করার কারণে ভুলের সম্ভাবনা কিছু কমেছে; এরপরেও কোনো অসজ্ঞাতি ধরা পড়লে তা গবেষকের অমনোযোগিতার ফল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিক মনজুর
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচি

| | | | |
|---|---|---|---|
| **প্রথম অধ্যায়** | : | মুখের ভাষা থেকে লেখার ভাষা | ৮ |
| | | **প্রথম পরিচ্ছেদ** : বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা | ৯ |
| | | **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : ভাষীয় লিপি দ্বারা বাংলা প্রতীবর্ণীকরণের ভাবনা | ২২ |
| | | **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** : বানান পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাবকসমূহ | ২৯ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | : | বাংলা বানানের সমস্যা অনুসন্ধান | ৩৪ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | : | মধ্যযুগীয় বানানরীতি | ৪৯ |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | : | ছাপাখানার প্রভাবে লিপি ও বানান ভাবনা | ৭৮ |
| **পঞ্চম অধ্যায়** | : | বর্ণ ও বানান বিষয়ক ব্যক্তিগত প্রস্তাবনা-বিচার | ১১১ |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়** | : | বানান সংস্কারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ-বিচার | ২১৭ |
| **সপ্তম অধ্যায়** | : | সমন্বিত বানান : কিছু প্রস্তাব ও বিবেচনা | ২৬১ |
| **অষ্টম অধ্যায়** | : | বানানের শুদ্ধ-অশুদ্ধ রূপ ও এর যথার্থতা | ৩১৩ |
| **উপসংহার** | | | ৩২৬ |
| **গ্রন্থপঞ্জি** | | | ৩২৯ |

প্রথম অধ্যায়

# মুখের ভাষা থেকে লেখার ভাষা

১.০

পৃথিবীতে ভাষা-পরিবারের মূল ভাষাই হোক আর শাখা ভাষাই হোক, সব ভাষাই প্রথমে মুখে প্রচারিত হয়। এভাবে মৌখিকভাবে চলতে চলতে ওই ভাষা মানুষের নানা প্রয়োজনে একসময় লেখ্যরূপ পায় (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ভূমিকা ছ)। যে-ভাষার শুধু মৌখিক রূপ রয়েছে, তার জন্য বানান-সমস্যা দেখা দেয়ার কারণ নেই। কিন্তু মুখের ভাষা লিখিত রূপ পাওয়ার পর একই শব্দের বানানে বিভিন্ন রূপ তৈরি হতে পারে; একে সমন্বিত করাই কঠিন কাজ হয়ে যায়।

পবিত্র সরকার (২০০৭ : ২৭২) বলেন, একটা ভাষা অনেকগুলো স্থানীয় ও শ্রেণিগত-গোষ্ঠীগত মৌখিক ভাষার গুচ্ছ – বাংলা ভাষাও তাই। উপভাষা ও সমাজভাষা – dialect ও sociolect – এ দুটিকে একসঙ্গে ধরে নিয়ে বলা হয় 'উপ-সমাজভাষা' বা dia-sociolect। এইসব উপ-সমাজভাষার মধ্যে কেবল এর মান্য বা স্ট্যান্ডার্ড রূপটিই প্রধানত লেখা হয়। আর ভাষা যতক্ষণ লিখিত রূপ না পায়, ততক্ষণ তার শব্দাবলির বানান-নির্ধারণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। লিপি ও বানান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত মূলত ভাষার 'লিখিত' রূপ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত।

অস্থায়ী ধ্বনির স্থায়ী বর্ণন বা বর্ণায়ন থেকেই 'বানান' কথাটির উদ্ভব (মিতালী ২০১০ : ভূমিকা ১)। ধ্বনির বর্ণন বা বর্ণায়ন খুব সহজ ব্যাপার নয়। এতে নানা দিক থেকে নানা সমস্যা তৈরি হয়। প্রথমত, প্রায় সব ভাষাতেই মুখের ধ্বনির সঙ্গে তার বর্ণমালার পারস্পরিক সমরূপতা সবক্ষেত্রে থাকে না। যেমন, বাংলা ভাষায় এমন ধ্বনি আছে, যার প্রতিনিধিত্বকারী বর্ণ এর বর্ণমালায় নেই, আবার বাংলা ভাষার বর্ণমালায় এমন বর্ণ আছে যার ধ্বনিগত পার্থক্য নেই অন্য বর্ণ থেকে। দ্বিতীয়ত, যে ভাষার দীর্ঘদিনের লিখিত ইতিহাস আছে, সেখানে সমস্যা তৈরি হয় আর এক দিক থেকে। কারণ, ভাষার ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যে গতিতে বদলায়, সেই ধ্বনিপরিবর্তনের গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারে না লিখিত রূপের জন্য ব্যবহৃত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ। ফলে ধ্বনিবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাসের মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হতে থাকে। তৃতীয়ত, আর একটা সমস্যা দেখা দেয় ভাষার ভৌগোলিক ও সামাজিক আঞ্চলিকতা নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে, এই ধরনের আঞ্চলিক ধ্বনির বহু-বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনটিকে সর্বজনগ্রাহ্য হিসাবে মেনে নেয়া হবে; কিংবা তার সর্বজনগ্রাহ্য বর্ণায়নই-বা কেমন হওয়া উচিত। চতুর্থত, অন্য ভাষার শব্দকে যখন গ্রহীতা ভাষায় লিখে দেখানোর প্রয়োজন হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণায়নের ক্ষেত্রে দুই ভাষার ধ্বনি-বর্ণের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দেয়। বর্ণায়নটি কেমন হবে বা হতে পারে –

তা নিয়েও বানান-চিন্তকদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়। অন্য অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষাও অনেক দিন ধরে লেখা হয়ে আসছে। তাই বর্ণায়নের প্রায় সবকয়টি সমস্যাই বাংলা ভাষার লিখিত রূপের ক্ষেত্রে দেখা দেয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

## বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা

### ১.১.০

'লিপি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে লিপ্ ধাতুর সঙ্গে ইন্ প্রত্যয় যোগে (√লিপ্ + ইন = লিপি)। মনের ভাব প্রকাশের জন্য লিখিত, খোদিত বা অঙ্কিত সাংকেতিক চিহ্নসমূহকে বলা হয় লিপি। ভারতীয় ব্যাকরণবিদগণ মনে করেন, 'লেপন করা' থেকে 'লিপি' শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকবে। (কল্পনা ১৯৯২ : ১)

মনসুর মুসা বলছেন, প্রথমে হয়তো মেয়েরা গোবর দিয়ে ঘর লেপন করতে গিয়ে মাটির দাগগুলো সৃষ্টি করে। এই লেপা থেকেই জন্ম হয়েছে লিপি শব্দের। লেপন করতে গিয়ে যখন রঙ ব্যবহার করা হল, তখন তার নাম হল বর্ণ। বর্ণের সঙ্গে বর্ণযোগে বানান হল। বর্ণ যখন গোময় মাটির পরিবর্তে গাছের পাতায় লাগানো হল, তখন তা হল পত্রলেখা। লেখা আর রেখা পরস্পর সম্পর্কিত। রেখাযুক্ত হয়ে 'বর্ণ' ধ্বনি-সংকেতকে স্থায়ী রূপ দেয়াতে তার নাম হয়ে গেল অক্ষর। অক্ষর আর বর্ণকে প্রায়শ তাই সমার্থক বিবেচনা করা হয়। (মনসুর ২০০৭ : ৩৯)

পৃথিবীতে প্রচলিত সব ভাষার নিজস্ব হরফ বা লিপি নেই। শতকরা তিন থেকে চার ভাগ মতো প্রচলিত ভাষার নিজস্ব লিপি রয়েছে (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ৩৩)। মনের ভাব প্রকাশের জন্য 'লিপি'র পর্যায় পর্যন্ত আসতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে। দশ-বার হাজার বছর আগেকার গুহাচিত্র বা প্রস্তর-ফলকে আঁকা ছবি দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে, এই চিত্রলিপি থেকেই বর্ণলিপির উৎপত্তি হয়ে থাকবে।[১] কোনো কোনো স্থানে চিত্রাঙ্কন ছাড়া অন্য পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল – যেমন দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে পাওয়া যায় গ্রন্থিলিপি[২]।

বাংলালিপির উৎপত্তি সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় *The Origin of the Bengali Script* (1969) পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। এর আগে রামগতি ন্যায়রত্ন *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (১৯৩৫) নামক পুস্তকেও 'বঙ্গাক্ষর'-এর উৎপত্তি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মত দেন। এঁদের পরে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য* (১৯২৬) গ্রন্থে বাংলালিপির উৎস-অনুসন্ধান করেছেন।

কিন্তু লিপির উৎস-বিষয়ক আলোচনায় এঁদের কেউ কিংবা এঁদের পরবর্তী কেউ – এ লিপি কোথা থেকে, কীভাবে উদ্ভূত হয়, সে-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট মতামত দিতে পারেননি।

পবিত্র সরকার (২০০৭ : ২৭৩) লিখেছেন, বাংলা ভাষার লিপি সুদূর ব্রাহ্মি বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। অশোকের সময়কার ব্রাহ্মিলিপি গুপ্তযুগে (অর্থাৎ খ্রিস্টীয় চার-ছয় শতকে) এসে নানা আঞ্চলিক বিশিষ্টতা লাভ করে। পূর্বভারতের বিশেষ ব্রাহ্মি বর্ণমালাকে বলা হত সিদ্ধমাতৃকা, যার বিকাশ ছয় শতকের কাছাকাছি সময়ে। সিদ্ধমাতৃকার নামান্তর বা পূর্ব-প্রান্তীয় রূপের নাম 'কুটিল'। এই কুটিললিপি থেকেই দশ-এগার শতকে বাংলা, উড়িয়া, অসমিয়া, নেওয়ারি, মৈথিলি ইত্যাদি বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে। অবশ্য বাংলা-অসমিয়ার কোনো-কোনো বর্ণ দশ শতকের অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল; কিন্তু বর্ণমালার গুচ্ছ বা সেট মোটামুটি এই সময়ে একটা নির্দিষ্ট আকার নেয়। তা সত্ত্বেও এমন বলা যাবে না যে, তার প্রত্যেকটি বর্ণ এই সময় সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

### ১.১.১ চিত্রলিপি থেকে বর্ণলিপি

মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য পর্বতগুহাবাসী মানুষ পর্বতের দেওয়ালে ছবি আঁকত। সেই ছবি আঁকার পদ্ধতি জন্ম দিয়েছে আধুনিক লিপি বা হরফের (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ১)। গুহায় আঁকা ছবিগুলো ছিল বাক্যনির্ভর; অর্থাৎ প্রতিটি চিত্র একটি কথা বা ভাবকে প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু এই লিপির সমস্যা ছিল – অল্প কথা বোঝানোর জন্য অনেক বেশি আঁকার কৌশল, শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হত। প্রকৃত বর্ণনার যথাযথ চিত্রণও সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া একই চিত্র অনেক সময় বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করত। (কাইউম ২০০০ : ১৫১)

এর পরবর্তী পর্যায়ে আবিষ্কৃত হল 'পিক্টোগ্রাম' (Pictogram) বা চিত্রলিপি। উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লেখায় চিত্রলিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। চিত্রলিপি পদ্ধতিতে এককেটি চিত্র হত এককেটি বস্তুর প্রতীক। পর পর আঁকা কয়েকটি বস্তুচিত্রের মাধ্যমে কোনো বক্তব্য বা ভাবকে প্রকাশ করা হত। এই পদ্ধতিতে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি বোঝানো সম্ভব ছিল না। এর ধারাবাহিকতায় 'ইডিওগ্রাম' (Ideogram) বা ভাবলিপির জন্ম হয় (কাইউম ২০০০ : ১৫২)। প্রফুল্লকুমার পান (২০০৬ : ২) বলেন, চিত্রলিপি ও ভাবলিপির স্তরটি হল 'ভাবলোকের স্তর'; কারণ পুরো ছবির পরিবর্তে ভাবমূলক রেখাচিত্রের চলন হল ফলকে বা গুহার দেয়ালে।

ভাবলিপি আলাদা কোনো লিপিপদ্ধতি নয়। এটা চিত্রলিপির পরিপূরক। ভাবলিপিতে চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হত।[৩] ভাবমূলক রেখা-চিহ্ন ব্যবহার করেই মানুষ থামল না। ফলে এই স্তরের

পরবর্তী আর একটি স্তর দেখা গেল। এ সময় একেকটি প্রতিকৃতি সংক্ষিপ্ত বা সাংকেতিক হয়ে একটি বিশেষ চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এই চিহ্নটি মূল বস্তুকে হুবহু প্রকাশ করে না। ভাবমূলক রেখাচিহ্নে যে বস্তু বা যে বিষয় বোঝাত, সেই বস্তু বা বিষয়জ্ঞাপক শব্দ (অর্থাৎ ধ্বনিগুচ্ছ) নির্দেশ করতে লাগল এই স্তরে (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ২)। তাছাড়া আরেকটি পরিবর্তন এ সময় লক্ষ করা যায়। চিত্রলিপিতে প্রতিটি চিত্র ছিল বস্তুচিত্র। নতুন লিপিপদ্ধতিতে প্রতিটি চিহ্ন সে বস্তুকে না বুঝিয়ে বস্তুর নামবাচক শব্দকে নির্দেশ করত। যেমন, প্রাচীন সুমেরীয় লিপিতে প্রথমে 'মাছ' বোঝাতে মাছের চিত্রই আঁকা হত। পরবর্তী স্তরে লিপি-বিবর্তনের ফলে মাছের চিত্র একটি বিশেষ চিহ্নে রূপান্তরিত হয় – যার সঙ্গে মাছের আকৃতির কোনো মিল নেই। সুমেরীয় ভাষায় মাছকে বলা হতো 'হা'। পরবর্তী সময়ে চিহ্নটি তখন মাছের প্রতীক নয়; সুমেরীয় 'হা' শব্দের প্রতীক হয়ে ওঠে। সুমেরীয় ভাষায় 'হা' শব্দের অন্য অর্থ পারা (may)। ফলে ঐ চিহ্নটির অন্য অর্থ দাঁড়াল – 'পারা' (কাইউম ২০০০ : ১৫২)। লিপি-বিজ্ঞানীরা এই স্তরের লিপিকে 'লোগোগ্রাম' (Logogram) বা শব্দলিপি আখ্যা দিয়েছেন।

এই 'শব্দলিপি'রও বিবর্তন দেখা গেল। এবার বিবর্তন হল আরও সূক্ষ্ম। শব্দলিপি বিবর্তিত হয়ে নাম নিল 'Syllabic Script' বা অক্ষরলিপি (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ২)। শব্দলিপিতে ভাষায়-ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের জন্য আলাদা আলাদা প্রতীক বা চিহ্ন মনে রাখা সহজ ছিল না। পরবর্তীকালের লিপিতে বিভিন্ন 'চিহ্ন' শব্দের সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকে না বুঝিয়ে একটি syllable বা অক্ষরকে নির্দেশ করতে থাকে। এই লিপিই 'সিলেবোগ্রাম' (Syllabogram) বা অক্ষরলিপি নামে পরিচিত (কাইউম ২০০০ : ১৫১)। এই লিপিতে চিহ্ন ব্যবহারের সংখ্যাও অনেক কমে যায়।

এইখানেই বিবর্তনের শেষ নয়। কারণ ভাষার ধর্ম হচ্ছে প্রবহমানতা। 'অক্ষরলিপি' নামক স্তরের প্রবাহ হয়ে উঠল অনিবার্য। অক্ষরলিপির পরিবর্তিত রূপের নাম হল 'ধ্বনিলিপি' (Alphabetic Script)। প্রফুল্লকুমার (২০০৬ : ২) বলছেন, লিপির বিবর্তনের ক্ষেত্রে 'ধ্বনিলিপি' গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কারণ, ছবি বা প্রতীক থেকে বর্ণমালার ধ্বনিলিপির স্তরে আসতে সময় লেগেছিল কয়েক হাজার বছর। প্রথমে এক একটি শব্দকে চিহ্নিত করা হত এক একটি প্রতীক বা চিহ্ন হিসাবে। তারপর শব্দের প্রথম অংশ বা প্রথম সিলেবল ধরে এক একটি প্রতীক বা ছবি ব্যবহৃত হত। তারপর প্রথম ধ্বনির প্রতীক হয়ে উঠল সেই চিহ্ন। এইভাবে একটি ধ্বনির উপর একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হতে লাগল। অর্থাৎ, One Sound One Symbol নীতি অনুসৃত হল। ছবি থেকে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হল মানুষের ভাষার লিপি।

এই হল অক্ষরলিপি আর ধ্বনিলিপির সৃষ্টির তত্ত্বকথা। কিন্তু ভারত ছাড়া আর প্রায় সব দেশের ভাষার লিপিতে ধরা পড়ল ধ্বনিমূলক বর্ণ। আর ভারতীয় লিপির অবস্থাটি হয়ে গেল 'ত্রিশঙ্কু' – সে লিপি না

হল সম্পূর্ণ ধ্বনিমূলক, না হল সম্পূর্ণ অক্ষরমূলক। বাংলালিপিও এর ব্যতিক্রম নয়। (প্রফুল্লকুমার ২০০৬: ২)

সাতটি লিপিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি আখ্যা দেয়া হয়েছে (কাইউম ২০০০ : ১৫২) – ১. সুমেরীয় লিপি, ২. মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপি, ৩. ক্রিট দ্বীপবাসীর লিপি, ৪. হিত্তিলিপি, ৫. চিনালিপি, ৬. এলামবাসীর প্রাচীন লিপি এবং ৭. সিন্ধুলিপি।[৪] এই সাতটি লিপির মধ্যে প্রথম পাঁচটির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এলামবাসীর লিপি এবং সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার এখনও সন্তোষজনকভাবে হয়নি।

### ১.১.২ সিন্ধুলিপি

সিন্ধুলিপি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম লিপি। সিন্ধু উপত্যকার পাওয়া বিভিন্ন সিলমোহরে এই লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে।[৫] জন মার্শাল সম্পাদিত *Mohenjo-daro and the Indus Civilisation* (1931) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সিন্ধুলিপির উৎস ও পাঠ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মন্তব্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

লিপিতত্ত্ববিদ গ্যাডগিল সিলমোহরগুলোতে ৩৯৩টি বিভিন্ন চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। সবগুলোই যে মৌলিক চিহ্ন, তা নয়। একটি মূল চিহ্নের সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমেও ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। গ্যাডগিল সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারে সক্ষম না হলেও তিনি কিছু অনুমানের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, এই লিপিতে চিত্রলিপি ও অক্ষরলিপির নিদর্শন বর্তমান। এই লিপিমালার সজ্জা বা গতি – ডান দিক থেকে বাম দিকে।

লিপিতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন লিপির সঙ্গেও সিন্ধুলিপির সাদৃশ্য পেয়েছেন। লিপিবিদ সিডনি স্মিথ সুমেরীয়, আফ্রিকা ও আরব দেশের কোনো কোনো ভাষার অক্ষরের সঙ্গে এই লিপির সাদৃশ্য লক্ষ করেন। আরেক লিপিবিদ এস. ল্যাংডনের মতে, সুমেরীয় 'কীলকাক্ষর' (Cuniform)-এর চেয়ে মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপির সঙ্গেই সিন্ধুলিপির মিল বেশি। জি. আর. হান্টার মনে করেন, মিসর, সুমেরু – এসব স্থানের এবং আদি এলামবাসীর (Proto-Elamite) 'ফলকলিপি'র সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার সিলমোহরলিপির প্রচুর সাদৃশ্য বর্তমান। প্রাচীন চেকোশ্লোভাকিয়ার লিপিতত্ত্ববিদ রোজনির মতে, হিটাইট (Hittaite) জাতির লিপির সঙ্গে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার লিপির মিল রয়েছে। (কাইউম ২০০০ : ১৫৫-১৫৬)

### ১.১.৩ খরোষ্ঠিলিপি

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম বর্ণমালা দুটি – খরোষ্ঠি ও ব্রাহ্মি (কাইউম ২০০০ : ১৫৬)। পাকিস্তানের 'শাহবাজগঢ়হি' ও 'মান্ সেরা'য় অশোকের দুটি অনুশাসনে খরোষ্ঠিলিপির ব্যবহার দেখা যায়। এই দুটি অনুশাসনলিপি ছাড়া অশোকের প্রাপ্ত বাকি সব অনুশাসনলিপিই ব্রাহ্মি বর্ণমালায় উৎকীর্ণ।

আনুমানিক ৬১৫ খিস্টাব্দে বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় লিখিত *ললিতবিস্তর* নামক বুদ্ধচরিতে ৬৪টি লিপির নাম আছে।[৬] খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে ৬৪টি লিপিরই প্রচলন ছিল, এমন বলা চলে না। অধিকাংশ নামই কাল্পনিক বলে পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন। (*Biblothica Indica* : (New series) No. 473 – chap X, উদ্ধৃত কাইউম ২০০০ : ১৫৭)

পাকিস্তানের প্রাচীনতম লিপি – খরোষ্ঠি। খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে খ্রিস্টীয় পাঁচ শতক পর্যন্ত খরোষ্ঠিলিপির ব্যবহার ছিল (কাইউম ২০০০ : ১৫৭)। বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত খরোষ্ঠিলিপির নিদর্শন এ লিপির বহুল ব্যবহার প্রমাণ করে। খরোষ্ঠিলিপি ডান দিক থেকে বাম দিকে লিখতে হত। ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে মধ্য এশিয়াতেও খরোষ্ঠিলিপির প্রচলন ছিল। এই লিপি সম্পর্কে বলা হয় – খরোষ্ঠিলিপি থেকে অন্য কোনো লিপির উদ্ভব হয়নি।

টমাস, কানিংহাম, বুলার-এর মতে, সেমেটিকলিপির উপশাখা আর্মায়িকলিপি থেকে খরোষ্ঠিলিপির সৃষ্টি (কাইউম ২০০০ : ১৫৭)। এই লিপিতে মূল আর্মায়িকলিপির ২২টি বর্ণের সঙ্গে অতিরিক্ত ১৩টি বর্ণ (স্বরধ্বনি ও মূর্ধন্যধ্বনি-সহ) সংযোজিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পারস্যরাজ দারিউস পাঞ্জাব ও সিন্ধু বিজয় করলে পারস্যের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটে। এই সংযোগের ফলেই উপমহাদেশে খরোষ্ঠিলিপির প্রচলন শুরু হয়।

খরোষ্ঠিলিপির নামকরণ সম্পর্কে যাইলুস্কি মত দিয়েছেন এরকম : 'খরোষ্ঠি' শব্দের মূল – 'খরপোস্তা'। 'খর' ভারতীয় আর্যভাষার শব্দ এবং 'পোস্তা' ফারসি ভাষার শব্দ মিলে 'খরপোস্তা' শব্দটি তৈরি হয়েছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'গাধার চামড়া'। খরোষ্ঠিলিপির প্রাচীনতম যে কয়েকটি নিদর্শন মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই উট, ঘোড়া বা গাধার চামড়ার পাণ্ডুলিপি। (মুজাম্মিল ২০০০ : ৬)

### ১.১.৪ ব্রাহ্মিলিপি

ভারতীয় উপমহাদেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রায় সব লিপিই ব্রাহ্মি বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। উপমহাদেশের বাইরের কয়েকটি লিপি, যেমন – সিংহলি, বর্মি, যবদ্বীপি ও তিব্বতি লিপিও এই বর্ণমালা থেকে এসেছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে উত্তর-পশ্চিমাংশ ছাড়া সর্বত্র ব্রাহ্মিলিপির প্রচলন ছিল। (কাইউম ২০০০ : ১৫৮)

আবদুল কাইউম (২০০০ : ১৫৮) লিখেছেন, ব্রাহ্মিলিপির নামকরণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকে একে 'পালিলিপি' বা 'ভারতীয় পালিলিপি' নামে অভিহিত করেছেন। এই লিপি 'অশোকলিপি' নামেও পরিচিত। সংস্কৃত কোনো গ্রন্থে ব্রাহ্মিলিপির নাম পাওয়া যায় না। জৈন *পঞ্চণ্ণাবাণসূত্ত* ও *সমবায়াজ্ঞাসূত্ত* গ্রন্থদুটিতে যে আঠার রকম লিপির নাম পাওয়া যায়, তাতে প্রথম নাম 'বম্ভী'। 'বম্ভী' বা 'বংভী' শব্দটি ব্রাহ্মি নামের অপভ্রংশ।

অনেকের মতে ব্রহ্মার কাছ থেকে পাওয়া বলে এই লিপির নাম 'ব্রাহ্মি'। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, ব্রাহ্মণদের লিপি বলে এর নাম 'ব্রাহ্মি'[৭]। ব্রাহ্মিলিপির নামকরণের সঙ্গে ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণদের আগে কোনো সম্পর্ক ছিল কি-না, এটা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ হিসাবে বলা যায়, প্রথমত সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে 'লিপি'র উল্লেখ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে 'ব্রাহ্মি'র নাম নেই। তৃতীয়ত, প্রাক-অশোক যুগে এই উপমহাদেশে যে ব্রাহ্মিলিপি প্রচলিত, ছিল তার কোনো প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

খরোষ্ঠিলিপির মূল যে বহির্ভারতীয় আর্মায়িকলিপি, এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা গেলেও ব্রাহ্মিলিপির মূল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রিন্সেপ, উইলিয়াম জোনস, মুলার, ওয়েবার, টেলর এবং ব্যুলার মনে করেন, বিদেশি কোনো লিপি থেকে ব্রাহ্মিলিপি উদ্ভূত হয়েছে। ব্রাহ্মিলিপির পাঠোদ্ধারকারী জেমস প্রিন্সেপ মনে করেন, এই লিপি গ্রিকলিপি থেকে গৃহীত।[৮] উইলিয়াম জোনসের মতে, ফিনিশীয় লিপির প্রভাবে ব্রাহ্মিলিপির সৃষ্টি। টেলর বলেন, দক্ষিণ সেমেটিকলিপি থেকে এই লিপির উদ্ভব। ওয়েবারের মত সমর্থন করে ব্যুলার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, ব্রাহ্মিলিপির উদ্ভব সেমেটিকলিপি থেকে। (কাইউম ২০০০ : ১৫৯)

ব্যুলার বলেন, ব্রাহ্মিলিপি প্রথমে ডান থেকে বামে লেখা হত। পরে বাম থেকে ডান দিকে লেখার প্রথা চালু হয়।[৯] ব্যুলার নিজের উক্তি সমর্থন করার জন্য কানিংহামের সংগ্রহ করা একটি মুদ্রার উল্লেখ করেন। এই মুদ্রার এক পিঠে 'রঞোধম পালস' কথাটির অক্ষরগুলো বিপরীতভাবে লেখা হয়েছে 'সল পামধ ঞোর'। কিন্তু কানিংহাম মনে করেন, ছাঁচ খোদাইয়ের ত্রুটিতে এই মুদ্রাটিতে উল্টাভাবে অক্ষর উৎকীর্ণ হয়েছে।

ব্যুলারের মতে, ব্রাহ্মিলিপির ২২টি বর্ণ উত্তর সেমেটিকলিপি থেকে জাত এবং অবশিষ্ট বর্ণগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন বর্ণমালা থেকে সংযোজিত। যেমন, গ্রিকেরা সেমেটিকলিপি থেকে ২২টি বর্ণ নিয়ে স্বরবর্ণ যোগে

বর্ণমালা বাড়িয়েছে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন সেমেটিক জাতির বণিকেরা যে ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য করতে আসত, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। (কল্পনা ১৯৯২ : ৮)

কানিংহাম ও টমাস ব্রাহ্মিলিপিকে সেমীয় লিপির আত্মজা বলে মনে করেন না। তাঁদের প্রধান যুক্তি – ব্রাহ্মিলিপি বাম দিক থেকে ডানে লেখা হয়। আর সেমেটিকলিপি ডান থেকে বামে লেখা হয়। সুতরাং ব্রাহ্মিলিপি সেমীয় লিপি থেকে জাত নয়। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত লিপির সাহায্যে ব্যুলার প্রমাণ করেছেন যে, কোনো কোনো ব্রাহ্মিলিপি ডান থেকে বামে লেখা হত। অশোকলিপির কোনো কোনো স্থানে তিনি এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। সিংহলের ব্রাহ্মিলিপিতে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

কানিংহামের মতে, ব্রাহ্মিলিপি ভারতীয় উপমহাদেশেই উদ্ভূত – বিদেশ থেকে গৃহীত হয়নি। তিনি এ যুক্তির সমর্থনে বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে কোনো না কোনো বস্তুর আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, ধনুকের চিত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মিলিপির 'ধ', মৎস্যের আকৃতির সঙ্গে 'ম' বর্ণের সাদৃশ্য রয়েছে। হান্টার, ল্যাংডন, রোজিন[১০] বিশ্বাস করেন, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার লিপি থেকেই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মিলিপির সৃষ্টি হয়েছে। ল্যাংডন ব্রাহ্মিলিপির কয়েকটি বর্ণের মূলও এই লিপিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মিবর্ণ অ, ই, ঈ, ও, ক, গ, ঘ, চ, জ, ট, ত, থ, প, ফ, ব, ম, য, ল – এগুলো সিন্ধু উপত্যকার লিপি থেকে উদ্ভূত। কানিংহামের যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয়ে থাকে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের কোথাও প্রাচীন চিত্রলিপি বা ভাবলিপির নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সিলমোহরলিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত কানিংহামের মতের সমর্থনে কিছু বলা যায় না। তাই ব্যুলারের মতকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হয়। (কাইউম ২০০০ : ১৬০)

ব্রাহ্মিলিপির পূর্ববর্তী কোনো লিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে 'লিপি', 'লিবি', 'লিপিকর', 'গ্রন্থ', 'বর্ণ', 'অক্ষর' – এসব শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায়, পাণিনির সময়ে – খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে[১১] – লিপির প্রচলন ছিল। অশোকের অনুশাসনে ব্রাহ্মিলিপির যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তা সুগঠিত ও সুপরিণত। এর আগে ব্রাহ্মিলিপির কোনো প্রাচীনতর রূপ থাকা স্বাভাবিক।[১২] টি. ডাব্লিউ. আর. ডেভিডস *Buddhist India* গ্রন্থে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, খ্রিস্টপূর্ব সাত বা আট শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে লিপির প্রচলন ছিল।

**১.১.৫ ব্রাহ্মিলিপি থেকে বাংলালিপি**

ভারতে প্রচলিত ব্রাহ্মিলিপি হাজার হাজার বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে আজকের বাংলালিপিতে রূপান্তরিত হয়েছে (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ৩)। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময় প্রায় সমগ্র উপমহাদেশে ব্রাহ্মিলিপির প্রচলন ছিল (দ্রষ্টব্য : ১.১.৪)। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই লিপি মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল (কাইউম ২০০০ : ১৬২)। এ লিপির বিবর্তন খ্রিস্টীয় এক

শতক থেকে শুরু হয়। ব্রাহ্মিলিপির বিবর্তনের ইতিহাসে পরবর্তী দুটি স্তরের নাম : ক. কুষাণলিপি (১০০–৩০০ খ্রিস্টাব্দ) এবং খ. গুপ্তলিপি (৪র্থ–৫ম শতক)।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত কুষাণ রাজাদের আমলে কুষাণলিপি প্রচলিত ছিল। এই লিপিতে ব্রাহ্মিলিপির বিভিন্ন বর্ণের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। কুষাণলিপির 'ছ', 'জ', 'থ', 'ধ', 'ট', 'ঠ' বর্ণগুলো ব্রাহ্মিলিপির অনুরূপ। এ লিপিতে 'ক', 'চ', 'ঝ', 'ড', 'দ', 'ন', 'প', 'য' বর্ণে সংক্ষিপ্ত মাত্রার ব্যবহার দেখা যায়। কুষাণলিপির 'চ' এবং 'ঢ' বর্ণদুটিতে বাংলা 'চ' ও 'ঢ'-এর আদিরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। (কল্পনা ১৯৯২ : ১৪-১৫)

খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে গুপ্তলিপি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল। গুপ্তবংশীয় রাজাগণ কর্তৃক এ লিপি প্রচারিত হওয়ায় এর নাম হয়েছে গুপ্তলিপি (কল্পনা ১৯৯২ : ১৫)। গুপ্তলিপির অধিকাংশ বর্ণ সংক্ষিপ্ত মাত্রাবিশিষ্ট। এই লিপির কোনো কোনো বর্ণে কুষাণলিপির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণেরই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।

ব্রাহ্মিলিপির ইতিহাসে পঞ্চম শতক পর্যন্ত যে দুটি লিপির উদ্ভব ঘটেছে, ওই লিপিদুটি যথাক্রমে কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে প্রচলিত ছিল। রাজবংশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লিপিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ শতক থেকে লিপির প্রচলন কোনো শাসনকালের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তখন থেকে এই উপমহাদেশে বিভিন্ন লিপির উদ্ভব বা প্রচলন মূলত অঞ্চলভিত্তিক।

খ্রিস্টীয় ছয় শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে যেসব লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে যথাক্রমে 'পূর্বাঞ্চল-লিপি', 'উত্তরাঞ্চল-লিপি' ও 'দক্ষিণাঞ্চল-লিপি'। সাত শতকে উত্তরাঞ্চল-লিপি একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। এই লিপিকে শারদালিপি নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তীকালে শারদালিপি থেকেই কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের গুরুমুখিলিপির উদ্ভব হয়। দক্ষিণাঞ্চলের ব্রাহ্মিলিপি স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তিত হয়। দক্ষিণ ভারতের পল্লবলিপি থেকে আধুনিক তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালাম-লিপির জন্ম। সাত শতকে পূর্বাঞ্চল লিপির দুটি ভাগ দেখা যায় – 'পূর্বী' ও 'পশ্চিমী'। 'পশ্চিমী' শাখার নাগরলিপি গুজরাট রাজপুতানা-মালবে ও মধ্যদেশে প্রসার লাভ করে। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উত্তর ভারতে নাগরির প্রসার ঘটে (কাইউম ২০০০ : ১৬৫)।

পরবর্তীকালে এই নাগরলিপি থেকে দেবনাগরি, গুজরাটি, কায়থি-লিপির জন্ম হয়। সপ্তম শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত ভারতের পূর্বাংশে পূর্বীলিপির প্রচলন ছিল। বর্ণের আকৃতি কিছুটা জটিল বা কুটিল

ছিল বলেই এ লিপির নামকরণ করা হয় ‘কুটিললিপি’। এই লিপির ‘ব’, ‘ম’, ‘ন’, ‘জ’, ‘ক’ বর্ণে বাংলা বর্ণমালার প্রাচীনতম রূপ বর্তমান।

### ১.১.৬ পূর্বী শাখার লিপি

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত পূর্বী শাখার লিপি একটি নিজস্ব ধারায় বিবর্তন লাভ করে। মূলত দশ শতকের শেষদিকে রাজা প্রথম মহীপালের সময় থেকে আদি-বাংলা (Proto-Bengali) বর্ণলিপির উদ্ভব হয়।

প্রথম মহীপালের সময়কালের (৯৭৫ – ১০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে। একটি হল – ‘অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা’ পাণ্ডুলিপি[১৩]। অন্যটি ‘রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গাল’-এ সংরক্ষিত (নং ৯৯৯৫) নামহীন পাণ্ডুলিপি। লিপিকাল মহীপালের রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষ অর্থাৎ ৯৮০–৮১ খ্রিস্টাব্দ। এর লিপি বেশ পরিণত। পাণ্ডুলিপির কিছু অক্ষরের রূপ বাংলার কাছাকাছি (কাইউম ২০০০ : ১৬৬) –

**উ এ ক খ গ চ জ ট ত দ ব ভ ম য ষ স**

এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপির এই লিপিকে দশ শতকের বর্ণলিপির নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়েছে।

এগার শতকের নিদর্শন সন্ধান করা যেতে পারে বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে। বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে (এগার শতকের শেষে অথবা বার শতকের গোড়ার দিকে উৎকীর্ণ) আরও কয়েকটি বর্ণের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই লিপির প্রায় ২২টি বর্ণে বাংলা হরফের রূপ পরিণত অথবা প্রায় পরিণত। (Banerji 1969 : 81–84)

বার শতকের লিপির নিদর্শন এইসব উৎকীর্ণলিপি ও পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত : ক. লক্ষ্মণ সেনের আনুসুয়ালিপি, খ. বিশ্বরূপ সেনের দানপত্রলিপি (কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত), গ. ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দের সুন্দরবনলিপি, ঘ. ‘কালচক্রাবতার’ পাণ্ডুলিপি – ১১২৫ খ্রিস্টব্দের (রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ), ঙ. ‘গুহ্যাবলী বিবৃতি’ (পাণ্ডুলিপি) – লিপিকাল ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ (কেম্ব্রিজ লাইব্রেরি), চ. ‘পঞ্চাকার’ (পাণ্ডুলিপি) – লিপিকাল ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ (কেম্ব্রিজ পুথি), ছ. ‘যোগরত্ন মালা’ (পাণ্ডুলিপি) – লিপিকাল ১২০০ খ্রিস্টাব্দ (কেম্ব্রিজ পুথি)।

এই দানপত্রলিপি বা পাণ্ডুলিপিগুলোতে বাংলা হরফের বিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলো পরীক্ষা করলে কতকগুলো লিপিবিশিষ্টতা নজরে পড়ে (কাইউম ২০০০ : ১৬৬) –

১. ‘উ’ হরফের নিচে লেজাকৃতি ক্ষুদ্র রেখার আবির্ভাব ঘটেছে।

নিচের এই রেখাটিই পরে বর্ণের ওপরে অবস্থান নিয়েছে।

২. ‘ধ’ হরফের ত্রিভুজের ওপরে একটি অতিরিক্ত রেখা সংযোজিত হয়েছে –

৩. ‘র’ হরফের দুটি রূপ দেখা যায়। একটি ‘ব’-এর নিচে অতিরিক্ত রেখাযুক্ত, অন্যটি পেটকাটা।

(বিশ্বরূপসেন লিপি)

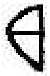

(গুহ্যাবলী)

লিপিকালসহ তের শতকের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে – ‘পঞ্চরক্ষা’।[১৪] ‘পঞ্চরক্ষা’র লিপির সঙ্গে বার শতকের ‘কালচক্রাবতার’ বা ‘গুহ্যাবলী’ লিপির বিশেষ কোনো পার্থক্য নজরে পড়ে না।

চৌদ্দ শতকের এমন কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি যাতে লিপিকালের স্পষ্ট নির্দেশ বা প্রমাণ রয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর পুথি আবিষ্কারের পর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিপি পরীক্ষা করে বলেন, ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনো এক সময় হচ্ছে এর লিপিকাল। তাঁর এই মত সর্বজন গৃহীত হয়নি।[১৫] বাংলা বর্ণমালার ইতিহাসে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর লিপির বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এর পূর্ববর্তী সময়ের আর কোনো বাংলা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। সুতরাং আনুমানিক পনের শতকের এই পাণ্ডুলিপির লিপিই বাংলালিপির প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন।

ষোল শতক থেকে আঠার শতক পর্যন্ত বাংলালিপির বিবর্তন ধারায় দু-একটি হরফ ছাড়া বর্ণমালার কোনো মৌল পরিবর্তন ঘটেনি। দ্রুততার জন্য বা লিপিকরের লিপি-বিশিষ্টতার জন্য কোনো কোনো বর্ণের আকৃতিগত পার্থক্য অবশ্য দেখা যায়। কিন্তু এর ফলে বর্ণের মূল ছাঁদ বা গঠন-প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

## কুটিললিপি থেকে বাংলালিপির উৎপত্তি-১

Dhaka University Institutional Repository

(সূত্র : লুৎফর ২০০৫ : ২৬০)

কুটিললিপি থেকে বাংলালিপির উৎপত্তি-২

(সূত্র : লুৎফর ২০০৫ : ২৬১)

উনিশ শতকে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলনের পর বাংলা হরফ একটি নির্দিষ্ট রূপ পায়। মুদ্রিত অক্ষরগুলো আঠার শতকের বাংলালিপিরই মার্জিত রূপ। হ্যালহেডের ব্যাকরণে মুদ্রিত বাংলা অক্ষরের সঙ্গে সে-যুগের পাণ্ডুলিপির বর্ণের পার্থক্য কম। আধুনিক বর্ণমালার স্বরচিহ্নগুলো প্রাচীন লিপির অনুরূপ। আধুনিক ‘স্তু’, ‘রু’, ‘ন্তু’, ‘গু’ প্রভৃতি যুক্তাক্ষরের বিশেষ উ-কার চিহ্ন প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে প্রথমদিকে এভাবে লেখা হয়েছে – স্তু, রু, ন্তু, গু।

### ১.১.৭ লিপির বিবর্তন

দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতীয় লিপি প্রথমে দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি ধারার নাম কুষাণলিপি। এর চল ছিল উত্তর ভারতে। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মিলিপির আর একটি ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। কুষাণলিপিও পরিবর্তিত হতে লাগল। এই পরিবর্তন চলতে থাকে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে। কুষাণলিপির পরে এল গুপ্তলিপি। এ লিপির সময়কাল খ্রিস্টীয় সাত শতক। ওই সময় তালপাতায় লেখা একটি লিপি পাওয়া যায়। এটির নাম হরিয়ূজি লিপি। কারণ এ লিপিটি বৌদ্ধদের নাম করা মঠ হরিয়ূজিতে পাওয়া গিয়েছিল (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ৩)। গুপ্তলিপি পশ্চিম-পূর্বের অঞ্চলে আর পূর্বাঞ্চলে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তবে অক্ষরগুলো পূর্বে ও পশ্চিমে সমান তালে চলতে থাকে। এদিকে গুপ্তলিপি থেকে পূর্ব-ভারতের আর একটি লিপি প্রচলিত হয়। ধীরে ধীরে এর আদলেও একটু বদল ঘটে। এই লিপির যে পরিবর্তনটি চোখে লাগার মতো, তা হল লিপিতে মাত্রা দেয়ার রীতি। এরই নাম কুটিললিপি। এই কুটিললিপি থেকেই পূর্ব ভারতের বর্ণমালায় আলাদা গড়ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক স্বীকার করেছেন, কুটিললিপি থেকে একটু একটু করে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে আধুনিক বাংলালিপি।

নিচে অশোকের লিপির সমকালীন অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকের শিলালিপি তুলে ধরা হল। একইসঙ্গে দেখানো হয়েছে বাংলা লিপ্যন্তর (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ৪)। এখান থেকে ধারণা করা যাবে, ব্রাহ্মিলিপি কেমন ছিল এবং পরবর্তী বাংলালিপির বিবর্তনজনিত স্তর সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যাবে, কেমন করে এর রূপান্তর ঘটেছে।

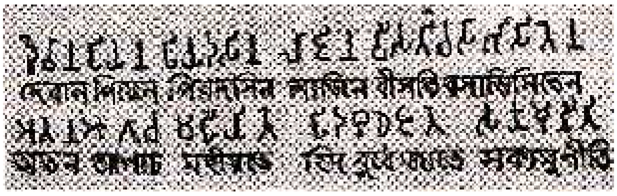

স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ ‘অ’-এর বির্বতনটির বিভিন্ন স্তর দেখা যাক। যেমন, অশোকের ব্রাহ্মিলিপি > কুষাণলিপি > গুপ্তলিপি > হরিয়ুজিলিপি > সাত শতকে বাংলালিপির আদিরূপ > বার শতকের বাংলালিপি > আধুনিক বাংলালিপি ।

এবার ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথমবর্ণ ‘ক’-এর বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর দেখা যাক। যেমন, আধুনিক ক-এর ব্রাহ্মিলিপি > কুষাণলিপি > গুপ্তলিপি > হরিয়ুজিলিপি > সাত শতকের বাংলালিপির আদিরূপ > বার শতকের 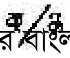 বাংলালিপি > আধুনিক বাংলালিপি ‘ক’।

ব্রাহ্মিলিপির প্রতিলিপিতে লেখা ‘অ’ এবং ‘ক’ – এই লিপিদুটি দেখলে বিবর্তনের স্বরূপটি বোঝা যায়। অর্থাৎ, কেমন করে ব্রাহ্মিলিপি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে বাংলালিপি হয়েছে। তবে, প্রফুল্লকুমার (২০০৬ : ৫) অ, আ, এ, ঐ, ঞ্, ন্, ণ্ – এইসব বাংলালিপির ওপর তামিললিপির প্রভাবের কথা বলেছেন। যেমন, তামিল > বাংলা অ; তামিল > বাংলা আ; তামিল > বাংলা এ, তামিল > বাংলা ঐ, তামিল > বাংলা ন, তামিল > বাংলা ণ। এই প্রভাব একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে, তামিললিপিও ব্রাহ্মিলিপির বিবর্তিত একটি রূপ। অতএব, তামিললিপির সঙ্গো বাংলালিপির মিল থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া, প্রায় দুই হাজারের মতো দ্রাবিড়ীয় শব্দ বাংলাভাষী মানুষের মুখে আজও প্রচলিত।

লিপির বিবর্তনের ইতিহাস গবেষকগণ খোঁজার চেষ্টা করেন; কিন্তু পুরাতন পাণ্ডুলিপি বা লিখিত উপকরণের অভাবে এর গতিপথ সুনির্দিষ্টভাবে বা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। *চর্যাপদ*-এর ভাষা ও লিপিকে আদি স্তর ধরলে বাংলা ভাষা ও লিপির গতিপথ বোঝা খানিক সহজ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ভাষীয় লিপি দ্বারা বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের ভাবনা

### ১.২.০

পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ কর্তৃক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে *Vocabulario Em Idioma Bengalla E Portuguez : Dividido em duas Partes* নামে যে গ্রন্থটি লিসবোয়াঁ থেকে বের হয়, সেটি গুরুত্বপূর্ণ অনেক কারণে[১৬]। এটি বাংলা ভাষার প্রথম শব্দকোষ ও খণ্ডিত ব্যাকরণ। আসসুম্পসাঁউ, সে অর্থে, প্রথম বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক। কিন্তু আমাদের আলোচনায় গ্রন্থটির তাৎপর্য – বর্ণবিন্যাসে : বাংলা এতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল রোমান বর্ণমালায়। গ্রন্থের রচয়িতাকে রোমান বর্ণের আশ্রয় নিতে হয়েছিল সঙ্গত কারণেই। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ও এই অঞ্চলে ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে; বাংলা অক্ষর ছাপার জন্য বাংলা বর্ণ ধাতুতে ঢালাই করা হয়েছে। এরপরেও অনেকে বাংলা লেখা ও ছাপার কাজে রোমান বর্ণমালাকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন। বিশ শতকে এসেও কেউ কেউ বাংলার প্রতিবর্ণীকরণে রোমান বর্ণের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন – বাংলা বর্ণ ও যুক্তাক্ষরের সংখ্যাধিক্য মুদ্রণ-সুলভতা ব্যাহত করছে। অনেকে আবার বাংলা ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের সন্নিহিত অবস্থানে খুঁজে পান অবিজ্ঞানসম্মত গুণ। একদল বাংলাভাষী পণ্ডিত অবশ্য আরবি বা উর্দু হরফেও বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-ভারত দেশবিভাগের সময় – মূলত রাজনৈতিক ও অন্যবিধ কারণে আরবি বা উর্দু-অভিলাষী দলটির জন্ম হয়। তাঁরা তাঁদের যুক্তি সম্পর্কে নিজেরাই ছিলেন সংশয়ী ও দ্বিধান্বিত; আর ভুল ভাঙতেও বেশি সময় লাগেনি। এই ভ্রান্তি নিরসনের পেছনেও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। আমাদের ভাষা-পরিকল্পনা নির্ধারণে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ইতিবাচক-নেতিবাচক দুরকম ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু রাষ্ট্র তার ভাষা-পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণে বা বাস্তবায়নে সফল হয়নি।[১৭]

### ১.২.১ ভিন্ন ভাষার হরফে বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ

এক ভাষার বর্ণমালাকে অন্য ভাষার বর্ণমালায় প্রতিবর্ণায়ন করে মোটামুটি কাজ চলতে পারে।[১৮] তবে তা কখনোই নিখুঁত হবে না। বাংলা লেখার জন্য প্রচলিত বর্ণমালাকে অগ্রাহ্য করে যারা আরবি, উর্দু বা

রোমান হরফের দিকে ঝুঁকেছিলেন বা ঝুঁকতে চেয়েছিলেন, তাদের দুর্বল যুক্তি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। লিখিত বাংলা শব্দও যে সবক্ষেত্রে বর্ণানুগ নিখুঁত উচ্চারিত হয়, তা নয়। তবু এতে সমস্যা না-হওয়ার কারণ হল – এর সঙ্গে জড়িত থাকে আরও কিছু বিষয়; যেমন – দীর্ঘদিনের পঠন ও লিখন-জনিত অভ্যস্ততা, শব্দের বানানে ও উচ্চারণে স্বীকৃত কতিপয় পার্থক্য ইত্যাদি। বাংলা বর্ণমালা যদিও সংস্কৃত বর্ণমালার আদলে তৈরি, কিন্তু সুদীর্ঘ কালব্যাপী ব্যবহারে এবং সংস্কারে এর একটি নিজস্ব ভঙ্গি ও মেজাজ গড়ে উঠেছে। সুতরাং বাংলা ভাষাকে অন্য কোনো ভাষার হরফে লিখতে হলে – যেমনটি অতীতে অনেকবার প্রস্তাবিত হয়েছে – বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হত। বর্তমানে অবশ্য লিপ্যন্তর-অনুরাগী গোষ্ঠীর লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বর্ণ-প্রতিস্থাপনের প্রস্তাবের ত্রুটি দেখা যাক।

### ১.২.১.১ আরবি হরফে বাংলা

বাংলা ভাষার ঋ-কার, ঐ-কার, ঔ-কার এবং ঘ, ঙ, চ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, ধ, প, ভ, ড়, ঢ়, ং, ँ অক্ষরগুলোর ধ্বনিবাহক কোনো আরবি অক্ষর নেই। আবার, আরবি ভাষায় যেসমস্ত অক্ষর আছে, সেগুলোও কোনো স্বরচিহ্ন ছাড়া (যেমন : ফাত্‌হা, দাম্মা, কাস্‌রা ইত্যাদি, অর্থাৎ উর্দুতে যা জরব, জের, পেশ ইত্যাদি) অথবা অন্য কোনো অক্ষর-সংযোজন ছাড়া শব্দের প্রারম্ভে বা মধ্যে একাকী উচ্চারিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি আরবি হরফে বাংলা শব্দ 'কমল' (পদ্ম) লেখা হয় (كمل) এবং তা আরবি-জানা কোনো ব্যক্তিকে পড়তে বলা হয়, তবে তিনি একে পড়তে পারেন 'কামাল'। এরকম অজস্র উদাহরণ দেয়া যায়। আর সংযুক্ত অক্ষর সম্বলিত বাংলা শব্দের প্রায় কোনোটিই আরবি হরফে লেখা সম্ভব নয়। (শরফুদ্দিন ২০০০ : ৬)

এস. এম. লুৎফর রহমান (২০০৫ : ২২৫) আরবি হরফ-ভিত্তিক বাংলা ও বাংলা হরফ-ভিত্তিক আরবি লিপির সমন্বয়মূলক প্রতিবর্ণায়নের সারণি এঁকে দেখিয়েছেন, মাত্র পনেরটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও তিনটি স্বরবর্ণ মিলে আঠারটি হরফে এই সমীকরণ সম্ভব; অন্যগুলোতে নয়। তা থেকে দেখা যায়, উচ্চরণের ভিত্তিতে আরবি হরফে বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের কাজটি প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। তাছাড়া আরবির তিনটি স্বরচিহ্নের (জের, জবর, পেশ) নানারকম variation এবং স্বরের দীর্ঘ, দীর্ঘতর ও দীর্ঘতম রূপ বোঝানো আরও কিছু ধ্বনিচিহ্নের ব্যবহার এ-ভাষাকে বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে অনুপযুক্ত করে তুলেছে। ফলে বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লিখতে হলে কেবল নতুন অক্ষর তৈরি করলেই হবে না, বাংলা ভাষারও এত বেশি পরিবর্তন সাধন করতে হবে যে, তা নিজস্বতা হারিয়ে দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই লড়াই করবে।

### ১.২.১.২ উর্দু হরফে বাংলা

উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রায় একইভাবে উর্দু ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংস্কৃত ভাষা লেখার জন্য বর্ণমালার যে ছাঁচটি প্রথম তৈরি হয়, তা কালক্রমে প্রায় সমস্ত ভারতীয় বর্ণমালার আদর্শ হয়ে উঠলেও সিন্ধি, উর্দু,

কাশ্মীরি-র মতো কিছু ভাষা ব্যতিক্রম। এসব ভাষায় আরবি-ফারসি বর্ণমালা যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তরে গৃহীত হয়েছে। উর্দু ভাষার উপযোগী করে তুলতে চে (বাংলা চ), টে (ট), ডাল (ড), পে (প) – এরকম কিছু অক্ষর বাড়িয়ে মূলত আরবি বর্ণমালাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। আবার কিছু অক্ষরের সঙ্গে ছোট হে (ھ) সংযোজন করে উর্দু ভাষার জন্য আরও কিছু যৌগিক অক্ষর সৃষ্টি করা হয়েছে; যেমন : গাফ + হে = ঘে (বাংলা ঘ), চে + হে = ছে (বাংলা ছ), জিম + হে = ঝে (বাংলা ঝ), টে + হে = ঠে (বাংলা ঠ), ডাল + হে = ঢে (বাংলা ঢ), তে + হে = থে (বাংলা থ), দাল + হে = ধে (বাংলা ধ), বে + হে = ভে (বাংলা ভ)। (শরফুদ্দিন ২০০০ : ৬)

এসব সত্ত্বেও, বাংলা ভাষায় ঋ-ফলা, ঐ-কার, ঔ-কার, ঙ, ঞ, ড়, ঢ়, ং, ঃ, ঁ এই সমস্তের ধ্বনিবাহক কোনো বর্ণ উর্দু ভাষাতে নেই। আরবির মতো উর্দুতেও জের, জবর, পেশ ইত্যাদি স্বরচিহ্নের সংযোজন ছাড়া শব্দের প্রথমে বা অভ্যন্তরে কোনো অক্ষরের উচ্চারণ নেই। এ-কারণে শব্দের প্রারম্ভে অ-ধ্বনি সম্বলিত অথবা স্বর-সংযোজনবিহীন কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ সমন্বয়ে গঠিত বাংলা শব্দ, কিংবা ঙ, ঞ, ড়, ঢ়, ং, ঃ, ঁ-যুক্ত শব্দ এবং ফলা সংযোগে গঠিত বা বহুবিধ যুক্তাক্ষর সমন্বিত বাংলা শব্দ উর্দুতে লেখা যায় না। কাজেই, আরবির মতো উর্দুতেও ধ্বনিসমৃদ্ধ বাংলা ভাষা লেখা সম্ভব নয়।

### ১.২.১.৩ রোমান হরফে বাংলা

বাংলা লেখার জন্য রোমান হরফও যথেষ্ট কার্যকর ও পর্যাপ্ত নয়। খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ঝ, ঞ, ঠ, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ং, ঃ, ঁ– এসব বাংলা বর্ণের ধ্বনিরূপ কোনো অক্ষর ইংরেজি বর্ণমালায় নেই। যদিও kh-এর সাহায্যে খ-ধ্বনি, gh দিয়ে ঘ, ng দিয়ে ঙ, ch দিয়ে চ, jh দিয়ে ঝ, dh দিয়ে ঢ, th দিয়ে থ এবং দ, oh দিয়ে 'ঃ' ধ্বনির কিছুটা প্রতিরূপ সৃষ্টি করা যায়; কিন্তু ছ, ঞ, ঠ, ত, ধ, ঁ – এসব বর্ণের ধ্বনিরূপ ইংরেজিতে করা যায় না। তাছাড়া অনেক যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দও রোমনে হরফে লেখা যায় না এবং লিখলেও তা সহজবোধ্য হয় না।

রোমান বর্ণান্তর (transcription) এবং বাংলা উচ্চারণ সম্বন্ধে *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*-এ মনোত্রল দা আস্‌সুম্পসাঁউ-এর মন্তব্য এরকম –

> পাঠকের প্রতি উপদেশ
> প্রিয় বন্ধু : আমি বিশ্বাস করি এই বইটি পড়ার সময় অনেকগুলি দ্বিত্ব বর্ণ দেখে আপনি বিভ্রান্ত হবেন। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিব যে এই দ্বিত্ব বর্ণগুলি বাংলা ভাষার একক বর্ণ। এবং যাতে আপনি এইগুলি বুঝতে পারেন সে জন্য আমি বাংলা বর্ণমালাগুলি দিব, যেন আপনি দেখেন এবং উচ্চারণের শক্তি বুঝতে পারেন। Anzi co, qho, go, gho, hua, so, sho, zo, zho, nio, tto, ttho, ddo, ddho, no, to, tho, do, dho, no, po, pho, bo, bho, mo, zo, ro, lo, bo, xo, xo, xo, ho, quio.

> স্বরবর্ণ
>
> a, a, i, i, u, u, ri, ri, li, li, e, oi, o, on, ong, o.
>
> আরো লক্ষ্য করবেন যে যেখানে আমি দ্বিত্ব বর্ণ লিখেছি সেখানে জিহ্বা প্রতিবেষ্টিত হয়ে উচ্চারিত হয়; যেখানে আমি একক বর্ণের পরে H লিখেছি, সেখানে ঐগুলি বুক থেকে শ্বাস প্রবাহের দ্বারা উচ্চারিত হয়; যেখানে আমি দ্বিত্ব বর্ণের H লিখেছি সেখানে ঐগুলি জিহ্বা মুচড়িয়ে উচ্চারিত হয়।[১৯]

ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও, আসসুম্পসাঁউ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা প্রতিবর্ণকরণের উপযুক্ত বর্ণ রোমান হরফে নেই। ব্যাপারটি অবশ্য তাঁর স্বদেশি পার্তুগিজ পাদ্রিগণ আগেই ধরতে পেয়েছিলেন। উইলিয়াম মার্সডেন কর্তৃক সংগৃহীত পর্তুগিজ-বাংলা অভিধানে[২০] বাংলা শব্দগুলো মার্কোস এন্তোনিও সান্তুচ্চি ও তাঁর সহকর্মীগণ বাংলা হরফেই লিখেছেন (রহীম ১৯৮৫ : ৭৫১)। পাণ্ডুলিপিটি হাতে লেখা হলেও তা এ-সাক্ষ্যই দেয় যে, বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে রোমান হরফ উপযুক্ত নয়। তবু আস্‌সুম্পসাঁউ-এর ব্যাকরণে (১৭৪৩) – যদিও তা মার্সডেনের অভিধানের পরে লেখা – রোমান হরফ ব্যবহারের কারণ সম্ভবত মুদ্রণজনিত অসুবিধা।

প্রফুল্লকুমার পান (২০০৬ : ৩৩-৩৪) লিখেছেন, রোমান লিপিতে বাংলা ভাষা লেখা যায় কি-না এ ব্যাপারে ১৯১৮ সালে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম বিতর্ক তোলেন। একটি আঞ্চলিক ভাষাকে রোমান হরফে লিখলে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে। তবে বাংলা ভাষাকে রোমান হরফে লেখার অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজরা নিজেদের গরজে রোমান হরফে দুটি বাংলা গ্রন্থ ছাপাখানা থেকে প্রকাশ করেন। গ্রন্থদুটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবোয়াঁ শহর থেকে প্রকাশিত হয়। একটি গ্রন্থ বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ (বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা) – *Vocabulario Em Idioma Bengalla E Portuguez : Dividido em duas Partes*। অন্য গ্রন্থটি *Crepar Xaxtrer Orthbhed Xixio Gurur Bichar* অর্থাৎ *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ শিষ্য গুরুর বিচার*। প্রথম রোমান হরফে লেখা বাংলা ভাষার এ দুটি গ্রন্থের লেখকই মানোএল দা আসসুম্পসাঁও।

এছাড়াও বেশ কিছু বাংলা এবং সংস্কৃত গ্রন্থ রোমান হরফে প্রকাশিত হয়; তবে সংখ্যায় খুব কম। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হ্যালহেডের *A Grammar of the Bengal Language*। এটি মূলত ব্যাকরণগ্রন্থ। এই গ্রন্থে হ্যালহেড বেশ কিছু বাংলা শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে রোমান হরফ ব্যবহার করেছেন। রোমান হরফে বাংলা ভাষা লেখার আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ উইলিয়াম কেরির *কথোপকথন* (১৮০১)।

*কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* থেকে প্রথমে বাংলা ভাষা এবং এরপরে রোমান হরফের প্রতিলিপি দেখা যাক (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ৩৪) –

*Dhaka University Institutional Repository*

পুথি-১

সকল অনের অর্থ এবং পৃথক্যে পৃথক্যে বুঝান

তাজেল-১

সিদ্ধি ক্রশের অর্থভেদ

গু। গুরু,

শি। শিষ্য।

শি। পূজ্য হৌক সিদ্ধি পরম নির্ম্মল ধর্ম্ম।

গু। তিনি তোমারে আশীর্ব্বাদ দেউক, এবং তোমারে ভাল করুক; আইস, পোলা, তুমি কেটা?

শি। আমি ক্রিস্তাঙ, পরমেশ্বরের কৃপায়।

গু। কোথায় যাও?

শি। বাড়িতে যাই।

গু। তোমার বাড়ি কোথায়?

(৪) শি। ভাওয়াল দেশে; আমি তোমার রাইয়তঃ নাগরীতে বসি।

গু। আমি তো সেখানে যাই; আমার সঙ্গো আইস; আমি তো অর্থ-ভেদ বুঝাইব, তুমি তো বুঝিবা।

শি। যে আজ্ঞা; চলো যাই।

গু। তুমি নি আস্থার নিরুপণ জানো?

শি। ঠাকুর, কিছু শুনলাম গুরুর কাছে, তুমি তো জিজ্ঞাসা করোঃ আমি তো উত্তর দিব, যে মত পরমেশ্বর লওয়ায়েন।

— *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ শিষ্যগুরুর বিচার*, পৃ. ২

[2] PUTHI 1

Xocol oner ortho, ebong Prothoquie prothoqhie buzhan

**TAZEL 1.**

***Xidhi Crucer ortho, Bhed.***

G. Guru,
X. Xixio.

§

X. Puzio houq xidhi Poromo Nirmol Dhormo.
G. Tini tomare axirbad deuq, ebong tomare bhalo coruq; aixo, Pola, tomi quetta.
X. Ami Christao, Poromexorer crepae.
G. Cothae zao?
X. Barite zai.
G. Tomar bari cothae?
[4] X. Baval dexé; ami tomar raiotó: Nagorite boxi.
G. Ami to xeqhané zai: amar xongué aixó; ami to ortho bhed buzhaibo, tomi to buzhiba.
X. Ze agguia; cholo zai.
G. Tomi ni axthar nirupon zano?
X. Tthacur, quicsu xunilam Gurur casse, tomito ziguiaxa coro: amito utor dibo zemot Poromexor loaen. »

*Dhaka University Institutional Repository*

– *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ শিষ্যগুরুর বিচার*

১৭৪৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রোমান হরফে বাংলা ভাষার অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রন্থে বাংলা ভাষার সঠিক প্রতিবর্ণীকরণ হয়নি। বেশ কয়েকজন ভাষাতত্ত্ববিদ; যেমন, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, পুণ্যশ্লোক রায়, দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক, সুনীতিকুমরার চট্টোপাধ্যায় – এঁরা রোমান হরফে বাংলা লেখায় ত্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছেন (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ৩৬)।

মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০ : ১৩০) লিখেছেন, ভারতের লিপিসংক্রান্ত সমস্যাটি *প্রবাসী*তে প্রথম উত্থাপিত হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন নিরঞ্জন নিয়োগী। নিরঞ্জন নিয়োগী রোমান বর্ণমালা গ্রহণের পক্ষপাতী। তাঁর যুক্তি হল – রোমান বর্ণমালা আমাদের অক্ষরমালার চেয়ে অনেক বেশি সহজ, জটিলতাহীন এবং আদর্শ লিপির নিকটবর্তী। তাঁর প্রস্তাবটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর মতামত *প্রবাসী*তে প্রকাশিত হয়।

অমলানন্দ ঘোষ 'বানান সমস্যা' শীর্ষক এক লেখায় সুনীতিকুমারের প্রস্তাবিত রোমান অক্ষরে বাংলা লেখা ও ছাপাকে সমর্থন করতে পারেননি। লেখাটি প্রকাশিত হয় *বিচিত্রা*র মাঘ, ১৩৪১ সংখ্যায়। অমলানন্দ মনে করেন, এই পদ্ধতির যা সুবিধা তা দু-একটি টাইপের সংস্কার করলেই পাওয়া যায়। (মিতালী ২০১০ : ১২৮)
সুধীরচন্দ্র আচার্য *প্রবাসী* ফাল্গুন, ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'ভারতের লিপি সমস্যা' লেখায় রোমান লিপি গ্রহণের বিরোধিতা করেছেন। এই বর্ণমালা গ্রহণে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে এখানে তিনি তা-ই দেখিয়েছেন। যেমন : খ, ঘ, ঠ, থ ইত্যাদি বর্ণ রোমান লিপিতে kh, gh, th., th ইত্যাদি রূপে লেখা হয়। কিন্তু লেখক বর্ণগুলোকে একটি পৃথক বর্ণবিশেষ দ্বারা সূচিত করা উচিত বলে মনে করেন। তাছাড়া, নতুন সংস্কারে বাংলা বর্ণমালার এতখানি পরিবর্তন হলে নতুন শিক্ষার্থীরা অসুবিধায় পড়বে। বাংলার প্রতিলিখন অনুযায়ী 'বই লও'-র জায়গায় 'bai lao' লিখতে হবে। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সবই অ-কারান্ত। কিন্তু এতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনগুলোর 'অ' লোপ পাবে। 'ব'-এর মধ্যে যে ব্ + অ ছিল তা রাখা যাবে না। (মিতালী ২০১০ : ১৩০-১৩১)

*প্রবাসী*র ফাল্গুন ১৩৪১ সংখ্যায় 'ভারতে লিপিসমস্যা' লেখায় উমাদাস গুপ্ত রোমান বর্ণমালায় বাংলা লেখার বিরোধিতা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি হল : ভারতীয় বর্ণমালাসমূহের আদি 'সংস্কৃত বর্ণমালা' রোমান বর্ণমালা থেকে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। তাই রোমান বর্ণমালা গ্রহণের প্রস্তাবটিতে

পশ্চাদবর্তন হবে। বরং সংস্কৃত বর্ণমালার ত্রুটি দূর করে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে। (মিতালী ২০১০ : ১৩১)

*ভারতবর্ষ* পত্রিকার ভাদ্র ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'লিপি-সংস্কার' শীর্ষক এক লেখায় গোবর্দ্ধনদাস শাস্ত্রী লিখেছেন, রোমান লিপির প্রচলনে বেশ কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে :

(১) বাংলা শব্দের বানান রোমান লিপিতে লিখতে গেলে অথবা বাংলায় প্রচলিত ইংরেজি শব্দের যথাযথ উচ্চারণ প্রকাশ করার জন্য প্রচুর সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার প্রয়োজন পড়ে। ফলে মৌখিক গণনার সময় বর্ণ ও লিপির সংখ্যা কম দেখালেও কার্যত কিছুই কমবে না।

(২) একটি স্বরযুক্ত বর্ণ লিখতে রোমান লিপিতে একাধিক অক্ষর বসাতে হবে। যেমন – 'শশধর'-এ ৪টি বর্ণ, কিন্তু 'Ś a ś a d h a r a' লিখতে ৯টি বর্ণ।

(৩) রোমান লিপিতে বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি ভারতীয় ভাষা লিখতে গেলে উপরে নিচে নানা চিহ্ন দিতে হয়। তাই সময়, স্থান হাতের কাজ নানা দিক থেকে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

(৪) রোমান লিপির উচ্চারণ-পরিকল্পনা কখনও ইংরেজি উচ্চারণের অনুরূপ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলায় প্রচলিত রেল, স্টেশন, কোট, বুট ইত্যাদি শব্দের বানান নব পরিকল্পনা অনুসারে rel, stesan ইত্যাদি লেখা হবে, না প্রচলিত নিয়মানুসারে rail station লেখা হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে।

(৫) বাংলা ভাষার পদ-উচ্চারণে কোনো বাঁধাধরা ব্যবস্থা নেই। আমাদের উচ্চারণগত তারমত্যের অভাবে বাংলায় বহু শব্দের একাধিক বানান দেখা যায়। কাজেই প্রথমে বাংলালিপি ও বর্ণমালা আয়ত্ত করে, তাতে প্রত্যেকটি শব্দের বানান মুখস্থ করে, পরে রোমান বর্ণমালা ও লিপি শিখে তাতে বাংলা বর্ণের উচ্চারণ ব্যক্ত করবার জন্য সাংকেতিক চিহ্নগুলো আয়ত্ত করা দরকার। পরে সেই সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট রোমান লিপিতে বাংলা বানান ঠিক করা দুরূহ প্রচেষ্টা মাত্র। অতএব, গোবর্দ্ধনের প্রস্তাব, বাংলালিপির সামান্য পরিবর্তন করলেই বর্ণমালায় সমস্যা দূর হয়। (মিতালী ২০১০ : ১৮৩-১৮৪)

রোমান লিপির মতো বাংলালিপি বর্ণাত্মক বা alphabetical নয় – বাংলালিপি অক্ষরাত্মক বা syllabic (জামিল ১৯৯০ : ৯-১০)। তাছাড়া, প্রত্যেক ভাষার প্রত্যেকটি লিপিতে আছে সেই দেশ ও কালের সূক্ষ্ম সংস্কৃতি। বর্ণগুলির বিবর্তনেও রয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশের সময়, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের চিহ্ন। ভাষা ও লিপির মধ্য দিয়ে তৈরি হয় একাত্মতার সুর ও জাতীয় সংহতি। ফলে প্রফুল্লকুমার (২০০৬ : ৩৭) প্রশ্ন রেখেছেন, "যেসব বাঙালি বাংলা ভাষাকে রোমান হরফে লিখতে চান বা লিখতে প্রয়াসী তাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো রোমান হরফে বাংলার অ-আ-ই-কে বা ক-খ-গ কে যথাক্রমে a a i বা k-kh-g-e লিখলে তাঁদের মন বা হৃদয় ভরবে কি? বাংলা ভাষার লেখ্য রূপের বিপর্যয় কি সবাই মেনে নেবেন?"

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলা ভাষার বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক-শৃঙ্খলায় সজ্জিত। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পার্থক্য নিখুঁতভাবে করা আছে। উচ্চারণস্থান-অনুযায়ী ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস এ ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, আমাদের বর্ণমালায় রয়েছে নানা ধ্বনিগুণ-সম্পন্ন বর্ণ। অনেক চালু ভাষায় এসব বৈশিষ্ট্য দুর্লভ। ভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রতিবর্ণীকরণে উচ্চারণ বিকৃতিও তাই কম ঘটে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## বানান পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাবকসমূহ

**১.৩.০**

বানান পরিবর্তনের কারণ বহুবিধ। মুখের ভাষা যত দ্রুত পরিবর্তিত হয়, লেখার ভাষা সেই তুলনায় ধীরে পরিবর্তিত হয়। বানানরীতির পরিবর্তনের গতি এর চাইতেও ধীরে। বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রয়োগে বানানের একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়; পণ্ডিতজন হয়েও কেউ 'বিধি আরোপ' করতে পারেন না – বড় জোর 'বিধি নির্দেশ' করতে পারেন। এমনকি প্রতিষ্ঠানও নিয়ম নির্ধারণ করে তা জোরপূর্বক ভাষা-ব্যবহারকারীকে চাপিয়ে দিতে পারে কি-না, এই নিয়েও তর্ক রয়েছে।

### ১.৩.১ বানান পরিবর্তনের কারণ

বানান মূলত প্রথাগত ব্যাপার। অর্থাৎ দীর্ঘদিনের প্রয়োগে বানানের একটা কাঠামো নির্ধারিত হয়। এর পরেও বানান পাল্টাতে থাকে বিভিন্ন কারণে।

এক. মূলনীতি পরিবর্তনে বানান পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বানানে (তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৭) রেফ-এর পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জিত হওয়ায় বাংলা বানানও পাল্টে গেছে : কর্ত্তা > কর্তা, সর্দ্দার > সর্দার, কর্ম্ম > কর্ম ইত্যাদি। আবার, পদান্তে বিসর্গ বর্জনের সিদ্ধান্তেও শব্দের বানানে পরিবর্তন ঘটেছে; যেমন – মূলতঃ > মূলত, প্রথমতঃ > প্রথমত ইত্যাদি।

দুই. শব্দের ব্যুৎপত্তিকে অস্বীকার করার কারণে বানান বদলে যায়; যেমন : সংস্কৃত 'কর্ণ' থেকে আগত 'কাণ' শব্দের বানান 'কান', সংস্কৃত 'স্বর্ণ' থেকে আগত 'সোণা' শব্দের বানান 'সোনা' ইত্যাদি।

তিন. ব্যুৎপত্তিকে প্রাধান্য দেয়ার কারণেও বানান নতুন রূপ ধারণ করে; যেমন, মধ্যযুগে প্রচলিত 'জে, জখন, জদি' ইত্যাদি শব্দের বানান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে হল – যে, যখন, যদি ইত্যাদি।

চার. অনুচ্চারিত বা প্রায়-অনুচ্চারিত বর্ণের জন্যেও শব্দের বানানে রূপান্তর ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন – 'মৎস্য' শব্দের বানান 'মৎস', 'দারিদ্র্য' শব্দের বানান 'দারিদ্র', 'বৈচিত্র্য' শব্দের বানান 'বৈচিত্র' ইত্যাদি।

পাঁচ. সংস্কৃত থেকে আগত বলা হলেও বাংলা ফলা-যুক্ত (ব-ফলা, য-ফলা, ম-ফলা-যুক্ত) শব্দের উচ্চারণ প্রাকৃত-অনুসারী। এইসব শব্দের বানান পরিবর্তনে কারও কারও কাছ থেকে নতুন প্রস্তাব এসেছে এবং ভবিষ্যতে বানান-রূপ পাল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। যেমন – 'শাশ্বত' শব্দের বানান 'শাশত', 'রশ্মি' শব্দের বানান 'রশ্‌শি' ইত্যাদি।

ছয়. বাংলাভাষীর মুখে উচ্চারিত হয় না – এই যুক্তিতে 'ণ', 'ষ' ইত্যাদি বর্ণের বদলে শব্দে 'ন', 'শ/স' বর্ণের ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়ছে; যেমন – লবণ > লবন, কৃষক > কৃশক ইত্যাদি।

সাত. বর্ণমালার সংস্কার, অর্থাৎ বর্ণের সংযোজন-বিয়োজনেও শব্দের বানান-রূপ বদলে যেতে পারে। যেমন, বিদ্যাসাগর কর্তৃক ড়, ঢ়, য় বর্ণের সংযোজনে 'বাডী' বানান পাল্টে হয়েছে 'বাড়ী', 'যাএ' পাল্টে হয়েছে 'যায়' ইত্যাদি। আবার, বর্ণমালা থেকে 'ঈ' বা 'ঊ' বাদ দেয়ার পরিকল্পনা করা হলে বাংলা বানানের চেহারাও আমূল পাল্টে যাবে।

আট. বহুসংখ্যক মানুষের প্রয়োগরীতিতে বানান পাল্টাতে থাকে। যেমন, 'পাখী', 'বাড়ী' ইত্যাদি শব্দের বানান বহুল প্রয়োগে 'পাখি', 'বাড়ি' হয়েছে।

### ১.৩.২ বানান পরিবর্তনে প্রভাবকসমূহ

বানান পরিবর্তনে আসলে দৃশ্যমান কোনো কারণ বা প্রভাবক নেই। উপরের সূত্র থেকে বানান পরিবর্তনের প্রভাবকসমূহ চিহ্নিত করা যেতে পারে।

| | | |
|---|---|---|
| (১) | প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা | : প্রতিষ্ঠান নিজের শক্তি ও প্রভাব-গুণে বানান পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। |
| (২) | ব্যুৎপত্তিকে অস্বীকার | : পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোর বানানে এই প্রভাবকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। |
| (৩) | ব্যুৎপত্তিকে গুরুত্ব প্রদান | : ব্যুৎপত্তির প্রতি অনুরাগ অধিকাংশ ভাষার বানান-পরিবর্তনে প্রধান প্রতিবন্ধকতার ভূমিকা পালন করে। |
| (৪) | উচ্চারণের প্রভাব | : ভাষা-ব্যবহারকারীদের উচ্চারণের ধারা, উচ্চারণের পরিবর্তন বা উচ্চারণের বিশেষ প্রবণতাও বানান পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। |
| (৫) | বর্ণ ও বর্ণমালার রূপান্তর | : বর্ণের সংযোজন-বিয়োজন ও কাঠামো বা আদল পরিবর্তনে বানান বদলে যায়। |
| (৬) | ব্যক্তিসমষ্টির ব্যবহার | : সবার সম্মিলিত উদ্যোগ ও ব্যবহার বানান পরিবর্তনে প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। |
| (৭) | ভাষারীতি নির্ধারণ | : নতুন ভাষারীতি নির্ধারণ বা ভাষারীতি পরিবর্তনে বানান পরিবর্তিত হয়। |
| (৮) | ভুলের অনুকরণ | : অন্যের ভুল লেখার অনুকরণও বানান পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। |

(৯) অঞ্চলবিশেষের প্রভাব : অঞ্চলবিশেষের মানুষের ব্যবহৃত রীতি বা লেখার style-ও লিপি (অর্থাৎ বানানের দৃশ্যরূপ) পরিবর্তনে ক্রিয়াশীল থাকে।

**১.৩.৩ বানান পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত মন্তব্য**

জগন্নাথ চক্রবর্তী (২০০৭ : ২৪৩) মনে করেন, সংবাদপত্র ও পুস্তক মুদ্রণে আংশিকভাবে লাইনো টাইপ মনো টাইপ প্রভৃতি প্রবর্তিত হওয়ায় একই বাংলা শব্দের মুদ্রিত চেহারায় নানা বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। বাংলা টাইপরাইটারের টাইপগুলো আবার লাইনোর সঙ্গে সর্বত্র একরকম নয়। এর উপর রয়েছে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বিজ্ঞাপন সাইবোর্ড প্রভৃতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন লিখন ও বানানরীতি। নতুন টাইপ-পুরোনো টাইপ, একেলে বানান-সেকেলে বানান, যুক্তাক্ষর বিষয়ে এক এক জায়গায় এক এক পদ্ধতি এ সবই এক ধরনের অস্থিরতার পরিচায়ক।

মাহবুবুল আলম বলেন, বানানের নিয়মে প্রতিবর্ণ নির্ণয়ের বিধান দেয়া হলেও তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। এমন কিছু বইপত্র দেখা যায় যেখানে বানানের কোনো ধার লেখক ধারেন না। ফলে বানানের অসমতা রয়েই গেছে। তাছাড়া নিয়মরীতি-বিরুদ্ধ বানান মুদ্রিত বইয়ে দেখে পাঠক বিভ্রান্ত হন এবং নিজেও ভুল লেখা শুরু করেন। বানানে বিকল্প থাকায় কেউ কেউ সচেতন থাকেন না – কোন বানানে লিখেছেন। এখনকার দিনে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর বানানের কিছু নমুনা হল : নামায-নামাজ, রোযা-রোজা, ফার্মেসী-ফার্মেসি, পোষ্ট-পোস্ট, ষ্টোর-স্টোর, ষ্টেশন-স্টেশন, ক্লাশ-ক্লাস, পাশ-পাস ইত্যাদি। আবার, প্রতিবর্ণ নির্ধারণে অনেক সময় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় উচ্চারণের ত্রুটি কিংবা বর্ণের উচ্চারণ-পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। বর্ণের অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ বা ঘোষ-অঘোষ ধ্বনির উচ্চারণের বিষয়টি অনেকে গুরুত্ব দেন না। জ-য, শ-ষ-স ইত্যাদির উচ্চারণে ও বানানের পার্থক্য সম্পর্কে খেয়াল রাখলে এ ধরনের সমস্যা কম হত। বিদেশি শব্দের বাংলা রূপ দিতে গিয়েও যথাযথ বর্ণটি নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। মূলের উচ্চারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার জন্য এমন সমস্যা দেখা দেয়। বিদেশি ভাষার বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণের সময় কখনও কখনও বাংলার নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গির প্রভাব পড়ে। ফলে মূলের উচ্চারণ বিকৃত হয়। উচ্চারণ সহজ করার প্রবণতা কখনও কখনও কাজ করে। (আলম ২০১১ : ৮৩)

পবিত্র সরকার (২০০৪ : ১৭-১৮) বলেছেন, ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে এর বর্ণসম্ভার ও লিখনপদ্ধতির যদি অসঙ্গতি থাকে, তাহলে বানান ভুল হতে বাধ্য। তিনি এরকম পাঁচটি অসঙ্গতি চিহ্নিত করেছেন : ১. বাংলায় এমন ধ্বনি আছে যা আমরা মুখে হরহামেশা উচ্চারণ করছি, কিন্তু যার নিজস্ব কোনো বর্ণগত রূপ বা লিপিচিহ্ন নেই লেখার জন্য; যেমন – অ্যা। ২. বাংলা বর্ণমালায় অনেক বর্ণের উচ্চারণ তার মূল আদল থেকে সরে এসেছে; যেমন – ঋ, ণ, ষ, য ইত্যাদি। ৩. বাংলা বর্ণমালায় আছে বহু-

এক প্রতিসম্পর্ক –many-to-one correspondence; অর্থাৎ ধ্বনি একাধিক, কিন্তু চিহ্ন একটি। ৪. সব ধ্বনির চিহ্নগুলো সব জায়গায় একরকম থাকে না, প্রতিবেশ অনুসারে বদলায়। ৫. বাংলা ভাষায় কিছু কিছু স্বরধ্বনি অবস্থানবিশেষে উচ্চারণে অন্য স্বরধ্বনির চেহারা নেয়।

দেখা যাচ্ছে, বানান পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাবকসমূহ বাংলা বানান প্রমিতকরণের সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

## টীকা

১. ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

২. প্রাচীনকালে পেরুতে নানা রকমের গিঁট দিয়ে রাজার আদেশ বা ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখা হত। দড়ির মধ্যে গিঁটের সংখ্যা, স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা এবং অবস্থানের তারতম্যের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাব প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। সাধারণত বস্তুবাচক ভাব-প্রকাশের জন্য রঙবিহীন সুতা এবং নির্বস্তুক বা abstract ভাব প্রকাশের জন্য রঙিন সুতা ব্যবহৃত হত। যেমন – 'শান্তি' বা 'রুপা' অর্থে সাদা এবং 'সোনা' বোঝাতে লাল রঙের সুতার ব্যবহার ছিল। পেরুতে এই গ্রন্থিলিপির নাম 'কুইপু' (quipu)। (গোলাম ২০০৩ : ৩১)

৩. যেমন অর্ধবৃত্তের নিচে 'তারা' দিয়ে রাত, আবার অর্ধবৃত্তের নিচে 'সূর্য' দিয়ে দিন বোঝানো হত। (কল্পনা ১৯৯২ : ৪)

৪. কয়েকটি প্রাচীন লিপির নিদর্শন (কাইউম ২০০০ : ১৫৩) –

সুমেরীয় লিপি :

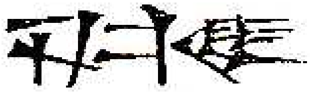

হারারোগ্লিফিক :

ক্রিট-এর লিপি :

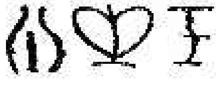

ব্যবিলনীয় লিপি :

এলামবাসীর লিপি :

*Dhaka University Institutional Repository*

সিন্ধুলিপি :

৫. মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ পর্যন্ত এই সিলমোহরের লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা যায়নি। বহু পণ্ডিত এ বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন।

৬. ৬৪টি লিপির মধ্যে প্রথম দুটি লিপি ব্রাহ্মি ও খরোষ্ঠি।

৭. ভাষা বা লিপির জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে দেবতার নাম-উল্লেখ নতুন নয়। রোমানদের বিশ্বাস ছিল তাদের লিপি দেবতা মার্কারি (Mercury)-র কাছ থেকে পাওয়া। গ্রিকদের মতে, ক্যাডমাস (Cadmaus) নামক প্রাচ্যদেশীয় এক দেবতা ইউরোপা নাম্নী এক রমণীর খোঁজে গ্রিসে আসেন এবং তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন গ্রিক বর্ণমালা। মিসরীয়গণ মনে করেন যে, প্রাচীন মিসরীয় লিপিদেবতা 'থথ' (Thoth)-এর অবদান। অনুরূপভাবে ব্যাবিলনীয়রা বিশ্বাস করে যে, তাদের বর্ণমালা দেবতা নাবো (Nabo)-র কাছ থেকে পাওয়া। চীনাদের মতে, তাদের লিপি 'স্যাং-চিয়েন' (T'san Chien) নামের চার-চোখবিশিষ্ট ড্রাগনমুখী দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত। (গোলাম ২০০৩ : ২৭)

৮. ব্রাহ্মিলিপির উৎপত্তি সম্পর্কে প্রিন্সেপ ও জোনসের মত যুক্তির দ্বারা আদৌ প্রমাণিত হয়নি। ব্রাহ্মিলিপির সঙ্গে গ্রিক বা ফিনিশীয় লিপির দু-একটি বর্ণের সাদৃশ্য হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন, 'থিটা'র সঙ্গে ব্রাহ্মি 'থ'-এর কিংবা ফিনিশীয় 'গিমেল'-এর সঙ্গে ব্রাহ্মি 'গ'-এর।

৯. পৃথিবীর বিভিন্ন লিপির ইতিহাসেও এর নজির পাওয়া যায়। যেমন, গ্রিকলিপির গতি প্রথমে ডান দিক থেকে বামে ছিল। পরে বাম দিক থেকে ডানে লেখার নিয়ম প্রচলিত হয়। (কাইউম ২০০০ : ১৫৯)

১০. জন মার্শাল সম্পাদিত *Mohenjo-daro and the Indus Civilisation* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এস. ল্যাংডন রচিত – ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ৪৩৩ (উদ্ধৃত, কাইউম ২০০০ : ১৬০)

১১. মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব সাত-ছয় শতক।

১২. তবে ব্রাহ্মিলিপির প্রাচীনতর রূপ আবিষ্কৃত হয়নি। অনেকে মনে করেন, ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে পিপরাওয়া (Piprahwa) স্তূপে আবিষ্কৃত পাত্রলিপিতে ব্রাহ্মিলিপির পূর্বতর বা আদিরূপের সন্ধান পাওয়া যাবে। (S.N. Chakravarti, *Development of the Bangali Alphabet from the 5th Century A.D. to the end of Mohammedan Rule*, J. R. A. S. B, 1908, Vol. IV, Page-351).

১৩. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত এ পাণ্ডুলিপির লিপিকাল ৯৭৯–৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ। (কাইউম ২০০০ : ১৬৬)

১৪. 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গাল'-এ সংরক্ষিত এই পাণ্ডুলিপির লিপিকাল ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দ। (কাইউম ২০০০ : ১৬৭)

১৫. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর লিপিকাল ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী। রাধাগোবিন্দ বসাক অনুমান করেন, ১৪৫৯–১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি অনুলিখিত হয়েছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরে রাধাগোবিন্দ বসাকের মত সমর্থন করেন। এস. এন. চক্রবর্তী বলেন, লিপিতত্ত্ব বিচারে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* অবশ্যই পনের শতকের পুথি *বোধিচর্যাবতার* (১৩৩৫ খ্রি.)-এর সমসাময়িক। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন, এই পুথিটি ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে লিখিত। সুকুমার সেনের মতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর লিপিকাল আঠার শতকের শেষার্ধ (কাইউম

২০০০ : ১৭১)। পুথির লিপি, কাগজ, অক্ষর-গঠন এবং পুথির মধ্যে পাওয়া ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের রশিদ বিচারে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেনের মত গ্রহণ করা যায় না। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর লিপিকাল পনের শতক হওয়াই সম্ভব।

১৬. ব্যাকরণটিকে আধুনিক পণ্ডিত সমাজে প্রথম পরিচিত করেন স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *Linguistic Survey of India* গ্রন্থে তিনি এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, গ্রন্থের প্রথম চল্লিশ পৃষ্ঠা পর্তুগিজ ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ, পরবর্তী ২৫৯ পৃষ্ঠা বাংলা-পর্তুগিজ এবং ২৭০ পৃষ্ঠা পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ। (রহিম ১৯৮৫ : ৭৪৯)

১৭. ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার মতো কিছু রাষ্ট্র তাদের ভাষা-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। তবে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের দায় রাষ্ট্রের কি-না, সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে।

১৮. যেমন বর্তমানকালে মোবাইল ফোনে বার্তা (ম্যাসেজ) লেখার সময় প্রায়শই রোমান হরফে বাংলা লেখা হয়।

১৯. মনোএল দা আসসুম্পসাঁও, *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*, লিসবন, ১৭৪৩, পৃ. iii-iv, (অনুবাদ)। সূত্র : হুমায়ূন আজাদ (সম্পাদিত) *বাঙলা ভাষা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭৫৭।

২০. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত SOAS-এ সংরক্ষিত, *A Vocabulary Portuguez Bengali*, Ms. No. 11963. (রহীম ১৯৮৫ : ৭৫১)

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# বাংলা বানানের সমস্যা অনুসন্ধান

### ২.০ সমস্যার ক্ষেত্রসমূহ

ভাষার বানান-বিষয়ক আলোচনা চলে আসছে দুশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড প্রথম বাংলা বর্ণের আধিক্য, বিন্যাসের জটিলতা ও উচ্চারণের দুরূহতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। সংস্কৃতানুগ ব্যুৎপত্তিনির্ভর বানান এ সময় থেকে চালু হয়। বাংলা বানানের সমস্যা বর্ণ-বিষয়ক আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। হাতের লেখা থেকে মুদ্রণযন্ত্রে ভাষার লিখিত রূপ প্রবেশ করার সাথে সাথে বানানের কিছু আমূল সংস্কারও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় বাংলা শব্দে বানানের বৈচিত্র্য ছিল; একে সমন্বিত করা ছিল প্রথম কাজ। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ভর বানান গড়ে তোলার প্রবণতা মূলত এখান থেকেই শুরু। বাংলা বানানের রূপ ব্যুৎপত্তিমূলক হবে, নাকি একে উচ্চারণানুগ করা হবে, অথবা বানানে বিদ্যমান মিশ্র-রূপকে অবিকৃত রাখা হবে – এই ত্রিধারিক তর্ক বাংলা বানানকে সুস্থিত থাকতে দেয়নি। দুই শতকের দীর্ঘ কাল-পরিসরে এ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মতামত ও প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও, তার অধিকাংশই গৃহীত হয়নি; স্বাভাবিকভাবে, গৃহীত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তেরও অনেক ভেদ ঘটেছে কাল পরিক্রমায়, ব্যক্তি-বিশেষে।

বর্ণমালা ও বানানের ক্ষেত্র দুটি অভিন্ন নয়; অথচ প্রায়শই ভাষাবিদদের আলোচনায় এ-দুটি অন্বিত হয়েছে। ব্যাপারটি স্বাভাবিক হলেও লক্ষণীয় যে, প্রথম দিককার আলোচনায় বর্ণ-সংস্কার ও পরবর্তী পর্যায়ে বানান সংস্কারের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। সমস্যা চিহ্নিতকরণেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ঐক্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু সংস্কার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে এই অভিন্নতা আর বিদ্যমান থাকেনি। বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম বাধা এখানেই। অধিকন্তু মতামত প্রদানকারীদের বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত এতটাই 'বৈপ্লবিক'[১] ছিল যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তা গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না; এমনকি তা গ্রহণ করা যদিও বা হত, এর প্রয়োগ ও প্রচলন অসম্ভবপ্রায় ছিল। তবে নির্দেশিত সমস্যার মৌল ক্ষেত্রসমূহ প্রায় অনুরূপ এবং এরকম –

> এক. বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রতিনিধিত্বকারী লিপির সন্ধান।
> দুই. বর্ণ সংযোজন, বিয়োজন ও নতুন বর্ণকাঠামো নির্ধারণ।
> তিন. শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বানান ও উচ্চারণানুগ বানানের সমন্বয়।

সংস্কার ভাবনার সময় অনেকে বাংলা ভাষার স্বাধীন সত্তাকে আবিষ্কার করতে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এর বন্ধনকে শিথিল করতে চেয়েছেন। বাংলা ভাষার লেখন ও পঠন-দ্রুতি বাড়ানোর ব্যাপারেও কেউ কেউ

মনোযোগী ছিলেন। পাশ্চাত্য ধ্বনিবিজ্ঞানে প্রভাবিত অনেকে আবার বাংলা বর্ণমালা ও বানানকে ধ্বনি-নির্ভর করে তুলতে চান। তবে সমস্যা নির্ধারণের প্রকৃতি দেখে বোঝা যায়, প্রায় প্রত্যেকের মূল লক্ষ্য ছিল 'ভাষার সরলীকরণ'।

## ২.১ বানান ভুলের কারণ

বানান ভুল হওয়ার কারণ বহুবিধ। পঠন বা লিখন-দক্ষতা শিক্ষণের[২] কোনো পর্যায়ে দুর্বলতা থেকে গেলে বানান ভুলের মাত্রা বেড়ে যায়। বানান ভুলের বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে – শব্দের ব্যুৎপত্তি বা রূপান্তর না জানা, শব্দের ভুল বা বিকৃত উচ্চারণ করা, অভিধানের সহায়তা না নেয়া, এক জাতীয় অথচ ভিন্ন শব্দের বানান-পার্থক্যে অসতর্ক থাকা, কিংবা বানানের নিয়ম না জানা। এই অধ্যায়ে বাংলা বানানের সমস্যার দিকগুলো খুঁজে বের করা হবে।

বর্ণমালা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে অনেক শিশু বেড়ে ওঠে। যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও নাজুক। ঞ্চ, জ্ঞ, ষ্ণ – এসব বর্ণ অনেকে চেনেই না। যুক্তবর্ণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না-থাকার কারণে লেখার সময় ভুল হয়। যেমন; অনেকে 'ব্রাহ্মণ'-এর জায়গায় লেখে 'ব্রাক্ষণ', 'শত্রু'র স্থলে 'শত্রু', 'আকাঙ্ক্ষা'র বদলে 'আকাঙ্খা'। এভাবে হ্ন, হ্ণ; জ্ঞ, ঞ্জ; ষ্ণ, ঞ্চ – এসব যুক্তবর্ণের পারস্পরিক বা পৃথক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ভুল করে থাকে।

লিখতে ভুল হওয়ার আর একটি কারণ পারিপার্শ্বিক জীবনের শিক্ষা। রাস্তার দু পাশের বিভিন্ন নামফলক দেখে শিশু ভুল শেখে। যেমন : 'ইষ্টার্ন মল্লিকা' (ইস্টার্ন মল্লিকা), 'মীস্টান্ন ভান্ডার (মিষ্টান্ন ভাণ্ডার), 'স্বাস্থকেন্দ্র' (স্বাস্থ্যকেন্দ্র), 'ফটোষ্ট্যাট' (ফটোস্ট্যাট), 'পুস্পালয়' (পুষ্পালয়), 'ষ্টেশনারী' (স্টেশনারি), 'রেষ্টুরেণ্ট' (রেস্টুরেন্ট)। জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানগুলোর পুষ্পস্তবকেও অনেক সময় বানান ভুল করে লেখা হয়। সে লেখা শিশুকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' বানানটি তারা ভুল শেখে পুষ্পস্তবকে 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' দেখে। (আলীম ২০১১ : ১৯, ২০)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "কোনো অভ্যাসকে একবার পুরানো হইতে দিলেই তাহা স্বভাবের চেয়েও প্রবল হইয়া ওঠে" (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪২৯)। কেউ যদি বাল্যকাল থেকে ভুল লেখায় অভ্যস্ত হয়, তা কোনোদিন সংশোধন করতে পারে না। শিক্ষাজীবনে, পরীক্ষার খাতায় এবং পরবর্তীকালে কর্মজীবনে এর প্রতিফলন ঘটে। টেলিভিশিন, সংবাদপত্র, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যানার, নির্বাচনের পোস্টার, দাওয়াতপত্র এগুলো থেকেও শিশু বা ভাষা-ব্যবহারকারী ভুল শেখে – যার প্রভাব পড়ে তার নিজের লেখার সময়।

শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা বই-পুস্তকের বানান-ভুল তাদের চেতনায় বানান সম্পর্কে স্থায়ী ভুলের জন্ম দেয়। অনেক প্রকাশক এ বিষয়ে নজর না দিয়ে 'সর্বনাশ' করছেন। পবিত্র সরকার লিখছেন : "কামিনী

প্রকাশালয়ের ‘ভূত অদ্ভুত কিম্ভূত’ বইয়ে অদ্ভুত আর কিম্ভূত সব বানানভুল এবং অসঙ্গতি আছে, যা ভুতুড়ে ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। তাতে ‘গম্ভির’, ‘সমুহ’ ‘উড়িয়ে’-র বদলে ‘উড়িয়া’, (‘হেসেই উড়িয়া দিলুম’), মূর্ধন্য ণ-হীন ‘দক্ষিন’, ব-ফলা-হীন ‘ঊর্ধ’, ‘শুস্রষা’, ‘মুহুর্ত্ত, য-ফলা-হীন ‘বন্দোপাধ্যায়’ (হওয়া উচিত ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’), ‘স্ফুর্তি’ এইসব বানান আছে তাই নয়, ছাপার ভুলেরও কোনো মা-বাপ নেই।” (পবিত্র ২০০৪ : ১২৬)। এ চিত্র ঢাকার বাংলাবাজারের শিশুপাঠ্য বইতে – এমনকি বড়দের পাঠের উপযোগী অনেক বইতেও চোখে পড়ে।

ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধি সাধারণত তিনটি কারণে  ঘটে থাকে (শিবপ্রসন্ন ও অন্যান্য ১৯৮৮ : ১১) –

ক. উচ্চারণ দোষে

খ. শব্দগত বিভ্রান্তিতে

গ. শব্দের অর্থগত বিভ্রান্তিতে।

অনেকে যেভাবে উচ্চারণ করে সেভাবেই লিখতে চেষ্টা করে। তবে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা যায় না (হায়াৎ ২০১১ : ১৫)। উচ্চারণ অনুযায়ী লিখলে বানান ভুল হয় এবং শব্দের অর্থ বদলে যায়। যেমন – আসা/ আশা, সাপ/ শাপ, জলা/ জ্বলা, কৃত/ ক্রীত, যতি/ জ্যোতি, পানি/ পাণি, বন/ বোন, কোন/ কোণ, জাল/ জ্বাল, জালা/ জ্বালা, কুল/ কূল, কালি/ কালী, লক্ষণ/ লক্ষ্মণ – এসব শব্দ উচ্চারণ অনুযায়ী একটির জায়গায় আরেকটি লিখলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

উচ্চারণ-সাদৃশ্যের কারণেও ভুল হয়। যেমন – কাঁচা, কাঁচি বানানের সাদৃশ্যে লেখা হয় কাঁচ; আবার হাঁস, হাঁসফাঁস বানানের সাদৃশ্যে লেখা হয়ে থাকে হাঁসি, হাঁসপাতাল প্রভৃতি শব্দ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই ধরনের উচ্চারণের কারণেও লিখতে ভুল হয়। যেমন – ‘ভুল’ স্থলে ‘ভূল’, ‘অকূল’ স্থলে ‘অকুল’, ‘আশীর্বাদ’ স্থলে ‘আশির্বাদ, ‘আশিস’ স্থলে ‘আশীষ’, ‘দূর্বা’ স্থলে ‘দুর্বা’, ‘দুর্গ’ স্থলে ‘দূর্গ, ‘অদ্ভুত’ স্থলে ‘অদ্ভূত’, ‘বাল্মীকি’ স্থলে ‘বাল্মিকি ইত্যাদি। (এনামুল ২০০৯ : ১৯৩)

লিখতে ভুল হওয়ার কারণ বাংলা ভাষার অভ্যন্তরেও নিহিত রয়েছে। এ ভাষায় রয়েছে একই ধ্বনির একাধিক চিহ্ন। ‘অ্যা’ ধ্বনিটির কথাই ধরা যাক। এই একটি ধ্বনিরই রয়েছে দশ রকম চিহ্ন। যেমন : এ, ে, ে, অ্যা, ্যা, ্য, এ্যা, এ্য, য়্যা, া (‘জ্ঞান’-এ যেমন)। এছাড়া আরও অনেক ধ্বনির রয়েছে একাধিক বর্ণ বা চিহ্ন। যথা : ‘ই’ – (ই, ঈ, ি, ী); ‘উ’ – (উ, ঊ, ু, ূ); ‘জ’ – (জ, য); ‘ঙ’ – (ঙ, ং); ‘ত’ – (ত, ৎ); ‘শ’ – (শ, ষ, স); ‘ন’ – (ন, ণ) প্রভৃতি। সাধারণত ি/ ী, ু/ ূ, ে ৈ ৌ ৃ ্য ঁ ্র উ ঊ জ য ন ণ র ড় শ ষ স – এই চিহ্নগুলোর ভুল ব্যবহার ও অপপ্রয়োগের ফলেই শতকরা আশিটি (৮০%) বানানভুল ঘটে থাকে। (হাবীবুর ১৯৮৫ : ৭৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বনির চিহ্নগুলো যেমন আলাদা আছে তেমনি এর কতকগুলোর রয়েছে ব্যবহার ভেদে ভিন্নতা। যেমন – হ্রস্ব উ-কার; এর সাধারণ রূপ ‘ ু’ । কিন্তু ব্যবহারে বৈচিত্র্য রয়েছে, যেমন : বুলি, রুটিন, গুটি, হুমকি, শুদ্ধি। কার চিহ্নের রূপগত এই পার্থক্যের কারণে বানানভুল হয়। একই উচ্চরণবিশিষ্ট শব্দের অর্থ ভিন্ন হওয়ার কারণেও লিখতে ভুল হয়। যেমন – মারি (প্রহার করি), মারী (মড়ক/ মহামারী), মাড়ি (তাল বা কাঁঠাল জাতীয় ফলের ঘন রস), মাঢ়ী (দন্তমূলের মাংস)।

পুরানো বানান এবং পরিবর্তিত বানানের বিমিশ্রণেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হয় অনেকের মধ্যে। এর ফলে লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে যায়।

তবে প্রকৃত কথা এই, বানান সংস্কার-বিষয়ক উদ্যোগ এবং বানানের রূপ-বিষয়ক বিধি সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। পবিত্র সরকার (২০০৪ : ১২১) বলেন, “মুষ্টিমেয় কিছু বাংলা চর্চাকারী শিক্ষক, সামান্য কয়েকজন সাংবাদিক, লেখক, বা প্রুফ-সংশোধক, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এই সংস্কারের খবর রাখেন, সাধ্যমত ‘নতুন’ বানান লেখার চেষ্টা করেন; কিন্তু শতকরা আটানব্বই জন খবরই রাখেন না কী সংস্কার হল। তাঁরা পুরোনো, অভ্যস্ত বানানই লেখেন, ছাপেন কিংবা কখনও কখনও নতুন-পুরোনো মিশিয়ে ফেলেন, সেও সম্পূর্ণ অচেতনভাবে – দুটোকেই ‘স্বাভাবিক’ বানান ভেবে। এঁরা সচেতনভাবে নতুন বানান শেখেননি, তা প্রতি ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে!” বাংলা বানানরীতির যথাযথ প্রচার না হওয়াও লিখনভুলের অন্যতম কারণ। প্রায় আট দশক আগে বাংলা বানানরীতি প্রণীত হলেও তা যথাযথ প্রচার-প্রচারণার অভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায়নি।

বানান সম্পর্কে প্রণীত নিয়মকানুনের অসঙ্গতি এবং অস্পষ্টতাও বানানভুলের জন্য দায়ী। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৬ : ১৯) নিরাশ হয়ে বলেছিলেন, “বাংলা শব্দের বানান এক বিষম সমস্যা; এখনও ইহার সমাধান হয় নাই, হইবে কি না জানি না।” সময়ের প্রবহমানতায়, ভাষার পরিবর্তন-ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলা বানানের নিয়ম প্রণীত হলেও সব সমস্যার সমাধান হয়নি। অনেক বিষয়ে অসঙ্গতি রয়ে গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত বানানের নিয়ম এবং পরবর্তী সময়ে প্রণীত বিভিন্ন বানানবিধির মধ্যে বিকল্প প্রস্তাব থাকায় লেখার সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ববিরোধী ভাব বা ধারা থেকে গেছে। বানান সম্পর্কে প্রণীত নিয়মকানুনের মধ্যকার এই অসঙ্গতি এবং অস্পষ্টতা বানানভুলের অনেক কারণের একটি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সব শব্দের শ্রেণিবিন্যাস এখনও যথাযথভাবে সম্ভবপর হয়নি। ফলে ঐ শব্দগুলোর বানানের নিয়ম সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। বিদেশি শব্দের বানানের প্রতিবর্ণীকরণের সমস্যা থেকে যে-বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, তা থেকেও বানান লিখতে ভুল হতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত এবং সংবিধানে ব্যবহৃত শব্দের বানান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় বানানভুল হয়। আসলে “রাষ্ট্রীয় সংবিধান, ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট, কপিরাইট সংক্রান্ত আইনী কাজে ভাষা-ব্যবহারের

পরিসীমা অনির্ধারিত রয়েছে। এসব বিবেচনা না করেই বাঙলা বানান নিয়মবদ্ধ করা হয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহার আর বানান সমতাকরণ কিংবা ভাষার বানানের নিয়ম তৈরী করার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা অনেকেই মানতে চান না।" (মনসুর ২০০৭ : মলাট পরিচিতি)

মনোযোগ দিয়ে বানান না শেখা, বানান সম্পর্কে অসচেতনতা, ব্যাকরণ বিষয়ে জ্ঞানের অভাব, শব্দের গঠন সম্পর্কে ধারণা না থাকা, অভিধান দেখার অভ্যাস না থাকা ইত্যাদি কারণেও বানানভুল হয়। অনেকের ধারণা বাংলা খুব কঠিন ভাষা। তাই ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। হায়াৎ মামুদ (২০০০ : প্রথম সংস্করণের নিবেদন) মন্তব্য করেছেন : "অবস্থা এতদূর সঙ্গিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা ভুল বাংলা লিখতে লজ্জিত তো হই-ই না, এমনকি কৈফিয়ৎ দিই – বাংলা খুব শক্ত ভাষা। নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে অন্য কোনো জনগোষ্ঠী এত মূঢ়, নির্লজ্জ উক্তি করে বলে আমরা জানি না।"

**২.২ বানান সমস্যা : স্বরূপ**

১. বাংলা বর্ণমালায় উচ্চারণ-অনুযায়ী অনেক বানান লেখা হয় না। বর্ণমালার উচ্চারণের সঙ্গে তার লিখন-পদ্ধতির অসঙ্গতি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ একসময়ে বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন যে, আরও অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও আমরা বানান-অনুযায়ী উচ্চারণ করি না কিংবা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখি না (আলম ২০১১ : ১৪)। উচ্চারণ ও লেখার পার্থক্যের জন্য বানান ভুল হতে পারে।

   বাংলা ভাষায় বানানে ও উচ্চারণে মিল নেই এমন নমুনা অনেক পাওয়া যায়। এমনকি এমন অনেক বর্ণ আছে যারা বিভিন্ন শব্দে প্রযুক্ত হয়ে উচ্চারণের ভিন্নতা সৃষ্টি করে। যেমন : গণ, বন, ঘন; জলখাবার, জলযোগ; আষাঢ়, গাঢ়; সহিত, গলিত; একদা, একটা।

২. একাধিক বর্ণের একরকম উচ্চারণ বাংলা বানানের একটি বড় সমস্যা। বর্ণমালার কয়েকটি ধ্বনির বেলায় এরকম দেখা যায়। যেমন –

   ই, ঈ – উচ্চারণ একই কিন্তু বর্ণ দুটি। যথা : নিতি, নীতি; বাসি, বাসী।

   উ, ঊ – দুই বর্ণের এক উচ্চারণ। যথা : কুল, কূল; গুড়, গূঢ়।

   ঙ, ং – একই উচ্চারণ, বর্ণ দুটি। যথা : রঙ, রং; বাংলা, বাঙলা।

   জ, য – উচ্চারণ একই। যথা : জাদু, যাদু।

   ত, ৎ – একই উচ্চারণ। যথা : সাক্ষাৎ, সাক্ষাতকার।

   ণ, ন – একই উচ্চারণ। যথা : কোণ, কোন, ঘন, গণ।

   শ, ষ, স – এ তিনটি বর্ণের উচ্চারণ প্রায়শ আলাদা করা যায় না। যথা : সবিশেষ, আসা, আশা, আষাঢ়।

সমোচ্চারিত অনেক শব্দে বানানের ভিন্নতা থাকলেও উচ্চারণ একরকম হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে শব্দের বানান ও অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আবার; বানানে এক, অথচ উচ্চারণে পৃথক অনেক শব্দ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

৩. ঘোষবর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেক বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য করতে না পারলে বানান বিভ্রাট ঘটতে পারে। যেমন – গ ঘ, জ ঝ, ড ঢ, দ ধ, ব ভ বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য ধরতে না পারায় বানান-সমস্যা দেখা দেয়। যেমন : আদি আধি, আবাস, আভাষ।

৪. সমধ্বনিযুক্ত যুক্তব্যঞ্জনের সমস্যা বানান বিভ্রাটের কারণ। যেমন : ত্ব, ত্ত, ত্ত্ব, ত্য। এসব ক্ষেত্রেও উচ্চারণের সমতা আছে, কিন্তু বানানে সমতা নেই। যেমন : কৃতিত্ব, বৃত্ত, স্বত্ত্ব, সাহিত্য।

একই স্বরবর্ণের ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকে। উ, ঊ, ঋ – এই তিনটির স্বরচিহ্নের একাধিক রূপ আছে। উ : কু, ন্তু, শু, হু, রু; ঊ : কূ, রূ; ঋ : কৃ, হৃ।

যুক্তব্যঞ্জনের জন্য বর্ণের আকৃতি বদলে যায়। যেমন : ক্ + ত = ক্ত, ঙ্ + গ = ঙ্গ, ণ্ + ড = ণ্ড। এটাও বানান-সমস্যার কারণ।

৫. শব্দগঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত শব্দের বানানে পরিবর্তন ঘটে। যেমন : 'রবি' সন্ধিতে হয় 'রবীন্দ্র'; 'প্রতিযোগী' প্রত্যয়যোগে হয় 'প্রতিযোগিতা'; উপসর্গে 'সম' যোগে সম্মান, সংবাদ, সঞ্চয়; সমাসে হিত + অহিত = হিতাহিত, নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ। শব্দগঠনের এসব পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন না থাকার কারণেও বানান বিভ্রাট ঘটে।

৬. কোনো কোনো ধ্বনির জন্য উপযুক্ত বর্ণ না থাকায় বানানে সমস্যা হয়। তখন বিকল্প চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। যেমন : এসিড, অ্যাসিড, এ্যাসিড; এটর্নি, অ্যাটর্নি।

৭. তৎসম শব্দ ও অতৎসম শব্দের বানানের পার্থক্য থাকায় বানান সমস্যা দেখা দেয়। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে সংস্কৃত নিয়ম অনুসরণ করা হয়। আবার, অতৎসম (তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি, বিদেশি) শব্দের বানানে সংস্কৃত রীতি মানা হয় না। তৎসম শব্দ ও অতৎসম শব্দের পরিচয় জানা না থাকলে তৎসম শব্দের বানান অনুসরণে অতৎসম শব্দের বানান লেখা হতে পারে। ফলে বানানে ভুল হয়। যেমন – ধূলি তৎসম শব্দ। ধূলি অনুসরণে লেখা হয় 'ধূলা'। কিন্তু তদ্ভব শব্দ হিসাবে বানান হবে 'ধুলা'। 'নদী' সংস্কৃত শব্দ; নদী অনুসরণে লেখা হয় 'গদী'। কিন্তু তা সংস্কৃত শব্দ নয়, তাই বানান হবে 'গদি'। লেখা হয় লণ্ঠন, লণ্ডন, মডার্ণ। হবে লণ্ঠন, লন্ডন, মডার্ন। শব্দের জাত সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে বানানে এ ধরনের বিভ্রাট ঘটে।

৮. প্রতিবর্ণীকরণেও সমস্যা হয়। সব ভাষার বর্ণ একই উচ্চারণের অনুগত নয় বলে বিদেশি ভাষার অনেক শব্দ বাংলায় এসে উচ্চারণ ও বর্ণগত সমস্যায় পড়ে এবং বানান-সমস্যার সৃষ্টি করে। কেউ লেখেন ইংলন্ড, ইংলণ্ড; কেউ লেখেন ইংল্যান্ড। ফার্মেসি অনেক সময় লেখা হয় ফার্ম্মেসী।

৯. মুদ্রণপ্রযুক্তির বিবর্তনের ফলে বর্ণের আকার বদলে যাচ্ছে। যেমন : শু > শু, ক্ত > ক্ত, রূ > রূ, ন্থ > ন্থ। ফলে আগের বানান আর এখনকার বানান একরকম নয়। কিন্তু পাঠকেরা আগের বানানের বইও পড়েন আবার নতুন বানানের বইও পড়েন। ফলে লেখায় বানান বৈসাদৃশ্যের সৃষ্টি হয়। যেমন : অঙ্ক, অংক, অঙ্ক। ভক্ত, ভক্ত; তরু, তরু। বিভিন্ন বইয়ে বানানের সমতা না থাকায় লিখতে গিয়ে শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলতে হয়।

১০. অনুসরণযোগ্য অভিধানের সবগুলোতে একই শব্দের বানানে সমতা নেই বলে লেখক কখনও কখনও বিভ্রান্ত হন। শব্দের বানানে অনেক সময় বাহুল্য-প্রয়োগ সমস্যার সৃষ্টি করে। একই বানান নানা রূপে লেখা হয়। যেমন : হত, হতো, হোত, হোতো; কোন, কোনও, কোনো; ছোট, ছোটো; ভাল, ভালো; মত, মতো। এ ধরনের অসংখ্য শব্দের বানানে কোনটি ব্যবহর করতে হবে, সে সম্পর্কে সর্বজন-সমর্থিত নীতি নেই।

১১. লেখকের নিজস্ব বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও মতামত বানানরীতি অনুসরণে প্রাধান্য পায় বলে বানানে সমস্যার সৃষ্টি করে। কেউ লেখেন দেখে, কেউ লেখেন দ্যাখে; কেউ লেখেন হিশেব/হিসেব, কেউ লেখেন হিশাব/হিসাব; কেউ লেখেন পাশ, কেউ লেখেন পাস।

১২. অভিধানে একই শব্দের ভিন্ন বানান থাকায় কখনও প্রথমটি কখনও দ্বিতীয়টি গ্রহণ করা হয়। এতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন : দেউড়ি, দেউড়ী, দেউরি, দেউরী; বড়শি, বড়শী, বঁড়শী, বরশী; নকশি, নকশী, নকসী, নক্সী, নকসি। একই শব্দের দুটি করে বানান – এমন শব্দের সংখ্যাও প্রচুর। যেমন : বৌ-বউ, রং-রঙ, শিষ-শীষ, শাড়ি-শাড়ী। এসব ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহার করতে হবে তা সংশয় তৈরি করে বা করতে পারে।

১৩. উচ্চারণে ত্রুটি বা লেখকের বিশেষ উচ্চারণ-ভঙ্গির জন্য ভুল প্রয়োগ হয়ে যায়। যেমন : জোড়া-জোরা, রিকশা-রিশকা, বাকস-বাসক।

১৪. ছাপার সময় প্রুফ-সংশোধনের ত্রুটির জন্য বানান-সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রুফরিডার ছাপার সময় প্রুফ-সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তিনি বানানের আধুনিক রূপ সম্পর্কে সর্বাংশে অবহিত এমন নাও হতে পারে। তাছাড়া 'ছাপাখানায় একটা ভূত থাকে' এমন রসিকতাও করা হয়। তাই খুব সাবধানতার সঙ্গে প্রুফ দেখলেও ভুতুড়ে ভুল থেকে যায়।

১৫. ভুল বানান জানার জন্য বানানে ত্রুটি থাকে। কেউ বানানে সর্বজ্ঞ এমন দাবি করা কঠিন। সন্দেহ হলে হাতের কাছের অভিধানেও সমাধান মেলে না, কারণ সব অভিধানে একই বানানরীতি অনুসরণ করা হয়নি। অনেকে ছাপা লেখাকে নির্ভুল মনে করেন। কিন্তু ছাপাতেও ভুল থেকে যায়। অজ্ঞতার জন্য বানান ভুলের বিভ্রাট পরিহার করা যায় না।

এসব কারণে বাংলা বানানে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। ভাষার সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রয়োগের জন্য 'প্রমিত বানান'[৩] ব্যবহার করা দরকার। বানানে আনা দরকার সমতা এবং সব ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অসামঞ্জস্য দূর করে বানানকে একরকম করা প্রয়োজন।

### ২.৩ মধ্যযুগের বানান-সমস্যার কারণ

ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে শাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চা চলত হাতে-লেখা পুথির মাধ্যমে। একজন পণ্ডিত কিংবা কবি একটি গ্রন্থ রচনার পর সেটি নিজে নকল করতেন, অথবা কোনো লিপিকরের মাধ্যমে সেটি অনুলিখিত হত। মূলত লিপিকরদের লেখার মাধ্যমে এই পুথির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে এবং কথক বা গায়েনের মাধ্যমে এর প্রচার ঘটেছে।

মধ্যযুগে বানানের সমস্যায় পড়তেন শ্রোতারা নন, লিপিকর বা গায়েনরাই। কেননা তাঁদেরকে সরাসরি লিপির সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে, লিপিসমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে লঘু দায়িত্ব গায়েনদের। কারণ পুথিপাঠের সময় বানানের চেয়ে ভাষা ও ছন্দই তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্ব পায়। পুথির যেখানে বর্ণ পড়ে গেছে, যুক্তাক্ষর ঠিকমতো লিখিত হয়নি বা যেখানে একটি শব্দই বাদ পড়ে গিয়ে ছন্দকে দুর্বল করে দিচ্ছে, সেখানে গায়েন সুর-তাল-লয় দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করে নিতে পারছেন। গায়েন বা কথকের উচ্চারণের মধ্যে ন-ণ, শ-ষ-স, জ-য, উ-ঊ, ই-ঈ-এর বিকার কোনো ভূমিকা রাখে না। (মুজাম্মিল ২০০২ : ৫২-৫৩)

### ২.৩.১ লিপিকরের অসামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা

পুথির বানান ভুলের একটি বড় কারণ লিপিকরের শিক্ষাগত ও অবস্থাগত দুর্বলতা। চিত্রা দেবী উল্লেখ করেছেন, যাদের জমিজমা, ব্যবসা, টাকাকড়ি, এমনকি নির্দিষ্ট কোনো পেশা ছিল না, তারাই লিপিকর হতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজটা নিতেন বৃদ্ধেরা। দৈহিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা হারিয়ে একটা কোনো কাজ নিতে হলে বসে পুথি লেখার কাজই ছিল অর্থোপার্জনের ভালো উপায় (চিত্রা ১৯৮১ : ১০)। দায়ে ঠেকে যাঁদের লিপিকর হতে হত, তাঁদের শিক্ষার বহর বেশি হওয়ার কথা নয়। তার সঙ্গে দৈহিক সামর্থ্যের অভাব ঘটলে পুথির বানানে ভুলভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।[৪]

### ২.৩.২ শ্রুতিলিখন

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগে পুথি যাঁরা নকল করতেন, তাঁরা অনেক সময় আদর্শ পুথি (exemplar) দুর্বোধ্য হলে গায়েন বা কথককে দিয়ে তা পড়াতেন আর নিজে তা শুনে শুনে লিখতেন। তা ছাড়া দেখে দেখে লিখতেও সময় লাগত বেশি, তাই লিপিকররা অনেক ক্ষেত্রে শ্রুতলিপি করতেন। ফলে আদর্শপুথির বানানের সঙ্গে লিপিকরের বানানের বিভেদ ঘটত। লিপিকর বানান বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ হলে অধিকতর ভেদ ঘটত। গায়েন বা কথক যখন পাঠ করছেন মেদিনা; তখন লিপিকর লিখছেন 'মেদিনি'; আর শুনতে একটু ভুল করলে লিখে ফেলছেন 'মেদনি'। (মুজাম্মিল ২০০২ : ৫৫)

### ২.৩.৩ যৌথ-লিখন

মধ্যযুগের কোনো কোনো পুথিতে দু-তিন হাতের স্বাক্ষর মেলে। একটি পুথি একাধিক লিপিকর লিখলে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও মানস-বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাতে বানানের ভিন্নতা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর পুথিতেও দুরকম হস্তাক্ষর একেবারে স্পষ্ট।[৫]

### ২.৩.৪ আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব

পুথিতে আঞ্চলিক ভাষারীতির প্রভাবে বানান বৈষম্য ঘটতে পারে। এই বৈষম্য লেখক ও লিপিকর – দু দিক থেকেই হতে পারে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর পুথিতে কিছু শব্দে আদি 'অ' স্থানে 'আ' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : আন্তর, আঞ্চল, আবতার, আনুগতী, আনুমতী, আনাথি, আতি, আহোনিশি, আসুর ইত্যাদি। মধ্যযুগের অন্য কোনো পুথিতে এত আদি 'আ' লক্ষ করা যায় না। পার্শ্বনাথ রায় চৌধুরী (২০০৬ : ১৫৮) *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুনর্মূল্যায়ন* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, এটি আঞ্চলিকতার প্রভাবে সৃষ্ট।

### ২.৩.৫ কথ্যরীতির প্রভাব

পুথির বানানবৈষম্যের একটি বড় কারণ কথ্যরীতির প্রভাব। বাংলাভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা অর্থাৎ আদিম প্রাকৃতের বিবর্তিত রূপ। তের থেকে ষোল শতক পর্যন্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলো পরস্পর স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে থাকে। এরপর সেই ভাষাগুলোও আঞ্চলিক কথ্যরীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে নানান উপভাষায় বিভক্ত হয় (মুজাম্মিল ২০০২ : ৫৭)। বস্তুত কথ্যরীতির কারণেও বাংলা পুথিতে বানানবৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বাংলা পুথিতে দেখা যায়, অনেক মহাপ্রাণ ধ্বনি পরিণত হয়েছে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে । যেমন : বাই (ভাই), বাত (ভাত), গাবি (গাভী), পেলাএ (ফেলায়), গর (ঘর), খুদা (ক্ষুধা), ষুদারস (সুধারস)। আবার অল্পপ্রাণ ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন : যথেক (যতেক), যথ (যত), ভারথা (বারতা), পরগাম্ভর (পরাগাম্বর)।

মধ্যযুগের কথ্যরীতিতে সম্ভবত 'স'-এর উচ্চারণ রক্ষিত হত। নইলে শুধু লিপিসৌকর্যের কারণে 'স'-এর এত অবাধ ব্যবহার সম্ভব হত না। যেমন : দোস (দোষ), দেস (দেশ), বিসেস (বিশেষ), সেরাবণ (শ্রাবণ), কেসবেস (কেশবেশ), ভিসন (ভীষণ), সির (শির), সিমা (সীমা), সির্গ্র (শীঘ্র) ইত্যাদি। আধুনিক বাংলার স-স্থানে শ-উচ্চারণ পরবর্তীকালে বাংলার নিজস্ব ধ্বনি-পরিবর্তন বলে মনে করা হয়। (শহীদুল্লাহ ১৯৬৮ : ২২৮)

কথ্যরীতির প্রভাবে শব্দের উচ্চারণে আরও কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তন ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ-দোষে, গায়েনদের পাঠে ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির প্রয়াসে এবং সমকালীন উচ্চারণ-বিকৃতি থেকে এসেছে বলা যায়। যেমন : আত্মা > আত্তমা, স্বপ্ন > সপ্নন/সপ্পন, মূর্খ > মরেইক্ষ, নওফেল > নফলঙ্গা, সুলভ > সুল্লভ, কুৎসিত > কুশ্চিত, সংবাদ > সর্ম্বাদ, পৃথিবী > প্রিথিম্বি, কদাচিত > কদাচিত্য, উচিত > উচিত্য, সকল > সর্ক্কল, ঋষি > খ্রিসি, হাহাকার > হাহাঙ্কার, বিখ্যাত > বিক্ষাৎ, বায়ু > বাইউ।

কথ্যরীতিতে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব শব্দের অর্থনির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে না। প্রসঙ্গই শব্দের অর্থনির্দেশক হয়ে ওঠে। কথ্যরীতির এই বৈশিষ্ট্য বাংলা পুথিতেও দেখা যায়। যেমন : চারি/চারী, কালি/কালী ['কল্য' অর্থে], করিউ/করিঊ, উচিত/ঊচিত, গোআলী/গুয়ালি, নারী/নারি, জিনী/জিনি। এছাড়া কিছু শব্দে হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্ব অর্থনিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা রাখে না। যেমন : দেখী (দেখি), কীছু (কিছু), আহ্মী (আমি), কিঙ্কিনি (কিঙ্কিনী), ধরনি (ধরনী), গীয়া (গিয়া), নন্দিনি (নন্দিনী), জিবন (জীবন), তিক্ষ্ন (তীক্ষ্ণ)।

কথ্যরীতিতে য-জ, ন-ণ এর ভেদাভেদ দেখা যায় না। য/জ, ন/ণ পরস্পর স্থান বদল করলেও শব্দার্থ গ্রহণে কোনো অসুবিধা হয় না। অর্থ এক্ষেত্রে প্রসঙ্গানির্ভর। তাই পুথিতে এসব বর্ণ ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। যেমন : জম (যম), জাত্র (যাত্র), অন্তর্জ্যামি (অন্তর্যামী), জাইঅ (যাইও), দুর্জ্জোধন (দুর্যোধন), একজোক্ত (একযুক্ত), জবুনা/জমুনা (যমুনা), অজধ্যার (অযোদ্ধ্যার), জদি (যদি), জথা (যথা), জবে (যবে), জেখনে (যে ক্ষণে), জুকতি (যুক্তি), জহ্ন/জেন (যেন), জে (যে), নিজোজন (নিয়োজন/নিযোজন), জজ্ঞ (যজ্ঞ)।

সবক্ষেত্রেই 'য' স্থানে 'জ' হয়েছে, তা নয়। যেমন : যুবক, যুগি, যমুনাত, যাএ (যায়), যেহ্ন (যেন), যাগিঞাঁ (জাগিয়া), যাইবোঁ (যাবে)। পুথিতে 'য'-এর ব্যবহার খুব কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'জ' ব্যবহৃত হয়েছে 'য' এর স্থলে। প্রাকৃতেও প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'য' রূপান্তরিত হয়েছে জ-তে এবং প্রাচীন বাংলায় উত্তরাধিকারসূত্রে তা রক্ষিত হয়েছে।

### ২.৩.৬ সুনির্দিষ্ট বানানবিধির অভাব

বাংলা যেহেতু কথ্যভাষা, তাই এ ভাষা পরিবর্তনশীল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর বাংলা ভাষায় ক্রমশ তুর্কি-ফারসি-আরবি-পর্তুগিজ শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। সচল ও সপ্রাণ ভাষা বলেই বাংলা ভাষায় প্রচুর বিদেশি শব্দ আত্মীকৃত হয়েছে। এই নবাগত শব্দগুলো লেখার সময় কোন বানানরীতি অনুসরণ করা হবে, তা মধ্যযুগে অনির্ণিত ছিল। নবাগত শব্দগুলো সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্যুৎপত্তি অনুসারে লেখা হবে, না কথ্যভাষায় ব্যবহৃত তার 'বিকৃত ও পরিবর্তিত' উচ্চারণে লেখা হবে, সে সম্পর্কে মধ্যযুগে বিশেষ কোনো বানানবিধি প্রচলিত ছিল বলে জানা যায় না (মুজাম্মিল ২০০২ : ৫৮)। ফলে পুথিতে বিভাষী শব্দ কখনও উচ্চারণানুগ আবার কখনও ব্যুৎপত্তি-অনুসারে লিখিত হয়েছে।

পুথিতে বিদেশি শব্দ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রেই মূলের রূপ উপেক্ষিত হয়েছে। যেমন : সহিদ (শহীদ), সাহাদৎ (শাহাদত), পদাএ (পএদা), তছপী (তসবিহ্)। মধ্যযুগে বিদেশি শব্দ প্রয়োগে স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতার ব্যাপারে বিশেষ নিয়ম অনুসৃত হয়নি। যেমন : মোমিন, মুহুমিন, আজীজ, জীকির, হাজীর, নবি, জমিন, মসজীদ।

তদ্ভব শব্দের বানানেও কোনো রীতি মানা হয়নি। বানানের ব্যাপারে কোনো আদর্শ তখন স্থাপিত হয়নি বলেই হয়তো এই বৈষম্য। যেমন : আজি/আজী (< অদ্য), বাঁশি/বাঁশী (< বংশী), সাখী/সাখি ( < সাক্ষী), পাণী/পানি (< পানীয়), আমি/আমী।

আরও কিছু শব্দের বানানে দ্বৈতরূপ দেখা যায়। যেমন : জাএ/যাত্র, যুগতি/জুগতি, জেহ্ন/যেহ্ন, নিশি/নিসী, সাজ্ঞাসন/সিজ্ঞাসন, দেখিল/দেখীল।

বস্তুত সুনির্দিষ্ট বানানরীতির অভাবে এরকম ঘটছে। সংস্কৃত পুথিগুলোতে বানানের বৈষম্য নেই। কারণ ব্যাকরণের নিয়ম পাশ কাটিয়ে সংস্কৃত ভাষা চর্চার সুযোগ নেই।

### ২.৩.৭ শব্দের বিবর্তনশীল রূপের প্রয়োগ

"মধ্যযুগের বাংলা ভাষা প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি ক্রান্তিকালের ভাষা।" – মুজাম্মিল হক (২০০২ : ৫৭)-এর এই মন্তব্যকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতে হয়। কেননা, কথ্যবাংলা তখন লিখিত বাংলা হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ ভাষার লিখিত রূপ প্রকাশ পেতে শুরু করায় বানান-সমস্যাও তৈরি হচ্ছে। মধ্যযুগে ভাষার বিভিন্ন শব্দের রূপগত বিবর্তন সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। ফলে ওই সময়কার পুথিতে একই শব্দের নানা রূপ লক্ষ করা যায়। যেমন, কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে আমরা পাই করিআছে/করিঞাছে/করিয়াছে, করিলুঁ/করিলাঙ/করিলাম ইত্যাদি শব্দ।

আদি মধ্যযুগের বাংলায় পদান্তের 'হ' লোপ পেতে শুরু করেছিল। ফলে ওই সময়ের পুথিতে দুরকম বানান দেখা যায়। যেমন : বারহ/বার, তেরহ/তের (*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*)।

**২.৩.৮ ভাষার একাধিক উৎসমূলের প্রভাব**

বাংলা ভাষার অব্যবহিত পূর্বপুরুষ বলে যেসব আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষাকে নির্দেশ করা হয়, সেগুলোর উচ্চারণে কয়েক ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। বাংলা ভাষার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য এইসব প্রাকৃতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। বিভিন্ন প্রাকৃতের প্রভাবসূত্রে পুথির বানানে অল্পবিস্তর বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। (মুজাম্মিল ২০০২ : ৫৫)

যাঁরা মনে করেন, বাংলা ভাষা মাগধি প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন, তাঁদের প্রধান যুক্তি : বাংলার তিন উষ্মধ্বনি শ-ষ-স-এর মধ্যে উচচারণে কেবল শ-কার রক্ষিত। মাগধি প্রাকৃতেও শ-কার রক্ষিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা প্রসঙ্গে কথাটি যথার্থ নয়। কারণ মধ্যযুগে স-এর উচ্চারণ ছিল না, একথা নির্বিচারে মেনে নেয়া যায় না। মধ্যযুগে বানান ছিল মূলত উচ্চারণানুগ এবং বানানে প্রচুর দন্ত্য-স লক্ষ করা যায়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলার শ-কারত্ব অর্বাচীন বাঙলার নিজস্ব ধ্বনিপরিবর্তন। যেমন, পূর্ববঙ্গ ও আসামের উপভাষাতে শ-ষ-স-এর স্থলে 'হ'-কার আরও পরবর্তীকালের ধ্বনিপরিবর্তন। (শহীদুল্লাহ ১৯৬৮ : ২৮)।

**২.৩.৯ দেবভাষা ও লোকভাষার সংস্কার**

মধ্যযুগে সংস্কৃত ছিল 'দেবভাষা' আর আরবি-ফারসি ছিল 'বেহেশতি ভাষা'। বাংলা ছিল ব্রাত্যজনের ভাষা। আঠার শতকের কবি সৈয়দ নাসির তাঁর *সিরাজ সাবিল* কাব্যে আলাওল ও আবদুল হাকিমের বরাত দিয়ে বলেছেন, "হিংসা না করিবা দেখি শাস্ত্র হিন্দুয়ানি" বা "বাঙ্গালা দেখিয়া ঘিন্না ন আন মনএ।" (মুজাম্মিল ১৯৮৭ : ১৪৭)। বাংলাকে লোকভাষা হিসাবে ঘৃণা করার প্রবণতা উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজেও সতের-আঠার শতক পর্যন্ত ছিল। যেমন : *রামায়ণ*, *মহাভারত* অনুবাদ করার জন্য কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস এঁরা 'সর্বনেশে' বলে নিন্দিত হয়েছেন : "কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্বনেশে।" (সুবোধচন্দ্র ১৯৭৬ : ১২২৭)। সমকালীন সমাজে সংস্কৃত ভাষার কাব্যশাস্ত্র লোকভাষার অনুবাদ করা ছিল গর্হিত কাজ। আরবি-ফারসি কিতাবের কথাও 'হিন্দুয়ানি' ভাষায় রচনা বা অনুবাদ করা ছিল 'মহাপাপে'র কাজ। বাংলা ভাষার প্রতি এই অবজ্ঞা ও অবহেলা লিপিকরদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে থাকবে। লিপিকরেরা সংস্কৃত পুথি লিখতে গিয়ে ব্যাকরণের নিয়মের বাইরে যান না; আর বাংলার ক্ষেত্রে কোনো নিয়মই মানতে চান না। এই অবহেলার পিছনে দ্বিজ-চণ্ডালের সংস্কার থাকা অসম্ভব নয়।

**২.৩.১০ লিপিরীতির প্রভাব**

মধ্যযুগীয় বাংলা পুথির লিপির কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন; সুবিধামাফিক ই-ঈ বা উ-ঊ এর ব্যবহার, ব-ফলাকে নানাভাবে ব্যবহার (তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে), কৌণিক চিহ্নের প্রয়োগ (তিখ্‌ = তিখ্ন/তীক্ষ্ণ, জগ্‌ = জগ্য/যজ্ঞ, পদ্‌ = পদ্দ/পদ্ম) ইত্যাদি কারণে বানানরীতিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

### ২.৪ সমস্যা-সমাধানে উদ্যোগ

বানানরীতি প্রণয়নকারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনো একক বানানরীতি গড়ে ওঠেনি। এখনও বানানের সমতাবিধানের বিষয় নিয়ে লেখালেখি চলছে। এ ব্যাপারে একটা বিষয় লক্ষ করার মতো, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বানানের নিয়ম তৈরি করলেও তা যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য কোনো সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি, বানাননীতি সর্বাত্মকভাবে চালু করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। জনগণের সদিচ্ছার ওপর তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাতে কোনো ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। বরং যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়েছে তখনই নিজস্ব বানানপদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এসব ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য যে খুব বেশি এমন নয়। কিন্তু সমন্বিত প্রয়াসের অভাবে সেগুলো অভিন্ন হয়ে ওঠেনি (আলম ২০১১ : ৭৩)। অবশ্য ভাষা-ব্যবহারের স্বাধীনতায় কেউ শর্তারোপ করতে পারে কি-না – এই তর্কও রয়েছে।

#### ২.৪.১ ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগ

উনিশ শতকের শুরুতে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে, পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে বাংলা বানানের একটা 'মান' বা 'স্ট্যান্ডার্ড' তৈরি হয়। এ সময় সংস্কৃত শব্দের মূল বানান অনুযায়ী বাংলা বানানকেও ব্যুৎপত্তিমূলক করে তোলা হয়; যেমন – 'পক্ষী' থেকে 'পাখি'; 'কর্ণ' থেকে 'কাণ' ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রস্তাবের মধ্যে প্রথমেই বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করতে হয় ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। তিনি বাংলা বর্ণমালা ও লিপির সংহতি-দান ও একরূপতাবিধান করতে পেরেছিলেন। তাঁর *বর্ণ-পরিচয়* এক্ষেত্রে অসামান্য দলিল। এরপর ১৯১৪ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *সবুজ-পত্র* পত্রিকার জন্য এবং ১৯১৫ সালে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় *প্রবাসী* পত্রিকার জন্য বানান-নীতি নির্ধারণ করে দেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্তকুমারের মহলানবিশের ব্যক্তিগত সুপারিশ *কল্লোল* (১৯২৩) পত্রিকাতেও গৃহীত হয়েছিল।

লিপি ও বানান-বিষয়ক প্রস্তাবে বিশেষভাবে আরও উল্লেখ করা যায় – শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, পরেশচন্দ্র মজুমদার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার কিংবা মনসুর মুসার নাম।

#### ২.৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-নীতিই বাংলা বানান নির্ধারণের প্রথম 'সফল' প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস। ১৯৩৫-এ রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভিত্তিতে নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বানান সংস্কার সমিতি নির্মাণ করেন। ১৯৩৭-এ সমিতির সুপারিশকৃত তৃতীয় সংস্করণটি বাংলা বানান-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের নিদর্শন হয়ে আছে। বাংলা বানানের ওপর এই নিয়মের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের সৃষ্টি হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কবি-সাহিত্যিকেরা অনুমোদন করলেও কেউ কেউ তার বিরোধিতা করেন। বানানে বিকল্প থাকায় সমতাবিধান কঠিন হয়ে পড়ে। বানানের নিয়ম তৈরি করার সময় আশা করা হয়েছিল, "কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদিতে নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা সুপ্রচলিত হইবে। কিন্তু সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে এবং  ছাত্রগণও প্রথম প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। সেজন্য কয়েক বৎসর বানানের নিয়ম-পালন সম্বন্ধে কোনও প্রকার পীড়ন বাঞ্ছনীয় নয়।" (হুমায়ুন ১৯৮৫ : ৫৭২)

এর আগে প্রণীত বিশ্বভারতীর বানানরীতি নিজস্ব প্রকাশনার মধেই সীমাবদ্ধ ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর পার্থক্যও রয়ে গেছে। আনিসুজ্জামান লিখছেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী যা হবে ইংরেজী ও বাঙালী, বড় ও ছোট; বিশ্বভারতীর নিয়মানুযায়ী তা ইংরেজি ও বাঙালি, বড়ো ও ছোটো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ে যদি উদ্ধৃত, উদ্বেগ, উদ্যোগী, পুনর্মুদ্রণ পাই, বিশ্বভারতীর বইতে দেখব উদ্‌ধৃত, উদবেগ, উদযোগী, পুনরমুদ্রণ।" (আনিসুজ্জামান ২০০৫ : ১)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতি গঠনের বছরেই বাংলা মুদ্রণরীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে *আনন্দবাজার পত্রিকা*। ১৯৩৫ সালে *আনন্দবাজার* প্রথাগত হাত-কম্পোজ পদ্ধতি থেকে হট-মেটাল টাইপ বা লাইনো-টাইপ কম্পোজ গ্রহণ করে, এবং তাতে বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের চেহারায় বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। লাইনোতেই প্রথম ব্যাপকভাবে স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার হয়। বস্তুতপক্ষে পরবর্তীকালে যেসব স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন উদ্ভাবনের জন্য বাংলা আকাদেমি সমালোচিত হয়েছে, সেগুলোর মূল আদর্শ লাইনোটাইপের মুদ্রণ-পদ্ধতিতেই তৈরি হয়েছিল।

পাকিস্তান বিভাজনের পর ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠিত হয়। কিন্তু কমিটি সুপারিশকৃত 'শহজ বাংলা' প্রবল সমালোচনার মধ্যে পড়ে (বিশ্বজিৎ ২০১০ : ৩৭)। এছাড়া ঢাকার বাংলা একাডেমি বাংলা বানান ও লিপি-সংস্কার সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান-এর সভাপতিত্বে ১৯৬৫ সালে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপসজ্ঞ গঠন করে। এই উপসজ্ঞের সুপারিশ গৃহীত হয়নি। কিংবা ১৯৬৮ সালে পেশকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পর্ষদের সুপারিশমালায় ভিন্নমত পোষণ করেন এই কমিটিরই সদস্য মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী। (মুনীর ১৯৭০ : ১১০, ১৯৭)

১৯৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুভব করেন, 'বাঙলা বানানের নিয়ম'-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা দরকার। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এজন্য সমিতিও গঠন করা হয়। কিন্তু ১৯৮১ সালে 'জনৈক অধ্যাপকের অভিযোগক্রমে' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল কাজটি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। (মৃণাল ২০০৫ : ২৩৩)

ঢাকার বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' চালু করতে গিয়ে মন্তব্য করেছে, "এটি কোনো বানান-সংস্কারের প্রয়াস নয়। আমরা কেবল বানানের নিয়ম বেঁধে দিয়েছি, বরং বলা যায়, বানানের নিয়মগুলিকে ব্যবহারকারীর সামনে তুলে ধরেছি। এইসব নিয়ম বা এইসব বানানে ব্যাকরণের বিধান লঙ্ঘন করা হয় নি" (বাংলা একাডেমী ১৯৯২ : ৭)। প্রমিত বানানরীতির মাধ্যমে বানানে সমতা বা শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গো আশা করা হয়েছে, "এখন থেকে বাংলা একাডেমী তার সকল কাজে, তার বই ও পত্র-পত্রিকায় এই বানান ব্যবহার করবে। ভাষা ও সাহিত্যের জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বাংলা একাডেমী সংশ্লিষ্ট সকলকে – লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং বিশেষভাবে সংবাদপত্রগুলিকে – সরকারি ও বে-সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে এই বানান ব্যবহারের সুপারিশ ও অনুরোধ করছে" (বাংলা একাডেমী ১৯৯২ : ৬)। বাংলাদেশে বাংলা একাডেমির এই বানানরীতি কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। এই বানানরীতি অনুসরণে 'বাংলা বানান-অভিধান' প্রকশিত হওয়ায় নতুন বানানরীতি কাজে লাগানো সহজ হচ্ছে। (আলম ২০১১ : ৭৫)

পশ্চিমবঙ্গা বাংলা আকাদেমি থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বানানের সংস্কার বিষয়ে একটি ভিত্তিপত্র প্রকাশিত হয়। সেই ভিত্তিপত্রে লিপি ও লিখনরীতি বিষয়ে কিছু সংস্কার-প্রস্তাব ছিল। আকাদেমির উদ্যোগে এটি প্রচারিত হয় এবং গৃহীত অভিমতগুলোর পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে একটি সুপারিশপত্র রচিত হয়। ওই সুপারিশপত্রকে সামনে রেখে আলাপ-আলোচনা-প্রতর্ক ও সংশোধনী উত্থাপনের পর চূড়ান্ত বানানবিধি প্রস্তুত করা হয়। এই বানানবিধি অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় *আকাদেমি বানান অভিধান*। (পবিত্র ২০০৭ : ২৭৬)

এসব উদ্যোগ থেকে দেখা যায় যে, বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু যথার্থ সমন্বয়ের অভাবে এগুলো থেকে পুরোপুরি ফল পাওয়া যায়নি। কোনো প্রচেষ্টাই অগ্রাহ্য করার মতো নয়। আবার একইসঙ্গো মনে রাখতে হয়, কোনো নিয়মনীতিই জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না। লক্ষণীয়, সমন্বিত কোনো বানাননীতি নেই এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শৃঙ্খলাবিধানের কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বানাননীতি সম্পর্কে সুচিন্তিত সুপারিশ অনেক প্রণীত হয়েছে, কিন্তু সেসবের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা হয়নি। তাই কোনোটি থেকেই অভিপ্রেত সুফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। একটি নীতিমালা থেকে অপরটির ব্যবধান বেশি নয়। এ প্রসেঙ্গা বাংলা একাডেমির *বাংলা বানান-অভিধান*-এ বলা হয়েছে, "বাংলা একাডেমী কোনোরূপ বানান সংস্কারের প্রয়াস করে নি, কেবল দু-একটি ক্ষেত্রে বিকল্প বর্জন করেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-অনুসৃত নিয়মাবলির দু-একটি ব্যাতিক্রম বাদে

সবই একাডেমী গ্রহণ করেছে। বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম থেকে খুব দূরবর্তী নয়।" (জামিল ১৯৯৪ : চৌদ্দ)

বানাননীতি প্রণয়ন করা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন বহুমতকে সমন্বয় করা। তাছাড়া, প্রচলন বা অভ্যাস গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে লেখার মধ্যে। তাই আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, "অনেক লেখক বা শিক্ষক সেই যে কবে বাড়ী, পাখী, হাতী বানান শিখেয়েছিলেন, তা না পারলেন নিজেরা ভুলতে, না ভুলতে দিলেন অপরকে। ফলে বাংলা বানান নিয়মরহিত, বিশৃঙ্খলা ও বিভিন্ন রূপে পাঠক ও শিক্ষার্থীর কাছে দেখা দিল।" (আনিসুজ্জামান ২০০৫ : ভূমিকা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম প্রকাশের পর দীর্ঘদিন ধরে অনেক অভিধান রচিত হয়েছে। কিন্তু সেসব অভিধানে বানানের সমতাবিধানের তেমন কোনো চেষ্টা করা হয়নি। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম সর্বাংশে মেনে চলা হয়নি। সমকালীন অন্যান্য অভিধানেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। বানান-অভিধানগুলো আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ধারা বা রীতিকেই গ্রহণ করেছে। বানানের ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য বা সিদ্ধান্তে আসার জন্য এসব অভিধানের ওপর, এমনকি বানান-অভিধানগুলোর ওপর তাই পুরোপুরি আস্থা রাখা যায় না।

## টীকা

১. প্রথম দিকে মুদ্রণযন্ত্রে বাংলা ছাপার কাজকে সহজ করতে সংস্কারকেরা প্রধানত যুক্তাক্ষর ও অক্ষরসংখ্যা হ্রাস করতে চেয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা বানানকে উচ্চারণ-নির্ভর করতে বর্ণমালাকে পুরোপুরি ধ্বনিমূলক করার প্রয়াস চালিয়েছেন অনেকে। এসব প্রস্তাব 'বৈপ্লবিক'; কারণ এগুলো বাস্তবায়নের উপযোগী স্তর বা ধাপ নির্দেশ করা হয়নি, এমনকি আমূল ও অতি দ্রুত পরিবর্তনের বাস্তবতাও বিবেচনায় আনা হয়নি।

২. ১ম ভাষার 'মৌখিক' রূপটি শিশু মূলত আয়ত্ত করে। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই রপ্ত করে ফেলে। একে বলে ভাষা আয়ত্তকরণ (Language Acquisition)। কিন্তু ভাষার 'লিখিত' রূপ শিক্ষণের ব্যাপার। অর্থাৎ লিখতে ও পড়তে পারার জন্য শিশু বা বয়সী সবাইকেই প্রশিক্ষণ নিতে হয়। (দানীউল ২০০৭ : ১১–১৫)

৩. 'প্রমিত বানান' বলতে 'মান বানান' বা 'স্বীকৃত বানানরীতি'র কথা বোঝানো হচ্ছে – যা পণ্ডিতজন কর্তৃক বিশেষভাবে গৃহীত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। যদিও 'প্রমিত', 'মান', 'স্বীকৃত' – প্রত্যেকটি শব্দ নিয়েই তর্ক রয়েছে। সলিমুল্লাহ খান 'প্রমিত' শব্দটির ব্যাপারেই আপত্তি তুলেছেন (২০১০/১ : ১৫) এবং ভাষার 'শুদ্ধতা'র বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হোসাইন রিদওয়ান আলী খান (রিদওয়ান ২০১২ : ২)।

৪. দুটি উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে লক্ষযোগ্য হতে পারে (চিত্রা ১৯৮১ : ১১, ১৩) :

ক. *গোরক্ষ বিজয়* পুথি নকল করতে গিয়ে ইলিয়াস নামক একজন লিপিকর লিখছেন –

দৈবে হীন অতি ক্ষীণ বৃদ্ধ জরাজীর্ণ
আঁখি মোর লাগে ঘোর বৃদ্ধ মতিচ্ছন্ন।...
লেখিতে অশুদ্ধ যদি হইল অক্ষর
অশুদ্ধেরে শুদ্ধ করি পড় সর্ব নর।

খ. কালিদাস নন্দী বলেন –

আকার ইকার অক্ষর পড়িয়া থাকএ
পণ্ডিত সকলে দোষ খেমিবা নিশ্চএ।

৫. যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, একজন লিপিকর একাধিক রীতিতে পুথি লিখে থাকতে পারেন। কিন্তু *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর পুথির বানান থেকে দুই লিপিকরের হস্তাক্ষরের প্রমাণ মেলে। যেমন, এক লিপিতে ‘ভাঠিআলী’, আর এক লিপিতে ‘ভায়িঠালী’। (মুজাম্মিল ২০০২ : ৫৫)

## তৃতীয় অধ্যায়

# মধ্যযুগীয় বানানরীতি

### ৩.০

এই অধ্যায়ের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু মধ্যযুগের বানানরীতি। মধ্যযুগের বিশৃঙ্খল বানানের মধ্যেও দেখা যাবে, কিছু বিশেষ প্রবণতা, ধরন ও বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার লক্ষণ নিয়ে, বাংলা স্বরধ্বনির বিবর্তন বিষয়ে, মধ্যযুগের ভাষা পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে এবং বিশ্লেষণ করা হবে বাংলা পুথির বিশেষ কালপর্বের বানানরীতি।

### ৩.১ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার লক্ষণ

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার লক্ষণ বিশ্লেষণ করেছেন (কাইউম ও রাজিয়া ২০০৯ : ৩২০-৩২৪)। তাঁরা লিখেছেন, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ থেকে নব্যভারতীয় আর্যভাষা বাংলা উদ্ভূত হয়েছে। এরপর বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে। এই বিবর্তনের ধারাকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা যায় :

১. প্রাচীন বাংলা (আনুমানিক ৯৫০–১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)
২. মধ্যযুগের বাংলা (১৩৫০–১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)
    ক. আদি-মধ্য বাংলা (১৩৫০–১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)
    খ. অন্ত্য-মধ্য বাংলা (১৫০০–১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)
৩. আধুনিক বাংলা (১৮০০–অদ্যাবধি)

### ৩.১.১ প্রাচীন বাংলা ভাষার লক্ষণসমূহ

প্রাচীন বাংলা ভাষার প্রধান লক্ষণসমূহকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় :

১. প্রাচীন বাংলায় যৌগিক স্বর ছিল না; এটি মধ্যভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ।

২. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মতো প্রতিটি শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ ছিল।

৩. ক) যুগ্মব্যঞ্জন সরল হয় এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি দীর্ঘস্বরে রূপান্তর লাভ করে;
    যেমন – হত্থ > হাথ, ধম্ম > ধাম, কম্ম > কাম, সস্‌সু > সাসু।
   খ) নাসিক্যযুক্ত ব্যঞ্জনেও পূর্বস্বর দীর্ঘ হত; যেমন – বন্ধ > বান্ধ।

গ) অর্ধতৎসম শব্দে যুক্ত বা যুগ্মব্যঞ্জন রক্ষিত হত; যেমন – মৌক্তিক > মুত্তি, মিথ্যা > মিচ্ছা।

৪. য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির আগমন ঘটে; যেমন – নিকটে > নিঅড্ডী > নিয়ড়ি।

৫. অতীত কালের 'ইল' বিভক্তি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গো যুক্ত হত;
যেমন : সুপ্ত > সুত্ত > সূত + ইল = সূতিল; কৃত > কঅ + ইল = কৈল।
কখনও কখনও বর্তমান কালের ধাতুমূলের সঙ্গোও 'ইল' ব্যবহৃত হত;
যেমন : দেখ + ইল = দেখিল; শুন + ইল = শুনিল।

৬. প্রাচীন বাংলা ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন *চর্যাপদ*-এর অধিকাংশ শব্দ তদ্ভব। তৎসম শব্দের সংখ্যা পরিমাণে কম। কিছু অনার্য শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়; যেমন : ডোম্বী, ডমরু, ঠাকুর।

### ৩.১.২ আদি-মধ্য বাংলা ভাষার লক্ষণসমূহ

আদি-মধ্য বাংলা ভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. প্রাচীন বাংলার মতো প্রত্যেক শব্দের অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হত।

২. অ/আ-কারের পরে অন্ত্য ই/উ ক্ষীণভাবে উচ্চারিত হত বলে অই, আই, অউ, আউ, প্রভৃতি সন্ধিস্বরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখনও যৌগিকস্বর সর্বত্র বিস্তৃত হয়নি; যেমন : কাহ্নাঞি, বড়াঞি।

৩. উদ্বৃত্তস্বরে'র বিভিন্ন রূপান্তর প্রচলিত ছিল : (ক) সরূঅ (< সরূপ); গরুঅ (< গোরূপ) কঅলী (< কদলী) প্রভৃতি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তস্বর রক্ষিত। (খ) কোথাও উদ্বৃত্ত স্বর পূর্বস্বরের সঙ্গো মিলে যৌগিকস্বর সৃষ্টি করেছে – মাউসী, বইসে; মাতৃস্বসৃকা > প্রাকৃত মাউসিআ > মাউসী (বাংলা), পিতৃস্বসৃকা > পিউসিআ > পিউসী > পিসী। (গ) উদ্বৃত্তস্বরের লোপ : 'পশিল', 'বসিল'। প্রাচীন বাংলায় 'পইসিল', 'বইসিল' (উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ তখনও ব্যাপক হয়নি, তাই *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ উভয় রূপই বর্তমান ছিল – হউসি/হসি, আইসু/আসু, পইসু/পসু)।

৪. পদমধ্যবর্তী 'ঢ়' মহাপ্রাণতা হারায়নি : বুঢ়া, বাঢ়ে, পঢ়ে।

৫. পদমধ্যবর্তী ই-কার তখনও লোপ পায়নি; যেমন – মাহাকাল (মাকাল)। কিন্তু পদান্তস্থিত 'হ' লুপ্ত হতে আরম্ভ হয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ উভয় বানানই রক্ষিত : বারহ/বার, তেরহ/তের, ষোলহ/ষোল।

৬. চরণান্তে 'র'-এর সঙ্গো 'ল'-এর মিল দেখে অনুমান হয়, এই দুইবর্ণের উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য ছিল না; যেমন : প্রবাল, পোঁয়ার, পোআল উভয় বানানই দেখা যায়।

৭. অসমাপিকার সঙ্গে 'আছ্' ধাতুযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন : লই + (আ) ছে = লইছে; রহিল + (আ) ছে = রহিলছে।

৮. কিছু ফারসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসি শব্দ এ সময়ে গৃহীত হয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ কামান, মজুরি, বাকী, মজুরিয়া ইত্যাদি শব্দ রয়েছে।

### ৩.১.৩ অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. পদমধ্যবর্তী হ-কারের লোপ পেতে থাকে; যেমন – নাহি > নাই, মাহাকাল > মাকাল।

২. 'ণ্হ' ও 'ম্হ'-এই দুই নাসিক্য মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতার লোপ : আহ্মার > আমার, তোহ্মার > তোমার, কাহ্নে > কানু।

৩. পদান্তে 'অ'-কারের ক্রমবর্ধমান লোপ-প্রবণতা পরিলিক্ষিত হয় : দাস (অ) – দাস; হাথ (অ) – হাথ।

৪. বহুল পরিমাণে আরবি-ফরসি ও তুর্কি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। ফারসি উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগে (–দার, -গিরি) বাংলা শব্দ গঠিত হয়।

### ৩.১.৪ আধুনিক বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ

আধুনিক বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ দেখা যাক :

১. তদ্ভব শব্দের মধ্যবর্তী ঢ় পরিণত হয়েছে ড়-তে; যেমন – বাঢ়ে > বাড়ে, বুঢ়ী > বুড়ী। অন্ত্য মধ্যযুগে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়।

২. আধুনিক বাংলায় অনাদি 'হ' লোপ পেয়েছে; যেমন – করহ > কর, ফলাহার > ফলার।

৩. আধুনিক বাংলায় পদের মধ্যে দুই স্বর একত্রে থাকতে পারে না।

৪. অপিনিহিত স্বর পূর্বস্বরের সাথে মিলিত হয়ে সাধুভাষায় অভিশ্রুতি সম্পাদন করেছে; যেমন – থাকিয়া > থাইক্যা > থেকে, কইর‍্যা > করে।

৫. আধুনিক বাংলায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা দিল; যেমন – করিয়াছে > করেছে; করিতেছে > করছে, কচ্ছে।

৬. সাধুভাষায় যুক্ত-ক্রিয়াপদের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান; যেমন – দান করা, পান করা, জিজ্ঞাসা করা, গমন করা।

৭. বহুল পরিমাণে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার হতে থাকে। অধিকাংশ শব্দ সমার্থক খাঁটি বাংলা শব্দকে স্থানচ্যুত করে।

**৩.২ মধ্যযুগের বানান সমস্যার কারণ**

মধ্যযুগে হস্তলিখিত পুথিতে কেবল বানানের বৈচিত্র্য নেই, লিপিরও বহু আকার ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কখনও শব্দের ব্যুৎপত্তিকে রক্ষা করতে গিয়ে, আবার কখনও উচ্চারণ ও শ্রবণের দিকে নজর রাখতে গিয়ে লিপিকরগণ একরকম স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লিপির বিবর্তন লক্ষ করতে গেলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপিকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

বাংলা পাণ্ডুলিপির বানানরীতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। অনেকের বিশ্বাস, বাংলা ভাষায় বানান-সমস্যা বোধহয় বর্তমানকালের, প্রাচীনকালে এমনটি ছিল না। কিন্তু বর্তমানের তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় এই সমস্যা জটিল ছিল।

গৌড়ীয় অপভ্রংশ (মতান্তরে, মাগধি অপভ্রংশ) থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। সেজন্য প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ* পুথির বানানেও অপভ্রংশের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া বলেন, অপভ্রংশেরও ব্যাকরণিক নিয়ম রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভাষা যদি ঐ নিয়ম অনুসরণ করে চলত, তা হলেও বাংলা বানান প্রথম থেকেই একটা নির্দিষ্ট রীতি অবলম্বন করে নিত। (শাহজাহান ১৯৯৪ : ৮৭)

বাংলাভাষার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এ ভাষা তার জন্মকাল থেকেই সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। এ কারণে অপভ্রংশরীতির সঙ্গে সংস্কৃতের রূপ মিশ্রিত হয়ে এর বানানকে প্রাচীনকাল থেকেই সমস্যামূলক করে তুলেছে। *চর্যাপদ*-এর পুথিতে তিনশ সংস্কৃত শব্দ[২] পাওয়া যায়, যেগুলোর বানান প্রাকৃতানুযায়ী লিখিত; যেমন – কাআ, জথা, মণ। এসব শব্দের সমস্ত বানানই যদি এ রকমভাবে প্রাকৃতের অনুসারী হত, তবে কোনো সমস্যা থাকত না। কিন্তু সংস্কৃত অনুযায়ী বানানেও কিছু শব্দ লেখা হয়েছে; যেমন – অজ্ঞান, সুখ, রস।

শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ৮৮) লিখছেন, মধ্যযুগের বাংলা বানান অনেকটা প্রাকৃত-প্রভাবমুক্ত হয়ে আসে। এর কারণ মধ্যযুগ থেকে বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে সংস্কৃতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। ওই সময়কার অধিকাংশ আখ্যায়িকাও ছিল পৌরাণিক। তখনকার কোনো পুথি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সংস্কৃত শব্দ প্রায় সমপরিমাণে ব্যাবহৃত হতে শুরু করেছে। এ সময়কার লিপিকরগণ বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষায় যত্নবান হয়েছেন। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের বাংলা বানানরীতির ধারাকে মোটামুটি এভাবে নির্দেশ করা যায়। চৈতন্যসাহিত্য বাংলাভাষায় যে কেবল জীবনচরিত লেখার প্রবর্তন করল, তা-ই নয়, ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলা বানানেও সর্বপ্রথম বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। এর প্রধান কারণ এই যে, চৈতন্যচরিতকারের সবাই সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সেজন্য বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দের ব্যাপক ব্যবহার ও সেগুলোর বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাদের যত্ন ও চেষ্টা স্বাভাবিক। এভাবে ভারতচন্দ্র রায়ের আবির্ভাবের পূর্বেই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও সেগুলোর বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা বাংলাভাষায় বিশেষভাবে বিস্তৃতিলাভ করেছিল।

নিত্যব্যবহৃত সহজবোধ্য ভাষা-ব্যবহারের চেষ্টাও ছিল অধিকাংশ পুথিরচয়িতার মধ্যে। সেই সূত্রে সমকালীন কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষাও সাহিত্যে গৃহীত হয়েছিল। কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় এসব শব্দের বানানগত স্বেচ্ছাচার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এজন্য বলা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভাষায় বানান-সমস্যা বিদ্যমান ছিল।

### ৩.৩ মধ্যযুগের বানানরীতির মূলসূত্র

প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপির বানানরীতি নিয়মবদ্ধ নয়। বাংলা পাণ্ডুলিপির বানানরীতিকে মুহম্মদ শাহাজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ৮৯) দু ভাগে ভাগ করেছেন : (১) শব্দের ব্যুৎপত্তি-অনুযায়ী বানান, (২) উচ্চারণ-অনুগ বানান। কিন্তু এই দুই ভাগের বাইরে আরেকটি বানারীতি প্রচলিত ছিল, সেটি হল প্রথার অনুকরণ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী রচয়িতা বা লিপিকর যেভাবে লিখে গেছেন, তার-ই অনুবর্তন করা।

#### ৩.৩.১ ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বানান

বেশ পূর্বকাল থেকেই বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছিল (সুকুমার ১৯৭৫ : ২৬)। বাংলা পুথি লেখার সময় সংস্কৃত শব্দের বানান মূল সংস্কৃতের অনুসরণেই লেখা হয়েছে। যেমন, 'বিশ্ব' শব্দের বাংলা উচ্চারণ 'বিশ্‌শ' হলেও মূলানুগভাবে লেখা হয়েছে।

#### ৩.৩.২ উচ্চারণ-অনুগ বানান

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার আগে রচিত গ্রন্থ লিপিকরদের মাধ্যমে অনুলিখিত হয়ে প্রচারিত হত। এভাবে প্রতিলিপি থেকে প্রতিলিপি তৈরি হয়ে প্রাচীন পুথিগুলো বিস্তার লাভ করেছে। এসব পুথির

লিপিকরেরা অনেক সময় শ্রুতলিপিও করত। মধ্যযুগে সুর করে পঠিত কিংবা গীত হওয়ার কারণে উচ্চারণ-অনুগ বানান চালু হয়। (প্রফুল্লচন্দ্র ১৯৬৪ : ২২)

মূলত সংস্কৃত অনভিজ্ঞ জনসাধারণের জন্য লিখিত ও অনুলিখিত হওয়ার কারণে[৩] প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে কথ্যশব্দের প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। আর এই শব্দগুলোর বিশেষত্ব এই যে, কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হত বলে এগুলোর বানান উচ্চারণ অনুযায়ী গঠিত। আধুনিককালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণরীতির মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, প্রাচীনকালেও তা-ই ছিল (প্রফুলচন্দ্র ১৯৬৪ : ২২)। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণের পার্থক্যের কারণে প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা শব্দগুলোতেও বানানের নানা ভেদ দেখা যায়।

### ৩.৩.৩ প্রথার অনুকরণে বানান

বানানে প্রথার অনুকরণও করা হয়েছে অনেক সময় – তা ব্যুৎপত্তি বা উচ্চারণ কোনোটিকে মান্য না করেই। ‘পল্লব’ লিখতে গিয়ে ‘পল্বব’ ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্য স্থানে। একইভাবে ‘প্রফুল্ল’ লিখতে ‘প্রফুল্ব’, ‘মাল্লা’ লিখতে গিয়ে ‘মাল্বা’ ব্যবহৃত হয়েছে। শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ৯১) একে বলেছেন ‘মূলনীতি সঞ্চালন’ (transfer of principle)।

### ৩.৪ মূলনীতি সঞ্চালন

সঞ্চালিত মূলনীতিগুলোকে সূত্রবদ্ধ বা নিয়মযুক্ত করে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ৯২)। একইসঙ্গে এর ব্যাখ্যা বা কারণ উদ্‌ঘাটনেও অগ্রসর হয়েছেন। অনুভাবন, অনুকরণ, প্রেষণা ইত্যাদি উপশিরোনামে মূলনীতি সঞ্চালনের কারণ বর্ণনা করেছেন তিনি। এর মূলকথাই হল – পূর্ববর্তী লিপিকরের অনুসরণ। যেমন, ‘বিল্ব’ শব্দের অন্তর্গত ‘ল্ব’ (ল্‌ল) দ্বিত্বনির্দেশক ‘ব’-ফলা হিসাবে সঞ্চারিত হয়েছে ‘মাল্লা’ শব্দেও। ফলে ‘মাল্লা’ লেখা হয়েছে ‘মাল্বা’ রূপে। সঞ্চালিত মূলনীতিগুলোর ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।

### ৩.৪.১ ফলা-রূপে উ-কার নির্দেশক ‘ব’

সুকুমার সেন (১৯৭৫ : ২১২) দেখিয়েছেন, সংস্কৃত শব্দ ‘দ্ব’ থেকে প্রাকৃত বাংলায় ‘দু’ হয়েছে। একইভাবে ‘ধ্বনি’ থেকে ‘ধুনি’, ‘স্বাদ’ থেকে ‘সুআদ’ হয়েছে। শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ৯২) একে বলছেন ‘ফলা-রূপে উ-কার নিদের্শক – ব’। অর্থাৎ সংস্কৃত ব-ফলা থেকে বাংলা তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দে উ (/ঊ) স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয়েছে। মূল সংস্কৃত উচ্চারণে অন্তঃস্থ-ব এবং স্বরধ্বনি ‘উ’-এর একইরকম উচ্চারণরীতির কারণে প্রাচীন বাংলা পুথিতে ‘উ-কার নির্দশক ব-ফলা’র ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

উদাহরণ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ছ্ব (ছু) | – | 'ভাঙ্গাটুটা ছন্দ কিছ্ব জদি ভগ্ন হত্র।' | পৃ ১৬ খ, ৬২৫৫ সং ঢাবিপু[৪] |
| ত্ব (তু) | – | 'এ বলি দৈবগ্য ডাকি আনিল ত্বরিতে।' | পৃ ১৩৪ খ, ৬০৪১ সং ঢাবিপু |
| দ্ব (দু) | – | 'কৃষ্ণ কথা ষুন নর ঘুচিবে দ্বর্গতি।' | পৃ ২৩ ক, ৬০৫৩ সং ঢাবিপু |
| ন্ব (নু) | – | টংকারিয়া ধন্ব গুন এড়ে দিব্ব বান।' | পৃ খ, ৫৭৪৬ সং ঢাবিপু |
| প্ব (পু) | – | 'হ্রিদয় প্বড়িয়া মরি কি হবে উপায়।' | পৃ ১ক, ৬০৫৮ সং ঢাবিপু |
| ম্ব (মু) | – | 'দক্ষিণে নির্ম্মাণ কৈলা বরাহ ম্বরতি ॥' | পৃ ১৮ক, ৬০৫৩ সং ঢাবিপু |
| ল্ব (লু) | – | 'নগরিয়া ল্বকে লখাইর রূপ চাএ।' | পৃ ১৪খ, ৫৭৪৮ সং ঢাবিপু |

### ৩.৪.২ ফলা-রূপে দ্বিত্বনির্দেশক 'ব'

'ঈশ্বর', 'বিশ্ব', 'অশ্ব' – এসব শব্দের 'শ্ব' বাংলায় 'শ্‌শ'-রূপে উচ্চারিত হয়। প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃতের 'শ্ব'-এর রূপ 'স্‌স' বা 'শ্‌শ' (সুনীতিকুমার ১৯৭৫ : ১০৮)। সংস্কৃত-অনুযায়ী উচ্চারিত না হয়েও এসব শব্দ প্রাচীন পুথিগুলোতে কেন মূল সংস্কৃত বানানেই লেখা হত, সে কথার জবাব এদেশে অব্যাহত সংস্কৃতচর্চার ইতিহাস থেকে উদ্ধার করা যায়। বানান ও উচ্চারণের সংকর-সত্তায় লালিত এই 'শ্ব'-স্থিত ব-ফলা উপর্যুক্ত কয়েকটি শব্দে সীমিত বানান থেকে অভ্যস্ততার কারণে পরবর্তীকালে দ্বিত্বনির্দেশক এক মূলনীতি (Principle) হিসাবে 'পাঠ'-এ ব্যাপকভাবে সঞ্চালিত হয়ে পড়েছিল (শাহজাহান ১৯৯৪ : ৯৪)। বিপুলসংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপিতে এর প্রমাণ মেলে।
উদাহরণ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| জ্ব (জ্‌জ) | – | 'গর্ভবতী শকুন্তলা লজ্বিত হৃদয় ॥' | পৃ ৮খ, ৬০৪২ সং ঢাবিপু |
| ত্ব (ত্‌ত) | – | ইসত হাসিয়া তবে দিলেন উত্বর ॥' | পৃ ১১খ, ৫৯৪৭ সং ঢাবিপু |
| থ্ব (থ্‌থ) | – | 'লাথ্বি মারি অবসরি গেল কথো দূর।' | পৃ ৪৪খ, ২৮২১ সং ঢাবিপু |
| দ্ব (দ্‌দ) | – | 'বংশী স্বরাদি উদ্বীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন ॥' | পৃ ৪ক, ৫৮৩০ সং ঢাবিপু |
| ন্ব (ন্‌ন) | – | 'ব্রাক্ষনে বোলেন আমি অন্ব বিনে মরি।' | পৃ ২খ, ৬০৪২ সং ঢাবিপু |
| ভ্ব (ভ্‌ভ) | – | 'মোর জিভ্বা বীণা হয় তুমি বীণাধারী।' | পৃ ৫খ, ৫৯৫২ সং ঢাবিপু |
| ল্ব (ল্‌ল) | – | 'কত মুল্ব চাহ হার কহত আমারে ॥' | পৃ ৬খ, ৬০৪২ সং ঢাবিপু |
| শ্ব (শ্‌শ) | – | 'কুণ্ডদ্বয় রাই কানু গৃশ্বে শরত কালে।' | পৃ ১খ, ৬০৮৭ সং ঢাবিপু |
| স্ব (স্‌স < শ্য) | – | 'দুষ্ট বুদ্ধি দুষ্টা নারী বেস্বার সন্তান।' | পৃ ৯ক, ৬০৪৩ সং ঢাবিপু |

### ৩.৪.৩ ফলা-রূপে দ্বিত্বনির্দেশক 'ম'

৬০৪১ সংখ্যক ঢাবিপু-তে ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বানানে লেখা 'পদ্মা' যেমন রয়েছে (পৃ ৮৭খ), তেমনি উচ্চারণানুগ বানানে 'ছদ্দ' (ছদ্ম)-ও লিখিতে হয়েছে (পৃ ১২৯ক)। এতে করে মনে করা যায়, 'দ্ম' ও 'দ্দ'-এর উচ্চারণ বাংলার অভিন্ন। 'ভীষ্ম', 'গ্রীষ্ম', 'ভস্ম', 'পদ্ম', 'আত্মা' শব্দের ম-ফলা বাংলা উচ্চারণে মূলত দ্বিত্বনির্দেশক। প্রাচীন বাংলা পুথিতে 'মূলনীতি রূপে সঞ্চারিত' দ্বিত্বনির্দেশক এরকম ম-ফলার ব্যবহার দেখিয়েছেন শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ৯৫-৯৬)।

উদাহরণ :

স্ম (শ্শ < শ্ব) – 'বিস্তর বিলাপি তবে আস্মে আরোহিয়া।' পৃ ৪৮খ, সা ৩৮৫ সং ঢাবিপু

দ্ম (দ্দ < দ্য) – 'পঞ্চশব্দে বাদ্ম বাজে আনন্দ মঙ্গালে।' পৃ ৭৬ক ৬০৪১ সং ঢাবিপু

স্ম (শ্শ < স্ব) – 'বাল বৃদ্ধ জুবা গৃহী জতেক তপস্মি ॥' পৃ ৫খ, ৬০৯৫ সং ঢাবিপু

### ৩.৪.৪ ফলা-রূপে দ্বিত্বনির্দেশক 'য'

প্রাচীন লিপিকরের কাছে য-ফলা চিহ্নটি ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট বর্ণের দ্বিত্বনির্দেশক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। অভ্যস্ততার কারণে একটি মূলনীতি হিসাবে সঞ্চালিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ব্যুৎপত্তি-অনুসারী বানানে যেমন য-ফলা ছিল, তেমনি ভিন্নতর শব্দেও ব্যবহৃত হয়েছে। (শাহজাহান ১৯৯৪ : ৯৬)

উদাহরণ :

গ্য (গ্গ < জ্ঞ) – 'পাইআ পিতার আগ্যা আইলু তুমা কাছে।' পৃ ১৭ক, ২৮০৭ সং ঢাবিপু

ত্য (ত্ত < ত্ব) – 'পুরন্দরে অহল্লার ভাজ্গিল সতিত্য।' পৃ ৬৬খ, ৬০৪১ সং ঢাবিপু

দ্য (দ্দ < দ্ব) – 'বিদ্যানের হস্তে গেলে উদ্ধারিব তাকে।' পৃ ১১৭খ, ৬১০০ সং ঢাবিপু

### ৩.৪.৫ দ্বিত্বনির্দেশক 'ঃ'

পদমধ্যস্থ বিসর্গ মূলত অব্যবহিত পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণে সহায়তা করে; যেমন – দুঃখ (দুক্খো)। এই মূলনীতিটি প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে ব্যাপাভাবে সঞ্চালিত হয়েছিল।

উদাহরণ :

কুঃকুর (কুক্কুর) – 'কুঃকুর রহিলা সিবানন্দ দুঃখী হৈলা।' পৃ ১খ, ৬৩১৪ সং ঢাবিপু

আঃছাদিয়া (আচ্ছাদিয়া) – 'ত্বমগুনে আঃছাদিয়া করহ সংহার ॥' পৃ ১১৭খ, ৫৮২৬ সং ঢাবিপু

ইঃছা (ইচ্ছা) – 'হরিনাম কবজ সুনিতে ইঃছা হয় ॥' পৃ ৩ক, ৫৭৫১ সং ঢাবিপু

গুনঃ (গুনগুন) – 'গুনঃ ভ্রমরা ঝংকার ॥' পৃ ১০ক, ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গাল*, অসংখ্যায়িত রামাপু[৫]

### ৩.৪.৬ দ্বিত্বনির্দেশক '২'

'২' সংখ্যাটি শব্দ বা বাক্যাংশের দ্বিত্বনির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে এটি অতি প্রচলিত একটি নিয়ম (শাহজাহান ১৯৯৪ : ৯৮-৯৯)।

দেশে২ (দেশে দেশে)
গ্রামে২ (গ্রামে গ্রামে) – 'দেশে২ গ্রামে২ বুলে নাচিয়া গাহিয়া।' পৃ ১২৭ক, ৬০৮২ সং ঢাবিপু

আগে২ (আগে আগে)
পিছে২ (পিছে পিছে) – 'আমি আসি আগে২ রাধা পিছে২ ॥' পৃ ৬ক, ৬২০৪ সং ঢাবিপু

দ্বিত্বনির্দেশক এই নিয়মটি একটি মূলনীতি হিসাবে পদের আদি কিংবা মধ্যস্থ বর্ণ বা পদাংশের ক্ষেত্রেও অনেক সময় অনুসৃত হয়েছে। যেমন :

না২ (নানা) – 'যুকার মঙ্গাল বাদ্য না২ হুলাস্তুলি ॥' পৃ ১ক, ৪৭৫৮বি সং ঢাবিপু

বি২দ (বিবিদ < বিবিধ) – 'কাণ্ডে কাণ্ডে রামায়ণ বি২দ প্রকার।' পৃ ১৫ক, ৬৭৬১ সং ঢাবিপু

কা২লির (কাকালির < কাঁকালির)
– 'নেতা বোলে পদ্মাবতি কা২লির বিষে।' পৃ ২৪২ক, ৬১৫৯ সং ঢাবিপু

### ৩.৫ রেফ-এর ব্যবহার

প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে রেফ (র্ )-এর ব্যবহার হয়েছে মুখ্যত দুইভাবে (শাহজাহান ১৯৯৪ : ১) – ১. বিশুদ্ধ শব্দের অঙ্গীভূত রূপে এবং ২. বিকৃতিজাত রূপে।

যেমন, 'বিধর্মজনের এহি কর্ণে জন্মে সাল।' (পৃ ৪৭খ, ৩৪ সং বাউপু) – এখানে 'বিধর্ম', 'কর্ণ' – শব্দ দুটিতে রেফচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে বিশুদ্ধ শব্দের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে।

অবার, শব্দের আদিব্যঞ্জনের ঋ-কার পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী বর্ণের বা যুক্তবর্ণের ওপরে রেফ হিসাবে ব্যবহৃত হত। যেমন : নৃপ > নির্প, মৃত্যু > মির্তু, মৃগ > মির্গ, সৃজন > সির্জন। অনেক ক্ষেত্রে শব্দের আদিব্যঞ্জনের ঋ-কার বা র-ফলা বিদ্যমান থেকেই পরবর্তী বর্ণে বা যুক্তবর্ণে অতিরিক্ত একটি রেফ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : নৃপ > নৃর্প বা ন্রির্প, বৃদ্ধ > বৃর্দ্ধ, মৃগয়া > মৃর্গয়া, সৃজন > শ্রির্জন, বৃক্ষ > বৃর্ক্ষ, ব্রহ্মা > ব্রর্হ্মা, দর্পণ > দ্রর্পণ।

### ৩.৫.১ অপ্রয়োজনে রেফ-এর ব্যবহার

শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ৩) দেখাচ্ছেন, বহুসংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপিতে রেফচিহ্নটি যত্রতত্র ব্যবহৃত হয়েছে ; যেমন :

১. 'হার্স্যমুর্ক্ষ হয় জেন ধর্ম বেবহার।' পৃ ৭৮ক, ৩৪ সং বাউপু[৬]

২. জতেক চরির্ত্র তুমা পর্দ্দিনী কন্যার।' পৃ ৫৪ক, ৫৪ সং বাউপু

বিভিন্ন পুথি থেকে এরকম অনেক উদারণ দেয়া যাবে, যেগুলো র-জ্ঞাপক যথার্থ রেফ হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। পরিমাণগত দিক থেকেও এরকম রেফচিহ্ন কম নয়। কোনো কোনো পুথিতে এত বেশি যে, প্রায় প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই তা চোখে পড়ে।

আহমদ শরীফ ও মুহম্মদ এনামুল হক-এর মৌখিক অভিমতের সূত্র ধরে মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া আমাদের জানাচ্ছেন যে, রেফচিহ্ন এক ধরনের ক্যালিগ্রাফি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে চিহ্নগুলোকে শুধুমাত্র ক্যালিগ্রাফি বলে ধরে নেয়া সঙ্গত মনে করছেন না মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০ : ২০)। তিনি বলছেন, এটা যদি ক্যালিগ্রাফি হত, তবে তা বাংলা হরফে লেখা সমসাময়িক সংস্কৃত পুথিতেও দেখা যেত। কিন্তু এই সময়ের বেশ কিছু বাংলা হরফে লেখা সংস্কৃত পুথি অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, সেখানে রেফ-এর এই ভিন্নতর প্রয়োগ হচ্ছে না।

মিতালী (২০১০ : ২১) বলেন, বাংলা পুথি পাঠ করেলই বোঝা যায়, লিপিকরণগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অল্পশিক্ষিত ছিলেন। তার উপর পুথি লিপি করাকে তাঁরা অর্থকরী বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে অল্প সময়ে অধিক পুথি লিপি করার তাগিদে তাঁরা অনেক সময় শুনে শুনে পুথি লিপি করতেন। তাই পুথির বানানে উচ্চারণের প্রভাব একটি বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। লিপিকরণগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চারণ-ভিত্তিক বানান লিখেছেন, কিন্তু শিক্ষার অভাবে উচ্চারণ বিকৃত হওয়ায় বানানেও প্রায়ই অসঙ্গতি থেকে গেছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত রেফবিহীন শব্দও বিকৃত উচ্চারণের প্রভাবে পড়ে রেফযুক্ত হতেই পারে। জগর্ন্নাথ, অর্স্বমেধ, আর্চ্ছাদিল, তিলর্ত্তমা, হরির্ধ্বনি, কার্ত্যায়নি, আর্চ্ছাদন, বির্ত্তান্ত, উর্চ্চারিল, রাজর্ত্ত ইত্যাদি বানানের রেফচিহ্নকে আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার র-নির্দেশক বলে

মেনে নিতে পারে না। কিন্তু স্বল্পশিক্ষিত লিপিকরদের বিকৃত উচ্চারণে এই রেফচিহ্ন র-নির্দেশক হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সর্বক্ষেত্রেই এই রেফচিহ্ন র-নির্দেশক নয়। কারণ এমন কিছু রেফযুক্ত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেক্ষেত্রে উচ্চারণের প্রভাবেও রেফ আসতে পারে না। তাছাড়া শব্দের আদিতে রেফ আসতে পারে না, কিন্তু শব্দের আদ্যক্ষরে রেফ যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। যেমন : র্ধ্বনি, র্স্মরণ, র্প্রবেসিতে, র্ত্রাস, র্ধ্বনি, র্ধ্বজ, র্জ্যোতি ইত্যাদি। বিকৃত উচ্চারণেও রেফ-এর আগমন অসম্ভব এমন কয়েকটি ক্ষেত্র : ধনর্ঞ্জয়, নির্দ্রা, পরার্ক্রম, খর্ড়্গ, প্রিয়র্ত্তম, লর্ক্ষিদেবি, সুগর্ন্ধি, বৈরার্গ্য ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলোতে যেসব রেফযুক্ত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সেসব শব্দের বানানে রেফচিহ্নটি যে র-নিদের্শক নয়, তা বোঝাই যায়। শাহজাহান মিয়া এই চিহ্নগুলোকে প্রস্বর নির্দেশক বলে মনে করেছেন। তবে এগুলো প্রস্বর নির্দেশক কিনা তাতে সংশয় প্রকাশ করেছন মিতালী (২০১০ : ২১)। কারণ এই চিহ্নগুলো বাংলায় প্রস্বর স্থাপনের নিয়মকে সর্বত্র অনুসরণ করে না। এক্ষেত্রে লিপিকরণগণ যুক্তব্যঞ্জন বোঝাতে এই রেফচিহ্ন ব্যবহার করতেন বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম-এর মন্তব্যটিও আমরা বিবেচনায় নিতে পারি। সেটি হল, এ ধরনের রেফচিহ্ন যুক্তবর্ণ-নির্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের ওপরেই রেফচিহ্নের প্রয়োগ ঘটেছে। তৃতীয়ত, প্রস্বর (Stress বা Accent) নির্দেশের জন্য এ ধরনের রেফচিহ্ন সংশ্লিষ্ট পুথিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।[৭]

### ৩.৫.২ রেফ ব্যবহারের সাধারণ সূত্র

রেফ-এর ব্যবহার সর্বত্র যথাকারণে, কিংবা নিয়মদ্ধভাবে হয়েছে, তা নয়। এরই মধ্যে একে নিয়মানুসারী করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ৬) –

১. শব্দের শুরুতে কিংবা মাঝে র-যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিতে রেফ-এর প্রয়োগ ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে :
   ‘জ্ঞানে র্গ্রহ বৃহস্পতি ধর্ম্মেতে উজ্জ্বল।’ পৃ ৫৭খ, ৩৪ সং বাউপু

২. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিত্বব্যঞ্জনে রেফ-এর ব্যবহার ঘটেছে :
   ‘কনক নির্ম্মিত হিরা মাণির্ক্য জড়িত।’ পৃ ১২৬খ, ১৪৬ সং বাউপু
   (ক্ক)

এরপর শিশধ্বনির দ্বিত্ব, তরলধ্বনির দ্বিত্ব, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব – এরকমভাবে আলাদা আলাদা প্রতিবেশ রেফ-এর ব্যবহারকে পৃথকভাবে সূত্রবদ্ধ ধরতে চেয়েছেন শাহজাহান মিয়া। কিন্তু এগুলো প্রকৃতপক্ষে উপরের (২ সংখ্যক) নিয়মের অন্তর্গত।

৩. যুক্তব্যঞ্জনের উপরেও রেফ-এর প্রয়োগ ঘটেছে :
'তুমি সে আমার প্রাণ তুমি সে সর্ম্পদ।' পৃ ১১খ, ২৮১৯ সং ঢাবিপু

উপরের ২ ও ৩ সংখ্যক নিয়মের পার্থক্য লক্ষ করা যাক। ২ সংখ্যক নিয়মে দ্বিত্বব্যঞ্জনে অনুরূপ ধ্বনি যুক্ত হয়েছে। ৩ সংখ্যক নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে যুক্তব্যঞ্জন হয়েছে। এই ভিন্ন ভিন্ন যুক্তধ্বনির মধ্যে শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ৯) আলাদা করে সূত্রবদ্ধ করেছেন – চ-সংযুক্ত যুক্তবর্ণকে (যেমন : নির্শ্চিত), ন-সংযুক্ত যুক্তবর্ণকে (যেমন : রর্ত্ন), স্পর্শধ্বনি-সমন্বিত যুক্তবর্ণকে (যেমন : রর্ক্ত)।

৪. 'জ্ঞ' বর্ণের ওপরেও অনেক ক্ষেত্রে রেফ-এর ব্যবহার ঘটেছে। এটিও ঘটেছে মূলত দ্বিত্ব (গ্ + গ) উচ্চারণের কারণে । ওপরের ২ বা ৩ সংখ্যক নিয়মের চাইতে এটি আসলে আলদা নয়।
'যে আর্জ্ঞা কর তুমি সেই কর্ম করি।' পৃ ৫৭ক, ৯ সং বাউপু

৫. মৌলিক ব্যঞ্জনেও রেফ-এর ব্যবহার অনেক পুথিতে দেখা যায়। এ ধরনের রেফচিহ্নটি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনের দ্বিত্বনির্দেশক। এরকম ধরে নিলে উদ্ভূত দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনটি অনেক সময় বিশুদ্ধ শব্দ গঠন করে, আবার কখনও কখনও বিকৃতিরও জন্ম দেয়। শাহজাহান মিয়া বলছেন, এই বিকৃতিই লিপিগত দিক থেকে সমর্থিক এবং লিপিকরের ঈপ্সিত পাঠ। উচ্চারণগত বিকৃতি ঘটার ফলেই এ-ধরনের রেফচিহ্ন প্রয়োগে লিপিকরকে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। উচ্চারণ-বিকৃতিজনিত শব্দগত কন্টামিনেশন (Contamination) অনেক প্রাচীন পুথিতেই সাধারণ ব্যপার। দ্বিত্ব-নির্দেশনায় মৌলব্যঞ্জনে এরকম রেফ-এর ব্যবহার হয় দুটি কারণে (শাহজাহান ১৯৯৪ : ১০-১১) –

ক. বিশুদ্ধ শব্দ সংগঠনে :
'ভির্ন এক গৃহে গিয়া কন্যাকে রাখিল।' পৃ ৪১, ১ সং বাউপু (আলোকচিত্রিত)

খ. শব্দগত কন্টামিনেশন রূপায়ণে :
'অর্ধ অজ্ঞা ভাল আছে সার্স মাত্র বহে।' পৃ ৯৭খ, *জেবল্‌মুলুক শামারোখ* বাএপু[৮]

### ৩.৬ একীভূত শব্দ

কোনো কোনো সময়ে হাতে-লেখা পুথিতে এমন কিছু শব্দ পাওয়া গেছে যেগুলো লিপিগত বা আকৃতিগত বিচারে একেকটি যুক্তবর্ণই বটে। কিন্তু প্রকৃতিগত নিরিখে এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো একাক্ষরের স্তূপ। শাহজাহান মিয়া বিশেষভাবে এরকম তিনটি উদাহরণ দেখিয়ে এর উৎপত্তির কারণ এবং পরবর্তী সময়ে এর অবলুপ্তির কারণ দেখিয়েছেন।

কৃষ্ণ, প্রভু, কুণ্ড শব্দগুলো দ্বি-অক্ষরিক (Disyllabic)। হস্তলিপি সংকোচনের মাধ্যমে কালক্রমে ও ধাপে ধাপে এগুলো একীভূত শব্দ গঠন করেছিল (শাহজাহান ১৯৯৪ : ২৪) :

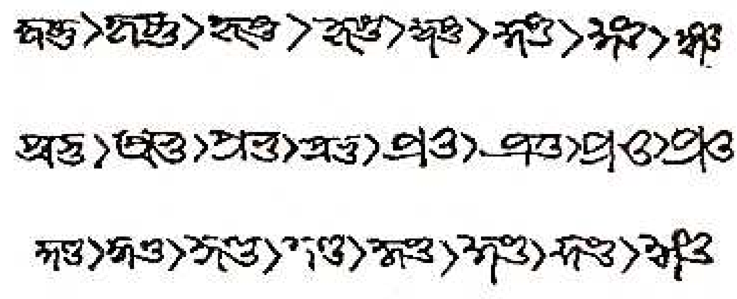

এই রূপান্তরের পিছনে কারণ কী ছিল, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেও শাহজাহান মিয়া সচেষ্ট হয়েছেন। মানুষের হস্তলিখিত লিপি কালে কালে অনবরত রূপান্তিত হয়েছে, বেশিকাল অপরিবর্তিত থাকেনি। লিপি-বিবর্তনের বিবিধ কারণের মধ্যে লেখার দ্রুততা বা হাত-না-তুলে লেখার স্বাভাবিক প্রবণতা একটি। এই প্রবণতা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরও কিছু কারণ দেখানো হয়েছে 'একীভূত শব্দ' গঠনের উপায় হিসাবে। বর্তমানের বানানরীতিতে যুক্তবর্ণ পৃথকভাবে লেখার সুপারিশ করা হয়েছে। আর 'একীভূত শব্দ' এখন তো অপ্রচলিত।

### ৩.৭ সাদৃশ্যগত পরিবর্তন

একাধিক ভিন্নাকার শব্দ যদি অন্য শব্দের আকার পায়, তবে সেই ব্যাপারকে বলে সাদৃশ্য (Analogy) (সুকুমার ১৯৭৫ : ২০)। কেবল ভাষা বা ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই নয়, বরং লিপি-বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৬৩৭৪ সং ঢাবিপু-তে সাদৃশ্যের একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। 'দ্বঃখ' (দুঃখ) শব্দের 'দ্ব'-এর সঙ্গে পরবর্তী 'ঃ' টি তীব্রভাবে সংলগ্ন হয়ে পড়েছিল। সেজন্য দেখা যায়, পুথিটিতে যে-কোনো শব্দের অঙ্গীভূতরূপে যতরারই এই 'দ্ব' এসেছে, ততবারই এর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে 'ঃ' লিখিত হয়েছে।

যেমন :

'দুই' লিখতে 'দ্বঃই'
'দুহিতা' লিখতে 'দ্বঃইতা'
'দূত' লিখতে 'দ্বঃত'
'দুষ্ট' লিখতে 'দ্বঃষ্ট'
'দুর্জয়' লিখতে 'দ্বঃর্জয়'
'দুর্ম্মতি' লিখতে 'দ্বঃর্ম্মতি'

'দ্বিজ' লিখতে 'দ্বিঃজ' ইত্যাদি। (শাহজাহান ১৯৯৪ : ১১৯)

মধ্যযুগের বানানরীতির ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্ন সাদৃশ্য-প্রক্রিয়াকে অবশ্য সাধারণ আলোচনায় আমলে নেয়া যায় না।

১৪৭১ খ্রিস্টাব্দে অনুলিপিকৃত ৪৯৫ সং ঢাবিপু-তে 'ঋ' হরফের প্রাচীন একটি রূপ লক্ষ করা যায় : । এই অবয়ববিশিষ্ট 'ঋ' হরফটিকে পরবর্তীকালের আরও অনেক বাংলা পুথিতেও ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর লক্ষ করা যায়, ঋ-এর এই আদলটি ধীরে ধীরে -আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে পড়েছে। (শাহজাহান ১৯৯৪ : ১১২-১১৩)

আরও অনেক পুথি[৯]-র মতো ৫৯৫২ সং ঢাবিপু-তেও 'উ' হরফটি অথবা আকৃতিবিশিষ্ট। এগুলো, সহাবস্থায়ী (ঙ) হরফের সাদৃশ্যগত প্রভাবে আকৃতি লাভ করেছে।

(ও, তু, ত্ত) কিংবা (ক্ত) এমনকি 'উ' বা 'ভু' প্রভৃতি বর্ণের সাদৃশ্য থাকায় লিপিকর কখনও কখনও বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

যেমন : উপদেশ –

উত্তরিলা – (শাহজাহান ১৯৯৪ : ১২৭-১২৮)

কয়েকটি হস্তলিখিত লিপির সাদৃশ্য তুলনা করা যায় :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | স্ব | খ | |
| ২. | তু | ও | |
| ৩. | চ | ঠ | 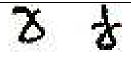 |
| ৪. | ব্‌ব | ঋ | |

আধুনিক বাংলা বর্ণমালার 'ড়', 'ঢ়', 'য়', বর্ণ তিনটি প্রাচীন বাংলালিপিতে 'পুঁটুলি চিহ্ন'-হীন ছিল। এগুলো তখন যথাক্রমে 'ড', 'ঢ', 'য' বর্ণের সদৃশ ছিল। সাদৃশ্যপ্রসূত প্রতিক্রিয়াকে নিরাকৃত করার প্রয়োজনেই পরবর্তীকালে হরফগুলোর নিচে 'বিন্দুবৎ' নির্ধারক চিহ্ন সংযোজিত হয়েছিল।

শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ১৭৪, ১৭৬, ১৮৫) দেখিয়েছেন, কিভাবে উ-কার চিহ্নের এবং ণ-ফলার আকৃতি বদলে গিয়েছিল –

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| ১. কিন্তু > কিন্তু, জন্তু > জন্তু | ৩ : উ-কার চিহ্নরূপে ব্যবহার |
| ২. কৃষ্ণ > কৃষণ, পুন্ড > পুর্ন্ন | ও : ণ-ফলা রূপে ব্যবহার |

উপরের দ্বিতীয় উদাহরণ থেকে বলা যায়, 'কৃষ্ণ' শব্দের বর্তমানে প্রচলিত রূপেরও পরিবর্তন করে কৃষণ লেখাটা অস্বাভাবিক হবে না।

### ৩.৮ 'অনুস্বার'-এর বিবর্তন

ব্রাহ্মিলিপি থেকে 'অনুস্বার'-এর আগমন ঘটেছে কালানুক্রমিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে। শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪ : ১৩৬-১৪২) দেখিয়েছেন –

অশোকের ব্রাহ্মিলিপিতে 'অনুস্বার' হরফটি একটি বিন্দুর আকারে পূর্বস্থিত বর্ণের ডানপাশে একটু ওপরের দিকে কাঁধ-বরাবর লিখিত হত। যেমন,

(দেবানং)

(দোসং)

খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতকে বঙ্গালিপিতে উৎকীর্ণ কোনো কোনো শিলালিপিতে 'অনুস্বার' হরফটি ব্রাহ্মিলিপির মতোই একটি বিন্দু-সদৃশ। তবে এর অবস্থান বর্ণের উপরে। যেমন,

(য়ং)

পনের শতকের দুটি তারিখওয়ালা পাণ্ডুলিপির[১০] সূত্র ধরে শাহজাহান মিয়া বলেছেন, এ সময় অনুস্বারের আকার পরিবর্তিত হচ্ছে। বিন্দুর আকার থেকে এবার বৃত্তের আকার প্রাপ্ত হচ্ছে। যেমন –

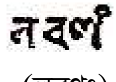
(লবণং)

ষোল শতকের প্রথমার্ধে অনুলিপিকৃত ৭৫২ (পৃ ৮৩ক) সং ঢাবিপু-তে দেখা যায়, অনুস্বার (ং) উপরে – আরও ডানে সরে যাচ্ছে :

(কর্ষণং)

(হিংসা)

Dhaka University Institutional Repository

ই-কারের চিহ্ন অনুস্বারকে ডানে সরিয়ে দিয়ে থাকবে। তাছাড়া উচ্চারণগত দিক থেকেও এর অবস্থান পরে। ফলে লিপিকর এক একটু ডানে সরিয়ে থাকবেন।

পরবর্তী সময়ের পুথিতে অনুস্বারকে বর্ণের পাশে দেখা যাচ্ছে। ৬৩০৬ (পৃ ১৪ক) ও ৬৩০৭ (পৃ ৩খ)সং ঢাবিপু-তে :

(সংসার)

অনুস্বার বর্ণটি বর্তমান রূপ লাভ করল এর পর। একটি তির্যক রেখা নির্ধারক-চিহ্ন (determinative) হিসাবে অনুস্বার-বৃত্তের নিচে অবস্থান গ্রহণ করল (পৃ ৫১খ, ৬১৮২-সং ঢাবিপু) :

(সংকীর্তন)

### ৩.৯ বাংলায় স্বরধ্বনির বিবর্তন

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা বাংলা স্বরধ্বনির বিবর্তনকে সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন (কাইউম ও রাজিয়া ২০০৯ : ৩২৫-৩২৬) :

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্বরধ্বনি বাংলায় আ-কার হয়েছে;
যেমন : অংশু > আংশু > আঁশ; অদ্য > অজ্জ > আজ; পঙ্ক > পঙ্ক > পাঁক।

২. মূলে অনাদিতে স্বরাঘাত থাকায় আদিস্বর বাংলায় লোপ পেয়েছে;
যেমন : উপবিশতি > প্রা. উবইসই > প্রা.বা. বইসই > বসে; অভ্যন্তর > অপ. ভিত্তর > ভিতর।

৩. কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার যুগেই আদিস্বর লোপ পেয়েছে;
যেমন : অরিষ্ট > রিট্‌ঠ > রিঠা; অতসী > তসী > তিসি।

৪. শব্দের আদিতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় ঋ-কার মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ‘অ, ই, উ’ রূপে রূপান্তরিত হয় এবং বাংলায় এই পরিবর্তন রক্ষিত হয়েছে;
যেমন : ঘৃত > ঘিঅ > ঘি; পৃষ্ঠ > পিট্‌ঠ > পিঠ; শৃগাল > সিআল > শিয়াল।

৫. শব্দের আদিতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ব্যঞ্জন-সংযুক্ত 'ঐ/ঔ' মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় 'এ'-রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলায়ও তা রক্ষিত।

যেমন : গৌর > গোর > গোরা; তৈল > তেল্ল > তেল; লৌহ > লোহ > লোহা।

৬. পদমধ্যবর্তী প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্বর কোনো কোনো স্থলে আধুনিক বাংলা ভাষায় লোপ পেয়েছে;

যেমন : বলীবর্দ্দ > বলদ্দ > বলদ; লঘুক > হলুক্ক > হালকা।

৭. পদ-শেষে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্বরধ্বনি আধুনিক বাংলায় লোপ পেয়েছে;

যেমন : তন্ত্রী > তন্তী > তান্তি > তাঁত; বৎসরূপ > বচ্ছরূঅ > বাছুর; আশা > আসা > আশ; চূড়া > চুলা > চুল; গোরূপ > গরুঅ > গরু।

৮. বাংলায় প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অন্ত্যস্বর রক্ষিত হওয়ারও নিদর্শন রয়েছে;

যেমন : হস্তী > হত্থী > হাথী > হাতি; বংশী > বংসী > বাঁশী; শক্ত > সত্তু > ছাতু।

৯. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় শব্দের আদিতে অবস্থিত 'ই' বা 'উ'-এর পরে যুক্তবর্ণ থাকলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলায় 'এ' বা 'ও' হয়;

যেমন : বিল্ব > বিল্ল > বেল; গুম্ফ > গুম্ফ > গোঁফ।

১০. কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় ও-কার আধুনিক বাংলায় অ-কার হয়েছে;

যেমন : বদতি > বোলই > বলে; ভবতি > হোই > হয়।

১১. কোনো কোনো স্থানে সমীভবন বা বিষমীভনের কারণে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্বর বাংলায় পরিবর্তিত হয়েছে;

যেমন : মুকুল > মউল > মোল/বোল; শকুল > শউল > শোল (মাছ)।

### ৩.১০ মধ্যযুগে ভাষা-পরিবর্তনের ধারা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিও বিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। ভাষা পরিবর্তনের এইসব ধারাকে সূত্রবদ্ধ করে দেখিয়েছেন কাইউম ও রাজিয়া (২০০৯ : ৩২৭-৩৩৪) –

**ক**

- কোনো কোনো স্থানে আদি 'ক' স্থানে 'খ' হয়েছে : কীলক > খীল > খিল; ক্রীড়তি > খেলই > খেলে।
- কোনো স্থানে 'ক' স্থানে 'চ' হয়েছে : বিক্রয়তি > বিক্কেই > বেচে; কিরাততিক্ত > চিরাঅইও > চিরতা।
- অনাদিতে প্রা. ভা. আ. ভাষার অসংযুক্ত ক, গ, ত, দ,প, য়, অন্তঃস্থ ব প্রাকৃতেই লোপ পেয়েছে : চর্মকার > চর্মআর > চামার; উপদীকা > উঅঈআ > উই।
- অনাদিতে ব্যঞ্জনযুক্ত 'ক' প্রাকৃতে 'ক্ক' হয়ে বাঙ্গালায় 'ক' হয়েছে : চতুষ্ক > চউক্ক > চৌকা; মর্কট > মক্কড় > মাকড়।
- আদি ক্ষ (কষ্) স্থানে খ, ছ, বা ঝ হয় : ক্ষুরিকা > ছুরিআ > ছুরি ; ক্ষুর > খুর > খুর; ক্ষাম > ঝাম > ঝামা; ক্ষরিত > ঝরই > ঝরই > ঝরে।

**খ**

- অনাদিতে অসংযুক্ত 'খ' প্রাকৃতে 'হ' হয়। মধ্যযুগের বাংলায় 'হ' রক্ষিত হয়ে আধুনিক বাংলায় লোপ পেয়েছে : সখী > সহী > সই। অনাদিতে ব্যঞ্জনযুক্ত 'খ' রক্ষিত হয়েছে : শঙ্খ > সংখ > শাঁখ।

**গ**

- অনাদিতে অসংযুক্ত 'গ' প্রাকৃতে লুপ্ত : ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইদারা।
- পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত 'গ' প্রাকৃতে-গ্গ হয়ে হয়েছে : অগ্নিকা > অগ্গিঅ > আগি > আগে।
- পরবর্তী বর্ণের মহাপ্রাণতার স্থানপরিবর্তনের ফলে গ-ধ্বনি 'ঘ' হয় : গৃহ > ঘর; গোবিষ্ঠা > ঘুঁটে।

**ঘ**

- অনাদির অসংযুক্ত 'ঘ' > প্রাকৃত হ > মধ্য বাংলায় হ > আধুনিক বাংলায় লুপ্ত : লঘুক > হলুক্ক (বিপর্যাস) > হালকা।
- পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত ঘ, প্রাকৃতে গ্ঘ > বাংলায় 'ঘ' হয় : ব্যাঘ্র > বগঘ্ > বাঘ।

**ঙ**

- 'ক-কার ও 'খ'-কারের পরবর্তী 'ঙ্' পরবর্তী স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করে দিয়ে লুপ্ত হয়েছে। প্রাকৃত বাংলা পর্যন্ত ঙ্-এর অস্তিত্ব ছিল : অঙ্ক > আঁকা; শঙ্খ > শাঁখ।

**চ**

- পদমধ্যবর্তী অসংযুক্ত চ রক্ষিত : প্রাচীর > পাচির > পাঁচিল; পেচক > পেচঅ > পেঁচা। প্রাচ্যপ্রাকৃতে অনাদি চ, জ লোপ পায় না। বাংলায় ওই নিয়ম রক্ষিত।
- পদমধ্যবর্তী অসংযুক্ত ‘চ’ কোথাও লুপ্ত হয়েছে : সূচী > সূঈ > সুই। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’র মতে এই লোপযুক্ত শব্দ মধ্যদেশীয় ভাষা থেকে ঋণ করা।
- পদমধ্যবর্তী সংযুক্ত ‘চ্চ’ ও ‘ঞ্চ’ প্রাকৃতের ‘ঞ্চ’ হয়ে বাংলায় একক ‘চ’ কারে পরিণত হয়েছে : উচ্চ > উঞ্চ > উঁচা; পঞ্চ > পঞ্চ > পাঁচ।

জ

- প্রাচ্যপ্রাকৃতের নিয়মানুসারে বাংলায় অনাদি ‘জ’ লোপ পায়নি : ভ্রাতৃজায় > ভাউজাঅ > ভাউজ > ভাজ। ক্বচিৎ অনাদি ‘জ’ লুপ্ত হয়েছে : রাজা > রাআ > রায়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’র মতে এই লোপ মধ্যদেশীয় ভাষা থেকে কৃতঋণ।
- অনাদিতে যুক্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ‘জ্জ’ বা প্রাকৃত ‘জ্জ’ > বাংলায় একক ‘জ’ হয়েছে : লজ্জা > লাজ; অদ্য > অজ্জ > আজ; কার্য > কজ্জ > কাজ।

ঝ

- বাংলা ‘ঝ’ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘ধ’ বা ‘ঝ’ থেকে এসেছে : বন্ধ্যা > বাঁঝা, ঝাঞ্ঝা > ঝাঁঝ।

ঞ

- প্রাচীন বাংলায় আদি মধ্য বাংলায় একক হিসাবে ‘ঞ’ বর্তমান ছিল (মুঞি, গোসঞি, বড়াঞি)। বর্তমানে লুপ্ত।
- প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ব্যঞ্জনানুসৃত ‘ঞ’ প্রাকৃতে ‘ণ্ন্ > ’ বাংলায় একক ‘ন’ হয়েছে : রাজ্ঞিকা > রণ্নিতআ > রানী।
- ‘চ’ বর্গ-ধ্বনির পূর্বোক্ত ‘ঞ’ লোপ পেয়ে পূর্বস্বরকে নাসিক্য স্বরে রূপান্তরিত করেছে : অঞ্চল > আঁচল; পঞ্জিকা > পঞ্জিআ > পাঁজি।

ট

- অনাদিতে অসংযুক্ত ‘ট’ প্রাকৃতে ‘ড’ হয়ে বাংলায় ‘ড়’ হয়েছে : কর্কটক > কক্কডঅ > কাঁকড়া।
- অনাদিতে সংযুক্ত ‘ট’ বা দ্বিত্ব ‘ট’ বাংলায় একক ‘ট’ হয়েছে : ভট্ট > ভট্ট > ভাট; ইষ্টক > ইট্‌ট > ইট; কণ্টক > কণ্টঅ > কাঁটা।

- প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় কোনো কোনো সংযুক্ত 'ট' প্রাচীন বাংলায় 'ঠ' হয়ে আধুনিক বাংলায় 'ট' হয়েছে : অষ্ট > অট্ঠ > আঠ, আট; অঙ্গুষ্ঠিকা > অঙ্কুট্ঠিআ > আঙুঠি > আংটি; উষ্ট্র > উট্ঠ > উঁট।

**ঠ**

- অনাদি 'ঠ' বাংলায়, প্রাচীন বাংলায় 'ঢ়' হয়ে আধুনিক 'ড়' হয়েছে : পীঠিকা > পিঠিআ > পিটিঅ > পিঁড়ি > পিঁড়ি।

**ড**

- অধিংকাশ ক্ষেত্রে বাংলা আদি 'ড' দেশজ শব্দ (যেমন – ডাব, ডিঙ্গি, ডালা)। কৃচিৎ সংস্কৃত থেকে এসেছে : সং ডিম্ব > ডিম।
- পদমধ্যবর্তী যুক্ত বা একক 'ড' প্রাকৃতে 'ড' বা 'ডড' হয়ে বাংলায় একক 'ড়' হয়েছে : উড্ডয়তি > উড্‌ডেই > উড়ে; ভণ্ড > ভণ্ড > ভাঁড়।

**ড়**

- অনাদি 'ড়' বাংলায় 'ল' হয়েছে : ক্রোড় > কোল; চূড়া > চুলা > চুল; ক্রীড়া > খেলা।

**ণ**

- 'ণ' ধ্বনি বাংলায় লুপ্ত, যদিও বানানে 'ণ' বর্তমান।
- পদমধ্যবর্তী ণ-কারযুক্ত ট-বর্গীয় ধ্বনি বাংলায় নাসিক্য স্বরপূর্ব একক 'ট-ধ্বনি'তে রূপান্তরিত হয়েছে : কণ্টক > কণ্টঅ > কাঁটা।
- অনাদি 'ণ' কখনও কখনও 'ড়' হয়েছে : পাষাণ > পাহাণ > পাহাড়।

**ত**

- পদমধ্যবর্তী অসংযুক্ত 'ত' প্রাকৃত স্তরেই লোপ পেয়েছে : মাতা > মাআ > মা; ভ্রাতৃক > ভাইঅ > ভাই।
- পদমধ্যবর্তী বন্ধন সংযুক্ত 'ত' বাংলায় একক 'ত' হয়েছে : নপ্তৃ > নত্তি > নাতি; ভিত্তি > ভিত্তি > ভিত।
- পদমধ্যবর্তী 'ত' প্রাকৃতে 'ড' হয়ে বাংলায় ড় হয়েছে : পততি > পডই > পড়ে; চততি > চডই > চড়ে।
- ব্যঞ্জন সংযুক্ত 'ত' বাংলায় একক 'থ' হয়েছে : স্তম্ভ > থম্ভ > থাম; পুস্তিকা > পুঁত্থিকা > পুত্থিআ > পুথি; মস্তক > মথ্থঅ > মাথা।

**থ**

- পদমধ্যবর্তী অসংযুক্ত 'থ' প্রাকৃতে 'হ' হয়েছে। আধুনিক বাংলায় সেই 'হ' লোপ পেয়েছে বা রক্ষিত হয়েছে : কথনিকা > কহনিআ > কাহিনী; যূথিকা > জূহিআ > জুঁই।

**দ**

- আদি 'দ' বাংলায় 'ড' হয়েছে : দর > ডর, দংশ > ডংশ > ডাঁশ।
- অনাদিতে অসংযুক্ত 'দ' প্রাকৃত স্তরেই লোপ পেয়েছে : পারদ > পারঅ > পারা; উপদীকা > উঅঈআ > উই।
- কোনো কোনো স্থানে অনাদি 'দ' প্রাকৃতে 'র' হয়েছে : একাদশ > এগ্‌গারহ > এগার।
- পরবর্তী মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে 'দ' প্রাকৃত 'ধ' হয়ে বাংলায় 'ঝ' হয়েছে : দুহিতা > ধিআ > ঝিআ > ঝি।
- পদমধ্যস্থিত দ-কারযুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে 'দ্দ' হয়ে বাংলায় একক 'দ' হয়েছে : কর্দ্দম > কদ্দম > কাদা; ক্ষুদ্র > খুদ্দ > খুদ।

**ধ**

- কৃচিৎ আদি 'ধ' প্রাকৃতেও বাংলায় 'ঢ' হয়েছে : ধারয়তি > ঢালেই > ঢালে।
- পদমধ্যবর্তী 'ধ' প্রাকৃতে 'হ' হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলা পর্যন্ত 'হ' রক্ষিত হয়ে আধুনিক বাংলায় লোপ পেয়েছে : মধু > মহু > মউ, বধূ > বহূ > বউ।
- পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত 'ধ' কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলায় একক 'ধ' হয়েছে : শ্রদ্ধা > সদ্ধা > সাধ > অর্দ্ধ > অদ্ধ > আধ।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদমধ্যবর্তী 'ধ' বাংলায় 'ঝ' হয়েছে : মধ্য > মজ্‌ঝ >মাঝ।

**ন**

- পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত 'ন' বাংলায় একক 'ন' হয়েছে : বন্যা > বণ্ণা > বান; ভগ্ন > ভন্ন > ভানা (ধান)।
- পদমধ্যবর্তী 'ন্দ' ও 'ন্ধ' যুক্তাক্ষরের 'ন' বাংলায় লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করেছে : অন্ধকার > অন্ধআর > আঁধার; ইন্দুর > ইন্দুর > ইঁদুর।

**প**

- আদি 'প' বাংলায় 'ফ' হয়েছে : পতঙ্গা > পালি ফরিঙ্গা > বাং ফড়িং; প্রেরয়তি > পেল্লই > মধ্য বাং পেলে > ফেলে।
- অনাদি অসংযুক্ত 'প' প্রাকৃতস্তরে লুপ্ত : উপদীকা > উঅঈআ > উই; অপর > অঅর > আর।
- পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত 'প' প্রাকৃতে 'প্প' হয়ে বাংলায় একক 'প' হয়েছে : কার্পাস > কপ্পাস > কাপাস; সময়র্পয়তি > সমপ্পেই > সপেঁ।

**ফ**

- আদি 'ফ' রক্ষিত হয়েছে একক বর্ণে বা যুক্তব্যঞ্জনে : ফল্গু > ফগ্‌গু > ফাগ; ফুল্ল > ফূল্ল > ফুল; স্ফোটক > ফোড়অ > ফোড়া।
- পদমধ্যবর্তী অসংযুক্ত 'ফ' প্রাকৃতে 'হ' হয়ে মধ্য বাংলা পর্যন্ত রক্ষিত ছিল। আধুনিক বাংলায় তা লুপ্ত হয়েছে : শেফালিকা > শেহালিআ > শিউলি; কফোনি > কহোনি > কনুই;
- পদমধ্যবর্তী 'ম্ফ' বাংলায় একক 'ফ' হয়েছে : গুম্ফ > গুম্ফ > গোঁফ; লম্ফ > লম্ফ > লাফ।

**ব**

- আদি অসংযুক্ত 'ব' বাংলায় কোনো কোনো স্থানে 'ভ' হয়েছে : প্রা.ভা.আর্য ভাষা বুস > পালি ভুস > ভুসি।
- অনাদিতে অসংযুক্ত 'ব' প্রাকৃত স্তরেই লোপ হয়েছে : ধবল > ধঅল > ধলা; রব > রঅ > রা।
- বাংলায় একক 'ব' রক্ষিত হয়েছে : সর্ব্ব-সর্ব > সব্ব > সব; কর্তব্য > করিঅব্ব > করিব।
- মহাপ্রাণতার স্থানান্তরে কৃচিৎ 'ব' বাংলায় 'ভ' হয়েছে : বাষ্প > বপ্‌ফ > ভাপ; বৃন্ত > বুথ > ভূতি > ভূতুড়ি (কাঁঠালের)।
- পদমধ্যবর্তী মহাপ্রাণযুক্ত 'ব'-কার প্রাকৃতে 'ভ' হয়ে বাংলায় একক (ভ > ) 'ব' হয়েছে : ঊর্ধ্ব > উরভ > উভ > উবু; জিহ্বা > জিব্‌ভা > জীভ > জিব।

**ভ**

- আদিতে একক বা ব্যঞ্জনযুক্ত রক্ষিত : ভিন্ন > ভিন্ন > ভিন; ভ্রাতৃক > ভাইঅ > ভাই; ভক্ত > ভত্ত > ভাত; ভদ্রক > ভল্লঅ > ভাল।
- আদি 'ভ' বাংলায় 'হ' হয়েছে : ভবতি > পালি হোতি > বাং হয়।
- পদমধ্যবর্তী অসংযুক্ত 'ভ' প্রাকৃতে 'হ' হয়। প্রায়ই আধুনিক বাংলায় সে 'হ' লোপ পায় : নাভি > নাহি > নাই; সৌভাগ্য > সোহগ্‌গ > সোহাগ।

**ম**

- পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত 'ম' প্রাকৃতে 'ম্ম' হয়ে বাংলায় একক 'ম' হয়েছে : ঘর্ম > ঘম্ম > ঘাম; দ্রম্য > দম্ম > দাম।

- পদমধ্যবর্তী একক 'ম' অপভ্রংশ স্তরে 'বঁ' হয়ে পরে পূর্ববর্তী ধ্বনিকে অনুনাসিক করে দিয়ে লুপ্ত হয়েছে : গোস্বামী > গোস্‌সাবিঁ > গোসাঁই; ভৌমিক > ভৌবিঁঅ > ভুঁইয়া।

**য**

- 'য' প্রাকৃতে 'জ' হয়। বাংলা বানানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'য' থাকলেও সর্বত্র 'জ' এর উচ্চারণ রক্ষিত : যন্ত্র > জন্ত > জাঁতা; যবাগূ > জআউ > জাউ; যাতি > জাই > যায়।

**র**

- শব্দের আদি 'র' রক্ষিত : রোহিত > রোহিঅ > রুই; রোমন > রোঁয়া > রো; রশিম > রস্‌সি > রশি।
- শব্দের মধ্যবর্তী 'র' রক্ষিত : করোতি > করেই > করে।

**ল**

- কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদমধ্যবর্তী 'ল' বাংলায় 'ড়' হয়েছে : দেহলী > দেহলী > দেউড়ী, যুগল > জুঅল > জোড়া।
- কোনো কোনো স্থানে আদি ও অনাদি 'ল' বাংলায় 'র' হয়েছে : লসুন > রসুন; লোহিত > লোহিঅ > রুই।

**শ-ষ-স**

- 'শ-ষ-স' মাগধি ভিন্ন অন্য প্রাকৃতে 'স-কার' হয়। বাংলা উচ্চারণে শ, ষ, স > শ। যদিও বানানে এই তিন 'শ' ই বর্তমান। বাংলায় শ-কার মাগধি থেকে আসতে পারে অথবা তা অর্বাচীন কালেরও পরিবর্তন হতে পারে : শকুল > সউল, শউল > শোল; ষণ্ড > সণ্ড > ষাঁড়; সপ্ত > সত্ত > সাত।
- বিবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত 'শ, ষ, স' বাংলায় উচ্চারণ একক 'শ' হয়েছে : শীর্ষণ > মুনিস্‌স > মানুষ; শীর্ষণ > সিস্‌স শীষ; পার্শ্ব > পস্‌স > পাশ।

**হ**

- আদিতে হ রক্ষিত : হংস > হংস > হাঁস; হস্তিক > হত্থিঅ > হাঁথি > হাতি।

### ৩.১১ মধ্যযুগের বানান-বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগের বাংলা বানানের বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০ : ২-৪৩) অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তিনি হাতে-লেখা বহু পুথি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১০০১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময়কালে লেখা পুথির বানানরীতি নির্দেশের জন্য তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছেন : (১) ১০০১–১১০০ বঙ্গাব্দ; (২) ১১০১–১২০০ বঙ্গাব্দ এবং (৩) ১২০১–১৩০০ বঙ্গাব্দ।

#### ৩.১১.১ প্রথম পর্যায় : ১০০১–১১০০ বঙ্গাব্দ (১৫৯৪–১৬৯৩ খিস্টাব্দ)

- শব্দের আদিস্থিত স্বরবর্ণের স্থানে ঐ স্বরবর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কার-চিহ্নযুক্ত য়-বর্ণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন – য়শ্বমেধ, য়াজ্ঞা, য়েক, য়ন্য, য়োধিকার, য়ভিসেক, য়ন্যায়, য়নল, য়াদি ইত্যাদি।

- শব্দের মধ্যে বা অন্তে য়-বর্ণের স্থানে সেই বর্ণের অবস্থানগত ধ্বনিদ্যোতক স্বরবর্ণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন – অধ্যঅন, হএ, অনাআসে, হইআ, রিদএ হিআ, গোআলে, ছাওাল, দিআছে ইত্যাদি।

- পুথির বানানে ই-ঈ বা তাদের কারচিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম প্রাধান্য পায়নি। সর্বত্রই লিপিকরণের স্বেচ্ছাচারিতা ধরা পড়ে। যেমন – বিস্টি/বিষ্টী, সমর্প্পিয়া/সমর্প্পীআ, শরীর/সরির, ভাশিল/ভাষীল, ইসত/ঈসত, আনন্দীত/আনন্দিত, সন্যাসি/সন্যাসী, ক্রিড়া/ক্রীড়া, য়ামি/য়ামী, চিন্তিয়া/চিন্তীয়া ইত্যাদি।

- উ, ঊ বা উ-কার, ঊ-কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনোরকম নিয়ম অনুসৃত না হওয়ায় পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন – ঊচিত, ঊত্তরিলা, পুজা/পূজা, সূনিয়া/সুনিয়া, মূর্ত্তি/মুর্ত্তি, ষুর্য্য/সূর্য্য, ঊঠএ, ঊপর, ঊর্ত্তর, ঊশা, পূত্র/পুত্র, উদর/ঊদর ইত্যাদি।

- পুথিতে (ঋ) রি-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এই বিশৃঙ্খলা কোথাও প্রথাসিদ্ধ ঋ-কারের ব্যবহারে, কোথাও বা তার বিকল্প সন্ধানে। যেমন – প্রিথিবি/পৃথিবি, পিতৃ/পৃত্রিমাতৃ, ত্রিভূবন/তৃভূবন, হৃিদয়, ক্রিপা/কৃপা, গৃহস্থ, বৃর্দ্ধ ইত্যাদি।

- এই শতকের পুথিতে য-বর্ণ বোঝাতে লিপিকরগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্গীয় জ ব্যবহার করেছেন। যেমন – জাহার, জার, জে, জেই, জতেক, জত, জেন, জদি, জত্ন, জাই, জায়, জৌতুক ইত্যাদি।

- এই শতকের বিভিন্ন পুথিতে 'ন' ও 'ণ'-এর মধ্যে স্পষ্ট লিপিগত পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দন্ত্য-ন ও মূর্ধন্য-ণ উভয়ই 'ন'-এর মতো করেই লেখা হয়েছে। এই কারণেই সর্বক্ষেত্রে ণত্ব-বিধি যথাযথ অনুসৃত হয়েছে কি-না তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ফলে এই

লিপিগত অস্পষ্টতা পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তবে কোনো কোনো লিপিকরের পুথিতে স্পষ্ট 'ণ'-এর ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন – ব্রাহ্মণ, অরূণ, কিরণ, শ্রবণ, দারুণ, পূরাণ, অধ্যয়ণ, স্মরণ, চূর্ণ, বর্ণ, চরণ, নিরিক্ষণ, অনুক্ষণ ইত্যাদি।

- শিসধ্বনি (Sibilant) বোঝাতে পুথির বানানে 'শ', 'ষ', 'স' – এই তিনটি বর্ণের নির্বিচার প্রয়োগ করা হয়েছে। 'ষ'-বর্ণের স্থাপনেও ষত্ববিধান অনুসৃত হয়নি। যেমন – গনেস, সিষু, সিস্য, সংসয়, সর্ব্বনাষ, বিস্বাস, বিশেষ, বিদেষ, ষেই, নিসি, বিসেস/বিশেস, পুরুস/পুরুশ, বিশেশ/বিশেস/বিশেষ/বিসেস, সুমধুরা/ষুমধুরা, ষুনিঞা/সুনিঞা ইত্যাদি। ওই সময় লিপিকরগণ শিসধ্বনি বোঝাতে 'শ', 'ষ', 'স' – এই তিনটি বর্ণই ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করেছেন।

- বঙ্গীয় এগার শতকের প্রায় সব পুথিতেই রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলগতভাবে বানানে দ্বিত্ব অপেক্ষিত না হলেও নিতান্ত যান্ত্রিকভাবেই অর্থাৎ রেফ আছে বলেই দ্বিত্বের ব্যবহার হয়েছে। যেমন – আবর্ত্তন, চক্রবর্ত্তি, দর্প্প, দুর্জ্জন, য়পুর্ব্ব, দুর্গ্গতি, ধর্ম্ম, পূর্ব্ব, কর্ত্তা, কর্ম্ম, মূর্ত্তি, নির্ব্বিকার, প্রবর্ত্তক ইত্যাদি।

- এই সময়সীমার প্রায় সব পুথিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ (র্) আকৃতির চিহ্ন যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন – বুর্দ্ধি, পুর্ত্র, ইর্চ্ছা, মির্থ্যা, সার্ম্য, বৃর্দ্ধ, ভির্ন্ন, অর্ন্য, লর্জ্জা, চির্ত্ত, চির্হ্ন ইত্যাদি।

- যুক্তব্যঞ্জনে যোজ্যমান ব্যঞ্জনগুলোর যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। যেমন – বিক্ষাত, সিক্ষা/সিক্ষ্যা, বিগ্য, গ্যাতি, মিত্যু/মিত্রু, মর্দ্ধে, সনমুখে/সম্মুখে, মিত্থা ইত্যাদি।

- কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুথির বানানে ং এবং অনুনাসিক বর্ণের পাশাপাশি প্রয়োজন-অতিরিক্ত ব্যবহার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। যেমন – সংঙ্খেপ, ঝংঙ্কারিয়া, সংঙ্কা, অহংঙ্কার, বংঙ্গা, সংঙ্কোচ ইত্যাদি। তবে এই প্রবণতা খুব ব্যাপক নয়।

- কোনো কোনো পুথিতে অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণ এবং মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণ প্রয়োগ করায় বানান-বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আর একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণ : হাথে, অভিসেখ, কথোক্ষন ইত্যাদি। মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণ : উপস্তিত, গৃহস্ত, শীগ্র ইত্যাদি।

- শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ সম্পর্কে লিপিকরদের সঠিক ধারণার অভাব পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। যেমন – নৃর্ত্তকি, ষুকোমার, বেস্ত, বেগ্র, বেথিত, প্রভিতি, প্রিতিজ্ঞা, শোক্র/শক্র, মিত্তু, নির্ত্ত, বের্থ, বেবহার, শুমুদ্র ইত্যাদি।

- অসমাপিকা ক্রিয়ার (এমনকি, একই ক্রিয়ারূপের) বানানের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন – হৈয়া, দেখিয়া, করিয়া, জুড়িয়া, ধরিআ, সাজিআ, আসিআ, পাইআ, গিআ, লইআ, পাএ্যা, জাএ্যা, হইএ্যা, আনিএ্যা, জানিএ্যা, হয়্যা, লয়্যা, পরিআ, ধরিআ, হৈএ্যা, হাসিয়া, শুনিয়া, দেখিয়া, কর্‌য়া, ডাক্যা ইত্যাদি।

### ৩.১১.২ দ্বিতীয় পর্যায় : ১১০১–১২০০ বঙ্গাব্দ (১৬৯৪–১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ)

- শব্দের মধ্যে বা অন্তে 'য়' বর্ণের স্থানে, সেই বর্ণের অবস্থানগত ধ্বনিদ্যোতক স্বরবর্ণের ব্যবহার এই শতকেও প্রায় সব পুথিতে লক্ষ করা যায়।

- ই-ঈ বা এদের কারচিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে লিপিকরের স্বেচ্ছাচারিতা এই শতকেও একইরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

- উ-ঊ বা এদের কারচিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেচ্ছতা এখানেও লক্ষণীয়।

- শিসধ্বনি-জ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নিদিষ্ট নিয়ম এই শতকের পুথিতেও লক্ষ করা যায় না। একই বানানে 'শ', 'ষ', 'স'-এর নির্বিচার প্রয়োগ এখানেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

- রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব এই শতকেও সমানভাবে লক্ষ করা যায়। তাছাড়া এখানেও অনেক ক্ষেত্রে মূলগতভাবে বানানে দ্বিত্ব না হলেও নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে অর্থাৎ রেফ আছে বলেই দ্বিত্বের ব্যবহার হয়েছে।

- যুক্তব্যঞ্জনে যোজ্যমান ব্যঞ্জনগুলোর যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে এই শতকের পুথির বানানেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

- শব্দে অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থলে মহাপ্রাণ বর্ণ এবং মহাপ্রাণ বর্ণের স্থলে অল্পপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার এই শতকের অধিকাংশ পুথিতেই লক্ষ করা যায়।

- শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব পূর্ববর্তী শতকের মতো এই শতকের বানানেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হয়েছে।
- অসমাপিকা ক্রিয়ার (এমনকি, একই ক্রিয়ারূপের) বানানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা এই শতকের পুথিতেও দেখা যায়।

- শব্দের আদিস্থিত স্বরবর্ণের স্থানে ওই স্বরবর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কারচিহ্নের সহযোগে য়-বর্ণের ব্যবহার পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় এই শতকের পুথিতে অনেক কম লক্ষ করা যায়। যেমন – যন্ন, য়তি, য়র্ঘ্য, য়ংশ, য়মৃত, য়গস্ত, য়জোধ্যা, য়নুপায়, য়ংশুমান, য়পমান ইত্যাদি। তবে এর অনুপাতে ব্যতিক্রমই বেশি। যেমন – অর্ঘ্য, অগস্ত্য, অজোধ্যা, অসুর, অমৃত, অবস্য, আস্বাষ, আশীঞা, আনিঞা, অদ্ভুত, য়পমান, আর, আপন, আশ্চর্য্য ইত্যাদি।

- ঋ (রি)-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানারকম বিশৃঙ্খলা এই শতকের পুথিতে অনেক কম লক্ষ করা যায়। যেমন – পৃয়া, ত্রিসা, ত্রিতিয়, প্রিথিবি, প্রিত, পীতৃ, নৃসিংহ, ত্রিষা, স্রিগাল, ধ্রতরাষ্ট ইত্যাদি। এর অনুপাতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই বেশি। যেমন – তৃসা, ক্রিড়া, বৃষ্টি, কৃষ্ণ, নৃপ, প্রতিফল মৃত্তু, নৃত্ত, বৃদ্ধ, দৃঢ়, শৃজন, অমৃত, নৃপতী ইত্যাদি।

- 'জ'-'য' ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শতকে দেখা গেছে, লিপিকরণগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'জ' ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ওই সময়কার পুথিতে 'য' বর্ণটি এলেও তার প্রয়োগ খুব বেশি হয়নি। কিন্তু এই শতকে (১১০১–১২০০ বঙ্গাব্দ) 'জ' বর্ণের আধিক্য থাকলেও, প্রায় সব পুথিতে পূর্ববর্তী শতকের অনুপাতে 'য' বর্ণটির প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান। যদিও 'য' বর্ণের প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে যথাযথ নয়, তবু 'জ' বর্ণের পাশাপাশি 'য' বর্ণের আপেক্ষিক প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। যেমন – 'জ' বর্ণের প্রয়োগিক ক্ষেত্র : জে, জাহার, জার, জদি, জত, জথা ইত্যাদি। 'য' বর্ণের প্রয়োগিক ক্ষেত্র : যোগ, বির্য্য, জুদ্ধ, সূর্য্য, শুর্য্য, কার্য্য, যুবতি ইত্যাদি।

- পূর্ববর্তী শতকের পুথিগুলোতে দেখা গেছে, দন্ত্য-ন ও মূর্ধন্য-ণ লেখার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো লিপিগত পার্থক্য রক্ষা করা হয়নি। খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে 'ণ' হরফের ব্যবহার দেখা গেলেও প্রায় সবক্ষেত্রেই উভয় বর্ণের স্থানে 'ন' হরফটি লেখা হয়েছে। কিন্তু এই শতকে দন্ত্য-ন হরফের পাশাপাশি মূর্ধন্য-ণ হরফের স্বতন্ত্র প্রয়োগের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন – গণ, চরণ, স্মরণ, প্রণাম, সংকীর্ত্তণ, প্রবর্ত্তণ, নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

- একই শব্দের বানানে ং এবং অনুনাসিক বর্ণের পাশাপাশি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রয়োগের প্রবণতা যেমন – সংজ্ঞ, লংজ্ঞিয়া ইত্যাদি এই শতকে অনেকাংশেহ্রাস পেয়েছে।

- যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ আকৃতির চিহ্ন ( ́ ) যুক্ত করার প্রবণতা অর্থাৎ উর্দ্ধারিল, গর্ভ্, জুর্দ্ধ, বুর্দ্ধি ইত্যাদি এই শতকে অনেক কম লক্ষ করা যায়। বরং ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বেশি মেলে – প্রাণ, মোক্ষ, সিক্ষা, যুদ্ধ, মিথা, বিস্বয়, শ্বরির, রাক্ষসি।

### ৩.১১.৩ তৃতীয় পর্যায় : ১২০১–১৩০০ বঙ্গাব্দ (১৭৯৪–১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ)

বাংলা পুথির লিখনরীতি এতখানি ঐতিহ্য-অনুগত ছিল যে, খ্রিস্টীয় আঠার শতকের শেষ থেকে মুদ্রণ প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমবর্ধমান হলেও বাংলা পুথির বানানের ধারায় তার কোনো প্রভাব পড়েনি।

- শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের স্থানে ওই স্বরবর্ণের ধ্বনিদ্যোতক কারচিহ্নের সহযোগে 'য়' বর্ণের ব্যবহার এই শতকে অনেকাংশে কমে গেছে।
- জ-ধ্বনি বোঝাতে 'জ' বর্ণের পাশাপাশি পূর্ববর্তী শতকের অনুপাতে য-বর্ণের ব্যবহার বেড়ে গেছে।
- ন-ধ্বনি বোঝাতে 'ণ' বর্ণের আধুনিক-কালসুলভ স্বতন্ত্র হরফ প্রয়োগের প্রবণতা পূর্ববর্তী শতকের অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ আকৃতির চিহ্ন যুক্ত করার প্রবণতা এই শতকে পূর্ববর্তী শতকের অনুপাতে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- পুথিতে ং এবং অনুনাসিক বর্ণের পাশাপাশি প্রয়োজন-অতিরিক্তি ব্যবহার এই শতকে অনেকাংশে কমে গেছে।

তবে এই ধরনের স্বল্প কয়েকটি পরিবর্তন ছাড়া এই শতকে বানান-বিভ্রান্তির অন্য ধারাগুলো প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। যেমন :

- ঋ (রি)-ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এই শতকের পুথিতেও রয়েছে।
- ই, ঈ বা তাদের কারচিহ্ন ব্যবহারে লিপিকরের স্বাধীন ইচ্ছা এই শতকেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।
- উ,ঊ বা এদের কারচিহ্নের নির্বিচার প্রয়োগ এই শতকের পুথিতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির একটি বড় কারণ।
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে য়-বর্ণের স্থানে, সেই বর্ণের অবস্থানগত ধ্বনিদ্যোতক স্বরবর্ণের ব্যবহার এই শতকের পুথিতেও প্রায় সর্বত্র লক্ষ করা যায়।
- শিসধ্বনি-জ্ঞাপক বর্ণের নির্বিচার প্রয়োগ এই শতকের বিভিন্ন পুথিতে সমানভাবে লক্ষ করা যায়।
- অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণের বা মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার এই শতকেও রয়েছে।
- রেফের পর ব্যঞ্জনদ্বিত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ এই শতকেও রয়েছে।

- যুক্তব্যঞ্জনে যোজ্যমান বর্ণগুলো যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে ধারণার অভাব এই শতকের পুথিতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

- প্রকৃত উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব এই শতকেও বানান-বিভ্রান্তির একটি বড় কারণ।

- একই অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বানানে একাধিক রূপ এখানেও রয়েছে।

### ৩.১১.৪ দলিলপত্রের বানান

লিপিকরগণের প্রমাদে এই ধরনের বানান বিশৃঙ্খলা শুধু যে একাধিকবার লিপি করা কাব্যাদির পুথিতেই লক্ষ করা যায় তা নয়, বাংলাদেশে সংগৃহীত বিভিন্ন শতকের পুরনো দলিল-পত্রাদি অনুসন্ধান করেও একই বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে (মিতালী ২০১০ : ৪৪-৪৯) –

- ই, ঈ বা ই-কার, ঈ-কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম প্রাধান্য পায়নি। তবে ই-কারের তুলনায় ঈ-কারের প্রয়োগই বেশি লক্ষ করা যায। যেমন – বৃত্তী, জমী, দক্ষিন/দক্ষীণ, সিমানা/সীমানা ইত্যাদি।

- শব্দের মধ্যে বা অন্তে 'য়' বর্ণের স্থানে, এই বর্ণের অবস্থানগত ধ্বনিদ্যোতক স্বরবর্ণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন – নিঅম, ছঅ, করিআ, দেওানি, ফেব্রওারি ইত্যাদি।
- যুক্তব্যঞ্জনে যোজ্যমান ব্যঞ্জনগুলোর যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভবে এক্ষেত্রেও বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন – কস্যিনকালে, বল্লভ, বেয়াল্বীষ ইত্যাদি।

- শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব এখানেও বানান বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ। যেমন – তেরিখ, ইছিলাম, পুস্কারনি, শম্মুখে ইত্যাদি।

উপরের ধারাগুলো ছাড়া উ-ঊ, জ-য়, ন-ণ, শ-ষ-স প্রভৃতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লিপিকরগণ কোনো নিয়ম অনুসরণ করেননি। লিপিকরগণের যথেচ্ছ বর্ণের ব্যবহার সর্বত্র লক্ষ করা যায়।

### ৩.১১.৫ পুথির সংস্কৃত অংশের বানান

মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০ : ৪৯) বলছেন, বর্ণবিন্যাসে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা শুধু যে বাংলা বানানের ক্ষেত্রেই  হয়েছে তা নয়, বাংলা পুথিতে উদ্ধৃত সংস্কৃত রচনাংশের বানানেও এই স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ স্পষ্ট। যেমন : সরশ্বতি, পুরূষোত্তম, মধূশুদন, সাশ্বতং ইত্যাদি। তবে বাংলা পুথির বানানে যে ধরনের

বিশৃঙ্খলা রয়েছে, সংস্কৃত পুথির বানানে ততটা নেই। সংস্কৃত প্রথম থেকেই ব্যাকরণের নিয়মে বদ্ধ সুসংগঠিত একটি লেখ্য ভাষা। এর বানান ও বর্ণ বিন্যাসের নিয়মাবলিও তাই প্রথম থেকেই একটি অনমনীয় মান্যতার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত।

সংস্কৃত পুথিতে যেখানে বানান-বিশৃঙ্খলা কম, সেখানে একই সময়ের বাংলা পুথিতে বহুল পরিমাণে বিশৃঙ্খলা থাকার কারণ অনুসন্ধান করেছেন মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০ : ৫১-৫২)। বাংলা পুথিতে বানান-বিশৃঙ্খলার কারণ হিসাবে তিনি অনুমান করেছেন :

(১) সংস্কৃতে বর্ণবিন্যাসের নিয়মাবলি যেমন একটি মান্যতার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, বাংলা ভাষার ব্যাপারে এরকম কথা বলা যায় না।

(২) লিপিকরগণ অনেকে পুথি লিপি করাকে নিছক অর্থকরী বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করায়, অল্প সময়ে অধিক পুথি লিপি করার দিকেই তাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তাই একই পুথিতে একই লিপিকরের হাতে পাশাপাশি 'শিতা', 'সিতা', 'শীতা' ইত্যাদি বানান পাওয়া যায়।

(৩) লিপিকরগণ প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন তা নয়। তাই পুথি লিপি করার ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব উচ্চারণবৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিকতার প্রভাব বানানকে খুব বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করেছে।

(৪) দ্রুত পুথি লিপি করার জন্য লিপিকরগণ অনেক সময় শ্রুতিলিখনের আশ্রয় নিতেন। ফলে যার পাঠ অনুসরণ করে পুথি লিপি করা হত, তার অশুদ্ধ উচ্চারণ বানান বিশৃঙ্খলার একটি কারণ। অবশ্য এক্ষেত্রে যিনি পাঠ করছেন তার অজ্ঞতাই শুধু দায়ী নয়, লিপিকরের অজ্ঞতাও একইভাবে দায়ী। কারণ যিনি পাঠ করছেন তাঁর অশুদ্ধ উচ্চারণ শুদ্ধ করে লেখার মতো জ্ঞান লিপিকরদের ছিল না।

(৫) কোনো কোনো পুথিতে একাধিক হস্তলিপি লক্ষ করা গেছে। এক্ষেত্রে সময়ের অভাবে একই পুথি একাধিক ব্যক্তি লিপি করেছেন বলে মনে হয়। এ কারণে একই পুথিতে একটি বানান ভিন্ন ভিন্ন লিপিকরের হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে।

(৬) পুথিতে বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে (যেমন – ন-ণ, ন-ল, ব-র), বিশেষত যুক্তবর্ণের মধ্যে লিপিগত সাদৃশ্য বেশি ছিল। ফলে অনেকক্ষেত্রেই লিপিকরগণ যে পুথি থেকে লিপি করেছেন তার সঠিক পাঠ বুঝতে না পারায় এক বর্ণের স্থানে ভিন্ন বর্ণ ব্যবহার করেছেন। এতে বানানে অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে।

তিন শতকের পুথির বানানরীতি বিশ্লেষণ করলে বাংলা লিপিপদ্ধতিতে এক ধরনের গতানুগতিকতার আভাস স্পষ্ট হয়। ব্রিটিশ-উপনিবেশের ফলে কোনো কোনো ব্যাপারে আধুনিকতার সূত্রপাত হলেও বাঙালি জীবনের বৃহত্তর অংশে সামন্ত যুগের অবসান হয়নি। এই কারণে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে একই বিষয়ের (যেমন : *চণ্ডীমঙ্গল* বা *মনসামঙ্গল*) ছাপা বইয়ের চেয়ে হাতে-লেখা পুথির ঔপচারিক মর্যাদা বেশি ছিল। বাংলা বানানের ক্রমবিবর্তন পুথির ধারাকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়নি। পরবর্তী শতকগুলোয় বানানের অগ্রগতি ঘটেছে মুদ্রণকে অবলম্বন করে।

## টীকা

১. ব্যঞ্জন লুপ্ত হলেও যে স্বর রক্ষিত হয়, তা-ই উদ্বৃত্তস্বর। (কাইউম ও রাজিয়া ২০০৯ : ৩২২)

২. যদিও এসব শব্দের অনেকগুলোই 'equally tadbhava and tatsama in form' (Chatterji 2002 : 218-219)।

৩. সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের পিছনে ধর্মীয় বিধি-নিষেধও এ প্রসঙ্গে মাথার রাখা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ঢাবিপু – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় সংরক্ষিত পুথি

৫. রামাপু – রামমালা গ্রন্থাগার পুথি (কুমিল্ল)

৬. বাউপু – কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (বর্তমানে বাংলা একাডেমির সাথে একীভূত) পুথি

৭. প্রাচীন পুথির লিপিকরগণ অকে সময়েই শ্রুতলিপি করতেন। হয়তো শ্রুতলিপি করতে গিয়ে উচ্চারণের প্রস্বরগত ধ্বনিসংঘাতকে লিপিকর উপেক্ষা করতে পারেননি। এরকম রেফচিহ্নের ব্যবহার এভাবেই ঘটে থাকবে।

৮. বাএপু – বাংলা একাডেমি পুথি

৯. যেমন : ৫৯৬০ (৬খ), ৬১৮২ (১৪৯ক) ও ৬২১৭ (৩ক) সংখ্যক ঢাবিপু

১০. ১৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে অনুলিপিকৃত ৪৬০৮ সং এবং ১৪৭১ খ্রিস্টাব্দে অনুলিপিকৃত ৪৯৫ সং ঢাবিপু-তে।

## চতুর্থ অধ্যায়

# ছাপাখানার প্রভাবে লিপি ও বানান ভাবনা

### ৪.০

মুদ্রণকাজের জন্য ধাতুতে বাংলা বর্ণমালা গঠিত হওয়ার সময় অন্তত দুটি বিষয়ের মীমাংসা জরুরি হয়ে পড়ে : প্রথমত, বাংলালিপির নির্দিষ্ট আকৃতি ও কাঠামো নির্ধারণ করা; দ্বিতীয়ত, পুস্তকের জন্য 'মান বানান' নিরূপণ করা। হস্তলিপির ভিন্নতা ও সৌকর্য বাংলা বর্ণের ছাপা-উপযোগী কাঠামো প্রদানের পথে বাধা হতে পারেনি। কিন্তু লিপিকর ভেদে বানান-পার্থক্যের সমন্বয়সাধন আয়াসসাধ্য ছিল। লক্ষ করার মতো ব্যাপার, বাংলা ছাপাখানায় বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র পাইকা হরফ বা মনো-যুক্তাক্ষর এবং লাইনো-বিশ্লিষ্টাক্ষর দেখা দিলেও বাংলা বর্ণের রূপ ও বিন্যাসের প্রকৃতিতে কোনো বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে দ্বিতীয় যে সমস্যা – শব্দের বানান উচ্চারণানুগ হবে, না ব্যুৎপত্তিনির্ভর – সে প্রশ্ন দিনে দিনে আরও বড় হয়ে উঠেছে।

### ৪.১ ইতিহাস

বাংলালিপি হল একটি লিখন পদ্ধতি যেটা ব্যবহার করা হয় বাংলা, অসমীয়া, মণিপুরি ও সিলেটি ভাষায়। বাংলালিপির গঠন তুলনামূলকভাবে কম আয়তাকার ও বেশি সর্পিল। প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মিলিপির বিবর্তিত রূপ কুটিললিপি থেকে এর উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। অসমীয়া ও অন্যান্য ভাষায় বাংলালিপির যে সংস্করণগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলোতে কিছু ছোটখাটো পার্থক্য রয়েছে। যেমন : (বাংলা র; অসমীয়া ৰ) Ges (Amgxqv Ỳ; evsjv †Kv‡bv cwZwjwc †bB)| evsjwjwc we‡k me‡P‡q †ewk e¨enZ 5g wjLb c×wZ (https://www.ethnologue.com)|

evsjwjwc Ges Zvi Aÿi-ni‡di Drm ev DrcwË wKfv‡e nj, Zv GLbI ARvbv; wKšyGB wjwci e¨envi 'kg kZK †_‡K cPwjZ ('. c_g Aa¨vq c_g cwi‡"Q')| evsjwjwci e¨envi wQj ga¨hyMxq fvi‡Zi cevÂ‡j Ges Zvici cvj mv¤v‡R¨| c‡i we‡kl fv‡e evsjv AÂ‡j e¨envi Kiv kyiynq| eZgv‡b evsjwjwc evsjv‡'‡k I fvi‡Z miKvix wjwci c'ghv'v ¯v‡b Av‡Q Ges evsjvi I ewnwe‡ki gvbyli ^'bw›'b Rxe‡bi m‡•M hy³ Av‡Q|

### ৪.১.১ বাংলা মুদ্রণের প্রথম অর্ধশতক

1778 wL÷v‡ã nMÖwj †_‡K †ei nq b¨v_wb‡qj e¨wm n¨vj‡n‡Wi *A Grammar of the Bengal Language*| GB cKvkbvi ga¨ w‘‡q evsjv gy`ªYwk‡íi hvÎv kyiæ nq| eBwU Bs‡iwR fvlv‡Z †jLv n‡jI G‡Z evsjv eYcwiPq I evsjv †jLvi wb‘kb meB evsjv gy`ªv`ª‡i Qvcv nq| GB gy`ª‡Y c_gev‡ii g‡Zv ÔwePj nidÕ chy³ e¨envi Kiv nq| GB †KŠk‡j cwZwU ni‡di Rb¨ Avjv`v GKwU eK \_v‡K, †h eKwU‡K B"QvgZ bov‡bv I emv‡bv hvq| Rvgwbi B‡qvnv‡bm MyUb‡eM wQ‡jb GB chy³i D™¢veK| evsjv gy`ª‡Y n¨vj‡n‡Wi eB‡Z Pvjm DBjwKÝ Ges Zvi mnKvix cÂvbb KgKvi GB chy³ c_gev‡ii g‡Zv c‡qvM K‡ib| avZy e‡K XvjvB-Kiv GKB AvKwZi eY evsjv Qvcvi ni‡d Zzjbvgy‡Kfv‡e GKUv ¯vqx, ˆelg¨nxb ic G‡bwQj| Z‡e GB c_g w‘KKvi nidMÖwj Ly mÿ¥ I cwiYZ wQj bv| Bs‡iwRi Zyjbvq evsjv ni‡di AvKvi wQj †ek eo| BD‡iv‡c Gi cvq wZbk eQi Av‡MB wePj ni‡d Qvcvi chy³ kyiæ n‡q †M‡jI evsjv‡Z GwU wQj G‡Kev‡iB bZzb GKwU NUbv| DBjwKÝ I cÂvbb m¤eZ GB wel‡q AwfÁ KwiMi wQ‡jb bv| (dR‡j 2002 : 71)

1800 mv‡j kxivgcyi e¨vcwU÷ wgkb †cm cwZwôZ nq| GLv‡b DBwjqvg †Kwi I DBwjqvg IqvW wQ‡jb QvcvLvbv we‡klÁ| Zviv †mLv‡b cÂvbb KgKv‡ii PvKwii e¨e¯v K‡ib| G‡‘i wgwjZ c‡Póvq evsjv ni‡di †Pnvivi DbwZ n‡Z _v‡K| Dwbk kZ‡Ki ZZxq ‘k‡KB evsjv Qvcvi †Pnviv A‡bKLwb cv‡ë hvq| 1831 mv‡j wfb‡m›U wdwMÝ m¤eZ c_g ewYwR¨Kfv‡e wewµi Rb¨ evsjv nid ˆZwi K‡iwQ‡jb| (www.wikipedia.org/wiki/Bangla_alphabet)

G mgqKvi evsjv ni‡di ˆewkó¨MÖwj GiKg (www.wikipedia.org/wiki/Bangla_alphabet) :

- Aby¯v‡ii wb‡Pi ‘vMwU wQj bv; wQj †Kej †Mvj wPýwU|
- e¨Ä‡bi Lvov ‘v‡Mi mv‡_ h-djv wg‡j euwK‡q Kgjvi †Kvqvi g‡Zv GKUv †Pnviv wQj| GMÖwj AvRI †‘L‡Z cvIqv hvq †Kv‡bv †Kv‡bv †ÿ‡Î|
- ÔZÕ-hy³ vÿiwU eZgvb †Pnviv cvq| A_vr ÔZÕ-Gi wb‡P Ô ÕyÕc„K KviwPý wnmv‡e e‡m|
- Ô¯Õ (m + _) hy³vÿiwU n¨vj‡n‡Wi mg‡q, A_vr AvVvi kZ‡K ÔmÕ-Gi wb‡P cwi®vi Ô_Õ wj‡L †‘Lv‡bv n‡qwQj, wKšyc‡i GwU ÔmÕ-Gi wb‡P †QvU ÔnÕ-Gi g‡Zv Aÿi ewm‡q wb‡‘k

Kiv nq| d‡j hy³vÿiwU A¯”Q ie© aviY K‡i| GLbI AwaKvsk †ÿ‡Î GB A¯”Q ie©wUB e¨envi Kiv nq| GiKg Avi I enyhy³vÿ‡ii A¯”Q ie© Dwbk kZ‡Ki kÿy GB c‡e wbw‘ó n‡q hvq|

- ÔiÕ nidwU n¨j‡n‡Wi mg‡q †cU KvUv ÔeÕ (Amgxqv ৼ) Ges ÔeÕ-Gi wb‡P dyUwK Dfq (Amgxqv Ỳ) i‡cB we‘¨gvb wQj| wKšyAvVvi kZ‡Ki gvSvgwS‡Z GB c‡ei †k‡l G‡m eZgvb dyUwKhy³ ie©wUB meÎ Pvjyn‡q hvq|

**৪.১.২ বিদ্যাসাগরীয় পর্ব**

CkiP›‘ we‘¨vmvMi 1847 wL÷v‡ã QvcvLvbv †Lv‡jb Ges evsjv eYgvjv ms¯‹v‡ii Rb¨ wKQzD‡‘¨vM MnY K‡ib| GMyjv nj :

- ms¯‹‡Zi ÔAšt¯ qÕ eYwU evsjvq ÔhÕ nid w‘‡q †jLv nZ, wKšyk‡ã Ae¯vb‡f‡‘ Gi D”PviY eZgvb ÔeMxq RÕ wKsev ÔAšt¯ qÕ-Gi g‡Zv nZ| we‘¨vmvMi ÔeMxq RÕ D”Pvi‡Yi †ÿ‡Î ÔhÕ eY Ges ÔAšt¯ qÕ D”Pvi‡Yi †ÿ‡Î ÔhÕ-Gi wb‡P dyUwK w‘‡q bZzb ÔqÕ eY e¨env‡ii c¯ve K‡iwQ‡jb|
- GKBfv‡e ÔWÕ I ÔXÕ-Gi wb‡P dyUwK w‘‡q we‘¨vmvMi ÔoÕ I ÔpÕ nid ‘yUi cPjb K‡ib|
- we‘¨vmvMi evsjv fvlvq Ae¨enZ Ô‘xN-ãÕ I Ô‘xN-Ð Õ eY ‘yU eRb K‡iwQ‡jb| Z‡e Ô৯Õ eYwU‡K wZwb eYgvjv †_‡K ev‘ †‘bwb|
- ms¯Z.¯ieYgvjvi AšMZ Aby¯vi (s), wemM (t), Ges P›‘we›‘y( u) †h‡nZycKZc‡ÿ e¨ÄbeY, †m‡nZywe‘¨vmvMi GB eYMyjv‡K e¨ÄbeYgvjvi Ašf³ K‡iwQ‡jb| wKšy e¨ÄbeY n‡j I †h‡nZyGMyjv ¯Zš eY bq – A‡hvMevn eY, †m‡nZy†Kv‡bv evsjv Awfav‡bB we‘¨vmvMi-cYxZ eYµgwU Mp„xZ nqwb|
- Z-Gi LwÐZ-ie© ÔrÕ eYgvjvq ms‡hvRb K‡iwQ‡jb|
- we‘¨vmvMi ÔY-bÕ Ges Ôk-l-mÕ-Gi g‡a¨ D”Pvi‡Yi mgZv m¤eZ jÿ Ki‡j I Gi †Kv‡bv ms¯vi K‡ibwb|

we‘¨vmvMi evsjv ni‡di ¯”QZv I mgZv weav‡bi Rb¨ I †ek wKQyc‘‡ÿc wb‡qwQ‡jb :

- wZwb h-djv‡K e¨vÄ‡bi mv‡_ hy³ K‡i Kgjvi †Kvqvi g‡Zv bv wj‡L Avjv'v K‡i †jLvi avi v PvjyK‡ib| d‡j meÎ h-djvi AvKvi GKiKg nj|
- we'¨vmvM‡ii Av‡M F-Kvi e¨Ä‡bi Zjvq wewfbœ i‡c emZ| we'¨vmvMiB c_g e¨Ä‡bi wb‡P cwi®‹vi fv‡e Ô „Õ wPýwU ewm‡q †jLv PvjyK‡ib| GKBfv‡e n¯-D Kv‡ii Rb¨ Ô ÿÕ†jLv Pvjy K‡ib| ÔüÕ ev n-Gi cv‡k F Aek¨ GLbI Pvjyi‡q‡Q|

we'¨vmvM‡ii ms¯‹vi I cY•M wQj bv| A‡bK A¯"Q hy³ e¨Ä‡bi wPý A¯"QB i‡q wM‡qwQj| †hgb : ÔZ¸Õ– ÔZÕ-Gi wb‡P D-Kvi w'‡q †jLv n‡jI ÔšÕ, Ô¯Õ hy³vÿi M¸wjv‡Z cÖ‡bv A¯"Q ic wUB †_‡K †Mj|

Bs‡iwR wePj nidM¸wjv GKwU Wvjvq 'Bª †Lv‡c wbw'ó wbqg Abyhvqx mvRv‡bv _vKZ| wKšyevsjvq G wb‡q †Zgb †Kv‡bv wPšv nqwb| we'¨vmvMiB c_g evsjv ni‡di Rb¨ Wvjvi GKwU bKkv Ges †Kvb ni‡di ci †Kvb nid em‡e Zvi wbqg w¯i K‡i †'b| Zvu GB bKkvB µ‡g mg¯ wePj nid e¨enviKvix evsjv QvcvLvbv‡Z MÖnxZ nq| cieZx 'xNKvje¨vcx (Kw¤úDUvi gy`Y ceZ‡bi ce-chš) wePj ni‡di QvcvLvbvq GwU Ôwe'¨vmvMixq mvUÕ bv‡g cwiwPZ wQj| evsjv gy`Ywk‡í Gfv‡e cwZwôZ nq mgZv| we'¨vmvMi evsjv gy`Ywkí‡K Mfxifv‡e cfvweZ K‡iwQ‡jb| g‡Z Zvu †eu‡P †'qv wbqgbxwZ Abymv‡iB cieZx GKk eQi – wek kZ‡Ki c_gva chš evsjv nid gy`Z nq|

mg‡qi mv‡_ we'¨vmvMixq ni‡di mvgvb¨ wKQycwigvR‡bi †PóvI Kiv n‡q‡Q| we'¨vmvMi wb‡R *বর্ণপরিচয়*-Gi 60Zg ms¯‹iY †_‡K k‡ãi †k‡l AšwbwnZ I D"PviYhy³ e¨Äb, †hgb – ÔweMZÕ, ÔKZÕ k‡ãi †k‡li ÔZÕ †hb ÔrÕ-Gi g‡Zv D"PviY bv nq, †mRb¨ GM¸wjvi cv‡k ZviKwPý †'qv ceZb K‡ib| wek kZ‡K A‡bK †jLK GKB Kv‡R EaŸKgv (Õ) e¨enviK‡i‡Qb, †hgb – GKkÕ, BZ¨w'| Z‡e GB ms¯‹viwU meRbMÖnxZ nqwb|

**৪.১.৩ লাইনোটাইপ পর্ব**

BD‡iv‡c jvB‡bvUvBc †gwk‡b QvcvLv‡bvi cPjb nq Dwbk kZ‡Ki †kl w'‡K| 1930-Gi 'k‡K evsjv nidI jvB‡bv †gwk‡b QvcvLv‡bvi wPšvfvebv ïiæ nq| evsjv gy`‡Yi ZZxq chv‡q 1935 wL÷v‡ã *আনন্দবাজার পত্রিকা*q jvB‡bvUvBc ceZ‡bi gva¨‡g evsjv gy`‡Yi hvwšKvix cwieZb

mwaZ nq| GB bZb UvBc cwiKíbvi m‡•M mshy³ n‡qwQ‡jb m¤ªvšÍ kvmKk‡k…Y gRyg`vi, ivR‡k‡Li emy hZx›`‘Kgvi †mb, mZ¨e«Z mvgkªgx cÖgyL|

jvB‡bvUvBc †gwk‡b wQj AvovBkÔi g‡Zv wPý ivLvi e¨e¯’v| we‘¨vmvMixq c×wZ‡Z ni‡di msL¨v wQj cPzi| ÔKib UvBcÕ bv‡gi GK c×wZ‡Z Gi msL¨v Kg‡j I Gic‡i I cvq 600-i g‡Zv ni‡di eK c‡qvRb nZ| ÔAvb›`evRvi cKvkbv ms¯'vÕi m¤ªvšÍ kvmKk‡kY gRyg`vi ivR‡kLi emy ciyg‡k evsjv ni‡di e¨vcK ms¯'vi mvab K‡ib| wZwb ¯'ie‡Yi Kvi-wPýMwjv me †ÿ‡Î GKB AvKv‡ii ivLvi e¨e¯'v Ki‡jb Ges GMwjv e¨Äb ev hy³e¨Ä‡bi wb‡P ev Dc‡i bv ewm‡q mvgvb¨ Wv‡b ev eu‡q mwi‡q Avjv`v Aÿi wnmv‡e Qvcvi e¨e¯'v Ki‡jb| GQvovI wZwb A‡bK hy³e¨Ä‡bi GKB Dcv`vb e¨Äbvÿ‡ii mvaviY Av`j Avjv`v K‡i †mwU nid evbv‡jb; d‡j hy³e¨Äb Qvcv‡bv‡ZI ni‡di msL¨vi A‡bK mvkªq nj| †kI chš— m¤ªvšÍ kvmKk‡k evsjv ni‡di msL¨v‡K Pwei Wvjvq 124wU Ges wewea Avii I 50wU‡Z bwg‡q Avb‡Z †c‡iwQ‡jb| (dR‡j 2002 : 77; Ross 1999 : 138)

m¤ªvšÍ kvmKk‡k gRyg`vi g‡b Ki‡Zb, evsjv gyÿY‡K AvaybK ¯'‡i DbœxZ Ki‡Z †M‡j eYgvjvi ms¯'vi Kiv c‡qvRb| ZvB wZwb eYgvjv ms¯'v‡ii Kv‡R nvZ w`‡qwQ‡jb| wZwb g‡b Ki‡Zb, Qvcvi UvB‡ci msL¨v h_vm¤¢e Kg nIqv Avek¨K| cPwjZ enyAÿ‡ii we‡kIZ hy³vÿ‡iiI iƒc c‡qvRb, hv‡Z AÿiMwjv m¤ªeva¨ nq, Aÿ‡ii c‡Z¨K Ask eySv‡Z cvi hvq Ges UvBc-†hvRbv mnR nq| Avevi UvBcMwjv Ggb n‡e †hb cvkvcwk mvRv‡jB P‡j — GK UvB‡ci kvLv Ab¨ UvB‡ci gv_vq ev wb‡P bv e‡m| Z‡e jvB‡bvUvB‡c evsjvq †h wjwcwPÎ Pvjy nq, Zv m¤úY© Awfbe c‡Póv bq| n¨vj‡n‡Wi e¨vKiY I di÷v‡ii †fvKvejywi‡Z †h nid e¨en„Z n‡q‡Q Zvi Qvc i‡q‡Q jvB‡bv‡Z|

GKm‡•M GKwaK ni‡di e¨envi jvB‡bv UvB‡ci GKwU e‡ov mgm¨v; †hgb : ³, ; i , i yš, b ; ü n, c,c ; Û, bW; b, b ; þ, ng| ZvQvov evsjv gy`‡Yi me †ÿ‡ÎB hw` jvB‡bvi e¨envi Pvjy n‡q †hZ, Z‡e evsjv ni‡di GKieZv iwÿZ nZ| wKšyZvi cwieZ nv‡Z-emv‡bv UvBc, jvB‡bv †dm I jvB‡bv BZ¨w` wg‡j evsjv ni‡d bvbv i‡ci cvkvcwk wKQzRwUjZvi m„wó n‡q‡Q| jvB‡bv UvBc Qvov cieZx©Kv‡j Dw™¢veZ g‡bvUvBc ev jvB‡bv †dm UvB‡c †h hy³e¨Äb Qvcv n‡q‡Q †mLv‡bI cv_K¨ †`Lv w`‡q‡Q| BbUvi-UvBc h‡š¿ evsjv hy³e¨Ä‡bi †Pnviv Avii e`‡j †M‡Q| †mLv‡b c Qvcv n‡"Q c | (wgZvjx 2010 : 78-79)

## ৪.২ বর্ণমালার বিবর্তন

QvcvLvbvq ‘xN †mvqv ‘¦k eQi a‡i †hme eYcwiPqgj-K MÖš[1] cKwkZ n‡q‡Q, †mme M‡šI cvZv Dëv‡jB bR‡i co‡e eYgvjvi weeZb| c_gZ, GB weeZb ¯^ieY I e¨Äbe‡Yi msL¨vMZ| QvcvLvbvq cKwkZ n¨vj‡n‡Wi M‡š ¯^ie‡Yi msL¨v wQj †lvjwU| we‡`¨vmvM‡ii nv‡Z ¯^ie‡Yi msL¨v nj evi wU| wek kZ‡Ki Av‡Ui ‘k‡K ¯^ie‡Yi msL¨v nj GM‡ivwU| wKšy KqUv ¯^ieY eYgvjvq _vK‡Z cv‡i Zv wb‡q ZK i‡q‡Q| GB msL¨v mvZwU n Iqvi m¤vebv †`‘Lv hv‡"Q| Aevi c_g QvcvLvbvq cKwkZ M‡š e¨Äbe‡Yi msL¨v wQj †PŠÎkwU| we‡`¨vmvM‡ii Avg‡j e¨Äbe‡Yi msL¨v e„w× †c‡q nj PwjkwU| aŸwbi cZxK/wPý wnmv‡e eYgvjvi msL¨vq nvm-e„w× n‡"Q| A‡bK e¨ÄbeY evOwj i gyLMnŸ‡i Ab¨fv‡e D"PwiZ n‡"Q| d‡j G ck D‡V‡Q, eYgvjvq IBme Ab¨ÿPwiZ ev wfb-D"PwiZ eYMÿjv ivLvi ‘iKvi Av‡Q wK-bv| eYweb¨vm I eYKvVv‡gvi †ÿ‡Î I ZK D‡V‡Q| eYgvjvq ¯^ieY Av‡M em‡e bv e¨ÄbeY Av‡M em‡e, A_ev e¨Äbe‡Yi ci D"PwiZ ¯^iaŸwbi KviwPý IB e¨Äbe‡Yi Av‡M †jLv n‡e bv c‡i †jLv n‡e, G wb‡q I weZK P‡j‡Q GB ‘¦k cÂk eQ‡i| evsjv eY I hy³vÿ‡ii Aeq‡e I e‘j N‡U‡Q| †Kv‡bv †Kv‡bv ¯^ieY ev e¨ÄbeY ev mshy³ e¨Äbe‡Yi ni‡d Ggb weeZb n‡q‡Q †h AvR‡Ki cPwjZ ni‡di ev wjwci m‡•M †mMÿjvi wgj †bB| (cdz‡Kgvi 2006 : fwgKv S)

## ৪.২.১ বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা

AvR †_‡K ‘¦k cÂk eQi Av‡M n¨vj‡n‡Wi M‡š ¯^ieYgvjvq ¯^ie‡Yi msL¨v wQj †lvjwU :

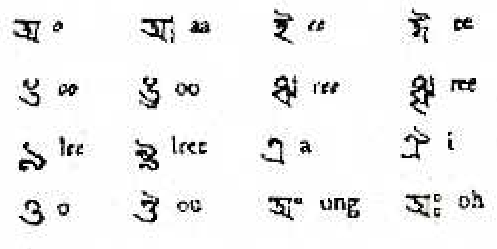


(m~Î : cdz‡Kgvi 2006 : 10)

QvcvLvbvq cKwkZ c_g M‡šI cvq GKvËi eQi a‡i ¯^ieYgvjvq ¯^ie‡Yi msL¨vwU wQj AcwieZZ| 1855 wL÷v‡ã we‡`¨vmvMi Zvu *বর্ণপরিচয়* (c_g fvM) M‡š ¯^ie‡Yi ZvwjKv †_‡K †ek K‡qKwU Abvek¨K I AcPwjZ ¯^ieY‡K ewZj K‡ib| we‡kl K‡i ‘xN ৠ Ges ‘xN ৡ – GB eY‘wU‡K wZwb ¯^ie‡Yi ZvwjKvq iv‡Lbwb| cKwZ.ev aib eyS Abyvi (A⁰) Ges wemM (At) GB ‘wU‡K ¯^ie‡Yi ZvwjKv †_‡K mwi‡q e¨Äbe‡Yi ZvwjKvq ¯^vb w`‡jb| we‡`¨vmvMi Zvu M‡š †lvjwU ¯^ie‡Yi cwie‡Z eviwU‡K ¯^vb w`‡jb| GwU‡K evsjv eYgvjvi HwZnvwmK ms¯vi ejv †h‡Z cv‡i|

we'¨vmvM‡ii ms¯‹vi Kiv ¯ie‡Yi ZvwjKvq i‡q‡Q : A Av B C B D E F ৯ G H I J| GB msL¨v PvjyQj cvq †mvqv GKk eQi a‡i|

Ôcwðge•M cv_wgK wkÿv cl'Õ †_‡K cKvwkZ ÔwKkjq, c_g fvMÕ (1981) M‡š Ô৯Õ-†K ev' †'qv nq ¯ie‡Yi ZvwjKv †_‡K| KviY AvaywbK evsjvq Ô৯Õ ¯ieYwU e¨enZ nq bv| ৯-Gi D"PviY ÔwjÕ Kiv nq| d‡j ¯ie‡Yi msL¨v GLb GMviwU| evsjv QvcvLvbv cwZôvi 'k Pvi eQ‡ii g‡a¨ evsjv eYgvjvi AšMZ ¯ie‡Yi m'm¨ msL¨v †Ivj †_‡K K‡g nj GMviwU| (cdzjKgvi 2006 : 11)

## ৪.২.২ বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা

(m~Î : cdzjKgvi 2006 : 10)

QvcvLvbvq c_g cKvwkZ M‡š e¨Äbe‡Yi msL¨v wQj †PŠwÎkwU| †mB mgq †_‡K cvq GKvËi eQi a‡i eYcwiPqgyjK †hme Mš cKvwkZ n‡q‡Q, †mLv‡b e¨ÄbeYgvjvq msL¨vi †Kv‡bv weeZb jÿ Kiv hvqwb| A_vr n¨vj‡nW †_‡K g'b‡gvnb ZKvj•Kv‡ii *শিশুশিক্ষা*-c_g fvM chš e¨Äbe‡Yi msL¨v wQj I B †PŠwÎkwU| we'¨vmvMvi Zvi *বর্ণপরিচয়* (c_g fvM) M‡š c_g e¨Äbe‡Yi msL¨v eyׂ K‡ib| Zvi M‡š e¨Äbe‡Yi ZvwjKvq †'Lv †Mj, †PŠwÎkwUi cwie‡Z e¨Äbe‡Yi msL¨v PwjkwU| (we'¨vmvMi 2001 : 1251)

we'¨vmvMi ¯ie‡Yi ZvwjKv †_‡K Abyׂvi (A⁰) Ges wemM (At) GB 'yU eY‡K Zv‡'i cKwZ Abyhvqx‡i e¨Äbe‡Yi ZvwjKvq wb‡q G‡m‡Qb| GB 'yU eY‡K †hgb ¯ie‡Yi ZvwjKv †_‡K e¨Äbe‡Yi ZvwjKvq G‡b‡Qb, †Zgwb Avevi ÔÿÕ (K+l) GB mshy³ eYwU‡K e¨Äbe‡Yi ZvwjKv †_‡K ev' w'‡q‡Qb| Avevi Zvi ms‡hvwRZ Ab¨vb¨ e¨ÄbeYMy‡jv nj – o, p, q, r, ٍ wZwbB

e¨Äbe‡Yi msL¨vMZ wееZb c_g mщ¨ó K‡ib| Zuv i বর্ণপরিচয় (c_g fvM) Mš' Abyhvqx‡i e¨Äbe‡Yi ZwjKv GiKg :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | _ | ' | a | b |
| c | d | e | e | g |
| h | i | j | e | k |
| l | m | n | o | p |
| q | s | t | ˘ | r |

we'¨vmvMi †h cuvPwU (o p q ur) e¨ÄbeY GB ZwjKvq Ašf©³ K‡i‡Qb, †mMyjv evsjv fvlvq cPwjZ wQj; wKšyy e¨ÄbeYgvjvq ZwjKvf©³ wQj bv| GB Ašf©w³i Rb¨ c‡qvRb nq fvlvÁvb, aŸwbm‡PZbZv I wePÿYZv| we'¨vmvM‡ii Gme MY wQj| GLv‡b D‡jL Kiv †h‡Z cv‡i, n¨vj‡n‡Wi M‡š' ÔoÕ Ges ÔpÕ-i c‡qvM wQj — †hgb ÔQwWqvÕ, ÔLyWvÕ BZ¨vw'| wKšyZjvq dzUwK w'‡q e¨ÄbeYgvjvq IB 'ywU eY (o, p)-†K c„_K e¨ÄbeY wnmv‡e wPwýZ Kiv nqwb| GgbwK, g'b‡gvnb ZKvj•Kv‡ii M‡š'I G RvZxq c‡qvM wQj; †hgb ÔcyyU_ cWÕ, ÔewwW PjÕ BZ¨vw'| Zjvq dzUwK wPý bv w'‡q G 'ywU eY †jLv nZ Ges ¯vbwe‡k‡l ÔWÕ Ges ÔXÕ-Gi †h wfb D"PviY n‡"Q, †mwU †evSv‡bvi Rb¨ IB 'ywUi Zjvq dzUwKwPý †'qv nZ| e¨vKi‡Yi msÁvq ÔoÕ aŸwb‡K ejv nq ÔAícvY ZvobaŸwbÕ Ges ÔpÕ aŸwb‡K ejv nj ÔgnvcvY ZvobaŸwbÕ| ZvB ÔWÕ Ges ÔXÕ aŸwb'ywU k‡ã Ae¯vbMZ D"Pvi‡Y wееwZZ n‡q h_vµ‡g ÔoÕ Ges ÔpÕ-G ieæšwiZ n‡q DVj|

e¨Äbe‡Yi ZwjKvq we'¨vmMv‡ii ms‡hwRZ Avi GKwU eY n‡"Q Ašt¯ ÔqÕ| GB e¨ÄbeYwUi AvKwZ.h-Gi g‡Zv| †Kej cv_K¨ IB e‡Yi wb‡P dzUwK| wKšyD"PviY R-Gi g‡Zv| evsjv fvlvq GB eYwUi e¨envi wQj we'¨vmvM‡ii c‡eB| Z‡e Zuv IB e¨ÄbeY 'ywU‡K (A_vr ÔhÕ I ÔqÕ) KvhZ GKB eY e‡j g‡b Ki‡Zb| ie›'bv_ VvKzi I e¨ÄbeYgvjvq Ašt¯ ÔqÕ eYwU‡K Ašf©³ K‡ibwb| wKšyZwb aŸwbMZ D"Pvi‡Y Qovi g‡a¨ kã-evbv‡b IB eYwU †i‡L‡Qb| Avevi we'¨vmvMi †hLv‡b ÔÿÕ (K+l) GB mshy³ eYwU‡K e¨Äbe‡Yi ZwjKv †_‡K mwi‡q w'‡q‡Qb, ie›'bv_ Qovi ga¨ w'‡q e¨Äbe‡Yi wkÿv'v‡bi mgq ÔÿÕ mshy³-e¨ÄbeYwU‡K c‡qvM K‡i‡Qb wkÿv_x‡K †'vjwqZ Kivi

Rb¨[2]| GQvov, we‘¨vmvMi Zui *বর্ণপরিচয়* M‡š e¨Äbe‡Yi ZwjKvq LÐ ÔrÕ Ges P›‘we›‘y( u)-†K ¯Zš eY wnmv‡e ¯vb w‘‡q‡Qb|

we‘¨vmvM‡ii Avg‡j e¨Äbe‡Yi msL¨v 40wU‡Z ‘uvov‡j I †mLv‡bB weeZ‡bi †kl bq| cwðge•M miKvi KZ„K cKwkZ *কিশলয়* c_g fv‡M e¨Äbe‡Yi †gvU msL¨v Kiv n‡q‡Q DbPwjkwU| GB ZwjKvq Av‡Mi †P‡q GKwU e¨ÄbeY K‡g‡Q| e¨Äbe‡Yi ZwjKv †_‡K ÔAšt¯ eÕ-†K ewZj Kiv n‡q‡Q| Zvi m¤ve¨ KviY – Ae¯vb-†f‡‘ D"Pvi‡Yi wfbZv _vK‡jI ÔeMxq ÔeÕ Ges ÔAšt¯ ÔeÕ †jLvq ev wjwc‡Z †Kv‡bv cv_K¨ †bB|

4.2.3 বাংলা হরফের আদলে বিবর্তন

cdjKgvi cvb (2006 : 9) wj‡L‡Qb, n¨vj‡nW †h wjwc ˆZwi K‡i QvcvLvbvq c_g evsjvMš cKvk K‡ib, †mB wjwc IB mg‡q cPwjZ wQj evsjv nv‡Z-†jLv cy‡Z| n¨vj‡nW evsjv fvlvq †jLv A‡bK wjwc ch‡eÿY K‡ib Ges †h wjwcwU IB mg‡q eny cPwjZ wQj, †mB wjwci Abyi‡Y IB MšwU Qvcvb|

‘ky cuPk eQi Av‡M QvcvLvbvq c_g evsjv ni‡di †h Av‘j ev AvKvi wQj, GZw‘‡b †mB wjwc ev ni‡di AvKvi cyivcywi AcwiewZZ _v‡Kwb| Z‡e me wjwc ev ni‡di †h Av‘‡ji cwieZb n‡q‡Q ZvI bq| n¨vj‡n‡Wi Qvcv GKwU Kv‡e¨i (D×Z„ cdjKgvi 2006 : 23-24) QqwU cO³i Abyjwc †‘Lv hvK –

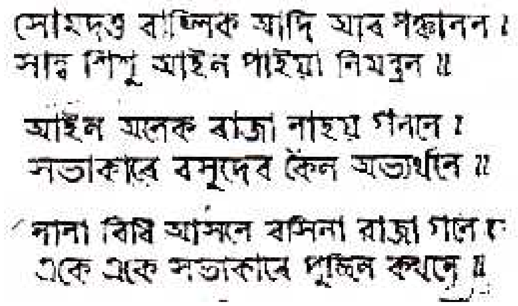
সোমদত্ত বাহ্লিক আদি আর পঞ্চানন।
সাল্ব শিশু আইল পাইয়া নিমন্ত্রণ ॥
আইল অনেক রাজা নাহয় গণনে।
সভাকারে বসুদেব কৈল অভ্যর্থনে ॥
নানা বিধি আসনে বসিলা রাজা গণে।
একে একে সভাকারে পুজিল কৃষ্ণে ॥

eZgvb evsjv ni‡d G‡‘i †Pnvi ev KvVv‡gv n‡e GiKg :

সোমদত্ত বাহ্লিক আদি আর পঞ্চানন।
সাল্ব শিশু আইল পাইয়া নিমন্ত্রণ ॥
আইল অনেক রাজা না হয় গণনে।

সভাকারে বসুদেব কৈল অভ্যর্থনে ॥
নানা বিধি আসনে বসিলা রাজাগনে ।
একে একে সভাকারে পুছিল কথনে ॥

mg‡qi ZviZ‡g¨ GKB Kve¨vs‡ki ‘yU nid †‘L‡jB †evSv hvq, ni‡di fv‡jviKg weeZb P‡j‡Q GB †mvqv ‘yk eQ‡i| n¨vj‡n‡Wi Avg‡j ÔAÕ eYwU Ab¨vb¨ cwiwPZ kã-evbv‡bi m‡•M hy³ n‡q bv em‡j eZgv‡b IB nidwU‡K ÔAÕ e‡j wPb‡Z Amyweav n‡Z cv‡i| Avevi eZgv‡b ÔiÕ e¨ÄbeYwU‡K †m hyW †jLv nZ c_‡g ÔeÕ w‘‡q Ges IB ÔeÕ-Gi gvSLv‡b duUKv RvqMwU‡Z †cU †K‡U| c_g Abyjwci cuUPi cÖwµ‡Z †‘Lv hv‡”Q, AvR‡Ki g‡Zv ÔeÕ-Gi wb‡P duUwK w‘‡qI ÔiÕ †jLv nZ| Z‡e ÔiÕ-Gi duUwKhy³ ni‡di e¨envi Kg wQj| Avevi gab¨-Y Ges ‘š¨-b e¨Äbe‡Yi Av‘j cvq GKB| GgbwK, ÔjÕ Ges ÔbÕ eY‘yUi Av‘jI cvq GK| (cdjyKgvi 2006 : 24)

ÔKÕ-Gi bx‡P D ( y)-Kvi w‘‡q †jLv nq : ÔKzÕ| Avevi GB ÔDÕ-Kvi ÔiÕ e¨Äbe‡Yi m‡•M hy³ n‡j †h Av‘jwU †bq Zv GiKg : ÔiæÕ| Aek¨ ÔiÕyGiKg †jLviI cPjb Av‡Q| GB ÔDÕ-KviwU ÔnÕ-Gi m‡•M hy³ n‡j Zv †jLv nq : ÔûÕ Ges ÔMÕ-Gi m‡•M GB ÔDÕ hy³ n‡j †jLv nq : Ô¸Õ| Avevi n¨vj‡n‡Wi M‡š Ô‘Õ-Gi m‡•M ÔDÕ †hvM K‡i †jLv n‡q‡Q Gfv‡e : ÔØÕ (‘ + D)| Avevi ÔZÕ-Gi m‡•M GB ÔDÕ-Kvi †hvM K‡i n¨vj‡n‡Wi Avg‡j †jLv nZ : ÔËÕ (Z + D)| GB ÔËÕ mshy³-e¨Äbe‡Yi Av‘jwU QvcvLvbvq cvq we‘¨vmvM‡ii Kvj chš †jLv n‡q G‡m‡Q| (cdjyKgvi 2006 : 28-29)

†hLv‡b †hgb D”PviY, Zvi cZxKI †mLv‡b †Zgbfv‡e emv‡bv ‘iKvi e‡j g‡b Ki‡Z cv‡ib A‡b‡K| wKšy evsjv wjwc-c×wZ †miKg bq| †hgb, ÔGÕ-Kvi Ges ÔBÕ-Kvi e‡m e¨Äbe‡Yi Av‡M| wKšyIB ¯^iaŸwb ‘yU D”PwiZ nq e¨Äbe‡Yi c‡i| cdjyKgvi (2006 : 29) ZvB ck Z‡jQb, IB ‘yU ¯^‡ii wPý c‡i bv e‡m Av‡M em‡e †Kb| Aek¨ GB ck bZzb bq| 1949 wL÷v‡ã Ôce-cwK¯vb fvlv KwgwUÕ †_‡K mycwik Kiv n‡qwQj, B-Kvi G-Kvi ev IB RvZxq wPý D”PwiZ e¨Äbe‡Yi c‡i †jLvi Rb¨| G ai‡bi c¯ve‡K ÔaŸwb-weÁvbm¤§ZÕ ejv n‡jI evsjv fvlvi ‘xNw‘‡bi c_v ev HwZ‡n¨i m‡•M Zv hvq bv|

mshy³ e‡Yi Av‘‡ji wKQzweeZb †‘wL‡q‡Qb cdjyKgvi (2006 : 30-31) –

Ô½Ô

½ (O + M) – GB mshy³ e¨ÄbeY©Ui e¨envi GLb K‡g †M‡Q ÔsÕ-Gi cfv‡e| ZvQvov eZgv‡b †ewkifvM †jLK GwU‡K ¯”Q K‡i Ô•MÕ i‡c †j‡Lb | GB mshy³ e¨ÄbeY©Ui weeZb GBfv‡e n‡q‡Q e‡j g‡b nq| †hgb :

Ô×Õ

Av‡M (‘ + a) GB mshy³ e¨ÄbeY©U †jLv nZ ¶ Õ GBfv‡e| ZLb Ô‘Õ e‡Yi m‡•M hy³ nIqvi mgq ÔaÕ-Gi Kuªa AvKwo _vKZ bv| kxyÔeÕ-Gi g‡Zv AskwU Ô‘Õ-Gi wb‡P hy³ nZ| GLb ÔaÕ-Gi Kuªai AvKwo ÔeÕ-Gi Wvb w‘‡K Nyi e‡m| Av‡M wQj †hgb GiKg : | Ô‘Õ-Gi m‡•M ÔDÕ-Kvi †hvM K‡i IBiKg †jLvi wewaI wQj| Zv‡Z weåvUI NUZ|

Ô¯Õ

Ô¯Õ GB mshy³ e¨ÄbeY©Ui Dci weeZb Kg nqwb| Av‡M †jLvi mgq Ô‘š¨ mÕ-Gi wb‡P †mvRvmywR Ô_Õ emv‡bv nZ| Zvici Ô_Õ mivmwi wb‡P bv ewm‡q GKUz Wv‡b m‡i emj; †hgb – | Zvici Ô‘š¨ mÕ-Gi wb‡P Ô_ÕwU ÔnÕ-Gi g‡Zv AvKvi wb‡q n‡q †Mj Ô¯Õ| Ô¯Õ GB mshy³ e¨ÄbeY©Ui weeZbwU GiKg :

mshy³ e¨Äbe‡Yi nid †jLvq mgm¨v ev weåvU wb‡q we‡klfv‡e wPšÍv K‡iwQ‡jb ivRv ivg‡gvnb ivq (‘óe¨ : 5.3)| evsjv fvlv‡K mij I mnR Kivi c‡Póv wZwb ‘xNw‘b a‡i Pvwj‡qwQ‡jb| hy³eY †jLvi e¨vcv‡i wZwb e‡jwQ‡jb, ÒAvcb 2 ¯i‡ci Awebv‡k Aÿi Ø‡qi ms‡hvM Ki‡j I nqÓ (*গৌড়ীয় ব্যাকরণ* †_‡K D×Z„ cdz‡Kgvi 2006 : 32)| Zu‡i e³e¨ †_‡K †evSv hvq, hy³e¨Äb †jLvi e¨vcv‡i e¨Äb-ni‡di cKZ.¯i‡c bó †nvK Zv wZwb Pvbwb|

n¨vj‡n‡Wi M‡š K‡qKwU k‡ãi evbv‡b e¨Äbe‡Yi ni‡di ¯i‡c bó n‡q‡Q wVKB, wKšyAwaKvsk †ÿ‡Î wZwb mshy³ e¨Äbe‡Yi †h ZwjKv w‘‡q‡Qb, Zv‡Z e¨Äbe‡Yi ¯i‡c wVK ivLvi †Póv K‡i‡Qb| Zu‡i GB Av‘k AvR‡Ki fvlvZvËK I nid-wekvi‘iv †g‡b wb‡q‡Qb evsjv nidMyjvi ¯vZš¨ iÿvi Rb¨| mshy³ e¨Äbe‡Yi ni‡di RwUjZv gy³ Kivi Rb¨ *আকাদেমি বানান অভিধান* (1997)-G

†‘Lv‡bv n‡q‡Q K+Z, O+M, T+P, b+a Ges l+Y BZ¨w‘ msh³ e¨ÄbeY‡K wKfv‡e ¯’Q K‡i †jLv n‡e| GZw‘b GMy‡jv †jLv nZ h_vµ‡g GBfv‡e : ³, ½, Â, Ü Ges ò| wKšyGMy‡jv Gevi †_‡K †jLvi wb‡‘k †‘qv n‡q‡Q h_vµ‡g GBfv‡e : , •M, , ›a, |

### ৪.২.৪ বর্ণমালার বিন্যাস

n¨vj‡n‡Wi M‡š eYweb¨vm wQj GiKg – c_‡g ¯ieY, c‡i e¨ÄbeY| n¨vj‡n‡Wi c‡i 1801 mv‡j DBwjqvg †Kwi †dvU DBwjqvg K‡j‡Ri c‡qvR‡b *A Grammar of the Bengali Language* bv‡g GKwU evsjv e¨vKiY Mš iPbv K‡ib| n¨vj‡nW Zui fvlwkÿvi Rb¨ ¯ie‡Yi web¨vm Av‡M †‘wL‡q‡Qb, Avi e¨Äbe‡Yi web¨vm c‡i †‘wL‡q‡Qb| wKšy†Kwi Av‡M e¨Äbe‡Yi cwiPq w‘‡q‡Qb; Zvici ¯ie‡Yi cwiPq w‘‡q‡Qb (wbgj 1976 : 90)|

cdįKgvi (2006 : 38) e‡jb, eYweb¨v‡m †KwiB m¤eZ c_g weeZ‡bi mî-cvZ K‡ib| †K‘vibv_ gRy‘vi *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য* M‡š †h K‡qKwU M‡ši D‡jL K‡i‡Qb †mMy‡jvi g‡a¨ *লিপিধারা* MšZcY| GB *লিপিধারা*-q e‡Yi ni‡di AvKwZ. Abyvw‡i ¯ieY I e¨ÄbeYMy‡jv mvRv‡bv n‡q‡Q| †hgb, e i K a S BZ¨w‘ wÎ‡KvYvKwZ. eYMy‡jv GK RvqMvq ivLv n‡q‡Q| Z‡e eYgvjv web¨v‡mi wechq hv n‡q‡Q †m Av‡jvPbv BwZnvm n‡q Av‡Q| AvaybKKv‡j eYMy‡jvi web¨v‡m iwÿZ n‡q‡Q aŸwbmvg¨Zv I eYMy‡jvi D”PviY ¯v‡bi ci¤úiv|

### ৪.৩ বানান-ভাবনা

evsjv evbv‡bi AMMwZ N‡U‡Q gýY‡K Aej¤b K‡i| KviY gyýZ M‡ši evbv‡b gvb¨vq‡bi ckwU eo n‡q D‡V‡Q| evsjv‡‘‡k QvcvLvbv Gj fviZe‡l QvcvLvbv c‘vc‡Yi cvq ‘By kZK ci| nyÿwj‡Z wg. GbW¨mi QvcvLvbv †_‡K 1778 wL÷v‡ã cKwkZ nq n¨vj‡n‡Wi *A Grammar of the Bengal Language*| eBwU Bs‡iwR‡Z †jLv n‡j I Gi g‡a¨ *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *বিদ্যাসুন্দর* †_‡K enyD×wZ †‘qv n‡q‡Q| A_vr GB c_g evsjv‡‘‡k evsjv ni‡di m‡•M gýY chy³ i ms‡hvM mvaZ nj| Z‡e wgZvjx fÆvPvh (2010 : 53) e‡j‡Qb, we‡‘‡k Gi Av‡MB 1667–1777 wL÷v‡ãi g‡a¨ Qvcv AvUwU eB cvIqv hv‡”Q| nyÿwj‡Z Qvcv ni‡di m‡•M GMy‡jvi cavb cv_K¨ nj, we‡‘‡k Qvcv eBMy‡jv‡Z e¨enZ evsjwjwc nv‡Z wj‡L †c‡U †K‡U Qvcv n‡q‡Q| d‡j wjwcK‡ii n¯wjwc Avjv‘v nIqvq gyýZ †c‡U wjwci †PnvivI c„_K n‡q †M‡Q| ZvB †Kv‡bv mybw‘ó Av‘k AbymiY Kiv hvqwb| wKšynyÿwji †ÿ‡Î Pvjm DBjwKÝ, cÂvbb KgKv‡ii mnvqZvq evsjv nid †Qwb w‘‡q †K‡U, c„Kfv‡e XvjvB K‡i gyfej evsjv Qvcvi ni‡di mvU ˆZwi K‡ib| d‡j e¨w³we‡k‡li n¯wjwci Qvc _vK‡j I hwšK Kvi‡Y GKai‡bi GKiƒcZv iwÿZ n‡q‡Q| GB nyÿwji QvcvLvbvi gýYbxwZ AbymiY K‡iB evsjv‡‘‡k gýY-chy³ AMmi n‡q‡Q|

Aÿiweb¨v‡mi †ÿ‡Î mýk¨Zv I kÖxZvi e¨vcv‡i GKieËZv ev mgZv iÿv Ki‡Z wM‡q gy`ªY †kl chš— evbv‡bi †ÿ‡Î GKwU meRbxb Av`k© ev g‡Wj ¯'vc‡b mnvqZv K‡i‡Q| gy`ªY hy‡Mi c~‡e© wj‡K cy_i evbv‡bi wek„¼Ljv KvwU‡q gy`ªY M‡š'i evbv‡bi kÖxZvi w`‡K †h we‡klfv‡e jÿ ivLv nq, Zvi A‡bK mgKvjxb mvÿ¨ Av‡Q| GB Kv‡R we‡klfv‡e ms¯'‹Z-e¨emvqx cwÐZ‡`i mvnvh¨ †bqv nZ| evsjv evbv‡bi gvb¨vq‡bi †ÿ‡Î gy`ª‡Yi cfveI we‡klfv‡e mwµq wQj|

**৪.৩.১ মুদ্রণ যুগের বানান**

gy`ªY hy‡Mi evbvb wb‡q we¯—Z.M‡elYv K‡i‡Qb wgZvjx fÆvPvh (2010)| wZwb wj‡L‡Qb, 1778 wL÷v‡ã gy`ªZ n¨vj‡n‡Wi e¨vKiY M‡š'i evsjv kã I evK¨vs‡ki evbvb we‡klY Ki‡j eny†ÿ‡ÎB cy_i wek„¼Ljvi Qvc jÿ Kiv hvq| †hgb : B-C msµvš— wek„¼Ljv ev D-E msµvš— wek„¼Ljv eny¯'v‡b †`Lv hvq| GKB Awbqg ÔRÕ-ÔhÕ eY© c‡qv‡Mi †ÿ‡Î jÿ Kiv hvq| wkmaŸwb-ÁvcK eY© (k, l Ges m) c‡qv‡Mi †ÿ‡ÎI Awbqwg Z e¨envi N‡U‡Q ga¨hy‡Mi cy_i g‡Zv|

evbvb-msµvš— GB ai‡bi wek„¼Ljv 1793 wL÷v‡ã cKvwkZ AvcR‡bi Awfav‡bI jÿ Kiv hvq| 1797 wL÷v‡ã cKvwkZ Rb wgjvi‡i *The Tutor* ev *সিক্ষ্যাগুরু* M‡š' eny¯'v‡b cy_i g‡Zv evbvb-wek„¼Ljv i‡q‡Q| 1785 m‡b †Rvbv_b WvbKvb Ab~w`Z *রেগুলেশনস ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দি জাস্টিস ইন দি কোর্ট অব দেওয়ানী আদালত* Qvcv nq KjKvZvi ÔA¨vU w` Abv‡iej †Kv¤úvwbÕm †cmÕ-G| GB AvB‡bi eBwU AvcR‡bi Awfavb cKv‡ki Av‡MB gy`ªZ nq| ZeyGB M‡š' evbvb A‡bK †ewk mykÄLj| 1793 wL÷v‡ã gy`ªZ GBP. wc. di÷vi Ab~w`Z *কর্ণওয়ালিস কোড*-Gi evbv‡b Am•MwZ _vK‡jI cy_i wek„¼Ljv KvwU‡q IVvi m‡PZb c‡Póv GLv‡b jÿ Kiv hvq| µwbKvj †cm †_‡K 1793 wL÷v‡ã cKvwkZ *ইজ্ঞারাজি বাজ্ঞালি বোকেবিলরি* M‡š' evbv‡bi †ÿ‡Î wek„¼Ljv Gov‡bv m¤¢e nqwb| (wgZvjx 2010 : 58-59)

†dvU DBwjqvg K‡jR I kÖxivgcyi wgkb cwZôvi ci †_‡K `„kZ Qvcvi cmvi NU‡Z _v‡K| GB mgq gy`ªvK‡iiv eY©web¨vm m¤ú‡K A‡bK †ewk m‡PZbZvi cwiPq w`‡q‡Qb| ga¨hy‡Mi cy_i m‡•M Zzjbv Ki‡j †evSv hvq, gy`ªZ M‡š'i evbv‡b KZLwb cwieZb G‡m‡Q| 1803 wL÷v‡ã kÖxivgcyi wgkb †cm †_‡K *রামায়ণ* gy`ªZ nq| GB M‡š'i wbewPZ As‡ki m‡•M GKB wel‡qi nv‡Z-†jLv cy_i Zzjbv Kiv †h‡Z cv‡i| nv‡Z-†jLv cy_‡Z GB evbvbMy‡jv cvIqv hvq : A‡Rva¨v, Rvi, †RŠZK, mby, Avfib, ivRvMb, `ki_/`mi_, mþ¨K, fw³Z, e‡qm, †Km, †em, m¤¢vm‡b, m‡e, PZz`‡Mi BZ¨vw`|

wKšÍygwÍZ As‡ki evbv‡b kãMvÍjvi mwVK c‡qvM jÿ Kiv hvq; †hgb : A‡hva¨v, hvi, kÍbqv, ivRvMY, ‘ki_, kÍå, fwÍZ, †Kk, †ek, m¤vI‡Y BZ¨vw‘|

kÍiÍ *রামায়ণ* bq, gÍ‡Yi cfv‡e eYweb¨v‡mi †ÿ‡Î Abÿc m‡PZbZv *মহাভারত*-Gi nv‡Z-†jLv cÙ_i m‡•M GKB As‡ki gÍZ cÙ_i Zzbv Ki‡jI †Pv‡L c‡o| *রামায়ণ* ev *মহাভারত* Dfq †ÿ‡ÎB n¯wjwLZ As‡k B-C, D-E, R-h, b-Y, k-l-m BZ¨vw‘i †ÿ‡Î †hme c‡qvMMZ wek„Ljv jÿ Kiv hvq, A_ev eYweb¨v‡mi †ÿ‡Î wjwcK‡ii wbR¯ D"PviY-ˆewkó¨RwbZ †h wek„Ljv †‘Lv hvq, gÍZ As‡k †mB ai‡bi Awbqg jÿ Kiv hvq bv| eis gÍZ As‡ki evbvb ch‡eÿY Ki‡j AwaKvsk †ÿ‡Î eYweb¨vm m¤ú‡K m‡PZbZviB cwiPq cvIqv hvq| Z‡e GB As‡k G‡Kev‡iB †h åwš †bB Zv bq| †hgb, kxivgcÿ †_‡K gÍZ *রামায়ণ*-G (A‡hva¨vKvÐ) cvIqv hvq : gvZv (gv_v) (c„ 4), †RšZK (c„ 6), a¤§¨, cZ¨ (c„ 9), wecwiZ (c„ 10), †PšÏ (c„ 27), D¾j (c„ 29), ¯vÿx (c„ 33), wemv‘ (c„ 43), cvmvb (c„ 72) BZ¨vw‘| Z‡e *মহাভারত*-Gi gÍZ M‡ši (Awv‘ ce ZZxq ewn) †Kv‡bv †Kv‡bv RvqMvq evbv‡bi Awbqg i‡q †M‡Q| (wgZvjx 2010 : 60-63)

cÙ_i hMÍ †_‡K gÍY hMÍ DËi‡Yi c‡e GB ai‡bi wKQzAm•MwZ †_‡K hvIqv LyeB ¯vfvweK| Zey gÍZ M‡ši evbvb ch‡eÿY Ki‡j µgk cÙ_i hMÍi wek„Ljv KwU‡q GKUv Av‘k ¯vc‡bi †h †Póv P‡j‡Q Zv †evSv hvq| GB Av‘k Aek¨B ms¯ZvbyMvix| AvRg (2014 : 166) e‡jb, †dvU DBwjqg K‡j‡Ri evsjv wefv‡Mi Rb¨ †jLv wKQzcvV¨cy¯‡Ki evbvb we‡klY Ki‡j, cÙ_i wek„Ljv †_‡K DËi‡Yi ¯úó cqvm jwÿZ nq|

*লিপিমালা* (1802); *তোতা ইতিহাস* (1805); *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং* (1805) – wZbwU cvV¨cy¯‡Ki evbvb jÿ Ki‡j †evSv hvq, gÍYhMÍi mÿc‡Zi gÍ‡ZB evbv‡bi †ÿ‡Î gvb¨Zv G‡m‡Q| Z‡e †h fzMÍjv †_‡K hv‡"Q, †mMÍjv gÍZ D"PviY-weåwš I mnwjwc (allograph)-i c‡qvM-weåwši Kvi‡Y N‡U‡Q|

wgZvjx (2010 : 65-67) wj‡L‡Qb, Dwbk kZ‡Ki wØZxq, ZZxq I PZz_ ‘k‡Ki evbv‡bi MwZ-cKwZ we‡klY K‡i †‘Lv hvq, GKB mg‡qi wewfb wel‡qi Mšw‘, GgbwK cwÎKv‡ZI †gvUvgwU GKB evbvb AbymiY Kiv n‡q‡Q| GB ms¯ZvbyMvix GKiƒcZv iÿvi †ÿ‡Î gÍ‡Yi e‡ov fwgKv i‡q‡Q| G e¨vcv‡i we‡klfv‡e wbfi Kiv n‡q‡Q Awfav‡bi Dci| †mB mgq m‡PZbfv‡e †jLvi

g‡a¨ Zrmg kã c‡qv‡Mi Dci MyiæZ¡ †‘qv n‡”Q| kãmyZvB bq, Zrmg k‡ãi evbv‡b K‡Vvi fv‡e ms¯‹…Z-Abymvix bxwZ gvbv n‡”Q| GB ceYZv cieZxKv‡j we‘¨vmvMixq mvaybxwZ‡Z Avi I msMwVZ n‡q‡Q|

G mgq enye¨vKiY I Awfavb MÖš' iwPZ nq †hMy‡jvi gy‡L¨ D‡Ïk¨ wQj ÔhvewbK fvlvÕi cwie‡Z mvayfvlvi evbvb I e¨envi m¤ú‡K mvaviY gvbyl‡K AewnZ Kiv‡bv| ivgP›‘ we‘¨vevMxk Zui *বজ্গাভাষাবিধান* (1817) M‡š'i fwgKvq Rwb‡q‡Qb, ¯‡‘kevmxiv ‘wjjcÎ †jLvi mgq mvayfvlvi Afve †eva K‡ib| GB Afve ‘~i Kivi Rb¨ wZwb ms¯‹…Z.†_‡K AvMZ cPwjZ me evsjv kã msMn K‡i Zv‡‘i g~j I cwZkãmn GB Awfavb m•Kjb K‡i‡Qb| GB Awfav‡bi mvnv‡h¨ k‡ãi kï evbvb I Zvi A_©vb mnRZi n‡e| GB fwgKv †_‡KB †evSv hvq, †mB mgq Zrmg k‡ãi kï evbvb m¤ú‡K AewnZ Kiv‡bv‡Z mgKvjxb Awfavb M‡š'i we‡kl fwgKv wQj|

1838 wL÷v‡ã kxivgcyi wgkb †cm †_‡K Rq‡Mvcvj ZKvj•Kv‡ii *বজ্গাভিধান* cKvwkZ nq Ges 1839 wL÷v‡ã (A_vr 1246 e•Mv‡ã) kxivgcyi QvcvLvbv †_‡K njai b¨vqi‡Zi I *বজ্গাভিধান* cKvwkZ nq| GB M‡š'i fwgKvq ejv n‡”Q :

> GB e•MfvlvmsµvšÍ †h mKj ms¯‹…Z.fvlvi cPvi Av‡Q †mB mKj cwm× kã GB e•Mfvlvi Zver †evaMg¨ A_P meŸ`v e¨env‡ivchy³ wKšÍyH mKj kã kyׇc wjL‡b I D”Pvi‡Y ms¯‹…ZvbwfÁ wewkó welwq †jv‡Ki g‡b m‘v m‡›`n R‡b¥ Z‡Ïvl cwinviv_ e•MfvlvmsµvšÍ ms¯‹…Z.kã mKj msKjb ceK e•Mwfavb bvgK cȳK msMn Kwiqv gy`ªvwKZ Kiv hvB‡Z‡Q| (D×Z, wgZvjx 2010 : 67)

GB Awfav‡b k‡ãi A_ wb‡‘k Kiv †bB; kãmyA-Kviwi‘ eYvbµ‡g ms¯‹…Zg~jK kã mvRv‡bv Av‡Q| mȳivs †evSvB hv‡”Q kï evbvb m¤ú‡K AewnZ Kiv‡bvB GB Awfavb cYq‡bi D‡Ïk¨ wQj| GQvov 1838 wL÷v‡ã (1245 e•Mv‡ã) kxivgcyi †_‡K gy`ªZ nq Rq‡Mvcvj ZKvj•Kvi m•KwjZ *পারসীক অভিধান*| GKB mgq msev‘ cÖfv‡›`v‘q h‡š¿ gy`ªZ nq bxjKgj gy¯Ívdxi *পারস্য ও বজ্গীয় ভাষাবিধান*| Awfavb `ywUiB D‡Ïk¨ ÔhvewbK fvlvÕ mwi‡q †mLv‡b †MŠoxq mvayfvlvi cwZôv|

kãmyAwfavb bq, G mg‡q A‡bK e¨vKiY MÖš'I iwPZ n‡q‡Q, hv evsjv fvlv‡K ms¯‹…Z-Nwbô Kivi cwµqvi ga¨ w`‡q evsjv evbvb‡K ms¯‹…Z.Av`‡ki Abyvgx K‡i Zz‡Z cfweZ K‡i‡Q| Gi g‡a¨

*Dhaka University Institutional Repository*

D‡jL‡hvM¨ eRwK‡kvi M½¨ßi *বঙ্গভাষা ব্যাকরণ* (1804), fMe"P›' iwPZ *বঙ্গসাধুভাষায় ব্যাকরণ সার সংগ্রহ* (c_g ms¯‹iY 1840, wØZxq ms¯‹iY 1845)| wØZxq M‡š'i fwgKvq †jLK Rvbv‡"Qb, ÒAci fvlv cwinvi ceŸK ms¯‹Zvbyhvqx e•Mmvayfvlv e¨envi‡_ GB e¨vKiY mvimsMÖn bvgK Mš' c¯'Z Kiv †Mj|Ó (fwgK 2q ms; D×Z, wgZjx 2010 : 68)|

Awfavb I e¨vKiY Mš' QvovI IB mgq enyQvÎcvV¨ evbvb-Mš' (Spelling Book) iwPZ n‡q‡Q| 'x‡bkP›' †m‡bi *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (2q LÐ) M‡š' D‡jwLZ jO mv‡n‡ei evsjv MšZvwjKvq evsjv †¯úwjs eyKi 'xN ZvwjKv cvIqv hvq| GB ZvwjKv Abyhvq‡i 1816 †_‡K 1845 mv‡ji g‡a¨ 36wU evbvb-eB cKvwkZ n‡Z †'Lv hvq| evbvb-msµvš GB ai‡bi eB‡qi msL¨waK¨ †_‡K †evSv hvq, evsjv evbvb‡K wewae× Kivi Rb¨ GKUv cwZôvwbK D‡'¨vMI Dwbk kZ‡Ki gvSvgwS mg‡q †ek msMwVZ n‡q DVwQj| G mgq ms¯‹ZNwbô evsjv †jLvi ceYZvI M‡o I‡V| G‡Z Zrmg k‡ãi evbv‡b mgZv Avm‡jI Z™¢e I we‡'wk k‡ãi evbv‡bi gvbwqZ ie ZLbI jÿ Kiv hvq bv| hw'I Z™¢e k‡ãi c‡qvM Zzjbvgj‡K fv‡e Kg; ZeyImLv‡b wKQzwKQz †ÿ‡Î Am•MwZ aiv c‡o|

**৪.৩.২ তৎসম শব্দের বানান**

Zrmg k‡ãi evbvb ms¯‹Zvbyhvqx nIqvq †mB mgq weåvwš' A‡bK Kg wQj, G K_v c‡eB D‡jL Kiv n‡q‡Q| Z‡e Bb-fvMvš k‡ãi †ÿ‡Î †Kv_vI n¯ B, †Kv_vI 'xN C-i c‡qvM jÿ Kiv hvq| G e¨vcv‡i wewfb Mš' I cwÎKvq Bb-fvMvš k‡ãi c‡qvM ch©‡eÿY Ki‡j GKwU mƒ aiv c‡o : Bb-fvMvš kã mvaviYZ †hLv‡b we‡kl¨ ev we‡klY i‡c e¨en,Z n‡q‡Q †mLv‡b C-Kvi n‡q‡Q| wKšyBb-fvMvš kã wefw³hy³ n‡j ms¯‹Z.wbqg-Abyhvq‡i Zv‡Z B-Kvi hy³ n‡q‡Q| †hgb : ¯vgx wKšy ¯wg‡K; cÿx wKšycwÿi| ms¯‹Z‡K Abyhi‡Yi GB ceYZv GZB K‡Vvi wQj †h, Bb-fvMvš kã wefw³hy³ we‡k‡l¨i we‡klY n‡j †mLv‡bI †mB we‡kl‡Y B-Kvi hy³ n‡Z †'Lv hvq|

wgZvjx (2010 : 71) wj‡L‡Qb, Z‡e GB ceYZv †h Dwbk kZ‡Ki †kl chš wQj Zv bq| wewfb mg‡qi Mšw' I cwÎKv †_‡K cvIqv D'vni‡Yi wfwË‡Z Bb-fvMvš Zrmg k‡ãi i‡ci cwieZb Av‡jvPbv Kiv †h‡Z cv‡i| jÿ Kiv hvq, GKB Bb-fvMvš kã †Kv_vI B, †Kv_vI C w'‡q †jLv n‡"Q| kyaygvÎ Mš' bq, Pwjk I cÂv‡ki 'k‡Ki weL¨vZ cwÎKvMy‡jv‡ZI Bb-fvMvš k‡ãi evbv‡bi gvb¨vqb‡K †K›' K‡i GB Aw¯iZv aiv c‡o| Bb-fvMvš kã wefw³hy³ n‡j, A_ev wefw³hy³ we‡k‡l¨i we‡klY n‡j Zv B-Kvi w'‡q †jLvi †h ceYZwU c_gw'‡Ki Mšw' ev cwÎKvq jÿ Kiv hvq, Zv Pwjk ev cÂv‡ki 'k‡Ki Mšw' ev cwÎKvq ZZ e¨vcKfv‡e jwÿZ nq bv| †m mgq GB

ceYZvi cvkvcvwk e¨wZµgx ‘ףvš A_vr wefw³hy³ Bb-fvMvš kã C-Kvi hy³ K‡i †jLvi ceYZvI enyÿ‡Î jÿ Kiv hv‡”Q| G †_‡K ¯úó nq, Bb fvMvš k‡ãi evbvb m¤ú‡K mybw‘ó Av‘k ZLbI M‡o I‡Vwb – mijxKZ.GKiecxKi‡Yi ceYZv ‘vbv evawQj †Kej| Z‡e I‡Ui ‘k‡Ki KvQvKwQ mg‡qi wewfb M‡ši evbvb we‡kIY K‡i wgZvjx fÆvPvh †‘‡L‡Qb, GB GKiecxKi‡Yi ceYZwU µgk w¯ixKZ.n‡q DV‡Q|

I‡Ui ‘k‡K †‘Lv hv‡”Q, ew•KgP›‘ P‡Ævcva¨v‡qi †jLvq Bb-fvMvš k‡ãi evbvb‡K wefw³hy³ †nvK ev bv †nvK, C-Kvi w‘‡q †jLv n‡”Q| mgKvjxb Ab¨vb¨ †jL‡Ki iPbv‡ZI Bb-fvMvš k‡ãi C-Kvivš evbvb jÿ Kiv hvq| †gvUvgyU I‡Ui ‘kK †_‡KB Bb-fvMvš k‡ãi evbv‡bi GKwU mybw‘ó ie Pvjyn‡q wM‡qwQj| Aek¨ I‡Ui ‘k‡Ki M‡š GB cwieZb e¨vcKfv‡e jÿ Kiv †M‡jI IB mg‡qi wKQzwKQzcwÎKv‡Z Bb-fvMvš k‡ãi evbv‡b GKieZv †‘Lv hvq bv| we‘¨vmvM‡ii iPbv‡ZI GB cfve jÿ Kiv hv‡e| we‘¨vmvM‡ii c_g w‘‡Ki iPbvq (†hgb, *বেতাল পঞ্চবিংশতি*) Bb-fvMvš kã-msµvš c‡ev³ wbqg K‡Vvifv‡e Abym„Z n‡Z †‘Lv hvq| wKšyI‡Ui ‘k‡Ki ci †_‡K Zvi †jLvi †h ms¯iYM‡jv cvIqv hv‡”Q, †m‡ÿ‡Î Bb-fvMvš kã wefw³hy³ †nvK ev bv †nvK, me †ÿ‡Î C-Kvi †‘Lv hvq| mËi I Awki ‘k‡Ki wewfb cwÎKvi evbvb we‡kIY Ki‡j jÿ Kiv hvq, Bb-fvMvš kã AwaKvsk †ÿ‡ÎB C-Kvi w‘‡q †jLv n‡”Q| Z‡e GB ceYZv mgKvjxb M‡š †hgb cvIqv hv‡”Q, IBiKg mee¨vcK bv n‡jI cwÎKv‡ZI †h GB ceYZv evo‡Q Zv †evSv hvq|

**৪.৩.৩ বিদেশি শব্দের বানান**

Dwbk kZ‡Ki wewfb Mš I cwÎKvi evbvb we‡kIY K‡i wgZvjx (2010 : 69-70) †‘wL‡q‡Qb, we‡‘wk k‡ãi evbv‡b ZLb †Kv‡bv gvb¨ Av‘k wQj bv| we‡‘wk k‡ãi evbv‡b GB wek„Ljv cieZxKv‡ji cÎcwÎKv I M‡šI e¨vcKfv‡e jÿ Kiv hvq| Z™e I we‡‘wk Dfq †ÿ‡ÎB evbvb-weåwši GKwU eo KviY k‡ãi mwVK D”PviY m¤ú‡K mskq| GQvov mnwjwc (allograph)-i hv_v_¨ m¤ú‡K weåwšI evbv‡b ˆewPÎ¨ NwU‡q‡Q|

**৪.৪ বিভিন্ন ব্যক্তির প্রস্তাব**

n¨vj‡nW (1778)-B c_g evsjv e‡Yi AwaK¨, web¨v‡mi RwUjZv I D”Pvi‡Yi ‘yn-Zv m¤ú‡K gše¨ K‡ib| ms¯ZvbyM eycwËwbfi evbvbI G mgq †_‡K Pvjynq|

*বেঙ্গাল হেরাল্ড* cwÎKvq ‘An Important reform in the Bengali Alphabet’ bv‡g 1838 wL÷v‡ã †h †jLwU Qvcv nq, †mwU‡K evsjv eYgvjv ms¯v‡ii c_g c¯ve e‡j aiv hvq| G‡Z Ggb wKQzeY

eR‡bi c¯ve Kiv nq – hvi m‡•M cieZx mg‡q Kvi I Kvi I hy³ wg‡j †M‡j I, AvRZK Zvi Lgy mvgvb¨B cwiewZZ n‡q‡Q| evsjv eYgvjvi µg-ievši I cwieZ‡bi avi wve‡kl‡Yi Rb¨ Avgiv hw' n¨vj‡nW †_‡KI kyyKwi, ZeyGKB K_v c‡hvR¨ n‡e| A_vr, †'Lv hv‡”Q, Qvcvi Aÿ‡i evsjv eYgvjv chy³ nIqvi GZ eQi c‡iI cv_wgK Ae¯v †_‡K Gi ms‡hvRb-we‡qvRb I KvVv‡gv cwieZ‡bi e¨vcviwU †Zgb N‡Uwb| Z‡e G-welqK gZvgZ I c¯ve wjwLZ n‡q‡Q cPz – †hLv‡b cvi¯úwiK wm×všmgn mgvcwZZ cÿivcÿ nq bv; d‡j Z‡Ki †RiI Kv‡U bv|

QvcvLvbv Awe®‹v‡ii ci wjwci msL¨v-nvm I KvVv‡gv-fvebv wQj c_g g‡bv‡hv‡Mi †K›'| nyvqbv AvRv' m¤úw'Z *বাঙলা ভাষা* M‡š'i c_g L‡Ð Ôev•Mvjv eYgvjv ms¯vi Õ ce‡Ü GK AÁvZbvgv †jLK g†Z Awef Z n‡q‡Qb evsjv eYgvjvi bZb KvVv‡gv wbgv‡Y| GB ceÜKvi gÿYh‡š'i myeav-Amyeavi w'KwU gv_vq †i‡L eYgvjv-ms¯v‡i D‡'¨vMx n‡qwQ‡jb| G ai‡bi wjwci ms¯vi cKvivš‡i evbv‡bi cPwjZ KvVv‡gv‡KI bZbZ 'vb K‡i|

evsjv e‡Yi MVb I wbgvY‡Kšk wb‡q wek kZ‡K hviv wPšv K‡i‡Qb, Zu'i g‡a¨ †hv‡MkP›' ivqI GKRb| Zui c¯v‡ei we‡iwaZv K‡i mZxkP›' †NvI wj‡L‡Qb Ôev•Mjv kã, Z_v evbvb I wjLbmgm¨vÕ| jwjZKgvi e‡›'¨vcva¨vq ÔevYvb mgm¨vÕ wk‡ivbv‡g GK ce‡Ü D”PviYvbyvqx evbv‡bi mgm¨v Z‡j a‡i‡Qb| wZwb eo hy³ wnmv‡e †'wL‡q‡Qb AÂjMZ D”Pvi‡Yi cv_K¨‡K| gYx›'Kgvi †NvI (2005 : 362) wjL‡Qb, GZKvj evbvb-mgm¨vq msNI wQj cavbZ k‡ãi eyrcwË I D”Pvi‡Y| Gevi ZZxq cwZØ›Øx Dcw¯Z n‡q‡Q gÿY‡hvM¨Zv – A_vr mgm¨v RwUjZi n‡q‡Q| myyZv fv'yo (2005 : 298) Aek¨ ej‡Qb, h‡š'i c‡qvR‡b cvKwZK fvlv ev Zvi †jLvi Dcvq hw' cwieZb Ki‡Z nq Zvn‡j gvbly †Zv h‡š'i 'vm n‡q †Mj|

## ৪.৪.১ অজরচন্দ্র সরকার

1339 mv‡ji *প্রবাসী*i †cŠl, gvN I ˆPÎ msL¨vq avivevwnKfv‡e ARiP›' miKv‡ii Ôevsjv UvBc I †KmÕ ceÜwU cKwkZ nq| GB †jLvq wZwb evsjv UvBc I †K‡mi DcKwiZv, c‡qvRbxqZv I KvhKwiZvi w'K wb‡q wek' Av‡jvPbv K‡ib| GKBm‡•M gyv•K‡Yi wbwÏó †KZv (style); we‡klfv‡e evsjv k‡ãi evbvb, weivgwPý (punctuation) Ges cOw³, kã, †Q' I UvB‡ci g‡a¨ dvK (spacing) m¤‡ÜI wb‡'kbv †'b| wZwb g‡b K‡ib, evsjv UvBc I †K‡mi Avgy ms¯vi I cwieZb nIqv Avek¨K| G‡Z evsjv fvlvq gÿYKvh Abvqv‡m mym¤úb n‡e, LiP Kg n‡e Ges A'i fwel¨‡Z evsjv fv‡jv UvBcivBUvi, g‡bvUvBc I wj‡bvUvBc †gwkb cewZZ n‡q gÿYKv‡h hyvši Dcw¯Z n‡e|

ARiP›‘ miKvi (2007 : 1) wj‡L‡Qb, m¤eZ 1778 wL÷v‡ã evsjv UvB‡c c_g evsjv eB nvjnq wj‡Z Qvcv nq|[3] GB M‡ši Rb¨ Pvjm DBjwKÝ kxivgcy‡ii cÂbb KgKvi‡K w‘‡q †h evsjv UvBc ˆZwi K‡i †bb, †mwU m¤eZ Kv‡V †Lv‘vB Kiv n‡qwQj| Gi cvq Pwjk eQi c‡i A_vr Dwbk kZ‡Ki kyiæZ gvkg¨vb I kxivgcy‡ii Ab¨vb¨ wgkbwiMY KZ,K evsjv UvB‡c gwmK I mvßwnKcÎ gy`Z n‡Z \_v‡K| 1818 wL÷v‡ã *দিগ্দর্শন* gwmK cwÎKv Ges mvßwnK *সমাচার-দর্পণ* cKwkZ nq| kxivgcy‡ii g‡bvni KgKvi GB c\_g wmmvi UvBc †Lv‘vB K‡i †‘b| *বর্ণপরিচয়* (wØZxq fvM) gy`Z Kivi mgq CkiP›‘‡K evsjv UvBc I †K‡mi Av‘¨š ms¯‹vi I cwieZb mvab Ki‡Z nq| enmsL¨K hy³vÿi UvBc bZb mwó Ki‡Z nq; †K‡mi AvKvi I aib e‘wj‡q hvq Ges †K‡mi g‡a¨ UvBc-ms¯vcb we‡klfv‡e cwiewZZ nq|

ARiP›‘ (2007 : 3) Rvbv‡”Qb, †hv‡MkP›‘ ivq-mn K‡qKRb hy³vÿi UvB‡ci AvKwZ cwieZb Kivi Rb¨ e×cwiKi n‡qwQ‡jb Ges †KD †KD wb‡R‡‘i cÿ‡K Hme cwiewZZ hy³vÿi Pwj‡q‡Qb; †KDev ‘ywUv e-†qi †‘Lv‡‘wL wZbUv ômÔ Zzj w‘‡q GKUv m Pvjv‡bvi civgk w‘‡q‡Qb| iex›‘bv_ VvKzi wekfviZx †_‡K cKwkZ cÿ‡K G-Kv‡ii ( † ) A¨v D”PviY-¯‡j cv‡ki G-Kv‡ii ( † ) e‘‡j gv‡Si G-Kvi ( ‡ ) Pwj‡q‡Qb : ‡hgb, ‡hb BZ¨w‘; wKšyÔGKÕ ÔGKvKxÕ cfwZ k‡ãi D”PviY-wfbZv †evSv‡Z †Kv‡bv wPý c¯ve K‡ibwb| ARiP›‘ ej‡Qb, hw‘ G-Kv‡ii ( † ) A¨v D”PviY †evSv‡bvi Rb¨ †Mvovi G-Kv‡ii ( † ) e‘‡j gv‡Si G-Kvi ( ‡ ) Pvjv‡bv nq, Zvn‡j †Mvj‡hvM Avii evo‡e Ges mgq A‡bK †ewk LiP n‡e| ZvQvov wZwb hy³ w‘‡q †‘Lv‡”Qb, cwðge‡•Mi †jv‡Kiv †hme RvqMvq G-Kv‡ii ÔA¨vÕ D”PviY K‡ib, †mme RvqMvq cee‡•Mi †jv‡Kiv ¯úó K‡i ÔGÕ D”PviY K‡ib|

evsjv UvBc I †Km m¤ú‡K Av‡jvPbv kyiæKivi Av‡M ARiP›‘ Rwb‡q ivL‡Qb, GKwU evsjv †K‡mi g‡a¨ 474wU wewfb cKv‡ii UvBc, 49wU wewfb wPý, msL¨v, †¯úm cfwZ Ges 40wU ÔKibÕ[4] (kerned) UvBc – †gvU 474 + 49 + 40 = 563 cKv‡ii iKgwi UvBc _v‡K| UvBcMyjvi mswÿß cwiPq I wewfb cKvi-msL¨v Zzj a‡i‡Qb wZwb :

| | টাইপের পরিচয় | বিভিন্ন প্রকারের সংখ্যা |
|---|---|---|
| (1) | A B cfwZ ¯^i | 14 |
| | w x cfwZ | 19 |
| | s t b-djv, e-djv cfwZ | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| K K Ges K-†q ¯ i I e¨Äb-hy³ | 17 | |
| L Ges L-†q ¯ i I e¨Äb-hy³ | | 5 |
| M M Ges M-†q Ó | 13 | |
| N Ges N-†q Ó | 6 | |
| O Ges O-qvq Ó | 11 | |
| P P Ges P-†q Ó | 8 | |
| Q Ges Q-†q Ó | 3 | |
| R Ges R-†q Ó | 9 | |
| S Ges S-†q ¯ i-hy³ | 2 | |
| T Ges T-q ¯ i I e¨Äb-hy³ | 7 | |
| U U Ges U-†q Ó | 9 | |
| V V Ges V-†q Ó | 5 | |
| W Ges W-†q Ó | 4 | |
| X Ges X-†q ¯ i-hy³ | 2 | |
| Y Ges Y-†q ¯ i I e¨Äb-hy³ | | 13 |
| Y (cv‡k gvÎvhy³) | 1 | |
| Z r Ges Z-†q ¯ i I e¨Äb-hy³ | 16 | |
| _ Ges _-†q Ó | 3 | |
| ‘ ‘ Ges ‘-†q Ó | 21 | |
| a Ges a-†q Ó | 10 | |
| b b Ges b-†q Ó | 25 | |
| c c Ges c-†q Ó | 16 | |
| d Ges d-†q Ó | 4 | |
| e Ges e-†q Ó | 16 | |
| f Ges f-†q Ó | 8 | |
| g g Ges g-†q Ó | 20 | |
| h Ges h-†q ¯ ihy³ Ó | | 3 |
| i i †id Ges i-†q Ges †i‡d ¯ i I e¨Äb-hy³ | 41 | |
| j j Ges j-†q Ó | 14 | |
| k Ges k-†q Ó | 16 | |
| l Ges l-†q Ó | 25 | |
| m m Ges m-†q Ó | 32 | |
| n Ges n-†q Ó | 11 | |
| o Ges o-†q e¨Äb-hy³ | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | p ... ... | 1 | |
| | q Ges q-q¯i-hy³ | | 3 |
| | ÿ Ges ÿ-q¯i I e¨Äb-hy³ | 5 | |
| | -hy³ ¯i I e¨Äb Ges ‡hy³ | | |
| | e¨Äb-¯i-mgwšZ UvBc | 24 | |
| | | 474 | |
| (2) | cv‘UxKvi wPý | 9 | |
| | 1 2 cfwZ msL¨v Ges MwY‡Zi wPý | 24 | |
| | weivg- ev †Q‘- wPý | 11 | |
| | †¯úm | 1 | |
| | w_K †¯úm | 1 | |
| | †Kvqv‡iU | 1 | |
| | Gb †¯úm | | 1 |
| | Gg †¯úm | | 1 |
| | | | 49 |
| (3) | Kib (kerned) UvBc | 40 | |
| | †gvU : | 563 | |

GB 563 cKvi wewfb UvBc wb‡q evsjv †Km| Bs‡iwR eYgvjvq 26wU eY Av‡Q e‡U, wKšyUvB‡ci c‡Z¨K †K‡m cwZ UvBc eo (CAPITAL), gvSvwi (SMALL CAPITAL) Ges †QvU (lower case type) – GB wZb †mU _v‡K e‡j Ges msL¨v, †Q‘ †¯úm cfwZ.wPý wb‡q Bs‡iwR †K‡m †gvU 160 cKvi wewfb UvBc _v‡K| evsjv †K‡m wewfb cKv‡ii UvB‡ci msL¨v 563, Avi Bs‡iwR †K‡m 160, A_vr Bs‡iwR †Km A‡cÿv evsjv †K‡mi UvBc-msL¨v mv‡o wZb MY †ewk|

ARiP›‘ jÿ K‡i‡Qb, evsjv †K‡mi g‡a¨ Ggb wKQzhy³vÿi i‡q‡Q †hMyjvi c‡qvM AwZ weij A_ev m¤ú~Y© AÁvZ; †hgb – ™a„a ›aŽ à ¶S ¶X e e y¯ BZ¨vw‘| GMyjv‡K wZwb ev‘ w‘‡Z e‡j‡Qb| GgbwK, ÔMÕ hy³vÿi‡K I ev‘ †‘qvi K_v ej‡Qb| ZLb ÔfMÕ †jLv n‡e ÔfMbÕ Avi ÔiyMÕ †jLv n‡e ÔiyMYÕ| GKBfv‡e wZwb g‡b K‡ib, evºvb, ev‡ºex, evºËv, w‘ºkb, w‘Mjq cfwZ.bv wj‡L evM‘vb, evM‡‘ex, evM‘Ëv, w‘M‘kb, w‘Mejq cfwZ.†jLv †h‡Z cv‡i| wKšys t u(P›‘we›‘)y

(nmwPý) Ges § Y ¨ cfwZ.djv – GB 10wU‡K ev' †'qvi Dcvq †bB| Gici ARiP›' GKUv ZwjKv w'‡q‡Qb †mBme UvB‡ci – †hMy‡jvi gj~eY A¯úó :

| | |
|---|---|
| ³ µ | 2 |
| ¸ » | 2 |
| ½ | 1 |
| Á | 1 |
| Â | 1 |
| Æ | 1 |
| Ð | 1 |
| Ë Ì Î Ë Îæ Îÿ | 6 |
| × 'æ, 'ÿ | 3 |
| aæ, aÿ | 2 |
| š Ü š | 3 |
| cæ cÿ | 2 |
| ä eæ, eÿ | 3 |
| å åæ åÿ | 3 |
| iæ iÿ | 2 |
| ï kæ kÿ | 3 |
| ò | 1 |
| ¯ ¯ ¯æ ¯ÿ | 4 |
| û ü ý þ | 4 |
| ÿ | 1 |
| †gvU : | 46 |

ARiP›' miKvi g‡b K‡ib, GB 46wU UvB‡ci ic e'j Ki‡j ÿwZ †bB, eis wkÿv_x‡'i evbvb wkÿvq myeav n‡e|

MYRiwU fvlvi Ges wnw›' fvlvi UvBc, †Km I evbv‡bi Avgj~ ms¯‹vi mwaZ n‡q‡Q| cwÐZ Zvivcÿ©lqvjvi Kj¨v‡Y MYRiwU fvlvi g‡bvUvBc †gwkb cewZZ n‡q‡Q| wf. Gm. Avc‡Zi ms¯‹Z-Bs‡iwR Awfav‡b chš 0 T Y b Ges g – GB cuPwU Abyb¨wmK e‡Yi ¯v‡b Aby¯vi (s) Pwj‡q †'qv n‡q‡Q| AnsKvi, AÂj, AÐ, Aš, A¤i cfwZ.kã h_vµ‡g AnsKvi, AsPj, AsW, AsZ, Asei gy'Z n‡q‡Q; A_vr hy³vÿ‡ii Av'¨e¨Äb †hLv‡b 0 T Y b g Av‡Q, †mLv‡b webv-e¨wZµ‡g H cuPwU Abyb¨wmK e‡Yi cwie‡Z Aby¯vi e¨enZ n‡q‡Q| ARiP›' ej‡Z Pvb, hy³vÿ‡ii cwie‡Z

Aby¯v‡ii GB eny¨ c‡qv‡M gý¨YKv‡hi AvkvZxZ mvdj¨ eav n‡q‡Q – UvB‡ci msL¨v nvm †c‡q‡Q, evbv‡bi wefÖwIKv K‡g †M‡Q Ges KvMR-Kwj-mgq Kg jvM‡Q|

ARiP›‘ B"Qv‡cvIY K‡i‡Qb, evsjv fvIvi Rb¨ †Kej evsjv fvIvq e¨enZ hy³ I Ahy³ UvBcMy‡jv‡K wb‡q evsjv †Km bZzb K‡i mvRv‡bv n‡e Ges evsjv fvIvi g‡a¨ ms¯'Z.†kvK D×vi Kivi Rb¨ GKwU ¯Zš¿ †QvU †K‡mi ceZb Kiv n‡e| wZwb GKBm‡•M g‡b K‡ib, evsjv UvB‡ci Avgj ms¯'vi Ki‡Z n‡j evsjv fvIvi g‡a¨ cPwjZ ms¯'Z„ Z™¢e, †‘kR Ges we‡‘wk k‡ãi evbvb wVK K‡i wb‡Z n‡e| KviY, evsjv fvIvq e¨enZ hveZxq k‡ãi evbvb wVK n‡q †M‡j †evSv hv‡e, evsjv †K‡mi g‡a¨ †Kvb UvBcMy‡jv _vKv ‘iKvi, †Kvb UvBcMy‡jv bZzb evbv‡bv ‘iKvi, Avi †Kvb UvBcMy‡jv eRb Kiv ‘iKvi|

৪.৪.২ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

cevmx‡Z cKwkZ ARiP›‘ miKv‡ii Ôev•Mvjv UvBc I †KmÕ kxIK avivewnK ceÜwUi cwi‡cwÿ‡Z †hv‡MkP›‘ ivq Av‡iKwU ceÜ †j‡Lb| Ôev•Mvjv AÿiÕ bv‡g GwU Qvcv nq *প্রবাসী*i dvêy 1339 msL¨vq|

†hv‡MkP›‘ (2007 : 27) e‡j‡Qb, KZMy‡jv UvBc n‡j GK ÔmvUÕ n‡Z cv‡i †mUv gý¨vKv‡ii fvebvi welq| wKšyKZMy‡jv Aÿ‡ii c‡qvRb, Zvi GKUv ZvwjKv w‘‡q‡Qb wZwb –

| | | |
|---|---|---|
| ¯ie‡Yi Rb¨ | : A Av B C D E F G H I J AuAs At | = 14wU |
| e¨Ä‡b Rb¨‡Z | : - v w x y~ „ † †v †Š | = 12wU |
| ms¯'Z.wjL‡Z | : jß A-Kvi, «, 9 | = 3wU |
| e¨Äbvÿi Aš‡t¯ ev‡‘ K †_‡K ÿ | | = 33wU |
| Á, ò, o, p, q | | = 5wU |
| | †gvU : | 64 wU |

ms¯'Z.wjL‡Z Aš‡t¯ e ‘iKvi| ms¯'‡Zi Rb¨ AwZwi³ 5wU eY c„_K GKwU †Lv‡c _vK‡Z cv‡i| wZwb ej‡Qb, ms¯'‡Z Aš‡t¯ e Acwinvh; wKšyevsjv k‡ãi eÿcwË wePv‡i Aš‡t¯ e Avek¨K bq| evsjv UvB‡ci mv‡U ব^Zwi K‡i wb‡j mgm¨v _v‡K bv| Aš‡t¯ e-wUi cÖyiÿvi n‡j e-djvi D"PviY Avm‡Z cv‡i| nIqv, LvIqv BZ¨vw‘ nব v, Lব v wjL‡Z cviv hv‡e|

†hv‡MkP›‘ e‡jb, evsjv evbv‡b eüKv G-Kvi Avek¨K nq bv; wKšy†KD †KD eüKv G-Kvi‡K ÔeüKvÕ bv K‡i ¯w¯ cvb bv| we‡kl †ÿ‡Î eüKv G-Kvi Avek¨K nq| †jLK ‡ Dwë‡q wb‡q‡Qb| G‡Z GKB AvKv‡i k‡ãi kÿy‡Z I g‡a¨ em‡Z cv‡i| bZzb UvBc ‘iKvi nq bv : KU, c b| bZzb UvBc Ki‡j †evanq Avi I fvj|
e¨Äbvÿi ÿ ev‡‘ 33wU| nmwPýZ UvBcI 32wU ivL‡Z nq| G‡Z e¨Äbvÿi wØMÿ n‡q hv‡”Q| wKšyA-Kvivš e¨Äb hZ jv‡M nmš e¨Äb ZZ jv‡M bv| nmš UvBc bv ivL‡jI Pj‡Z cv‡i| Zuì c¯ve, Òme e¨Äb UvBc KwiYZ I ¯vqx KivB‡Z cwi‡j cig jvf nB‡e|Ó nmwP‡ýi wecixZ A-Kvi wPý| †jL‡Ki c¯ve ºwPý †‘qv hvq| †hgb – we le,ÿ bq, wel0eÿ|

gvivVx †jL‡Kiv e¨w³evPK bv‡gi Av‘¨ÿi †gvUv K‡ib : ÔwRgvjq wngvjq e‡U|Õ Bs‡iwRi Abyk‡iY hgvjq Qvc‡Z cvi‡j wkkÿ ev‡K¨i A_ c‡f‘ Ki‡Z cvi‡e e‡j wZwb g‡b K‡ib|

## দুই

Gi Av‡M প্রবাসীi KwZK, 1316 (1909 wL÷vã) msL¨vq †hv‡MkP›‘ iv‡qi Ôev0Mjv AÿiÕ ceÜ cKwkZ nq| GB ce‡Ü †hv‡MkP›‘ (1984 : 523) ej‡Qb, evsjv fvlvq hZMyjv eY Av‡Q, ZZMyjv c„K aŸwb †bB| wZwb ev‘ w‘‡Z Pvb ÔCÕ Ges ÔEÕ eY‘yÕ‡K| hy³ wnmv‡e †‘Lv‡”Qb, evsjv k‡ãi †gšwLK i‡c n¯ I ‘xN D”Pvi‡Y c‡f‘ cvq †jvc †c‡q‡Q| ÔOÕ Ges ÔTÕ-Gi D”PviY I weKZ. n‡q Ab¨ e‡Yi D”Pvi‡Yi g‡Zv n‡q †M‡Q| d‡j GB ‘yÕ‡KI wZwb evB‡i †i‡L‡Qb|

†ev¤vB I Kwk‡Z Qvcv ms¯‹Z.eB‡qi D‘vniY †U‡b ej‡Qb, O T Y b g GB cuP Abybvwm K e‡Yi ms‡hv‡Mi mgq †jLvq ceeZx e‡Yi gv_vq GKwU we›‘y †‘qv _v‡K| Zv‡Z co‡Z ev eS‡Z Kó nq bv| GKB fv‡e evsjvq A•K, MÄbv, KÉ kãMyjv †jLv DwPZ G fv‡e : A0K, M0Rbv, K0V| b Ges g – GB ‘yÕ eY wZwb ivL‡Z Pvb hy³vÿ‡i| KviY GMyjvi D”PviY hy³vÿ‡i weKZ.nq bv|

F (= i+B), H (= AB), J (= AD) – GMyjv‡K wZwb eYgvjv †_‡K mwi‡Z Pvb| Y (= b), h (= R), Aš—¯ e (= eMxq e) – GB wZbwU‡KI Abvek¨K ej‡Qb (eÜwb‡Z †evSv‡bv Kvi‡Yi Rb¨)| wZwb wjL‡Qb, ÒBs‡iRxi †‘vl Avek¨K Aÿ‡ii Afve; ev0Mjvi †‘vl Abvek¨K Aÿ‡ii m‘fve|Ó (†hv‡MkP›‘ 1984 : 525)

evsjv KviwP‡ýi bvbv ie‡f` GB cwÐZ‡K fwe‡q‡Q| wZwb D‡`vniY w`‡q †`wL‡q‡Qb, GK D-Kv‡ii cÖ iKg AvKvi Ges F-Kv‡ii `ß iKg AvKvi| Avevi hy³vÿ‡i K-Gi wZb iKg, M-Gi `ß iKg Ges O-Gi wZb iKg AvKvi| GB AvKvi-wewfbZv‡K wZwb GKiƒ w`‡Z Pvb|

ÿ, Á, ò – GB wZbwU‡K wZwb c„_K Aÿi wnmv‡e †i‡L w`‡Z Pvb| h-djv (¨), i-djv ( ) Ges †id ( )-†K I ev` †`qvi Dcvq †bB|

gj-e‡Yi AvKv‡ii I †hv‡MkP‡›`i c¯ve i‡q‡Q| wZwb ej‡Qb fv‡jv Aÿ‡ii wKQzjÿY Av‡Q – (1) †h Aÿi Kj‡gi GKUv‡b †jLv hvq A_vr KvMR †_‡K Kjg Zz‡Z nq bv, (2) †h Aÿ‡ii gva¨‡g Ab¨ Aÿ‡ii åwš NUvi m¤¢vebv †bB; (3) †h Aÿi †Pv‡L cxob NUvq bv|

e I i-Gi aŸwb‡Z †Kv‡bv mv`„k¨ †bB, wKšyAvKv‡i GK| W I o wKsev X I p-Gi †ÿ‡Î M‡eI‡Ki AvcwË †bB; †h‡nZzW I X-Gi MÖyÿD”PviY o I p| wKšye-Gi MÖyÿD”PviY ÔiÕ bq| Avevi h I q-Gi D”PviYI wfb| d‡j i I q-Gi AvKwZ. cwieZ‡bi Rb¨ bvMwiwjwc ev Avmwgwjwci mvnvh¨ wb‡Z e‡j‡Qb; wKsev bZzb eY ˆZwi Ki‡Z e‡j‡Qb| GKB AvKwZ.i wfb aŸwb‡`¨vZK G Î Ges I Ë – GB eYMyjvi I cwieZb †P‡q‡Qb|

Avevi e¨Ä‡bi m‡•M hLb KviwPýMyjv _v‡K, †mMyjv‡K aŸwb‰eÁwbK `wó‡KvY †_‡K †hv‡MkP›` Wv‡b †jLvi Rb¨ bZzb cZxK D™veb Ki‡Z e‡j‡Qb|

evsjv Aÿ‡ii ms¯«vi Kv‡Ri Rb¨ wZwb bvMwiwjwc‡K Av`k gvb‡Z Pv‡”Qb| evsjv Aÿ‡ii AvKwZ. †KvYvKwZ. bv K‡i bvMwii AbyKi‡Y †MvjvKwZ. Ki‡Z Pv‡”Qb| hy³ wnmv‡e ej‡Qb, Avgv‡`i nv‡Zi †jLvq Aÿ‡ii †KvY †Mvj n‡q hvq| ZvQvov †KŠwYK AvKwZ. †Pv‡Li cxov †`q, †MvjvKwZ. †mŠ›`h eyw× K‡i|

hy³vÿ‡ii †ÿ‡Î ej‡Qb,Òbx‡P bx‡P `ß wZbwU e¨⁰Rb emvB‡Z †M‡j `ß GKUv Aÿi AZ¨š †QvU nBqv c‡o| Giƒ m_‡j bx‡P bx‡P bv emvBqv cv‡k cv‡k Rvoqv †`Iqv fvj|Ó (†hv‡MkP›` 1984 : 528)|

ÔweeZ GÔ aŸwbi Rb¨ c„K e‡Yi c‡qvRb †bB e‡j g‡b K‡ib wZwb| Aÿi-msL¨v Kgv‡bvi Rb¨ evbvb‡K mnR Kivi mycvwik K‡i‡Qb Ges Abvek¨K Aÿi ev' w'‡Z e‡j‡Qb| d‡j C, E, F, H, J-Gi g‡Zv Y, h – Gme eYI ev' hv‡e|

তিন
ভারতবর্ষেi fv' 1338 (1931 wL÷vã) msL¨vq †hv‡MkP›' ivq we'¨wbwai Ôevsjv kã I evbvbÔ wk‡ivbv‡g Av‡iKwU †jLv cKwkZ nq (wgZvjx 2010 : 115)|

†hv‡MkP›' ivq e‡Yi Dc‡i¯ AvKwZi GKwU Aÿ‡ii c¯ve Ki‡Qb| k‡•Mi g‡Zv GB wPýwU w'‡q ÔClr BÔ eySv‡q‡Qb wZwb| A‡bK †jLK Aek¨ EaŸKgv w'‡q KvR Pvjvb; †hgb – KÔ‡i| †hv‡MkP›' e‡jb, K‡i, K-†i, †Kv-†i KLbI bq; K‡i wKsev K‡i¨|
Ggb, †hgb cfwZ k‡ã D"PwiZ ÔGÔ aŸwbi Rb¨ c„K Aÿ‡ii c‡qvRb Av‡Q e‡j wZwb g‡b K‡ib bv| Z‡e we‡'wk k‡ã aŸwbmvg¨ PvB‡j bZzb Aÿi evbv‡bv †h‡Z cv‡i e‡j Zvui AwfgZ| wKšy q¨v, G¨v †jLv wVK bq| Z‡e bvMwi ÔGÔ (ए) †bqv †h‡Z cv‡i| Z‡e hvB †nvK k‡ãi kyiæZ ev gv‡S GKBiKg n‡e| GQvov Bs‡iwR ÔzÔ ev evsjv ÔAšt¯ eÔ aŸwbi Rb¨I eY _vK‡Z cv‡i e‡j Zvui AwfgZ|

৪.৪.৩ সুধীর মিত্র
Ôevsjvfvlvi evbvb I gyYÔ wk‡ivbv‡g mya©xi wg‡Îi GKwU ceÜ Qvcv nq *বিচিত্রা*i dvêb, 1340 msL¨vq| wZwb Av-Kvi, B-Kvi BZ¨w' ¯‡ii wPý Ges h-djv, i-djv GB 'yB‡K gvÎ †i‡L e¨Äbe‡Yi wb‡P (we‡kI †h ¯v‡b mshy³ e¨Äb fvOv n‡"Q) nmwPý w'‡q †jLvi cÿcvZx; †hgb –

| | |
|---|---|
| KËe¨ civqY | = KiZe¨ civqY |
| ¯x | = mÎx |
| m¤§vb | = mggvb |
| k„Lj | = kÖLj |

mya©xi wgÎ e‡jb, †h Aÿ‡ii evg w'‡K nmwPý _vK‡e Zv cieZx Aÿ‡ii mv‡_ mshy³ K‡i D"PviY Ki‡Z n‡e| hy³vÿ‡ii Dcwi¯ eYwU nmš w'‡q Ges bx‡PiwU ¯ivš †i‡L wjL‡Z n‡e| †hgbv, †kvK = k‡jvK; evþY = evgnb; †K›' = †Kb'|

Ašt¯ e †Kv‡bv †Kv‡bv †ÿ‡Î mshy³ e¨Äb‡K wØZfv‡e D"PwiZ K‡i; †hgb, AwØZxq = AwÏZxq, Cki = Bkki| evbvb‡KI wZwb GiKg D"PviY-Abyhvqx ivL‡Z Pvb| Aek¨ Zvui c‡ei c¯ve Abyhvqx

GBme evbvb nIqv DwPZ – A‘w‘wZq, Bmmi| wKšyAvgv‡‘i e³e¨ nj, GZLwb cwieZb †PvL mB‡e wK-bv, wKsev †PvL mB‡j I †eva MnY Ki‡e wK-bv|

e¨Ä‡bi mv‡_ ¯‡ii Ges e¨Ä‡bi mv‡_ e¨Ä‡bi ms‡hvMKv‡j KZKMyjv e‡Yi AvKvi ev ie cwiewZZ n‡q hvq; †hgb, M + D = ¸; i + D = iæ; n + D = û; K + i = µ; f + i = å BZ¨vw‘| GiKg cwieZb DwV‡q w‘‡q e‡Yi AvKvi meÎ mgvb ivLvi c¯Íve Zùi| A_vr, GMyjv n‡e GiKg : MyiynyK, f BZ¨vw‘|

D-Kvi, F-Kvi, i-djv cfwZ. wPýMyjv Aÿ‡ii m‡•M hy³ K‡i UvBc XvjvB n‡q _v‡K – GiKg Kivi c‡qvRb †bB; c‡Z¨KwU UvBc Avjv‘v _vK‡e| Qvcvi mgq c‡qvRb-Abymv‡i ewm‡q w‘‡j Pj‡e, Zv‡Z wb‡P GKUzdvuK _vK‡j I mgm¨v †bB| hw‘ wbZvš Amyeav nq, wPýMyjv myeav g‡Zv e‘wj‡q †bqv †h‡Z cv‡i| i-djv ( ) GiKg bv wj‡L (0) we›‘wPý ev Ab¨ †Kv‡bv myeavRbK wPý w‘‡q Ki‡j ÿwZ Kx, GB ck Z‡zj‡Qb wZwb| gýYKv‡Ri Rb¨ wPý †hLv‡b cwieZb Ki‡j myeav n‡e, †mLv‡bB wZwb cwieZ‡bi cÿcvZx| Z‡e cwieZb Kivi †Kv‡bv c‡qvRb n‡e e‡j g‡b K‡ib bv wZwb; KviY ÔKibÕ UvB‡c v w ycfwZ. R‡yo †jLvi m‡yhvM i‡q‡Q| wZwb g‡b K‡ib, ÔKibÕ UvB‡c evsjv Qvcvi KvR Pj‡Z cv‡i|

ms¯‹‡Z ÔÿÕ-Gi D”PviY K + I -Gi g‡ZvB n‡q _v‡K; h_v j²x = jKIgx; evsjvq GiKg D”PviY cPwjZ †bB| evsjvq GUv cvPxbKvj †_‡K ÔLÕ-Gi g‡Zv Ges mgqvš‡i K + L -Gi g‡Zv D”PwiZ n‡q Avm‡Q; †hgb, ÿxY = Lxb; ÿZ = LZ, Pÿz= PKLy wkÿv = wkKLv| GB Abymv‡i ÔÿÕ-†K eYgvjv †_‡K ev‘ †‘qvi c¯Íve Ki‡Qb wZwb|

T-i mv‡_ R A_ev P-e‡Mi †Kv‡bv eY hy³ n‡j ÔTÕ b-Gi g‡Zv D”PwiZ nq; †hgb, AÂj = AbPj, AÄb = AbRb, jvÃbv = jvbQbv| AZGe Zùi c¯Íve, ÔTÕi cwie‡Z GiKg †ÿ‡Î ÔbÕ w‘‡q KvR Pvjv‡bv †h‡Z cv‡i| GiKg evbvb m¤‡Ü Kvi I AvcwË _vK‡j, ATPj, jvTQbv cfwZ. T-†Z nmwPý w‘‡q †jLv hvq wZwb ej‡Qb; wKšycö‡Z n‡e c‡ei wbqg-Abymv‡i eZgv‡bi g‡Zv T ¯v‡b ÔbÕ| wKšyR-Gi mv‡_ T hy³ n‡j e‡Yi AvKvi I D”PviY ‘yB-B e‘wj‡q hvq; myZivs R + T = Á-†K ¯Zš eY wnmv‡e eYgvjvq Ges UvBc‡K‡m ivLvB hy³ m•MZ| Gi D”PviY A‡bKUv wØZ Y-Gi g‡Zv; †hgb, weÁ = weMMµ AvaybK mwnwZ¨K‡‘i g‡a¨ †KD †KD[5] ÔwR‡ÁmÕ ¯v‡b wRM‡Mm wjL‡Qb, wKšymeÿÎ Á-†K ev‘ †‘qv m¤eci n‡e bv| †mRb¨ ¯Zš eY wnmv‡e eYgvjvq ivLvi cÿcvZx wZwb|

mgyxi (2007 : 47) e‡jb, evsjv eYgvjvq F Ges F-Kvi G ‘yÕwUi c‡qvRb Lye †ewk †bB| F Avgiv ÔwiÕ Gi g‡ZvB D”PviY Kwi – K‘wPr GKUzcv_K¨ nq| k‡ãi Awg‘‡Z F wb‡q †h-KwU ms¯‹Z.kã evsjvq G‡mwQj, AvR chš Zvi †ewk GKwU k‡ãI Avgiv F e¨envi Kwi bv| GgbwK Bs‡iwR river K_wU chš evsjv UvB‡c wjL‡Z n‡j Avgiv ÔFfviÕ bv wj‡L ÔwifviÕB wjwL| mgyZivs FY = wiY, FZz= wiZzGiKg evbvb Ki‡j aŸwbi w‘K w‘‡q ÿwZi KviY †‘‡Lb bv wZwb| F-Kv‡ii c‡qvM ¯‡jI wZwb i-djv w‘‡q †jLvi K_v ej‡Qb| Ôcwj_exÕ‡K Ôwcw_weÕ wjL‡j Abf¨vmekZ c_gZ GKUz‘wóKUz†VK‡Z cv‡i; wKšyjvf n‡e A‡bK – F Ges wi-Gi Ø›Ø wg‡U hv‡e|

Gici mgyxi wgÎ †‘wL‡q‡Qb, KZMyjv UvBc n‡j evsjv fvlv gyÝZ Ki‡Z cvi‡v hv‡e –

| | | |
|---|---|---|
| ¯ieY | A, B, D, F, G, H, I, J | = msL¨v 8 |
| ¯iwPý | v w y „ † ˆ Š | = ,, 7 |
| e¨ÄbeY | K, L, M, N, O ı P, Q, R, S, T ı<br>U, V, W, X ı Z, _, ‘, a, b\|<br>c, d, e, f, g ı i, j, n, m ı<br>s t uı o, p, q, ÿ, Á | = ,, 36 |
| e¨Ä‡bi wPý | h-djv, i-djv\| | = ,, 2 |
| | | †gvU msL¨v 53 |

F, F-Kvi T ev‘ w‘‡j I †id ivL‡j (53 + 1 Ñ 3) = msL¨v ‘uvovq me‡gvU 51

53wU UvB‡ci †h wnmve †‘qv nj Zvi g‡a¨ T-†K ¯”Q‡›‘ ev‘ †‘qv hvq e‡j wZwb g‡b K‡ib; KviY T Avgiv K‘wPr e¨envi Kwi Ges k‡ãi Awg‘‡Z †Kv_vI T †bB|

bvMwi‡Z †K ˆK †Kv †KŠ wjL‡Z h_vµ‡g के कै को कौ – GiKg wPý e¨enZ nq| wZwb e‡jb, evsjvq GiKg wPý cewZZ n‡j A‡bK mywea n‡e| Space ev ¯vb GKUzKg jvM‡e; ZvQvov †jLvi I mywea h‡_ó – GiKg cwieZb hy³ m•MZI e‡U| k‡ãi Wvb w‘‡K wPý _vKvq UvBc-ivBUv‡i Abvqv‡m UvBc Kiv hv‡e – KviY †hgb Av‡M D”PviY Kwi K, c‡i ewj I = †Kv, †Zgwb †Kv UvBc Ki‡Z Av‡M K c‡i I-Kvi wPý emv‡Z cvi‡v hv‡e Ges IB iKgB nIqv DwPZ| eZgvb e¨e¯v Abyhv‡i Av‡M G-Kvi, c‡i K Ges Zvic‡i Av-Kvi wPý ewm‡q Ô†KvÕ UvBc Kiv gvivZ¥K Amywea| †Zgwb B-Kvi‡KI cwieZb K‡i Wvb w‘‡K emv‡bvi e¨e¯v K‡i wb‡Z cvi‡j c_‡g nvm¨Ki †VK‡jI cwiYv‡g fv‡jv n‡e|

## ৪.৫ বাংলা অক্ষরের বৈশিষ্ট্য

n¨vj‡n‡Wi evsjv e¨vKiY (1778), †Kwii evsjv e¨vKiY (1801), ivavKvš — †`‡ei *জ্ঞানারুণোদয়* (1820), †Rgm wK‡_i *বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ* (1820), ivg‡gvnb iv‡qi e¨vKiY (1826) M‡š' gyjZ 50wU eY©wekó (34 e¨Äb + 16 ¯^i) eY©gvjv ms¯'Z.eY©gvjviB Abyiƒc| fMe"P›`ª wekvi`' *সাধুভাষার ব্যাকরণ* (1840)-G F-Kvi‡K `djvi g‡a¨ MY¨ K‡i‡Qb| eRwK‡kvi M‡ß¦i *বঙ্গভাষা ব্যাকরণ* (1839)-G `'wU wPý‡K ÔDceYÕ ejv n‡q‡Q|

### ৪.৫.১ স্বরবর্ণ

evsjwjwc‡Z eZ©gv‡b ¯^ie‡Y© 11wU Aÿi Av‡Q hv 7wU cavb ¯^i D"Pvi‡Yi Rb¨ e¨eüZ nq| GB mvZwU‡K †gŠwjK ¯^ieY© e‡j|

- evsjwjwc‡Z B Ges D D"Pvi‡Yi Rb¨ 2wU K‡i eY© e¨eüZ nq| ms¯'Z.fvlv †_‡K cfweZ e‡j ms¯'Z.fvlvi g‡ZvB evsjwjwc‡Z B Ges D D"Pvi‡Yi Rb¨ D"Pvi‡Yi ZviZ‡g¨i wfwË‡Z n¯^ (B Ges D) Ges `xN© (C Ges E) GB `yÕKg eY© e¨eüZ nq| wKšÍ AvaywbK evsjv D"Pvi‡Y n¯^ Avi `xN© D"Pvi‡Y †Kv‡bv cv_©K¨ †bB|
- hLb †Kv‡bv ¯^ieY© kã ev kãvs‡ki c_‡g e‡m A_ev Ab¨ †Kv‡bv ¯^ie‡Yi c‡i e‡m, ZLb Zv‡K Avjv`v eY© wnmv‡e †jLv nq| wKšÍ †Kv‡bv ¯^ieY© †Kv‡bv e¨Äbe‡Yi c‡i em‡j, ZLb wbw`ó wPý (ˆewkó¨mPK wPý) w`‡q G‡K cKvk Kiv nq| GB wPý‡K ÔKviÕ ejv nq| †hgb — ÔKÕ e¨Äbe‡Yi c‡i ÔGÕ ¯^ieY© em‡j ZLb ‡ wPý ev G-Kvi e¨eüZ n‡q Ô†KÕ †jLv nq|
- GB wbq‡gi GKgvÎ e¨wZµg nj A ¯^ieY©| GB e‡Yi †Kv‡bv wPý †bB; KviY GwU Ôce©wbawiZ mnRvZÕ ¯^ieY©|
- e¨Äbe‡Yi c‡i A ev †Kv‡bv ¯^ieY© bv _vK‡j e¨ÄbeY©wUi mv‡_ nmšwPý ( ) e¨envi Kiv nq, †hgb K|
- ঋ, ৯ Ges ৡ – GB wZbwU ¯^ieY© c‡e e¨eüZ n‡jI eZ©gv‡b G‡`i e¨envi †bB|

evsjv ¯^ie‡Yi ZvwjKv :

| স্বরবর্ণের স্বতন্ত্র আকার | বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন | স্বরবর্ণের স্বতন্ত্র আকার | বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন |
|---|---|---|---|
| A | | ঋ | ৃ |
| Av | v | ৯ | ৢ |
| B | w | ৡ | ৣ |
| C | x | G | ‡ |
| D | y | H | ‰ |
| E | ~ | I | ‡v |
| F | „ | J | ‡Š |

### ৪.৫.২ ব্যঞ্জনবর্ণ

- AvaywbK evsjv D”Pvi‡Y wKQz e¨Äbe‡Yi g‡a¨ D”Pvi‡Y cv_K¨ iBj bv; †hgb ÔbÕ (‘š¨ b), ÔYÕ (g~a©b¨ Y) Avi ÔTÕ (wTq/BO)|
- ÔkÕ (Zvje¨ k) Avi ÔlÕ (g~a©b¨ l) AvaywbK evsjv D”Pvi‡Y GKBiKg D”PwiZ nq| ÔmÕ (‘š¨ m)-i D”PviY k‡ãi Dci wbf©i K‡i|
- Aa-¯ieY : ÔOÕ (DO/ Dg/ DA) k‡ãi c_‡g Avm‡Z cv‡i bv| †ZgbB ÔqÕ (Aš—¯’ A) k‡ãi c_‡g Avm‡Z cv‡i bv|
- ÔoÕ (W-G k~b¨ o) Avi ÔpÕ (X-G k~b¨ p)-†K g‡b Kiv nq Kg e¨eüZ Ges cvq AcPwjZ e¨ÄbeY|
- ÔhÕ (Aš—¯’ h) Avi ÔRÕ (eM©xq R)-i g‡a¨ D”Pvi‡Y cv_K¨ Av‡Q, Zv-I A‡bK mgq cv_K¨ bvI †evSv †h‡Z cv‡i|

### ৪.৫.৩ বাংলা যুক্তাক্ষর

evsjv hy³vÿ‡i mvaviYZ c_g e¨ÄbeY Ic‡ii w'‡K ev evg w'‡K †jLv nq| hy³vÿ‡i A‡bK †ÿ‡Î AskMnYKvix e¨ÄbeY msw¶ß AvKv‡i †jLv nq, Avevi A‡bK †ÿ‡Î gy‡j e¨Äbe‡Yi m‡•M Zvi †Kv‡bv mv'„k¨ _v‡K bv| †Kv‡bv †Kv‡bv †ÿ‡Î mvaviY Ae¯'vq e¨Äbe‡Yi hv D”PviY, hy³vÿ‡i e¨eüZ n‡j Zvi D”Pvi‡Yi cwieZ©b n‡q hvq| †hgb – R Ges T-Gi wgj‡bi d‡j ˆZwi ÔÁÕ hy³vÿ‡ii D”PviY ÔwRbÕ bv n‡q nq ÔMMÕ|

Rwgj (1990 : 119-123) evsjv eYgvjvi hy³vÿ‡ii GKwU ZvwjKv †`wL‡q‡Qb :

| | | |
|---|---|---|
| K + A = K | L + h = L¨ | P + P = "P |
| K + Av = Kv | L + i = L | P + Q = "Q |
| K + B = wK | M + Y = MY | P + Q + e = "Q |
| K + C = Kx | M + a = » | P + Q + i = "Q |
| K + D = Kz | M + b = M | P + T = "T |
| K + E = K, | M + b + h = M¨ | P + e = P |
| K + F = K… | M + e = M | P + h = P¨ |
| K + G = †K | M + g = M‼ | R + R = ¾ |
| K + H = ˆK | M + h = M¨ | R + R + e = ¾ |
| K + I = †Kv | M + i = M | R + S = À |
| K + J = †Kš | M + i + h = M¨ | R + T = Á |
| K + K = ° | M + j = M | R + e = R |
| K + U = ± | N + b = N | R + h = R¨ |
| K + Z = ³, | N + h = N¨ | R + i = R |
| K + Z + i = ³ | N + i = N | T + P = Â |
| K + b = K | O + K = ¼, •K | T + Q = Ã |
| K + e = K | O + K + Z = ³ | T + R = Ä |
| K + g = ´ | O + K + h = ¼¨, •K¨ | T + S = Å |
| K + h = K¨ | O + K + l = •ÿ | U + U = Æ |
| K + i = µ, K | O + L = •L | U + e = U |
| K + j = K | O + M = ½, •M | U + g = U‼ |
| K + l = ÿ | O + M + h = ½¨, •M¨ | U + h = U¨ |
| K + l + Y = ÿ | O + N = •N | U + i = U |
| K + l + e = ÿ | O + N + h = •N¨ | U + i + h = U¨ |
| K + l + g = ² | O + N + i = •N | W + W = Ç |
| K + l + h = ÿ¨ | O + g = O‼ | W + g = W‼ |
| W + h = W¨ | ' + h = '¨ | e + R = â |
| W + i = W | ' + i = ' | e + ' = ã |
| o + M = ®M | ' + i + h = '¨ | e + a = ä |
| X + h = X¨ | a + b = a | e + e = eŸ |

| | | |
|---|---|---|
| X + i = X | a + e = aŸ | e + h = e¨ |
| Y + U = È | a + g = a¥ | e + i = e |
| Y + V = É | a + h = a¨ | e + j = e |
| Y + W = Ð | a + i = a | f + h = f¨ |
| Y + W + h = Ð¨ | b + Z = š | f + i = å |
| Y + W + i = Ð | b + Z + e = š | g + b = g |
| Y + X = YX | b + Z + h = š¨ | g + c = ¤ú |
| Y + Y = Y | b + Z + i = š | g + c + i = ¤ú |
| Y + e = Y | b + Z + i + h = š¨ | g + d = ç |
| Y + g = Y¥ | b + _ = š | g + e = ¤ |
| Y + h = Y¨ | b + ‘ = ›‘ | g + f = ¤ |
| Z + Z = Ë | b + ‘ + e = ›Ø | g + f + i = ¤ |
| Z + Z + e = Ë | b + ‘ + h = ›‘¨ | g + g = ¤§ |
| Z + _ = Ì | b + ‘ + i = ›‘ | g + h = g¨ |
| Z + b = Z | b + a = Ü | g + i = g |
| Z + e = Z | b + a + h = Ü¨ | g + j = g |
| Z + g = Z¥ | b + a + i = Ü | h + h = h¨ |
| Z + g + h = Z¥¨ | b + b = b | i + K, L… = K, L… |
| Z + h = Z¨ | b + b + h = b¨ | j + K = é |
| Z + i = Î | b + e = š | j + M = ê |
| Z + i + h = Î¨ | b + g = b¥ | j + U = ë |
| _ + e = _ | b + h = b¨ | j + c = í |
| _ + h = _¨ | c + U = Þ | j + e = j |
| _ + i = _ | c + Z = ß | j + g = j¥ |
| ‘ + M = ˜M | c + b = c | j + h = j¨ |
| ‘ + N = ˜N | c + c = à | j + j = j |
| ‘ + ‘ + e = Ï | c + h = c¨ | k + P = ð |
| ‘ + a = × | c + i = c | k + Q = ñ |
| ‘ + a + e = × | c + j = c | k + b = k |
| ‘ + e = Ø | c + j + h = c¨ | k + e = k |
| ‘ + e + h = Ø¨ | c + m = á | k + g = k¥ |
| ‘ + f = ™ | d + h = d¨ | k + h = k¨ |
| ‘ + g = Ù | d + i = d | k + i = k |
| k + j = k | l + h = l¨ | m + g = ¯§, m¥ |

| | | |
|---|---|---|
| l + K = ®‹ | m + K = ¯‹ | m + h = m¨ |
| l + K + i = ®Œ | m + K + i = ¯Œ | m + i = m |
| l + U = ó | m + L = ö | m + j = m |
| l + U + h = ó¨ | m + Z = ¯ | n + Y = n |
| l + V = ô | m + Z + h = ¯¨ | n + b = ý |
| l + V + h = ô¨ | m + Z + i = ¯ | n + e = n |
| l + Y = ò | m + _ = ¯ | n + g = þ, n¥ |
| l + Y + h = ò¨ | m + _ + h = ¯¨ | n + g + h = þ¨, n¥¨ |
| l + c = ®ú | m + b = m | n + h = n¨ |
| l + d = õ | m + c = ¯ú | n + i = n |
| l + e = ®e | m + c + i = ¯ú | n + j = n |
| l + g = ®§ | m + d = ù | |
| l + g + h = ®§¨ | m + e = ¯ | |

### ৪.৫.৪ লিপি-বৈশিষ্ট্য

evsjv eYMœvjvi Dc‡i gvÎv (A_vr GKwU Abyf~wgK †iLv) †`qv nq| †Kv‡bv †Kv‡bv e‡Y gvÎvi cwigvY A‡bK Kg; †hgb – L, k, Y, c BZ¨vw`| evsjv e‡Yi wKQy¯Zš R¨vwgwZK ˆewkó¨ cvK-gy³Y hš¿MB wbw`ó n‡q wM‡qwQj| GMœyjvi g‡a¨ Av‡Q (www.wikipedia.org/wiki/Bangla_alphabet) :

- Abyf~wgK gvÎv Ges wewfbœ ni‡di Gi cwigvY|
- †ewkifvM evsjv ni‡di e¨enZ Dj¤ †iLvKwZ. AskwU|
- K, S, a, e, i, BZ¨vw` ni‡di e¨enZ wÎfyRvKwZ. ieœwU| GKB wÎfyRwUi LwbKUv wеKZ.ie L, N, _, d, h, l BZ¨vw` e‡Y †`L‡Z cvIqv hvq|
- e‡Yi mv‡_ Aa-mg‡Kv‡Y Aw•KZ wewfbœ †iLvsk| B, Q, n, BZ¨vw`i wb‡Pi As‡k Ges M, c, k, BZ¨vw`‡Z Dj¤ †iLvi mv‡_ mshy³ Ae¯vq GKiKg †iLvsk †`L‡Z cvIqv hvq|

GM‡jv evsjv nid‡K wbR¯^ R¨wgwZK ˆewkó¨ c‘vb K‡i‡Q Ges Ab¨vb¨ wjwc †_‡K Avjv‘v K‡i‡Q| Z‡e gyÿYh‡š¿i c_g w‘‡K evsjv ni‡di AvKvi wKQyUv ˆewkó¨ wQj, hv eZ©gvb evsjv ni‡d Abycw¯’Z| †hgb –

- ÔiÕ nid‡K ÔeÕ-Gi †c‡U ‘vM †K‡U †‘Lv‡bv †hZ| A_©vr †cU-KvUv ÔeÕ (ư) w‘‡q GwU wb‡‘©k Kiv nZ| eZ©gv‡b GwU Amwgqv fvlv‡Z cÖPwjZ n‡jI evsjvq Avi †bB|
- eZ©gvb evsjv †ek wKQy ni‡di wb‡P dzUwK ev we›`y †‘qv nq| GB dzUwKM‡jv ga¨h‡M cÖPwjZ wQj bv| ÔiÕ-‡K †cUKvUv e w‘‡q wb‡‘©k Kiv nZ| ÔqÕ-Gi wb‡P †Kv‡bv we›`y wQj bv; GwU k‡ã Ae¯’vb‡f‡‘ wfbfv‡e D”PwiZ nZ| Aevi ÔoÕ Ges ÔpÕ-GiI †Kv‡bv Aw¯—Z wQj bv| ÔWÕ Ges ÔXÕ k‡ãi gv‡S em‡j ÔoÕ Ges ÔpÕ-Gi g‡Zv D”PwiZ nZ|
- Z+D e¨Äb-¯^i mgšqwU ÔËÕ w‘‡q cKvk Kiv nZ| AvRI †Kv‡bv †Kv‡bv AvaywbK evsjv hy³vÿ‡i, †hgb – m+Z+D = Ô¯ÕÍ (†hgb – e¯—y Ges b+Z+D = ÔšÕ (†hgb – wKšy – GB ‘yBwU hy³vÿ‡ii Z+D As‡k Gi ÔdwmjÕ †‘L‡Z cvIqv hvq|

AvaywbK h‡š¿i kw³‡Z evsjv Qvcv eBI †ei n‡q‡Q| GM‡jv‡Z eB‡qi GKwU cvZv c_‡g nv‡Z †jLv nZ| Zvici †mB cyiv cvZvi GKwU cwZwjwc Kv‡V ev avZz‡Z †Lv‘vB K‡i †bqv nZ| †k‡l GB KvV ev avZzi dj‡K Kvwj jvwM‡q GKB cvZvi A‡bK Kwc Qvcv‡bv nZ| GKB †jv‡Ki nv‡Zi †jLv‡Z †h ˆewPÎ¨ _vK‡Z cv‡i, †mM‡jv GB Qvcvq kbv³ Kiv‡bv †hZ bv|

**৪.৫.৫ বাংলা মুদ্রিত হরফের জ্যামিতিক গড়ন**

cwZwU gy`ªZ evsjv nid GKwU A‘„k¨ PZz®‹vRi g‡a¨ emv‡bv _v‡K| ni‡di GB A‘„k¨ bKkv‡Z Abyf~wgK eivei cmwiZ †ek wKQy †iLv evsjv ni‡di R¨wgwZK ˆewkó¨ wbaviY K‡i‡Q| gvÎv eivei †h †iLwU P‡j †M‡Q, hv †_‡K †ewkifvM nid Sy‡j _v‡K e‡j g‡b nq, Zv‡K gvÎv‡iLv e‡j| †ewkifvM ni‡di wbP †hLv‡b †V‡K hvq, †mB eivei KwíZ Abyf~wgK †iLwU‡K f~wg‡iLv e‡j| †ivgvb nidM‡jvi g‡Z Ask me‘v GKwU A‘„k¨ f~wg‡iLvi Dci ‘vuwo‡q _v‡K| Ab¨w‘‡K evsjv nidM‡jv gvÎv bv‡gi GKwU ‘„k¨gvb †iLv †_‡K wb‡P Sy‡j _v‡K| wdlbv im (1999) ZvB evsjv ni‡di f~wg‡iLv‡K ÔaviYvMZ f~wg‡iLvÕ AvL¨v w‘‡q‡Qb| gvÎv‡iLv †_‡K f~wg‡iLvi e¨eavb‡K Ôni‡di g‡Z D”PZvÕ e‡j|

gvÎv‡iLvi wKQy Dc‡i Av‡iKwU Abyf~wgK †iLv Kíbv Kiv hvq, hv‡Z B-Kvi, C-Kvi, H-Kvi, †id BZ¨vw‘i gv_v wM‡q Qzu‡q‡Q; GwU‡K wk‡iv‡iLv e‡j| GKBfv‡e f~wg‡iLvi LvwbKUv wb‡P Av‡iKwU

Abyfg‡K †iLv Kíbv Kiv hvq, †hLv‡b D-Kvi, E-Kvi, F-Kvi, BZ¨w` i wb‡Pi cvš— wM‡q †V‡K‡Q; G‡K cv`‡iLv e‡j| cv`‡iLv †_‡K wk‡iv‡iLvi e¨eavb‡K Ôni‡di D”PZvÕ wnmv‡e aiv hvq| gvÎv‡iLvi LwbKUv wb‡P Av‡iKwU †iLv Kíbv Kiv hvq, †hLv‡b enyni‡di Askwe‡kl w`K cwieZb K‡i; G‡K ga¨‡iLv e‡j|

cwZwU nid †h A`„k¨ PZyf©R ev·Kv‡i _v‡K, Zvi †KvY¸‡jv‡K Av‡jv`v Av‡jv`v bv‡g WvKv nq| AvaywbK ‡÷wR‡Uj wcÖw›Us-G, dw›U ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i|

cwZwU nid †h A`„k¨ PZyf©R eKwZ.¯v‡b e‡m, Zvi `ycv‡k LwbKUv Lwj RvqMv _v‡K, G‡K cvk¯vb e‡j| `yc‡ki cvk¯vb ev` w`‡j ni‡di gvš— c¯ cvIqv hvq| Avi cvkvcvwk `ywU ni‡di cwZwUi cvk¯vb †hvM Ki‡j cvIqv hvq H `y ni‡di g‡a¨ dvuK|

### ৪.৫.৬ ইউনিকোডে বাংলালিপি

1991 wL÷v‡ãi A‡±vei gv‡m BDwb‡KvW ÷¨vÛv‡W evsjwjwc‡K †hvM Kiv nq (ivRxe 2012 : 313)| BDwb‡Kv‡W evsjwjwci Ae¯vb U+0980 †_‡K U+09FF chš— (AvBGmI 15924 Beng, 325)| GB wjwci cwiPvjbv eUu†_‡K Wvb w`‡K|

evsjv BDwb‡KvW ZwjKv

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+098x | ঀ | ঁ | ং | ঃ | | অ | আ | ই | ঈ | উ | ঊ | ঋ | ঌ | | | এ |
| U+099x | ঐ | | | ও | ঔ | ক | খ | গ | ঘ | ঙ | চ | ছ | জ | ঝ | ঞ | ট |
| U+09Ax | ঠ | ড | ঢ | ণ | ত | থ | দ | ধ | ন | | প | ফ | ব | ভ | ম | য |
| U+09Bx | র | | ল | | | | শ | ষ | স | হ | | | ় | ঽ | া | ি |
| U+09Cx | ী | ু | ূ | ৃ | ৄ | | | ে | ৈ | | | ো | ৌ | ◌□ | ৎ | |
| U+09Dx | | | | | | | | ৗ | | | | | □ | □ | | □ |
| U+09Ex | □ | □ | ◌□ | ◌□ | । | ॥ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| U+09Fx | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ৻ | | | | |

(BDwb‡KvW ms¯‹iY 7.0 Abyhvqx)

†'Lv hvq, QvcvLvbvi cfv‡e wjwc I evbvb fvebvq wKQzwe‡kl gZ c¯'weZ n‡q‡Q| Qvcvi Ay‡i Avmvi ci evsjv nid-e¨e¯'vcbv wKwÂZwaK mijxKZ.I k„Ljve× n‡q‡Q; wKšymn¤úY© my¯'wZ GLbI Av‡mwb| ejvBevûj¨, evsjv evbvb GB Ave‡Zi g‡a¨ GLbI gvb¨wqZ nIqvi A‡cÿvq|

## টীকা

1. eYcwiPqg~jK MšMyjvi bvg I Mšbv eo wewPÎ| eYcwiPq bvgK Mš bq, A_P eYcwiPq wkÿv †'qv n‡q‡Q e¨vKiY BwZnvm BZ¨w' welq wkÿvi m‡•M| †hgb n¨vj‡n‡Wi *A Grammar of the Bengal Language* (1778), ivavKvš †'‡ei *বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ* (1821) BZ¨w'| KLbI †KejgvÎ kã evbvb wkÿv †'qvi ga¨ w'‡q evsjv fvlv cov I †jLv †kLv‡bv n‡q‡Q| †mMyjvI eYcwiPqg~jK Mš| †hgb, AÁvZbvgvi *লিপিধারা* (1816), ivgP›' we'¨vevMx‡ki Ôwkkyme‡ea/ eYgvjvÕ (1840, c_g LÐ) BZ¨w'| Ab¨vb¨ welq †_‡K mwi‡q G‡b mec_g ¯Zš eYcwiPqg~jK Mš iPbv K‡ib g'b‡gvnb ZKvj•Kvi| wKšyeYcwiPqg~jK GB MšwUi bvg w'‡jb *শিশুশিক্ষা* (1849)| Aek¨ Zvic‡i g'b‡gvnb‡K wKQzv AbymiY K‡i CkiP›' we'¨vmvMi eYcwiP‡qi ¯Zš 'yU Mš iPbv K‡ib Ges bvg w'‡jb *বর্ণপরিচয়* (c_g fvM, wØZxq fvM)| Zvici g'b‡gvnb Ges CkiP‡›'i eYcwiPqg~jK M‡ši cKwZ‡K AbymiY K‡i weÁvbm¤§Z I wkkyb¯Ë m¤§Z K‡i AmsL¨ eYcwiPqg~jK Mš wj‡L‡Qb †KD †KD e¨w³MZfv‡e ev e¨w³MZ D‡'¨v‡M| Aveví †ek wKQzGB RvZxq Mš cKwkZ n‡q‡Q wewfb ms¯'v †_‡K| †hgb, †hvM›'bv_ miKv‡ii *হাসিখুসি* (1898), iex›'bv_ VvK‡zii *সহজপাঠ* (1931), cwðge•M cv_wgK wkÿv cl' †_‡K cKwkZ *কিশলয়* (1981), †÷U wi‡mvm (cwðge•M) †e•Mj †mvm¨vj mwfm wjM KZ,K cKwkZ *সাক্ষরতার প্রথম পাঠ* (1990), *সাক্ষরতার দ্বিতীয় পাঠ* (1990) Ges evsjv‡'k miKvi KZ,K cKwkZ *আমার বই* (1991) BZ¨w'| (cdz‡Kgvi 2006 : fwgKv R-S)

2. †m c‡qvM Aek¨B e¨ÄbeY wnmv‡e| †hgb :
Ôkvj gyo w'‡q nÿ
†Kv‡b e‡m Kv‡k LÿÕ Ñ *সহজপাঠ*; c_gfvM

3. n¨vj‡nW KZ,K cYxZ GB e¨vKiY eB‡qi GKwU Kwc e•Mxq mwnZ¨-cwil‡'i cyKvM‡i Av‡Q| (ARiP›' 2007 : 1)

4. UvB‡ci †h AskUvK zUvB‡ci WvUvi ev Lv‡gi (Stem or shank) Dci †_‡K evB‡ii w`‡K S‡zK _v‡K Zv‡K ÔKvibÕ (kern) e‡j| †mRb¨ †h UvB‡c Kvib _v‡K, †hgb Bs‡iwRi †jvqvi †K‡mi f j, Zv‡K KviÛ Aÿi (kerned letter) e‡j| evsjv †K‡m cvq me e¨Äb‡Yi Ges wZb-PviwU ¯ie‡Yi c„K c„K KviÛ †`n Av‡Q| GMy‡jv‡K K‡¤úwRU‡ii evsjvq ÔKibÕ UvBc e‡jb| UvBcMy‡jvi AvKvi wVK g‡Zv UvB‡ci g‡Zv, †Kej Dc‡i I wb‡P Aí dvuK Av‡Q| †hLv‡b P›`we›`y†id, n¯ BKvi ev `xN CKvi Ges n¯ DKvi, `xN EKvi ev e-djv, g-djv, i-djv cfw„Z. Ry‡o †`qv hvq| evsjvi Kib UvBc msL¨vq Kg-†ewk 40wU| (ARiP›` : 2007 : 5)

5. wR‡Ám-†K we fwZ f‡Y e‡›`¨vcva¨vq ÔwR‡M¨mÕ wj‡L _v‡Kb| (mgy‡ai 2007 : 51)

পঞ্চম অধ্যায়

# বর্ণ ও বানান বিষয়ক ব্যক্তিগত প্রস্তাবনা-বিচার

**৫.০**

বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন প্রয়াস চলে আসছে দুশ বছর ধরে – মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকেই। বর্ণ ও বানানকে আলাদা করা কঠিন। কেননা বর্ণের আকৃতি বদলে যেতে পারে বানানকে ঠিক রেখেই কিংবা বানান বদলে যায় বর্ণরূপ অপরিবর্তিত রেখে। বাংলা ভাষা মুদ্রণযন্ত্রস্থ হওয়ার আগে বাংলা বর্ণের রূপ বা গঠন বা আকৃতিতে ভিন্নতা ছিল অনেক, বানানও ছিল মূলত উচ্চারণ-অনুসারী। সংস্কৃতজাত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বানান দেয়ার চেষ্টা শুরু হয় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে।

ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থে (১৭৭৮) মুদ্রণের জন্য ধাতু দিয়ে প্রথম বাংলা বর্ণমালা তৈরি করা হয়। তখন থেকেই মুদ্রণযন্ত্রের শাসনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বাংলা বর্ণমালা এবং একসময়ে বর্তমান কৌণিক রূপ লাভ করেছে। মুদ্রণযন্ত্রের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি বদলে গেছে যুক্তাক্ষরগুলো।

উনিশ শতকে বাংলা ভাষার মানরূপ দিতে গিয়ে বাংলা বর্ণ ও বানান সংস্কারে উদ্যোগী হন অনেকে। ইউরোপীয় কেউ কেউ প্রস্তাব দেন বাংলা ভাষাকে রোমান হরফে লেখার (দ্রষ্টব্য : ১.২.৩)। বর্ণ ও বানানকে ছাপাখানার উপযোগী করে তোলার চেষ্টা ছিল অনেকের; অনেকে বানানকে স্থির করতে চেয়েছেন ব্যুৎপত্তি অনুসারে।

## ৫.১ হ্যালহেডের পর্যবেক্ষণ

বাংলা অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রথম ছাপাখানা বসে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে, হুগলিতে। ওই ছাপাখানা থেকে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের *A Grammar of the Bengal Language* গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে প্রথম ৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে 'Of the Element' নামক একটি অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয়, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনে শব্দ-বানান ও গঠনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অসংযুক্ত বর্ণ, সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ আর অসংযুক্ত-সংযুক্ত বর্ণের বেশ কিছু শব্দ-বানানের

উদাহরণ আছে। এছাড়াও রয়েছে ব্যাকরণের আলোচনা। সংযুক্ত-অসংযুক্ত শব্দের ধারণা দিতে গিয়ে তিনি একটি-দুটি করে উদাহরণ দেখিয়েছেন। যেমন 'ক' এবং 'ন'-এর সঙ্গে 'য' ফলা যোগে হ্যালহেড দেখিয়েছেন দুটি শব্দ-বানান – 'বাক্য' ও 'সৈন্য'। (প্রফুল্লকুমার ২০০৬ : ভূমিকা ছ)
বাংলা বানান ও বাংলা উচ্চারণের গরমিলের কথা বোধহয় হ্যালহেডই প্রথম লক্ষ করেন। (কাইউম ১৯৮৪ : ৬৪০)। *A Grammar of the Bengal Language* গ্রন্থে তিনি বলেন :

> The great number of letters, the complex mode of combination, and the difficulty of pronunciation are considerable impediments to the Bengal Language, and the carelessness and ignorance of the people have much aggravated the inconvenience by the universal inaccuracy of their writings. (মিতালী ২০১০ : ৮১)

ব্যাকরণের শুরুতে সংস্কৃত বর্ণমালার অনুরূপ বর্ণমালার একটি তালিকা মুদ্রিত হলেও বাংলা উচ্চারণে বিভিন্ন বর্ণের স্বাতন্ত্র্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লক্ষ করেছিলেন (Halhed 1778 : 3) –

ক. মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ সংস্কৃতে আছে, বাংলায় নেই; বাঙালির উচ্চারণে 'ন' এবং 'ণ'-এর কোনো ভেদ নেই। (ণ is never distinguished from ন by the Bengalese)।

খ. বাংলা বানান ও উচ্চারণ – উভয় ক্ষেত্রেই 'বর্গীয় ব' ও 'অন্তঃস্থ ব'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই (in the Bengalese ব wo is never distinguished from ব bo either in form or utterance)।

গ. বাঙালি 'শ, ষ, স' – এই তিনেরই উচ্চারণ একরকম।

ঘ. 'বর্গীয় জ' ও 'অন্তঃস্থ য' – উভয় বর্ণই ইংরেজি J-এর মতো উচ্চারিত হয়।

## ৫.২ কেরি'র কৃতিত্ব

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরির বাংলা ব্যাকরণেও (১৮০১) হ্যালহেডের কথার পুনরাবৃত্তি রয়েছে। তবে বংলা বানান-শৃঙ্খলা বিষয়ে হ্যালহেড না ভাবলেও কেরিকে তা ভাবতে হয়েছিল বাংলা বই ছাপার সময়।

রাইল্যান্ড সাহেবের কাছে লেখা এক পত্রে[১] (১৭ আগস্ট, ১৮০০) কেরি জানান, "Writing, printing, spelling etc. in Bengal is almost a new thing, and we have to fix the orthography in a manner." সাটক্লিকের কাছে লেখা আর এক পত্রে[২] (২৭ নভেম্বর, ১৮০০) তিনি জানান যে, বাংলা বানানকে নিয়মে আনার দুরূহ কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান।

এ ব্যাপারে উইলিয়াম কেরির কৃতিত্ব অবশ্য স্মরণীয়। তিনি যে শুধু তৎসম শব্দের বানান শুদ্ধ করেছেন, তা নয়। তদ্ভব শব্দেরও বানান তিনি নির্ধারণ করেন সংস্কৃত বা মূল শব্দকে অনুসরণ করে। যেমন – সোণা, কাণ ইত্যাদি (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৬৪১)। এ বানান অবশ্য পরবর্তীকালে রাখা হয়নি; কিন্তু

লিপিকরদের বানানের নানা রূপভেদ থেকে এ জাতীয় শব্দকে তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। ফলে হ্যালহেডের ব্যাকরণে যে জাতীয় বানান (যেমন – সুন, আস্বাস, বাউ, মৃর্তু, রুপা) লক্ষ করা যায়, কেরির ব্যাকরণে তা নেই।

কেরি যে কেবল বাংলা বানান ও উচ্চারণের অসঙ্গতিটুকু দেখিয়েছেন তা নয়, বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য বাংলা বানানে শৃঙ্খলা আনার ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। (মিতালী ২০১০ : ৮১)

**৫.৩ রামমোহনের মন্তব্য**

রাজা রামমোহন রায় তাঁর *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩) গ্রন্থে বাংলা বর্ণমালা ও এর উচ্চারণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, বাংলা ভাষার বর্ণমালা পুরোপুরি ধ্বনি-অনুসারী নয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন :

> গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাঁহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু, ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌড়ীয় ভাষাতে উচ্চারণে আইসে না কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন তখন ঐ সকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়। (মিতালী ২০১০ : ৮২)

এই গ্রন্থেই রামমোহন রায় জানাচ্ছেন : “ণ, য, ব, ষ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, অং, অঃ – এই কয় অক্ষর সংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না” (মিতালী ২০১০ : ৮২)। তিনি বাংলা ভাষায় ‘ণ’ ও ‘ন’ – এ দুয়ের ‘সমান উচ্চারণ’ বলে ক্ষান্ত হলেও নির্দ্বিধায় বলেছেন, “গৌড়ীয় ভাষায় ‘ঌ’ ও ‘দীর্ঘ ৡ’ এবং ‘ঋ’ ও ‘দীর্ঘ ৠ’ স্বরের কোন প্রয়োজন রাখে না”; একমাত্র ঐ “দুই স্বরে সংযুক্ত সংস্কৃত শব্দ” লেখার প্রয়োজন ছাড়া। (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৬৪১)

এছাড়া বাংলা বর্ণমালার উচ্চারণ, সংস্কৃত উচ্চারণ থেকে ভিন্ন একথা মেনে নিয়ে তিনি বাংলা উচ্চারণের নিয়ম নির্ধারণ করেছেন। তালব্য-শ বর্ণ ‘র’, ‘ঋ’ এবং ‘ন’-এর প্রথমে যুক্ত হলে এবং দন্ত্য-স বর্ণ দন্ত্যবর্ণের প্রথমে যুক্ত হলে দন্ত্য-স রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন – শ্রদ্ধা, শৃগাল, স্তর, স্থান, স্নান ইত্যাদি। এ ভাষাতাত্ত্বিক সূত্র রামমোহন রায়ই প্রথম উল্লেখ করেন।[৩]

**৫.৪ বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়***

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালির উচ্চারণ-প্রবণতার কথা স্মরণ রেখে বাংলা বর্ণমালাকে নতুন করে বিন্যস্ত করলেন। লিপি বা বানান সংস্কারের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ভাষার সরলীকরণ। বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* (প্রথম ভাগ : ১৩ এপ্রিল, ১৮৫৫) গ্রন্থে ভাষা সরলীকরণের যে প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়, তা ভাষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা। গ্রন্থের ‘বিজ্ঞাপন’ অংশে তিনি লিখেছেন :

> বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋকার, দীর্ঘ ৯কারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর, চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে বা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পরের ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। (বিদ্যাসাগর ২০০১ : ১২৪৯)

বিদ্যাসাগর 'দীর্ঘ ৠ' এবং 'দীর্ঘ ৡ'-কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেন এবং স্বরবর্ণের তালিকায় অনুস্বার ও বিসর্গের অবস্থানকে অযৌক্তিক মনে করে এ দুই বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সরিয়ে নেন। অন্যদিকে 'ক্ষ'-কে সংযুক্তবর্ণ বিবেচনা করে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা থেকে বাদ দেন। পদের মধ্যে বা পদের অন্তে 'ড়' 'ঢ়' এবং 'য়'-এর ব্যবহার আগে থেকেই চালু ছিল। কিন্তু বর্ণমালায় তাদের স্থান ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'ড', 'ঢ' এবং 'য'-এর সঙ্গে 'ড়', 'ঢ়' এবং 'য়'-এর আকৃতিভেদ ও উচ্চারণভেদ থাকায় বর্ণমালায় এ তিনটি বর্ণ সংযুক্ত করেন। চন্দ্রবিন্দুকেও (ঁ) ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র বর্ণরূপে চিহ্নিত করেন। *বর্ণপরিচয়* গ্রন্থের ষষ্ঠীতম সংস্করণে (১৮৭৫) ৎ-কে পৃথক বর্ণরূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ফলে তাঁর বর্ণমালায় দেখা যায় ১২টি স্বরবর্ণ (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ) এবং ৪০টি অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ )।

ষষ্ঠীতম সংস্করণের লক্ষণীয় একটি বিষয় হল – হলন্ত ও স্বরান্ত বর্ণ উচ্চারণের রীতি নির্ধারণ। বাংলায় অ-কারান্ত শব্দের মধ্যে কিছু স্বরান্ত (যেমন : ছোট, বড়, তৃণ ইত্যাদি) এবং কিছু হলন্ত (যেমন : জল, পথ, বন ইত্যাদি)। কিন্তু বানানে এর কোনো নিয়ম বা নীতি নির্ধারিত থাকে না। তাই যে শব্দগুলো অ-কারান্ত উচ্চারিত হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সংস্করণে সেসব শব্দের পাশে তারকাচিহ্ন বসান।

বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* প্রকাশের আগেই *বেঙ্গাল হেরাল্ড* পত্রিকায় একটি বর্ণসংস্কার প্রস্তাব ছাপা হয় ১৮৩৮ সালে (দ্রষ্টব্য ৬.১)। দেখা যাচ্ছে, *বেঙ্গাল হেরাল্ড* পত্রিকায় প্রস্তাবিত পরিত্যাজ্য বর্ণগুলোর মধ্যে একমাত্র 'দীর্ঘ ৠ' এবং 'দীর্ঘ ৡ'-কেই বাদ দেয়া হয়েছে। 'ক্ষ'-কে সম্পূর্ণরূপে বাদ না দিলেও অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় তারা স্থান দেননি। বিদ্যাসাগর পরিবর্জনের নীতিতে বিশ্বাসী না হয়ে প্রয়োজনে পরিযোজনের নীতিতে বিশ্বাসী হয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, বাহুল্য বর্ণ বর্জনের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে প্রয়োজনের তাগিদে নতুন বর্ণ সংযোজন করার ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিবাদী মন পিছপা হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

*বর্ণপরিচয়* গ্রন্থে বাংলা বর্ণমালার যে রূপ তুলে ধরলেন, তাকে বাংলা ভাষার প্রথম নিজস্ব বর্ণমালা বলা যায়। তবে এর সীমাবদ্ধতা নিয়েও কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন –

> ...তবু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েই গেল। খাঁটি বাংলা বর্ণমালা রচিত হল না। সংস্কৃত এবং বাংলা উভয় ভাষার প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে এমন এক বর্ণমালা তৈরি করলেন বিদ্যাসাগর। ক্রমশ সংস্কৃতচর্চা যত কমতে লাগল ততই বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা স্পষ্ট হতে লাগল। বর্ণবিন্যাস নিয়েও নানাবিধ প্রশ্ন উঠল। অ-তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃতানুসারী হবে, না বাঙালির উচ্চারণকে সেক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে – এই ধরনের বানান-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হল। (মিতালী ২০১০ : ৮২-৮৩)

আবদুল কাইউম (১৯৮৪ : ৬৪৩) মনে করেন, হ্যালহেডের ব্যাকরণ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সাধারণ ব্যাকরণ বা বর্ণশিক্ষা-গ্রন্থে বাংলা বর্ণমালার যে চিত্র তুলে ধরার রীতি লক্ষ করা যায়, তা মূলত সংস্কৃত বর্ণমালা।

**৫.৫ অজ্ঞাতনাম লেখকের উচ্চারণের অভিধান-সংক্রান্ত প্রবন্ধ**

'বঙ্গভাষার উচ্চারণের অভিধান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৮৫ বঙ্গাব্দের *বান্ধব* পত্রিকায় (দীপঙ্কর ২০০৭ : ৩১৫)[৪]। এই লেখায় প্রাবন্ধিক বলেন, "বঙ্গভাষার বর্ণমালায় যে কেবল ক্রমবিন্যাসের অতুল বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা নহে, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও অতিশয় পরিপুষ্ট। উহা পূর্ণাবয়বা নহে কিন্তু প্রায় পূর্ণাবয়বা" (শ্রীবি ২০০৭ : ৩১৩)। এরপর এই বর্ণমালার ত্রুটি-অন্বেষণে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি।

প্রাবন্ধিক লক্ষ করেছেন, ঋ ৠ ৯ ঐ ঔ – এই পাঁচটি বর্ণ অনাবশ্যক। স্বরব্যঞ্জনে কিম্বা দুইটি স্বরে এগুলোর কাজ অনায়াসে চলতে পারে। তাছাড়া এদের উচ্চারণ যৌগিক। যৌগিক উচ্চারণের জন্য অসংযুক্ত বর্ণ থাকলে তাকে 'নির্দোষ' বলা যায় না। তিনি আরও বলেন, 'অবহেলায়' অন্তঃস্থ-ব, মূর্দ্ধণ্য-ণ, মূর্দ্ধণ্য-ষ ও দন্ত্য-স মৃতপ্রায় হয়েছে।হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের আর তারতম্য নেই। দু-একটি সংস্কৃত ধরনে রচিত শ্লোক পাঠের সময় ছাড়া অন্য সময়ে প্রায়হ্রস্ব-দীর্ঘের পার্থক্য থাকে না।

বাংলা শব্দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করেছেন প্রাবন্ধিক : পদান্তের অ-কার অনেক জায়গায় উচ্চারিত হয় না। এ-কারের উচ্চারণ দুইটি দাঁড়িয়েছে। যদি অ-কার কোথাও উচ্চারিত, কোথাও অনুচ্চারিত থাকে এবং এ-কারের যদি দুটি ভিন্ন উচ্চারণ হয়, তাহলে প্রাবন্ধিক মনে করেন, ক্রমেই উচ্চারণের অভিধানের আবশ্যকতা তৈরি হবে।

তবে ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার 'উচ্চারণ অভিধান' যাতে প্রয়োজন না হয় এর জন্য প্রস্তাব করেছেন তিনি। এত, মেথর, কেন ইত্যাদি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ পরিবর্তন করে সাধারণ এ-কারের উচ্চারণে আনা সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিক বলেন, "ভাষা ব্যবহারের দাসী। ব্যবহারকে ভাষার দাসী করা সঙ্গতও নহে

এবং সম্ভবও নহে" (শ্রীবি ২০০৭ : ৩১৪)। উর্দু ভাষার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, সেখানে ফারসি বর্ণমালার অতিরিক্ত টে, ডাল প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণ তৈরি করা হয়েছিল। বাংলায় ওইরকম নতুন অক্ষর সৃষ্টি করা দরকার হয়ে পড়েছে। অ-কারের 'উপদ্রব আরও ভয়ানক' মন্তব্য করে শ্রীবি লিখেছেন : পদান্তের অ-কার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুচ্চারিত থাকে, অল্পসংখ্যক উচ্চারিত হয়। উচ্চারিত পদান্ত অ-কারের জন্যও নতুন চিহ্ন সৃষ্টি করলে উচ্চারণের অভিধানের 'দুঃসহ জ্বালা হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি'।

### ৫.৬ অজ্ঞাতনাম লেখকের ভাবনা ও প্রস্তাব

'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৮৫ বঙ্গাব্দের (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের) পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন সংখ্যায় (মিতালী ২০১০ : ৮৪)। প্রবন্ধের লেখকের নাম জানা যায় না। এই প্রবন্ধে অজ্ঞাতনাম লেখক উল্লেখ করেছেন : ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার বিলিয়ম জোনস প্রথম ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলোকে রোমান হরফে লেখার প্রস্তাব করেন। সেইসময়ে রোমান হরফে লেখার উদ্যোগ নেন কলকাতার আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজ – স্যার চার্লস ট্রিবিল্যান, ডাক্তার ডফ, মিস্টার পার্শ্ব, মিস্টার টমাস। যদিও তাঁরা কেউ সফল হননি। রোমান হরফে বাংলা লেখার পিছনে যুক্তিগুলো ছিল এরকম : (১) বর্ণসংখ্যা কম এবং অক্ষরগুলো পৃথক পৃথক; ফোটাযুক্ত হরফ বেশি নেই; (২) অল্প আয়াসে একে আয়ত্ত করা যায়; (৩) মুদ্রণব্যয় কম হবে; (৪) পুস্তকও বিশুদ্ধ হবে – কারণ অক্ষরের অসংখ্য বিভিন্নতা নেই; (৫) রোমান ভাষা যেহেতু ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, সেহেতু এই বর্ণবিন্যাসের ফলে উচ্চারণ আগের মতোই বিশুদ্ধ থাকবে (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৫০১-৫০২)।

উল্লেখ্য-১ : রোমান হরফের বিরোধিতা

অজ্ঞাতনাম লেখকের প্রবন্ধ শুরু হয়েছে ইটন কলেজের সহকারী শিক্ষক ড্রু সাহেবের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ড্রু সাহেব চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের অসংখ্য ভাষার অসংখ্য বর্ণমালার বিভিন্ন রূপের বৈষম্য দূর করতে। এজন্য তিনি রোমান হরফকেই আদর্শ মনে করেছেন।

তবে ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এর প্রতিবাদ করেছেন। যেমন পাঞ্জাব মহাবিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডাক্তার লাইটনর মনে করেন, ভারতবর্ষীয় বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান হরফ ব্যবহার সহজ নয়। এর পিছনে তিনি যুক্তি দেখাচ্ছেন : (১) এ দেশীয় লোকেরা নিজ নিজ বর্ণমালাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে, সেখানে রোমান বর্ণমালাকে অভিষিক্ত করতে তারা স্বীকৃত হবে না; (২) রোমান অক্ষরে লেখা দেশি ভাষা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়; (৩) পুস্তক রোমান অক্ষরে লেখা হলেই ভারতীয় কোনো ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন সম্ভব নয়, রীতিমত শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন করতে হয়; (৪) রোমান বর্ণমালায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ পেতে কিছু নতুন রোমান বর্ণের আবিষ্কার করতে হবে কিংবা বর্তমান অক্ষরের

সঙ্গো বিশেষ সংকেত/চিহ্ন বসাতে হবে; (৫) ভারতবর্ষীয় জনগণ ইংরেজি শেখে মূলত চাকুরি পাবার প্রত্যাশায়; তাদেরকে রোমান বর্ণমালা শেখানো অর্থ অসন্তোষ বৃদ্ধি করা।

ডাক্তার লাইটনর-এর পাশাপাশি দুই একজন দেশি এবং ইংরেজ সাহেবও অনুরূপ যুক্তি দেখিয়েছেন।[৫] ডাক্তার লাইটনরের পক্ষ-অবলম্বনকারীদের মধ্যে ছিলেন – রেভরন্ড জেমস লঙ, ডাক্তার ডফ, রাইশউদ্দীন আহমদ এবং মিস্টার পার্সন। এঁদের যুক্তিসমূহ উল্লেখ করে তিনি মূলত প্রচলিত বাংলা বর্ণসমূহকে বিদ্যমান রেখেই এর বৈপ্লবিক সংস্কার-সাধনে উদ্যোগী হয়েছেন।

উল্লেখ্য-২ : বর্ণসংখ্যা-হ্রাস

বাংলা বর্ণসংখ্যার আধিক্য এবং বৈচিত্র্য কমানোর জন্য তিনি কিছু প্রস্তাব রেখেছেন। প্রস্তাবগুলো এরকম –

- স্বরবর্ণ এবং স্বরাকারের ভেদ হবে কেবল দশটি :
  অ, া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ৌ = ১০
  (এই প্রস্তাবে ‘ঈগল’ লেখা হবে ‘অীগল’, ‘এবার’ লেখা হবে ‘অেবার’ ইত্যাদি।)
- ব্যঞ্জনবর্ণ : ক, খ, গ, ঘ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, শ, ষ, স, হ। এই ৩১টি এবং ৩১টির অঙ্গীকার মিলিত হয়ে = ৬২
- হসন্ত ( ্ ), অনুস্বার (ং), বিসর্গ ( ঃ ) এবং চন্দ্রবিন্দু ( ঁ ) এই পাঁচটি = ৫
  ক্ষ, জ্ঞ – এই দুইটি = ২
- ফলা : য-ফলা (্য), র-ফলা (্র), ণ-ফলা (্ণ), ব-ফলা (্ব), রেফ (র্) – এই পাঁচটি ফলা = ৫

সবশুদ্ধ ৮২টা অক্ষর রাখলেই হয়। অজ্ঞাতনাম লেখক প্রস্তাব শেষে যুক্তি দেখাচ্ছেন, “এক্ষণে দেখ, এদেশী বর্ণমালা সমূহের স্থানে রোমান বর্ণের ব্যবহারের কথা হইতেছে তাহাতেও ৭৮টী অক্ষর রাখিতে হয় ২৬টী ক্যাপিটল, ২৬টী স্মল, ২৬টী ইটলিক, আমাদের উল্লিখিত বাঙ্গালা অক্ষরের অপেক্ষা চারটি অক্ষর কম মাত্র।” (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৫১৮)

উল্লেখ্য-৩ : যুক্তাক্ষর সমস্যা

বাংলা ভাষার একটি বড় সমস্যা – যুক্তাক্ষরের সংখ্যাধিক্য। অধিক যুক্তাক্ষর ছাপাখানার জন্য সমস্যাজনক ছিল। অজ্ঞাতনাম লেখক প্রস্তাব দিচ্ছেন, বর্গের পঞ্চম বর্ণ – ঙ, ঞ, ণ, ন, ম যখন যুক্তাক্ষর হিসাবে ব্যবহৃত হবে, তখন এগুলোর বদলে অনুস্বার (ং) ব্যবহার করতে। ফলে, ‘দন্ত’ বানান

হবে 'দংত'। এর পিছনে যুক্তি হিসাবে দেখাচ্ছেন, বাংলা ভাষা প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন। প্রাকৃতভাষায় যুক্তবর্ণের ওপরে বর্গের পঞ্চম বর্ণ সংযুক্ত কোনো বিজাতীয় বর্ণ নেই। বরং পঞ্চম নাসিক্য বর্ণটির জায়গায় অনুস্বার (ং) দিয়ে অসংযুক্তভাবে লেখা হয়। যেমন, 'পর্য্যঙ্ক' স্থলে 'পর্য্যংক', 'পঞ্চ' স্থলে 'পংচ', 'কণ্ঠ' স্থলে 'কংঠ'। প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন হিন্দির মতো অন্য ভাষাগুলোতেও এই নিয়ম দেখা যায়। লেখক বলছেন, "অদ্যাপি অনেক বাংলা পুস্তকে 'অসংখ্য' 'সংপ্রতি' 'সংবৎ' এইরূপ লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণের ত কোন বৈলক্ষণ্য শুনা যায় না" (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৫১৬)। এমনকি লেখক এই যুক্তিও দেখাচ্ছেন, 'দংত' লিখলে যেরকম উচ্চারণ হয়, মানুষের প্রকৃত উচ্চারণ সেরকম; 'দন্ত' উচ্চারণটি বরং সংস্কৃত। অজ্ঞাতনাম লেখকের এই প্রস্তাবটি যতই যুক্তিনিষ্ঠ হোক না কেন, পরিবর্তনের প্রস্তাবটি যে বৈপ্লবিক, লেখক তা বুঝতে পেরে বিকল্প প্রস্তাবও রেখেছেন :

> তবে এ বিষয় যাঁহারা নৈসর্গিক নিয়মের উপর দৃষ্টি না করিয়া সংস্কৃতের অনুসরণে দৃঢ় থাকিবেন, তাঁহারা আমাদিগের উপরে অপর সংযুক্ত বর্ণস্থলে যে নিয়ম করিয়াছি এখানে তাহার অনুসরণ করিবেন। অর্থাৎ ন, ম, প্রভৃতির নীচে ( ্) হসন্ত যুক্ত করিয়া দিবেন। যথা 'দন্ত' একে 'দন্‌ত' এইরূপ লিখিবেন। (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৫১৬)

লেখকের মূলপ্রস্তাব বা অন্য প্রস্তাব – কোনোটিই গৃহীত হয়নি। হলে বানানের ধারায় বৈপ্লাবিক পরিবর্তন হত এবং দুই প্রস্তাবের জন্য এই পরিবর্তনের ধারাটি হত সম্পূর্ণ দুরকম।

উল্লেখ্য-৪ : বাংলা বর্ণের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ

অজ্ঞাতনাম লেখক উপরের নিয়ম অবলম্বন করে 'ঞ' বর্ণটিকেও পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলছেন, বাংলা ভাষায় এরকম একটি শব্দও নেই যেখানে 'ঞ' পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়। উপরে ঞ সংযুক্ত ঞ্চ, ঞ্জ প্রভৃতি যুক্তাক্ষর প্রাকৃতের নিয়ম অবলম্বন করে (অর্থাৎ 'ঞ'র জায়গায় 'ং' ব্যবহার করে) দূর করা যায়। কিন্তু 'যাচঞা' শব্দের নিচে 'ঞ' রয়েছে। এই একটি শব্দের জন্যই 'ঞ'-কে রাখতে হচ্ছে। একইসঙ্গো পাদটীকায় লেখক উল্লেখ করছেন, 'জ্ঞ' যুক্তাক্ষর ভাঙ্গালে (জ্ + ঞ) পাওয়া যায় – সংস্কৃত ব্যাকরণ এই কথা বলে। বাংলায় এর আকার ও উচ্চারণে 'ঞ'র সঙ্গো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। লেখকের এই শেষের উক্তিটি তাঁর ভাষা ও ধ্বনি-জ্ঞানের যথার্থ পরিচয় দেয়।

দুইটি 'ব'-এর ব্যাপারে অজ্ঞাতনাম লেখকের প্রস্তাব, বর্ণমালার মধ্যে কেবল একটি 'ব' রাখলেই চলবে। সংস্কৃতে এগুলোর আকার ও উচ্চারণে ভিন্নতা আছে, কিন্তু বাংলায় নেই। আর ব-ফলা উচ্চারিত হোক বা না-হোক, এর জন্য বর্ণমালায় পৃথক বর্ণ রাখার প্রয়োজন নেই।

সংযুক্তবর্ণের মধ্যে গু, রু, শু, হৃ, ন্তু, ত্ত, প্রু, শ্রু, স্তু, শ্রূ, স্রু, ক্র – এগুলোকে 'স্বাভাবিক'ভাবে লেখার প্রস্তাব করেছেন অজ্ঞাতনাম লেখক। তাহলে শিশু এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হবে। অন্য

যুক্তাক্ষরকে হস (্) চিহ্ন দিয়ে ভেঙে লেখার প্রস্তাব লেখকের। অর্থাৎ 'বুদ্ধি' লিখতে হবে এভাবে – 'বুদ্‌ধি'। কারণ সংযুক্তবর্ণ যে একত্র করে লিখতে হবে তার কোনো বিধি নেই। অজ্ঞাতনাম লেখক বলছেন, "'ক্ষ' 'জ্ঞ' এই দুইটি রক্ষা করিয়া অপর গুলি স্থলে যদি একত্রিশ্‌টী অর্দ্ধবর্ণ এবং একটি '্' হসন্ত চিহ্ন এই বত্রিশটী রাখা যায় তাহা হইলে উদ্দেশ্য সাধনের কোন ব্যাঘাত হয় না।" (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৫১৮)

অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত বর্ণের মধ্যে প্রথম দুইটি নিয়ে লেখকের কোনো পৃথক প্রস্তাব নেই। কেননা অনুস্বার ও বিসর্গ পৃথক বর্ণ হিসাবেই লেখা হয় বা মুদ্রণ করা সম্ভব। আর চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত বর্ণের ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত অর্ধ-অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু যোগ করলেই কাজ চলবে। তিনি আরও বলছেন, ফলাযুক্ত বর্ণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অবলম্বনে সমস্যা নেই; কিন্তু র-ফলা (্র)-যুক্ত 'অস্বাভাবিক আকৃতিবিশিষ্ট' বর্ণগুলোকে 'স্বাভাবিক' করে নিতে হবে। ফলে ক্র, ত্র, ন্ত্র, স্র – এগুলোকে লিখতে হবে এভাবে : ক্র, ত্র, ন্ত্র, স্‌ত্র। আবার ব-ফলা যুক্ত 'ত্ব' অক্ষরটিকে অপরিবর্তিত রাখা যায়।

রেফ (র্)-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বতা'র ব্যাপারে অজ্ঞাতনাম লেখকের আপত্তি রয়েছে। এই দ্বিত্বতার নিয়ম এসেছে সংস্কৃত থেকে; কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতেও রেফ-এর পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্বতা সর্বত্র দেখা যায় না। অতএব, 'কর্ম্ম' যদি 'কর্ম' এভাবে লেখা হয়, তবে সমস্যা নেই। এই প্রস্তাবটি উত্তরকালে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে বানানবিধিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অজ্ঞাতনাম লেখকের প্রস্তাবের মূল কথা হল – বর্ণসংখ্যা কমানো এবং এই বর্ণমালা সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছাপাখানার কাজে সুবিধা আনা। কিন্তু একুশ শতকে এসে প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য সঙ্গত কারণেই যৌক্তিকতা হারিয়েছে। তাঁর বৈপ্লবিক প্রস্তাবগুলো তখন সমর্থন না পেলেও কালক্রমে যুক্তাক্ষর এবং বর্ণস্বচ্ছতা বিষয়ক কিছু যুক্তি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে।

### ৫.৭ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখালেখি

১৩০০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার *জন্মভূমি* পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষা' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (মিতালী ২০১০ : ৮৫)। এই লেখায় তিনি বাংলা বর্ণমালার অসঙ্গতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বাংলা বর্ণমালা আসলে সংস্কৃত বর্ণমালার অনুকরণ। বাংলা বর্ণমালায় যেমন কিছু অপ্রয়োজনীয় বর্ণ রয়েছে, তেমনি কিছু প্রয়োজনীয় বর্ণের অভাবও রয়েছে।

এই প্রবন্ধে ইন্দ্রনাথ স্বরবর্ণকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন : ১. তেড়চা (আ হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে দুটি); ২. চ্যাপ্টা (ই, এ, ্যা হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে ছটি); ৩. গোল (উ, ও, অ হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে ছটি) এবং ৪. অর্ধস্বর (একটি)। অর্থাৎ বাংলায় স্বরবর্ণ আছে পনেরটি। ং, ঃ, ঁ ধরলে আঠারটি। তবে বর্ণসংখ্যা প্রসঙ্গে

লেখকের মত দুটি : প্রথমত, হ্রস্ব-দীর্ঘ অনুসারে দুটি পৃথক বর্ণ রাখতে হবে; প্রয়োজন অনুসারে সেটি বসিয়ে বানানের রদবদল ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়ত, বানান না বদলিয়ে একই বর্ণ ভিন্ন সমাবেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হবে – এ ধরনের নিয়ম তৈরি করতে হবে। লেখক প্রস্তাব করেন হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের প্রকৃতি অনুসারে পৃথক বর্ণ না রেখে উচ্চারণ অনুসারে নিয়ম করলে আটটি বর্ণেই কাজ চলতে পারে।

ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস সম্পর্কেও লেখকের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। তিনি মনে করেন : ‘ক’ থেকে ‘ম’-এর মধ্যে ঙ, ঞ, ণ বর্ণের কাজ বাংলা যথাক্রমে ং, ন, ন দিয়ে চলতে পারে। যেহেতু উচ্চারণ এক সেহেতু জ, য – দুটি পৃথক বর্ণ না রেখে ‘জ’ দিয়েই কাজ চালানো যায়। ‘য়’-ধ্বনির আবশ্যকতা আছে; তবে এর আকৃতি হতে পারে ‘য়’ বা ‘য’। অন্তঃস্থ ব-এরও প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ‘বর্গীয় ব’ ও ‘অন্তঃস্থ ব’-এর আকৃতিগত সাদৃশ্যের কারণে অন্তঃস্থ ব-এর পৃথক রূপ বাঞ্ছনীয় মনে করেন ইন্দ্রনাথ। তিনটি শিশ্-ধ্বনির মধ্যে তিনি কেবল শ এবং স রাখার পক্ষপাতী। ক্ষ বর্ণের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে তাঁর মত। লেখকের চিন্তানুসারে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস হবে এরকম : ক, খ, গ, ঘ; চ, ছ, জ, ঝ; ট, ঠ, ড, ঢ; ত, থ, দ, ধ; প, ফ, ব, ভ; য়, র, ল; ব, ড়, ঢ, হ; ন, ম; শ, স। এই একত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ছাড়াও লেখক ইংরেজি z-ধ্বনিজ্ঞাপক উচ্চারণ বোঝানোর জন্য বাংলা বর্ণমালায় একটি নতুন বর্ণের সংযোজন জরুরি বলে মনে করেন।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গবাসী* পত্রিকায় বাংলা ভাষার সংস্কার বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় যে বর্ণগুলোর উচ্চারণ নেই সেগুলোকে তিনি বাদ দেয়ার সুপারিশ করেন। সমাকালীন *ঢাকা প্রকাশ* (২২ মার্চ, ১৮৯৬) পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা-সংস্কার প্রস্তাবের সমালোচনা প্রকাশিত হয় (কাইউম ১৯৮৪ : ৬৪৪)। ঐ সমালোচনায় ঋ, ঙ, ঞ এবং ণ বর্জনের বিরোধিতা করা হয়। বলা হয়, ‘ঋণ’ লিখতে ‘রিন’ লিখলে কেউ বুঝবে না। ‘ঙ’ ভিন্ন অন্য কোনো বর্ণ দ্বারা অঙ্ক, শঙ্খ প্রভৃতির ঠিক উচ্চারণ হতে পারে না। ‘গোসাঞি’ লিখতে যে সুন্দর উচ্চারণ হয়, তা অন্য কিছুতেই হয় না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় (১২ আশ্বিন, ১৩০৮) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, “বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের পূর্বে বাংলা ব্যাকরণ ভাববার সময়ই এখনো হয়নি।” (কাইউম ১৯৮৪ : ৬৪৪)।

**৫.৮ অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্তের বিন্দুযুক্ত বর্ণ**

‘বাঙ্গালা বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা’ শিরোনামে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের (১৯০০ খ্রিস্টাব্দে) শ্রাবণ সংখ্যায় *নব্যভারত* পত্রিকায় অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্তের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় (মিতালী ২০১০ : ৮৬)। প্রবন্ধের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, এখানে লেখক বাংলা বর্ণমালার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশি ভাষার অনেক ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ বাংলায় নেই। যেমন : বাংলা ক, খ, গ জিহ্বামূলীয় বর্ণ। ফারসিতে এই তিনটি জিহ্বামূলীয় ধ্বনি ছাড়াও আরও তিনটি কণ্ঠ্য বর্ণ আছে (কাফ্, খে, গায়েন)। কাফ্, খে, গায়েন – এই তিনটি বর্ণযুক্ত শব্দ বাংলায় শুদ্ধ করে লেখার উপযোগী বর্ণ নেই। হিন্দির মতো বাংলাতেও ঐ অক্ষরগুলোর নিচে বিন্দু বসিয়ে মূল ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাপন করা যেতে পারে।

নাগরি লিপিতে দুটি 'ব' ধ্বনি যেমন আছে, তেমনি তা ভিন্ন রূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন, বর্গীয়-ব এর পেট একটি রেখা দ্বারা কেটে দেয়া হয় (ᶑ)| †jLK g‡b K‡ib, evsjv‡Z I GB c_v Pvjyn‡j 'wU e‡Yi wfb D"PviY-^ewkó¨ cKv‡k Avi †Kv‡bv Sv‡gjv _v‡K bv| Bs‡iwR‡Z F, V '‡švô¨ eY| GMyjv evsjvq d, f w'‡q †jLv nq| d, f †h‡nZzI ô¨eY ZvB GMyjv Øviv F, V †jLv AbyPZ| †jLK GRb¨ d ev f-Gi wb‡P we›'yemv‡bvi c¯ve K‡ib| Avevi Bs‡iwR zh aŸwb evsjvq k ev R w'‡q †evSv‡bv hvq bv| G‡ÿ‡Î I ÔkÕ ev ÔRÕ-Gi wb‡P we›'yewm‡q wZwb KvR Pvjv‡bvi cÿcvZx|

kZwaK eQi c‡e †jLv AwkbxKzgvi 'vmMyßi GB ceÜwU AvaybK aŸwbZwËK wePv‡i AZ¨š gj¨evb| KviY enyfvlvi Dc‡hvMx D"PviYgjK eYgvjv ^Zwii Rb¨ A‡bK Aÿi ev e‡Yi c‡qvRb| GB msL¨v Kg ivLvi j‡ÿ¨ e‡Yi mv‡_ AbyPý e¨env‡ii weKí †bB|

**৫.৯ যোগেশচন্দ্র রায়ের চিন্তা**

*প্রবাসী*i KwZK, 1316 (1909 wL÷vã) msL¨vq †hv‡MkP›' iv‡qi Ôev^OMjv Aÿi' ceÜ cKwkZ nq (ngvqb 1984 : 523)| GB ce‡Ü †hv‡MkP›' †hme c¯ve Z‡zj a‡i‡Qb, Zvi wcQ‡b cavb D‡Ïk¨ wnmv‡e †'Lv‡"Qb – evsjv Aÿi (eY) †kLv ev †kLv‡bv‡K Abvqvm-mva¨ Ges mgq-mvkqx K‡i †Zvjv| k‡ãi evbvb hw'I Zui gj Av‡jvPbv bq, wKšy e‡Yi ms¯vi †Zv cKviv‡i evbv‡bi I cwieZb NUvq|

†hv‡MkP›' ej‡Qb, Avgiv ms¯Z.k‡ãi evbvb ms¯‡Zi g‡Zv †i‡LwQ| A_P ms¯Z.kã ms¯‡Zi g‡Zv D"PviY Kwi bv, evsjvi g‡Zv D"PviY Kwi| m•MZ hy³‡ZB wZwb ÔcwieË, A×, Kvh¨, K¤§, meŸÕ – GB RvZxq k‡ãi wØZ wjL‡Z AvcwË Ki‡Qb| D‡jL¨ †h, cieZxKv‡j KwjKvZv wekwe'¨vj‡qi evsjv evbvbwewa‡Z GB gZ Mvn¨ Kiv n‡q‡Q|
†hv‡MkP›' iv‡qi c¯v‡ei wKQzwKQzAsk cieZx mg‡q KvhKi n‡q‡Q| we‡kl K‡i hy³vÿ‡ii ie mnRxKiY Ges †i‡di ci e¨Äbe‡Yi wØZ bv nIqvi e¨vcviwU| Aÿi-msL¨v nvm Kiv Avil

A‡b‡Ki c¯ve wQj| wKšyAvKwZ-e‘j Kivi (we‡klZ bvMwi wjwci AbyKiY Kivi) e¨vcviwU Zvi wecevZ¥K c¯ve|

## দুই

Gici 1317 e•Mv‡ãi Awkb msL¨vi *প্রবাসী*‡Z †hv‡MkP›‘ iv‡qi Òev⁰Mjv k‡ãi evbvbÓ kxlK Av‡iKwU ceÜ cKwkZ nq (wgZvjx 2010 : 91)| GB ce‡Ü †jLK evbvb-weåwši †ÿÎ Mywji w‘‡K AvOyj Z‡j‡Qb| wZwb ck Z‡j‡Qb, evbvb hw‘ gy aŸwbc‘kK nq Z‡e cPwjZ ÔivgÕ evbvbwU wKfv‡e †jLv n‡e – ÔivgÕ bwK ÔivgÕ? ÔivgÕ †jLv n‡j hviv wfb fvlvfvlx †jvK Zviv wfb D”PviY Ki‡e| Avevi ms¯‹Zgy‡K k‡ãi evbvb me‡ÿ‡Î gy we‡ePbv K‡i wjL‡Z †M‡j cwZ c‘‡ÿ‡c evsjv fvlv‡Kv‡li mvnvh¨ wb‡Z n‡e| †hv‡MkP›‘ ej‡Qb, ms¯‹Z.†_‡K cwiewZZ n‡q evsjvq Avmv kãMywji †KD gy-vbyvqx †KD aŸwbwfwËK wjL‡Z Pvb| G‡ÿ‡Î I weåwš mwó nq|

B C; D E; F ix; AB H; AD J; s O; h R; b Y; k m l; K L; M N; R S; P Q; U V; W X; Z _; ‘ a; e f – Gme e‡Yi †ÿ‡Î GKwUi ¯v‡b Ab¨wUi c‡qvM nIqvq evbv‡b weåwš nq| ZvQvov †hv‡MkP›‘ jÿ K‡i‡Qb,¯ieY ¯v‡b q, qv, wq, qx, qyq,~†q, ˆq, †qv, †qŠ Ges •M, T ¯v‡b O, Bu c‡qvM nq| Bqv, Dqv – Zw×Z cZ¨q-†hv‡M evsjv fvlvq enyk ã i‡q‡Q| wZwb Bqv, Dqv-i cwie‡Z BAv, DAv †jLvi cÿcvZx, KviY BAv, DAv LywU evsjv cZ¨q| GQvovI wZwb nj, K‡i, R‡jv BZ¨vw‘ mswÿß ieMywji cwie‡Z nj¨, K‡i¨, R‡jv †jLvi cÿcvZx| GgbwK Pwi – PvBi, AwR – AvBR BZ¨vw‘ k‡ãi gv‡S ÔCIr BÕ-Gi Rb¨ wPý w‘‡Z Pvb wZwb|

Z‡e †hv‡MkP›‘ ck †i‡L‡Qb, †h‡ÿ‡Î k‡ãi gy ms¯‹Z.bq, †m‡ÿ‡Î I ms¯‹‡Zi wewa gvb‡Z n‡e wKbv| †hgb, ÔKvebÕ kãwU‡Z e¨vKi‡Yi wbq‡g ÔYÕ nq|

## তিন

*ভারতবর্ষে*i fv‘ 1338 (1931 wL÷vã) msL¨vq †hv‡MkP›‘ ivq we‘¨wbwai Ôevsjv kã I evbvbÕ wk‡ivbv‡g Av‡iKwU †jLv cKwkZ nq (wgZvjx 2010 : 115)| GB ce‡Ü wZwb we‡‘wk k‡ã aŸwbmsev‘x evbvb †jLv h_vh_ g‡b K‡ib| †hgb – Kwg, †ewk, ewK BZ¨vw‘| bZb AvMZ we‡‘wk k‡ã D”PviYgy‡K evbvb hZ ivLv hvq, ZZB fv‡jv n‡e e‡j Zvi AwfgZ|

c‡hvRK A‡_ avZzi c‡i ÔAvbÕ cZ¨q nq| †hgb √Ki + Avb > Kivb| †KD †KD ÔKiv‡bvÕ wjL‡Qb †‘‡L †hv‡MkP‡›‘i AvcwË| KviY, Kivb we‡klY, mÁvs A-Kvivš| we‡kl‡Yi Rb¨

evowZ I-Kvi Avek¨K bq e‡j wZwb g‡b K‡ib| Z‡e we‡kIY †Kv_vI †Kv_vI we‡kI¨i‡cI P‡j| †hgb : ‘¯^‡ai †hvMvb| GB A‡íi Rb¨ AmsL¨ evbvb-weKvi KZe¨ bq e‡j Zvu AwfgZ| wµqvc‡`i evbv‡b Be, Bj, BZ – GB wZb wefw³ hy³ c‡` wZwb meÎ A-Kvivš— †jLvi cÿcvZx (A_vr Ôhv‡evÕ ev Ô†M‡jvÕ bq)| I-Kv‡ii g‡Zv ¯^i‡hv‡M †hgb Zvu AvcwË, †Zgwb Avek¨K ¯^i‡jvc Zvu g‡Z AbywPZ| AvR, Kvj, Pvj BZ¨vw` evbvb Zvu g‡Z wVK bq| Kj¨ > Kwj > KvBj; Pvjy> PvDj > PvBj – Gme k‡ãi ga¨eZx Clr-B cKv‡ki Rb¨ GKwU bZzb eY ˆZwi Kiv `iKvi e‡j g‡b K‡ib wZwb (A_vr – Av R, Kv j, Pv j BZ¨vw`)|

†id-hy³ e¨Äb wel‡q wj‡L‡Qb, weK‡í wØZ †jLvi ixwZ †h‡nZz eny cÖPwjZ †m‡nZz †m‡ÿ‡Î GKB Pvjy wQj myZivs eZgv‡b †idvµvš— e¨Äb GKwU †jLvB fv‡jv| Avi K_¨i‡c cm•M †U‡b e‡j‡Qb, wfRv-wf‡R, Lyov-L‡ov cfw„Z AmsL¨ k‡ã ‘D’ ie¨B ¯^xKvi Ki‡Z nq|

†hv‡MkP›` iv‡qi GB ce‡Üi Rev‡e ex‡iki †mb †j‡Lb Ôwewea cm•M : evsjv fvlvÕ| ceÜwU cKvwkZ nq ভারতবর্ষে i †cŠl 1338 msL¨vq (wgZvjx 2010 : 117)| ex‡iki †mb †hv‡MkP‡›`i me AwfgZ gvb‡Z cv‡ibwb| †hgb : Òe‡j K‡q P‡j †MjÓ †hv‡MkP›`-D×Z.GB kãMyjv wZwb I-Kvi w`‡q †jLv DwPZ e‡j g‡b K‡ib| GB ce‡Üi cZ¨Ë‡i †hv‡MkP›` ivq cybivq Zvu g‡Zi mc‡ÿ wewfb hyw³ †`b Ôevsjv evbvbÕ kxlK ce‡Ü| GwU Qvcv nq ভারতবর্ষ (gvN 1338) cwÎKvq| Gici Ôevsjv evbvbÕ kxlK Av‡jvPbvq ex‡iki †mb cybivq Zvu g‡Zi c‡ÿ hyw³ †`b| Av‡jvPbwUi cKvkKvj ভারতবর্ষ, ˆPÎ 1338|

†hv‡MkP›` iv‡qi Ôevsjv kã I evbvbÕ (fv` 1338, ভারতবর্ষ) ceÜwU m¤ú‡K nx‡i›` bvivqY g¯‥Lvcva¨vq I gZvgZ e¨³ K‡ib Zvu Ôevsjv evbvbÕ ce‡Ü (cKvkKvj : ভারতবর্ষ, ˆPÎ 1338)| GB ceÜ m¤ú‡K Kwj`vm fÆvPvh¨ Zvu gZvgZ Rvbvb Ôevsjv evbvbÕ kxlK Av‡jvPbvq| GwU cKvwkZ nq ভারতবর্ষ ˆR¨ô 1339 msL¨vq (wgZvjx 2010 : 117)| †evSv hv‡”Q, evsjv evbvb wb‡q ZK-weZK †ek fv‡jvB R‡g D‡VwQj|

### ৫.১০ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভাবনা

*বঙ্গদর্শন*, KwZK 1316 (1909 wL÷vã) cwÎKvq jwjZKzgvi e‡›`¨vcva¨vq †j‡Lb ÔcÂ¯^iÕ bvgK ceÜ (wgZvjx 2010 : 89)| GB ce‡Ü †jLK ¯^ie‡Yi msL¨v Kgv‡bvi c¯—ve K‡i‡Qb|

jwjZKgv‡ii g‡Z, evsjvq A, Av, B, D, G – GB cuPwU ¯iB h‡_ó| KviY ‘xN¯i C, E Abvek¨K| F, 9 Avm‡j wi, wj-Gi cwZwbwaZ K‡i| H Ges J-Gi KvR AB ev AD w`‡q Pvjv‡bv hvq| A-Kv‡ii weKZ.D”PviY I-Kv‡ii m‡•M Awfb; †hgb – big, Mig, BZ¨w`| ZvB †jLK c„_K I-Kv‡ii Aw¯Z Ac‡qvRbxq e‡j g‡b K‡ib| myZivs jwjZKgvi e‡›`¨vcva¨vq g‡b K‡ib, C, E, F, 9, I, H, J eYM¸wj wb®ú‡qvRb|

## দুই

*বঙ্গদর্শন*, dvêyb 1316 e•Mv‡ã ÔPZz©k e¨ÄbÕ bv‡g jwjZKgvi e‡›`¨vcva¨v‡qi Av‡iKwU ceÜ Qvcv nq (wgZvjx 2010 : 90)| ÔcÂ¯iÕ ce‡Üi m‡Z a‡i GB ceÜwU †jLv – GLv‡b †jLK e¨ÄbeY Kgv‡bvi c‡ÿ hyw³ †`wL‡q‡Qb|

jwjZKgvi g‡b K‡ib, Avgv‡`i eYgvjv †_‡K e‡Mi wØZxq eY, PZz_ eY ewRZ n‡Z cv‡i| GgbwK s, t Ges P›`we›`yI wemRb †`qv hvq| e‡Mi cÂg eYM¸wj meB †h‡nZz Abybvwm‡K, ZvB kãgôÔgÕ †K †i‡L Ab¨M¸wj LwiR †nvK| †Kej ‘š¨-m, ‘š¨-b, eMxq-R, i †i‡L eRb Kiv †nvK – Zvje¨-k, gab¨-I, gab¨-Y, Ašt¯-h, o Ges p| ZvQvov U-eMwU Z-e‡Mi Acåsk Ges eei Abvh ‘weoxq bgby; myZivs ÔAvh¨es‡kv™¢zÕ evsjv fvlvq _vKv Ab¨vq| myZivs, jwjZKgv‡ii c¯ve Abyhvqx e¨ÄbeY ‘uovj – K, M, P, R, Z, ‘, b, c, e, g, i, j, m, n| (wgZvjx 2010 : 90)

## তিন

1318 e•Mv‡ã kveY-fv‘ msL¨vi *সাহিত্য* cwÎKvq ÔevYvb-mgm¨vÕ ceÜwU cKwkZ nq| ceÜwU c‡i cKwkZ nq †jL‡Ki *ব্যাকরণ বিভীষিকা* (1320) M‡š'i cwiwkói‡c (ngvqb 1984 : Drmwb‡`k)| jwjZKgvi e‡›`¨vcva¨vq ÔevYvb-mgm¨vÕ ce‡Ü c¯ve bq, eis mgm¨vi w`K-wb‡`kbv Z‡j ai‡Z m‡Pó n‡q‡Qb| AÂjwfwËK D”Pvi‡Yi wKsev D”PviYg~‡K evbv‡bi cÿcvZx bb wZwb| Zui AvMÖn g~Z ms¯‹Z.evbvb‡K we‘¨gvb ivLv|

evgb n‡q hvq evgyb (A > D), cvqm n‡q hvq cv‡qm (A > G), evjy n‡q hvq ewj (D > B), P‡¨ n‡q hvq †PvI¨ (D > I), N„Yv n‡q hvq †Nbv (F > G) – Gfv‡e wKQz k‡ãi ¯i-wechq †`wL‡q‡Qb wZwb| ms¯‹Z.k‡ãi GiKg iƒcvšÍi‡K wZwb ÔevYvb weKwZÕ e‡j‡Qb| GKBm‡•M e‡j‡Qb, Acås‡ki †ÿ‡Î GB iƒcvšÍi †`v‡li bq|

A-Kv‡ii mseZ D”PviY‡K evbv‡b bv Avbvi cÿcvZx wZwb| A_vr Kvj (is †evSv‡Z), fvj (DËg A‡_), hZ, ZZ, gZ (b¨vq A‡_), mZ¨, M‘¨, c‘¨ evbv‡bi †k‡l I-Kvi †hvM Ki‡Z Pvb

bv| d‡j ÔGL‡bvÕ bv wj‡L ÔGLbIÕ †jLv‡K m•MZ g‡b Ki‡Qb wZwb| GgbwK KòeYevPK ÔKvjÕ Ges mgqevPK ÔKvjÕ-‡KI GKie ivL‡Z Pvb wZwb|

G-aÿwbi mseZ I weeZ D”PviY‡K c„K Kivi Rb¨ Ôh-djv AvKviÕ (¨v) e¨env‡ii gva¨‡g me Ô†jVv †Pv‡K bvÕ e‡j‡Qb| A_vr Ôj¨vVvÕ‡K wZwb Ô†jVvÕB wjL‡Z Pvb| Z‡e we‡'wk k‡ãi †ÿ‡Î evbv‡bi wfZ‡i D”PviYI cKwkZ nIqv 'iKvi g‡b K‡i‡Qb| Avevi Ôn¨wimbÕ‡K Ô†nwimbÕ wjL‡Z Pvb wZwb| d‡j ÔG mgm¨vi gxgvsmv wK?Õ – GB ck Z‡j‡Qb|

evbv‡b B, C Ges D, E-Gi c‡f' jwjZKgvi ivL‡Z Pvb| wZwb ej‡Qb, ÒD”PviY‡'v‡I Avgiv n¯'xNÁvb nvivBqwQ|Ó ms¯‹Z.kã‡K eÿcwË Abyhvq‡i wZwb n¯-'xN c„K ivL‡Z ej‡Qb| Zü c¯v‡e evbvb nIqv DwPZ GiKg : wkjv, kxj, ÿż, k–, Awm, gmx, ewai, axi| ms¯‹Z. k‡ãi Acås‡ki †ÿ‡Î g‡j i evbvbixwZ‡K gvb¨ Ki‡Z Pvb| †hgb, ÔcÿxiÕ Acåsk ivL‡Z Pvb ÔcvLxÕ, ÔMynYxÕi Acåsk ÔwMbxÕ – Gme evbv‡b 'xN C-Kv‡ii cÿcvZx wZwb| Avevi ÔNwUKvÕ †_‡K ÔNwoÕ n‡q‡Q e‡j GLv‡b n¯-‡K wVK e‡j‡Qb| C-Kvivš cZ¨q‡hv‡M KvKx, Lyox, gvgx n‡q‡Q e‡j 'xN C-Kvi‡K h_vh_ e‡j‡Qb| gwm, wcwmi †ÿ‡Î n¯ ÔBÕ ivL‡Z Pvb, KviY Ime †ÿ‡Î bvixevPK kã †_‡K cÿyevPK k‡ãi D™¢e n‡q‡Q|

cvK‡Z †'Lv hvq, ms¯‹Z.k‡ãi ev c‡'i e¨Äb Acås‡k ÔAÕ n‡q‡Q| †hgb : mvMi > mvAi, Øvi > 'yAvi, be > bA, Lw'i > LGi, wkLi > wkAi, ebPvix > ebAvix| wKšyevsjvq GMyjvi evbvb n‡q‡Q mvqi, 'yqvi, bq/bqv, L‡qi, wkqi, e‡bvqvix| jwjZKgvi Gme evbv‡b ÔqÕ-Gi cÿcvZx bv n‡j I ej‡Qb, ÒGLb Bnv eÜ Kiv Amva¨|Ó Avevi Kwiqv, Kwiqv‡Q Gme evbv‡b ÔKwiAvÕ, ÔKwiAv‡QÕ GiKg wjL‡Z Pv‡”Qb wZwb| B-Gi m‡•M-m‡•MB hw' Av _v‡K Z‡e wRnŸvi 'y GK Ae¯vb †_‡K Avi GK Ae¯v‡b †h‡Z wcwQ”Qj aŸwb Drcb nq; †mwU‡K †h ÔqÕ w'‡q †jLv DwPZ – GB fvebv m¤eZ Zü wQj bv|

e¨Ä‡bi g‡a¨ e (eMxq) e (Aš—¯), L ÿ, R h, i o, Y b, k I m – GMyjvi †ÿ‡Î ej‡Qb ¯Zš ¯Zš Aÿi _vKvq fÿ evbvb AvUKvqwb| wZwb e‡j‡Qb, Avmj Mj' D”Pvi‡Y| Avi D”PviY †kvaiv‡bvi †h‡nZzDcvq †bB, †m‡nZzeÿcwËÁvb‡K cvavb¨ w'‡q‡Qb wZwb| GgbwK B C, D E, Av qv, A q – Gme †ÿ‡ÎI eÿcwË‡K gvb¨ Ki‡Z e‡j‡Qb|

A‡b‡K eMxq e Ges Aš—¯ e-Gi Rb¨ bvMwi wjwci AbyKi‡Y wem'k AvKvi ˆZwii K_v e‡j‡Qb| wKšyjwjZKgvi Zv gvb‡Z c¯y bb| R I h-Gi †ÿ‡Î Zü gše¨ nj : Acås‡ki

†ejvq eÿ©cwË †g‡b R ev h w¯i Kiv m•MZ| d‡j hš †_‡K hwš¿Zv, hwšKv †_‡K hwš¿Zx, hwš¿ †_‡K †hvov, m¾v †_‡K mvR, eR †_‡K evR – GiKg †jLvi c¯ve K‡i‡Qb|

i o-Gi †ÿ‡Î ej‡Qb, Òms¯‹…Z †hgb h Av‡Q q bvB, †Zgwb W Av‡Q o bvB| i o ¯Zš ¯Zš ¯vb nB‡Z D”PwiZ nB‡j I ms¯‹Z.k‡ãi i A‡bK mg‡q ev•Mvjvq Acås‡k o nBqv‡Q|Ó (nygvqb 1984 : 537)| Gici mÎ wb‡`©k K‡i ej‡Qb, mvaviYZ U e‡Mi Aÿ‡ii Acås‡k o nq| †hgb – evUx > evox, KUvn > Kov, KcU > Kvco, †NvUK > †Nvov, K‡Vvi > Kov, ‘Ðvq > ‘ovb, fvÐ > fvo| Z e‡Mi Aÿ‡ii Acås‡kI KLbI KLbI o n‡Z cv‡i – GB bgybvI †`wL‡q‡Qb wZwb : cZb > cov, KcÏK > Kwo| wKšy cvewÜ‡Ki ck kky †_‡K kvkyx, Ziv †_‡K ZvovZwo, cwZ‡ekx †_‡K cokx, Aši vj †_‡K Avovj – GB evbvbMy‡jv Kxfv‡e Gj? wbðq D”Pvi‡Yi Kvi‡Y n‡q‡Q| GMy‡jvi e‡j NwU‡q kvkyx, ZvivZwi, cikx †jLv hvq wKbv †mB c¯ve †i‡L‡Qb| A_vr i I o-Gi †ÿ‡Î I wZwb eÿ©cwË‡K cvavb¨ w‡q‡Qb|
L Ges ÿ-Gi †ÿ‡Î jwjZKgvi‡ii c¯ve Mªn‡Y n‡q‡Q KjKvZv wekwe`¨vj‡qi evbvb ms¯‹v‡i| jwjZKgvi ej‡Qb ÔÿÕ Acås‡k ÔLÕ nq| d‡j ÿz > Lz/Lz©, Pÿz > †PvL, Bÿz > AvL, cÿx > cvLx, cixÿv > ciL, eÿt > eyK, wÿß > †Lcv, ÿav > wL‡`, GZÿY > GLb – Gme evbvb m•MZ| wKšy ms¯‹Z.kã AweKj MnY Ki‡j ÿ AwеKZ.ivLv DwPZ| A_vr ÿxi, ÿY, ÿvi, ÿwZ ÿZ, †ÿvf Gme kã ms¯‹…Zi g‡ZB †jLv DwPZ|

h-dj Ges e-dj e¨env‡ii †ÿ‡Î I ms¯‹…Z-Abyhvqx gZ evbvb †jLvi cÿcwZ wZwb| A_vr D”PviYgZ evbvb‡K jwjZKgvi wbiyrmvwnZ Ki‡Qb|

‘š¨ b I gab¨ Y e¨env‡ii †ÿ‡Î YZ wevavb‡K gvb¨ Ki‡Z e‡j‡Qb| d‡j Acivý, ga¨vý evbv‡b e¨wZµg _vK‡e| Acås‡ki †ÿ‡Î jwjZKgv‡ii gše¨ GiKg :

> GÿY Acås‡ki K_v Zzwje| KY = KvY, cY = cvY, PY = PY, ¯Y = †mvYv, eYb = evYvb, G me ¯‡j I Acås‡kI Y ‡jLv eÿ©cwËÁv‡bi mnvq| †Kn †Kn ZK Zzjb, †id hLb Acås‡k bvB, ZLb Y nB‡e †Kb? wKšyG me ¯‡j Y †h YZwevav‡bi wbq‡g nBqv‡Q, Bnvi †Kvb cgvY bvB| gZ kãMyji Y ¯vfwweK ewjqvB Abygvb Kwi| (jwjZKgvi 1984 : 541)

jwjZKgv‡ii Dc‡ii c¯ve eZgvb evsjv evbv‡b Mªn‡Z nqwb| wKQz k‡ãi Acås‡k wZwb ‘š¨ b e¨env‡ii cÿcvZx| †hgb : keY > †kvbv, †ciY > cvVvb, Mªnbx > wMbx, NªYv > †Nbv, KcY > †Kàb| Gme †ÿ‡Î Zvi hyw³ nj – Acås‡k F, i, l e‡Yi †jvc N‡U‡Q| d‡j YZ wevavb GLv‡b KvhKi n‡e bv|

k, l, m – GB wZbwUi Rb¨I Zù c‡ei YZweav‡bi c¯v‡ei AbymiY K‡i‡Qb| A_vr lZweavb †g‡b Pj‡Z n‡e ms¯‹Z.k‡ã| Acås‡ki †ejv‡Z eÿcwË Abyvqx evbvb †jLv‡K m•MZ g‡b K‡i‡Qb| Zù c¯v‡e evbvb n‡e – kv‘v (< †kZ), kvix/ wkax (†kYx), m‡l (< mlc), cokx (< cwZ‡ekx)| YZweav‡bi †ejvq †hgb e‡j‡Qb, lZweav‡bi †ejvq I †miKg e‡j‡Qb| A_vr hLb Acås‡k lZweav‡bi m‡Î i c‡qv‡Mi Avi Aemi †bB, ZLb ÔmÕ †jLvi c¯ve K‡i‡Qb| d‡j wcZlm„Ges gvZlm„†_‡K Drcb n‡j I ÔwcwlÕ, ÔgwlÕ bv wj‡L ÔwcwmÕ, ÔgwmÕ †jLv DwPZ e‡j g‡b Ki‡Qb wZwb| we‡'wk k‡ãi Rb¨ jwjZKgvi we‡klÁ‡'i‡K we‡ePbv K‡i †'L‡Z e‡j‡Qb| hw'I wZwb e‡j‡Qb – †WY, Rv¤§vY, †UY, †ólY, gwKY Gme k‡ã YZ-lZ weavb‡bi Rb¨ ÔcxovcxwoÕ Kiv wbZvšB Rÿgy| we‡'wk k‡ãi hy³vÿ‡i Y I l-Gi e¨envi (†hgb : G‡RÈ, c¨vÈ, óxgvi, óxj) wZwb ivL‡ZB AvMnx| GRb¨ Aek¨ wZwb QvcvLvbvi UvB‡ci †'vnvB †U‡b‡Qb| QvcvLvbvi UvB‡ci hy³ Aek¨ G-Kv‡j LvU‡e bv|

Pwvšf v‡e jwjZKgvi e‡›'¨vcva¨vq eÿcwËg‡K evbvb‡K gvb¨ Ki‡Z ej‡Qb| D"PviYg‡K evbv‡bi mgm¨v wnmv‡e wZwb D‡jL K‡i‡Qb, AÂjwe‡k‡l D"Pv‡Yi ie cwië‡q hvq| Dcmsnv‡i wZwb wj‡L‡Qb :

> D"PviYvbyvqx evYv‡bi weiy× cavb Avcwë, Bnv‡Z A‡bK ¯‡j k‡ãi eÿcwËÁv‡bi weN NwU‡e| G‡KB Z Avgv‡'i weKZ.D"Pvi‡Y k‡ãi cKZ.¯ie wPwbqv DVv A‡bK ¯‡j KwVb, Zvnvi Dci evYv‡b GB iKg †'ŠivZ¥ nB‡j 'ywZi GK‡kl nB‡e| (jwjZKgvi 1984 : 545)|

*সাহিত্য* cwÎKvi GB ceÜ †jLvi c‡e 1316 e•Mv‡ã *বঙ্গদর্শন* cwÎKvi KwZK I dvêy msL¨vq jwjZKgvi e‡›'¨vcva¨vq h_vµ‡g ÔcÂ¯iÕ I ÔPZzk e¨ÄbÕ ceÜ 'yU †j‡Lb| ZZxq ce‡Ü mgm¨v m¤ú‡K †jLK †h mgvavb-m~Î w'‡q‡Qb, Gi m‡•M c‡ei ceÜ 'yUi we‡iva jÿ Kiv hvq| ÔcÂ¯iÕ ce‡Ü †jLK mg¯ 'xN¯i Abvek¨K g‡b K‡i‡Qb; wKšyAv‡jvP¨ ce‡Ü †jLK eÿcwË Abyvi‡i n¯-'xN w¯i Kiv m•MZ g‡b K‡i‡Qb| Avevi ÔPZzk e¨ÄbÕ ce‡Ü h, Y, Ašt¯-e, k, l – BZ¨w' eY cyivcyi eRb K‡i‡Qb; wKšyAv‡jvP¨ ce‡Ü eÿcwË Abyv‡i R-h, b-Y, eMxq e-Ašt¯ e, m-k-l wbavviY Kiv m•MZ g‡b K‡i‡Qb| myZivs †evSv hvq, GLv‡b †Kv‡bv eYB ev' †'bwb wZwb|

## ৫.১১ অনুকূলচন্দ্র বসুর দৃষ্টিতে বানান-সমস্যা

Ôe•Mf vlvq evYvb mgm¨vÕ wk‡ivbv‡g Abyk~‡P›` emy ceÜwU Qvcv nq *প্রবাসী*i AMÖnvqY 1317 (1910 wL÷vã) msL¨vq| Gi Av‡M 1317 e•Mv‡ãi Avwkb msL¨vq *প্রবাসী*‡Z †hv‡MkP›` iv‡qi ÔevOMjv k‡ãi evbvbÕ cKvwkZ nq| †hv‡MkP›` ce‡Üi cZ¨Ë‡i Abyk~P›` Ôe•Mf vlvq evYvb mgm¨vÓ ceÜwUi AeZviYv K‡ib (wgZvjx 2010 : 92)| GB ce‡Ü †jLK evsjv eYgvjv I evbvb m¤úwKZ K‡qKwU mgm¨v Z‡j a‡i Zvi mgvavbmî w`‡q‡Qb|

†jLK g‡b K‡ib, †Kv‡bv fvlv‡Z hZMy‡jv aŸwbi e¨envi Av‡Q, ZZMy‡jv Ayi _vKv `iKvi| Avi aŸwb-Abyhvqx‡i Ayi mvRv‡Z †M‡j evsjv eYgvjv †_‡K Aš—¯ e, k I `xN©iMy‡jv ev` w`‡Z nq| O, T, `š—¨-b I `š—¨-m – GB KqwU eY †Kej djvq e¨envi‡i Rb¨ ivL‡Z nq| eYms‡hv‡Mi ¯^vb Qvov meÎ Y I h e¨envi Ki‡jB Avgv‡`i cPwjZ aŸwb wVK _v‡K e‡j wZwb g‡b K‡ib| KviY k-Gi cKZ.D”PviY wRnŸvi ga¨fvM Øviv nq| wKšyGfv‡e Avgiv †KDB D”PviY Kwi bv|

Abyk~P›` LwU ms¯‹Z.kãMy‡ji †ÿ‡Î ms¯‹Z‡KB gvb ev ÷vÛvW ai‡Z Pvb| aŸwbi Avgy- cwieZbB hLb Acås‡ki KviY, ZLb Acåó kãMy‡jvi evbvb aŸwb-Abyhvqx‡iB Kiv DwPZ e‡j wZwb g‡b K‡ib| A_vr ÔKvhÕ evbvbwU ÔKvRÕ †jLvB m•MZ| Ab¨ fvlv †_‡K MpxZ I †`kR k‡ãi evbvbI aŸwbi Abyiƒc n‡e|
BAv, DAv †h‡nZzLwU evsjv Zw×Z cZ¨q, †m‡nZzBqv, Dqv †jLv DwPZ bq| †hgb – coAv| †hv‡Mkevey ÔnÕ‡jvÕ, ÔK‡iÕ, ÔR‡jvÕ BZ¨w` ¯'v‡b Ônj¨Õ, ÔK‡i¨Õ, ÔR‡jvÕ †jLvi cÿcvZx| wKšy Abyk~P›` g‡b K‡ib Ônj¨Õ evbvb cKZ.aŸwbi Abyiƒc bq| ZvQvov cvPx‡biv Ônj¨Õ wjL‡jI nÕ‡jv-i b¨vq D”PviY Ki‡Zb| Ônj¨Õ wj‡L nÕ‡jv ev nBj D”PviY Kiv wZwb Aky× g‡b K‡ib| Z‡e †jLK Aa B, ev Aa D-aŸwb cKv‡ki Rb¨ (Õ) wP‡ýi cwie‡Z †hv‡Mkeveyi c¯—weZ ( ) †jLvi cÿcvZx|

†hv‡MkP›` O, T, Y-Gi RvqMvq †Kej Ô O Õ †jLvi cÿcvZx| wKšy Abyk~P›` GKgvÎ (O) wPý w`‡q GKwaK Ayi cKvk Kiv‡K A‡hŠw³K e‡j g‡b K‡ib| Z‡e Abyÿv‡ii ÔAvjMv †jRÕUv wZwbI †d‡j w`‡Z ¯xKZ.Av‡Qb|

## ৫.১২ সতীশচন্দ্র ঘোষের ভিন্নমত ও প্রস্তাব

1319 e•Mv‡ã (1912 wL÷v‡ã) *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*q (msL¨v-2) Qvcv nq mZxkP›‘ †Nv‡li ÔevsMjv kã, Z_v evbvb I wjLbmgm¨vÕ| ceÜwU g~jZ 1316 e•Mv‡ãi KwZK msL¨vq cKwkZ †hv‡MkP›‘ iv‡qi ÔevsMjv Aÿi c¯'v‡ei mgv‡jvPbv|

Av‡jvPbvi kyiæ‡Z mZxkP›‘ ej‡Qb, ÒAvh©¨M‡Yi AvMg‡bi ceŸ nB‡Z Zvnviv GKwU wbR¯ fvlv wQj; Zvnv‡Z Zvnvi AwaewmeM ci¯úi‡i g‡bvfve weubgq KwiZ| GB Avgiv hvnv‡K cvKZ.bv‡g AwfwnZ Kwi, ZvnvB c‡eŸ fvi‡Zi wewfbvs‡k e¨enZ¸ ¯'vbxq fvlv wQjÓ (mZxkP›‘ 1984 : 547)| mZxkP›‘ Rvbv‡"Qb, ˆew‘K fvlvB Avh©‡‘i ceMvgx kvLvi GKgvÎ wbR¯ wQj| Gici Avhiv wewfb cvKZ.fvlvi Ave‡Z c‡o †M‡j K_veyZvq ÔwLPzoÕ ˆZwi nq| GB Avh I Abv‡hi wgwkZ fvlv ÔgšbÕ K‡i ZLbKvi cwÐZmgvR †h †jL¨ fvlv MVb K‡ib, Zvi bvg ms¯'Z| AZGe cvewÜ‡Ki ck : ÒAb¨vb¨ fvlvi g~ ms¯'‡Z AbymÜvb bv Kwiqv, †mB me fvlv‡ZB ms¯'‡Zi g~ AbymÜvb meŸ‡‘š KËe¨ b‡n wK?Ó Gici gše¨ K‡i‡Qb : ÒAvaywbK ev•Mvjv †hie ms¯'Z.kãvfi‡Y cvq meŸv•M wefwlZ Kwiqv AvZ¼cKvk Kwi‡Z‡Q, ms¯'Z.nB‡Z ¯Zš nIqvi mgq Lye m¤¢e, GZ cigyLv‡cwÿYx nBqv AMmi nBqwQj bv; ms¯'‡Zi Qvcgviv kãvejxi mvnvh¨ bv jBqvI Pwjevi mvg_¨ ev DcKiY Zvnvi wbðq wQj|Ó (mZxkP›‘ 1984 : 547)

Dc‡ii GB gš‡e¨i c‡iI mZxkP›‘ k‡ãi evbvb‡K D"PviYg~K K‡i Zz‡j Pvb bv, eis cwËg~K-B ivL‡Z Pvb| †hv‡MkP›‘ iv‡qi mgv‡jvPbv K‡i ej‡Qb : ÒAvgiv hw‘ ms¯'viKËvi c¯'vevbymv‡i ÒwbIÓ, ÔwgËzÕ, Òwi‘qÓ, ÒAbyLbÓ cfyZi eYweb¨vm Kwi‡Z Avi¤¢ Kwi, Zvnv nB‡j wK kãMyj‡K ms¯'Z.nB‡Z AKZÁi‡c QvovBqv jIqv nBj bv?Ó (mZxkP›‘ 1984 : 549)|

mZxkP›‘ hy³ †‘Lv‡"Qb, evbvb‡K D"PviYg~K ivL‡j AÂj‡f‡‘ evbv‡bi ie‡f‘ NU‡e| ZvQvov eis cwËg~K evbvb A_-Dcjwäi Rb¨I mnvqK n‡e| wZwb wj‡L‡Qb : Ò†‘k‡f‡‘ D"Pvi‡Yi ZviZg¨ †nZzGKB kã ¯'vbwe‡k‡l wewfb AvKvi aviY Kwiqv ci¯úi‡i m¤úKkb¨ nBqv c‡o| myZivs h_vmva¨ cwigv‡Y mK‡jiB ms¯'Zg~ iÿv Kiv KZe¨|Ó (mZxkP›‘ 1984 : 550)

O, T, Y GMyjvi Rb¨ †hv‡MkP‡›‘i c¯'ve wQj GKwU gvÎ ÔjßwPýÕ (O) e¨env‡ii| wKšy G‡Z GB AvcwË RwwbqwQ‡jb AbyKj~P›‘ emy AbyKj~eveyK mg_b Rwwb‡q mZxkP›‘ wj‡L‡Qb, O, T, Y GMyjv AbymwmK n‡jI c‡Z¨‡KB wfb aŸwb‡‘¨vZK| GKgvÎ jßwPý (O) w‘‡q G‡‘i cwiPq ev D"PviY Rvbv‡bv m¤¢e bq| mZxkP‡›‘i c¯'ve G‡ÿ‡Î AwaKZi m•MZ| wZwb ej‡Qb,

c‡qvR‡b Abyয©v‡ii ÔAvjMv †jRÕ †d‡j †'qv †h‡Z cv‡i Ges g-Gi ¯Zš e¨envi Z‡j w'‡q kাå¨ÔjvÕMwjনxb kb‡Ö emv‡bv hvq|

†id-Gi ci †hv‡MkP›' e‡Yi wØZ eRb Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| wKšymZxkP›' †id-Gi ci e‡Yi wØZ ivL‡Z Pvb| Zvu hy³ Kvh¨—Kvh, 'ÿf—'ÿf GMy‡jvi evbvb cv_‡K¨i m‡•M m‡•M D"PviY cv_K¨I i‡q‡Q| ZvQvov AwaKvsk wØZeY †jLvi Rb¨ Kjg Zz‡Z nq bv, A_vr wjLbkg ev‡o bv|

†hv‡MkP›' Aÿi-msL¨v nvm Kivi c¯ve K‡iwQ‡jb| GgbwK hy³vÿ‡ii Rb¨ nmwP‡ýi e¨envi evwo‡q Aÿi‡K †f‡O wjL‡Z e‡jwQ‡jb| mZxkP›' GB c¯ve 'ywji wecix‡Z Ae¯vb wb‡q‡Qb| wZwb ej‡Qb, Ò†Kvb †Kvb Bs‡iRcwÐZ eYmsL¨vi b¨bZvq ÿä nBqv Zvnvi e×b †Póv Kwi‡Z‡Qb, Avi Avgiv Av‡Q jÿx cv‡q †Vwj‡Z Pwn!Ó (mZxkP›' 1984 : 552)

GgbwK mZxkP›' GI ej‡Qb, wm‡jwU bvMwii g‡Zv Av, B, C, D, E, F, G, H, I, J e‡Yi ¯vaxb ic NyP‡q GKgvÎ v, w, x, y ,~ „ †, ˆ, † v, † Š Kiv n‡j A‡bK RvqMvq wechq NU‡e| ZLb Bn, GK, HkwiK k‡ãi wjwLZ ic n‡e – wn, †K, ˆkwiK|

†hv‡MkP›' Aŝt¯ e, i, h eY‡K †'ebvMwii Abyic Ki‡Z †P‡q‡Qb| eMxq e Ges Aŝt¯ e-Gi D"PviYMZ cv_K¨ †bB – GB hy³‡Z A‡b‡K Aŝt¯ e-†K ev' w'‡Z Pvb| wKšymZxkP›' 'ywU e-B ivL‡Z Pvb| Aŝt¯ e-Gi Rb¨ Dc‡ii gvÎv †d‡j w'‡Z ej‡Qb|

e Ges i-Gi AvKwZMZ mv'k¨ i‡q‡Q, wKšyD"PviYMZ cKwZ‡Z wgj †bB| d‡j †hv‡MkP‡›'i c¯ve evsjv i-Gi bvMwiic Abvqv‡m †'qv hvq| wKšymZxkP›' Gi b¨vqm•MZ †Kv‡bv KviY †'L‡Z cvb bv| Zvn‡j h Ges I, L Ges _, G Ges Î, I Ges Ë, ÿ Ges þ – GiKg A‡bK †Rvov eY‡ZB AvKvi-cv_K¨ NUv‡Z n‡e|
¯‡ii Kvi-wPýMy‡jv evsjvq KLbI ev‡g, KLbI Wv‡b, 'y‡cv‡k ev wb‡P e¨enZ nq| A_P aŸwb‰eÁvwbKfv‡e KviwPý Wv‡b _vKv 'iKvi wQj| G‡ÿ‡Î †hme KviwPý ev‡g i‡q‡Q †mMy‡jv‡K bvMwii g‡Zv gv_vi Dc‡i †'qvi c¯ve mZxkP‡›'i| D-Kvi ms‡hv‡M My¯y ky— Gme e‡Yi AvKwZi cvPxb c×wZ‡K (¸, ¯, ï) mZxkP›' mg_b Ki‡Qb n¯wjL‡bi myeav we‡ePbv K‡i|

¯', Ë, Ì Aÿ‡ii c_gvsk ¯úó bq wKšÍ ykÏvsk‡ki K, Z, _ Aÿ‡Ki i‡q‡Q| Avevi Â, Æ, ò, ý Aÿ‡ii c_gvsk AwbKZ._vK‡jI †kÏvsk ievšwiZ n‡q‡Q| wjLbkg ev Kó bv ewo‡q GB Dfq cKvi wbKZvsk‡KB LwbK ¯úó Kivi gZ w'‡q‡Qb mZxkP›'| Z‡e ½, þ, ÿ Aÿi‡K †f‡O wjL‡Z AvcwË Zvui|

L(B)j, Av(B)R, Wv(B)j cfyZ k‡ãi ga¨eZx Clr B †evSv‡bvi Rb¨ †hv‡MkP‡›'i c¯ve wQj Lšj, AšR, Wšj, †jLvi| mZxkP›' ej‡Qb, Zvn‡j D, H, I ev J-Gi Clr D"PviY‡K Kxfv‡e cKvk Kiv hv‡e? †Kbbv D, H, J-‡Z gv_vi Ici ÔkvMÕ †Zv i‡q‡QB| Gme †ÿ‡Î mZxkP‡›'i c¯ve gv_vi Dc‡i _/_ †KvY wPýwewkó K‡qKwU B, D, H, I Ges J Aÿi K‡i wb‡Z n‡e| Avi ceeZx ¯‡ii cbivq D"PviY †evSv‡Z (e‡Yi jšwPý wnmv‡e) EaŸKgv e¨envi Kiv hvq; †hgb, bvÔB (bwf) – GLv‡b Ôbv-Gi ci Avi GKevi ÔAvÕ D"PviY Ki‡Z nq| ZvQvov, D"PviY wb‡'k Kivi Rb¨ mZxkP›' bZb K‡i accent wP‡ýi wPšv K‡i‡Qb| wZwb c¯ve Ki‡Qb, accent wPý wnmv‡e gv_vi Ici Wv‡b kb¨ ($^{0}$) e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| †hgb – m$^{0}$jv (civgk)| ÔhveZxq aŸwbÁvcb wbwgË ev•Mvjv Aÿi bvBÕ; Zeyµe‡'wk kã‡K h_vm¤e aŸwbgvwÎKfv‡e †jLvi c¯ve K‡i‡Qb mZxkP›'|

## ৫.১৩ সীতানাথ কাব্যরত্নের ব্যুৎপত্তির প্রতি অনুরাগ

অর্ঘ্য cwÎKvi ˆR¨ô 1319 msL¨vq cKwkZ nq mxZvbv_ Kve¨i‡Zi ÔAvaybK ev•Mvjv fvlvÕ (‘xc•Ki 2007 : 188)| GB ce‡Ü wZwb D‡jL K‡i‡Qb, eZgvb mg‡q evsjv fvlvi weKvk I kxe„×i Rb¨ AvaybK wkwÿZ gvbyl AMMvgx n‡q‡Qb; wKšÍ hvi †hiKg Awfiyy, wZwb †miKg Ki‡Qb|

mxZvbv_ g‡b K‡ib, Aek¨B mgq-†¯v‡Zi cwieZ‡b fvlv-†¯v‡Zi I cwieZb NU‡e; ZvB e‡j h‡_"Qv e¨envi Abygv'b Kiv †h‡Z cv‡i bv| †h cwieZ‡bi Avek¨KZv Acwinvh Zv Kiv hy³ m•MZ, Avi †h cwieZ‡bi †Kv‡bv Avek¨KZv †bB wKsev †h cwieZ‡b fvlvi †mŠ›'h¨-jvNe nq, †mB cwieZb evÃbxq bq|

wZwb e‡jb, Òev•Mvjv fvlv I mwnZ¨ ms¯‹‡Zi mwnZ AwZ Nwbô m¤‡Ü m¤Ü| mÿivs ms¯‹Z. fvlvi eÿcwË bv _wK‡j ev•Mvjv kÿ i‡c e¨envi Kiv KwVbÓ (mxZvbv_ 2007 : 188)| Avgv‡'i evsjv D"Pvi‡Y k, l, m wKsev Ašt¯-e I h-Gi †Kv‡bv Ôwb'kbÕ _v‡K bv| AZGe,

ms¯‹‡Zi m¤Ü †Q‡o w`‡j evsjvq wZbwU Ôk, l, mÕ e¨envi‡ii †Zv c‡qvRb †bB| D`vniY w`‡q ej‡Qb, Ô¯^v¯'¨Õ kãwU kÿ eYweb¨vm K‡i †jLv GKUzKwVb; AZGe ms¯‹Z.ÔwefxwlKvqÕ D”PviYgZ K evbvb wjL‡j Ôkv¯, lv¯, mv¯Õ – GiKg n‡q †h‡Z cv‡i|

wZwb AvcwË K‡i ej‡Qb, Òev•Mvjv kã I ms¯‹Z.kã GKÎ weRwoZ Kwiqv mgvme× Kiv GK bexb mgxnv nBqv DwVqv‡Q| †Kn †Kn ÔPowenvixÕ, ÔNievmxÕ, ÔBnv‡cÿvÕ cfwZ. mgvme×c` e¨envi Kwi‡Z we›`gvÎ I KzÉZ nb bv|Ó (mxZvbv_ 2007 : 190)

mxZvbv_ Kve¨iZ gZ eÿcwËgZK evbv‡bi cÿcvZx; A_vr evbv‡b ms¯‹ZgZ‡K wZwb iÿv Ki‡Z Pvb| GgbwK fvlvi c‡qvMixwZ‡Z I wZwb ms¯‹Z‡K gvb¨ Ki‡Z Pvb|

## ৫.১৪ সারদাকান্ত সেনের 'লুপ্ত অ'-যুক্ত মহাপ্রাণ বর্ণ

mvi`vKvš— †m‡bi Ôev•Mvjv AÿiÕ *প্রবাসী*‡Z cKwkZ nq ˆR¨ô 1321 e•Mv‡ã (1914 wL÷vã)| 1321 e•Mv‡ãi ˆekvL msL¨vi *প্রবাসী*‡Z mvi`vKvš— †m‡bi Ôe•Mvÿi mnR Kivi c¯veÕ-Gi mgv‡jvPbv K‡ib †hv‡MkP›` ivq| Gi cZ¨Ë‡i mvi`vKvš— †mb Ôev•Mvjv AÿiÕ ceÜwUi AeZviYv K‡ib| (wgZvjx 2010 : 98)

GB ce‡Ü †jLK ck †Zv‡jb, ms¯‹‡Zi g‡Zv evsjv‡Z I 49wU gZ eY a‡i wb‡j Zvi Rb¨ 49wU AÿiB h‡_ó; †m‡ÿ‡Î 490wU Aÿi wkL‡Z nq †Kb? e¨Äbe‡Yi g‡a¨ AícvY eYM‡jvi m‡•M jß A ( ) †hv‡M gnvcvY MwVZ n‡Z cv‡i| †hgb : K = L, P = Q; Z = _; U = V BZ¨vw`| ZvQvov, ¯ie‡Yi mvnvh¨ Qvov e¨ÄbeY D”PvwiZ n‡Z cv‡i bv| ZvB e¨ÄbM‡jvi bvg I D”PviY A-Kvivš bv n‡q A-Kviv`¨ I njš Kivi c¯ve K‡i‡Qb| †hgb : AK, AL BZ¨vw`|

†jLK e‡j‡Qb, evsjv fvlvq GZ Aÿi-AwZ‡K¨i KviY hy³vÿi| cvPxbKv‡j mgq euvPv‡bvi Rb¨ hy³vÿ‡ii c‡qvRb _vK‡jI eZgv‡b gÿYh‡ši Kj¨v‡Y hy³vÿi wb®ú‡qvRb| hy³vÿi eR‡bi Rb¨ †jLK c¯ve K‡i‡Qb – evsjvq A-Qvov mg¯ ¯ie‡Yi GKwU K‡i Kvi-wPý Av‡Q| eZgvb Av-Kvi wPý A e‡Y w`‡q Av e‡Yi Rb¨ `yU A-Kvi MnY Kiv Pj‡Z cv‡i (A_vr, A-Kvi = v Ges Av-Kvi = w)| ZvQvov A Ges Av e‡Yi Kvi wPý †Kej _vK‡e| Ab¨ mg¯ ¯ivÿi ALÐi‡c e¨Ä‡bi m‡•M hy³ n‡e (A_vr, kx †hv‡MkP›` we`¨wbwa = kx hIMGk Pb`iv eB`hvbB` B)| e¨Äbe‡Yi †Kv‡bv hy³vÿi _vK‡e bv| AÿiM‡jv cvkvcvwk em‡e| †Kej wZbwU hy³vÿi _vK‡e kx, Á, ÿ|

## ৫.১৫ বীরেশ্বর সেনের 'স্বর অ'-হীন ব্যঞ্জনবর্ণ

*প্রবাসী*, fv' 1340 msL¨vq ex‡iki †m‡bi ÔD"PviY I evbvbÕ wk‡ivbv‡g GKwU †jLv Qvcv nq (†bcvj 2007 : 31)| GB †jLvq wZwb e‡jb, K †_‡K n chš 33Uv e¨ÄbeY _vK‡e| GQvov cPwjZ q, o, p, s, t Ges u_vK‡e| GB 39Uv e¨ÄbeY-wfb evsjv Ges ms¯‹Z.wjL‡Z Avi †Kv‡bv e¨Ä‡bi c‡qvRb †bB|

e¨ÄbeYM‡jv‡K meÎ nmš we‡ePbv Ki‡Z Pvb ex‡iki †mb| e¨Ä‡bi ci ¯i em‡e – †hfv‡e †ivgxq Ges wMK Aÿi wjwLZ n‡q _v‡K; †hgb, KËe¨civqY – KAiZZAeqAcAiAvqAY|[6] GiKg Ki‡j eY Ges Aÿi GKv_evPK n‡e, ¯‡ii I e¨Ä‡bi ghv'v mgvb n‡e Ges GKUv Aÿ‡ii Dci Avi GKUv P‡o em‡Z cvi‡e bv| cPwjZ cYvjx‡Z ¯iM‡jv WvqwµwUK¨vj wPý gvÎ| Aviwe-dviwmi †Ri, Rei, †c‡ki g‡Zv| Zu g‡Z, c¯weZ cwieZ‡b eYgvjv †_‡K A¯vfweKZv G‡Kev‡i 'i n‡e| K + B = wK A_vr †h ÔBÕ K-Gi cieZx, Zv A¯vfweKfv‡e ceeZx nq| ZLb djv Ges v w x y~„†ˆ†v†š G‡Kev‡i 'i n‡e|

ex‡iki †mb e‡jb, fast, pleasure, leisure, violet BZ¨w' we‡'wk k‡ãi f, z, zh Ges v Avgiv Bs‡iwRi g‡ZvB D"PviY Kwi| GB PviUv aŸwb Awfav‡b c'kb Kivi Rb¨ d, R, h-i wb‡P we›'y Ges ব _vKv DwPZ| GQvov Aviwe-dviwm †hme k‡ã †L, Kvd Ges MvBb Av‡Q Ggb enyk‡ã evsjvq c‡ek K‡i‡Q; †hgb – Lqivr, Lei, Ly, Kvq'v, Mwie| Awfav‡b aŸwbM‡jv wb‡'k Kivi Rb¨ †L, Kvd Ges MvBb ¯v‡b h_vµ‡g wb‡P we›'yy L, K Ges M/N ivLv KZe¨| mZivs e¨ÄbeY †gvU 46wU|

wZwb g‡b K‡ib, ¯ieY ঋ ৯ ৡ wb‡q †gvU 14Uv _vKv DwPZ| Òms¯‹Z Av‡Q wKšyev•Mjvq ঋ ৯ ৡ †bBÓ – AšZ GB K_vUv evsjv e¨vKi‡Y †jLvi Rb¨I ঋ ৯ ৡ _vKvi c‡qvRb| Avi GKUv _vK‡e (jß A)| Awfav‡bi Rb¨ ms¯‹Z-A Ges Bs‡iwR cat k‡ãi a Ávcb Kivi Rb¨ GKUv Aÿi _vKv DwPZ| GB wnmv‡e †gvU ¯i-msL¨v nq 17| mZivs Aÿ‡ii †gvU msL¨v n‡e 63|

F m¤‡Ü e‡j‡Qb, hviv fv‡jv †jLvcov †k‡Lwb, Zviv wcq ¯v‡b cq wjL‡j cwZev‡'i c‡qvRb nq bv| wKšywkwÿZ †jvK hLb gm,Y, mixmc, m'k, RZMn‡K gwmPY, mixwmc, mw'k, RZwMn i‡c D"PviY K‡ib ZLb Zxe cwZev' nIqv DwPZ| Fi D"PviY iß †nvK ev wiB †nvK Zv e¨Äb¯úó bq| Ló, wLó, Lxó – evbvb wZbwUi g‡a¨ c_g evbv‡bi cÿ Aej¤b K‡i ej‡Qb,

Ab¨ ‘ÞjUv A‡cÿv Aí mg‡q Ges Aí Avqv‡m †jLv hvq| F-Kv‡ii wi D”PviY evsjv †'‡k meŸÎ cPwjZ| ˆcZK.Ges ˆcwÎK ‘Þ-B kÿ|

Zùi g‡Z, c‡Z¨K aŸwbi Rb¨ wfb wfb wPý ivLvi †Póv Kiv evÃbxq bq, m¤ecil bq| EaŸKgv A_ev EaŸk;M ev EaŸcÿŸQi wKQzgvÎ c‡qvRb Av‡Q e‡j wZwb g‡b K‡ib bv| ÔKwi‡ZÕ c‡'i m•KwPZ ie ÔKi‡ZÕ k‡ã bZb EaŸKgv mwµ bv K‡i Ô†Kvi‡ZÕ †jLvB fv‡jv g‡b K‡ib wZwb| KviY, I-KviUv Avgiv ¯úó D”PviY K‡i _wK|

ÔKvh¨Õ k‡ãi evsjv-evbvb Kvh/KvR cm‡•M wjL‡Qb, hLb ms¯‹Z.A'¨ k‡ãi evsjvq Avh/Awh bv wj‡L AvR/AwR †jLv nq, ZLb mvgÄ‡m¨i Rb¨ ÔKvRÕ †jLv DwPZ| Pÿzkã‡K Avgiv †PvK ewj, †mLv‡b PK †jLv ÔwbZvšB MwnZÕ Ges fwMbx ev ewnb kã‡K m•KwPZ K‡i Avgiv †evb ewj; †mLv‡bI eb †jLv ÔAk‡×qÕ e‡j g‡b K‡ib wZwb|

Bs‡iwR v GKUv gnvcvY eY; jwUb v Ges evsjvi Ašt¯ e gnvcvY bq| Zey k‡ãi c_‡g ms¯‹Z. . ¯v‡b w-Gi cwie‡Z v w'‡q †jLv‡KB mg_b Ki‡Qb wZwb| wZwb e‡jb, Avgv‡'i f ‘‡šÍô eY n‡j wVK Bs‡iwR v nZ| Bs‡iwR v KLbI e KLbI f w'‡q †jLv fv‡jv; wKšyf ¯v‡b v †jLv KL‡bvB DwPZ bq – †h‡nZzZvi Rb¨ bh wbawiZ n‡q‡Q| mZivs, cfvm¯‡j Provas wKsev Aw¤Kv¯‡j Amvika †jLv fy|

me‡k‡l ARiP›‘ miKv‡ii c¯v‡ei Rev‡e wj‡L‡Qb,n v Lv v wjL‡j Avgiv KLbB nIqv LvIqv ewje bv| William kã evsjvq w wjqg wjL‡j cÄweiv wVKB co‡e, wKšyevOwjiv ej‡e wewjqg| GiKg ¯v‡b Avg‡'i wM‡Ki Ab¨iY Kiv DwPZ| wM‡K h Ges v ev w †bB| GB ‘Þ aŸwb cKvk Ki‡Z n‡j BG Ges DA w'‡q wjL‡Z nq| ivgvb›'eveÿ cÿ Aej¤b K‡i wj‡L‡Qb, GKevi wZwb ÔIvÕ Pvjv‡Z †Póv K‡iwQ‡jb; wKšyPviw'‡K cwZev' nIqvq wZwb ÔLvIv, 'vIv Qwoqv w'‡jbÕ| ex‡iki †mb e‡jb, G H I J – GB PviwU hy³¯‡ii m‡•M Avi GKwU hy³¯i (Iv) evo‡j ÿwZ we‡kl nZ bv| ÔIvÕ co‡Z Kvi I fÿ nIqvi m¤vebv wQj bv| ARiP›‘ evbvb bv wj‡L ÔevYvbÕ wj‡LwQ‡jb| Gi mgv‡jvPbv K‡i wj‡L‡Qb, eYbv k‡ã g×b¨ Y Av‡Q Ges evbvb kã eYbv †_‡K n‡q‡Q e‡j hw' Y w'‡Z nq, Zvn‡j keY kãRvZ kÿv ev †kvbv-I Y w'‡q †jLv DwPZ|

## দুই

Gi Av‡M 1322 e•Mv‡ãi dvêby msL¨vi (1915 wL÷vã) *প্রবাসী*‡Z cKwkZ ÔcevmxÕ‡Z bZzb evbv‡bi ceZbÕ As‡k ex‡iki †mb K‡qKwU cPwjZ evbv‡bi cwiewZZZ ie Z‡j a‡i‡Qb| †hgb : †kvqv, †Lvqv, †Mvqvjv BZ¨vw` evbv‡bi cwie‡Z †kvAv, †LvAv, LvIv ‘vIv BZ¨vw` evbv‡bi cÿcvZx wZwb| (wgZvjx 2010 : 99)

## তিন

*প্রবাসী*i ˆPÎ, 1322 msL¨vq (1915 wL÷vã) ‘ev•Mvjv fvlvÕ wk‡ivbv‡g Av‡iK †jLvq (wgZvjx 2010 : 100) ex‡iki †mb e‡jb, ev•Mvjv kãwUi cÖPwjZ evbvb cPwjZ i‡q‡Q – ev•Mvjv, ev•Mjv, evOjv, evsMjv evsjv| Gi g‡a¨ †Kvb evbvbwU mwVK n‡Z¨ e¨envi Kiv DwPZ Zv wb‡q Av‡jvPbv K‡i‡Qb| Ôev•MvjvÕ k‡ã ga¨eZx ÔAvÕ Kv‡ii D”PviY Avgiv Kwi bv| ZvB ev•Mvjv †jLv AbyPZ| ev•Mjv I evsMjv – GB ‘yÕwUi g‡a¨ c_gwU Aívqv‡m I Aí mg‡q †jLv hvq; ZvB evsMjv cwiZ¨vR¨| ÔevsjvÕ kãwUI mwVK n‡Z¨ APj, KviY ms¯‹Z.Abyÿv‡ii D”PviY GK GK ¯v‡b GK GK iKg| Awekó ev•Mjv I evOjvi g‡a¨ gf e•M k‡ã †h‡nZz•M Av‡Q, ZvB g‡j i m‡•M mv‘k¨ †i‡L Ôev•MjvÕ evbvbwU mwVK n‡Z¨ cPwjZ nIqv DwPZ e‡j †jLK g‡b K‡ib| GQvovI wZwb wkjO ‘viwRwjO evbvb †jLvi cÿcvZx| Bs‡iR kãwUI BO‡iR ev B•M‡iR wjL‡Z Pvb|

wem‡Mi e¨vcv‡i wZwb c¯ve K‡i‡Qb, ms¯‹‡Z wbqg Av‡Q †h‡ÿ‡Î wem‡Mi D”PviY nq bv, †m‡ÿ‡Î Zv wjwLZI nq bv| evsjv‡Z GB wbqg gvbv DwPZ e‡j wZwb g‡b K‡ib| evsjvq K, L, c, d, k, l, m GB K‡qK e‡Yi c‡e wemM †i‡L Avi me‡ÿ‡Î wemM eR‡bi c¯ve Ki‡Qb wZwb|

## অন্যদের অভিমত

1322 e•Mv‡ãi ˆPÎ msL¨vi *প্রবাসী*‡Z cKwkZ ex‡iki †m‡bi Ôev•Mvjv fvlvÕ ceÜwU c‡o ie›`‘bv_ VvKz Zvi AwfgZ Rvbvb| ie›`‘bv‡_i AwfgZwU 1323 e•Mv‡ãi ˆekvL msL¨vi *প্রবাসী*‡Z Ôevsjv evbvbÕ wk‡ivbv‡g Qvcv nq| GB ce‡Ü ie›`‘bv_ e¨vL¨v K‡ib, wZwb †Kb Ôevsjv evbvbwU †j‡Lb| GB Av‡jvPbv †_‡K Z™e k‡ãi evbvb m¤ú‡K ie›`‘bv‡_i fvebv ¯úó aiv c‡o| wZwb g‡b K‡ib, hw` gf k‡ãi m‡•M m¤úK †i‡L Z™e k‡ãi evbvb ceZb Ki‡Z nq Z‡e Ôevbvb-gn‡jÕ nyj¯'j c‡o hv‡e| D‘vniY¯ie ejv hvq kvLv, AvK, Pv BZ¨vw` evbvb cwieZb K‡i wjL‡Z n‡e kv•L, Av•K, Pv›` BZ¨vw`| ie›`‘bv‡_i g‡Z, evsjvq †hme ms¯‹Z.kã Av‡Q †mme †ÿ‡Î ms¯‹‡Zi ie I cKwZ.Avgv‡`i gvb‡Z n‡e| wKšyhLv‡b evsjv kã ÔevsjvÕB

†mLv‡b ms¯‹‡Zi kvmb †U‡b Avbv hy³ nxb| wZwb Kvb, †mvbv cfwZ. evbv‡bi cÿcvZx| Zù e³e¨, Ôevbvb evbv‡bi wRwbwm, kãZ‡Ëi bq| cÿwZ‡Ëi †evSv wgDwRqg enb Kwi‡Z cv‡i, nv‡U evRv‡i Zvnv‡K h_vmva¨ eRb Kwi‡Z nq|Õ (iex›`bv_ 2012/16 : 429)

1322 e•Mv‡ãi dvêby I ˆPÎ gv‡m *প্রবাসী*‡Z cKwkZ ex‡iki †m‡bi c¯ve wel‡q †hv‡MkP›` ivq I AwfgZ Rvbvb (wgZvjx 2010 : 101-102)| Ôe•MfvIvq AwZPviÕ wk‡ivbv‡g †hv‡MkP›` iv‡qi ceÜwU I cKwkZ nq *প্রবাসী*‡Z, AvIvp 1323 msL¨vq (1916 wL÷vã)| ex‡iki †mb I *প্রবাসী* m¤úv`K c¯ve K‡iwQ‡jb – (1) LvIqv, `vIqv cfwZ. k‡ãi Iqv ¯v‡b ÔIvÕ Ges (2) AvKviš Ašt¯ e ¯v‡b ÔIvÕ †jLv †h‡Z cv‡i| wKšyGB c¯ve wZwb mg_b K‡ibwb| wZwb g‡b K‡ib, †h ÔgwZÕ †Kej e¨Äbvÿ‡i Ryoevi Rb¨ P‡j Avm‡Q, †mUv ¯vivÿ‡i Ryo‡Z cviv hvq bv| †hv‡MkP›` ivq GKwaK `ÿvš w`‡q †`wL‡q‡Qb, evsjv Av`¨e‡Yi q-djvi D”PviY ÔeuKv GÕ| ÔeuKv GÕ-aŸwb‡Z G-i m‡•M Av wg‡k _v‡K| †hv‡MkP›` g‡b K‡ib ¨v-GB †`¨vZK qv †`¨vZ‡Ki msw ÿß ie| k‡ãi Aw`‡Z G, Gv, A¨v, G¨v, q¨v cfwZ. h‡_"Q †jLv n‡e, Avevi k‡ãi g‡a¨ qv †jLv n‡e – GiKg †jLv fvIvq AwePvi n‡e| myZivs ÔGAvÕ wgwj‡q Ggb bZb Aÿi c‡qvRb hv k‡ãi Av‡`¨ I g‡a¨ em‡Z cvi‡e| ÔqÕ wb‡q I e•MfvIvq AwZPvi n‡"Q| Av`¨ÿ‡i ÔqÕ †bB| ZvB qvy‡x, qÿivc bv wj‡L Bny‡x, Bqÿivc †jLvB KZe¨| BD‡ivc †jLv Avi I †kq|

†hv‡MkP‡›`i g‡Z, D"Pvi‡Y Abyœw¯Z GB hy³‡Z Ôev•MvjvÕ evbvbwU Akyx bq| KviY evsjv D"Pvi‡Y ga¨eZx A‡bK ¯i jß nq| g‡_vbyMZ¨i †h ckwU ex‡ikievey Z‡jwQ‡jb †mw`K †_‡K I Ôev•MvjvÕ evbvb iÿYxq, KviY Ôe•MÕ k‡ãi m‡•MB ev•Mvjvi m¤úK HwZnvwmKfv‡e myewZôZ| e•M + Avj = e•Mvj + A = e•Mvjv > ev•Mvjv| wØZxqZ, ga¨¯ijyß-msµvš ex‡ikieveyi hy³ gvb‡j evbvb nIqv DwPZ Ôev•MjvÕ, Ôev•MvjvÕ bq; KviY Ôev•MvjvÕi ga¨eZx ÔAÕ jß n‡j kãwU Ôev•MjvÕ-B `uvovq| Z‡e †hv‡MkP›` cvkvcwk Ôevsjv evbvbwU I MnY Kivi cÿcvZx| KviY Abyœv‡ii g‡a¨ ÔMÕ Gi Clr Avfvm cvIqv hvq|

**৫.১৬ রবীন্দ্রনাথের বানান-ভাবনা**

iex›`bv_ VvKzi evsjv D"Pvi‡Yi ixwZ wbaviY wel‡q cÎcwÎKvq wewfb ceÜ iPbv K‡ib| *বালক* cwÎKvi Avwkb 1292 msL¨vq; *সাধনা* cwÎKvi AvIvp 1299, KwZK 1299, AMnvqY 1299 msL¨vq Ges *প্রবাসী* cwÎKvi ˆekvL 1323 msL¨vq Gme †jLv cKwkZ nq|

wek kZ‡Ki cvq c_g †_‡K mwn‡Z¨ Ges wjwLZ evsjvq PwjZixwZi c‡qvM I cmv‡ii †cÿvc‡U A‡bK bZzb kã e¨envi n‡Z _v‡K| d‡j ms¯‹Z.†_‡K cwiewZZ bZzb k‡ãi Rb¨ bZzb K‡i evbvbmgm¨v †‘Lv †‘q|[7] †‘ecmv‘ †NvlI‡K †jLv GK c‡Î ie›`bv_ wj‡LwQ‡jb, Òevsjv evbv‡bi wbqg wewae× Kievi Rb¨ Awg wekwe`¨vj‡qi KZ©c‡ÿi Kv‡Q Av‡e`b K‡iwQjyg| Zvi KviY GB †h, cvKZ.evsjvi e¨envi mwn‡Z¨ Aev‡a cPwjZ n‡q P‡j‡Q wKšy Gi evbvb m¤‡Ü †¯’QvPvi µgkB cej n‡q DV‡Q †‘‡L wPwšZ n‡qwQjyg|Ó (ie›`bv_ 2012/16 : 438)

KjKvZv wekwe`¨vjq‡K evsjv evbv‡bi k„LjvmvC‡bi Kv‡R AMmi nIqvi c¯ve ie›`bv_B w`‡qwQ‡jb (weRb 1997/2 : 192)| G c¯ve Abyhvqx `Z nq; Avi Kv‡Ri cwiKíbv iPbvi `vwqZ¡I Zvu nv‡Z c‡o| mnKvix wbhy³ nb wbRb weRbwenvix fÆvPvh| ie›`bv_ KjKvZv wekwe`¨vj‡qi evbvbms¯‹vi-cwiKíbvi †Kej c¯veK bb, cwiKíbvKvixI e‡U| GB Kvi‡Y evbvbwewa m¤úv‡K hvuiv cwZwµqv Rvwb‡qwQ‡jb, Zvu‡`i Avµg‡Yi cavb jÿ¨ n‡qwQ‡jb ie›`bv_| †‘ecmv‘ †NvlI‡K †jLv c_g c‡Î G Kv‡Ri Rb¨ wekwe`¨vj‡qi m¤ve¨ fwgKv cm‡•M Zvui e³e¨ : ÒcvKZ.evsjvq Z`fe kã wefv‡M D”Pvi‡Yi m¤úY© AvbyMZ¨ ‡hb P‡j GB Avgvi GKvš B”Qv wQj| wKšy hw` wbZvšB m¤úY© †mB wfwË‡Z evbv‡bi cwZôv bvI nq ZeyGgb GKUv Abykvmb‡bi `iKvi hv‡Z cvKZ.evsjvi wjL‡b evbv‡bi mvg¨ meÎ iwÿZ n‡Z cv‡i|Ó (ie›`bv_ 2012/16 : 439)

ie›`bv_ e‡j‡Qb, †Kej evbv‡bi †Rv‡iB enykã ÔZrmgÕ †m‡R Av‡Q| wZwb g‡b K‡ib, Òevsjv fvlv D”PviYKv‡j ms¯‹‡Zi m‡•M Zvi aŸwbi †f` †NvPv‡bv Am¤e wKšy †jLevi mgq Aÿ‡ii g‡a¨ †Pv‡Li †f` †NvPv‡bv mnR|Ó (ie›`bv_ 2012/16 : 432)| evsjv GKB aŸwbi‡c i Rb¨ GKwaK e‡Yi Dcw¯wZ m¤úv‡K Ôevsjv D”PviYÕ ce‡Ü ie›`bv_ wj‡L‡Qb :

> wZb‡U m, `yUv b I `yUv R wkkyÑ‡K wecv‡K †dwjqv _v‡K| GB wZb‡U m-Gi nvZ GovBevi Rb¨B cixÿvi c‡e cwÐZgkvq QvÎw`M‡K civgk w`‡qwQ‡jb †h, Ò†`‡Lv evcy ÔmykxZjmgxiYÕ wjL‡Z hw` fvebv Dcw¯Z nq †Zv wj‡L w`‡qv ÔVvÐv nvIqvÕ|Ó GQvov `yUv e-Gi g‡a¨ GKUv e †Kv‡bv Kv‡R jv‡M bv| F90T-Myjv †Kej mO mwRqv Av‡Q| †Pnvivi †`wL‡j nwm Av‡m, wKšy gy¯ Kwievi mgq wkky`i wecixZ fv‡ev`q nq| mK‡ji †P‡q Kó †`q `xNn¯¯i| (ie›`bv_ 2011/6 : 606)

ie›`bv_ †jLvq n¯-BKv‡ii cwZôv K‡i‡Qb, O-†K ghv`v w`‡q‡Qb, eMxq R-Gi cvavb¨ ^Zwi K‡i‡Qb| Avevi, gab¨ Y I wemM-†K h_vm¤e eRb K‡i‡Qb| I-Kvi‡K AwaK e¨envi K‡i‡Qb Ges B-Kvi I-Kv‡ii `yGKwU evsjv mwÜ ^Zwi K‡i‡Qb (gY›` 1413 : 25-26)| Ôevsjv

evbvbÕ wk‡ivbv‡gi iPbvMÖš'Q GK RvqMvq ie›`ªbv_ wkkykÿvi cm•M †U‡b wj‡L‡Qb : ÒwkkÿÓi cov‡bvq hLb‡'i AwfÁZv Av‡Q ZLbv Rv‡bb evsjv cvVwkÿvi c‡ek-c_ wK iKg 'yMgÓ (2012/16 : 432)| B/C, D/E, b/Y, k/l/m, g/s, r/Z BZ¨vw' bvbv †ÿ‡Î D"Pvi‡Yi mZ¨ ev ev¯e‡K Avgiv wbtms‡Kv‡P MnY Ki‡Z cvwi| ie›`ªbv‡_i evbvb-wPšvi AvaywbKZv GBme cm‡•M Aek¨B ¯xKvh| G-e¨vcv‡i Zvi D‡`¨vM I mwµqZvI we¯§qKi|

1936-Gi KwjKvZv wekwe`¨vjq evbvb KwgwU‡Z ivR‡kLi emyPvi`f'‡Æv‡P fÆvPvh ev cg_ †PŠayix _vKv m‡Ë I A‡b‡KB wQ‡jb iÿYkxj| †'ecmv' †NvI KwgwU‡Z wQ‡jb bv, wKšy evbvb-msµvš ZrKvjxb weZ‡K Ask wb‡qwQ‡jb Ges wZwb wQ‡jb iÿYkxj‡'i cavb ce³v| ie›`f³ mybxwZKgvi I †i‡di ci wØZ-eR‡bi we‡ivax wQ‡jb Ges A-Zrmg k‡ãI ¯fveekZ C-Kvi e¨envi Ki‡Zb| Zey†h evbv‡bi bxwZ-wbavi‡Y †ek wKQz mvnmx I AvaywbK wm×vš wb‡Z cviv wM‡qwQj, Zvi KviY ie›`ªbv_| ie›`ªbv_ †ek wKQz Av‡M †_‡KB evbvb-ms¯vi I ÔAvaywbKÕ evbv‡bi jovB kyiyK‡i w`‡qwQ‡jb| ms¯ZgÖ evsjv fvlvi ZË I e¨vKi‡Yi cwZôvq †h-D‡`¨vM wb‡qwQj e•Mxq mvwnZ¨ cwilr – nicmv' kv¯x, iv‡g›`ªmy›`i wÎ‡e`x cgyLi mwµqZvq – Zvi IB jovB wQj ZviB A•M Ges mgmvgwqK| KjKvZv wekwe`¨vjq cewZZ wbqg †h GZ ghv`v ev ¯xKwZ †cj, Zvi I g‡j IB KwgwU I Zvi wm×v‡ši m‡•M ie›`ªbv‡_i Nwbô †hvMv‡hvM I mg_b| (Aiy 1996 : 31-32)

hLv eÿrcwË-Abymvix evbv‡bi cÿcvZx, ZLb‡'i cavb hy³ – D"PviYvbyM evbvb Avm‡j Am¤e| †'ecmv' †NvI (2007 : 139) ie›`ªbv_‡K †jLv GK c‡Î hy³ †'Lv‡"Qb, cPwjZ evbv‡bi ms¯vi‡i Ôk‡LjvÕ bó nq, wKšy evbvb ÔD"PviYvbyMÕ nq bv| Ôevsjv evbvbÕ ce‡Ü ie›`ªbv_-mgw_Z KjKvZv wekwe`¨vj‡qi evbvb-ms¯vi m¤ú‡K gY›`'Kgvi †NvI I GKB ai‡bi Awf‡hvM Zyj‡j‡Qb –

> ie›`ªbv_ ¯qs D"PviYvbyMvqx evbv‡bi cÿcvZx| hLv evbvb-ms¯vi‡i eZx n‡q‡Qb ZLb A‡b‡KB GB gZ mg_b K‡ib| d‡j †Kej Z™e ev ˆe‡`wkK kã bq, Zrmg kãI Avµvš nj| ÔAf¨vm, myeav, mÜ¨v, we`¨vÕ kãMyj i cvKZ.ie †'LwQ ÔA‡f¨m, mye‡a, m‡Ü, we‡`¨Õ| ms¯viK‡'i g‡Z GMyj n‡"Q D"PviYvbyM evbvb| Avgv‡'i wKšy LUKv jvM‡Q| Avgiv †'LwQ ms¯Z.kãMyj i ieB weKZ.n‡q‡Q, wKšy D"PviYvbyM evbvb nqwb| D"PviYvbyMvqx evbvb w`‡Z n‡j evbvb nIqv DwPZ wQj ÔIe‡fk, kye‡a, †kv‡Ü, we‡ÏÕ| (gY›`' 1413 : 26)

evbvb weI‡q ie›`ªbv‡_i cavb jÿ¨ wQj – evsjv evbvb‡K D"Pvi‡Yi m‡•M mgwšZ Kiv| ejv hvq, Z™e kã m¤‡Ü ZLb B"Qv A‡bKvs‡k cieZx evbvb-ms¯vi cqv‡mi Øviv cÖ n‡q‡Q (cweÎ 2004 : 133)| KjKvZv wekwe`¨vj‡qi evbvbwewa †_‡K kyiyK‡i cieZxKv‡ji cfvekvjx hveZxq evbvbwewa‡Z ie›`ªbv_ VvK‡ii c¯ve MÖnY‡Zi mv‡_ Abym„Z n‡q‡Q| †gvnv¤§' AvRg

(2014 : 463) g‡b K‡ib, evsjv evbvb-mgm¨vi mgvavb‡bi †ÿ‡Î iex›`«bv‡_i c¯'v‡ei mgwšZ I we‡kl¸YvZ¥K cvV A'¨vewa me‡P‡q KvhKi fwgKv cvjb Ki‡Z cv‡i|

**৫.১৭ বিমলনারায়ণ চৌধুরীর পত্র**

Ôevsjvi evbvb-weåvUÕ wk‡ivbv‡g iex›`«bv_‡K †jLv GK c‡Î wegjbvivqY †PŠayix wj‡LwQ‡jb, Bs‡iwR‡Z AvRKvj D"PviYc×wZi Dci (Phonetic Spelling) wbfi K‡i †hfv‡e evbvb iwPZ n‡"Q, evsjv fvlvq hw` †m-cšv MnY Kiv hvq, Zvn‡j evsjvfvlv‡K E, F, 9, T, Y, I, h cfwZ. Abvek¨K Aÿi I mshy³ Aÿ‡ii fvi †_‡K gy³ K‡i mnR K‡i †Zvjv DwPZ| G‡Z evbvb fyj Kivi m¤¢vebv †_‡K A‡bK cwigv‡Y iÿv cvIqv †h‡Z cv‡i (†bcvj 2007 : 203)| c‡Îi Rev‡e iex›`«bv_ Ôevsjv evbvb mgm¨vÕ wk‡ivbv‡g GK †jLvq[8] ÔmbxwZKgvi Ô‡`'i `ye› AvKlY K‡i e‡jb, Òevsjvfvlv‡K evsjvfvlv e‡j ¯xKvi K‡i Zvi ¯fvem•MZ wbqgMyj ZËvB D™veb K‡i w`b|Ó GB c‡Î wZwb Avi I e‡jb, †K›`'¯'‡j †Kv‡bv kvmb bv _vK‡j e¨w³ we‡k‡l h‡_"QvPvi‡K †KD mshZ Ki‡Z cvi‡e bv| (†bcvj 2007 : 205)

**৫.১৮ বানান-বিতর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**

*প্রবাসী*i ˆekvL, 1324 e•Mv‡ã (1917 wL÷v‡ã) cKvwkZ nq mbxwZKgvi P‡Ævcva¨v‡qi Ôev•Mjv evbvb mgm¨vÕ (wgZvjx 2010 : 104-105)| GB ce‡Ü †jLK evsjv ni‡d we‡`wk evbvb †jLvi †ÿ‡Î aŸwbZË-msµvš wKQz mgm¨v Z‡j a‡i m¤¢ve¨ mgvavbm~Î w`‡q‡Qb|

we‡`wk evbvb evsjv Aÿ‡i wjL‡Z wM‡q Ggb wKQz aŸwb Av‡m †hMyjv cKv‡ki Dchy³ nid evsjvfvlvq †bB| GB mgm¨v mgvav‡b mbxwZKgv‡ii c¯ve, we‡`wk-aŸwb h_vh_ D"PviY Ki‡Z †M‡j evsjv ni‡d dzUwK ev Ab¨ †Kv‡bv wPý †`qv hvq| we‡`wk evbvb wjL‡Z wM‡q wKQzwKQz e¨ÄbaŸwbi D"PviY wb‡qI mgm¨v mwó nq| G‡ÿ‡Î wZwb bZb K‡i R, _ BZ¨vw` nid bv ewb‡q Bs‡iwR Ôdzj÷mU‡ciÕ mvnv‡h¨ KvR Pvjv‡Z Pvb| †hgb, Aviwei eo KvÔdÕ †evSv‡Z : KZ.eyÏxb; Aviwe, dviwmi Ô†LÕ †evSv‡Z : L.jRx; Rvgwbi ÔchÕ †evSv‡Z : Richter – wiL-U¨i; Aviwe, ZzK I dviwmi ÔNvBbÕ Aÿ‡ii aŸwb †evSv‡Z : †gvN.j, wPivN.|

evsjv eY w`‡q cKvk Kivi †ÿ‡Î `yB we‡`wk ¯iaŸwb wb‡q mgm¨v nq| c_g aŸwbwU nj : Bs‡iwR but, her, sir, son -Gi n¯ Av-Kv‡ii g‡Zv aŸwb| GMyjv evsjvq A, Av, A¨ – wZb Dcv‡q †jLv nq| wKšy mbxwZKgvi ÔA¨Õ i‡c †jLvi cÿcvZx| †hgb, Burns (e¨ibm) Milton (wgjU¨b) Goethe (M¨‡U)| Z‡e †h‡ÿ‡Î c‡`'i gv‡S ¯iaŸwbi ci h-djv hy³ nq, †mB‡ÿ‡Î

e¨ÄbeY‡K wØZ K‡i cÖvi m¤¢ebv _v‡K| †mB m¤¢ebv †iv‡ai Rb¨ wZwb nvB‡db e¨envi‡ii cÿcvZx| †hgb, Chatterton P¨v-U¨iU¨b BZ¨w`| Avi wØZxq aŸwbwU nj : diwm u ev Rvgvb ue-i aŸwb| GwU B Ges D-Gi gvSvgvwS GKcKvi aŸwb| mbyxwZKgvi evsjvq GB aŸwbwU ÔqÕ ØviB †evSv‡Z Pvb| †hgb Hugo q¨‡Mv, Murat gÿiv BZ¨w`|

evsjv fvlvi v, w aŸwb m¤ú‡K Av‡jvPbv Ki‡Z wM‡q e‡j‡Qb, LuwU evsjv K_vq w aŸwb mvaviYZ Av-Kv‡ii c‡e cvIqv hvq| ZvB cÿwZb cÿ_‡Z GB wâ IAv, Iv, Iqv i‡c wjwLZ nq| mbyxwZKgvi g‡b K‡ib, GB w-i Rb¨ bZb K‡i ụ-†K bv G‡b evsjvq wa-i aŸwb ÔIAvÕ Øviv †ek Pvjv‡bv †h‡Z cv‡i| Z‡e ÔIvÕ hw` evsjvq P‡j Z‡e †ewk myeav nq| ZvQvov f-Gi gnvcvY bh I Ašt¯ v D"Pvi‡Yi cv_K¨ iÿv Kivi Rb¨ we‡`wk k‡ã v †evSv‡Z we›`yhy³ f (f.) e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i|

দুই

*দেশ* cwÎKvi 21 gvN 1373 msL¨vq Ôev•Mjv Aÿ‡i Bs‡iwR bvg I kãÕ kxlK mbyxwZKgvi P‡Ævcva¨v‡qi GKwU †jLv cKwkZ nq (†bcvj 2007 : 177)| GB ce‡Ü wZwb e‡jb, cwieZb ¯vfwveK MwZ‡ZB P‡j, Zv evolutionary A_vr wieZbgjK, revolutionary A_vr wecøevZ¥K bq| Zu g‡Z, †h-†Kv‡bv ms¯‹Z.kã‡K mivmwi evsjv fvlvq MnY K‡i e¨envi Kiv hvq – evsjvi cKwZB GB, BwZnvm I GB| evsjvi m‡•M ms¯‹‡Zi GKwU ÔbvoxiÕ UvbÕ evsjv fvlvi weKv‡ki ce© †_‡KB Av‡Q, †mRb¨ GUv mnR I m¤e n‡q‡Q|

evsjwjwci c„K eYMÿjvi c‡Z¨KwUB g~Z GKwUgvÎ aŸwbi wb‡`kK, wKšyKvhZ evsjv eYweb¨v‡m Avevi c‡Z¨KwU ÔAÿiÕ mvaviYZ GKwaK aŸwbi mgv‡ek †`¨vZbv K‡i| A_vr g‡j GUv alphabetic, A_vr c„K-c„K aŸwbi cKvkK mij e‡Yi mgev‡q ev eYgvjv‡Z AvawiZ| wKšyc‡qv‡M GUv syllabic, A_vr GKwaK aŸwbi cvkvcwk Ae¯v‡bi mPbv K‡i Ggb KZKMÿjv RwUj Aÿi wb‡q MwVZ| †ivgvb wjwc g‡j alphabetic, c‡qv‡M I alphabetic; A_vr †Kv‡bv k‡ãi aŸwbg~K we‡kl‡Y cici †hfv‡e aŸwbMÿjv‡K cvIqv hvq, †mMÿjvi cKvkK eYMÿjv‡K cici wj‡L †M‡jB kãwUi evbvb `uo‡q hvq| †hgb – Ôw¯‡»›`yGB kãwU; G‡Z cici GB KqwU e¨Äb I ¯^i i‡q‡Q : Ôm+b+B+M+a+G+b+`+DÕ – GB c‡Z¨KwU eY GK GKwU c„K aŸwbi wb‡`kK| †ivgvb wjwc‡Z evbv‡b cici aŸwb-†`¨vZK eYMÿjv‡K ewm‡q w`‡jB nq – snigdhendu| wKšyevsjvq Ab¨ ixwZ – `ywU e¨Ä‡bi g‡a¨ †Kv‡bv ¯^iaŸwb bv Avm‡j, †mB e¨Ä‡bi eY`ywU‡K GKm‡•M wcwÐZ K‡i †`qv nq| Dcišy¯^iaŸwbi eYMÿjv m¤úY©

cwieiZZ ie MnY K‡i – D”Pvi‡Y †h e¨Ä‡bi c‡i GB ¯^iaŸwb Av‡m, Zvi Mv‡q-cv‡k-gv_vq-cv‡q ¯^vb cvq|

†hv‡MkP›`ª we`¨vwbwa bvMwi (wnw›`, gvivwV, MyRivwU) evbv‡bi bK‡j Abyªvi ôsô-Gi mvnv‡h¨ mg¯^ eMxq bvwmK¨aŸwb cKv‡ki c¯^ve K‡iwQ‡jb; †hgb – ksKv, AsPj ( = AÂj/ATPj),KsV ( = KÉ), msa¨v ( = mÜ¨v), jsd ( = jç)| mybxwZKzgvi GB c¯^ve‡K e¨•M K‡i wjL‡Qb, †jv‡K †hv‡Mk we`¨vwbwa gnvk‡qi evbvb co‡Z jvMj – Òcs wW‡Z K‡i MsW‡Mvj, Ps‡` Av‡Q KjsKÓ| GKgvÎ K-e‡Mi c‡e AbyÄvi weK‡í gvÎ Mp„xZ nj, KviY, ôsô n‡q `vuo‡q‡Q KÉbwmK¨ ôOô gvÎ|

ôK+l = Kl = ÿô (evsjvq D”PviY e`wj‡q n‡q‡Q ôL¨ô); ôR+T = Áô (evsjv D”Pvi‡Y ôM¨ô); ôn+g = þô (ev•Mvjvq ôgnô)| e¨ÄbaŸwb ôiô Ab¨ †Kv‡bv e¨Ä‡bi c‡e Avwm‡j, Zvi ie nq ô ô (ô†idô), c‡i Avwm‡j ô ô (i-djv) †hgb ôi+e = e, i+g = gô wKšyei = e, gi = ¤ô| Ab¨ e¨Ä‡bi c‡i ôqô †Zgwb ô¨ô (h-djv) n‡q `vuovqÑ ôKq = K¨, eq = e¨ô| GBie mshy³-e‡Yi g‡a¨ †id, i-djv, h-djv – c_g †_‡K evsjvwjwci GKwU A‡”Q`¨ A•M n‡q Av‡Q|

we‡`wk k‡ã hw` †k‡l cici `ywU e¨ÄbaŸwb _v‡K, kãwU evsjvq G‡j †mB k‡ãi Aš¨ `ywU e¨Ä‡bi c‡i GKwU ¯^iaŸwb G‡b w`‡Z nq; A_ev mshy³ e¨Äb `ywU‡K †f‡O gvSLv‡b GKwU bZzb ¯^iaŸwb ewm‡q w`‡Z nq| †hgb, dviwm ganj MbR = evsjvq MÄ/Mb‡Rv; fard d` = d` (d‡`v); shinakht wkbvLr = mbv³/kbv³; shahr kni = k-ni (shohor); nazr bRi = bRi (nojor); mard gi` = g`/gÏ/gi` (marda/madda/morod) BZ¨w`| Bs‡iwR bvg I k‡ãi †ejvqI wVK ZvB : box = ev· (bakso); mutton (matn) = gUb (matan); cotton (kotn) = KUb (katan); cycle (saikl) = mvB‡Kj (saikel); inch = BwÂ (inchi); bench = †ewÂ (benchi); marble (mar-bl) = gvi‡ej (marbel); table (tei-bl) = †Uwej|

evsjv Aÿ‡i Bs‡iwR kã gy fvlvi D”Pvi‡Y Abyvgx K‡i †jLvi †Póv Avgiv Kwi bv †Kb, e³vi AÁvZmv‡i, Zvi gyLi D”Pvi‡Y evOwjcbv bv G‡m _vK‡Z cv‡i bv| KZKMyjv cyivZb Bs‡iwR kã ô†KvU-cvZjybô †Q‡oô ôevOwj ayZ-Pv`i c‡iô †fvj cwië‡q‡Q; †hgb – doctor = Wv³vi; general/gen’ral = jandral/RvU‡ij; platoon = cjUb BZ¨w`|

mybxwZKzgvi (2007 : 184) wj‡L‡Qb, Bs‡iwRi first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, park, post card, Christ, part, and cfwZ. kã Avgiv mgyªv‡eB wj‡L Avmw‡Q

– Òdv÷, †m‡KÐ ev †mKÐ, _vW, †dv_, wdd_ (d+_Ñ mshy³-eY bvB) wm·_, †m‡fb_, GBU_ (U+_ – mshy³-eY bvB)... cvU, A¨vÐÓ i‡q‡Q|

hZÿY Ab¨ mvavi iY ms¯'Z.I ms¯'‡Zi wbKU †_‡K MÖnxZ evsjv k‡ãi mshy³eY‡K we'vq w'‡Z cviwQ bv, ZLb †Kej Bs‡iwR k‡ãi †ejvq hy³vÿi‡K †f‡O †jLvi wPšv †Kb – GB ck Z‡j‡Qb| evOwj ÔwjdU, cviU, GbW, _vbU, PviR, GKm-†i, ÷viU, †iKiW, wWmK, wm‡gbU, AvMmUÕ cfwZ.evbvb †'‡L, GiKg kã‡K (Bs‡iwRi m‡•M cwiPq m‡Ë¡I) li-fot wj-dU, pa-rot cv-iU, e-nod G-bW, Tha-not _v-bU, cha-roj Pv-iR (Z‡bxq, ÔRviRÕ) ekas-re GKm-†i (ev Ek-so-re GK-kÕ †i), sta-rot ÷viU, rek-rod †iK-iW, di-sok wW-mK, si-men-ot wm-†gb-AU, ag-sot AvM-mU i‡q‡Q co‡e e‡j AvksKv K‡ib wZwb|

Ah_v Ô†id-fwZÕ cm‡•M e‡j‡Qb, ÒAvgiv ÔARbÕ wjwLe, ...wKšyÔAviwR, giwRÕ wjwL‡jB wK evsjv evbv‡b ÔcMwZÕ Avg'wb Kiv hvB‡e?Ó †Kv‡bv fvlvi evbv‡b G‡Kev‡i cyivcywi wbq‡gi AbyZb †'Lv hvq bv| d-o = Wz s-o = †mv – GiKg evbv‡bi weåvU †Kej Bs‡iwRi GK‡PwUqv bq| myZivs mshy³eY-ewRZ ÔZiKwiÕ evbvb wjwL e‡jB †h ÔZKÕ ¯'v‡b ÔZiKÕ wjL‡Z n‡e, A_ev ÔZKÕ-i †'Lv‡'wL ÔZKwiÕ wjL‡Z n‡e, Ggb †Kv‡bv K_v †bB|

AvavybK evsjv‡Z KZKMyjv bZb D"PviYixwZ G‡m †M‡Q| GKwUi bvg w'‡q‡Qb wZwb – wØgwÎKZv ev Di-metrism/Bimorism| Avgiv evsjvq GLb 'y gvÎvi ev 'y Aÿ‡ii kãB †ewk cQ›' Kwi Ges e¨envi K‡i _wK| †hgb – K‡i = K-‡i, Pj‡K = Pj-DK, R•Mj = Rs-Mj, bZK = bi-ZK BZ¨w'| ga¨hyMi evsjvq wÎgwÎK ev Î¨ÿi kãB †ewk wQj – AvavybK Iwoqvi g‡Zv; †hgb – K-wi-e = Ki‡ev, †'wL‡e = †'L-‡e, n-B-j = nÕ‡jv, e-wm-‡Z = em‡Z, iv-wL-Zvg = ivBL-Zvg, ivLZvg BZ¨w'| ga¨hyMi evsjv, be¨ ev AvavybK K_¨ evsjv‡Z cwiYZ nIqvi GKwU KviY – Gi wcQ‡b Av‡Q GB AvavybK wØgwÎKZv| Aek¨ GKvÿi kã cPzi Av‡Q, wKšy¯Zš Aew¯Z GKvÿi kã evsjvq 'xN K‡i Zv‡K wØgwÎK K‡i wb‡q D"PviY Kiv nq; †hgb – Rj = R–j, AvR = Av–R|

wZb-gvÎv ev wZb Aÿ‡ii kã GLbI evsjvq cPzi cwigv‡Y Av‡Q, †hgb fviZx, PÂjv, Qjbv; wKšyAvgv‡'i D"Pvi‡Yi ceY©Zv 'y gvÎvi w'‡K| Pvi gvÎv ev Pvi Aÿ‡ii kã ev c'‡KI AvavybK PwjZ evsjvq Avgiv wefvM K‡i ev †f‡O wb‡q 'yBwU K‡i 'y gvÎvi kãvs‡k e'wj‡q wbB; †hgb – AciwRZv = Aciv-wRZv ev Aciv-wR‡Z, cwi-†ZwlK, A%e-ZwbK, Avby-gwbK, Ac-'v_, Ac-ivax, wbq-wgZ BZ¨w'| wZb gvÎvi c'‡K GLbI Avgiv 'y gvÎvq cwieZZ K‡i _wK; †hgb – PvKi (=Pv-Ki) + C = PvKix/PvKwi ; cv-Mj + Av = cv-M-jv/cvM-jv|

wØgwÎKZv eRvq ivLvi †Póvq, cZ¨q‡hv‡Mi c‡i wZb Aÿ‡ii kãwUi gv‡Si Aÿ‡ii ¯'iaŸwb jß nj; Gi d‡j 'ßwU e¨ÄbaŸwb evsjvq bZzb ev cwiewZZ k‡ãi g‡a¨ GLb cici G‡m †M‡Q – wKšZ'v k‡ãi Af¨š‡i, A‡š bq|

me wRwbm AwZ-†mvRv ev AwZ-mnR Ki‡Z hvIqv Kv‡Ri K_v bq| 'ÿn- ev KwVb e¨ÄwKQzbv-wKQz_vK‡eB – wkkyI eq¯‡'i fvlwkÿv-Kv‡j †mMyjv kg K‡i AvqË Ki‡Z n‡e| fvlv cvVKv‡j – GgbwK gvZ.fvlv cvVKv‡jI – KZKMyjv evav †_‡K hv‡e| †mMyjv‡K Rq Ki‡Z n‡e, AwZµg Ki‡Z n‡e – Zvi d‡j, wb‡Ri kw³i Dc‡i wekvm I k×v Avm‡e; wkÿvi †ÿ‡Î I Rxe‡bi †ÿ‡Î GB wekvm I k×vi gj¨ Acwimxg|[9]

mbyxwZKgvi †'Lv‡"Qb, evsjv D"Pvi‡Y Ô†evu¤vBÕ I Ô†evgevBÕ, ÔcvÄveÕ I ÔcvbRveÕ GK bq| Ô¤, ÄÕ – GiKg mshy³ Aÿi e¨envi Ki‡j e¨Äb'yUi g‡a¨ †Kv‡bv dvuK Av‡gR _v‡K bv – †Kv‡bv hiatus ev DØË weiv‡gi ¯'vb G‡Z bvB| wKšymshy³eY †f‡O Ô†evg/evB, cvb/RveÕ wjL‡j AÁvZmv‡i e•MfvIxi Ae‡PZbvq GKUv A¯úó ev Aùz aviYv G‡m hvq – eyS ÔgÕ I ÔbÕ-‡K c‡ei syllable ev Aÿ‡ii Ask e‡j ai‡Z n‡e Ges Avcbv †_‡K ÔgÕ I ÔeÕ Ges ÔbÕ I ÔRÕ-Gi g‡a¨ GKUzhwZi Avfvm †'Lv w'‡Z cv‡i| Z‡e ej‡Qb, KZKMyjv k‡ãi evbv‡b wbðqB ms‡kvab ev cwieZ‡bi Avek¨KZv Av‡Q; †hgb – Ôj‡ÿOšÕ ¯‡j ÔjL‡bšÕ|

evbvb cwieZ‡bi Av‡M mbyxwZKgvi P‡Ævcva¨vq wZbwU c‡ki gxgvsmv †P‡q‡Qb –

(1) cwieZ‡bi Avek¨KZv Av‡'Š Av‡Q wKbv;

(2) cwieZ‡bi g‡a¨ †hŠw³KZv Av‡Q wKbv Ges

(3) mew'K wePvi K‡i †'L‡Z n‡e Gi Dc‡hwMZv Ges DcKwiZv †Kv_vq|

†Kej e'jv‡Z n‡e e‡jB e'jv‡bv, Zv KL‡bv Gi †Kv‡bv A_ nq bv|

তিন

ÔAvavybK ev•Mjv evbvb cm‡•MÕ wk‡ivbv‡g mbyxZKgvi P‡Ævcva¨vq e•Mxq mvwnZ¨ cwil‡'i GKwkZg cwZôvw'e‡m (1380 e•Mv‡ã) GKwU fvlY c'vb K‡ib (†bcvj 2007 : 193)| GB fvl‡Y wZwb e‡jb, Dwbk kZ‡Ki evsjvi †kô †jLKMY, evsjv mvwn‡Z¨i †MŠie¯'ie †h Av'k Zy‡'i iPbvq w'‡q †M‡Qb, †mwU‡K Aej¤b K‡i evsjv-fvlvi GKwU cwi®vi megvb¨ ixwZ ev

c×wZ M‡o D‡V‡Q| GB Av‘k ev c×wZ eY-web¨v‡m, e¨vKi‡Y, evK¨ixwZ‡Z Ges kã-Pq‡b kã-mR¸‡b I kã-c‡qv‡M GKwU ck¯ ivRgvM c¯ÿZ K‡i w`‡q‡Q|

cÖ_ex‡Z Ggb †Kv‡bv fvlv †bB †h fvlvi wjwc gyL¨Z Zvi D”PviY cKv‡ki Rb¨B MwVZ n‡q‡Q| D”PviY I evbv‡b GKUv Aí-we¯ii cv_K¨ _vK‡eB| †mRb¨, G‡Kev‡i K_¨fvlvi D”Pvi‡Yi cwZ”Qvqv n‡e – †Kv‡bv fvlvi wjwc I evbvb, GBiƒc ‘ÿk‡v K‡i, evsjv ev Ab¨ †Kv‡bv fvlvi cPwjZ evbvb‡K G‡Kev‡i A_ev gyL¨Z DjwU‡q w`‡q †X‡j mvRv‡bvi †Póv Kiv †evKwg| D”Pvi‡Yi I evbv‡bi AmvgÄm¨, cxov‘vqK n‡j I hv enykZ‡Ki Af¨v‡m †jv‡K †g‡b wb‡q‡Q, GBiƒc ÔA‰eÁvwbKÕ evbvb m‡q †M‡Q, cPwjZ wbqg eRb K‡i bZzb wKQzG‡b, †Kej cixÿv ev M‡elYv Kivi AvKv•ÿvi †Kv‡bv mv_KZv bvB| evsjvq Ôj²xÕ (= j-K-l-g-C) evbv‡bi e`‡j Ô†jvKwLÕ, Ômn¨Õ (=m-n-q) evbv‡bi e`‡j Ô†kvR‡SvÕ †jv‡K GLbI MnY‡hvM¨ g‡b K‡i bv|

*আনন্দবাজার পত্রিকা*i mshy³ eY eR‡bi mgv‡jvPbv K‡i ej‡Qb, mshy³ e‡Yi e¨envi evsjwjwci ¯Kxq aib| evsjvi wKQzwbR¯ D”PviY-ˆewkó¨ Av‡Q – h_v, Av‘¨-Aÿ‡ii Dc‡i ejvNvZ, wØgwÎKZv| k‡ãi A‡š ‘yU e¨ÄbaŸwb evsjv D”Pvi‡Yi cKwZ-weiy×| evsjv D”PviY Abyhvq‡i, memg‡qB we‡`wk k‡ãi syllable ev Aÿ‡i cici Aew¯Z Awšg ‘yU e¨ÄbaŸwbi g‡a¨ wecKl ev ¯ifw³ Av‡m, A_ev weK‡í k‡ãi A‡š GB ‘yB e¨ÄbaŸwbi Avkq¯j wnmv‡e GKwU ¯iaŸwbi AvMgb nq|

evsjvfvlv †h ms¯‹Z.†_‡K D™¢Z n‡q‡Q, †gvUvgywU GB n‡”Q GKK_vq, evsjvfvlvi DrcwËi BwZnvm| wKšyevsjv †mvRv ms¯‹Z.fvlvi cwieZ‡b Zvi wbRiƒc †c‡q‡Q, G K_v‡K GKUzewo‡q ej‡Z nq – ms¯‹Z.covi cwieZ‡b cvKZ. fvlv, Ges †mB cvKZ. fvlvi cbtcwieZ‡b evsjvfvlv Ges Ab¨vb¨ AvaywbK Avh fvlv|

**৫.১৯ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন বর্গীকরণ**

Ôevsjvi †eLvc eYgvjvÕ wk‡ivbv‡g *সবুজ-পত্র* cwÎKvi AMnvqY, 1324 msL¨vq (1917 wL÷vã) myi›`bv_ VvK‡zii GKwU ceÜ Qvcv nq| (wgZvjx 2010 : 106)

evsjv K_vq hZ iK‡gi aŸwbi e¨envi nq we‘¨vmvMixq eYgvjv w`‡q memgq Zv †jLv hvq bv| †jLK g‡b K‡ib, D”PviY wnmv‡e GKwU eYgvjv Ges Ac‡qvRbxq eY ev` w`‡q I c‡qvRbxq eY mshy³ Ki‡j I PwjkwU (cPwjZ) Aÿ‡ii Kg‡B KvR P‡j|

Av‡jvPbvi myeav‡_ myi›`bv_ eYMyjv‡K bqwU e‡M fvM K‡i‡Qb :

K-eM– K, L, M, N| ...4

P-eM– P, Q, R, S ...4
U-eM– U, V, W, X| ...4
Z-eM– Z, _, ', a| ...4
c-eM– c, d, e, f| ...4
ueM– b, g, O| (s nmš O gvÎ) ...4
q-eM– q, i, j, o, p, ự (w) | ...6
k-eM– k, m, ঢ়(ts), ঙ্গ(z) | ...4
n-eM– n, ৼ, d, ঙ্গ| ...4
(t = nmš n) = 38

†jLK g‡b K‡ib c_g cuPwU e‡Mi Aÿi wVKB Av‡Q| evwK eMMy‡jv m¤ú‡K Zvi gšeÿ –

ueM : GB e‡M µb, g-Gi D"PviY i‡q‡Q| T, Y-G‡'i c"_K D"PviY †bB; ZvB ev' †'qv n‡q‡Q|

q-eM : h I R Gi D"PviY evsjvq Awfb; ZvB h evwZj| q D"PviY evsjvq enyi‡q‡Q| ZvQvov, I Avi q wgwj‡q G kãUv‡K ReoRs K‡i bv wj‡L ự w'‡q wjL‡jB Zv †ek cwi®wi nq; †hgb – gviựvox, Kveyjựvjv|

k-eM : I Gi D"PviY evsjvq †bB| Z‡e Bs‡iwR evbvb evsjvq wjL‡Z ÔmÕ Gi e¨envi MnYxq| Z‡e 'š¨ m-i RvqMv ev' w'‡j meÎ k-i e¨envi evÃbxq| KjKvZvi fvlvq mvayfvlvi Q P nq †hgb, PwjqwQ †_‡K P‡jwP| †mB P Gi D"PviY (ts), nq| (z) e‡Yi I c‡qvRb Av‡Q mvR‡Z (Shazte) eyS‡Z (buzte), †gR'v (mezda) BZ¨w' evbvb †jLvi Rb¨|

n eM : evsjvq ৼ, q, ঙ্গ eYMy‡jv †h aŸwb Ávcb K‡i Zvi e¨envi Kg n‡j I Av‡Q| Avi Av‡Q e‡jB eYgvjvq GMy‡jvi ms‡hvRb c‡qvRb|

evsjvi cPwjZ ¯i-eYgvjv m¤ú‡KI †jL‡Ki Awf‡hvM i‡q‡Q| Zvi e³e¨, hy³ ¯i 'yU (H, J) eRb Kiv DwPZ| AvB, DB, GB – BZ¨w' †ÿ‡Î hLb hy³ ¯i wb®ú‡qvRb ZLb IB Avi ID kgy GB 'yU †ÿ‡Îi Rb¨ hy³ ¯i ivLv wb®ú‡qvRb| wi, wj Øviv hLb KvR P‡j ZLb F, 9 eYgvjvq ivLv wb®ú‡qvRb| B, D-i †hgb n¯-'xN Av‡Q, †Zgwb Ab¨ Aÿ‡iiI Av‡Q| †m‡ÿ‡Î hLb wfb Aÿi 'iKvi nq bv ZLb G‡ÿ‡ÎI Ac‡qvRb|

†jLK g‡b K‡ib, evsjvq gv_vq • w'‡q PvcvA Avi gv_vq ∪ w'‡q †Lvjv G wPwýZ n‡Z cv‡i| GQvov c‡qvRbg‡Zv BD‡ivcxq n¯ I 'x‡Ni mvaviY wPý e¨envi Ki‡j evsjv ¯iwjwc‡K Avi wcQcv _vK‡Z nq bv|

### ৫.২০ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের রবীন্দ্র-প্রভাবিত প্রস্তাব

ckvšP›‘ gnjvbwek ÔPÕjwZ fvlvi evbvbÕ kxlK ce‡Ü (*প্রবাসী*, AMnvqY 1332-G cKwkZ) KwjKvZv wekwe‘¨vj‡qi Lmov evbvb-c×wZ Aej¤b K‡i Av‡jvPbvq ce„Ë n‡q‡Qb (ckvšP›‘ 2007 : 301)| wZwb e‡j‡Qb ms¯‹Z.ev Zrmg k‡ãi evbvb gj-vbyh nIqv ‘iKvi, Avi Z™¢e I we‡‘wk k‡ãi Rb¨ evbvb nIqv DwPZ D”PviYgj-K|

mvaydvlvi wµqvc‡‘i evbvb eRvq ivLv Qvov Dcvq †bB e‡j g‡b K‡ib ckvšP›‘| wKšyPÕjwZ fvlvi wµqvc‘‡K D”PviY Abyhvqx evbv‡b †jLvi cÿcvZx wZwb| PwjZ wµqvc‡‘i D”PviY-i‡¤ci cvgvY¨ wnmv‡e wZwb iex›‘bv‡_i gZ‡K mg_b K‡i‡Qb| A_vr KjKvZv I Gi KvQvKvwQ beØxc-KòbM‡ii wkwÿZ f‘‡jv‡Ki D”PviY‡KB AvaybK evsjvi cvgwYK D”PviY e‡j a‡i wb‡”Qb| ewje, ewj I, AvQ, wQj – GiKg wµqvc‘‡K PwjZ fvlvq eÕj‡ev, e‡jv, Av‡Qv, wQ‡jv wjL‡Z Pvb| KweZvi †ÿ‡Î I wZwb GB evbvb-mî Aej¤b Kivi c¶ve w‘‡”Qb| ÔAvQÕ avZzi weKZi‡¤c meÎ ÔQÕ e¨env‡ii mycvwik K‡i‡Qb, ÔPÕ bq (KÕ‡i‡Qv, wj‡L‡Qv, eÕ‡j‡Qv)|

Aš¨ A-Gi ÔIÕ-D”PviY‡K hZ‘i mn¤e † v-Kvi w‘‡q †jLvi mycvwik K‡i‡Qb ckvšP›‘; †hgb : g‡Zv, fv‡jv, Kv‡jv| GgbwK wµqvc‡‘I B‡jKwP‡ýi e¨envi Kwg‡q Avb‡Z ej‡Qb; †hgb : eÕ‡j, eÕ‡jv, ej – Gme wµqvc‘‡K e‡j, †ev‡jv, e‡jv wjL‡Z Pvb wZwb| A e‡Yi mseZ D”Pvi‡Y (I-Gi g‡Zv) h_vm¤e † v-Kvi e¨envi evov‡Z Pvb (e‡ov, ev‡iv, †Z‡iv, cÖvY‡bv)| †hb, †Kb, hZ, ZZ, KZ, GZ – Gme k‡ã † v-Kvi P‡j wKbv cixÿv K‡i †‘L‡Z e‡j‡Qb| Av‡bv cZ¨qvš k‡ã † v-Kvi w‘‡Z Pvb (ejv‡bv, †‘Lv‡bv)| wØZ k‡ãI † v-Kvi e¨envi Ki‡Z Pvb (Kv‡jv‘v-Kv‡jv‘v, c‡ov-c‡ov)| PwjZ fvlvi wµqvi †k‡l † v-Kvi w‘‡Z Pvb (Wv‡Kv, †_‡Kv, G‡jv, eÕj‡jv, KÕi‡jv, eÕ‡j‡Qv)|

evsjv ÔA¨vÕ aŸwbi Rb¨ G AÿiwU‡K mvgvb¨ GKUz e‘wj‡q bZzb GKwU e‡Yi mycvwik K‡i‡Qb ckvšP›‘| hw‘I †mB e‡Yi AvK…wZ wZwb †‘Lvbwb| GwU Kiv n‡j ÔGKwUÕ I ÔGKvÕ – GB ‘ÿ k‡ãi G-e‡Yi mseZ I weeZ D”PviY cv_K¨ †‘Lv‡bv m¤e n‡e|

ms¯‹Z.I Zrmg k‡ãi evbvb cPwjZ ms¯‹Z.fvlvi wbqg Abymv‡i wjL‡Z Pvb ckvšP›‘| wKšy e¨wZµg wnmv‡e wZbwU wbqg e‡j‡Qb : (1) mvaybI PwjZ ‘ÿ fvlv‡ZB Bb-cZ¨qvš k‡ã evsjv wefw³ hy³ n‡j I  x-Kvi eRvq _vK‡e| Bb-Aš mg¯ k‡ã weK‡í B-evbvb Pj‡Z cv‡i| ckvšP›‘ evsjvq  x-Kvivš c_gvi ie¤‡KB evsjvi kãie e‡j a‡i wb‡Z Pvb| †hgb – abxiv, m•Mxnxb| (2) mvaybI PwjZ ‘ÿ fvlv‡ZB  x-Kvivš k‡ã m‡¤va‡b  x-Kvi eRvq _vK‡e| †hgb –

†'ex, Rbbx, ie¤mx, my¯ix| (3) †hLv‡b Aš¨ t (wemM©) D"PviY nq bv †mLv‡b t (wemM©) bv †jLvB fv‡jv| †hgb – ÁvbZ, we‡klZ, mvavviYZ| ckvšP‡›'i GB ixwZ eZgv‡b Abym„Z|

†k‡l nmš D"PviY KivB evsjv fvlvi mvavviY wbqg e‡j †k‡l nmšwPý †'qvi 'iKvi †bB| Z‡e, (1) mvayl PwjZ 'B fvlv‡ZB A‡_i cv_K¨ †'Lvevi Rb¨ mg‡q mg‡q nmšwPý e¨envi Kiv 'iKvi| (2) PwjZ fvlvi Z"Q Abyÿvq †k‡l nmšwPý bv †'qvB fv‡jv| (3) mvayl PwjZ 'B fvlv‡ZB wµqvc' Qvov Ab¨vb¨ wZb Aÿ‡ii k‡ã Dcvš Aÿ‡i D"PviY-Abymv‡i nmšwPý †'qv 'iKvi (†gNjv, ev'jv, ckjv)| KweZvi Q›' Abymv‡il c‡qvR‡b nmwPý w'‡Z n‡e wKsev eRb Ki‡Z n‡e| †hgb – fvebv Avi fvebv, fimv Avi fimv| (4) we‡'wk k‡ãi D"PviY Abymv‡i nmšwPý e¨envi Ki‡Z Pvb (gkMyj, †kKmwcqi)| (5) Pvi Aÿ‡ii wµqvc‡' (†'Levi bwK †'Levi) nmš e¨env‡ii fv‡jv-g›' cixÿv K‡i †'Lv 'iKvi e‡j g‡b K‡ib ckvšP›'|

B‡jK ev †jvcwPý eny cwigv‡Y e¨env‡ii mycwik K‡i‡Qb ckvšP›'| Zui g‡Z, G‡Z k‡ãi D"PviY Kiv mnR n‡e Ges A‡bK †ÿ‡Î 'yKg D"Pvi‡Yi cv_K¨ aiv mnR n‡e|

† Š-Kv‡ii e¨envi Kwg‡q eD, gD wjL‡Z I Pvb Avevi weKí wnmv‡e † Š-Kvi †i‡L I w'‡Z Pvb (†eŠVvKLvbvYx, †gŠgvwQ, †PŠaywi)| I-Kv‡ii e¨envi cm‡•M gwZ, Miy KjybZb k‡ãi evbvb D"PviY-AbyM †gwZ, †Mviy †Kvjy †bvZb wjL‡Z Pvb|

iex›'bv‡_i m‡1 a‡i mvayfvlv I PwjZ fvlv Dfq †ÿ‡ÎB Kvb, evbvb, cvb, †mvbv kãMyjv 'š¨-b w'‡q wjL‡Z Pvb| KviY 'š¨-b evsjv D"PviY Avi evsjv evbvb – GB 'B‡qiB Abyyg'Z| we‡'wk k‡ã g~ie Abymv‡i Zvje¨-k e¨envi Kivi c¯ve ckvšP‡›'i (kni, †kKmwcqi, nv‡gkv, gkjv)|

iex›'bv‡_i g‡Zv ckmPK Ae¨q ÔwKÕ Ges wb‡'kK mebvg ÔKxÕ-Gi evbv‡b cv_K¨ ivLvi c¯ve ckvšP‡›'i| ¯úóZ, Zui AwaKvsk c¯veB iex›'-cfweZ|

## ৫.২১ অনুরূপা দেবীর 'স্টান্ডার্ড' বাংলা

Abyiƒev †'exi Ôfvlvi †WvišÕ †jLwU Qvcv nq *ভারতী*i ˆekvL 1333 msL¨vq (2007 : 81)| GB †jLvq wZwb e‡jb, wjwLZ I Kw_Z evsjv, ms¯‹Z.Ges cvKZ.Awfav‡bi mg¯ kãm¤ú' AvZ¥mvr K‡i‡Q; A_P evsjvB i‡q †M‡Q| evsjvi wbR‡Zi cwiPq c_gZ ÔbY‡qi kIm‡qi I hR‡qiÕ AvengvbKvj cPwjZ A‡f‡'; wØZxqZ Zvi kix‡i GLb chš Ggb KZKMy‡jv Aw'g k‡ãi Ae¯v‡b hv‡'i ms¯‹Z.ev ms¯‹Zcm~†Kv‡bv k‡ãi m‡•MB †mšmv'„k¨ †bB; Ges †kIZ KZKMy‡jv ixwZ‡Z ev Qu‡' – hv‡K ˆeqvKi‡Yiv †MŠoxq ixwZ A¨vL¨v w'‡q‡Qb|

Abyiƒev e‡jb, Kw_Z fvlvq gy‡L gy‡L 'k †hvRb Aš‡i wKQz bv-wKQz Zdvr n‡q hvq; wKšy wjwLZ fvlv w¯i _v‡K| Kw_Z fvlv hLb wjwLZ nq, ZLb Zvi wfZi bvbv ms¯'vi c‡ek K‡i, bvbv wbq‡gi Av‡UNv‡U †m euva c‡o| †hgb Nwo‡Z GKUv Ô÷vÛvW UvBgÕ wVK K‡i †bqv nq – †mB Ô÷vÛvWÕ Abymv‡i mevB Pj‡j ci¯ú‡ii m‡•M Ôe¨envi‡ii †mšKvh¨Õ nq; fvlv m¤‡Ü I †Zgwb GKUv Av'‡ki Abyq©Zb RwZi c‡ÿ evÃbxq g‡b K‡i‡Qb wZwb|

wZwb h_v_B e‡j‡Qb, GK fvlvi ixwZ Avi GK fvlvq †XvKv‡bv P‡j bv, †egvbvb ev A_kb¨ nq| Avevi, evsjv evbv‡b gyjgvb †jL‡Kiv ÔmÕ‡qi ¯v‡b †h ÔQÕ †j‡Lb, Zv‡Z Zu‡'i iPbvi Dci Ôgyjgvbx Õ wUwKU †j‡M Zv wb®ú‡qvR‡b GKN‡i n‡q _v‡K|

## ৫.২২ সুধীর মিত্রের সংকুচিত বর্ণমালা

Ôevsjvfvlvi evbvb I gy'YÕ wk‡ivbv‡g mya©xi wg‡Îi GKwU ceÜ Qvcv nq *বিচিত্রা*i dvêyb, 1340 msL¨vq| GB ce‡Ü wZwb e‡jb, ÒGLb †h ms¯'vi mva¨vqË nB‡e, Avi cuPk ermi c‡i Zvnv m¤eci bvI nB‡Z cv‡i| KviY, ÿZ AwaKw'b ¯vqx nB‡j Zvnv wbivgq nIqv KwVbÓ (†bcvj 2007 : 37)| mya©xi wgÎ g‡b K‡ib, †h fvlvi evbvb cwµqv hZ mnR, †m fvlv AvqË KivI ZZ mnR| Zvi g‡Z, evsjvq evbvb Kivi ¯Zš ixwZ wKQzwKQz_vK‡jI Zv GZ Am¤úY© †h, Gi Dci wbtmsk‡q wbfi Kiv P‡j bv|

mya©xi wgÎ wj‡L‡Qb, cÖ_‡gxi cvq me fvlv‡ZB †Kv‡bv wbw'ó e‡Yi aŸwbi mgZv †bB| nq GKB e‡Yi mvnv‡h¨ wewfb aŸwb‡K ie© w'‡Z nq, Avi bv nq K‡qKwU eY wewfb ¯v‡b GKB aŸwbi evnb n‡q _v‡K| Bs‡iwRi Zzjbvq evsjvq D"Pvi‡Yi Mj' A‡bK Kg n‡jI evsjv D"Pvi‡Yi A‡bK mgm¨v Av‡Q Ges Zv mgvavb nIqvI evÃbxq – Z‡e G ai‡bi ˆelg¨ Lye RwUj bq| Avgiv evbvb K‡i K_v ewj bv ev D"PviY Kwi bv| evbvb D"PviY‡K AbymiY Ki‡e GUvB ¯vfvweK wbqg| A_P D"Pvi‡Yi Dci wbfi K‡i evbvb Kivi ¯vaxbZv Avgv‡'i †bB – _vK‡j A‡bK nv•Mvgv P‡jK †hZ| GB cwi‡cwÿ‡Z wZwb wm×vš w'‡"Qb, evsjv eYgvjvq †hme e‡Yi

aŸwb mgvb ev cvq mgvb †mme e‡Yi g‡a¨ K‡qKwU‡K †i‡L AwZwi³ M¨vj¨v‡K ev‘ w‘‡Z cvi‡j GB fvlvi evbv‡bi †evSv A‡bKUv K‡g hvq|

evsjv eYgvjvq gab¨-Y Ges ‘š¨-b; Zvje¨-k, gab¨-l Ges ‘š¨-m; n¯-B Ges ‘xN-C; n¯-D Ges ‘xN-E; eMxq-R Ges Ašt¯-h GB K‡qKwU e‡Yi h_vh_ c‡qvM wb‡q evbv‡b AwaKZi RwUjZvi m„wó n‡q‡Q| ZvQvov Avil GKwU mgm¨vi m¤§yxb n‡Z nq Ašt¯-e/ djvi e-Gi c‡qvM wb‡q| GBme †Rvov †_‡K GKwU eY †i‡L AwZwi³ M¨vj¨v‡K ev‘ w‘‡Z cvi‡j evbvb-mgm¨v A‡bKvs‡k mnR n‡q I‡V Ges fvlv‡K I Abvek¨‡K †evSv †_‡Z gy³ Kiv hvq e‡j my‡ai wgÎ g‡b K‡ib| Zui c¯Íve, Dc‡ii eYM¨vjvi g‡a¨ ‘š¨-b, ‘š¨-m, n¯-B, n¯-D Ges eMxq-R-†K †i‡L ewKM¨vj¨v‡K fvlvi A•Mnwb bv K‡i I eYgvjv †_‡K ev‘ †‘qv hvq|

hy³ wnmv‡e †‘Lv‡”Qb, k I l A‡cÿv m-Gi c‡qvM evsjvq AwaK; GRb¨ wZwb m-†K iwLevi cÿcvZx| ÔhÕ-†K ÔRÕ-Gi g‡ZvB D”PviY Ki‡Z evOwj Af¨¯ n‡q †M‡Q; AZGe ÔhvIqvÕ ¯'v‡b ÔRvIqvÕ wjL‡j †Kv‡bv mgm¨v nIqvi K_v bv| Avi, Avgiv n¯ I ‘xN ¯‡ii D”Pvi‡Y †Kv‡bv ZviZg¨ Kwi bv; Ki‡j I Zv GZ m~² †h ‘xN¯i ev‘ w‘‡j fvlvi ÿwZ nIqvi Avk•Kv †bB|

iex›‘bv_ K-G ‘xN CKvi w‘‡q ÔKxÕ-Gi cPjb K‡i‡Qb – eZgv‡b GUv fvlvq enyfv‡e e¨enZ n‡”Q| ÔKxÕ ¯'v‡b ÔwKÕ wjwL‡j Kx Am~weav nZ GB ck Z‡j‡Qb my‡ai wgÎ| hy³ wnmv‡e †‘Lv‡”Qb, Avgiv e³Zv, Mvb ev Avew„Ë Kivi mgq A‡bK mgq ‘xN Ges AZ¨š ‘xN D”PviY K‡i _wK – Zv‡Z †Kv‡bv Am~weav †eva nq bv| wZwb ej‡Qb, hw‘ wbZvšB Am~weav nq, ‘xN¯i †evSv‡bvi Rb¨ GKwU ¯Zš wPý ivL‡j I Pj‡Z cv‡i| †h ¯'v‡b ‘xN¯‡ii D”Pvi‡Yi c‡qvRb, †mLv‡b H wPýwU c‡qvM Ki‡j Pj‡e| †hgb, Bs‡iwR Awfav‡b Mine k‡ãi i-Gi gv_vq ‘vM w‘‡q gvBb eySv‡bv n‡q _v‡K; Ggb †Kv‡bv wPý w‘‡q ‘xN¯‡ii Afve †gUv‡bv †h‡Z cv‡i|

my‡ai wgÎ Zui c¯Íve Abyhvqx evbv‡bi †h cwieZb n‡e Zvi wKQz bgybv I w‘‡q‡Qb –

| | | |
|---|---|---|
| Y ¯‡j b | : | cgvb, †cibv, Kvib, cvb| |
| k I ¯‡j m | : | my~vš, mv, m¨vgj, mvb¥wmK| |
| h ¯‡j R | : | †Rševb, Awf‡RvM, RvIqv| |
| C ¯‡j B | : | wbwin, wewfwmKv, nw¯| |
| E ¯‡j D | : | eaycy`Ÿ, Dmv| |

wZwb ej‡Z Pvb, kãM¨vjvi g‡a¨ D”PviYMZ †Kv‡bv ˆewkó¨ ev HK¨ bó nqwb| AwZwi³ eYM¨vjv eRb Ki‡j k‡ãi D”Pvi‡Yi hLb e¨vNvZ R‡b¥ bv, AwaKšy evbv‡bi †evSv K‡g hvq, ZLb eRb Ki‡Z evav †Kv_vq| cm•M †U‡b ej‡Qb, wewfbi‡c evbv‡b †hLv‡b GKBie aŸwbi Drcb K‡i wewfb A‡_i mP~bv K‡i †mme †ÿ‡Î (†hgb, exYv – eUk ; webv – e¨ZxZ) k‡ãi c‡qvM

Dhaka University Institutional Repository

Abyiv‡iB A_ ¯”Q‡›` mwPZ n‡Z cv‡i; †mRb¨ MZvbyMwZK evbv‡bi c‡qvRb n‡e bv| †hgb, bvi` विना evRvBqv Mvb K‡ib, A_ev, kg विना we`¨v nq bv – Gme †ÿ‡Î †KvbwU †Kvb A‡_ chy³ nj eySv wb‡Z Kó n‡e bv| Avgiv GKB kã ¯vb we‡k‡l wewfbœ A‡_ c‡qvM K‡i _wK – cÖ_exi me fvlv‡ZB G ixwZ i‡q‡Q|

mgxi wgÎ e‡jb, A‡bK‡ÿ‡Î g-dj v D”PwiZ nq bv; †hgb Avgiv ÔkÖkvbÕ-†K ewj ÔkkvbÕ| G‡ÿ‡Î ÔkkvbÕ evbv‡bi cÿcvZx wZwb| ms¯‹‡Z ÔcÙÕ-†K cÙ nq Ôc`gÕ (A); evsjvq cÙ nq Ôc``Õ| †k‡l³ evbvbwU c‡eÿv³ evbvb A‡cÿv mij bq, GRb¨ ÔcÙÕ-†K wZwb Ôc`gÕ †jLvi cÿcvZx|

Zui g‡Z, ms¯‹Z.kãeûj n‡j I evsjv fvlv ms¯‹Z.fvlv bq| myZivs ms¯‹Z.fvlvi k„L‡j evsjv‡K wPiw`b Avex× K‡i ivLvi †Kv‡bv KviY †bB| fvlvi Avmj gvcKvwV n‡”Q mvwnZ¨; e¨vKi‡Yi Kmir bq| mvwnZ¨ mó n‡Z _vK‡j e¨vKiY wb‡Ri c_ Lyu‡R †b‡e; †mRb¨ e¨vKi‡Yi †`vnvB w`‡q mvwn‡Z¨ cPwjZ evbvb †Rvi K‡i Pvjv‡bvi c‡qvRb n‡e bv|

**৫.২৩ প্রভাসচন্দ্র ঘোষের ক্রিয়াপদের বানান**

*বিচিত্রা*i †cŠl, 1341 msL¨vq Ôevbvb mgm¨vÕ kxlK cfvmP›` †Nv‡li GKwU †jLv Qvcv nq (wgZvjx 2010 : 128)| GB †jLvq wZwb AwfgZ e¨³ K‡ib, Òevbv‡bi evRv‡i Phonetics Gi cPjb _vKv fv‡jv wKšyAwZ cPjb n‡j Zv evRvi`i‡K gwU K‡i †`‡e|Ó D”PviY Abyvqx evbvb n‡j Zv cee•Mxq I cwðge•Mxq – `y †kwYi n‡e| ZvB †jLK g‡b K‡ib, c‡Z¨K k‡ãi we‡kIZ wµqvc`Myjvi hZUv m¤¢e GKUv standard evbvb cPjwZ nIqv `iKvi|

**৫.২৪ ইউরোপ-প্রভাবিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব**

*ভারতবর্ষ* cwÎKvi ˆR¨ô, 1342 e•Mv‡ã (1935 wL÷vã) cKvwkZ nq wekbv_ gyLvcva¨v‡qi Ôevsjv fvlvi GKw`KÕ (wgZvjx 2010 : 130)| GB ce‡Ü wekbv_ e‡jb, Avgv‡`i DwPZ n‡e w, y, ¬, ‡, ‰, †v, †Š BZ¨w` ¯iwPýMyjvi ¯vb cwieZb K‡i v, x-Gi g‡Zv e¨Ä‡bi Wvbw`‡K G‡b bZb wPý D™veb I ceZb Kiv| GgbwK, hy³vÿi wel‡q Zui civgk – cÿwZb bxwZi cwieZb K‡i BD‡ivcxq fvlvi g‡Zv cvkvcwk †jLvi myeav mó Kiv|

**৫.২৫ রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের বর্ণ-হ্রাসের যুক্তি**

ivavivYx †'ex I b‡i›' †'e ÔPwjZ fvlvi ms¯'viÕ bv‡g †h ceÜwU †j‡Lb, Zv Qvcv nq ভারতবর্ষ, ˆPÎ 1342 msL¨vq (ivav I b‡i›' 2007 : 58)| Zuiv evbvb-ms¯'vi cm‡•M e‡jb, mvaydfvlv I PwjZfvlv – 'By †bŠKv‡ZB cv w'‡q Pjvi dj kyf n‡Z cv‡i bv|

iex›'bv‡_i D‡jL K‡i ej‡Qb, wZwbB c_g †Rvi w'‡q ej‡Z mvnmx n‡qwQ‡jb, evsjvq wZbUv ÔkÕ, 'yUv ÔbÕ I 'yUv ÔRÕ wkkyi i‡K wecv‡K †d‡j †'q| GQvov 'yUv ÔeÕ-Gi g‡a¨ GKUv e †Kv‡bv Kv‡R jv‡M bv| F, ঌ, O, T GMyjv †Kej ms †m‡R Av‡Q| me‡P‡q Kó †'q n¯-'xN¯i| iex›'bv‡_i mÎ a‡i Gui 'yRb Pvb evsjv eYgvjv ms‡ÿc Ki‡Z| hy³ wnmv‡e †'Lv‡"Qb, evbv‡bi wfwË eYgvjvi Dci wbfi K‡i|

ivavivYx †'ex I b‡i›' †'e e‡jb, wMwi + B›' = wMix›' – mwÜi †ÿ‡Î 'xN E eRvq _vK‡j I, we‡kl‡Y I bvixevPK k‡ã 'xN C e¨envi evsjvq wbqwgZ n‡q‡Q ejv P‡j bv; †Kbbv Zvi I h‡_ó e¨wZµg cvIqv hvq| †hgb – †ewk, w'w'| AZGe Zuiv g‡b K‡ib, evsjv fvlvq 14wU ¯ie‡Yi cwie‡Z †Kej A Av B D G I – GB 6wU _vK‡jB h‡_ó| PwjZ evsjv ঌ, ৡ-†K eRb K‡iB P‡j| Avi F, H-Kvi, J-Kvi cfwZ. hLb ¯vaxbeY bq, 'yU weewfb e‡Yi ms‡hv‡M D"PwiZ n‡"Q, ZLb †mB mwÜ‡K wew"Qb K‡i wb‡jB Abvqv‡m D"PviY Ki‡Z cviv hv‡e| h_v – i-B = F ev wi, A-B ev I-B = H, A-D ev I-D = J| †hgb : H †jvKwU = IB †jvKwU| Zuiv e‡jb, ÔHkh¨Õ kãwU‡K hw' ÔABkhÕ GB evbv‡b Pvjv‡bv nq, Zv‡Z evsjvfvlvi ÔHkh wKQzgvÎ Kg‡e bv| †Kbbv Avgiv evsjvq ÔkÕ-Gi e-djv D"PviY Kwi bv| ÔLBÕ, Ô'BÕ kã‡K H-Kv‡ii cwie‡Z B w'‡q wjL‡j, ÔJIaÕ-†K PwjZ evsjvq ÔIlaÕ evbvb Ki‡j wKsev Ô†KŠkjÕ-†K ÔKDkjÕ wjL‡j mgm¨v nIqvi K_v bv|

e¨ÄbeY †_‡K O, R, T, Y, e, k, m, p, t Ges r -†K eRb K‡i ÔPwjZ fvlv gvÎ 30wU e¨Äb Aÿ‡i Zvi mKj e¨Äbv †kI Ki‡Z cv‡iÕ| Zu'i hy³, hv‡Z †Q‡j‡g‡q‡'i fvlv †kLvi DcvqwU mjg nq, jvB‡bvUvBc, g‡bvUvBc, UvBc-ivBUvi cfwZ. gyvh‡Ši myeav I QvcvLvbvi †mŠK‡h¨i m‡hvM N‡U, †mw'‡K 'yó †i‡L h_vm¤e eYgvjvi evnyj¨ eRb Kiv mgxPxb n‡e|

ÔOÕi Avm‡b hw' s-†K emv‡bv hvq Zvn‡j O-†K Abvqv‡m wbevm‡b †'qv hvq| KvOvjx evOvjx wjL‡Z PwjZ evsjv GLbI ÔOÕi kiYvcb nq, wKšyÔOÕq AvKvi wPý †'qvi cwie‡Ë ÔOÕUv‡K ev' w'‡q hw' cyiv ÔAvÕKviUvB e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i; †hgb – ÔevsAvjxÕ|

eMxq R-Gi ÔKvhÔ Zúiv Aš—-h w'‡q mvi‡Z Pvb; KviY, evsjvq wRnŸvq 'ß ÔRÔB mgvb| 'ÿUv ÔhÔGi g‡a¨ Aš— ÔhÔUv †e‡Q †bqvi KviY – Ii Zjvq dzUwK w'‡j ÔqÔ AÿiUv cvIqv hvq; Zv‡Z ÔjvB‡bvÔ I UvBc-ivBUv‡ii c‡ÿ Ges QvcvLvbvi w'K †_‡K myeav n‡e| Pδj, evÃv, KÆ, SÅv – Gme kã‡K wjL‡Z Pvb – PbPj, evbQv, KbR, SbSv| Ávb, weÁZv, AwfÁZv, AÁ-†K bZb evbv‡b wjL‡Z Pvb – Müb, weMüZv, AwfMüZv, AMü|

Zúiv gab¨ Y-†K †Q‡o w'‡q †KejgvÎ 'š¨ b ivL‡Z Pvb; KviY †gŠwLK fvlv IZ-YZÔi avi av‡i bv| Aš— e evsjvfvlvq wb®ú‡qvRb| Avevi, wZbwU Ôkô-Gi g‡a¨ gaŸb¨ ÔlÔ†K ivLvi cÿcvZx Zúiv; KviY, Aš— ÔhÔGi †cU KvU‡jB Zv‡K cvIqv hvq| GwU †kLvi c‡ÿ I myeav, QvcLvbvi c‡ÿ I myeav| t (wemM)-I evsjv fvlvq Zvi c‡qvRb dzi‡q‡Q| d‡j, 'ymgq, 'yL, wbtmnvq – Gme kã‡K Gfv‡e †jLv hvq – 'ymgq, 'yL, wbImnvq| ÔAvIvpÔ-†K ÔAvIvoÔ, ÔivpÔ-†K ÔivoÔ, ÔMvpÔ-†K ÔMvo nÔ wjL‡j I mgm¨v †bB| LÐ Z-Gi e'‡j e¨envi Ki‡Z ej‡Qb ÔZÔ†q nmš|

PjwZ evsjvq hy³vÿi ivLvi I c‡qvRb †bB ej‡Qb ivavivYx †'ex I b‡i›' †'e | P‡q P‡q, P‡q Q‡q, R‡q S‡q, U‡q U‡q, b‡q V‡q, b‡q W‡q, Z‡q Z‡q, c‡q Z‡q, b‡q '‡q, b‡q a‡q, e‡q R‡q, g‡q d‡q, m‡q Z‡q, cfwZ.mg— hy³vÿi nm‡ši mvnv‡h¨ wj‡L mPvivfv‡e KvR Pvjv‡bv hvq| ÔD-P-Q-b¨Ô – GBfv‡e ÔD”QbÔ evbvb wjL‡jB P‡j| ÔDPQbbÔ GLv‡b bÔ†q nmš I b wjL‡jI P‡j wKšyGKwU GKwU nid †e‡o hvq| Ô¨Ô djv w'‡j †mUv ms‡ÿc Kiv hvq| ³-†K †f‡O ÔKZÔ, ÿ-†K †f‡O ÔKLÔ, ·-†K †f‡O ÔKmÔ, »-†K †f‡O ÔMaÔ Ges •L-†K †f‡O ÔsLÔ wjL‡Z n‡e| j²Y, D¾j, gnË, gš, D×, e— BZ¨w' k‡ãi evbvb n‡e h_vµ‡g – jL¨b, DR¨j, gnZ¨, gbZ, Dia, emZ|

—ieY †_‡K 'xN C, 'xN E ev' w'‡q Ôw Ô wPýUv euw'K †_‡K Wvb w'‡K †U‡b AvbvB myeavRbK g‡b Ki‡Qb Zúiv, h_v – Zxbx| KviY, Av‡M e¨Äb, Zvici —i †hvM nq| Ô ÿ wPýwU †hv‡MkP›' I ivR‡kLi emy c—ve Abyhvqx‡i wb‡Pi w'‡K GKcv‡k _vK‡e – †Kv‡bv ni‡di m‡•M hy³ n‡e bv| Zvn‡j kycvKv‡bv ÔÐÔ ÔïÔ cfwZ.c„K nid Avek¨K n‡e bv| ÔFÔ-†KI Zúiv Z¨vM Ki‡Qb i+BÔi mvnv‡h¨; d‡j ÔFwIÔ n‡q hv‡e ÔixIxÔ| Ô†Ô wPý‡K AÿZ †i‡L I-Kv‡ii Rb¨ cÿwZb ÔJÔKvi wP‡ýi †kIvsk †U‡b wb‡q G‡m e¨envi Ki‡jB Pj‡e| †hgb, Ô†kvKÔ bv wj‡L ÔkŠKÔ wjL‡jB n‡e| ÔHÔKvi I ÔJÔKv‡ii †Kv‡bv wPýB ivLvi Avek¨K †bB; KviY IMÿjv ÔBÔ, ÔDÔ w'‡q Pj‡e|

e-djv ivLvi Abvek¨K g‡b Ki‡Qb Zuiv| KviY AwaKvsk k‡ã e-djv Ab~"PvwiZ _v‡K; †hgb – ¯^vaxb, †kZ, ¯Rb, Øxc, ¯Y, ¯i BZ¨vw`| †hLv‡b D"PvwiZ nq, †mLv‡b D`¨v‡bi g‡Zv Ô¨Õ djv‡ZB KvR Pj‡e; †hgb – Ôwe‡`¨lÕ, ÔAl¨Õ, Ôwe`¨vbÕ BZ¨vw`| ÔbÕ djvi I c‡qvRb †bB KviY Ôwelb¨Õ ÔAb¨Õ BZ¨vw` Ô¨Õ djv‡ZB Pj‡e| Zuiv`i c¯—v‡e Ôf¯§Õ n‡q hv‡e Ôfmü, ÔcÙÕ n‡q hv‡e Ôc`ü| †id ( ) ivL‡Z Pv‡"Qb; KviY, lUv A‡bK wØZ-ie Ôniwd-ˆ`‡Z¨i nvZ †_‡KÕ evsjv fvlv‡K euPv‡e| †hgb – ag, Kg, gg, M`f BZ¨vw`|

ivavivYx †`ex I b‡i›`ª †`‡ei c¯—ve Abyhvqx‡i `ªDwv‡"Q GB –

¯^ieY : A, Av, B, D, G, I = 6
e¨ÄbeY : K, L, M, N, P, Q, S, U, V, W, X, Z, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, n, s, µo, q = 30
¯^i-wPý : v, x, y†, š = 5,
e¨Äb-djv : ¨, „ , , = 5|

G-Kvi †Kv_vq euKv D"PvwiZ n‡e Ges ÔhÕ †Kv_vq `Z'-Gi g‡Zv D"PvwiZ n‡e, †mUv wbY‡qi fvi cvV‡Ki Dci †Q‡o w`‡jB mye‡ePbvi KvR n‡e| GK †-Kvi wPý _vK‡j I h_v¯—v‡b euKv D"PviY †KD co‡Z fyj Ki‡e bv|

C, E, R, Y, k, m BZ¨vw` Z¨v‡j w`‡j A‡bK wfbA_-evPK k‡ãi GKBiKg evbvb n‡e Ges Zv wb‡q †Mvj eva‡e| ZvQvov, wj•M-wechq NUvi m¤¢vebv Av‡Q, GK_vI A‡b‡K ej‡eb| KviY, evsjvq mvavibZ B I C Ges wb I bx cZ¨q †hv‡M bvixevPK kã ˆZwi nq| wKšy Gme AvcwËi KviY †bB e‡j Zuiv g‡b K‡ib| KviY evsjvfvlvq Ggb AmsL¨ kã i‡q‡Q hvi evbvb GK, wKšy A_ eny[10] Avi ÔCÕ Kvivš bvixevPK kã hw` GLb †_‡K ÔBÕ w`‡q †jLv nq, Zv‡Z mgm¨v nIqvi K_v bq|[11]

iex›`bv‡_i cÿ Aej¤b K‡i ivavivYx †`ex I b‡i›`ª †`e ej‡Qb, cvKZ.evsjv ev PwjZfvlvB GKgvÎ GB hwšK hy‡Mi cÿ_i fvlvi‡c cPwjZ nevi †hvM¨, Aek¨ hw` Zvi ghv©`v Aÿzœ †i‡L Zvi Rb¨ †Kv‡bv meÿRbMvn¨ kvmbwewa cYqb Ki‡Z cviv hvq| Zuiv`i AwfgZ, wekwe`¨vjq Av‡M eY ms‡ÿc K‡i wb‡q, hy³vÿi h_vm¤¢e eRb K‡i PwjZfvlvi ms¯‹v‡i nvZ †`‡e|

**৫.২৬ জ্যোতির্ময় ঘোষের সিদ্ধান্ত**

1936 mv‡ji 8 gvP *আনন্দবাজার পত্রিকা*q †R¨wZ¤§q †NvI GKwU ceÜ wj‡LwQ‡jb – Ôevsjv evbvb mgm¨vÕ| Zv‡Z wZwb e‡jwQ‡jb : Òevbvb m¤‡Ü KZKMwj mij wbqg hLb m¤e bq, ZLb wbqg Øviv evbvb m¤‡Ü †¯^"QvPvi wbeviY Kwi‡Z n‡j enymsL¨K wbqg Ges enymsL¨K e¨wZµ‡gi wecyj e¨e¯—v Kwi‡Z nB‡e|Ó (†R¨wZ¤§q 2007 : 56)

†kl chš wZwb GB wm×v‡š †cŠuQwQ‡jb :

(K) evbvb-mgm¨vi mgvavb AiœmsL¨K ev enymsL¨K wbqgcYqb ev D‘vniY msM‡ni Øviv nB‡e bv|

(L) enyh‡Z wjwLZ bZb e¨vKi‡Yi Øviv evbvb-wbqšY m¤e nB‡j I, G hyM Dnv evÃbxq b‡n|

(M) GKLwb gvSwi AvKv‡ii Awfavb cYqbB G mgm¨vi GKgvÎ mgvavb ewjqv g‡b nq| ···c‡Z¨KwU kã awiqv Zvnvi evbvb Ges wjLb-ixwZ ewjqv w‘‡Z nB‡e|

†R¨wZ¤§q †Nvl e‡jb, †hme kã ms¯‹Z.†_‡K MpxZ, †mMyjvi evbvb ms¯‹‡Zi g‡ZvB n‡e| ms¯‹Z.fvlv ev e¨vKiY bv †R‡bI Awfav‡bi mvnv‡h¨ evsjv fvlvq eÿcwËjvf hv‡Z m¤e nq, Zv Ki‡Z n‡e| †hgb, ÔabxÕ k‡ãi eÿcwË bv †R‡bI Gi evbvb I A_ m¤‡Ü Ávbjvf Am¤e g‡b Kiv DwPZ bq|

GKB Abyvi Øviv O, T, Y, b I g GB cuPwU wewfb e‡Yi D”PviY mvavi‡Yi c‡ÿ KwVb D”PviY mgm¨vi‡c †‘Lv †‘‡e| d‡j GiKg c¯ve‡K wZwb ewZj K‡i w‘‡Z Pvb|

†Nvl e‡jb, ÔKx (†Kvb wRwbm) Lv‡e?Õ GLv‡b KxÕi ‘xN C D”Pvi‡Yi ˆ‘N¨ wb‡‘k Ki‡Q| GKBfv‡e ÔKx Avðh¨|Õ ÔKx, GZ eo K_v|Õ – GiKg †jLv DwPZ| GiKg ¯v‡b MwYwZK m‡•KZ Aej¤b K‡i Kx 1, Kx 2, Kx 3, BZ¨w‘ †jLv hvB‡Z cv‡i; †µv‡ai gvÎvbyv‡i Kx 7, Kx 8-I n‡Z cv‡i| e³v †Zvrjv n‡j Kx 20 chš nIqv Am¤e bq|

wZwb g‡b K‡ib, wjLb-mgm¨vi mv‡_ gyY-mgm¨vI RwoZ| c‡ZKwU k‡ãi evbvb I wjLb-cYvjx w¯i Ki‡Z jÿ¨ ivL‡Z n‡e – (1) ms¯‹‡Zi m‡•M m¤Ü, (2) cwm× †jLKM‡Yi gZ, (3) kãwZgvaÿ¨, (4) wjLb-†mŠKh¨ (5) gyY-†mŠKh¨ Ges (6) jvB‡bv gy‡Yi m‡•M mvgÄm¨|

bZb evbvb-Awfavb m¤ú‡K e‡j‡Qb, Zvi I ms¯‹v‡ii Avek¨K n‡e| ‘k eQi Aši GKevi ms¯‹vi Ki‡jB Pj‡Z cv‡i| Z‡e, GUvI e‡j‡Qb, bZb evbvb ceZZ n‡j cyvZb †jLK‡‘i iPbvi Kx n‡e, ZvI †f‡e †‘L‡Z n‡e|

### ৫.২৭ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্যের খসড়া বানান-প্রণালী

*আনন্দবাজার পত্রিকা*q cKwkZ †R¨wZ¤§q †Nv‡li †jLv c‡o weRbwenvix fÆvPvh¨ †j‡Lb Ôevsjv evbvb mgm¨vÕ| †jLwU Qvcv nq GKB cwÎKvq 1 ˆekvL 1343-G| evsjv evbv‡bi †¯”QvPwiZv

m¤ú‡K wZwb e‡jb, ÒPwjZ ev•Mvjvi Rb¨Kvj nB‡Z GB NUbvB NwUqv Awm‡Z‡Q| †Rvi Kwiqv †Kn ewjevi bvB GB evbvb Pwj‡e, Ab¨ evbvb Pwj‡e bv|Ó (weRbwenvix 2007 : 70)

weRbwenvix fÆvPvh¨ c¯ve w‘‡Z Pvb, Av‡M GKUv Lmov evbvb-cYvjx c¯yZ Kiv ‘iKvi| evsjv fvlvi DbwZK‡í hvi AvZ¥wb‡qvM K‡i‡Qb, Zvu‘i mg‡eZ †Póvq GUv Kiv †h‡Z cv‡i| †R¨wZ¤§q †Nv‡li gvSwi AvKv‡ii GKwU Awfavb iPbvi c¯ve‡K wZwb evbvb-mgm¨v mgvav‡bi †kô Dcvq e‡j g‡b K‡ib|

দুই

ভারতবর্ষ cwÎKvi ˆekvL, 1343 msL¨vq ÔPwjZ ev•Mvjv I Zvnvi evbvbÕ wk‡ivbv‡g wеRbwenvix fÆvPv‡h¨i Av‡iKwU †jLv Qvcv nq (wgZvjx 2010 : 140)| GB †jLvq wZwb PwjZ evsjvi mgm¨v wPwýZ K‡i‡Z cqvmx n‡q‡Qb|

wеRbwenvixi g‡Z, D”PviY Abyhv‡i evbvb-c×wZ w¯i K‡i †M‡j Zv evsjv fvlvq GKUv ÔcjqÕ wb‡q Avm‡e| ZvQvov, wfb wfb i‡c eYcb Ges evbvb-†f‘ Av‡Q, Ggb A‡bK kã GKB i‡c D”PwiZ nq, G‡ÿ‡Î evbvb GK K‡i †dj‡j A_Mn‡Yi c‡ÿ Amyeav Rb¥v‡e| †hgb : jÿ, jÿ¨; KUx, †KvUx BZ¨w‘|

c‘v‡š h_vm¤e I-Kvi eR‡bi mycwik K‡i‡Qb wZwb| evsjv k‡ãi †kl Aÿ‡i hw‘ A-¯i _v‡K Ges †mB ÔAÕ hw‘ ÔM¯Õ bv nq, Z‡e Zvi D”PviY KZKUv ÔIÕ-Gi g‡Zv nq; †hgb : gZ > g‡Zv| GB wbq‡gi wechq †h‡nZzKL‡bvB N‡U bv, †m‡nZzwZwb I-Kvi †hvM K‡i evi Y K‡i‡Qb| GQvov wZwb ÔGgbZiÕ, ÔAwaKZiÕ – G ai‡bi k‡ã Aš¨ i-Gi D”PviY nq Ô†ivÕ-Gi g‡Zv| AZGe, Gme k‡ã I I-Kvi †hvM Kiv‡Z Zvui AvcwË|

wеRbwenvix e‡jb, evsjvq ÔBÕ I ÔCÕ-Gi D”Pvi‡Y †Kv‡bv †f‘ †bB ej‡j A‡b‡K g‡b K‡i cv‡ib, Dfq B-¯‡ii D”PviY GKBiKg| gvgx, gvmx, wcmx cfwZ. bvixevPK k‡ã ÔCÕ-Gi e¨envi †ewk| wKšyÔCÕ hw‘ meRbMvn¨ nq, Zvn‡j Ôw‘w‘Õ evbv‡bi Kx n‡e – GB ck Z‡j‡Qb|

ms¯Z.†_‡K AvMZ Bb-fvMvš k‡ãi †k‡l ÔCÕ e¨enZ nq| Avevi Ab¨ k‡ãi m‡•M mgvme× n‡j †Kv_vI ms¯Z wbq‡g B-Kvi nq, †Kv_vI C-Kvi nq| GB mgm¨vi GKwU MnY‡hvM¨ mgvavb †P‡q‡Qb wZwb|

G-aŸwbi eµ-D”PviY (A¨v/G¨v) eYgvjvq wKfv‡e ¯vb †c‡Z cv‡i, †mB ck I Z‡j‡Qb wZwb| ÔH/IBÕ Ges ÔJ/IDÕ aŸwbi Rb¨ e¨enZ eYI wbw‘ó K‡i e‡j‡Qb|

*Dhaka University Institutional Repository*

### ৫.২৮ ভোলানাথ ঘোষের বানান সমিতির প্রস্তাব সমালোচনা

*বিচিত্রা*i AvIvp, 1343 e•Mvã (1936 wL÷vã) msL¨vq †fvjvbv_ †Nv‡li GKwU ceÜ Qvcv nq| GB ce‡Ü †jLK KwjKvZv wekwe`¨vj‡qi evbvb ms¯‹vi mwgwZi c_g ms¯‹i‡Yi evbv‡bi wbqg wb‡q Av‡jvPbv K‡ib| (wgZvjx 2010 : 165)

†i‡di ci e¨Äbe‡Yi wØZ m¤ú‡K mwgwZi c¯ve wQj, †idhy³ Zrmg k‡ã wØZ n‡e bv; kãy eÿrcwËi Rb¨ c‡qvRb n‡j n‡e| wØZxq evK¨wU‡Z †fvjvbv_ †Nv‡li AvcwË| Zui e³e¨ wØZ †Kv_vq c‡qvRb, †Kv_vq c‡qvRb bq, Zv mvaviY cvVK wKfv‡e eyS‡e| KviY KwËK I KwZ‡Ki g‡a¨ mvaviY cvV‡Ki Kv‡Q †Kv‡bv A_©‰elg¨ †bB|

wZb msL¨K wbqg wQj – †Kv‡bv k‡ãi †k‡l wemM n‡e bv| GiKg wbqg Kiv n‡j I Avevi GI ejv nj – mwÜ Ki‡Z †M‡j kãMy‡jv‡K wemMvš— gvb‡Z n‡e| A_vr Avq, Avkx, cÖ BZ¨w` ¯^xKZ.n‡j I Avq¯Kvj, Avkxev`, cÖvMZ BZ¨w` evbvb Pj‡e bv| †m‡ÿ‡Î Avqy®‹vj, Avkxev`, cÖviMZ BZ¨w` evbvb gvb‡Z n‡e| †Nv‡li g‡Z, Gi d‡j KZKMy‡jv wemMgy³ kã (†hgb – Pÿy®§q, PÿyR©j) cÖvivq wemMhy³ nj (†hgb – Pÿy®§q, PÿyR©j)|

Pvi msL¨K wbq‡g wQj ms¯‹Z.k‡ãi †k‡l nmwPý ivLvi weavb i‡q‡Q; †hgb – m¤vU, kxgvb| †jL‡Ki AwfgZ – evsjv evbv‡b G wbqg GZw`b Abymi‡Y bv n‡j I †Kv‡bv Amyeav nyw nqwb| ZvQvov †Kvb kã Kx cZ¨qvš, c_gvi GKeP‡b Kx ie – Gm‡ei †LuR ivLvI me †jL‡Ki c‡ÿ m¤e bq| ZvB hLb D”Pvi‡Yi Rb¨ c‡qvRb †bB, ZLb Ah_v nmwPý‡K evbvb-wefxwlKv i‡c ivLv hyw³ nxb|

mvZ msL¨K wbq‡g evbvb-mwgwZ c¯ve K‡i‡Qb, gy ms¯‹Z.k‡ã C ev E _vK‡j Z™¢e ev Zrm‘k k‡ã C ev E A_ev weK‡í B ev D n‡e, Ab¨ k‡ã kyay B ev D n‡e; †hgb – evOwj| †fvjvbv_ †Nv‡li c¯ve, Z™¢e ev Zrm‘k k‡ãi evbv‡bI kyay B ev D _vK‡j Lye B myeavi weIq nZ| G‡ÿ‡Î evbv‡bi GKwUgvÎ ie _vKvB †kq g‡b K‡ib wZwb|

AvU msL¨K wbq‡g mwgwZ ms¯‹Z.ev Zrmg kã Qvov me k‡ãB YZweavb eR‡bi c¯ve †i‡L‡Qb| †fvjvbv_ GwU‡K Ô†evìÕ cwieZb e‡j g‡b K‡ib Ges mvZ msL¨K wbq‡gI GKB cwieZb evÃbxq e‡j g‡b K‡ib|

bq msL¨K wbq‡g cPwjZ evsjv k‡ãi D”PviY, DrcwË ev A‡_i †f` †evS‡bvi Rb¨ I-Kvi, EaŸKgv cfwZ.wP‡ýi h_vm¤e eRb Ki‡Z ejv n‡q‡Q| GB wbq‡gi †k‡li w`‡K †Zv, nq‡Zv

evbvb we‡aq ejv n‡q‡Q| †jL‡Ki AwfgZ, Ô†ZvÕ, Ônq‡ZvÕ evbvb Z, nqZ n‡j D"PviY, DrcwË ev A‡_i †Kv‡bv †f'B c'kb K‡i bv; ZvB I-Kvi emv‡bv A_nxb| eiÂ Kvj (Kò) kãwU †jLK ÔKv‡jvÕ evbv‡b †jLvi cÿcvZx|

GMvi msL¨K wbqg k, l, m m¤úwKZ| G‡ÿ‡Î mwgwZ gj- ms¯'Z.wbqgvbymv‡i Zrmg I Z™e k‡ã k, l, m GB wZbwU eY e¨env‡ii c¯'ve K‡i‡Qb| Z‡e we‡'wk I †'kR k‡ã I †K ev' w'‡q D"PviY Abymv‡i kyay k iv L‡Z Pvb| †jL‡Ki e³e¨, evOwj i gyL ÔlÕ I ÔYÕ-Gi h_v_ D"PviY †bB| AvU msL¨K wbqg †_‡K hLb Y wbewmZ n‡q‡Q ZLb GMvi msL¨K wbq‡g Z™e I Zrm'k k‡ã ÔlÕ _vKvi c‡qvRb †bB|

c‡bi msL¨K wbqg weeZ A (cut-Gi u) welqK| GB wbq‡g ejv n‡q‡Q, Bs‡iwR ev Ab¨vb¨ we‡'kxq gj- k‡ãi Av'¨ Aÿ‡ii weeZ A evsjv evbv‡b Av n‡e; g‡a¨ n‡j A n‡e| h_v : Kve (Club) , †dvKvm (Focus) BZ¨w'| †fvjvbv_ †NvI g‡a¨i A-†KI Av-Kvi Kiv DwPZ e‡j g‡b K‡ib; h_v – AvMmU (August)| kyay q n‡j bq; h_v : †iwWqg|

†Ivj msL¨K wbq‡g wekwe'¨vjq Ô¨vÕ-†K GKwU we‡kl ¯ie‡Yi wPý e‡j ¯xKvi Ki‡Z e‡j‡Qb| †jLK Ô¨Õ-†KI weeZ A-Gi D"PviYÁvcK Avi GKwU we‡kl ¯ie‡Yi wPý e‡j a‡i †bqv A‡cÿvKZ.†kq e‡j g‡b K‡ib|

†ZBk msL¨K wbq‡g evsjv †jLvq z -Gi D"PviY †'Lv‡bvi Rb¨ ÔRÕ ev ÔজÕ †jLvi weavb Av‡Q| †jL‡Ki AwfgZ, R-Gi Zjvq dUwK P‡j Pj|K, wKšÍ ÔRÕ AwaKvsk †ÿ‡ÎB R-Gi wb‡P i-djv (R) e‡j g‡b nq; GiKg åvgvZ¥K e‡Yi cPjb A‡hŠw³K|

## ৫.২৯ গোবর্দ্ধনদাস শাস্ত্রীর অ-কারান্ত/হসন্ত উচ্চারণ

KwjKvZv wekwe'¨vjq evbvb mwgwZi wKQzwbq‡gi cwi‡cwÿ‡Z †Mvee×b'vm kv¯x †j‡Lb Ôevsjv evbv‡bi wbqgÕ| GwU Qvcv nq ভারতবর্ষ, fv' 1343 msL¨vq| (†Mvee×b 2007 : 80)

†i‡di ci e¨Äbe‡Yi wØZ bvgK Abyy"Q‡' evbvb ms¯'vi mwgwZi c¯'ve K‡iwQ‡jb – hw' k‡ãi eyrcwËi Rb¨ Avek¨K nq Z‡eB †i‡di ci wØZ n‡e, h_v – KwËK, evËv, ewËK; Ab¨Î wØZ n‡e bv; h_v – APbv, gQ©v, ARb, KZv, K'g, Aa, EaŸ, Kg, Kvh, me| †Mvee×b'vm e‡jb, B"Qv Ki‡j Dfq †ÿ‡Î †i‡di ci wØZ bv w'‡q †jLv P‡j| cwYwbi e¨vKiY G K_vB e‡j| Zey

evbvb ms¯‹vi mwgwZi m‘m¨MY k‡ãi eÿrcwËi †‘vnvB w‘‡q GB ‘yÕi g‡a¨ ÔRwZ-ˆelg¨Õ mý„ó K‡i fvlv‡K AwaKZi ‘ye©j Kivi †Póv K‡i‡Qb †Kb, ZvB wZwb †f‡e cvb bv|

wZwb e‡jb, c‡e evsjv fvlvq AšZt, we‡klZt, BZ¯Zt, mvaviYZt, cvqkt, µgkt, cÖvtcÖt BZ¨vw‘ k‡ã wemM †jLv nZ e‡j D”Pvi‡Y m‡›‘‡ni †Kv‡bv KviY wQj bv| GLb wKšÍ mwgwZi m‘m¨MY Gme kã †_‡K wemM DwV‡q w‘‡Z gZ w‘‡q‡Qb| GUv i g‡Z Pj‡j †Q‡jiv ai‡ZB cvi‡e bv †h, Gme kã nmš D”PviY Ki‡Z n‡e, bv ¯ivš|
†Mve×b‘v‡mi g‡Z, evbv‡bi w‘K w‘‡q fvlv ‘ye©n‡q I‡V mvaviYZ ‘yÕ Kvi‡Y :

1| GKB D”Pvi‡Yi A_©‡f‡‘ bvbv cKv‡ii evbvb; h_v : webv—exYv, mÿ—kÿ, KZ—µxZ, ˆe—eB, kb—mb, wek—wel, kvj—mvj BZ¨vw‘|

2| (K) GKB evbv‡bi kã‡f‡‘ wewfb cKv‡ii D”PviY; h_v : ej, fvj, Kvj, gZ, Kivb BZ¨vw‘|

(L) GKB e‡Yi kã‡f‡‘ wewfb cKv‡ii D”PviY; h_v : †gvU—†QvU, Mwie—Kwie BZ¨vw‘|

B”Qv Ki‡j GB wØZxq AmyeavUv mn‡RB ‘yi Kiv hvq| wZwb e‡jb, Òn Ges hÑ eY Qvov Ab¨ †Kv‡bvLv‡bB †k‡li A-Kvi D”PwiZ n‡e bvÓ – GiKg GKUv mij wbqg ceZb Ki‡Z cvi‡j Abvqv‡mB GB wec‘ †_‡K Ae¨vnwZ cvIqv hv‡e| GiKg Ki‡j ‘n, ‘vn, †‘n, †gn, cZ¨n, Anin, i³, k³, e¨¯, M¯, KvÐ, fvÐ, LÄ, MÄ, Aw‘ k‡ã wbtmwÜ»fv‡e †kl A-Kvi D”PwiZ n‡e Ges ivg, k¨vg, hvPK, cvPK, †gvnb, †kvfb, mÿi, KwmZ, ej (kw³), fvj (jjvU), †Kvb, KLb (c‡k), Kvj (mgq, Kj¨), gZ (Awfcvq), K‡ib, Kwim, KiK, Kib, Kivi, Kivb (eZgvb mvgvb¨, eZgvb AbÁv I m¤ve¨ fwel¨r) BZ¨vw‘ k‡ã Zv D”PwiZ n‡e bv|

†hme k‡ã n Ges hÑ e‡Y †kl AKv‡ii D”PviY evÃbxq bq †m me k‡ã – Zv cPwjZB †nvK wKsev AcPwjZB †nvK, meÎ nmwPý w‘‡q †jLevi e¨e¯v _vK‡e; †hgb – kvn, AvU, KK, ¯úÄ, ZLZ, eÐ, MfY‡gÈ BZ¨vw‘| Ggwb n I hÑ eY Qvov Ab¨ †h mg¯ ¯v‡b †k‡li A-Kvi D”PwiZ nIqv Avek¨K, †m mg¯ ¯v‡b I-Kvi w‘‡q †jLv n‡e; h_v – †Qv‡Uv, e‡ov, †Kv‡bv, KL‡bv, h‡Zv, Z‡Zv, K‡Zv, G‡Zv, g‡Zv (m‘„k), Kv‡jv (KòeY), fv‡jv (DËg), †m‡Rv, †g‡Rv, †KgbZ‡iv, GgbZ‡iv, e‡jv (eZgvb AbÁv Ges fwel¨r AbÁv), K‡iv, Kwi‡ev, Kwi‡jv, Kwi‡Zv, Kwiqv‡Qv, Kwi‡Z‡Qv, KwiqwQ‡jv, Kwi‡ZwQ‡jv, Kiv‡bv (Past Participle & Verbal noun) BZ¨vw‘|

m‘¨, eÿ Aw‘ k‡ãi †k‡l hy³vÿi _vKvq wemM bv w‘‡j I D”Pvi‡Y wKQzAvUKv‡e bv| gb, hk BZ¨w‘i †kl A-Kvi D”PwiZ n Iqv evÃbxq bq; Kv‡RB wem‡Mi †Kv‡bv Avek¨KZv †bB| wKšy AšZt, we‡klZt, mvaviYZt, BZ¯Zt, µgkt, cvqkt, cÖvtcÖvt BZ¨w‘ k‡ã wemM †jLvB DwPZ| Ab¨_vq nmš D”Pvi‡Yi m¤¢vebv _v‡K|

wcq, Mvp, Nb, MwjZ, n¯Zi, AwaKZi, ˆng, ˆkj Aw‘ k‡ãi K_v| GiKg k‡ã †k‡li A-Kvi D”PwiZ nq| wKšyI-Kvi †jLevi Dcvq †bB| Z‡e GiKg k‡ãi msL¨v Lye †ewk bq| Kv‡RB GMy‡jv‡K c‡ev³ wbq‡gi e¨wZµg ¯xKvi Ki‡jB nq|

mwgwZ e‡j‡Qb – ÒIKvi Abvek¨K, A_ nB‡ZB D”PviY †eva nq|Ó †Mve×b‘vm ej‡Qb, K_vUv eo eo Aa¨vcKM‡Yi c‡ÿ nq‡Zv Dchy³ n‡Z cv‡i| wKšybewkÿv_x †KvgjgwZ evjK‡‘i c‡ÿ ÔA_ nB‡Z D”PviY †evaÕ G‡Kev‡i Am¤¢e| D”PviY e¨³ Kivi Rb¨B evbvb cwiKíbv Kiv nq| D”Pvi‡YB hw‘ m‡›‘n †_‡K hvq – evbvb †‘‡L Zv hw‘ †evSv bv hvq – †Kej ÒA_ nB‡ZBÓ Zv hw‘ Abyvb K‡i wb‡Z nq, Z‡e GZ †Póv K‡i evbvb ms¯‹vi Kievi ‘iKvi Kx wQj – GB Zü ck|

দুই

†cŠl 1343 msL¨vi *ভারতবর্ষ*-G Avk‡yZvl fÆvPv‡h¨i Ôevsjv evbv‡bi GKwU wbqgÕ bv‡g ceÜ cKwkZ nq| Gi cwi‡cwÿ‡Z GKB cwÎKvi ˆPÎ 1344 msL¨vq Ôevsjv evbv‡bi GKwU wbqgÕ wk‡ivbv‡g ceÜ †j‡Lb †Mve×b‘vm kv¯x (2007 : 100)| GLv‡b wZwb †id-Gi ci e¨Äbe‡Yi wØZ wb‡qB Av‡jvPbv K‡i‡Qb Ges GB wØZ eR‡bi civgk w‘‡q‡Qb|

wZwb e‡jb, evsjv RxweZ fvlv n‡j I Zvi evbvb m¤úY aŸwbgj‡K bq| Kv‡RB Zvi evbvb-wbavi‡Yi c‡ÿ AšZ aŸwbZ‡Ëi K_v DV‡Z cv‡i bv| ivaviviYx †‘ex I b‡i›‘ †‘e-Gi (ÔPwjZ fvlvi ms¯‹viÕ bv‡g *ভারতবর্ষ* ˆPÎ 1342 msL¨vq cKwkZ) c¯ve g‡Zv evsjv evbvb‡K m¤úY aŸwbgj‡K Ki‡Z GLbI †KD c¯yZ bq e‡j †Mve×b‘vm g‡b K‡ib|

## ৫.৩০ রাজশেখর বসুর বাস্তব চিন্তা

*ভারতবর্ষ* †cŠl 1343 msL¨vq ivR‡kLi emy Ôevsjv evbv‡bi wbqgÕ ceÜwU Qvcv nq| wZwb GB ce‡Ü e‡jb, Ggb wbqg iPbv Am¤¢e hvi mg¯Uv mevB Lykx n‡q †g‡b wb‡Z cv‡ib; A_P evsjv evbv‡bi wbqg-eÜ‡bi c‡qvRb Av‡Q| (ivR‡kLi 2007 : 90)

ivR‡kLi emy‡j‡L‡Qb, evbvb-wbeZ‡K wZb c‡ÿi †hvM †`ev AwaKvi Av‡Q : c_g, hvi `i †Kv‡bv AeawiZ gZ Av‡Q Ges hvi †mB gZ Abmy‡i evbvb Pvjv‡Z Pvb; wØZxq, wbw`ó evbvb Avi cvV¨cy¯—‡Ki e‡k hvi `i Pj‡Z nq – A_vr QvÎ I wkÿK; ZZxq, hvi ¯^vaxb †jLK – evbv‡bi GKUv Af¨¯— ixwZ hvi `i Av‡Q|

c_g cÿ ev gZev`x‡`i bvbv gZ Av‡Q; †Kej `yÕ cavb – ÔeÿrcwËev`xÕ Avi ÔD"PviYev`xÕ| eÿrcwËev`x e‡jb – D"PviY †hgbB †nvK, me k‡ãi evbvb Ggb nIqv `iKvi, hv‡Z gj k‡ãi m‡•M †hvM eRvq _v‡K| †hme kã AÍwaK weKZ n‡q ms¯‹Z Avi we dvivm Bs‡iwR cfwZ fvlv †_‡K G‡m‡Q, Gme k‡ãi evbv‡b gj Abmv‡i B C D E Y b k I m eRvq ivLv KZe¨, h_v – Kgxi, DKxj, ce, †mvYv, kvm, kxI, kvgjv, mb| ivR‡kLi emy ck, gj Abmv‡i GBme evbvb n‡e Kx n‡e – Lxj (ms Kxj), wZmx (ms AZmx), gbxe, †invC, Ewbk, Pj, gvmj, evgY, KLY, kva (ms k×v), kig, m³ (k³ bq), kL (mL bq)|

D"PviYev`x ej‡eb – evbvb nIqv DwPZ D"PviY Abmv‡i| D"PviYev`xi Kv‡Q ms¯‹Z Avi Ams¯‹Z k‡ãi †f` †bB; †h kã Avgv‡`i fvlvq G‡m‡Q Zv evsjv n‡q †M‡Q| evsjvq †h-e‡Yi †gŠwjK D"PviY †bB, †m eY Z¨vM Ki‡Z n‡e| A_vr, C E F Y I m Ges enyhy³ vÿi Abvek¨K| ivR‡kLi emy e‡jb, D"PviYev`x‡K hw` c‡` c‡` ms¯‹Z Avi we, dvivm, ZzK, cZzMR gjkã Lyu‡Z nq Z‡e Kjg APj n‡e|

cwðZM‡Yi gZ‡f` GiKgB cej| Avðh GB, ZK‡ÿ‡Î hvi `i AZ¨š— we‡iva, evbv‡b Zv‡`i Lye †ewk cv_K¨ †`Lv hvq bv| hy³-Z‡Ki mgq hvi ˆeÁwbK †R` Aej¤^b K‡ib, e¨envi‡ÿ‡Î ZvivB ¯^"Q‡›` bvbviKg Am•MwZ †g‡b wb‡q P‡jb| emy g‡Z, evbv‡bi mgm¨v †Kej ˆeÁwbK hy³i mvnv‡h¨ wgU‡e bv; mvavi‡Yi Af¨vm Avi iæP †`L‡Z n‡e, enyAm•MwZ †g‡b wb‡Z n‡e| A‡b‡K C E eRb Ki‡Z Pvb, Avevi A‡b‡K Zv ivL‡Z Pvb| weKí evÃbxq bq, wKšy hLv‡b `yB we‡ivax `‡ji gZ mgvb cej, †mLv‡b AvcvZZ weKí wfb Dcvq †bB| me fvlvi evbv‡bB AÍwaK Am•MwZ-†`vl Av‡Q, evsjv evbv‡bI Av‡Q Ges _vK‡e| hw` wbq‡g ÎæwU _v‡K Z‡e Zvi ms‡kvab Avek¨K| mgv‡jvP‡Ki KZe¨ ÎæwU c`kb Kiv Ges m‡•M m‡•M †kva‡bi Dcvq ejv – Ggb Dcvq ejv, hv †g‡b wb‡Z mvavi‡Yi †ewk AvcwË n‡e bv|

## ৫.৩১ আশুতোষ ভট্টাচার্যের দ্বিত্ব-ব্যঞ্জনের সূত্র

AvkyZvl fÆvPv‡h¨i Ôevsjv evbv‡bi GKwU wbqgÕ †jLwU Qvcv nq ভারতবর্ষ †cŠl 1343 msL¨vq (AvkyZvl 2007 : 94)|

wZwb e‡jb, KZKMy‡jv wbw'ó eYB †Kej ms¯‹Z.evbv‡b †idhy³ n‡j wØZ nq| wePvi Ki‡j †'Lv hv‡e, GLv‡b aŸwbZËgf~K (Phonological) GKwU KviY wbwnZ Av‡Q| e¨vKiY wKsev cPwjZ ixwZi wb‡'‡k©i †P‡q aŸwbZ‡Ëi wePvi K‡i evbvb‡K wbqwgZ Ki‡j eYv©kÖ×i nvZ †_‡K A‡bK mgq iÿv cvIqv hvq| aŸwbZË ev D"PviYZ‡Ëi wbqg nj – †Kv‡bv gnvcvY eY †id-hy³ n‡j wØZ n‡Z cv‡i bv, KviY Gi D"PviY Am¤¢e|

hyw³i GB wØZ eR©‡bi cÿcvZx Zy‡'i weiy× GKwU cavb hy³ GB †h, GB wØZ k‡ãi D"Pvi‡Y mnvqK| G G‡Kev‡i wbi_K I h‡_ó bq| KviY GKUz †f‡e †'L‡jB eySv‡Z cvix hvq, †id-hy³ AícvY e¨Äbe‡Yi D"Pvi‡Y GKUz †SuvK ev †Rvi G‡m c‡o| Avgiv Ô'iRvÕ D"PviY Ki‡Z ÔRÕ‡Z hZLwb †Rvi †'B, Zvi †P‡q †ewk †Rvi †'B hLb Ô'yRbÕ D"PviY Kwi| †mRb¨ ÔRÕ‡K wØZ K‡i GB¯‡j Ô'y¾bÕ †jLvB we‡aq| G‡Z D"Pvi‡Yi †hgb mnvqZv nq, †Zgwb cPwjZ ixwZi cwZI wbôv c'wkZ n‡q _v‡K|

Avkÿ©ZvI fÆvPvh¨ Avil e‡jb, g‡b nq gf~ ms¯‹‡Z wØ‡Zi GB weavb Av‡'Š wQj bv| wKšÿ cieZ©xKv‡j cvK‡Zi cfveekZ ms¯‹‡ZI GB ixwZ c‡ek K‡i‡Q| ms¯‹Z.evbv‡b cvK‡Zi cfv‡ei K_v ejv n‡q _v‡K; GUv ZviB wb'kb| KviY, GB ÔwØZÕ cvK‡Zi e¨Äb-mgxKi‡Yi ixwZ (Assimilation of Consonants) †_‡K D™¢Z| 'ç©vš¯ie© wZwb †'wL‡q‡Qb, ms¯‹Z.Ô'yfÕ cvK‡Z Ô'ynÕ nj| cÿivq hLb †'‡k ms¯‹‡Zi cvavb¨ evo‡Z jvMj, ZLb cvKZ.Ô'ynÕB µ‡g Ô'yfÕ I Ô'yfÕ n‡q ms¯‹Z-ie© cvß nj Ges D"Pvi‡Yi mvnvh¨Kvix e‡j Ôj©Õ-Gi GB wØZ‡K iÿv Kiv nj|

me‡k‡l wZwb ej‡Qb, k‡ãi eÿcwË †LuvRv †hgb mnRmva¨ bq, Avevi †Zgwb †Kv‡bv we‡kl k‡ãi eÿcwË wb‡qI gZv‡'i g‡a¨ gZ‡f' Av‡Q| †Kv‡bv bZyb wbqg ceZb Ki‡Z n‡j Av‡'¨vcvš cwieZb bv K‡i ce© †_‡K cPwjZ c_v‡K wbqwgZ K‡i †bqv mev‡cÿv hy³ m•MZ|

৫.৩২ ব্রহ্মানন্দ সেনের সমালোচনা

Ôev•Mvjv eYgvjvi ms¯‹viÕ bv‡g *ভারতবষ*, gvN 1343 msL¨vq eþvb›' †mb ceÜ †j‡Lb (eþvb›' 2007 : 97)| eþvb›' †m‡bi ceÜwU gf~Z 1342 mv‡ji ˆPÎ gv‡mi *ভারতবর্ষ*-G cKwkZ ivavivYx †'ex I b‡i›' †'‡ei c¯ve m¤ú‡K mgv‡jvPbv|

PwjZ evsjvq n¯-‘xN D”PviY †bB – GB ARynv‡Z ivavivYx I b‡i›‘ ‘xN C-Kvi I ‘xN E-Kvi DwV‡q w‘‡Z Pvb| wKšyeþvb›‘ e‡jb, PwjZ evsjv ej‡Z kyaygvÎ †gŠwLK evsjv bq, c‘¨I Gi AšMZ| GgbwK, M‡‘¨I ‘xN D”PviY Av‡Q; †hgb – b‘xqv, euvKzv|

ivavivYx I b‡i›‘ wj‡LwQ‡jb, w-Kvi e¨Äbe‡Yi c‡i emv‡bv DwPZ; ‘xN E-Kvi m¤‡Ü I GB e¨e¯v Pj‡Z cv‡i| wKšyth hy³ †‘wL‡q Zuiv w-Kvi Av‡M bv ewm‡q c‡i emv‡bvi cÿcvZx, †mB hy³ e‡j †-Kvi I e‡Yi Av‡M bv ewm‡q c‡i emv‡bv DwPZ e‡j g‡b K‡i‡Qb eþvb›‘|

Zuiv Ô† ŠÕi (J-Kv‡ii) Ô†Õ Ask ev‘ w‘‡q evKx ÔŠÕ Ask w‘‡q J-Kv‡ii KvR Pvjv‡Z e‡j‡Qb| wKšyÔŠÕ wPýwU †hv‡Mk we‘¨wbwa ÔAvDÕ D”Pvi‡Yi evbvbKv‡j e¨env‡ii cÿcvZx| we‘¨wbwa gnvkq †c‡mi KvR Kgvevi Rb¨ ‘yÕ ¯‡ii (v Ges D) e‘‡j GKwU ¯‡ii (Š) cÿcvZx| A_P Zuiv †mB GKB Kvi‡Y GKwU ¯i Kwg‡q †mLv‡b ‘yÕ ¯‡ii cÿcvZx (ÔHÕi e‘‡j ÔABÕ Ges ÔJÕi e‘‡j ÔADÕ)|

Zuiv ÔOÕ ewZj Kivi cÿcvZx| G‡Z AvcwË Kivi †Kv‡bv KviY †bB| wKšyÔev•Mvj¨Õi c¯weZ evbvb ÔevsAvjxÕ bv wjwLqv ÔevsvjxÕ †jLvB eþvb›‘ †m‡bi g‡Z AwaK hy³ m•MZ| ÔIÕq hw‘ AvKvi (v) †‘qv P‡j, wZwb g‡b K‡ib, Z‡e Abyïv‡iI (s) Zv Pj‡Z cv‡i| kã ‘ywU †Pv‡L ev‡a; Af¨¯ n‡j µ‡g m‡q hv‡e|

Ô†gŠwLK fvlv YZ-I‡Zi avi av‡i bvÕ GB ARynv‡Z ivavivYx I b‡i›‘ ÔYÕ-†K G‡Kev‡iB ewZj K‡i w‘‡Z Pvb| wKšyD”Pvi‡Yi †h wewfbZv GLbI Avgv‡‘i g‡a¨ Av‡Q Zv Zuv‡‘i‡K ¯xKvi Ki‡Z n‡e| UYK, IÐ, †f‡iÐv Ges ‘x‡bk, ‘š, m‡›‘k cfwZ k‡ãi ÔYÕ I ÔbÕ D”PviY K‡i †‘L‡j fzj †evSv m¤e| Zuiv Ôk, l, mÕ GB wZb e‡Yi cwie‡Z I-Gi cwZÔv Ki‡Z Pvb| ¯ivš m-Gi D”PviY †ewkifvM RvqMv‡Z †bB e‡U, wKšyG‡Kev‡iB †h †bB Zv bq| ZvQvov hy³ e‡Y nmš ÔmÕ-Gi D”PviY weKZ nqwb| Avevi ms¯‹Z., Bs‡iwR, dvivwm cfwZ. fvlvi kã c‡qvRb g‡Zv evsjv Aÿ‡i wjL‡Z †M‡j m-Gi kiYvcb nIqv QvIov Dcvq †bB| Avi ÔkÕ I ÔIÕ-Gi GKwU‡K hw‘ ewZj Ki‡Z nq Z‡e ÔIÕ‡KB ewZj Kiv DwPZ| ev•Mvjv fvlvq m-hy³ kã me‡P‡q †ewk, Zvic‡iB k-hy³ kã; I-hy³ kã Zzbvq A‡bK Kg|

wØZiex Ônivd ˆ‘‡Z¨Õi nvZ †_‡K euvPvi Rb¨ Zuiv ÔaigÕ ÔKigÕ wjL‡Z e‡j‡Qb| GB c¯ve †g‡b wb‡Z cv‡ibwb eþvb›‘ †mb| Avevi, Zuiv e-djv ewZj K‡i kyayh-djv ivL‡Z Pvb| G‡ÿ‡Î eþvb›‘ ck Z‡zj‡Qb, Ò ÔeÕdjv I ÔhÕdjvi D”PviY wK GK? mZ¨ Ges wØZ, km¨ Ges wbR¯ cfwZ k‡ãi D”Pvi‡Y mZ¨B †Kvb cv_K¨ bvB?Ó Zuv‡‘i g‡Z, b-djviI †Kv‡bv c‡qvRb

†bB| KviY Ôwel Y¨Õ ÔAb¨Õ BZ¨w' h-dj v‡ZB evbvb Kiv P‡j| wKšyÔAb¨Õ †_‡K ÔAbÕ c„_K K‡i †evSvi Dcvq Rvb‡Z †P‡q‡Qb eþvb›'|

## ৫.৩৩ দেবপ্রসাদ ঘোষের বানান বিতর্ক

†'ecmv' †Nv‡li *বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান* (1346) eBwU wZwi‡ki 'k‡Ki evbvb-weZ‡Ki GKwU KwimK 'wjj| GLv‡b evbvb-weZ‡Ki wek-kZKx †cÿvcU A‡bKvs‡k ¯úó n‡q Av‡m| KjKvZv wekwe'¨vjq-cewZZ wbqgvejxi we‡iwaZv K‡i †'ecmv' jovB K‡iwQ‡jb mfþwZKgvi-ivR‡kLi †_‡K Avi¤ K‡i iex›'bv_ chš gvb¨ e¨w³‡'i m‡•M|

†'ecmv'eveyAvgv‡'i g‡b Kwi‡q †'b, †h-†Kv‡bv fvlvi evbvb-ms¯‹vi m¤‡Ü Av‡jvPbv Ki‡Z †M‡j Ôc_‡gB †MvUv K‡qK †gvUv K_v g‡b ivLv 'iKviÕ –

> †h mg¯ k‡ãi ie mycwZwôZ, Ges GBie k‡ãi msL¨vB †ekx, Zvnv‡'i i‡ei ev evYv‡bi cwieËb mvab Kwi‡Z †Póv Kiv – Zvnv †h Kvi‡YB nDK, mijZv m¤úv'‡bi LwZ‡iB nDK, A_ev eÿcwËMZ ev e¨vKiYMZ wekyׄi LwZ‡iB nDK – G‡Kev‡iB wbi_K; kyvbi_K b‡n cišyenÿcwig‡Y AwbóKi| KviY GBie †Póvq †k‡l 'woevq GB †h mybwÏó mycPwjZ evYv‡bi ¯‡j Aevi bvbv cKvi evYvb Pwj‡Z Avi¤ K‡i| fvlv‡K mybwÏó I msiwÿZ Kwievi w'K nB‡Z †'wL‡j Bnv AKj¨vYKi| mijZv ev wekyׄ A‡cÿv GKieZ (unniformity) fvlvq †ekx Avek¨K| fvlvi ie‡K my¯'i (stabilize) Kwievi gj- gšB GB †h, mycPwjZ I mycwZwôZ ie ev evYvb‡K gwbqv jB‡Z n‡e; hw' e¨vKiY-'ÿl nq Z‡e Bnv‡K wbcvZ‡b wm× ewjqv awiqv jB‡Z n‡e| ...fvlvi ie m¤‡Ü enÿ-c‡qvM (usage) Ges cvPxbZv (antiquity)-B eo Ges †miv cgvY| (D×Z„ †KZKx 2005 : 308)

†'ecmv' e‡jb, fvlwi i‡ei I aŸwbi g‡a¨ mvgÄm¨ _vKv DwPZ| me fvlv‡ZB †gvUvgyU GKiKg mvgÄm¨ Av‡Q; bB‡j †jv‡K wjwLZ fvlv eS‡ZB cviZ bv| A_vr D"PviY – AvÂwjK Ges ZvrÿwYK, GKUv we‡kl ¯vbKv‡ji; Zv cwiewZZ nq| wKšyevbvb n‡"Q wjwLZ Ô†U· UÕ‡K a‡i ivLvi R‡b¨ – Zv‡K ¯wqZ †'qvi R‡b¨| AZx‡Zi wjwLZ e¯ÿ m‡•M GKUv †hvM, GKUv avivewnKZv eRvq ivLvi AvbÿwbK 'wqZ ZvB evbv‡biB, D"Pvi‡Yi bq| Zvi g‡Z,

> †Kvb Rxeš fvlv, hvnvi D"PviYixwZ †'‡k I Kv‡j mZZB cwiewËZ nB‡Z‡Q, Zvnv‡K †Kvb I D"PviY-gj-K (phonetic) KvVvg‡Z euvaqv ivLv hvq bv| GZ weky×-D"PviYgj-K †h ms¯Z.fvlv Zvnv‡KB ivLv hvq bvB, Ges †mB phonetic wbMo fw•MqvB hZ cvKZ„ Acåsk Ges eËgvb fviZxq fvlvi DrcwË| AZGe phonetic AvKv‡i ev•Mvjv fvlv‡K Xvwjqv mwRevi †Póv Kiv cÐkg gvÎ| (D×Z„ †KZKx 2005 : 309)

8 Rb, 1937-G ie»›'bv_ VvKi‡K †jLv GK c‡Î †'ecmv' †NvI wj‡L‡Qb, cPj‡bi LwZ‡i A‡bK Aky ie©I fvlvq cwZwôZ n‡q †M‡Q, Zv GLb miv‡bvi Dcvq †bB, Avek¨KZvI †bB – myPwjZ ie©-cwieZ©‡bi c‡Póvi d‡j Avevi bvbwea ie© cPwjZ n‡q wek…•Ljvi KviY nq| (†bcvj 2007 : 106)

ie»›'bv‡_i Rev‡ei cwi‡cwÿ‡Z †'ecmv' †NvI R‰bK BsivR †jL‡Ki D×„wZ.w'‡q e‡j‡Qb –

> In this changing world sound do not remain constant. A word spelt today according to the best canons of phonetic theory and practice may soon be pronounced in a way which makes its former phonetic perfection a mockery. Spelling cannot change as quickly as pronunciation; if it did, we should soon be faced with a variety of spelling that would make intelligent communication impossible. Uniformity, and consequently rigidity, is the price of intercourse; and yet pronunciation varies from individual to individul. This is the problem that all spelling reformers must face, and face with growing knowledge of the impossibility of their task. (†'ecmv' 2007 : 115)

m¤úª^ ˆeÁvwbK wfwË‡Z Dc‡i cwZwôZ Ges myweb¨¯— ms¯‹Z.eYgvjvi Dci evsjv fvlv 'wuo‡q Av‡Q e‡j evsjv fvlvi aŸwb I ie© gvivZ¥K c‡f' 'woqwb – †hgb 'wuo‡q‡Q Am¤úª^ I mswÿß †ivgK eYgvjvi Dci cwZwôZ BD‡ivcxq fvlvMyjv‡Z|

ms¯‹‡Zi eYgvjvi K‡qKwU e‡Yi aŸwb evsjv‡Z cwieZ©Z n‡q †M‡Q| ¯^i‡eYi g‡a¨ A (ms¯‹‡Z D"PviY n¯^ Av), F (ms¯‹‡Z D"PviY i-i-i), ঌ (ms¯‹Z D"PiY j-j-j), G (ms¯‹‡Z D"PviY diphthong ev mÜ¨ÿi n¯^ Av + q), H (ms¯‹‡Z 'xN Av + Aš—¯ q), I (ms¯‹‡Z diphthong n¯^ Av + Aš—¯ e), J (ms¯‹‡Z 'xN Av + Aš—¯ e) – GMyjvi aŸwb evsjv‡Z cwieZ©Z n‡q †M‡Q; Zv Qvov, n¯^-'x‡Ni c‡f'I Ly †ewk iwÿZ nq bv| ÔAÕ eYwU n¯^ Av †_‡K cwieZ©Z n‡q wM‡q G‡Kev‡i bZzb GKUv ÔAÕ aŸwb m„ó K‡i‡Q| (†'ecmv' 2007 : 116)

†'ecmv' e‡jb, evsjv‡Z Avi I GKwU ¯^iaŸwb †'Lv hvq, ÔcatÕ Gi aŸwb – hv ms¯‹‡Z wQj bv| ms¯‹Z.eYgvjvq Gi cwZie© †bB; Kv‡RB evsjv‡Z †Kv_vI ÔGÕ w'‡q, †Kv_vI h-djv‡Z AvKvi w'‡q cKvk Kiv nq| e¨Äbe‡Yi g‡a¨ 'š' ÔbÕ, wZb ÔmÕ, 'š' ÔeÕ, 'š' ÔRÕ Gi D"PviY GKiKg n‡q †M‡Q, AšZ AwaKvsk¯'‡j| O T Y Gi D"PviYB cvq D‡V †M‡Q, ÿ, g djv, h djvi I D"PviY cwieZ©Z n‡q †M‡Q| eZgv‡b †h i‡ci †h aŸwb ev sound-value 'wuo‡q‡Q, Zv †g‡b wb‡Z n‡e; †hLv‡b GKB aŸwb GKwaK ie© 'wuo‡q‡Q, †mLv‡bI †ewk gv_v Nvgv‡bvi 'iKvi nq bv| e¨envi Ges c‡qv‡Mi ÔA‡gvN kvmbÕ evsjv‡ZI Ab¨fvlv A‡cÿv wKQzgvÎ Kg bq| GB Abymv‡i ÔbÕ ÔbÕ-B _vK‡e, ÔYÕ ÔYÕ-B _vK‡e, †Kv‡bvUv‡K weZvwoZ Kivi 'iKvi †bB; KviY,

evsjv‡Z AmsL¨ ms¯'Z.I ms¯'Zg‡K kã Av‡Q (A_vr Zrmg I Z™¢e), Zv‡Z wZb ÔmÕ, ÔbÕ, ÔRÕ BZ¨vw' weivR Ki‡eB| †Kej GK'g Ams¯'Z.k‡ã †Kv‡bv GKUv ic cPj‡bi †Póv Pj‡Z cv‡i – †hLv‡b i‡ci GLbI stability 'iqwb|

Zü g‡Z, cvKZ.evsjvi eYweb¨v‡m ÔD"Q•L.jZv-'gb-c‡PóvÕ Ges ÔD"PviYvbyvqx eYweb¨vm-c‡PóvÕ – GB wØwea c‡Póv ci¯úiweiy; KviY, D"PviY%elg¨ _vK‡eB Ges GB Abyvqv‡i evbvb Ki‡Z n‡j evbv‡bI ˆelg¨ n‡e Ges Z¾wbZ D"Q•L.jZv ev wek„Ljv Aek¨¤vex| G‡'i g‡a¨ †Kv‡bv bv †Kv‡bv ¯v‡b compromise Ki‡Z n‡e|

†i‡di c‡i e¨Ä‡bi wØZ cm‡•M ej‡Qb, eYwØZg‡K evbvbB D"PviYvbyvqx, KviY Avgiv Ô'ýšÕ kã‡K Ô'ÿ+'všÕ GiKg AvjMvfv‡e D"PviY Kwi bv, Kwi Ô'ÿ+ÏvšÕ fv‡e m‡Rv‡i; myZivs e¨ÄbwØZ _vKv 'iKvi|

A‡b‡K evsjv fvlv‡K ÔD"PviYg‡KÕ e‡j gvb‡Z Pvb bv| †'ecmv‡'i g‡Z, evsjv fvlvi evbvb Ô†gvUvgywU D"PviYm•MZBÕ| Gi 'yÕ KviYI e¨vL¨v Ki‡Qb wZwb| cavb KviY GB †h, evsjv‡Z †Kv‡bv silent e‡Yi e¨envi †bB| cÿivcyi †Kv‡bv Aÿi KLbI AbyPwiZ _v‡K bv| mvgvb¨ wKQz e¨wZµg Av‡Q 'yGKwU djv mš‡Ü, h_v – e djv Ges g djv| mvaviY D"Pvi‡Y †Kv‡bv †Kv‡bv k‡ã GB djvMyjv cvq silent †_‡K LwbK eYwØZ Avbqb K‡i; †hgb – cK, KY, QÙ, iý Yx – ZvI wkó D"Pvi‡Y Ašt¯ e wKsev Abyvwm‡Ki Avfvm GBme k‡ãI cvIqv hvq| Avevi A‡bK k‡ã djvMyjv cÿivcyiB D"PwiZ nq; †hgb – A¤v, DØvn, Rb¥, Mÿ¥| Avi, h-djv‡K silent aiv hvq bv, KviY LwbK eYwØZ Avbqb Ki‡jI, Gi GKwU ¯Zš aŸwb ¯úóB eZgvb| ZvB †'ecmv' wm×vš K‡i‡Qb GB e‡j †h, evsjv‡Z silent Aÿi bvB – BD‡ivcxq fvlvMyjv‡Z Av‡Q| Kv‡RB D"PviY-Abyvqx evbvb ev evbv‡bi Abyvqx D"PviYB evsjv fvlvi wbqg – e¨wZµg mvgvb¨|

KwjKvZv wekwe'¨vjq evbvb mwgwZi c¯v‡e wQj – Zrmg wfb Ab¨ †Kv‡bv evsjv k‡ã ÔYÕ Pj‡e bv| †'ecmv' e‡jb, wKšyÔlÕ, ÔkÕ, ÔmÕ-Gi †ejvq Züv Ôeÿcwi cRvixÕ; h_v – ÔAwglÕ †_‡K ÔAvlÜn‡e; ÔAskÕy †_‡K ÔAukÕ n‡e BZ¨vw'| A_P ÔKYÕ I Ô¯‡YÕi †ejvq ÔKvbÕ Ges Ô†mvbvÕ – †mLv‡b eÿcwËi †Kv‡bv ÔevjvB bvBÕ; hw' I IB kã'yÕi eÿcwË ÔAvLÕ I ÔAukÕ A‡cÿv A‡bK †ewk mÿúó I mybwðZ|

†hme kã Ab¨ fvlv †_‡K G‡m‡Q, †hgb wne©, Aviwe, Bs‡iwR, dviwm BZ¨vw`, †mme ¯v‡b evbvb mwgwZ wbqg K‡i‡Q †h, gj- k‡ãi D"PviYvbyhvqx ÔkÕ wKsev ÔmÕ n‡e| G wel‡q †`ecmv` ej‡Qb, hw` I dviwm‡Z Aviwe‡Z wne©‡Z †Kvb k‡ãi Kx D"PviY wQj, Zv mvaviY †jv‡Ki Rvbvi K_v bq – evbvb KwgwUi I K‡qKRb †jvK ÒG wel‡q wVK wKQz Rv‡bb †m wel‡q h‡_ó m‡›`‡ni AeKvk Av‡QÓ| mv`v, kv`v; mni, kni; wRwbl, wRwbm; BZ¨vw` †ÿ‡Î †Kv‡bv GKiKg ie© recommend Kiv †h‡Z cv‡i| Zvi I Ly e †ewk urgency ev Avek¨KZv Av‡Q e‡j wZwb g‡b K‡ib bv| †Kbbv, ms¯‹…‡Z I †Kv‡bv †Kv‡bv k‡ã weKí ie© Av‡Q, Bs‡iwR‡Z I Av‡Q, Zv‡Z Ggb †Kv‡bv Mÿ‡Zi Amyeav nq bv|

fvlvi wjwLZ i‡ci aib cm‡•M †`ecmv` †Nvl ej‡Qb, †Kv‡bv AÂ‡ji cPwjZ †gŠwLK ie© hw` ˆjwLK fvlvq Pj‡Z Avi¤¢ K‡i, Z‡e Zv n‡e Ôie©evnyj¨Õ Ges †mLv‡b Ôwek„•LjvÕ Aek¨¤¢vexÕ; KviY †jv‡Ki D"PviY Kvj‡f‡`, †`k‡f‡`, cvÎ‡f‡` bvbviKg nq; myZivs †mBme D"PiY Aÿ‡i ie©všÍwiZ Ki‡Z †M‡j, bvbv †jv‡K bvbvfv‡e Zv Ki‡e|

**৫.৩৪ কমলাকান্ত বসুর রোমান হরফ-বিদ্বেষ**

KgjvKvšÍ emyi Ôfvlv-mgm¨vÕ cKwkZ nq *মাসিক বসুমতী*i ˆR¨ô 1344 msL¨vq| wZwb Zvi Av‡jvPbv‡K wZbwU fv‡M fvM K‡i‡Qb – (1) fvlvi ¯ie©, (2) eYgvjvi ie© Ges (3) kãweåvU| (KgjvKvšÍ 2007 : 41)

ÔeYgvjvi ie©Õ As‡k wjL‡Qb, mshy³ e‡Yi Kvi‡Y †ivgvb nid PvjyKivi cwie‡Z mshy³ eY mnRZi K‡i †jLvB †kq| †hv‡MkP›`ª e‡Yi wb‡P eY wj‡L mshy³ eY †evSv‡bvi cÿcvZx| wKšÍy KgjvKvšÍ emy Awf‡hvM : GUv Ly e AvcwËKi bv n‡Z cv‡i wKšÍy GUv †Pv‡Li Rb¨ cxov`vqK|

ZvQvov †jLK g‡b K‡ib, 26wU †ivgvb e‡Yi mvnv‡h¨ evsjvi 52wU e‡Yi D"PviY Kiv †h‡Z cv‡i bv| H, J-GB `ywU ¯ieY Ges L, N, Q, S, V, X, Z, _, a, o, p, q, t, u GB 14wU e¨Äb Kxfv‡e †jLv n‡e Zv wb‡q I mgm¨v †`Lv w`‡Z cv‡i| †KD †KD †ivgvb Aÿ‡ii AcvP‡h©i Rb¨ weweafb diacritical marks e¨env‡ii cÿcvZx, wKšÍy GB wPýM‡jv wkkÿi fvlwkÿvi Aš—ivq e‡jB cveiÜ‡Ki AwfgZ|

ÔkãweåvUÕ As‡k wj‡L‡Qb, evsjv eYgvjvi msL¨waK¨ fvlwkÿvi †ÿ‡Î Aš—ivq m„wó K‡i – GB Avk•Kvq eYgvjv †_‡K C, E, F, ৯, H, J – GB QqwU ¯i Ges O, T, Y, h, Aš—¯’ e, I, m, p, r, t – GB `kwU e¨Äb eR‡bi c‡qvRbxqZv A‡b‡KB Abyf‡e K‡i‡Qb| eY ev` †M‡j Zvi

KviwPý I djvMšyjvI ev' hv‡e| wKšyÍ jL‡Ki e³e¨, GiKg evbvb ms¯‹v‡ii d‡j eYweåvU '‡i n‡j I A_weåvU †'Lv †'‡e| GwU fvlwkÿv‡i Ašivq n‡q 'uov‡e| wewfb djv ev hy³vÿ‡i Z‡j w'‡j GK GKwU kã ÔwK¤¢ZwKgvKviÕ n‡q DV‡Z cv‡i; †hgb : km¨ – kkk, ZË – ZZZ|

eZgvbKv‡j c¯ve D‡V‡Q, ms¯‹Z-Abbyvwqx evsjv k‡ãi D"PviY hLb nq bv, ZLb evbvb †Kb ms¯‹Z-Abbyvwqx n‡e? D"PviY Abbyvwqx hu`iv evbvb wjL‡Z Pvb Zu`iv wfÿv evbvbwU wjL‡Z Pvb ÔwfKLvÕ| wKšy †jL‡Ki e³e¨, †'‡ki me RvqMvi me gvbyli D"PviY GKiKg bq| D"PviYbyvwix evbv‡bi †ÿ‡Î, hw' Ô†NvovÕ D"PviY Kiv nq Z‡e †Nvov †jLv DwPZ, †Nvov bq| mevY †_‡K †mvYv; wKšyD"PviYev'xiv Ô†mvbvÕ †jLvi cÿcvZx| †jLK g‡b K‡ib, hw' D"PviYbyvwix evbvb wjL‡Z nq, Z‡e evbvbwU n‡e Ô†kvbvÕ| ZLbB keY Kiv A‡_ †h †kvbv evbvbwU cPwjZ Av‡Q Zvi m‡•M ieMZ mv'k¨ G‡m hvq|

### ৫.৩৫ মঞ্জু ঘোষের পাঠক-উপযোগী বানান-প্রস্তাব

Ôevsjv k‡ãi bZb evbvbÕ kxlK gÄy†Nv‡li †jLwU Qvcv nq *পরিচয়* ˆR¨ô 1344 msL¨vq (gÄy 2007 : 207)| GB †jLvq KwjKvZv wekwe'¨vjq evbvb mwgwZi wbq‡gi wKQzwKQz†ÿ‡Î wb‡q Av‡jvPbv K‡i‡Qb|

gÄy†NvI e‡jb, †hLv‡b meÎ †idvµvš e‡Yi wØZeRb kv¯-Abyhgw'Z, †mLv‡b eYcwË †'Lv‡bvi Rb¨ e¨wZµg wеav‡bi c‡qvRb †bB| ms¯‹Z.e¨vKi‡Yi wbq‡g ÔKwËK, ev×K¨Õ cfwZ k‡ãi AšMZ †idµvš †gŠwjK eYØ‡qi c_gwUi we‡jvc-mvab Hw"QK; h_v – KwËK, ev×K¨; weK‡í KwZK, evaK¨ BZ¨w'| (ÒS‡ivSwime‡YÓ| 8| 4| 64 – cwYwb)

mwgwZ O ¯v‡b s †jLvi wbqgwU ms¯‹Z.k‡ãi †ejvq wewaex× K‡i‡Qb; Ams¯‹Z.k‡ãi †ejvq mwgwZ bxie| G cm‡•M gÄy†NvI e‡jb –

(1) QvcvLvbvq •K, •L, •M, •N GB PviwU hy³vÿ‡i Avgv‡'i‡K ivL‡Z n‡e; KviY, meÎ Avgv‡'i sK, sL, sM, sN †jLvi ¯vaxbZv _vK‡e bv;
(2) d‡j •K, •M cfwZ evbv‡bi 'ywU ie n‡e|
(3) mskqgy³ n‡q sK, sL, sM, sN †jLv Pj‡e bv, wØavi Rv‡j nvZ Rwo‡q _vK‡e|

mwgwZ meÎ sK, sL, sM, sN †jLvi GKwU e¨e¯v w'‡Z cv‡ib; bB‡j •K, •L, •M, •N wjL‡Z Avgv‡'i Kó n‡e bv| GB evbvb †'L‡Z Ges wjL‡Z Avgiv Af¨¯| eiÂ mwgwZ O ¯v‡b s

†jLvi weavb bv w'‡q O c„_K †jLvi weavb Ki‡Z cvi‡Zb| G‡Z me w'K iÿv Kiv nZ| K, L, M, N c‡i _vK‡j me k‡ãB, A_vr †hme k‡ã g bvB †mme k‡ãI Kvjµ‡g O ¯'v‡b s P‡j AvmZ| ÔevOMjvÕ Kvjµ‡g Ôevsjv Õ n‡q‡Q; ÔAOK, MOMv, kOKi, mOMgÕ-I Kvjµ‡g ÔAsK, MsMv, ksKi, msMgÕ n‡Z cviZ|

mßg weav‡b mwgwZ ej‡Qb, LuwU ms¯'Z.k‡ã hw' C ev E _v‡K Zvn‡j †mB kã †_‡K RvZ – Z'fe ev Zrm'k, k‡ã C ev E weK‡í B ev D wjL‡Z n‡e| A_vr ÔKzgxi (Kzgxi), ivbx (ivÁx), ce- (ce-)Õ A_ev ÔKzgi, iwb, cyeÕ| n¯ B _vK A_ev 'xN C _vK, GZw'b kãMyjvi GKwU wbw'ó ie- evsjvq cPwjZ wQj; GB wbq‡g kãMyjvi 'BwU K‡i K‡jei-cwiß NUvq †m-wb‡'k bó n‡q‡Q| Avevi, H-D"PviY Ges J-D"PviYhy³ Ams¯'Z.kãMyjvi evbvb evsjvq 'yKg; h_v – ˆK, KB; ˆ', 'B; H, IB BZ¨w'| mwgwZ G‡'i †Kv‡bv wbw'ó evbvb w¯'i K‡ibwb|

wbqgvewj‡Z Av‡Q – ÔKwi‡qv, w'‡qvÕ BZ¨w' evbv‡b ÔqÕ Abvek¨K; ÔKwiI w'IÕ we‡aq| †mB Abyvqx Lv-avZzGes w'-avZzi †gŠwLK i‡ci evbv‡b fweI¨r-AbyÁvq h_vµ‡g GB evbvb wewnZ n‡q‡Q – Ô†LIÕ Ges Ôw'IÕ| wKšyk-avZzi †ejvq evbvb ÔkyqvÕ n‡q‡Q †Kb, GB ck Z‡j‡Qb wZwb|

Aw'‡Z ÔA¨vÕ-D"PviYhy³ A‡bK k‡ãi evbvb evsjvq wbw'ó bq; †hgb – Ô†bov, b¨vov; †bKv, b¨vKv; †eUv, e¨vUvÕ BZ¨w'| G‡'i evbv‡bI GKUv e¨e¯'v Kiv DwPZ e‡j Zui gZ|

mwgwZ Z™ew' k‡ã B, C; D, E; Y, b; k, l, m cfwZ. wePvi K‡i‡Qb; wKšyR, h wePvi K‡ibwb| AšZ we‡'kxq k‡ã R, h wePvi Ki‡j Ôhv'yi, Rv'yi; hv'ywY, Rv'ywYÕ cfwZ. K‡qKwU k‡ãi evbvb wbw'ó nZ|

gÄy†NvI QvcvLvbv ev †jLK bq, eis cvV‡Ki w'‡K jÿ¨ †i‡L evbv‡bi wbqg cYqb Kivi K_v e‡j‡Qb Ñ ÒÔ†cwmqvÕ GKRb; †jLK GKRb; wKšycvVK eny eny mvgvb¨ Amyeav I mvgvb¨ cwikg jvN‡ei c‡qvRb n‡j G‡Ki c‡ÿ AwaK cwikgI evÃbxqÓ|

## ৫.৩৬ মুহম্মদ এনামুল হকের বৈজ্ঞানিক-নীতি

*বাঙলা-ভাষার সংস্কার* (1944) kxlK cy¯Kvq gyn¤§' Gbvgyj nK wj‡L‡Qb (Gbvgyj 1970 : 126), cwÐZMY Zrmg, AaZrmg, Zrfe, †'wk I we‡'wk – GiKgfv‡e evsjv kã‡K fvM Ki‡Z eva¨ n‡q‡Qb| c‡Z¨K fv‡Mi k‡ãi evbv‡b Avjv'v c×wZ AbymZ n‡Z n‡e; bB‡j

Dhaka University Institutional Repository

evbv‡b †Mvjgvj Kg‡e bv| GB Kvi‡Y, ÔmsMxZÕ †hi© evbv‡b †jLv P‡j, Ôm‡•MÕ A_ev ÔM•MvÕ †mi© evbv‡b †jLv P‡j bv; KviY Ô•MÕ gvÎB ÔsMÕ K‡i mnR Kiv hvq bv|
Zrmg k‡ãi evbvb-wbeKwZ. NUv‡bvi AwaKvi Avgv‡`i Av‡Q wKbv, GB ck Z‡j‡Qb Gbvgyj nK| wZwb e‡jb, AwaKvi hw` mve©¯^I nq, Zv‡Z `ywói w`K †_‡K fvlv †evSvi †h †Mvj‡hvM NU‡e, Zv‡K wKfv‡e mvgvj †`qv hv‡e, Zvi †Kv‡bv Dcvq Zvi Ôÿz eyׇZÕ Avm‡Z Pvq bv|

wZwb e‡jb, evsjv-eYgvjvi ms¯‹vi `ymva¨ e¨vcvi bq : ÒevOjv mshy³ Aÿi †`vZvjv-†ZZvjvi‡c myw¯¾Z Aÿ‡ii ms¯‹vi m¤¢ei nB‡Z cv‡iÓ| wKšy evsjv-eYgvjvi msL¨v Kgv‡bv hvq wK-bv, ZvB fveevi welq| †Kbbv, eYgvjvi ev mshy³ Aÿ‡i ^`wnK AvKwZ-ms¯‹vi GK e¨vcvi, Avi eYgvjvi msL¨v nvm K‡i ms¯‹vi Ab¨ e¨vcvi| wZwb e‡jb, evsjv-eYgvjvi msL¨v Kgv‡bvi †Póv AvR chš nqwb| hv AvR chš nqwb, Zv †h n‡Z cv‡i bv ev KLbI n‡e bv, Zv bq| Z‡e, Zv GLb m¤¢ei wK-bv, †m ck i‡q hvq|

GK fvlvi eYgvjv‡K Ab¨fvlvi eYgvjvq †jLvi A_vr cZ¨ÿixKi‡Yi (transliteration) cm‡•MI wZwb wj‡L‡Qb| †h fvlvi †gŠwjK eY ev Avmj-nid Kg, †m-fvlvq AwaK msL¨K eYhy³ fvlv‡K wjL‡Z †M‡j evbvb I eYweåvU K‡g hvq e‡j Kvi I Kvi I aviYv _vK‡Z cv‡i| †evanq, GiKg aviYvi ekeZx n‡q evsjvi wKQzgvbyl jgvb Avive-ni‡d evsjv wjL‡Z kyy K‡iwQ‡jb| Zv‡Z evsjv-fvlvq wjLb-ixwZi †h-`yfvM N‡U‡Q Zv ejvi bq| evsjv‡K AvšRwZK fvlvi chv‡q DbxZ Kivi Rb¨, †KD †KD evsjv-fvlv‡K Romanize ev Bs‡iwR ni‡d †jLvi cÿcvZx wQ‡jb| Z‡e, evsjv‡K Romanize Ki‡j evsjv-eYgvjvi msL¨v Kg‡e bv; †Kbbv wewkó wPý e¨envi Kivi d‡j, Bs‡iwR eYgvjvi msL¨v Zv‡Z h‡_ó †e‡o hv‡e|

Dc‡ii wZb cKvi ms¯‹v‡ii GKwU mvaviY †hvMv‡hvM Av‡Q e‡U, wKšycÖ‡Z¨K cKv‡ii ms¯‹v‡ii Rb¨ we‡kl ^eÁwbK-bxwZi Abymi Kiv `iKvi e‡j Gbvgyj nK g‡b K‡ib| GB bxwZi Awe®vi Ki‡Z n‡j fvlvi cvPxb BwZnv‡mi cwZ k×v, eZgvb Ae¯vi mwnZ mg¨K cwiPq Ges fwel¨r cMwZi cwZ wbqgvbyewZZvg~jK ^bwôK-`ywó i‡L Awe®Zv‡K AMmi n‡Z n‡e|

## ৫.৩৭ ক্ষুদিরাম দাসের বিস্তৃত বিশ্লেষণ

Ôevbvb evbv‡bvi e›`‡iÕ kxlK †jLvq ÿz`xivg `vm (2007 : 221) wj‡L‡Qb, cvKZ.evsjv ms¯‹‡Zi Ô`vmvbyývmÕ n‡Z cv‡i bv| D"Pvi‡Y, GgbwK ¯^v‡b ¯^v‡b wjL‡bI †`efvlvUv cvKZ.

evsjvi ÔØv‡i G‡m ‘wo‡q‡QÕ| AZGe wZwb ck Zz‡j‡Qb, Òejv n‡”Q D”PviY gwdK eY wnmv‡e evsjvq B-C, D-E †Zv mgg‡j¨i| wVK K_v, wKšÍ evsjvq e¨enviZ Zrmg k‡ãi †ÿ‡Î I †Zv Zv-B n‡e| H hy³ ‡Z †mLv‡bB ev Zv _vK‡e †Kb?Ó

ms¯‹Z.k‡ãi evbv‡bi †ÿ‡Î ÿzw`ivg ‘vm e‡jb, ms¯‹Z.fvlvi mÿxN Aa¨v‡qi g‡a¨B Zvi eny k‡ãi evbv‡b †Kv_vI †Kv_vI weKí Abyc‡ek K‡i‡Q| weK‡íi cavb †ÿÎMyjv nj – B-C, D-E, Y-b, k-m Ges †idvµvš e¨Äb| gab¨ eY-hy³ k‡ãi Rb¨ ej‡Qb, GMyjv ms¯‹‡Z AvMšK, cvq ˆew‘K hyM †_‡K, m¤eZ ‘weo cfv‡e| ms¯‹‡Zi Y-Z weav‡bi mŸK‡Vvi Abykxj‡bi d‡j evsjvq ms¯‹Z.kãMyjvi ÔAKviY YÕ evbvb I Pj‡Q, †hgb, cY, cY¨, ewYK, cY¨, Kj¨vY, †eYy exYv, cwY, MY cfwZ.| mv¤úwZK evbvb-ms¯‹vi‡Kiv GMyjv‡Z nvZ w`‡Z mvnmx bb| F-i-I-U-V cfweZ †ÿ‡Îi †ejvqI ZvB| ms¯‹‡Zi Ab¨vb¨ ÔweKí-gwngv AUU †i‡LÕ Zvu C-B-Gi †ÿÎMyjv‡ZB Zvu‡`i cQ›` mxwgZ †i‡L‡Qb| †hgb, AUex-AUwe, iRbx-iRwb, gvjZx-gvjwZ, mPx-mwP, jnix-jnwi, †kYx-†kwY, Avejx-Avewj cfwZ.| evbvb-ms¯‹viK‡`i AwaKvsk ÔBÕ-Gi cÿcvZx n‡j I ÿzw`ivg AwaKvsk k‡ã C iÿvi Rb¨ ej‡Qb|

ÿzw`ivg (2007 : 233-234) wj‡L‡Qb, Òms¯‹Z.k‡ãi Mv‡q nvZ bv w`‡q cvKZ.evsjvi Bbx, Avbx, bx ev C-cZ¨qvš kãvejxi Dc‡iB wel‘ófv c‡qvM KÕ‡i mv¤úwZK ‘B ms¯‹viK ÔwfwËcÎÕ Ges Z‘byhvqx‡i ÔKx wjL‡ebÕ Rvb¨ K‡i‡Qb ÔC-Kvi E-Kvi w`‡q †Kv‡bv evbvbB Avgiv ivLe bvÕ|Ó A_P, we‡kl¨-we‡klY Ges bvix-cÿ evPKZvi cv_K¨ ivLvi g‡bvfve me fvlvq Av‡Q; Aek¨ wfb wfb Dcv‡q| cZ¨q-gvj¨ Avh fvlvq Zv cZ¨‡qi mvnv‡h¨ wb®úbœ n‡q‡Q| AvhKb¨v evsjv wn›`x †mB c_ aÕ‡i PÕ‡j ZviB g‡a¨ wKQz¯KxqZvI †`wL‡q‡Q| bvixevPK cZ¨qMyjv evbvbmn evsjvq mybw‘ó; GMyjv‡Z n¯‡ÿc Ki‡j gf †evaKZvB bó n‡q hv‡e| wZwb wj‡L‡Qb –

> C weZvo‡bi †bkvq †Kv‡bv †Kv‡bv ms¯‹viK †ek wKQz b aÕ‡i Rbgb †_‡K DrmwiZÑ Rxebx, weeiYx, Abykxjbx, wbevPbx, c‡qvRbx, wgjbx, AvMgbx, Avevnbx, mvaviYx, wPišbx, mvqšbx; GgbwK kZvãx, ewlKx k‡ãI fÿ a‡i‡Qb| †`Lv hvq, GMyjvi †Kv‡bwU we‡klYvZ¦K, †Kv‡bwU ev¯x-†evavZ¦K| (ÿzw`ivg 2007 : 236)

cwiewiK m¤ú‡Ki gvmx, wcmx, Lyox, †RVx, PvPx, gvgx, bb‘x cfwZ. k‡ã C-†hvM n‡q‡Q ms¯‹‡Zi †`ex, gvbex, bvix cfwZ.i Abymi‡Y| w`w` (mUvZwj) k‡ã B-Kvi kyay†_‡KB cPwjZ| ivR‡kLi emymh¨wZKgvi Abyyv‘b K‡iwQ‡jb, wcmx, gvmx kã ‘yUv‡Z weK‡í B †`qv Pj‡e| ÿzw`ivg ‘vm wfbgZ †cvlY K‡i e‡jb, ÒhveZxq ¯xwj•M kã I hveZxq we‡klY‡evaK kã C

w'‡q weÁwcZ †nvK Ges H wnmv‡e we‡kl¨, wµqv-we‡kl¨ I fve-we‡k‡l¨i m‡•M I‡'i cv_K¨ eRvq _vKÓ|

evsjv fvlvq Zrm‡gi m‡•M AaZrmg I Z™‡ei wgkY i‡q‡Q| GKB wel‡q GKc‡ÿ evbvb e'jv‡bv n‡e, Avi Ab¨c‡ÿ ¯i-e¨Äb †hgb Av‡Q †ZgwbB _vK‡e – GiKg ÔGKPÿznwi‡Yi eyׄÕ mgxPxb n‡e bv Ges G‡Z wek„Ljv Avi I evo‡e e‡j g‡b K‡ib ÿyw` ivg 'vm|

### ৫.৩৮ করালীকুমার কুণ্ডু'র স্বচ্ছ বর্ণ

'evOjv bewjwcÕ kxlK Kivjxgvi Kzûzi †jLwU cKwkZ nq *প্রবাসী*i Awkb, 1355 msL¨vq| (wgZvjx 2010 : 184)

GB ce‡Ü wZwb e‡jb, evsjvfvlvq †h‡nZz9-Gi e¨envi †bB, ZLb eYgvjv †_‡K 9-†K cwiZ¨vM Z‡e j †'qv DwPZ| †Zgwb Fwl, FZz FY – wZbwU k‡ãi Rb¨ GKwU Aÿi ivLv evovevwo| †m‡ÿ‡Î wiwl, wiZzwiY †jLv †h‡Z cv‡i|

s O-Gi cwie‡Z O-i Pjb enj ÿ‡Î i‡q‡Q, AZGe me‡ÿ‡Î Zv Pvjv‡bv myeavRbK| Avi, Z hLb Av‡Q, ZLb r Gi e¨envi wb®ú‡qvRb| D, E, i djv cfwZ hvB †hvM Kiv †nvK e‡Yi AvKwZMZ cwieZb Kiv DwPZ bq – KzZ, nyK, kyG fv‡e †jLv DwPZ| †Kv‡bv †Kv‡bv †ÿ‡Î e¨Äb-Aÿi †hv‡Mi mgq bZzb †Pnviv myó nq; †hgb – ¯‡j| hy³ Kiv nq Ô_Õ, wKšy †jLv nq ÔnÕ| G‡ÿ‡Î eYwU ¯úó K‡i Ô¯_‡jÕ †jLv DwPZ|

### ৫.৩৯ ধীরানন্দ ঠাকুরের গ্রহণ-নীতি

axivb›' VvKzi *ভারতবর্ষ* kveY 1362 cwÎKvq †j‡Lb ÔfvlvI DbwZi DcvqÕ (axivb›' 2007 : 62)| GB ce‡Ü wZwb e‡jb, fvlv kãgvYwb bq, fve ev Á‡bi aYwbi e| aYwb ev kã fve I Áv‡bi evnbgvÎ; †hgb, Avi-GKUv evnb n‡"Q nid ev wjLbi e| mZ¨ivs Avmj e¯ n‡"Q fve I Ávb| GB fve I Ávb bv _vK‡j kã ev c'wbi_K; Zv c‡qvRbnxb| AZGe, fve I Áv‡bi DbwZ Qvov fvlvi DbwZ nIqvi K_v bq|

wZwb e‡jb, fvlv mnR nIqv gv‡b – c_g Zvi c‡'i evbvb, D"PviY I nid †mvRv nIqv; Zvici Zvi evK¨-MV‡bI mvij¨ m¤eg‡Zv _vK‡j fv‡jv nq| fvlvi cmv‡ii R‡b¨B bq kãy DbwZi R‡b¨I Zvi mnRZvi 'iKvi| c‡'i RwUj evbv‡b I KwVb D"Pvi‡Yi R‡b¨ fvlvi

AvqËKiY, K_b I wjL‡b Ab_K †ewk D‘¨g, mgq I ¯^v‡bi AcPq nq| fvlvi gyL¨ jÿ¨ n‡”Q wel‡qi cKvk; evbvb I D”Pvi‡Yi RwUjZv †h Zvi mnvqK, Ggb K_v g‡b Kivi KviY †bB| GB RwUjZvi mg_‡b fvlvi wbqg I k„•Ljv ixwZi hy³ †Zvjv-n‡j ejv-hv‡e, me wbq‡gi g‡Zv fvlvi wbqgI cwieZbkxj; c‡qvRb I myeavi ZwwM‡‘ Zvi ms¯‹vi n‡ZB nq| ZvQvov, Ab¨ me wel‡qi g‡Zv GLv‡bI wbqgUvB †h jÿ¨e¯‘bq, j‡ÿ¨ †cŠQevi Dcvqgvî, †m-K_v fz‡j Awbó n‡e|

Aci fvlvq Ggb DcmM ev AbymM _vK‡Z cv‡i hv‡‘i mvnv‡h¨ Dchy³ my/iZi c‘ MVb Kiv hvq| ZvQvov, Ggb DcmM-AbymM weRvZxq fvlvq _vKv m¤¢e hv Avcb fvlvq †bB; †mLv‡b H RvZxq DcmM-AbymM Avg‘wb Kiv fv‡jv| kãmye‡‘wk fvlv †_‡K †Kb, A‡bK Dcfvlv ev Z™¢e fvlv †_‡K DcmM-AbymM Mn‡Yi ixwZI fvlvi DbwZi mnvqK n‡Z cv‡i|
GKB c‘‡K GKwaK A‡_ e¨envi Kivq †hgb fvlvi kw³ e„w× cKvk cvq, GKB c‘‡K ev GKB c‘ †_‡K MwVZ c‘‡K wewfb cKv‡ii c‘i‡c e¨env‡iI †Zgwb fvlvi m¤ú‘kxjZvi K_v †evSv hvq| m¤¢e I myeavg‡Zv we‡kl¨c‘‡K we‡klY ev wµqvc‘ i‡c Ges we‡klYc‘‡K we‡kl¨ I wµqvc‘ i‡c I †Zgwb wµqvc‘‡K we‡kl¨ I we‡klYc‘ i‡c e¨envi K‡iI fvlvi kw³m¤ú‘ evov‡bvi Dcvq wgj‡Z cv‡i|

fvlvi M‡elYv, Av‡jvPbv, PPvi meiKg Abyk~j cwi‡ek mwó e¨w³ ev cwZôvb we‡k‡li c‡ÿ wVK m¤¢e I mva¨ bq, Zvi R‡b¨ PvB RwZi mvgwMK msKí| miKv‡ii c‡ÿB Zv Kiv myeav I m¤¢e| AZGe, Zv Ki‡Z n‡e miKvi‡K|

**৫.৪০ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর ধ্বনিমূলক বানান-পদ্ধতি**

gyn¤§‘ Ave‘yj nvB‡qi ÔevOjv wjwc I evbvb-mgm¨vÕ kxlK ceÜwU cKwkZ nq *সাহিত্য পত্রিকা*i 5g el wØZxq msL¨vq, 1962 mv‡j| GB †jLvq wZwb evbvb‡K AwaKZi aŸwb-Abyvix Ki‡Z †P‡q‡Qb| (nvB 1970 : 167)

Ave‘yj nvB e‡jb, aŸwbi cwZwjwc Abyvqx ¯^ie‡Yi ms¯‹vi Ki‡Z n‡j c_‡gB C Ges E ev‘ w‘‡Z nq, KviY gj-aŸwb wnmv‡e evsjvq ÔCÕ Ges ÔEÕ-Gi †Kv‡bv Aw¯Z †bB; Av‡Q ïayÔBÕ Ges ÔDÕ| GgbwK n¯^ ÔBÕ Ges n¯^ ÔDÕ-I †bB| Bs‡iwRi fill I feel Ges full I fool cfwZ.k‡ã ¯^iaŸwbi n¯^-‘x‡Ni ˆecix‡Z¨ †hgb ¯^Zš¿ A_‡evaK bZzb k‡ãi mwó nq, evsjvi gj ¯^iaŸwbMy‡jvi n¯^Zv Ges ˆ‘N¨ w‘‡q †Zgb ¯^Zš¿ kã cvIqv hvq bv| GgbwK, evsjv eYgvjvq H Ges J bvgK wØ¯^iaŸwbi ‘yÕwU wPý cvIqv hvq; A_P evsjvi wbqwgZ wØ¯^iaŸwbi msL¨v DwbkwU|

hw' ewK m‡ZiwUi R‡b¨ ¯Zš eY e¨envi bv K‡i I evsjv aŸwbi msw¶ß ˆØZ¯iMy‡jvi aŸwbevPKZv iÿv cvq Zvn‡j H ( ‰ ) Ges J († Š) gvÎ G 'ywUi Rb¨ ¯Zš eY e¨env‡ii c‡qvRb †bB e‡j wZwb g‡b K‡ib|

nvB-Gi g‡Z, ¯Zš eY wnmv‡e G-i Aw¯Z _vKvi 'ib ÔG¨vÕ aŸwbwUi R‡b¨ AwZwi³ aŸwbwP‡ýi c‡qvRb nq bv| ÔG¨vÕ aŸwbwU ie¨wqZ Kivi R‡b¨ kãwUZvi Kvi-wPý Ô¨vÕ-B h‡_ó n‡Z cv‡i| Avevi, PwjZ evsjvq Ô†Kv‡bÕ I ÔKÕ‡bÕ cfwZ k‡ã ÔIÕ-i m‡•M Zz‡bvq ¯Zš g~aŸwb wnmv‡e Awfk¨Z-IÕi Aw¯Z Av‡Q| evsjv ¯ieYgvjvi ms¯vi Ki‡Z n‡j G-i AwZwi³ ¯Zšfv‡e G¨v nidwUi †hgb c‡qvRb c‡o bv, †Zgwb I-i AwZwi³ IÕ bv †i‡L kãwPý wnmv‡e EaŸKgwU e¨envi Ki‡jB Pj‡Z cv‡i| Zvi we‡ePbvq aŸwbwfwËK mieY Ges G‡'i KviwPý Gfv‡e 'Lv Kiv‡bv hvq –

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¯ieY : | B | G | Av | A | I | D |
| KviwPý : | w | † | ¨v v | | † v Õ | y |

¯ieYMy‡jvi c‡i G‡'i‡K Gfv‡e mvRv‡bvi c¯ve K‡i‡Qb : B-w, G-†, ¨v, Av-v, I-‡ v Õ D- y Avi, mvaviY e¨env‡ii Rb¨ bq, †Kej we‡'wk aŸwbi cwZeY©Ki‡Yi (transliteration) Rb¨ C ( x), E ( ~) ivLvi K_v e‡j‡Qb|

Aa¯i Aš—t¯-e cm‡•M ej‡Qb, PwjZevsjvi aŸwb‡Z nvIqv (ha^w^a), †cvqv (po^w^a) †'Iqv (de^w^a), hvIqv (ja^w^a), (me^w^a) cfwZ k‡ã e-kwZ wnmv‡e Aš—t¯ e-i Aw¯Z Av‡Q| wKšy aŸwbwU‡K wPwýZ Kivi R‡b¨ evsjvq †Kv‡bv ni‡di e¨envi †bB| evsjv eYgvjvq †h Aš—t¯-e Av‡Q eMxq-e †_‡K Zvi AvKwZ. Awfb e‡j aŸwbMZ w'K †_‡KB GB e-'ywUi GKwU AwZwi³| eYgvjvi ms¯vi Ki‡Z n‡j Aš—t¯-e-‡K mn‡RB ev' †'qv †h‡Z cv‡i| evbvb‡K aŸwbg~K Ki‡Z Pvb wZwb; wKšyZvB e‡j e-kwZevPK aŸwbi cwZwjwc wnmv‡e Avmwgi †cUKvUv ÔeÕ wKsev wnw›'i g‡Zv GKwU †Mvj ÔeÕ G‡b aŸwbwPý evov‡bvi cÿcvZx bb wZwb|

e¨ÄbaŸwbi †ÿ‡Î e‡jb, evsjv aŸwbMZ w'K †_‡K Y Ges T nid 'ywU Ac‡qvRbxq| Avi, Bs‡iwR z wKsev Avi‡e Rv, Rvj RvZxq aŸwbiB h_v_ cwZwjwc evsjv Aš—t¯ h; A_P PwjZ evsjvq G aŸwbwU †bB| aŸwbMZ w'K †_‡K PwjZ evsjvi †Kv‡bv k‡ãB h-i 'iKvi K‡i bv e‡j evsjv k‡ã h ev' w'‡q R e¨envi KivB fv‡jv| evsjv eYgvjvi ms¯vi Ki‡Z n‡j g~aŸwbi cwZaŸwb wnmv‡e k †i‡L I I m-†K ev' †'qv hvq| ¯vb, ¯b, ¯vb, Kó, †ewóZ cfwZ. kã k w'‡q ^k^_vb, ^k^Zb, KkU BZ¨vw' †jLv n‡e| wKšyD"PviY Kiv n‡e, k-i mnaŸwbg~K| wZwb e‡jb, wKQz b †h‡Z bv †h‡Z G evbvbI Avgv‡'i †PvL-mn n‡q †h‡Z cv‡i| GKBfv‡e, †m,

Av‡m cfwZ.kã‡K †k, Av‡k †jLvi K_v ej‡Qb wZwb| Zv‡Z Avkv (come) Ges Avkv (hope) ‘ywUvB ÔAvkvÕ wjL‡Z n‡j ev‡K¨i cwi‡ekB Zv‡‘i A_ D×v‡i mnvqZv Ki‡e|

K•K, m•L, m•M, m•N cfwZ.k‡ã O w‘‡q †jLv †hgb AwaKZi Pÿzn nq; †Zgwb iv0v, iOxb, mvOvZ, AvO‡ cfwZ.k‡ã ‘B¯iaŸwbi AšeZx Amshy³ G bwmK¨ aŸwbwU‡Z KviwPý emv‡bvI mnR nq| Abyÿv‡i Kvi wPý sv, s ye¨envi‡i g‡Zv ‘wµKUzV‡K bv| G R‡b¨ Ave‘yj nvB s Ges O-i g‡a¨ O ivLvi cÿcvZx| wZwb evsjv eYgvjvq r ivLvi †Kv‡bv †hŠw³KZv †‘‡Lb bv| t cm‡•M e‡jb, Gi h_vh_ D”PviY evsjvq †bB| µgkt, AvcvZt, cavbZt, mvaviYZt cfwZ. k‡ã G-Kv‡j †h wemM D”PwiZ nq bv Zv-B bq, evbv‡bI †‘Lv‡bv nq bv| Avt! It! Dt! Bt! cfwZ.Ae¨‡q t †jLv nq e‡U, wKšyZv Avkq¯vbfvMx A‡NvI wkm aŸwbB| t bvgK AwZwi³ wPý e¨envi bv K‡i gnvcvY A‡NvI n w‘‡q Zvi cwZeYxKiY Kiv †h‡Z cv‡i| ‘yL, gbtcZ cfwZ. k‡ãi gvSLv‡b wem‡Mi e¨envi cieZx aŸwbi D”PviY‡K wØMyY K‡i †‘q| mZ¨ivs G me †ÿ‡Î wemM bv †i‡L Zv‡‘i aŸwb AbyÌwgx evbvb ‘yKL, g‡bvcZ wKsev gbccZ †jLv †kq|

eZgvb i‡ci m‡•M †hvM †i‡L wZwb ý-‡K bn, n-‡K jn, þ-‡K gn w‘‡q †jLvi c¯ve K‡i‡Qb; A_vr wPý, Avnv‘, eþv cfwZ.i †jL¨ie ‘wovZ‡e : wPbn, wPwbnZ, Avjnv‘, egnv|

Zùi g‡Z, aŸwbevPKZv Ges wgZ-†jL‡bi w‘K †_‡K AÿiwfwËK eYgvjv †h †Kv‡bv fvlvi R‡b¨B Av‘k¯vbxq n‡Z cv‡i| evsjv †jLb-c×wZ (1) aŸwbi h_v_ cwZie, (2) wgZ‡jLb Ges (3) ‘aZ cVbkxjZv G wZbwU g‡bxwZi Dc‡i ‘wo‡q Av‡Q| evsjv fvlvi aŸwbcKwZ.i w‘K †_‡KB hy³vÿ‡i e¨envi Acwinvh| hy³vÿiMyÌ j v‡K †f‡O wjL‡j evsjv ni‡di cVbkxjZv I †jLb-‘yZ K‡g hv‡e, wgZ‡jLb e¨vnZ n‡e| we‡klZ k‡ãi Aw‘‡Z GgbwK gvSLv‡bI mshy³ aŸwbi h_v_ D”PviY cvIqv hv‡e bv| m‡evcwi AMwYZ k‡ãi †Pnviv cvj‡U hv‡e|[12]

Ave‘yj nvB h_v_B e‡j‡Qb, evsjvq ¯iaŸwb wnmv‡e F-i Aw¯Z bv _vK‡jI Ges F m¤wjZ kã gvÎ 13wU n‡jI F-Kvi hy³ k‡ãi msL¨v cvq mv‡o Pviki g‡Zv| mZ¨ivs F I „Kvi ivLv †kl chš evÃbxq n‡q ‘wovq|

PÂy evÃv, MÄbv, SÅv cfwZ.k‡ãi gvSLv‡b T m¤wjZ hy³vÿ‡i T ev‘ w‘‡q PbPz evbQv, MbRbv, SbSv i‡c †f‡•M wjL‡jI Ávb, cÁv, weÁ cfwZ.k‡ãi R‡b¨ ¯Zšf v‡e Á nidwU ivLv ‘iKvi| ÿ-nidwU m¤ú‡KI GKB K_v e‡j‡Qb| k‡ãi kyìZ Gi D”Pvi‡Yi cZxK L Ges gvSLv‡b KL bv wj‡L Gi h_v_ ie ÿ ivLv wgZ‡jL‡bi w‘K †_‡KB AwaKZi m•MZ|

Rvjv, kvm, kvc' cfw&Z k‡ãi †Mvovq evsjv e-djvi †hLv‡b †Kv‡bv D"PviY †bB †mLv‡b e-djv †d‡j w'‡Z ej‡Qb wZwb| Z‡e k‡ãi gvSLv‡b Aš'q, wek, wej, wbkvm, Avkvm cfw&Z k‡ãi e-djv AweKZi‡c ivL‡Z e‡j‡Qb wZwb| k¦kvb Ges cÙ cfw&Z g-djv m¤wjZ k‡ã †hLv‡b g-Gi †Kv‡bv D"PviYB †bB †mLv‡b kkvb Ges cÏ Ges AvZ¥v, gnvZ¥v cfw&Z k‡ã †hLv‡b g-djv ce©¯i‡K Abybvwm&KZ.K‡i †mLv‡b A uZZv, gnuZZv †jLv Ges Mÿ¥, ej¥xK, Kvk¥xi cfw&Z k‡ã g-djv Aÿ¸ ivLv DwPZ e‡j wZwb g‡b K‡ib|

### আ. হাই-এর বানান-সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব

Ave'yj nvB e‡jb, k‡ãi eyrcwË Ges D"PviY mvaviYZ G 'ywU †hqi cwZ jÿ †i‡L evsjv evbvb M&pxZ n‡q‡Q| evsjvq e¨enƒZ Zrmg k‡ã we‡kl fv‡e ms¯'Zvbymvix evbvbB cPwjZ| Z™e Ges †'kR k‡ã ÔcÖv‡qvMÕ D"PviYMZÔ evbvb †'Lv hvq| m¤úªwZ i‡c D"PviY Abymvix evbvb †jLvi me‡P‡q eo Amyweav nj, D"PviY h‡M h‡M cwieZZ nq, GgbwK GKB k‡ãi D"PviY wewfb †jv‡Ki g‡L wewfbfv‡e †kvbv hvq| GiKg †ÿ‡Î m¤úªwZ D"PviY Abymvix evbvb wjL‡j GKw'K w'‡q †hgb enyk‡ãi †Pnviv cvëv‡e, Ab¨w'‡K cwZ kZK c‡i c‡iB aŸwb Abymvix bZb evbvb †jLvi cqvm †'Lv †'‡e|

wZwb PwjZ evsjvi aŸwb I nid we‡klY K‡i ej‡Qb, evbvb-ms¯vi Ki‡Z PvB‡j KwjKvZv wekwe'¨vjq KZ…K M&pxZ wbq‡gi AwZwi³ G wbqgMyjv MnY Kiv †h‡Z cv‡i :

(1) we‡'wk k‡ãi cwZeYxKi‡Y C Ges E-i mxwgZ e¨envi _vK‡e| GQvov †'wk we‡'wk, Zrmg I Z™e hveZxq k‡ãB B/w wKsev D/ yGi e¨envi n‡e| †hgb – Mwwf, eyxwRwe, wbo, Abywwi, Abyyc BZ¨w'|

(2) ÔG¨vÕ aŸwbi cwZwjwc wnmv‡e k‡ãi c_g Aÿ‡i weK‡í ÔG¨vÕ-i mxwgZ e¨envi _vK‡Z cv‡i| kã ga¨eZx ÔG¨vÕ aŸwbi ie©vq‡Yi ¨v-i mxwgZ e¨envi n‡e| †hgb – GKv wKšyb¨vKv, †'Lv wKšyn¨vU BZ¨w'|

(3) ÔAÕ aŸwbi cZxK ÔAÕ nidwUi Øviv †ÿ‡Îwe‡k‡l ÔAÕ, ÔIÕ Ges IÕ – wZbwU aŸwbB wPwýZ Kiv nq| wQj, †Mj, KZ, gZ, eo, Ki, gvi, mvivb aivb, cfw&Z k‡ã †klvÿ‡ii mswkó Amshy³ e¨Äbe‡Y †hLv‡b A-i D"PviY ÔIÕ nq, kyv~ †mLv‡b † v e¨envi we‡aq| †hgb wQ‡jv, †M‡jv, K‡Zv, g‡Zv, e‡ov, gv‡iv, gviv‡bv aiv‡bv BZ¨w'| GiKg n‡j gZ, gvi, mvivb, aivb cfw&Z k‡ãi †klvÿ‡i nmwPý e¨envi bv Ki‡j I ce©eZx k‡ãi Zźbvq Zv‡'i A_-ˆecixZ¨ iÿv cv‡e|

Ab¨w‘‡K cÖ‡ov, aÖ‡iv, nÖ‡j gÖ‡j, gÖ‡iv cfwZ. k‡ãi c_g Aÿ‡ii msw¶ó e¨Äbe‡Yi A †hLv‡b AwfkªZ IÕi cZxK †mLv‡b A_-Mn‡Y Amyeav n‡j Kwj KvZv wekwe‘¨vj‡qi mßg weavb Abyvqx EaŸKgvi mxwgZ e¨envi MnY‡hvM¨|

(4) F Ges „Kvi _vK‡Z n‡e| Z‡e we‡‘wk k‡ã „-Kvi bv w‘‡q -djv w‘‡q wjL‡Z n‡e, †hgb wewUk, Lxóvã BZ¨vw‘|

(5) e¨Äbe‡Y †h-†Kv‡bviKg ¯iaŸwb hy³ †nvK bv †Kb, msw¶ó e¨ÄbeY †Kv‡bvfv‡eB Zvi AvKwZ.cwieZb Ki‡Z cvi‡e bv| †hgb – kyZyiyMyZvb, fyKzU BZ¨vw‘|

(6) Aby¯vi jß n‡e, mZ©ivs meÎB O w‘‡q wjL‡Z n‡e, †hgb – iO, evOjv ewŠKg, e•M, evOvj, AvOz BZ¨vw‘|

(7) T jß n‡e, wKšyM¨ aŸwb‡evaK GKwU ¯Zš ni‡di cZxK wnmv‡e Á ivLv †h‡Z cv‡i| †hgb – Ávb, weÁ|

(8) ÿgv, eÿ cfwZ.k‡ãi R‡b¨ ÿ _vK‡Z n‡e|

(9) Y jß n‡e| mZ©ivs KÈK, KÉ, KvÐ, MÐ cfwZ.Zrmg kãI K›UK, KÚ, KvÛ MÛ i‡c ÔbÕ w‘‡q wjL‡Z n‡e|

(10) ÔmÕ jß n‡e| AcPwjZ agxq Ges we‡‘wk k‡ã s aŸwbi cZxK wnmv‡e m-i mxwgZ e¨envi Qvov meÎB ÔkÕ e¨envi we‡aq n‡e; †hgb – †m, Av‡m, Avmv, e‡m, kZ, Avkv cfwZ. hveZxq kãB ÔkÕ w‘‡q †k (he ev she †evSv‡Z), Av‡k (hope Ges come A‡_), Avkv, e‡k, kZ i‡c wjwLZ n‡e|

(11) Aviwe dviwmi Rvj, Rv Ges †hvqv aŸwb Ges Ab¨vb¨ we‡‘wk k‡ãi Z aŸwbi cZxK wnmv‡e h †i‡L Zrmg I Z™¢e hveZxq k‡ãB R e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| Zv‡Z hvq, †h, hvIqv BZ¨vw‘ Rvq, †R, RvIqv wjL‡Z n‡e| Aek¨ RvnvR, nvRvi, †Rvi, Ryg, †Rev, cfwZ.†hme Aviwe I Ab¨vb¨ we‡‘wk kã evsjvq eny cPwjZ Ges R w‘‡q w‘‡qB wjwLZ n‡q Avm‡Q †mLv‡b h †jLv Awe‡aq n‡e|

(12) Zrmg k‡ã h-djv (¨) Ges e-djv †hLv‡b D”Pvi‡Y wØZ‡evaK †mLv‡b Zviv Ae¨vnZ _vK‡e, †hgb – mf¨, evj¨, evK¨, Avkvm, weØvb, mZi BZ¨vw‘|

(13) wKšyD‡‘¨vM, D‡ØM cfwZ. k‡ã †hLv‡b Zv‡‘i D”PviY c„K †mLv‡b Dr‡hvM, D‘‡eM i‡c c„Kfv‡e wjL‡Z n‡e|

(14) kvc‘, kvm, ¯v‘, cfwZ. k‡ã †hLv‡b e-djvi †Kv‡bv D”PviYB evsjvq †bB †mLv‡b e-djv QvovB kvc‘, kvk, †jLv we‡aq| ¯Z, ¯ZwaKvix Ges m‡ËI

> cf‡Z.k‡ã I ce-wbqg e¨envh wKšyÍm‡Ë I k‡ã Ë e¨envi bv K‡i Z-dj v e¨envi Ki‡jB Pj‡e| c¯‘weZ wbqg Abyhvqx G kãMy‡jvi evbvb n‡e kZ, kZwaKvix Ges k‡Z I BZ¨vw`|

cPwjZ evbv‡bi w`K †_‡K 10 msL¨K mycvwikwUB me‡P‡q wecevZ¦K| Aek¨ G c¯v‡ei weKí e¨e¯vI †i‡L‡Qb Ave`yj nvB| I c‡i Av‡jwPZ weavbMy‡jv Qvov, Zui g‡Z, Ab¨vb¨ wbqg n‡e KwjKvZv wekwe`¨vjq KZ…K Mpx Z Ges G-hver cPwjZ AvaywbK evbv‡bi g‡Zv|

## ৫.৪১ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌'র বানান-বিচিন্তা

*বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*i PZz_ el ZZxq msL¨vq (1367 e•Mv‡ã) cKwkZ nq gyn¤§` knx`yjvn&Ôi Ôevs•Mvjv fvlvi aŸwb I ms¯‹viÕ wk‡ivbv‡g GKwU ceÜ (knx`yjvn 1984 : 593)| GB ce‡Ü wZwb evsjv eYgvjv‡K h_vm¤¢e aŸwbgƒ‡jK Kivi c¯‘ve w`‡q‡Qb| wZwb ej‡Qb, cwj Ges cvK‡Z GBi‡c aŸwbgƒ‡jK evbvb wQj, †hgb – Lxi, †LË|

evsjv eYgvjv cavbZ ms¯‹Z.eYgvjv| ms¯‹‡Zi `xN F„¯ieY †_‡K ev` †`qv n‡q‡Q Ges e¨Äbe‡Y o, p, q mshy³ n‡q‡Q| ms¯‹‡Z eMxq I Aš¯’ `e e-Gi c„_K i‡c _vK‡jI evsjvq GKi‡c| ms¯‹‡Z h-Gi D”PviY q e‡U, wKšyevsjvq h-Gi cKZ.D”PviY R nIqvq, GKwU c„_K eY q mw…ó Ki‡Z n‡q‡Q| LwU evsjvq cvIqv, LvIqv, †Pvqvj, †avqv cf„Z k‡ã Aš¯’ e aŸwb Av‡Q, wKšy†Kv‡bv c„_K eY †bB| A_P Avmwg‡Z GB Rb¨ GKwU c„_K eY Av‡Q| Avevi cwj I cvK‡Z †Kv‡bv mwÜ¯i (diphthong) †bB| wKšyevsjvq 19wU mwÜ¯i Av‡Q|

knx`yjvn ej‡Qb, e¨Äbe‡Yi g‡a¨ T, Y, I, p aŸwb LwU evsjvq †bB| ˆckvPx cvK‡Z †Kej b, Ab¨ cvKZMy‡Z †Kej Y Av‡Q| evsjvq RÄvj, VvÐv, L›` – GB wZb k‡ã T, Y, b e¨enZ n‡jI ev¯‘weK Giv GKB gƒ‡jaŸwbi (phoneme) mvgvb¨ cKvi‡f`; †hgb ÔDëvÕ I ÔAvjZvÕi ÔjÕ GKB gƒ‡jaŸwbi cKvi‡f`| Avevi evsjvq Ômwe‡kIÕ k‡ãi wZbwU D®§e‡Yi GKB k-Kvi D”PviY| evsjv fvlvq m wjwLZ n‡jI cvqB Zvi D”PviY k| Mp-, Mvp, AvIvp BZ¨vw` ms¯‹Zmg k‡ã p wjwLZ nq; wKšyLwU evsjv k‡ã p †bB| ga¨ evsjvi epv, ev‡p, c‡p AvaywbK evsjvq o w`‡q wjwLZ I D”PwiZ nq|

we‡'wk k‡ã Z-aŸwb msÁvq Ges cwi fwlK k‡ã iwÿZ nq Ges GB aŸwbwU ôhÕ Øviv m¤cwZ nq| †hgb – Gwj hv‡e_, Avhvb| wKšymvavi YZ G‡'i aŸwb R-‡Z cwiewZZ n‡q‡Q Ges †mfv‡e wjL‡Z nq ev †jLv DwPZ (†hgb – †Rev, RvnvR)|

r-Gi Rb¨ c„_K eY AcÖ‡qvRbxq e‡j g‡b K‡ib knx'yjvn| wZwb ej‡Qb, K '-Gi g‡Zv Z †ek Pj‡Z cv‡i| aŸwbg‡Kf v‡e LwU evsjvi eYgvjv‡K wZwb Gfv‡e †'Lv‡"Qb :

A Av B D G I GÕ (= A¨v) s ü

K L M N| P Q R S| U V W X|

Z _ ' a b| c d e f g| q i j e (= IA)|

k m n| o|

aŸwbZË-Abyhvqx evsjwjwc Ges evbvb ms¯‹vi m¤‡Ü knx'yjvnÕi c¯‹ve GiKg :

(1) evsjv fvlvq A-Kv‡ii 'yU D"PviY Av‡Q| weKZ.A D"PviY EaŸKgv (Õ) w'‡q cKvwkZ n‡Z cv‡i| †hgb – KÕ‡i, nÕjÕ, †QvUÕ, †'LvbÕ| Aš¨ hy³vÿi Ges GKvÿi Ahy³ e¨Ä‡b A-Kv‡ii weKZ.(I) D"Pv‡Yi †Kv‡bv wPý bv _vK‡jI Pj‡e (n¯, cÙ)| evsjv ¯im•MwZi wbq‡g B-Kvi, D-Kvi, ÿ wKsev h-djvhy³ e‡Yi Av‡M A-Kv‡ii D"PviY weKZ.nq| GB ¯v‡bI †Kv‡bv we‡kl wP‡ýi c‡qvRb co‡e bv (AwZkq, emy jÿ¨, mZ¨)|

(2) G-Kv‡ii weKZ.D"Pv‡YI EaŸKgv wPý w'‡Z Pvb wZwb; †hgb – †'ÕL wKšy†'wL; †MÕjÕ wKšy†Mwj; GÕK wKšyGKk|

(3) D-Kvi, E-Kvi Ges F-Kvi meÎ GKig nIqv evÃbxq| ¸, iæ, i/, û, ü – GiKg bv wj‡L wjL‡Z n‡e Myiyi¬nyn,|

jÿYxq knx'yjvnÕi c¯wweZ eYgvjvq 'xN E †bB| d‡j evbvb-c¯v‡e ÔiÕ-Gi ie †Kgb n‡e, Zv GB c¯ve Abyhvqx AKvhKi|

(4) Z™e, †'wk, we‡'wk k‡ã C-Kvi, E-Kvi, F-Kvi Ges wem‡Mi c‡qvRb †bB (cwL, cy, wL÷, evn)|

(5) e¨Äbe‡Y O, T ev' †'qv hvq| G‡'i RvqMvq s (Abyvi) e¨enZ n‡Z cv‡i| •K, •L, •M, •N ¯v‡b sK, sL, sM, sN n‡e Ges Â, Ã, Á, Å ¯v‡b sP, sQ, sR, sS †jLv P‡j| K_¨ evsjvi ivOv, wgTv GM‡jv †jLv n‡e ivsAv, wgqvG fv‡e|

(6) Z™e, †'wk I we‡'wk k‡ã Y I I _vKvi c‡qvRb †bB| GB gZ eZgv‡b Mvn¨|

(7) Z™e I †'wk k‡ã AvamyK h¯'v‡b R †jLv hvq| †Kej we‡'wk msÁv I cwi fwlK k‡ãi Z aŸwbi Rb¨ h _vK‡Z cv‡i| †hgb – RuZv, RLb, †R, Rvq; wKšyGwjhv‡e_|

(8) Z™e I †'wk k‡ã Ges wKQzKZFY k‡ã Aaby m wjwLZ n‡j I Zv‡'i D"PviY k-Gi g‡Zv| kn¨'ývn †mMyjv‡K aŸwb Abyvi‡i k wjL‡Z Pvb| †hgb – †k (†m), e‡k (e‡m), kvZ (mvZ), wRwbk (wRwbm), kwn (mwn) BZ¨w'| wZwb e‡jb gvMwa cvK‡ZI GiKg †jLv nZ| Aek¨ Avime †_‡K AvMZ e‡j †KD hw' wRwbm, mwn wjL‡Z Pvb, Zv‡Z Zui AvcwË †bB|

(9) ms¯'Zmg k‡ã h-djv I e-djv wØZ D"Pvi‡Yi RvqMvq _vK‡e (evK¨, weØvb)| wKšy †hLv‡b h-djvi D"PviY h Ges e-djvi D"PviY e, †mLv‡b c„_K †jLv 'iKvi (D'hvcb, D'evny)|

(10) ms¯'Zmg k‡ã i-djv, †id Ges j-djv _vK‡e; wKšy †id-Gi ci wØZ n‡e bv| i-djvi m‡•M hy³vÿi ¯úó wjL‡Z n‡e (eK, ZvY, Kvh)|

(11) †hLv‡b hy³vÿi wеKZ.D"PviY, †mLv‡b hy³vÿi _vK‡e| wKšy †hLv‡b hy³vÿ‡i 'ywU Aÿ‡ii cKZ.D"PviY †mLv‡b hy³vÿi‡K †f‡O wjL‡Z n‡e (nmš w'‡q A_ev ÿż UvBc e¨envi K‡i)|

(12) A Av B C D E GMyjv‡K A Av wA Ax AyA¬A„†A ˆA †Av †Aš GB fv‡e †jLvi c¯ve kn¨'ývnÔi| Gfv‡e ¯ieY‡K A-gvZK.w'‡q wjL‡j evsjv fvlvq 10wU Aÿi K‡g †h‡Z cv‡i|

(13) r (LÐ Z)-Gi c‡qvRb †bB|

(14) ms¯'Z.kãMyjv‡K aŸwbgZ-K fv‡e †jLvi 'iKvi †bB|

kn¨'ývni c¯v‡ei (1) I (2) gvb‡Z †M‡j evsjv evbvb EaŸKgv (Ô) fvivµvš n‡q co‡e| O ev' †'qvi (5) msL¨K c¯vewUI Ab¨‡'i m‡•M ZK ˆZwi Ki‡e| (12) b¤i c¯vewU me‡P‡q wecevZ¥K| jÿYxq, kn¨'ývn eYgvjv I evbvb‡K aŸwbgZ-K Ki‡Z PvB‡j I evbvbixwZi AvgZ- cwieZ‡bi cÿcvZx bb| ZvB ms¯'Z.kã‡K h_ver evyrcwËgZ-K ivL‡Z Pvb (c¯ve 14)|

দুই

gy¤§' knx'ÿvnÕi ÔevOjv wjwc I evbvb-ms¯¹viÕ bvgK ceÜwU Qvcv nq *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*i lô el, PZz_© msL¨vq (gvN-˜PÎ 1369)| †jLvi kyiæ‡ZB wZwb D‡jL K‡i †bb, ÒGÿ‡Y Avwg evbvbms¯‹vi mš‡Ü evOjv GKv‡Wgx cwÎKvq hvnv ewjqvwQ, Zvnvi AwZwi³ wKQz ewjeÒ| KwjKvZv wekwe`¨vjq ms¯‹Z.k‡ã †Kvb-I ms¯‹Z.e¨vKiY ewnf~Z evbvb ms¯‹vi B"Qv K‡ib bv| Avwg hw`I ms¯‹Z.k‡ãi evbv‡b n¯‡ÿc Ki‡Z Awb"QzK, wKšÍ ywb¤œwjwLZ K‡qK ¯'v‡b evbvb cwieZb, Avwg Avkv Kwi, AvcwËRbK n‡e bvÓ (gy¤§x 1970 : 116)| Gici wZwb msL¨vµ‡g wb‡Ri e³e¨ Dc¯vcb K‡i‡Qb –

1. R I h ¯'v‡b †Kej ÔRÕ| ms¯‹‡Z GB `yqi c„_K AvKvi I D"PviY Av‡Q; wKšÍ evsjvq AvKwZ. c„_K n‡j I D"PviY GK| †kŠi‡mwb I gnviwó cvK‡Z †Kej gvÎ R-†qi e¨envi Av‡Q| ms¯‹Z.hgj, hkt, hwgbx, hyev, hgybv, †hb kãMyjv `yB cvK‡Z eMxq R w`‡q †jLv nq| evsjvi gy- †MŠwo cvK‡ZI GiKg wQj e‡j knx`yjvn Abygvb K‡i‡Qb|

2. Y I b ¯‡j †Kej ÔbÕ| gvMwa, †kŠi‡mwb I gnviwó cvK‡Z †Kej Y Ges ˆckwP cvK‡Z †Kej b Av‡Q| hLb evsjv D"Pvi‡Y ms¯‹Z.k‡ãi Y I b-Gi g‡a¨ †Kv‡bv †f` Kiv nq bv, ZLb Aÿ‡i †f` Kivi †Kv‡bv KviY bvB| ms¯‹Z.KYv, MYbv, NYv, gwY kãMyjv ˆckwP cvK‡Z b w`‡q †jLv nq; h_v – Kbv, Mbbv, Nbv, gwb| knx`yjvnÕi Abygvb, †MŠwo cvK‡ZI GiKg wQj| mylgvs, GB ms¯‹vi aŸwb I cvKZ.e¨vKiY-m¤§Z|

3. k, l, m ¯'v‡b meÎ ÔkÕ| A‡kvKwjwc, cwj I cvK‡Z I bvB| A‡kvKwjwc, cwj Ges †kŠi‡mwb I gnviwó cvK‡Z †Kej m; gvMwa cvK‡Z †Kej k Av‡Q| †MŠo Acås‡k ÔkÕ wQj e‡j Abygvb K‡ib GB fvlwe`| wZwb g‡b K‡ib, Ôm‡klÕ kãwU A‡kvKwjwc cfwZ‡Z Ôm‡mlÕ Ges gvMwa cvK‡Z Ôk‡kkÕ i‡c wjwLZ n‡e|

4. Â, Ã, Ä, Å ¯'v‡b bP, bQ, bR, bS wjL‡j D"PviY m¤§Z nq| wnw›`‡Z GiKg ¯'v‡b weK‡í s †jLv nq| evsjv‡ZI Zv Pvjv‡bv †h‡Z cv‡i e‡j wZwb g‡b K‡ib|

5. Á, ÿ _vK‡e, Z‡e Zv Mü KL Gi cZxKi‡c Ges Zv MüI wLq i‡c co‡Z n‡e|

6. Aš¨ wemM ¯'v‡b n Ges k‡ãi g‡a¨i wemM¯'v‡b cie‡Yi wØZ c¯ve K‡i‡Qb; A_vr ÔAvtÕ, Ô`ytLÕ ¯'v‡b n‡e ÔAvnÕ, Ô`ykLÕ|

gy¤§' knx'ÿvn wj‡L‡Qb –

> ms¯‹Z.f³MY ms¯‹Z.k‡ãi evbvb cwieZb mn¨ Kwi‡eb bv| AvwgI ms¯‹Z.k‡ãi iPbvq ms¯‹Z.e¨vKiY ewnf~Z †Kv‡bv ic evbvb cwieZ‡bi †Nvi we‡ivax| AwaKšÍAwg ms¯‹Z. fvlvq ms¯‹Z.D"PviYB PvB| wKšÍ ms¯‹Z.mwwn‡Z¨ hw`I wKQzÁvb Av‡Q, Zvnvi Aek¨ Rv‡bb †h, ms¯‹Z.bvU¨-mwwn‡Z¨ e¨enZ cvKZ.As‡k †h me ms¯‹Z.kã e¨enZ nq, Zv H

> cvK‡Zi aŸwb AbyhvqxB evbvb Kiv nq| Awg Gi D‘vniY Dc‡i w`‡qwQ| Awg I ZvB evsjv fvlvq e¨enƒZ ms¯‹…Z.kãMyjvi evsjv D”PviY Abyhvqx evbv‡bi c¶ ve K‡iwQ| (gbyi 1970 : 117)

evsjvq eMxq-e Gs Aš—¯’-e GK AvKv‡i †jLv nq I cov nq; hw` I ms¯‹…‡Z G‡`i c„_K AvKwZ I c„_K D”PviY Av‡Q| knx`yjvn ck Ki‡Qb, Zvn‡j eMxq-R I Aš—¯’-h GKBi‡c wjL‡Z †Kb AvcwË n‡e? wZwb Aek¨ G mš‡Ü *কোহিনূর* cwÎKvq 1318 mv‡j cKwkZ Ôev•Mvjxi mshyZ D”PviYÕ Ges *প্রতিভা* cwÎKvq 1331 mv‡j cKwkZ Ôev•Mvjv evbvb mgm¨vÕ ceÜØ‡q Av‡jvPbv K‡i‡Qb|

hy³vÿi m¤ú‡K e‡j‡Qb, nmš Aÿi ÿ‡Zi Aÿ‡i bv wj‡L nmwPý e¨envi mgxPxb n‡e| KviY, ÿ‡Zi Aÿ‡ii Rb¨ GK‡mU bZb Aÿ‡ii c‡qvRb nq Ges Qvcvi I Amyeav nq| Î µ cfwZ.mshy³ e‡Y¨ ¯úó Z K cfwZ.wjL‡Z n‡e|

Dcmsnv‡i wZwb e‡j‡Qb, c_‡g wjwc I evbv‡bi ˆecweK Avgj- cwieZb bv K‡i Ôga¨c_Õ Aej¤b evÃbxq| Z‡e knx`yjvnÕi wecevZ©K c¶ve nj : A Av B C cfwZ.eY¨v‡b A Av wA Ax cfwZ.e¨env‡ii c¶ve K‡i‡Qb[13]| GB ce‡Ü wZwb cÖyivq Gi Ici †Rvi w`‡q‡Qb|

### ৫.৪২ রফিকুল ইসলামের 'উপসংঘ'-প্রস্তাবিত বানানের সমালোচনা

*পরিক্রম* cwÎKvi fv`, 1370 msL¨vq cKwkZ nq iwdKj Bmjv‡gi ÔevOjv evbvb ebvg evOjv GKv‡WgxÕ kxlK ceÜ (iwdKj 1970 : 138)| Ôevsjv GKv‡Wgx evbvb-ms¯‹vi DcmsNÕ Zv‡`i GK cÖv cwigvY Qvcv wi‡cv‡U evsjv evbv‡bi RwUjZv mijwqZ Kivi c‡ÿ AwfgZ cKvk K‡ib| GB wi‡cv‡Ui wfwË‡Z wZwb Zvi e³e¨ Z‡j a‡ib|

iwdKj Bmjvg wj‡L‡Qb, hw` †Kv‡bv wjLb-cYvjx‡Z GK GKwU aŸwbi Rb¨ GKwU gvÎ cZxK ev eY _vKZ, Zvn‡j †mUv n‡Zv Av`k Ae¯v| wKšyc„_exi †Kv‡bv fvlvi eYgvjvi g‡a¨B G Av`k Ae¯wU LyR cvIqv hvq bv| wZwb e‡jb, wjLb-cYvjxi cwieZ‡b AZxZ HwZ‡n¨i m‡•M †hvMv‡hvM wew”Qb nevi Myi¤Zi Avk•Kv _v‡K| fvlv, mwwnZ¨ I Zvi eYgvjvi gwjKvbv Ges AwffveKZ H fvlvi mvaviY e¨enviKvix‡`i A_vr Rbmvavi‡Yi; G Kvi‡Y †Kv‡bv fvlvi wjLb-cYvjx †Kejgvî gyó‡gq we‡kl‡Ái GK‡PwUqv e¨vcvi n‡Z cv‡i bv| we‡klÁ‡`i Rwi Kiv digvb e¨enviKvix‡`i †jLbx‡K `xN Ges cwiwPZ cYvjx †_‡K weiZ Ki‡Z mÿg nq bv| hLb †Kv‡bv eY ev evbvb e¨enwiK w`K †_‡K G‡Kev‡iB Aevši n‡q c‡o Ges bZb †Kv‡bv

Af¨vm BwZg‡a¨B Pvjy n‡q hvq, ZLb we‡klÁ‡`i QvovB evbvb ev wjwc-ms¯‹vi mwVaZ nq| Zÿb g‡Z, evbvb HwZ‡n¨i dj gvÎ, wKQz ce©wbw`ó wbqg-Kvbyb i Ô`vmÕ bq|

Ôevsjv GKv‡Wgx evbvb-ms¯‹vi DcmswN Ôi mgv‡jvPbv K‡i e‡jb, DcmsN Phoneme, Allophone GB `yÕ kã h_v_ A‡_ e¨envi K‡ibwb| e¯‘Z DcmsN Grapheme Ges Allograph kã `yÕ e¨envi Ki‡j H †Mvj‡hvM myó nZ bv|

wZwb e‡jb, I I Y-†K eYgvjv †_‡K AcmviZ Ki‡j enyk‡ãi Pÿ`vn¨ `ƒ¨gvb ie e¨vnZ n‡e, H kãMyjvi eÿcwËMZ wPý gyQ hv‡e| m‡evcwi b I k hLb †Kv‡bv gab¨aYwbi mvnP‡h gab¨ ¯fvecvß n‡e, ZLb Zv wjwce×-Kv‡j evbvb h_vh_ aYwbwfwËK Kivi ev D"PviY ˆewkó¨ h_vm¤e Abyy iY Kivi eZgvb m¤¢vhvM nvi v‡e|

DcmsN Zv‡`i c¯—v‡e Avkvm w`‡qwQ‡jb, evbvb ms¯‹vi Kivi mgq Zviv jÿ †i‡L‡Qb hv‡Z (K) bZb †Kv‡bv wP‡ýi D™¢veb Ki‡Z bv nq Ges (L) eYgvjvi Pÿ`vn¨ `ƒ¨gvb ie‡K we‡klfv‡e †hb e¨vnZ Ki‡Z bv nq| wKšywdKz ej‡Qb, ÒDcms‡Ni 16bs mycvwik Abyvqx hw` hy³vÿi †f‡O Ges wØ‡Zi R‡b¨ e-dj v, g-dj v e¨envi bv K‡i, Ges ÔAb¨ hy³ eYMyjv, nm wPý Øviv A_ev Mv‡q Mv‡q jvMvBqv c‡Z¨K Aÿi‡K cY©i‡c wjL‡Z nqÕ Zv n‡j eYgvjvi Pÿ`vn¨ `ƒ¨gvb ie‡K wKfv‡e we‡kli‡c e¨vnZ bv K‡i cviv hv‡e Zv DcmsN D`vniY mn‡hv‡M c`kb Ki‡j fv‡jv nZ|Ó (iwdKz 1970 : 143)

iwdKz Bmjvg Rvbv‡"Qb, †Kej ÔAÕ-Gi R‡b¨ weKí †Kv‡bv ¯iwPý †bB| evsjv e¨ÄbeY †KejgvÎ e¨ÄbaYwbi cZxK bq, m‡•M m‡•M ÔAÕ ¯iaYwbi Ges ÔAÕ aYwb ¯im•MwZi R‡b¨ ÔIÕ aYwb‡Z cwiYZ n‡j Zvi I cZxK e‡U| G Kvi‡Y evsjv wjLb-cYvjx LuuU Alphabetic n‡Z cvij bv, A‡bKvs‡k Syllabic iBj| †hgb, ÔKÕ eYwU †Kej e¨ÄbaYwb K Gi cZxK bq, eis Ae¯—v‡f‡` K ev KA ev †Kv| evsjv wjLb-cYvjx‡K aYwbwfwËK †dv‡bwUK Ki‡Z †M‡j ÔAÕ ¯ie‡Yi weKí ¯iwP‡ýi D™¢veb Acwinvh| wKšyZvi d‡j Avgv‡`i evsjv †jLvi Af¨vm I `ƒ¨gvb i‡ci †h cwieZb Avm‡e, m¤eZ evsjv GKv‡Wwgi evbvb-ms¯‹vi DcmsNI Zv‡Z AvZw•KZ bv n‡q cvi‡e bv|

DcmsN 2, 3, 4 bs mycvwi‡k Bs‡iwR I Avime k‡ãi cwZeYxKi‡Yi mgm¨v mgvavb K‡i‡Qb| GB cwi‡cwÿ‡Z iwdKz Bmjvg wj‡L‡Qb –

*Dhaka University Institutional Repository*

> kã †h †Kvb fvlv †_‡KB AvmyK bv †Kb evsjv fvlvi kãfvÐv‡i c‡e‡ki ci †mMy‡jvi RwZP¨zZ N‡U KviY ZLb Zv evsjv aŸwbZ‡Ëi wbq‡gB D”PvwiZ nq Ges †jLvi †ejv‡ZI evsjv evbv‡bi HwZn¨ Abym„Z nq| mvaviY gvbyl i c‡ÿ †Zv Rvbvi K_v bq †Kvb kã G‡m‡Q †Kvb fvlv †_‡K Ges Zvi D”PviYB ev c‡e wK wQj| Zv Qvov Awg‘ fvlv‡Z H k‡ãi evbvb ev †jLvi c×wZ Av‘k aŸwbwfwËK wQj wKbv, †m LeiB ev †K iv‡L| GgbI †Zv n‡Z cv‡i Awg‘ fvlvi †Kvb †Kvb aŸwb evsjv‡Z nq‡Zv †bB| DcmsN hLb e‡jb Bs‡iwR ev Avie ev ms¯‹…‡Zi AgyK AgyK Aÿi evsjvq AgyK Aÿi w`‡q wjL‡Z n‡e ev AgyK D”PviYwewkó aŸwbi R‡b¨ AgyK Aÿi e¨enZ… n‡e ZLb e¨vcviUv mvaviY gvbyl i R‡b¨ Ac‡qvRbxq g‡b nq| (iwdKzj 1970 : 145)

iwdKz‡ji g‡Z, Dcms‡Ni me‡P‡q ˆecøweK wm×vš— 5 I 6 msL¨K m~‡Îi ‘wU| †hLv‡b E, C Ges Zv‡`i ¯^iwPýMy‡jvi ev` †`qvi c¯Íve Kiv n‡q‡Q| evsjvq g~ˆaŸwb wnmv‡e ‘xN© ¯^iaŸwbi Aw¯—Z †bB; m~Zivs wb‡fRvj ˆeÁvwbK ‘„wó‡Z ‘xN© C/ x Kvi, ‘xN© E/ ~Kvi Ac‡qvRbxq †eva nIqv A¯^vfvweK bq| Avm‡j, cÖ_‡gi †Kv‡bv fvlvi wjLb-cÖYvjxB kZKiv GKk fvM aŸwbwfwËK bq| wjLb cÖYvjx‡K hw` Av‘k aŸwbwfwËK Kiv m¤¢e bv nq, Zvn‡j ‘xN© C, E-i D‡”Q` K‡i AmsL¨ k‡ãi cwiwPZ †Pnviv‡K weKZ.Kiv †Kb, wKsev kãMy‡jvi eyrcwËMZ HwZ‡n¨i bvg-wbkvbv gy‡Q †djv †Kb, GB ck Z‡zj‡Qb wZwb| we‡kl K‡i we‡`wk k‡ãi cwZeYxKi‡Yi †ÿ‡Î hLb Zuiv ‘xN© C, E, x, ~ivLevi cÿcvZx Ges cPwjZ evbv‡b †hLv‡b ‘xN© E Av‡Q †mLv‡b weK‡í E ivLvi Abygw ZI c`vb K‡i‡Qb|

†h‡nZz¨ djv kÂyyØZB K‡i bv, Ae¯^v †f‡` A, A¨v, G aŸwbi I cZx‡Ki KvR K‡i, G Ae¯^vq ¨ djv-†K hw` QuvUvB bv K‡i envj ivLvB w¯^iKZ.nq Zvn‡j †ePvix‡K Zvi c‡yiv KvR Kivi ÿgZv w`‡Z ÿwZ wK, GB ckI Zuv|

Dcmsnv‡i e‡j‡Qb, hw` cwÐZ, Kwe, mvwnwZ¨K mevB cPwjZ ixwZ‡ZB mnR K‡i wjL‡Z _v‡Kb, Zvn‡j evbvb ¯^vfvweK c‡_B miI n‡q Avm‡e|

**৫.৪৩ মণীন্দ্রকুমার ঘোষের *বাংলা বানান***

*বাংলা বানান* (1413) M‡š' gY›`‘Kgvi †NvI evbvb-mgm¨v I evbvb-ms¯‹vi welq‡q Zuvi gZvgZ Z‡zj a‡i‡Qb| Aek¨ GB eB‡qi †ewkifvM †jLvB *দেশ*, *কৃত্তিবাস*, *চতুষ্কোণ*, *আজকাল* BZ¨w` cwÎKvq Av‡M cKvwkZ nq|

Ôevbvb-ms¯‹viÕ ce‡Ü[14] gY›`‘Kgvi Rwb‡q‡Qb, wZwb *আনন্দবাজার পত্রিকা*i bZzb evbvbixwZ mg_b K‡ib bv| †jLK †`wL‡q‡Qb, *আনন্দবাজার*-Gi wbq‡g ÔAZ¨šÍÕ k‡ãi evbvb n‡e

ÔAZqbZÕ, Ôn¯Õ k‡ãi evbvb n‡e ÔnimeÕ| wZwb e‡jb,Òÿ¨k‡ãiB hw' GB 'kv nq, eµr k‡ãi Ae¯v Kx nB‡e mn‡RB Abyg‡qÓ (gYx›' 1413 : 88)| Zù g‡Z, GB evbvb-e¨e¯vq cvVK, †jLK, wkÿv_x, gy`ªvKi meviB Ah_v kw³ ÿq n‡"Q| m‡evcwi, fvlvi GKUv weÁvbwfwËK cYvjx bó n‡"Q|

*আনন্দবাজার* AwaKvsk evbv‡bB hy³vÿi Z¨vM K‡i‡Q|... AwaKvsk evbv‡bB hy³vÿi Z‡j w'‡jI nmwPý †'b bv| gYx›'evey G ixwZ †g‡b wb‡Z cv‡ibwb| Zù g‡Z, evsjwjwc‡Z nmwPý bv w'‡q e¨ÄbeYM¶jv cvkvcwk emv‡j ÒCwáZ hy³aŸwb †g‡j bv, †h‡nZzeYM¶jv A-KvivšÓ| ZvQvov ewYK, m¤vU, eyׄgvb BZ¨w' kã AvaybK †jL‡Ki nv‡Z n‡q‡Q ewYK, m¤vU, eyׄgvb| GB nmwPý bv †'qvq mwÜi †ÿ‡Î wechq †'Lv hvq e‡j wZwb g‡b K‡ib|

kgyGB ce‡ÜB bq, Ônm-eRb cnmbÕ ceÜwU‡Z[15] †jLK †'wL‡q‡Qb nmwPý ewRZ n‡j evbv‡bi mwVK ie Mn‡Yi †ÿ‡Î gvivZ¥K weåwš mýó n‡Z cv‡i|

Ôevsjv evbvbÕ[16] wk‡ivbv‡g Avi GK †jLvq gYx›'Kgvi †NvI evsjv evbvb-mgm¨vi wewfb †ÿÎ †'wL‡q‡Qb Ges ÔKwjKvZv evbvb ms¯vi mwgwZÕi c¯weZ wewfb wewa wb‡q Av‡jvPbv K‡i‡Qb|

gYx›'Kgvi Av‡jvPbvi kyÿZ e‡j wb‡q‡Qb, evsjv evbv‡b mgm¨v Dcw¯Z nq Gme †ÿ‡Î : D"Pvi‡Y A–I–nmš; B–C; D–E; F–idjv; n¯-B ev 'xN-C; G–A¨v; H–AB–IB; J–AD–ID; s–O–e‡Mi cÂg eY; wemM; ÿ–L; P–Q; R–h-Z; T; Y–b; d–F; eMxq e–Ašt¯ e; f–V; k–l–m; Bqv–BAv; Dqv–DAv; Gqv–GAv; Iqv–IAv|

Gici ms¯vi-mwgwZi wbqgM¶jv e¨vL¨v K‡i‡Qb| wZwb mwgwZi wØZxq wbqg (A_vr, mwÜ‡Z O ¯v‡b s) mg_b Ki‡Z cv‡ibwb| Zù AwfgZ, Ò†hmg¯ evbv‡b †¯"QvPvi ZrKv‡j eo GKUv †'Lv †hZ bv †mmg¯ †ÿ‡ÎI bZzb K‡i ˆeKwíK be¨ Xs kyªnj|Ó (gYx›' 1413 : 32)

mwgwZi n¯-B/ 'xN-C, n¯-D/ 'xN-E msµvš cÂg wbqg‡K ÔmewwaK MyÎZc¨ÕAvL¨v w'‡q e‡j‡Qb, G wb‡q evbvb mwgwZI wØavM¯| ZvB mwgwZ weavb w'‡jb, Zrmg kã C ev E _vK‡j Z™e ev Zrm'k k‡ã C ev E A_ev weK‡í B ev D n‡e| †jLK wbq‡gi e¨wZµg ev weKíweavb‡K bv gvb‡jI mwgwZ c¯weZ gj wbqg‡K c¨ mg_b Rwb‡q‡Qb| A_vr, bvixevPK I RwZ, e¨w³, fvlv wKsev we‡klYevPK k‡ãi A‡š wZwb ÔCÕ e¨env‡ii cÿcvZx|

KwjKvZv evbvb mwgwZi lô wbqg wQj ÔRÕ I ÔhÕ m¤úwKZ| mwgwZ we‡kl K‡qKwU †ÿ‡Î R †jLvi wb‡'k w'‡q‡Qb; †hgb – KvR, RvD, RyZv, Ryb BZ¨vw'| †jLK G c¯'ve †g‡b wb‡Z cv‡ibwb| wewfbœ hyw³ †'wL‡q wZwb wm×vš— K‡i‡Qb,

> ÔKvRÕ hLb eZgvb evsjvq G‡Kev‡i cwZwôZ n‡qB †M‡Q, G‡K wb‡q Avi Uvbv-†nuPov Kiv DwPZ n‡e bv| wKšÍ ms¯‹Z.g‡j ÔhÕ Av‡Q Ggb †hmg¯ Z™¢e ev Aa-Zrmg k‡ã ÔRÕ GLbI 'pxfZ nq wb †m mg¯ k‡ã ÔhÕ ivLvB mgxPxb| ÔRyZv, †Rv, †RvovÕ A‡cÿv ÔhyZv, †hv, †hvovÕ A‡bK fvj| (gY›' 1413 : 47)

mßg wbqg ÔY–bÕ welqK| U-eMxq hy³vÿi ev' w'‡q Ams¯‹Z.k‡ã mwgwZ ÔbÕ †jLvi c¯'ve K‡i‡Qb| G wbqgwUI gY›'eveycÖyivcwÖ mg_b Ki‡Z cv‡ibwb| ˆe‡'wkK k‡ã YZwe avb wZwb gv‡bb bv| mg¯ Z™¢e I Aa-Zrmg kã GKB †kwYi bq; wKšÍ gab¨-Y hLb evsjv eYgvjvq i‡q‡Q, ZLb wKQzwKQz Ams¯‹Z.k‡ãI gab¨-Y ivLv m•MZ g‡b K‡i‡Qb wZwb| wZwb e‡jb, Òk‡ãi evbv‡b †Kej aŸwbMZ kyׄB GKgvÎ jÿ¨ n‡Z cv‡i bv; evbv‡bi cavb KvR n‡"Q k‡ãi A_ cKvk Kiv| GRb¨ Z™¢e ev Aa-Zrmg k‡ãi evbvb nIqv DwPZ h_vm¤¢e ms¯‹Z. gj-vbyhvqx|Ó (gY›' 1413 : 49)

mwgwZi 'kg wbqg Ôk-I-mÕ welqK| GLv‡b mwgwZ Z™¢e k‡ã ms¯‹Z.Abyhvqx‡i k, I ev m ivLvi wb‡'k K‡i‡Qb| †jLK c¯'vewU mg_b K‡i‡Qb Ges Y-Gi g‡Zv ÔIÕ Z‡j †'qv nqwb e‡j mwgwZ‡K mvayev' Rvwb‡q‡Qb|

mwgwZi GKv'k wbqg wµqvc‡'i evbvb wb‡q| †jLK g‡b K‡ib ms¯'v‡ii ci wµqvc‡'i evbv‡b †gvUvgywU GKUv k„Ljv G‡m‡Q wKšÍ BwáZ w¯'iZv Av‡mwb| Zvi KviY weKí weavb Ges AvÂwjK †jLK‡'i I-Kv‡ii cwZ AZ¨vmw³| gY›'eveyi AwfgZ, mwgwZ c_g ms¯‹i‡Y †h weavb w'‡qwQ‡jb, †mB weav‡b 'p _vK‡Z cvi‡j wµqvc‡'i evbv‡b k„Ljv AvmZ| c_g ms¯‹i‡Y mwgwZ e‡jwQ‡jb, PwjZfvlvi wµqvc‡'i evbv‡b AwZwi³ I-Kvi, EaŸKgv (B‡jK) ev nmwPý Abvek¨K| Z‡e, I-Kvi aŸwb †evSv‡bvi Rb¨ K‡qKwU i‡c EaŸKgv weK‡í †'qv †h‡Z cv‡i; †hgb – nm (nÕm), nj (nÕj), n‡j (nÕ‡j), nZ (nÕZ), n‡Z (nÕ‡Z); wKšÍ†nvK, †nvb| gY›'eveyi g‡Z, AbyÁvi ga¨gcwšIy Qvov Avi †Kv_vI wµqvc‡'i evbv‡b I-Kvi AZ¨vek¨K bq|

mwgwZi Î‡qv'k wbqg ÔweeZ AÕ (Cut Gi u) wb‡q| G‡ÿ‡Î mwgwZi c¯'weZ evbvbMyjv †jLK meÎ mg_b K‡ibwb| Zvi g‡Z evsjvq Av-Kvi memgq 'xN bq, Aevi A-KviI memg‡q n¯

bq| ZvB wZwb mwgwZ-c¯wleZ ÔmvKm, †dvKm, †iwWqgÕ-Gi e'‡j ÔmvKvm, †dvKvm, †iwWqvgÕ evbvb †jLvi cÿcvZx – †h‡nZz GB fv‡eB kã¸wj D"PvwiZ nq|

PZz_© wbqg Ôeµ AvÔ ev ÔweKZ.GÕ (Cat-Gi a) welqK| evbvb mwgwZ GB Ôeµ AvÔ †evSv‡Z Aw'‡Z A¨v Ges g‡a¨ ¨v †jLvi weavb w'‡q‡Qb| gYx›'evey g‡b K‡ib, h-djv Av-Kvi Ges ÔweKZ.GÕi e¨Ä‡b †hvR¨-ie GKm‡•M _vKvq weåvwš— myó nq| ZvB Awe j‡¤ ÔweKZ.GÕ aŸwbi Rb¨ bZzb eY© I e¨Äbe‡Y© Zvi †hvR¨-ie D™¢veb Kiv Avek¨K|

mwgwZi †lvok wbqg : F V¯v‡b d, f| gYx›'Kzgvi F ¯v‡b d nIqvB DwPZ g‡b K‡ib; KviY F-Gi ˆe‡'wkK D"PviY Aíwe¯i evsjvq G‡m _vK‡j I d-evbv‡b †Kv‡bv †Mvj‡hvM †'Lv hvq bv| Z‡e V-Gi Rb¨ f-Gi Zjvq miy †iLv †U‡b GKUv bZzb nid Kivi c¯ve †i‡L‡Qb| mß'k wbqgwU A_vr W ¯v‡b D ev I †jLvi weavb wZwb mg_b K‡ib| GKwesk wbqgwU I mg_b K‡i‡Qb; Z‡e wZwb Z aŸwbi Rb¨ R-G dzUwK A‡cÿv R-Gi wb‡P miy'vM w'‡q nid myó Kivi cÿcvZx|

gYx›'Kzgvi †NvI Rvbv‡"Qb, †'ecmv' †Nv‡li AvcwËi Kvi‡Y ms¯«vi mwgwZ H, J m¤‡Ü †Kv‡bv weavb †'bwb; A_P G 'yU eY© eR‡bi c¯v‡e Ôgeneral agreementÕ n‡qwQj (gYx›' 1413 : 70)| gYx›'Kzgvi Aek¨ H, J eR‡bi we‡ivax – ÒKviY Ô^Zj J IaÕ Qvov Avgv‡'i P‡j bvÓ|

### ৫.৪৪ অমিতাভ চৌধুরীর যুক্তাক্ষর ভাঙার নীতি

28†k gvN, 1373 e•Mv‡ã *দেশ* cwÎKvq AwgZvf †PŠayixi Ôevsjv evbv‡b myboxwZ KzboxwZÕ cKwkZ nq (wgZvjx 2010 : 187)| Gi Av‡MB Aek¨ *আনন্দবাজার পত্রিকা* AZrmg wKQz evbv‡bi bZzb ixwZ ceZb K‡i| 21 gvN msL¨vi *দেশ* cwÎKvq *আনন্দবাজার পত্রিকা*i GB ÔAc‡Póvi weiy× cwZev'Õ Rwb‡qwQ‡jb myboxwZKzgvi P‡Ævcva¨vq| AwgZvf †PŠayix Zui †jLvq *আনন্দবাজার*-Gi cÿ wb‡q myboxwZKzgvi‡K AvµgY K‡ib|

AwgZvf †PŠayix e‡jb, myboxwZKzgvi cvVK‡'i weåvš— Ki‡Z ÔAcvmw•MK, gvÎwZwi³ I AwZm²cwiÐ‡Z¨i †aulvÕ Qwo‡q‡Qb| fvlvi c_g 'wU mPjZvi| fvlv‡K hw' mPj Ki‡Z nq, hw' AvaywbK c‡qvR‡bi Dc‡hvMx Ki‡Z nq, Z‡e hy³ vÿi h_vm¤e eRb Kiv c‡qvRb e‡j wZwb g‡b K‡ib| GB Kvi‡YB *আনন্দবাজার* Zrmg k‡ã AvcvZZ nvZ bv w'‡q Ams¯‹Z.k‡ãi hy³vÿi wj we‡"Q‡' D‡'¨vMx n‡q‡Q| evbv‡bi GB AwfbeZ wel‡q ck DV‡Z cv‡i| e¨vKiY I D"PviY wVK

†i‡L hw' gý‡Yi c‡qvR‡b k‡ãi eÜb fvOv hvq, Z‡e cPwjZ Af¨vm‡K Avgj †'qv DwPZ bq| Ô†evgevBÕ, Ôgv'ivRÕ – Gfv‡e †jLv n‡j mshy³wZKgv‡ii AvcwËi KviY Av‡Q e‡j wZwb g‡b K‡ib bv| KviY G‡Z D"PviY wVKB _v‡K; mnR nq UvBc ivBUvi‡'i Ges jvB‡bvQvcvq|

cwiwPZ †'wk ev we‡'wk k‡ãi mijxKi‡Y weåvwši Avk•Kv Kg| wKšyKg †Pbv Ges nvj Avg'wbi we‡'wk k‡ã Amyeav †'Lv w'‡Z cv‡i| ZvB †m‡ÿ‡Î wKQz‡Kvj nmš e¨envi Ki‡Z e‡j‡Qb wZwb| mshy³wZKgvi Ô†Uwms, wewUkÕ-†K ÔU‡iwms, ewiwUkÕ †jLvq AvcwË K‡i‡Qb| wKšy we‡'wk k‡ãi cviw¤K hy³vÿi fvOvi †Kv‡bv †Póv *আনন্দবাজার* K‡iwb e‡j AwgZvf Rvbvb| ZvQvov me fvO‡Z bv cvi‡j †Kv‡bvUvB fvOv DwPZ bq – G hy³ wZwb gv‡bb bv|

G cm‡•M AwgZvfKgvi D‡jL K‡ib 1865 mv‡ji 22 †de«qvwi we'¨vmvMi gnvkq‡K †jLv Rb gviW‡Ki wPwVi K_v| gviWK mv‡ne evsjv wkL‡Z wM‡q Avil cwiPRb bZzb wkÿv_xi g‡Zv †hme evavi m¤§yLxb n‡qwQ‡jb, Zvi GKwU nj hy³e¨Äb mgm¨v| gviWK mv‡ne hy³vÿi mij Kivi Kv‡R D‡'¨vMx n‡qwQ‡jb| Z‡e wZwb kãyWe‡'wk kã bq, †Lv' ms¯‹Z.kã †f‡O †jLvi c¯ve w'‡qwQ‡jb| GB cwieZ‡bi †Kb 'iKvi Zvi DË‡i gviWK mv‡ne Rvbvb :

(K) c¯weZ cwieZb KvhKi n‡j evsjv †jLvcov mnR n‡e|
(L) gy`Y Mšcv mnR n‡e|
(M) hy³vÿi-evnyj¨ Kg‡j †ivgvb ni‡di Qvcvi g‡Zv evsjv gý‡Yl cwi"Qb n‡e|
(N) ¯í e¨‡q evsjv ni‡di ÿzvqZb mvU wbgvY m¤e n‡e|

GB cm‡•M c‡evaP›' †m‡bi e³e¨I Z‡j aiv n‡q‡Q| wZwb *আনন্দবাজার*-Gi GB ms¯vi‡K mvayev' Rwbv‡q‡Qb| c‡evaP›'I g‡b K‡ib, evsjv evbv‡bi me‡P‡q e‡ov mgm¨v hy³vÿ‡iB|

## ৫.৪৫ প্রবোধচন্দ্র সেনের পরিবর্তনে সমর্থন

c‡evaP›' †m‡bi Ôevsjv evbvb ms¯viÕ cKwkZ nq *দেশ* cwÎKvq 1 ˆekvL, 1374 e•Mv‡ã (wgZvjx 2010 : 188)| GB ce‡Ü wZwb mshy³wZKgvi P‡Ævcva¨vq Ges AwgZvf †PŠayixi c‡ev³ ceÜ 'ywU c‡o evbvb ms¯vi m¤ú‡K gZvgZ Rwb‡q‡Qb| evbvb ms¯v‡ii c‡qvRbxqZv A‡b‡K ¯xKvi K‡ib bv| †hgb Pj‡Q, †Zgwb Pjy‡K – G‡ZB Zviv wekvmx| GB m‡PZb wePvi-we‡kl‡Yi hy³M †jLK GB gZ gv‡bb bv|

c‡evaP›' †mb g‡b K‡ib, evbvb-ms¯vi Ggb nIqv DwPZ hv‡Z cvV‡Ki D"PviY-†mŠK‡h ev A_Mn‡Y evav bv N‡U| †m Avk•Kv _vK‡j ms¯v‡ii AvMn Kgv‡bv DwPZ| ms¯Z.k‡ãi evbv‡bi †ÿ‡ÎI GK_v c‡hvR¨| GB Kvi‡Y we'¨v, D'hvcb †jLv nq, we'hv ev D'¨vcb bq| ms¯Z.

e¨vKi‡Yi wbqg Ams¯'Z.k‡ã c‡qvM Kiv †jLK evÃbxq g‡b K‡ib bv| G‡Z weåvU NU‡e e‡jB Zui aviYv| jÉb, jÐb cfwZ.k‡ã GLbI ÔYÕ i‡q‡Q| ÔUbUbwbÕ e¨_v, ÔUbUbÕ cwiL ev ÔVbVbÕ AvIqvR BZ¨vw' k‡ã hw' hy³vÿi eRb Ki‡j †'vI bv nq, Z‡e jbWb, jbVb BZ¨vw' †jLv‡ZI AvcwËi KviY _v‡K bv| Z‡e c_vi cfve, 'xNKv‡ji Af¨vm I †Pv‡Li ms¯'vi‡K cveiÜK A¯xKvi K‡ib bv|

†jL‡Ki AwfgZ, Avaybv KKv‡j †Kv‡bv PwjZfvlvi evbvbB me‡Zvfv‡e D"PviY Abyhvqx nIqv m¤¢e bq| mZ¨ivs, †m †Póv Abvek¨K| Avgiv wjwL ÔPwjÕ ÔnjÕ; wKšy cwo Ô†PwjÕ Ô†nv‡jvÕ| †Zgwb Bs‡iwR cfwZ we‡'wk k‡ãi evbvb AweKj D"PviYm¤§Z nIqvi c‡qvRb †bB| ZvQvov Bs‡iwR kã evOwji D"Pvi‡Y I evsjwjwc‡Z wKQzcwigv‡Y evOwjZ jvf Ki‡eB|

*আনন্দবাজার পত্রিকা* cewZZ hy³vÿi fvOvi weIqwU wZwb mg_b K‡ib bv| AvU, gvP-Gi e'‡j ÔAviUÕ ev ÔgviPÕ †jLv mgxPxb bq| KviY hy³e‡Yi nmš D"PviY evsjvi D"PviYixwZi weiæ×| ZvQvov wÎeY k‡ãi †kI 'B eY A-Kvivš n‡j †kI e‡Yi A-KviB †jvc cvq, ga¨e‡Yi bq| †hgb – DjU-cvjU| †Zgwb Ô†cvmU KviWÕ wjL‡j evsjv D"PviY Ô†cv÷ KvWÕ n‡e bv| me‡k‡l wZwb e‡j‡Qb, evsjwjwc †_‡K hy³vÿi cwicvwU eRb Kiv m¤¢e bq, AšZ A'~i fwel¨‡Z| Z_wc evsjvq cPwjZ Ams¯'Z.k‡ã hy³vÿ‡ii msL¨v Kwg‡q Avbvi c‡Póv‡K wZwb mvayev'qvm e‡jB g‡b K‡ib| Z‡e bvbv Kvi‡Y ms¯'Z.k‡ã hy³vÿi iÿv KivB Avek¨K e‡j g‡b K‡ib|

### ৫.৪৬ আবুল হাশিমের ধ্বনি-চিন্তা

ÔevOjv mwnZ¨Õ kxIK Avey nwk‡gi ceÜwU cKwkZ nq *দৈনিক পাকিস্তান*-G 6 kveY, 1374 Zwi‡L (gybxi 1970 : 121)| GB ce‡Ü Avey nwkg wj‡L‡Qb, A‡b‡K g‡b K‡ib, evsjv fvlvi KZKMy‡jv Aÿi‡K eRb Kiv c‡qvRb| ÔIÕ ÔYÕ Ô৯Õ AÿiMy‡jv eRb Kiv P‡j, wKšy ÔmÕ I ÔkÕ-Gi †Kv‡bvUvB eRb Kiv P‡j bv Ges 'B ÔeÕ-Gi GKwUi AvKvi wKwÂZ cwieZb K‡i Aviwe (h) A_ev Bs‡iwR (w)-Gi g‡Zv e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| ÔBÕ I ÔCÕ-Gi †Kv‡bvUvB eRb K‡i P‡j bv; KviY c‡Z¨K fvlviB ¯ie‡Yi n¯ I 'xN D"PviY Av‡Q|

### ৫.৪৭ কাজী মোতাহার হোসেনের ঐতিহ্যের প্রতি সমর্থন

ÔevOjv fvlv-mgm¨vÕ kxIK KvRx †gvZvnvi †nv‡m‡bi ceÜwU Qvcv nq *দৈনিক পাকিস্তান* cwÎKvq, 6 kveY, 1374 e•Mv‡ã (†gvZvnvi 1970 : 123)| GB ce‡Ü wZwb wj‡L‡Qb – fvlvi ¯vfweK weeZb fv‡jv; wKšyKviI wb‡'‡k †Rvi K‡i A¯vfweK Dcv‡q fvlv-ms¯'vi, evbvb-ms¯'vi ev wjLb-ms¯'vi Ki‡j me‡ÿ‡ÎB AivRKZvi m„ó n‡q Zv‡j‡Mvj cwK‡q wkkyk‡ÿv I eq¯'‡'i wkÿv Dfq‡ÿ‡ÎB weåwši m„ó n‡e|

evsjv evbv‡bi mgm¨v wPwýZ K‡i e‡j‡Qb, mPivPi B-C, D-E, e- , Y-b, k-l-m, i-o, P›‘we›‘y Ges mshy³ eY wb‡qB †ewk K_v I‡V| evsjv fvlvq w‘b I ‘xb; Kwi, Kwo I Kix; Kz I K~; awb abx I aŸwb; Avgiv I Avgov; kvc I mvc; mZ¨, mZ I ¯Z; wØc ‘xc I Øxc; evYx, ewb I evbx; evb I evY; gb I gY; ¯M I mM; ekv I elv; k³ I m³; kvm I kvm; eUx I ev‘x; KvUv I KvUv; Øvix, ‘wo I ‘wo; kwo, kwi I mwi; Ab¨ I Ab cfwZ.enyk‡ãi A‡_ cv_K¨ i‡q‡Q| b-Y-P›‘we›‘y i-o, k-l-m, D-E, B-C, e- -djv cfwZ‡K GK K‡i †djvi Av‡M enyevi wPšv K‡i †‘L‡Z n‡e, Zvi KZUv mgxPxb, Avi KZUv mgxPxb bq| G †hgb wjLb-c×wZi K_v, †Zgb D”PviY-c×wZi I K_v| G ‘y‘K †_‡K LwZ‡q †‘L‡j g‡b nq, jv‡fi †P‡q ÿwZi cwigvY †ewk| eMxq-e I Ašt¯-e mš‡Ül H K_v Lv‡U| ejvevnj¨ G ¯‡j e-eY I -djvi g‡a¨ cv_K¨ Av‡Q| fvlvq h, i, j, e GB PwiwU djvi eny e¨envi i‡q‡Q| AZGe eY wnmv‡e Ašt¯ e‡Yi ÔeÕ ev‘ w‘‡j I djvi -Mjv msiÿY KivB hy³m•MZ g‡b nq| djvi GB e-Gi D”PviY Aviwe ¯ieY و (IqvI)-Gi Abyiƒc|

evsjv fvlvq wjLbixwZ‡ZB B-Kvi, G-Kvi Ges H-Kvi e¨Äbe‡Yi Av‡M; I-Kvi Ges J-Kvi e¨Äbe‡Yi Dfq w‘‡K; Avi F-Kvi wb‡P e‡m| wZwb ej‡Qb, D”Pvi‡Yi w‘K w‘‡q Aek¨B G-e¨e¯v wKQzUv A‰eÁwbK| wKšy Gi ms‡kvab Ki‡Z n‡j GMyjvi e‘‡j bZzb †Pnvivi ÔKviÕ wPý D™veb Ki‡Z n‡e| Z‡e Gfv‡e mnm erm‡ii HwZn¨‡K eRb Ki‡j bexb‡‘i wKQzUv mvgwqK myeav n‡j I, cieZxKv‡j G‡‘i c‡ÿ GKUzAv‡Mi cy_ cvV KivI KwVb n‡q co‡e| M‡elKiv nq‡Zv wKQz†Kk ¯xKvi K‡i wk‡L wb‡Z cvi‡eb| wKšy gvÎ K‡qK erm‡ii e¨eav‡b Gi mv‡_ mvaviY cvV‡Ki myeavi w‘‡K ‘„KcvZ bv K‡i, M‡el‡Ki ‘„ó‡KvY †_‡K wePvi K‡i bZzb wjLb-c×wZ Aej¤b Ki‡j Ab¨vq Kiv n‡e|

†gvZvnvi †nv‡mb jÿ K‡i‡Qb, F-Kvi †id BZ¨w‘ e¨Äbe‡Yi wb‡P ev Dc‡i bv w‘‡q jvB‡bv gÿYh‡š GMyjv‡K e¨Äbe‡Yi c‡i w‘‡q wKQzUv Qvcvi Kv‡R myeav K‡i †bqv n‡q‡Q| GUv fv‡jv K_v| Gfv‡e ax‡i ax‡i mB‡q wb‡q ni‡di AvKwZ.i †QvULvU ms¯vi Kivq Zv †Kv‡bv AvcwË †bB| UvBcivBUv‡ii e‡‘Šj‡Z AvRKvj ™, ¯ , Ø, Ä, ý, Á, ½ BZ¨w‘ ¯‡j ‘f, m_, ‘e, TR, nb, RT, •M †jLv Avi¤ n‡q‡Q| wZwb g‡b K‡ib, GBfv‡e hwšK c‡qvR‡b e¨envi Ki‡Z Ki‡Z G-me KZKUv †PvL-mIqv n‡q hv‡”Q Ges µg-weeZ‡bi wfZi w‘‡q †QvU †QvU ms¯vi-wµqv Pj‡Z _vK‡e|

wZwb e‡jb, evsjv eYgvjv eny¯i-hy³ Ges Gi e¨ÄbeYMyjvI AZ¨š ˆeÁwbKfv‡e mnR wbq‡g web¨¯| Aviwe fvlv‡Z gvÎ wZbwU ¯ieY Avi Aviwei cvq mg D”PviYhy³ wewfb ni‡di g‡a¨ cv_K¨ eRvq ivLv mnRmva¨ bq, GgbwK Avi‡ei Avnwj-hevb‡‘i c‡ÿ I A‡bK †ÿ‡Î ‘ymva¨ Ges Bs‡iwR fvlvq bad, bare, bore, father, fall, infallible, me, met, come, comet,

mercy, indeed, although, design, folk, nation, knowledge, health, healthy, knel, psaltery, psalm, psychology cfwZ‡Z wewfbœ fv‡e D”Pvwi Z ¯^ieY, AbyœPvwiZ e¨ÄbeY, wewfbœ Aÿi-mgv‡e‡ki wewfbœ D”PviY BZ¨vw` †`L‡Z cvIqv hvq| Avievi ev Bs‡iRiv Gme Am•MwZ, Amyweav ev AbyœPvwiZ AwZwi³ Aÿi eR©‡bi Rb¨, A_ev AwZwi³ ¯^i I e¨ÄbeY MnY Kivi Rb¨ hLb Av‡›`vjb ïiæ Kiv n‡q‡Q, ZLb Avgiv †Kb AwZ mvgvb¨ Kvi‡Y eY© MnY-eR©‡b ÔAmvgvb¨ PvÂj¨Õ cÖKvk KiwQ, Zv wZwb eySZ DV‡Z cv‡ib bv|

## ৫.৪৮ সুকুমার সেনের বাংলার প্রাণ-আবিষ্কার

evbvb wel‡q mKzgvi †m‡bi †jLwU cKwkZ nq 18 b‡f¤^i, 1981 (mKzgvi 2005 : 354)| GB †jLvq wZwb e‡jb, hLb †`‡k QvcvLvbv cPwjZ wQj bv, hLb nv‡Z cyw_ †jLv nZ ZLb wkwÿZ ÔAwfwiqvÕ (A_vr †ckv`vi wjwcKi) Zrmg k‡ãi evbvb wVK ivL‡Zb wKš‘ Z™¢e k‡ãi evbvb wVK ivL‡Zb bv| †Kbbv †m evbvb †Zv †Kv‡bv e¨vKiY ev cvV¨eB †_‡K wZwb †k‡Lbwb| QvcvLvbv Pvjy ci ms¯‹Z.k‡ãi aviv Abymi‡Y K‡i mvaydvlvq Z™¢e k‡ãi evbv‡b †gvUvgyU GKUv mvgÄm¨ G‡mwQj| Zv‡ZB †ek P‡j hw”Qj| wKš‘Ôd¨vmv`Õ evaj Dwbk kZ‡Ki ga¨fv‡Mi ci †_‡K, hLb †_‡K K_¨fvlvi kã †jL¨fvlvq MÖnxZ n‡Z jvMj Ges AbwZwej‡¤^ K_¨fvlvqI GKUv óvBj `vwo‡q †Mj| K_¨fvlvi msKU GB †h, mvayfvlvi g‡Zv G ˆkjxi ÔfvlvQuvPÕ †bB|

ms¯‹‡Z ÔBbÕ, fvMvš— kã c_gvi GKeP‡b ÔCÕ Kvivš— nq Ges evsjvq GwUB cwZcw`K i‡c MY¨ nq| †hgb Ñ Ôabx, abx‡K, abxiÕ| A_P mgvm Ki‡Z †M‡j ms¯‹Z.e¨vKiY Abyhvqx †jLv nq ÔawbMYÕ| Zvn‡j Avgiv ÔabxMYÕ wjLe bv †Kb Ñ GB ck Z‡j‡Qb mKzgvi †mb| wZwb ej‡Qb, mgm¨vi G w`KUv¸wjnR Ñ ÔabxMYÕ wjL‡jB wg‡U hvq, A‡b‡KB Zv †j‡Lb| mgvav‡bi Dcvq© DcvqI wb‡`©k K‡i‡Qb wZwb : ms¯‹Z.e¨vKiY Abymv‡i c_gvi GKePb ÔabxÕ cwZcw`K aivi KviY †bB evsjv fvlvq| ÔawbbÕ GB ms¯‹Z.cwZcw`‡Ki b-Kvi Z¨vM K‡i kãyÔawbÕ wb‡jB nq Ñ Ôawb, awb‡K, awbi awb‡Z, awbiv, awb‡Ki, awbMYÕ|

mKzgvi †mb e‡jb, ms¯‹Z.fvlvi m‡•M GBme ÿxY eÜb †Q‡o †dj‡j evsjv fvlvi KZUvB Dbœw Z n‡e Zv †f‡e †`Lv `iKvi| ZvQvov ms¯‹Z.fvlvi evsjv fvlvi m¤úK †h KZ Mfxi I e¨vcK †m K_vUvI we‡kl K‡i fvev DwPZ| Zrmg k‡ãi evbvb cwieZb wel‡q ÔAeavbÕ ivL‡Z n‡e †h, Ah_v ms¯‹‡Zi m‡•M evsjvfvlvi evn¨ m¤úKUv‡K †hb bó bv n‡q hvq| KviY, evsjvq cPwjZ Zrmg kã i‡q‡Q, †mMyjv evsjvq †giæ`‡Ði g‡Zv|

evbvb mgm¨vi Avi GKUv w‘K ÔwjwccÖ×wZÕ m¤úwK©Z mgm¨vi †mb Zyi gZ Rvwb‡q‡Qb| hy³e¨Äb Ôÿ, þ, ÁÕ BZ¨vw‘ wb‡q mgm¨vi A‡bKUv mgvavb n‡q †M‡Q evsjvq jvB‡bv UvBc Pvjy nIqvi ci| Ô¼, ½Õ GLb ÔsKÕ ÔsMÕ wjL‡j P‡j| ÔòÕ ÔlYÕ n‡Z cv‡i| wKšÍ ÔKl (Kk), ng/gn, RT-Gi Dcvq Kx; wKsev Ôµ Õ = Ki, Ôµ¨Õ = Ki¨ ÔÎæÕ = ZiwKbv †mB ck Z‡j‡Qb| wKšÍ hy³e¨Äb mgm¨v hZB mij Kivi †Póv †nvK bv †Kb, wZwb e‡jb, †id, i-djv I h-djv KL‡bvB ev‘ †‘qv hv‡e bv|

†mb Avi I e‡jb, †hLv‡b eivei †jLv n‡q‡Q ÔBD‡ivcÕ, †mLv‡b wfb g‡Z †jLv n‡q‡Q Ges nq ÔBq‡ivcÕ, Ôq‡ivcÕ, Ô†qv‡ivcÕ BZ¨vw‘| G‡ÿ‡Î ÔBD‡ivcÕ wjL‡j nwb Kx, †mB ck Zyi| GUv †Zv evsjvfvlxi Rb¨ wekÿ Bs‡iwR D”PviY-Áv‡bi ‘wj j bq| †hM¨Zvjv Pvjyn‡q †M‡Q Zv‡K Aÿ¨Z †i‡L †‘qvB fv‡jv|

mgm¨vi †mb GUvI ej‡Qb, †Kv‡bv †Kv‡bv Ôwe‡klÁÕ e¨w³ evsjv evbvb‡K aŸwbwe‘¨vi mg¨K Dc‡hvMx K‡i Zz‡Z Pvb| wKšÍZv †Kv‡bv †‘‡kB nqwb, Avgv‡‘i †‘‡kI n‡e bv|

### ৫.৪৯ প্রবোধচন্দ্র সেনের সংস্কৃত-প্রীতি

evsjv evbvb wel‡q c‡evaP›‘ †m‡bi †jLwU cKwkZ nq 23 wW‡m¤i 1981 (c‡evaP›‘ 2005 : 364)| †jLvi kyiæZ wZwb e‡j †bb, evsjv evbvb-ms¯‹v‡ii wPšÍv I †Póv †h KjKvZv wekwe‘¨vj‡q kyiæ nq Zv bq; eZgvb kZ‡Ki wØZxq ‘k‡KB †hv‡MkP›‘ ivq cgyL A‡bK e¨w³i †jLvq fvlwPšÍv I evbvb-wPšÍvi m¯úó cKvk †‘Lv †M‡Q|

†id-Gi ci e¨Äbe‡Yi wØZ cm‡•M ej‡Qb, cvwYwbi GKwU m~Î (8/4/65) – ÔS‡iv Swi me‡YÕ A_vr †h †Kv‡bv e¨Äbe‡Yi c‡i Ges e‡Mi c_g wØZxq ZZxq Ges k I m-Kv‡ii c‡e Aewn¯Z GB wØZxq †kwYi mgRvZxq eY ÔweK‡íÕ jyß nq| GB wbqg Abymv‡iB ÔKwZKÕ I ÔewZKÕ evbvb ¯xKvh| GB wbq‡gB Ôe„×Õ kãRvZ ÔevaK¨Õ k‡ãi ‘-eY jyß nq|

cvwYwbi m‡Î (8/4/58) Av‡Q, c‡‘i ga¨eZx Aby¯^vi wbZ¨B cieZx eMxq e‡Yi m‡•M mwÜe× n‡q mswkó e‡Mi cÂg e‡Y cwiYZ nq| GB Kvi‡Y mOMn, mOMvg mO‡ÿc cfwZ. ieB e¨vKiY-wm×, msMn cfwZ. ie Awm×| c‡evaP›‘ †mb ej‡Qb, wKšÍKvjµ‡g ms‡ÿc, msMn cfwZ. ie †‘Lv w‘‡Z jvMj| A_vr wZb e‡Yi ms‡hvM ¯‡j O-i e‘‡j Aby¯^viB †g‡b †bqv n‡qwQj| Zv-I mwÜi ¯‡jB, Ab¨Î bq| AvKvOÿv‡K mswÿß Kiv nZ bv| cieZxKv‡j KjKvZv wekwe‘¨vj‡qi evbvb-mwgwZ GB c_vUv‡KB Avi GKUzcmwiZ K‡i| mwÜ¯‡j O-i e‘‡j meÎB

Aby¯’vi †g‡b †bqv nj| d‡j msMxZ, fqsKi cfwZ.¯’xKwZ.†cj| †hme ¯’‡j 0 mwÜRvZ bq, †mme ¯’‡j 0 envj _vKj| d‡j msL¨v, msN, msMxZ nj wm×; Avi ksKv, msM, eswKg nj Awm×| c‡evaP›‘ wj‡L‡Qb, ms¯‹ZÁvb †‘k †_‡K †hiKg ‘æZ †jvc cv‡”Q Zv‡Z mwÜ-AmwÜ‡evaI AwP‡iB k‡b¨ G‡m †VK‡e e‡j Avk•Kv Kiv hvq| Zvi †P‡q fv‡jv ÔK-eMx q e‡Yi ceeZx 0 evsjvq meÎB nq Aby¯’viÕ – GB wbqg K‡i †‘qv| Zv‡Z ms¯‹Z.fvlvq K-e‡Mi ceeZx me Aby¯’viB nq 0, GB welqUvI c‡iv‡ÿ ¯’xKZ.nq, Avi evsjv D”Pvi‡Y s Avi 0 †h Awfb ZvI cKvk cvq| AwaKšÍ ykÿv_x †jLK I gý K mevB RwUjZv †_‡K wb®‹wZ. cvq|

c‡evaP›‘ †mb e‡jb, ÒG K_v ¯’xKvi Ki‡ZB n‡e, ms¯‹‡Zi Avkq bv wb‡j evsjvfvlv APj| Kx Ávb‡i Kx fv‡ei wel‡q evsjv mvwn‡Z¨i hZB we¯’vi n‡”Q ZZB ms¯‹‡Zi fvÐvi †_‡K kã Ges kã evbvevi Dcvq msMn Ki‡Z n‡”Q| cvðvZ¨ fvlvMyjv‡Z Ggwb K‡iB MxK j¨wU‡bi ek gvb‡Z nq|Ó

wjwcms¯’vi‡KI wZwb evÃbxq e‡j g‡b K‡ib| G cm‡•M e‡jb, AvaybK gý‡Y †h kãUv nq Ô‘ybÕ, †mUv Avm‡j nIqv DwPZ Ô‘ywbÕ – †idUv n‡e Ô‘§iÕ c‡i, Ôw‘Ôi c‡i bq| KviY kãUv Avm‡j Ô‘ywbÕ Ô‘y ibÕ bq| Z™¢e I †‘kR evbv‡bi I Ôms¯’viÕ ‘iKvi †bB, ‘iKvi ÔmgZvÕ| fvlv I evbvb P‡j Avcb HwZ‡n¨i †e‡M, †Kv‡bv e¨w³i ev mwgwZi wb‡‘‡k bq, †Kv‡bv jwRK †g‡bI P‡j bv|

†k‡l ck Z‡j‡Qb, mevB‡K GKB wbqg †g‡b Pjvi e¨e¯’v Ki‡e †K, wKsev e¨vKiY-Awfavb iPbvi ‘wqZ †b‡e †K| G Kv‡R wkÿwe fv‡Mi Dc‡i Zui Av¯’v †bB e‡j Rwb‡q‡Qb Ñ †mLv‡b bvbviKg AvBb-Kvbyb I A_ms¯’vbMZ Aš¿ivq Av‡Q| ZvQvov wekwe‘¨vjqMyjv‡K c‡‘ c‡‘ miKv‡ii ev BD.wR.wm-i gyLv‡cÿx n‡q _vK‡Z nq| enyPwiZ †Kv‡bv msev‘cÎ-ms¯’v hw‘ G e¨vcv‡i D‡‘¨vMx nq, Zvn‡j GB c‡Póv djcm~-n‡Z cv‡i e‡j wZwb g‡b K‡ib|

#### ৫.৫০ জগন্নাথ চক্রবর্তীর সমালোচনা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি

*দেশ* cwÎKvq 11 gvP, 1978-G cKwkZ Ôevsjv evbvb ms¯’vi c¯’veÕ kxlK †jLvq RMbv_ PµeZx e‡j‡Qb, KjKvZv wekwe‘¨vjq evsjv evbv‡bi wKQzms¯’vi mvab K‡ib; wKšÍ †mMyjv h‡_ó bq Ges A‡bK †ÿ‡Î weåwšÍKi| wekwe‘¨vjq evbvb ms¯’vi Kv‡R iex›‘bv_-ivR‡kLi-mybxwZKzgv‡ii g‡Zv e¨w³ _vKv m‡Ë¡I mwgwZ Zvi HwZvnwmK ‘wqZ cvjb Ki‡Z cv‡iwb| RMbv_ PµeZx g‡b K‡ib, evbvb ms¯’v‡ii Kv‡R hZ wej¤^ n‡e, KvRwU ZZ ‘yín n‡q DV‡e|

Af¨vm I Awfav‡bi g‡a¨ evbv‡bi ÔwkKo hZ cjw¤ZÕ n‡e, Zvi ÔDrcvUb ZZ KwVbÕ n‡e| Bs‡iwR fvlvq GB Kvi‡YB evbvb ms¯'vi GLb cvq Am¤e| GgbwK, gwKb Bs‡iwRI G wel‡q GK K'‡gi †ewk AMmi n‡Z cv‡iwb| (RMbv_ 2007 : 243)

wZwb g‡b K‡ib, Ôc©wiYxÕ GB kãwU ms¯'Z.†_‡K MpxZ n‡j I evsjvi g‡a¨ G‡m GwU Avi ms¯'Z.kã †bB, LwU evsjv k‡ã ieväwiZ n‡q‡Q – hvi g‡a¨ I, Y, C Abyw¯'Z| Af¨v‡mi e‡kB cwÐZ‡'i †'qv ms¯'Z.evbvb Avgiv cwiZ¨vM Ki‡Z cwiwb Ges cwÐZ‡'i gZ‡KB Aåvš Ávb K‡iwQ| ms¯'Z.Ôc©wiYxÕ Ges evsjv Ôc©wiYxÕ Avm‡j 'yw c"K kã| GKwU †_‡K Av‡iKwU G‡m‡Q, GB gvÎ| G‡K ÔZrmgÕ bv e‡j ÔZ™eÕB ejv DwPZ| A'+ fwel¨‡Z hw' †Kv‡bv ms¯'vi mwgwZ evsjv eYgvjvi LwU evsjv evbvb iPbvi wm×vš wb‡q Ôc©wiYxÕi bZb evbvb K‡ib ÔcwKwiwbÕ Z‡e †mwUB n‡e kÿ; LwU evsjvi †mwUB n‡e mwVK wPÎie ev evbvb| evsjv evbv‡b †h weo¤bv PvjyAv‡Q Zv‡Z wkÿv_x †_‡K mvaviY mvÿi gvbyl mevB weowZ| GB weo¤bvi gy i‡q‡Q ÔZrmgÕ I ÔZ™eÕ GB 'yw c"K msÁwbie‡Yi g‡a¨|

PµeZx e‡jb, Rvgvb fvlvq evbvb AwaKvsk †ÿ‡ÎB D"PviY-Abyl| ms¯'‡Zi Kv‡Q evsjvi FY AcwimxgI wKšymRb¨ evsjvi ¯vfweK weKvk e¨vnZ nIqvi KviY †bB| †hgb, Aviwe ngjn evsjvq n‡q‡Q Ônvgjvň| GwU n‡q‡Q evsjv D"Pvi‡Yi ¯vfweK ixwZ Abyvqx| esjv fvlvi D"Pvi‡Yi ixwZ †hgb wbR¯, evbv‡bi I †Zgwb wbR¯ ixwZ-wbqg evÃbxq| Ab¨ †Kv‡bv fvlvi ixwZ-wbq‡gi m‡•M Gi Av‡cvm Kivi c‡qvRb †bB| A‡b¨i KvQ †_‡K Avgiv A‡bK wb‡qwQ Ges †b‡ev, wKšyme wKQB wb‡Z n‡e wb‡Ri g‡Zv K‡i| evbv‡bi †ÿ‡Î GB ¯KxqZv cwZôvq 'pZv bv †'Lv‡bv wQj KwjKvZv wekwe'¨vjq cPwiZ evbvb ms¯'v‡ii (3q ms¯iY, 1936) cavb 'yjZv| evbv‡bi †ÿ‡Î ÔZ_vKw_Z ZrmgÕ k‡ãi ZrmgZ eRvq ivLvi weåwšKi †Póvq G‡Z evsjvi wbR¯ c‡qvRb I ¯vfweK †SuKi w'KUv Ae‡nwjZ n‡q‡Q| ÔAvPvhÕ ÔKwZKÕ evsjvq kã 'yw ÔAvPviRÕ Ges ÔKviwZKÕ GBfv‡eB D"PwiZ nq, Ges ZvB kÿ evsjv kã| †m mg‡q gbxlxiv GB evbvb ms¯'v‡i h‡ZvB evav w'‡q _vKK bv †Kb, AvR GB wØZewRZ evbvb myZwôZ|

we‡'wk fvlv †_‡K MpxZ k‡ãi evbvb wb‡q ms¯'vi mwgwZ Ggb wKQzeavb w'‡q‡Qb hv evsjvi Dci †Rvi K‡i Pvcv‡bv Ges A‡hŠw³K e‡j g‡b K‡ib RMbv_| 'xN D"PviY evsjvq †bB, wKšy †h‡nZzms¯'‡Z Av‡Q AZGe Zrmg k‡ã evsjvqI Zv ivL‡Z n‡e| wVK GBfv‡eB Bs‡iwR fvlv †_‡K MpxZ k‡ãi 'xN¯‡ii †ejvqI evbv‡b Zv ivLvi Rb¨ ms¯'vi mwgwZ weavb w'‡jb|

Bs‡iwR‡Z hvB _vK, evsjv fvlvi ¯vfweK †Slk Abyhvqx EAST, SEAL evsjvq ÔB÷Õ, ÔwmjÕ Qvov wKQzbq| wKšÍ ms¯'vi mwgwZ G‡'i 'xN-C-Kvivš ÔC÷Õ ÔmxjÕ K‡i Qvo‡jb|

iÿYkxj‡'i cfv‡eB mwgwZ k-l-m-Gi †ejv GK K'g G‡Mv‡Z bv G‡Mv‡Z Avevi GK K'g wcwQ‡q †M‡jb| wZwb e‡jb, Ògab¨-Y ZeyD"PviY Kiv hvq, wKšÍgab¨-l aŸwb evOvjx imbvq 'ymva¨|Ó D"PviY‡K mwVKfv‡e cwZdwjZ Kievi ZwM‡'B mv¤úwZK Kv‡j Ô÷Õ nidwU mÌó Kiv n‡q‡Q| ms¯'‡Zi ÔóÕ-†K Kv‡R bv jwM‡q ST-aŸwbi Rb¨ GB AwZwi³ Ô÷Õ hy³vÿiwU mÌó Kiv LyeB mgxPxb n‡q‡Q| evsjv D"Pvi‡Y ÷ (ST)-aŸwb (†÷kb, †÷vf) MÖnxZ nevi cil evbv‡bi †ÿ‡Î Zv‡K ¯xKvi bv Kiv Ges evsjv evbvb‡K ms¯'Z.evbv‡bi †PŠnwÏi g‡a¨ †eua ivLvi †PóvB nZ A‡hŠw³K| n¯-'xN, YZ-lZ cfwZ.†ÿ‡Î ms¯'v‡ii KvR Avi †Kv‡bv g‡ZB †d‡j ivLv DwPZ bq|

RMbv_ PµeZx g‡b K‡ib, Òevsjv evbvb ms¯'vi Avi¤ Ki‡Z n‡e eYgvjv †_‡KÓ (2007 : 250)| ms¯'vi mwgwZi Av‡jvPbvq eYgvjv ms¯'v‡ii c¯vel D‡VwQj, wKšÍ†kl chš ZÌv mvnm †'Lv‡Z cv‡ibwb| F, ৯-†Kl ZÌv eRb Ki‡Z cv‡ibwb, GgbwK ৯-†Kl bv|

evsjvi ¯vfweK D"Pvi‡Y meB n¯; AZGe wZwb c¯ve Ki‡Z Pvb, kyeyn¯-B Ges n¯-D _vK‡e, ev' hv‡e 'xN-C, 'xN-E| evsjvq F l ৯-i †Kv‡bv Avjv'v D"PviY †bB, Giv h_vµ‡g wi l wj| AZGe F l ৯ ev' hv‡e Ges Zv‡'i KvR wi l wj w'‡qB Kiv n‡e, †hgb wiZzwjPz H Ges J Giv hy³¯i h_vµ‡g lB Ges lD| Ahy³ AvKv‡iB G‡'i †jLv n‡e, d‡j H Ges J eYgvjv †_‡K ev' co‡e| ÔAvlÕ, ÔlqvÕ, ÔBqvÕ, ÔB‡qÕ cfwZ.hyw¯imPK Avjv'v ¯ieY †hgb †bB, †Zgwb ÔlBÕ Ges ÔlDÕ mPK Avjv'v ¯ieY ev ¯iwP‡ýil 'iKvi †bB| evsjvi GKwU we‡kl c‡qvRbxq ¯iaŸwb A¨v, GwU eYgvjvq hy³ n‡e| eZgv‡b A¨v-¯i‡K A‡bK †ÿ‡Î ÔGÕ w'‡q cKvk Kiv nq, GwU‡K A¨v w'‡qB cKvk Kiv n‡e| GwU A-q h-djv AvKvi bq| GwU A-Av-i g‡ZvB GKwU c"K c¥¯i, A¨v Ges Gi ¯iwPý n‡e – ¨v A_vr A¨v-Kvi; †hgb – A¨vLb, A¨vZw'b, g¨vjv, e¨vjv, M¨vj| d‡j PµeZxi wnmv‡e evsjv ¯ie‡Yi †gvU msL¨v 'kwU"Q mvZ – A, Av, A¨v, B, D, G, l| wKšÍ¯iwP‡ýi msL¨v 'kwU‡e Qq, †h‡nZzevsjvq A-¯‡ii †Kv‡bv Avjv'v wPý †bB|

ZÌ c¯ve Abyhvqx, meÎ kyeyn¯-B Ges n¯-D e¨enZ n‡e| bvixevPK Ges RwZevPK k‡ãl n¯¯i e¨enZ n‡e, GgbwK we‡'wk k‡ãl| D'vniY w'‡q‡Qb wZwb – Kwgi, Dwbk, ewNwb, evOwj, Dia, 'y, BmU, 'wg, cye w'iN| F-†K wi A_ev i-djv (hw' i-djv _v‡K) l n¯-B-

Kvi w‘‡qB cKvk Kiv hvq, Ges ZvB Kiv n‡e, h_v – wiZzwiRyAvewiZ ev AwieZ, wµk| H Ges J-†K h_vµ‡g lB Ges lD †jLv n‡e, h_v – lBiveZ, lBwnK|

RMbv_ PµeZx evsjv ¯^iaŸwbi Av‡iKUv ˆewkó¨ wPwýZ K‡iQb – n¯^-l ev jNyl| GwU A‡bK †ÿ‡Î A Ges l-Gi gvSvgwS; †hgb – Ôg›‘Õ k‡ã we‘¨gvb ‘yB l-Kvi| wZwb e‡jb, GB ¯^iwU‡K l-Kvivš (A_vr Ô†gv‡›‘vÕ) bv wj‡L eZgv‡bi g‡Zv A-KvivšB ivLv †h‡Z cv‡i| bv n‡j l-Kv‡ii ÔeÇ evovewoÕ NU‡e Ges RwUjZv evo‡e| Af¨v‡mi ØvivB mÿyúó l-i m‡•M GB A¯úó l-i mgZv ev cv_K¨ m‡PZ n‡e| AZGe ÔMwZÕ†K Ô†MwZÕ ev ÔZ‡bvÕ‡K ÔZ‡jvbvÕ †jLvi ‘iKvi †bB| evsjvq A Ges n¯^-l-i GB cvi¯úwiKZv mš‡Ü AewnZ _vK‡j Ô lBÕ Ges Ô lDÕ‡Kl A‡bK †ÿ‡Î AB Ges AD w‘‡qB cKvk Kiv hv‡e, eB Ges eD-†K Ô†evBÕ Ges Ô†evDÕ bv wjL‡jl Pj‡e, Ges Ôˆckwk, ˆegwbK, †gŠgwQ-†K cBkwPK, eBgwbK, gDgwQ †jLv m¤¢e n‡e| Avi c‡‘i A‡š D”PviY A-Kvivš ev nmš hvB †nvK, kãyA-Kvivš eYB e¨enZ n‡e, nmwPý †‘qv n‡e bv; Af¨v‡mi Øviv G-‘y‡qi cv_K¨ mPZ n‡e, †hgb – bZb, AvbZ, gb, wjwLZ|

wZwb ej‡Qb, evsjvq ‘yB e-Gi c‡qvRb †bB, KviY kãyeMxq e-B D”PwiZ nq| AZGe Ašt¯-e ev‘ hv‡e| evsjvq Ašt¯-h Gi D”Pvi‡Yi Rb¨ GKwU c„_K eY q (Bq = y) i‡q‡Q| Ab¨ †hme RvqMvq h e¨enZ nq †mLv‡b meÎB D”PviY eMxq-R| AZGe Gme RvqMvq eMxq-R †jLv n‡e, ÔhÕ ev‘ hv‡e; †hgb – RLb, RvZbv, Rg| †hLv‡b D”Pvi‡Y c¥¯^i Av, l cfwZ. i‡q‡Q †mLv‡b qv, †qv cfwZ. †jLv n‡e bv, †hgb – †LAv, †‘vAvZ| kãyÔBqÕ-D”PviY e‡Y©ZB q-i e¨envi n‡e, †hgb Qvqvq, Avqy| evsjvq gab¨-Y D”PwiZ nq bv, me‡ÿ‡Î ‘š¨-b D”PwiZ n‡q _v‡K| AZGe me evbv‡b kãy‘š¨-b B _vK‡e, gab¨-Y m¤úY ev‘ hv‡e; †hgb – Kvib, cb, nib| k-l-m GB wZbwUi g‡a¨ evsjvq cavbZ Zvje¨-kB D”PwiZ nq| evbvbl Z‘bywqx n‡e; h_v – nwk, fvkv| ‘š¨-m D”PwiZ nq kãyZ, _, b Ges i e¨Ä‡bi m‡•M hy³ n‡j Ges wKQzwe‡‘wk k‡ãi D”Pvi‡Y, h_v – A¯, Aw¯i, ¯vb, †÷kb| gab¨-l evsjvq D”PwiZ nq bv, AZGe l ev‘ hv‡e| †jLv n‡e Avkvp, eikb fvkv| T-eYwU ev‘ hv‡e| hy³ e‡Y GwU b-w‘‡q cKwkZ n‡e, Ab¨Î qu‡jLv hv‡e; h_v – AbPj, AbRwj, wgqu hvPbv| Z Ges LÐ-r ‘yB c„K e‡Yi c‡qvRb †bB, kãyZ ev nmš-Z n‡jB KvR P‡j hvq| AZGe LÐ-r ev‘ hv‡e, h_v – gnZ, DZcj, AvjeZ| O Ges s ‘yBi KvRB O-w‘‡q Kiv hvq, AZGe Abyvi (s) ev‘ hv‡e, h_v – evOjv, evOwj, iO, k•Kv| wemM (t) wUl Ac‡qvRbxq; KviY wem‡Mi KvR D”PviY Abywqx nq wØZ e¨Äb w‘‡q, A_ev nmš n w‘‡q, m¤úb n‡Z cv‡i| ZLb †jLv n‡e ‘yL, evn, AvcvZZ| evsjv e¨Äe‡Yi †gvU msL¨v Zui wnmve g‡Zv ‘wo‡e ewÎkwU‡Z : K, L, M,

N, O; P, Q, R, S; U, V, W, X, o, p; Z, _, ', a, b; c, d, e, f, g; q, i, j; k, m, n, u| GB msL¨v Avi I Kgv‡bv hvq hw' o, p-†K c„_K eY© bv K‡i W., X., GB fv‡e Wvbw'‡K we›'yhy³ W, X-AvKv‡i †jLv nq| †h‡nZzAšt¯'-q e‡j †Kv‡bv Avjv'v eY© _vK‡Q bv, Ašt¯'-q-†K I we›'yhy³ kãyh-w'‡qB †jLv †h‡Z cv‡i| Bs‡iwR †RW (Z) D"Pvi‡Yi Dc‡hvMx †Kv‡bv eY© evsjvq †bB, GwUi KvR we›'yhy³ R (R.) w'‡q Pj‡Z cv‡i|

mshy³ e¨ÄbeY© cm‡•M ej‡Qb, GMy‡jv me †f‡O †'qv DwPZ n‡e, wehy³ Ki‡Yi Rb¨ c_g c_g nmwP‡ýi e¨envi GKUz‡ewk n‡e, Af¨¯' n‡q †M‡j A‡bK †ÿ‡Î B nmwP‡ýi 'iKvi n‡e bv| c‡'i Aw'‡Z hy³ aŸwb †evSv‡bvi Rb¨ nmwPý GKUz†ewkgvÎvqB e¨envi Ki‡Z n‡e, †hgb – Mjwb, m‡bn| †id ( ) m¤úª© ev' hv‡e, Zvi e'‡j i ev nmš i e¨enªZ n‡e, h_v – ZiK/ ZiK, MiwnZ/ MiwnZ, cviK/ cviK| †h‡nZzevsjvq cPi i-djv ( ) i‡q‡Q, wZwb GwU‡K jvB‡bv UvB‡ci g‡Zv Avjv'vfv‡e wehy³ e¨ÄbwPý wnmv‡e ivL‡Z Pv‡"Qb| i-djv‡K c‡i Aek¨ wZwb m¤úª© ev' w'‡Z Pvb; †mRb¨ Ôc  KvkÕ  I ÔciKvkÕ GB weK‡íi e¨e¯'vI ivL‡Z ej‡Qb|

*পরিবর্তন* cwÎKvi 12-18 †m‡Þ¤i 1984 (fv', 1391) el 7, msL¨v 11-†Z Ôevsjv evbv‡bi mÜv‡bÕ wk‡ivbv‡g RMbv_ PµeZx© Av‡iKwU †jLv cKvwkZ nq (wgZvjx 2010 : 196)| GB †jL‡Z wZwb Zvi ce©eZx© g‡Zi I ci †Rvi †'b Ges Ab¨‡'i mgv‡jvPbvi Reve †'b|

### ৫.৫১ পরেশচন্দ্র মজুমদারের *বাঙলা বানান-বিধি*

KwjKvZv wekwe'¨vjq ceeZx© evbvb ms¯'vi mwgwZi cewZZ wbqg‡K (3q ms¯'iY) fvlvi ¯'vfweK MwZi m‡•M m•MwZ iÿv K‡i ms‡kva‡bi j‡ÿ¨ bZzb mwgwZ MVb K‡ib (1979 mv‡j)| AwmZKgvi e‡›'¨vcva¨v‡qi mfvcwZ‡Z MwVZ GB bZzb mwgwZi m'm¨i‡c Ašf©³ nb c‡ikP›' gRyg'vi| cieZx©Kv‡j mwgwZi KvhKjvc eÜ n‡q hvIqvq c‡ikP›' Zvi g‡Zi cKvk NUvb *বাঙলা বানানবিধি* M‡š' (1982)| GB M‡š' wZwb evsjv evbvb mgm¨vi ¯'ic, mgvav‡bi gvb'Ð BZ¨vw' welq wb‡q Av‡jvPbv K‡i‡Qb| (wgZvjx 2010 : 202)

c‡ikP›' e‡jb, ms¯'Z.k‡ã n¯'-'xN †f' ¯'xKvh; †hgb – w'b/'xb| wKšyAaZrmg, Z™e, †'wk, we‡'wk k‡ã n¯'¯'i n‡e; †hgb – Kzgvi, cwL, wLj, wLó BZ¨vw'| mycPwjZ K‡qKwU k‡ãi †ÿ‡Î GLbI weKí evbvb Pj‡Z cv‡i; †hgb – nxiv/wniv, bxjv/wbjv| Ae¨qmPK ÔwKÕ Ges ck‡evaK mebvg ÔKxÕ kãØ‡qi cv_K¨ evbv‡b eRvq _vK‡e| bvixevPK C/bx-cZ¨q 'xNvš n‡e Ges mwaZ we‡kIYevPK kã 'xNvš n‡e| ÔFÕ cm‡•M e‡jb, Zrmg k‡ã GB eYwU ¯'xKvh| wKšyAaZrmg, Z™e, †'wk, we‡'wk k‡ã eRbxq|

evsjvq †hŠwMK ¯‡ii ˆewPÎ¨ ms¯‹‡Zi Z_bvq A‡bK †ewk| ms¯'Z.ÔHÕ Ges ÔJÕ-Gi D"PviY I evsjvq wfb| Zrmg k‡ãi evbv‡b H Ges J ¯xKvh; †hgb – ˆZj, Jla| GQvov evsjv eny Aÿi wewkó k‡ã H/J eRvq _vK‡e; †hgb – ˆcVv, †eŠw'| wKšyevsjv GKvÿi k‡ã AB/AD chŷ n‡e; †hgb – 'B, LB, gB| kã ev wµqvi †ÿ‡Î wefw³ ev cZ¨q bq, gj-kã ev avZzi Aÿi-msL¨vB MYbxq; †hgb – iB-‡jv, mB-‡e, †cŠQv-‡e †'Šov-‡bv BZ¨w'|

A¨v e‡Yi RvqMvq ÔG¨vÕ e‡Yi c‡qvM aŸwbweÁvbm¤§Z e‡j c‡ikP›' g‡b K‡ib| evsjv AaZrmg k‡ã, Z™e avZzi †ÿ‡Î Ges we‡'wk k‡ãi †ÿ‡Î G¨v e‡Yi e¨envi Avek¨K| Z‡e, mebvgRvZ k‡ã G¨v e‡Yi e¨envi eRbxq; †hgb – †Kb, †nb| Avi Z™e we‡kl¨ ev Ab¨vb¨ c‡' G¨v-i e¨envi ¯vaxb : GKUv/G¨vKUv, †Ljv/L¨vjv|

evsjv k‡ãi c'v‡š A cwiewZZ n‡q I n‡e; †hgb – fv‡jv, GMv‡iv BZ¨w'| evsjv wµqvi fwel¨r AbÁv I m¤úb AmgwcKvi †ÿ‡Î A ¯v‡b I bv n‡q AÕ e¨envi m•MZ n‡e; †hgb – PÕ‡jv – P‡jv, KÕ‡i – †Kv‡i| e‡Yi †jvc †evSv‡Z EaŸKgvi e¨envi Kiv hvq; †hgb – kÕ (kZ), KÕUv (KqUv)| Zrmg k‡ã Ges evsjv k‡ãi kÿyl g‡a¨i A-Gi †Kv‡bv cwieZb n‡e bv; †hgb – Mig, big, MiyQwe BZ¨w'|

wµqwefw³i gnvcvYZv, avZzi gvncvYZv iÿv Ki‡Z n‡e; †hgb – Ki‡Q (Ki‡P/K‡P bq), †cŠ‡QwQ †cŠ‡PwP bq)| c'vš gnvcvYZvi †ÿ‡Î cPwjZ c‡qvM ¯xKvh; †hgb– kuLv, AvL, 'y; wKšymuS/muR BZ¨w'| c'g‡a¨ ev hy³e¨Ä‡b weKí c‡qvM gvbv DwPZ; †hgb – euSv/euRv, kuLvjy/kuKvjy AaZrmg k‡ã weKí c‡qvM iÿYxq; †hgb – Av‡×K/Av‡ÏK, ev"Qv/ev"Pv BZ¨w'|

O/s cm‡•M wj‡L‡Qb, Z™e k‡ã I we‡'wk k‡ã s ¯‡j GKK e¨Äb wnmv‡e O eY c‡qvM evÃbxq| c'vš Ae¨q-evbv‡b s ivL‡Z n‡e; †hgb – mZivs Ges eis BZ¨w'| bwmK¨hy³ KÉ¨e¨Ä‡b O, s weK‡í MnYxq|

R/h wel‡q wj‡L‡Qb, Z™e k‡ã ga¨eZx ÔRÕ ¯xKvh| ms¯'Z.g‡j ÔhÕ Av‡Q Ggb †hme k‡ãi Aw'‡Z R 'pgj nqwb, †mme k‡ã h ivLvB evÃbxq; †hgb– hvIqv, hZ, hLb| AaZrmg k‡ã ÔhÕ ivLvB evÃbxq| we‡'wk k‡ãi meÎ ÔRÕ|

b/Y wel‡q wj‡L‡Qb, ms¯‹Z.k‡ã GKK A_ev hy³vÿi e‡Y Y _vK‡e; †hgb – evY, PiY, KÈK|
Z™e ev LwU evsjv k‡ã ÔYÕ ¯'v‡b ÔbÕ n‡e; †hgb – †mvbv, Kvb| AaZrmg k‡ã b evÃbxq; †hgb – bvivb (bvivqY), ANvb (AMnvqY)| we‡`wk k‡ã me‡`vB ÔbÕ : K‡bj, †Kvivb|

k/l/m wel‡q wj‡L‡Qb, gy ms¯‹Z.kã Abyhvqx‡i Z™e k‡ã k, l, m e¨envh| AaZrmg k‡ãi †ÿ‡Î ms¯‹Z.Drm Abyhvqx k, l, m n‡e; †hgb – †mvqvgx, wkMwMi, Ilya| we‡`wk k‡ãi GKK e¨Ä‡bi evbvb I e‡Y k wKšy hy³e¨Ä‡b m (¯, ÷, ¯ú BZ¨w`)| we‡`wk k‡ã m > Q D”PviY †hLv‡b `pgy, †mLv‡b Zv AcwiewZZ : †K”Qv, Qqjvc, cQ›`|

hy³e¨Äb cm‡•M wj‡L‡Qb, hy³e¨Äb wewkó K‡i †jLv we‡`wk k‡ã A_ev Z™e k‡ã weK‡í MnYxq; †hgb – U¨vKwm/ U¨w· | AbyÿPwiZ eY Qvcvq gy e¨Ä‡bi wb‡P c„_Kfv‡e †`qv DwPZ; †hgb – ZË, mvšbv BZ¨w`| †i‡di ci e¨Äbe‡Yi wØZ n‡e bv; †hgb – Kg, me| ms¯‹Z.I AaZrmg kã Qvov Ab¨Î ÿ c‡qvM AevÃbxq; †hgb – ÿq, ÿgv BZ¨w`| ms¯‹Z.hy³e¨Äb wewkó K‡i weK‡í †jLv hv‡e †Kej ewnMZ mwÜi †ÿ‡Î; †hgb – m¤úwZ/mgcwZ; wKšyAiPbv ev AiRb bq|

ÔAšt¯ eÕ cPjb Kivi e¨vcv‡i wZwb AvcwË Rwb‡q‡Qb GB e‡j †h, evsjv ÔAšt¯ eÕ wjwLZ nq kæwZ wnmv‡e ÔIÕ ev ÔIqÕ w`‡q, †hgb – ÔQvIqv, LvIqv, †`Iqv, †bIqv, †`IqvbÕ BZ¨w` (c‡ikP›` 2003 : 254)| ga¨ evsjvi cy_‡Z GB wel‡q wewfb evbv‡bi cixÿv-wbixÿv †`Lv hvq| wKšyGB evbvbB w¯'wZkxj n‡q‡Q|

দুই

c‡ikP›` gRyg`vi e‡jb, evsjv evbvb-ms¯'vi, evsjv wjwcixwZ ev ni‡di ms¯'vi, mvayI PwjZ fvlvi c‡qvM‡ÿÎ – fvlweÁvbkv‡¯¿ GBRvZxq Av‡jvPbv ÔfvlvÕ cwiKíbvÕ ev Language Management kvLvi AšMZ| (c‡ikP›` 2005 : 121)

c‡ikP‡›`i g‡Z, ms¯‹Z eYgvjvi D”PviY-¯'vb I D”PviY-cKwZ‡K Av`k gvb (standard) a‡iB evsjv D”PviYixwZ wbw`ó nIqv DwPZ| ms¯‹Z.Av`k‡K mvg‡b †i‡L evsjv aŸwb‡Z wKQz cwieZb N‡U‡Q : (1) cPwjZ e¨vKi‡Y 12wU ¯ia¸wb _vK‡jI evsjvq Zv K‡g n‡q‡Q 7wU| (2)ms¯‹‡Zi Zzbvq gvb¨ evsjvq Awef³ n‡q‡Q K‡qKwU bZb aŸwb (†hgbÑ A¨v); AšZ 17wU †hŠwMK ¯i (diphthong) Ges O, o, p| (3) evsjvq ev` †M‡Q F, 9; T, Y; ¯‡ii n¯-

'xN‡f'| (4) cwiewZZ n‡q‡Q GB GB aŸwb–H (=AvB)> IB, J (=AvD) > ID, m,l,k > k, c'w' h > R, Ašt¯ e > eMxq e, s > O| (5) evsjvq M„nxZ bZzb eY© ev wjwc : A¨v, q, o, p|

AvKv‡'wg cKvk K‡i‡Qb 'yU eB – *বাংলা বানানবিধি* (1997) Ges *আকাদেমি বানান অভিধান* (1997)| c‡ikP›' gRyg'vi e‡jb, AvKv‡'wgi cy¯Kvq evbvb-mgm¨v mgvav‡bi †Kv‡bv mwweK gvb'Ð MnY Kiv nqwb| †hgb, AvKv‡'wgi evbvbZ‡š¿ meÎB kãvš¨ l-Kvi ¯xKZ.n‡q‡Q; h_v – e‡ov, fv‡jv, GMv‡iv, ev‡iv, †Rv‡jv, †Nvi‡jv, nq‡Zv BZ¨vw'| wµqvi †ÿ‡Î I ZvB – wµqvc‡' eZgvb AbyÁvq Ôc‡ov,Õ fwel¨r AbyÁvq Ô†cv‡ovÕ, wYRš wµqvevPK we‡k‡l¨ Ô†'Lv‡bvÕ BZ¨vw'| wKšyAZxZ I fwel¨r Kv‡j Ôejj, ejZ, eje, nj nZÕ; wbZ¨ eZgv‡b ÔcoÕ (Zzg †Kvb KvMR co) BZ¨vw'|

AvKv‡'wgi mgv‡jvPbv K‡i ej‡Qb, bvixevPK kãMV‡b ms¯‹Z.-C cZ¨q †g‡b wb‡jI AZrmg k‡ã -C ¯xKvi Kiv nqwb (m¨‹ 10.30)| A_P jÿ Kivi welq, evsjvfvlxi Ae‡PZ‡b – C/bx †hv‡M bvixevPK kãMV‡bi wbqgwU h‡_ó mwµq| ga¨evsjvq – bx-D™Z ÔbÕ-hy³ bvixevPK k‡ãi †'Lv cvqkB †g‡j; †hgb bwZ/bwZb †eqvB/†eqvb BZ¨vw'| G cm‡•M Zzbxq ÒmB †mMwZb wgwZb bwZb Rj‡K hv‡e †MvÓ (*ধর্মমঙ্গল*)| wKšyms¯‹Z.-bx cZ¨‡qi Z™e Ae‡kl -b evsjvq cÖvivq -bx n‡q‡Q Zvi wbR¯ cZ¨q -C mn‡hv‡M| wZwb g‡b K‡ib, Gi Ici Aek¨B -bx cZ¨‡qi cfve wQj| d‡j VvKiæ > VvKiæbx, bwZb > bvZbx BZ¨vw'| GgbwK bvixevPK kã bb' n‡q‡Q bbw'bx| Abyiƒc, we‡'wk k‡ãI -bx e¨enZ n‡q‡Q (Wv³vibx, †g_ivbx BZ¨vw')| Kv‡RB evbvb ceYZvi gš¿ aviwU‡K D‡cÿv Ki‡j Zrmg I AZrmg k‡ã evbv‡b ˆØZkvmb †'Lv †'‡e| †hgb Zrmg k‡ã Ômy© ix, cvÎx, K‡jwjbx, ivÁxÕ BZ¨vw'| AZrmg k‡ã ÔewNwb, VvKiæwb, iwb, cvMwjÕ BZ¨vw'| Avevi A‡bK mgq kãv_I ¯úó n‡e bv; †hgb – Kvjx (†'ex) : Kwj ÔgmxÕ, gZx : gwZ BZ¨vw'| Aek¨ wKQzwKQzmm× k‡ã B-Kvi ivL‡ZB n‡e, †hgb, w'w', wMwb, MvB BZ¨vw'| we‡klYevPK k‡ãi †ÿ‡Î I Zrmg cfve †g‡b †bqv DwPZ| KviY GLv‡bI k‡ãi wØPwiZv cKvk cv‡e| evsjvq Ôwkíx, MyYx, Aa¨emvqx, D‡'¨vMx, Av‡ivMx, RvZxq Zrmg k‡ãi cvkvcwk Ôev'wg, †gRwR, 'iewi, †Mvjwc, gvigyL (RbZv)Õ evbvbweåv‡Ui mw„ó Ki‡e| mbyxwZKgvi k‡ãi †k‡l C-KviB cQ›' Ki‡Zb Uvbv nv‡Zi †jLvq mwyeav n‡e e‡j| Gi aŸwbZwËK gš¿¨I Av‡Q| Ô†kYxÕ evbvb phonetic, gšyLI phonetically D"PviY Kwi – k-G i-djv Y-G 'xN C| †h ÔCÕ k‡ãi †k‡l D"PviY Kiv n‡"Q, Zv‡K Av‡M †jLvi KviY †bB – †k‡l C-Kvi _vK‡j aŸwbMZ k„Ljv eRvq _v‡K, evbvbI alphabetical _v‡K e‡j Zv weÁvbm¤§Z nq|

*আনন্দবাজার পত্রিকা*q e¨enZ Ô‘wi‘Õ evbv‡b AvcwË K‡i ej‡Qb, Zvn‡j ÔPvcj¨, Zvij¨Õ kã fÿ wK-bv| G wel‡q evsjvq enÿ cPwjZ ms¯‹Z.cZ¨qMÿjvi (†hgb, -Cq, -BK, -h) ieaŸwbZwËK m~Î (morphophonemic rules) †R‡b †bqv ‘iKvi| KviY GB cZ¨qMÿjv GLbI productive, evsjvq bZb kãMVb Ki‡Z †M‡j G‡‘i mvnvh¨ wb‡Z nq| †hgb, Zrmg, ÔbMiÕ-RvZ bvMwiK; kni : kvnwiK (AZrmg), ¯Rb : ¯vRwbK BZ¨vw‘|

**৫.৫২ পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে ফেরদাউস খানের বিবেচনা**

*বাঙলা একাডেমী পত্রিকা* c_g el 3q msL¨vq (1364) cKwkZ nq †di‘vDm Lv‡bi Ônid mgm¨vÕ ceÜ (†di‘vDm 1984 : 579)| GB ce‡Ü wZwb wewfb mgm¨v I ‘ÿó‡KvY †_‡K wKQz c¯ve Z‡j a‡i‡Qb| we‡kl K‡i hÿvÿ‡ii mgm¨v, evsjv UvBcivBUv‡ii KvhKwiZv evov‡bv, wjLb I cVb ‘ªZi cwZ jÿ ivLv, †ivgvb ev D‘ynii‡di e¨envi-†hŠw³KZv – Gme wel‡q wZwb MÿZ w‘‡q‡Qb|

cwiK¯vb cwZôvi ci †_‡KB ce-cwiK¯v‡b evsjv fvlvi Rb¨ Aviwe (D‘ÿ) nid cPj‡bi c‡Póv P‡j| †di‘vDm Lvb[17] ej‡Qb, †Ri-Rei-†ck ¯iwPý bv emv‡j D‘ÿ wjLb-‘ªZ evsjvi †P‡q †ewk| D‘ÿZ mvaviYZ ¯iwPý emv‡bv nq bv| wKšyD‘ynii‡d evsjv wjL‡Z †M‡j ¯iwPý e¨env‡ii c‡qvRb Ges Zv‡Z wjLb-‘ªZi mÿeavUzKzAvi _vK‡e bv| cVb-‘ªZ ev cVbkxjZvq (legibility) evsjv nid A‡bK †kq|[18] evsjv eYgvjvi wjLb-c×wZ I D”PviY-c×wZi RwUjZv D‘ÿ Z‡bvq A‡bK Kg, GgbwK Bs‡iwRi Z‡bvqI|

hÿvÿi wel‡q †di‘vDm Lvb ej‡Qb, mshÿ Aÿi †f‡O wjL‡j Pvi ai‡bi mgm¨v n‡e| c_gZ, evsjvi cVbkxjZv A‡bK K‡g hv‡e| wØZxqZ, c‡Z¨KwU Aÿi cÿivcÿi mwwR‡q wjL‡Z nq e‡j Ges c‡‘ c‡‘ nmwPý emv‡bvi c‡qvRb nq e‡j ni‡di wjLb-‘ªZI (speed in writing) A‡bKUv Kg‡Z eva¨| ZZxqZ, hÿvÿi ev‘ w‘‡q RwUj ev hÿaŸwb cKvk Ki‡Z †M‡j A‡bK †ewk Aÿi e¨envi Ki‡Z n‡e| d‡j evsjv eYgvjvi wgZ-wjLb (economy of space) AZ¨waK cwigv‡Y e¨vnZ n‡e| PZz_Z, mswkó AÿiMÿjv nmwPýmn mwwR‡q wjL‡j hÿvÿ‡ii D”PviY memgq cvIqv hvq bv; we‡kl K‡i hÿvÿi w‘‡qB hLb k‡ãi kÿy(†hgb : †Kk = K‡jk, ‘ªZ = ‘iZ, bç = bwic)|

†di‘vDm Lvb wj‡L‡Qb, Aveÿ nvmvbvr I Zui mg_KMY hÿvÿi eR‡bi cÿcvZx| gÿ¤§‘ knx‘ÿvnI 1949 mv‡j hÿvÿi eR‡bi cÿcvZx wQ‡jb; wKšy1953 mv‡j (gwmK †gvnv¤§‘x, †cŠl 1359) wZwb hÿvÿi †g‡b wb‡q‡Qb| †di‘vDm Lvb wekvm K‡ib, Òfvlvi gZ nidI

Rbmvavi‡Yi m¤ú‘; Zvi I we‡kl GKUv weeZb aviv i‡q‡Q| ZvB, wkKi [wkKo]-KvUv ms¯‹vi Av‡‘š evÃbxq bq| I‡Z AMMwZ e¨vnZ nqÓ (nyqvb- 1984 : 581)| nid ms¯‹v‡ii e¨vcv‡i wZwb ‘wU wel‡q we‡kl bRi w‘‡Z e‡j‡Qb| c_gZ, AvKw¯§K Avgš ms¯‹v‡ii ceZb DwPZ bq| wØZxqZ, ms¯‹vi †hb AwaK msL¨K PwjZ k‡ãi ie‡K we‡kl fv‡e weKZ bv K‡i|

†di‘vDm Lvb A, Av, B, C, D, E, G, I – GB AvUwU ¯^ieY Ges v, š, x, y, ~, ¨, „(F-Kvi) – GB AvUwU ¯^iwPý ivL‡Z Pvb| jÿYxq, wZwb F eYwU‡K ev‘ w‘‡”Qb Ges F-Kvi‡K ivL‡Qb| KviY wnmv‡e ej‡Qb F-m¤wjZ kã gvÎ 13wU – †mM‡jv Avevi ÔwiÕ w‘‡q I Pvjv‡bv hvq| wKšy F-Kvihy³ k‡ãi msL¨v 438| AZGe F-Kvi‡K AvKw¯§K fv‡e eR‡bi m‡½ hvM †bB|

H Ges J ev‘ w‘‡q‡Qb| wØ¯^‡ii Rb¨ c„_K Aÿi wb®c‡qvRb e‡j g‡b K‡ib wZwb|

‘xN C Ges ‘xN E-‡K evsjvq ivL‡Z Pvb| wZwb g‡b K‡ib, ‘xN¯^i ev‘ w‘‡j eYgvjvi mgZv× I we‡‘wk fvlv †_‡K kãMn‡Yi ÿgZv‡K ÿÿ Kiv nq|

B-Kvi, G-Kvi Ges I-Kv‡ii wPý‡K Aÿ‡ii Wvb cv‡k wj‡L G‡K AwaKZi aŸwb-^eÁvwbK Kivi c¯Íve Zvi| d‡j ÔwbÕ n‡e Ô‘šbÕ, Ô†‘kÕ n‡e Ô‘ɔkÕ, Ô†jvKÕ n‡e Ôj¨KÕ| I-Kv‡ii Rb¨ bZzb wP‡ýi (¨) c¯Íve K‡i‡Qb|

¯^iwP‡ýi †Kv‡bv ai‡bi weKwZ ._vK‡e bv| A_vr i, ï, i-n‡e h_vµ‡g – iy, kyi

ÔG¨vÕ aŸwbi Rb¨ c„_K eY Ab_K weåv‡Ui mwó Ki‡e e‡j wZwb g‡b K‡ib| Avevi evsjvq A-Kvi bv _vK‡K wZwb e‡j‡Qb, Ò†‘vI bq, eis MyÓ|[19]

GKwU bZzb ms‡KZmn †di‘vDm Lvb 35wU e¨ÄbeY ivL‡Z Pvb :

| | | |
|---|---|---|
| K L M N | P Q R S | U V W X |
| Z _ ‘ a | c d e f | i j o p |
| q n m k | g b 0 u | 0 ÿ Á |

(1) GLv‡b ev' †'qv n‡q‡Q T, Y, h, l, r, s, t| d‡j eÂbv wjL‡Z n‡e ÔebPbvÕ wnmv‡e| ÔYÕ ¯v‡b ÔbÕ e¨enZ n‡e| ÔhÕ ¯v‡b ÔRÕ-B h‡_ó| ÔkÕ Ges ÔmÕ _vKvi ci ÔlÕ Avi 'iKvi †bB| ÔZÕ _vKvi c‡i ÔrÕ Abvek¨K| s-Gi RvqMvq ÔOÕ e¨enZ n‡e| O-Gi myeav nj – Gi m‡•M Kvi wP‡ýi ms‡hvM P‡j| ÔtÕ-Gi KvR Pvjv‡bvi Rb¨ ÔnÕ ev wØZ e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i|

Ô(2) bZzb wPý wnmv‡e ÒOÓ c¯ve Kiv n‡"Q| GwU n‡e Aš—¯ e, hvi D"PviY Aviwe و ev Bs‡iwR ÔwÕ-Gi g‡Zv| d‡j, wek k‡ãi evbvb ñ‡e we | wKšyÔwe¤Õ evbvb ceer _vK‡e; †Kbbv we¤ evbv‡b e-Gi gj D"PviY ejer _v‡K, ÔlqvÕ-i g‡Zv nq bv|

(3) ÔÿÕ Ges ÔÁÕ-‡K c„K Aÿi wnmv‡e MY¨ Kiv n‡q‡Q| evsjvq cvq 100wU k‡ã ÔÿÕ Ges 55wU k‡ã ÔÁÕ-Gi e¨envi i‡q‡Q|

(4) Aveÿ nvmvbvr ÔmÕ Ges ÔˇÕ eR‡bi mycwik Ki‡j l †di'vDm Lvb GMÿjv‡K ivL‡Z Pvb| †di'vDm Lvb Rvbv‡"Qb, evsjv fvlvq †gvU hy³vÿ‡ii msL¨v 186; wKšyewfb ie (weKZ. ieMÿjvmn, wKšyF-Kvi ev' w'‡q) gvÎ 46wU|[20] hy³vÿ‡ii gjbwZ wVK ‡i‡L wZwb c¯ve Ki‡Qb : i-djv, †id l h-djv (Aek¨ h-djv‡K wZwb q-djv ej‡Z Pvb) – GB wZbwUi mswÿß ms‡KZ ( , , ¨) AcwiewZZ _vK‡e|[21] wKQzhy³vÿi wZwb †f‡O wjL‡Z Pvb| †hgb – T-m¤wjZ hy³vÿi (MÄ = MbR, PÂz= PbPz; þ (eþv = eggv); ý l n (wPý = wPbb) Ges n¨ (mn¨ = mRS)| Ab¨vb¨ hy³vÿ‡ii †ejvq mswkó AÿiMÿjvi cvïvv †Pnvivi eRvq _vK‡e| mshy³ †evSvevi Rb¨ mswkó AÿiMÿjvi c_gwU Ab¨‡'i Zzbvq AvKv‡i A‡bK †QvU n‡e (cvq A‡aK) Ges gvÎvnxb _vK‡e| Zvi g‡Z, UvB‡ci ev gy`‡Yi c‡ÿ l GB e¨e¯v we‡kl myeavRbK n‡e| gvÎ 16wU gvÎvwenxb †QvU Aÿi ivL‡jB Pj‡e : K, O, j, P, R, m, U, b, W, c, Z, ', a, g, e, n|

†di'vDm Lv‡bi Ônid mgm¨vÕ ce‡Üi GKwU Myiÿc~ w'K evsjv UvBc-ivBwUs c×wZ‡K mnRZi K‡i †Zvjv|[22] GB ce‡Üi †kl As‡k wZwb †ivgvb ni‡d evsjv †jLvi mgm¨vl Z‡j a‡i‡Qb| wZwb ej‡Qb, Bs‡iwR eYgvjv †kLvi c‡i l Aÿi-‡hvRbvi cšv bZzbf‡e wkL‡Z nq; evsjvq †mB evjvB †bB| evsjvq ÔeÕ Ges ÔDÕ wkL‡jB Zv‡'i mgš‡q MwVZ ÔeDÕ k‡ãi D"PviY †kLv n‡q hvq| A‡b‡K e‡jb, †ivgvb ni‡d evsjv wjL‡j Avgv‡'i c‡ÿ Bs‡iwR †kLv Ges we‡'wk‡'i c‡ÿ evsjv †kLv mnR n‡e| wKšyGB myeav kaygvÎ ni‡d/eYgvjvq – hv wKbv K‡qK

w‘‡bi †Póv‡ZB †kLv m¤e; wKšy†Kv‡bv fvlv AvqË Ki‡Z n‡j enyeQi mvabvi c‡qvRb| ZvQvov Aÿi-msL¨vi wnmv‡e Bs‡iwRi †P‡q evsjvi wjLb-‘yZ Kg n‡j I aŸwb-gvÎvi wnmv‡e Zv †ewk|[23]

## ৫.৫৩ মুনীর চৌধুরীর *বাঙলা গদ্যরীতি*

1949 mv‡j XvKvq Ôcee•M miKvix fvlv KwgwUÕ evsjv evbvb, wjwc I fvlvixwZ wel‡q wKQzbZzb c¯ve †ck K‡i| gybxi †PŠayix GB fvlv-ms¯‹vi wel‡q Zxe cwZwµqv e¨³ K‡ib|

*বাংলা গদ্যরীতি* (1970) M‡š wj‡L‡Qb, evsjv eYgvjv wb‡q hvuivB fwveZ n‡q‡Qb, Zvu‡`i cvq mevB O T Y I F C E Ges Kvi-wPý x ~eR‡bi civgk w‘‡q‡Qb| †KD †KD k I ‘yUvB QvuUvB Ki‡Z †P‡q‡Qb| †KD nq‡Zv O ivL‡Z †P‡q‡Qb s Qvo‡Z †P‡q‡Qb|

gybxi †PŠayix Avi I wj‡L‡Qb, c¯veKvix ev gZ c‘vbKvix‡‘i A‡b‡KB hy³e‡Yi †ÿ‡Î civgk w‘‡q‡Qb mewKQzwehy³ K‡i wjL‡Z| Gu‡`i g‡Z evbvb D"PviYgj~K n‡e Ges wØ‡Zi Rb¨ e-djv, g-djv, h-djv †jLv Pj‡e bv| wjwcgvjv †_‡K GMy‡jv ewRZ n‡e| †hgb ewRZ n‡e r t ÿ n¨ (mn¨) ¯¯ (¯v¯¨), Â (KvÂb), Á (Ávb) BZ¨vw‘ hy³vÿi †jLvi †iIqvR| F-Kvi, †id I i-djv, e-djv, j-djv, b-djv GMy‡jvI _vK‡e bv| hy³Zv †evSv‡Z meÎ c‡qvM Ki‡Z n‡e nmš| wZwb jÿ K‡i‡Qb, cvq mevB ¯ieY ÔG¨vÕ evov‡Z †P‡q‡Qb|

†di‘vDm Lvb cm‡•M wj‡L‡Qb, wZwb n¯‘xN ¯ie‡Yi ‘yUvB ivL‡Z †P‡q‡Qb Ges A-Gi Rb¨ GKwU bZzb Kvi-wPý I ceZb Ki‡Z †P‡q‡Qb| wZwb hy³eY ivLvi cÿcvZx Z‡e e‡Yi ic cwieZb bv K‡i| †di‘vDm †‘wL‡q‡Qb †h, hw‘ we‡kI 16wU e¨vÄbeY gvÎvnxbfv‡e ÿzvKv‡i wjwLZ nq Ges memg‡q †mMy‡jv‡K Avgiv njš Ávb Kwi, Zvn‡j †mMy‡jvB hy³e‡Yi Av‘¨vski‡c chy³ n‡q Abvqv‡m evsjv fvlvi hveZxq mshy³eY myPZ Ki‡Z cv‡i| Avevi, gyn¤§‘ knx‘yjvn cm‡•M wj‡L‡Qb, wZwb eYgvjv-ms¯‹v‡ii cwZ ¯‡i fvlvi eÿcwËi µgweKv‡ki K_v ¯§iY †i‡L‡Qb, kã D"Pvi‡Yi eYvq‡b Zrci n‡q‡Qb Ges evbvb-ms¯‹vi c¯ve Ki‡Z wM‡q Z™¢e, †‘wk I we‡‘wk k‡ãi †ÿ‡Î AwaKZi ¯vaxbZv MnY K‡i‡Qb| (gybxi 1970 : 22-23)

eYgvjv Ges wjwc-ms¯‹viKMY ‘vex K‡i‡Qb †h, Zvu‡‘i c¯ve MnxZ n‡j evsjv mn‡R †jLv hv‡e, ZvovZwo cov hv‡e, Abvqv‡m kã evbv‡b †jLv hv‡e Ges hš-gy`Y weNnxb n‡e| gybxi †PŠayix AevK n‡q jÿ K‡i‡Qb, GZrm‡Ë I c¯veKMY wb‡Riv ev Ab¨ †Kv‡bv †jLK Zvu‡‘i wb‡R‡‘i iPbvq bZzb eYgvjv ev evbvb MnY K‡ibwb; mvaviY cvVK ms¯‹vi-c¯veK‡‘i evK-

weZÐvq JrmyK¨ cKvk Ki‡jI eo iK‡gi ms¯‹v‡ii Rb¨ we›`ygvÎ e¨MZv cKvk K‡ibwb| Acic‡ÿ, A‡bK fvlwe‡Ái bx, wPšÍvwe` I mvwnwZ¨K mivmwi Gme ms¯‹vi‡ki we‡ivwaZv K‡i‡Qb| GB weiæ×ev`x‡`i g‡a¨ Av‡Qb Aveyj nvwkg, KvRx †gvZvnvi †nv‡mb, Gbvgyj nK, gyn¤§` Ave`yj nvB I iwdKzj Bmjvg| (gybxi 1970 : 24)

gybxi †P․axi e‡jb, eYgvjvi msL¨v nv‡mi d‡j evsjvq gy`Yhš¿ ev gy`‡jL h‡š¿i e¨envi mnRZi n‡e GiKg gxgvsmv A‡nZzK| KviY, h‡š¿i mxgveÜZv‡_ fvlvi A•Mnwb Kivi D‡`¨vM Mn‡Yi c‡ÿ DwPZ hš¿‡K fvlvi `v‡m cwiYZ Kivi Rb¨ `ymsKí nIqv|

**৫.৫৪ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর প্রস্তাব**

*বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*i KwZK-†cŠl 1969 msL¨vq cKvwkZ nq †gvdv¾j nvq`vi †P․axi ÔevOjv evbvb I wjwc ms¯‹viÕ ceÜ (†gvdv¾j 1984 : 599)| GB ce‡Ü wZwb evsjv wjwc I evbvb‡K aŸwbgyjK Kivi c¯Íve w`‡q‡Qb| wZwb e‡j‡Qb : ÒAvaywbK fvlv-we‡Áv‡bi g‡Z †Kv‡bv fvlvi c‡ÿ †kô e¨envwiK cwZwjwc (transcription) n‡"Q Zvi phonemic ev aŸwbeMxq cwZwjwc| GB cwZwjwci gyj bxwZB nj – Ôone symbol per phonemeÕ – A_©vr fvlvi AšMZ cwZwU phoneme ev aŸwbe‡Mi Rb¨ GKwU K‡i wPý ev nid _vK‡e|Ó (†gdv¾j 1984 : 605)

†gvdv¾j nvq`vi †P․axi g‡b K‡ib, †ivgvb eYgvjv evsjvi Rb¨ Abyc‡hvMx, Aviwe eYgvjvI ZvB| evsjv eYgvjvB evsjv fvlvi c‡ÿ me‡P‡q Dc‡hvMx| aŸwbeMxq (phonemic) wjwcgvjv‡K Av`k a‡i wZwb 30wU e¨ÄbeY Ges 7wU ¯^ieY c¯Íve K‡i‡Qb| wZwb c¯Íve K‡i‡Qb :

(1) c‡Z¨KwU aŸwbe‡Mi Rb¨ GKwU K‡i wPý _vK‡e| aŸwbe‡Mi cZxK eYM©yjv Qvov Ab¨ eYM©yjv eRb Ki‡Z n‡e|

(2) e¨ÄbeYM©yjv‡K kãe¨ÄbaŸwbi cZxK e‡j aiv n‡e| A_©vr e¨Ä‡bi wbwnZ A ¯^iaŸwb P‡j hv‡e|

(3) eZgvb Ôe¨ÄbwkZÕ A ¯^iaŸwb ¯^Zš¿fv‡e wPwýZ Ki‡Z n‡e| GB aŸwbi cZxK wnmv‡e bvMwi G-Kvi wPý ev EaŸKgv (Õ) e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i|

(4) †h ¯^iwPýM©yjv mswkó e¨Äbe‡Yi evg w`‡K †jLv nq, †mM©yjv‡K Wvb w`‡K †jLvi ixwZ cPwjZ Ki‡Z n‡e| †hgb : †`k = `ɔk, †ewk = eɔkx|

(5) hy³vÿiM©yjv‡K µgk wehy³ K‡i wjL‡Z n‡e| Dc‡ii (2) I (3) msL¨K wbqg KvhKix Ki‡j nmš Qvov hy³aŸwb (†hgb – ¯, ³) wjL‡Z ‡Kv‡bv Amyweav n‡e bv|

†gvdv¾j nvq‘v‡ii c¯’weZ wbqg-Abyhvqx GB nidMy‡jv ev‘ hv‡e :

T, Y, h, l, ÿ, p, s, t, r

C, E, F, ঌ, H, J

†gvU c‡biwU eY© ev‘ w‘‡Z n‡e| wP‡ýi g‡a¨ ev‘ hv‡e – w, ~ n¯ D I ‘xN E-Gi ie©‡f‘My‡jv (†hgb – iæ, i∫); nmš— ( ); GgbwK „(F-Kvi) I wewfb dj v (†hgb : i-dj v, j-dj v)|

bZb ni‡di AvMgb NU‡e gvÎ GkwU – e (w); bZb wP‡ýi AvMgb NU‡e gvÎ GKwUÑ ô (A-Kvi)| ô‡ ô Avi ô‡ vô Gi cwie‡Z bZb wPý Avm‡e h_vµ‡g ôঽô Ges ôšô|

†gvdv¾j nvq‘v‡ii c¯’v‡e evsjv eYgvjv m¤úY©fv‡e aŸwbgƒjK (alphabetical) n‡q DV‡e| wKšyAvgv‡‘i eYgvjv gƒZ Aÿigƒj K (syllabic)| d‡j Zvi c¯’ve KvhKi Ki‡j wjwc I evbvb cyivcywi aŸwb-^eÁwbK n‡e m‡›‘n †bB, wKšyk‡ãi ewn¨K Aeqe cwië‡q hv‡e A‡bKLwb|[24] Zvic‡il GB c¯’ve wZwb KvhKi Ki‡Z Pvb Ges c‡qvR‡b ‘k eQi a‡i chvqµ‡g GKUzGKUzK‡i ie©vši NUv‡Z Pvb|

### ৫.৫৫ আবদুল কাইউমের মূল্যায়ন

†gvnv¤§‘ Ave‘yi KvBDg ôevsjv wjwc I evbvb ms¯‹vi ô ce‡Ü (KvBDg 1984 : 640) evsjv wjwc I evbvb ms¯‹v‡ii HwZnvwmK cUf‚wg Av‡jvPbv K‡i‡Qb| wZwb gƒZ cwZôwbK I e¨w³MZ c¯’v‡ei MnY‡hvM¨ I MnY-A‡hvM¨ w‘KMy‡jv Avjv‘v Kivi †Póv K‡i‡Qb|

evsjv wjwc ms¯‹v‡ii wewfb c‡Póvi BwZnvm Av‡jvPbv K‡i Ave‘yi KvBDg (KvBDg 1984 : 647) †‘L‡Z †c‡q‡Qb –

K. †Kv‡bv †Kv‡bv †ÿ‡Î c”Qb ivR‰bwZK D‡Ïk¨ wbwnZ _vK‡j I †gvUvgywUfv‡e evsjv evbvb I D”Pvi‡Yi ^elg¨ ‘ƒ Kivi Rb¨ wewfb ms¯‹vi c¯’v‡ei AeZviYv n‡q‡Q|

L. AwaKvsk c¯’v‡eB evsjv D”Pvi‡Y †bB Ggb KZKMy‡jv eY ev‘ †‘qvi K_v ejv n‡q‡Q|

M. †Kv‡bv †Kv‡bv †ÿ‡Î Aÿ‡ii AvKwZMZ cwieZb A_ev bZb wPý ceZ‡bi K_v ejv n‡q‡Q|

†gvnv¤§‡ KvBDg g‡b K‡ib, evsjv eYgvjvi eYMy‡jv AZ¨š ^eÁvwbKfv‡e mnR wbq‡g web¨¯; Zv‡K wePvjZ Kiv gv‡bB mnm erm‡ii HwZn¨ †_‡K wewQb n‡q cov|

fvlv I wjwci Aš‡i cwieZ‡bi dêgwiv me‘vB cengvb| memvavi‡Yi ARv‡š wKQzbv wKQz cwieZb mwaZ n‡q‡Q, n‡”Q Ges fwel¨‡Z I n‡e| cvPxb cy_i wjwc‡Z wKQzhy³vÿi wQj hv QvcvLvbv ceZ‡bi m‡•M m‡•MB cvq †jvc †c‡q‡Q| †hgb – A‡bKUv Ô½uÕGi b¨vq ÔK¦Õ, Ô¤Õ-djvi b¨vq ÔgšÕ, ÔhÕ-Gi b¨vq ÔmšÕ, ÔZ¨Õ-djv, Ôn¨Õ-djv Ges †KšwYKwPý-wewkó hy³vÿi| jvB‡bv UvB‡ci hy‡M G‡m ÔF-KviÕ ev Ô†idÕ e¨Äbe‡Yi wb‡P ev Dc‡i bv w‘‡q c‡i emv‡bv n‡”Q Ges D-Kviwewkó hy³vÿiMy‡jvi cwieZb NU‡Q|

Ave‘yj KvBD‡gi g‡Z¨vq‡b G‡m‡Q n¨vj‡nW, DBwjqvg †Kwi, ivRv ivg‡gvnb ivq †_‡K kÿvK‡i we‘¨vmvMi, B›‘bv_ e‡›‘¨vcva¨vq, †hv‡MkP›‘ ivq cgyL e¨w³i c¯ve| GKBm‡•M 1838 mv‡j Ô†e•Mj †nivìÕ cwÎKvq cKwkZ c¯ve, 1936 mv‡j cKwkZ KwjKvZv wekwe‘¨vjq evbvb-ms¯‹vi mwgwZ-i mÎvewj, 1949 mv‡ji Ôcee•M miKvix fvlv KwgwUÕi c¯ve, 1962 mv‡j evsjv GKv‡Wwg KZK.MwVZ Dcms‡Ni wm×vš Ges 1967 mv‡j XvKv wekwe‘¨vj‡qi wkÿv cwil‡‘i mycwik – GMy‡jv wb‡q I †gvnv¤§‡ KvBDg Av‡jvPbv K‡i‡Qb| cvewÜ‡Ki wbR¯ c¯ve GLv‡b c”Qbfv‡e G‡m‡Q| wZwb g‡Z AZxZ c¯ve I Ab¨‡‘i g‡Zi g‡Z¨vqb K‡i‡Qb| ce‡Üi †k‡l wZwb ej‡Qb, ÒZrmg k‡ãi cwigvY †hLv‡b µ‡g nvm cv‡”Q, †mLv‡b Z‘fe k‡ãi evbvb wbavi‡Y me‡ÿ‡Î Zrmg k‡ãi ‘vi¯ _vKvi c‡qvRb KZUKz cy‡ivq †f‡e †‘Lv ‘iKvi|Ó (KvBDg 1984 : 653)

### ৫.৫৬ জ্যোতিভূষণ চাকীর বিযুক্ত-অক্ষর

†R¨wZfIY PwK wj‡L‡Qb Ô†mBLv‡bB †Zv fZ : Kx n‡e LwU evsjv e¨vKi‡Yi ieÕ (†R¨wZfIY 2007 : 257)| iex›‘bv‡_i cm•M †U‡b ej‡Qb, †h-evsjv‡K wZwb cvKZ.evsjv ej‡Zb, Avgiv GLb ejwQ gvb¨ PwjZ evsjv|

Zrmg-AZrmg wefvRb †R¨wZfIY PwKi Kv‡Q Mvn¨ bq| wZwb wj‡L‡Qb, †h-kã‡kwYi evbvb e‘j n‡”Q Zv‡K ejv n‡”Q AZrmg; wKšy21 †KwU evOwji kZKiv cuP Rb I ms¯‹Z.kã‡K kbv³ Ki‡Z cvi‡e wK-bv m‡›‘n|

†R¨wZf©Y PwK wj‡L‡Qb, bZzb evbvb ceZbvi m‡•MB wjwcms¯‹vi (g‡Z ¯'Q Kiv) fvev n‡q‡Q| evsjv AvKv‡`wgi cwZôvjM (1986) †_‡KB G wel‡q fvebwPšÍv kyiæ n‡q‡Q| GB cm‡•M †h e‡ovaK‡gi †mwgbvi n‡qwQj Zv MšKv‡i wjwce× nq *প্রসজ্ঞা : বাংলা ভাষা* bv‡g 'wU weFv‡M : evbvb I wjwc| GiB m‡© a‡i evbvbms¯‹vi I wjwc-wel‡q wfwËcÎ iwPZ nq| wfwËc‡Îi c‡i gvb¨ civgk we‡ePbv K‡i iwPZ nq msyikcÎ| cwðge•M, evsjv‡`k, Amg, wÎcyiv weØ¾b‡K GwU cvVv‡bv nq| GB ¯'QKiY-evbvbms¯‹vi we`¨vmvMiB kyiæK‡iwQ‡jb| ¯'QZv Avbvi Rb¨ jvB‡bvi ceZb nj| m‡y›ikP›`ª gRyg`vi, ivR‡kLi emy Gi D™¢veb Ki‡jb| *আনন্দবাজার পত্রিকা* m‡MŠi‡e jvB‡bv MnY Kij| GB cwÎKvi wewµ †Zv KgjB bv, eis A‡bK †e‡o †Mj| *কিশলয়* jvB‡bv‡Z Qvcv n‡qv‡Z gvZKv wkkywkÿv w`‡Z wM‡q ¯^w¯Íi wbtkvm †dj‡jb|

wZwb ck K‡ib, Òþ bv wj‡L n-Gi wb‡P g wjL‡j whwb en¨ Zvu ¯^i‡ci †Kv‡bv nwb nq? ...Avi, †n Kl.Ki¥wmÜzZvg †Zv AvO‡j †Mveab aviY Ki‡j, †Zvgvi wc‡Vi cvjvU mwi‡q GKUz¯^w¯Í bvI-bv| ÔYÕ-†K kxPi‡Y iv‡Lv| ÿwZ Kx? ÔYÕ †Kv_vq _vK‡e †m †Zvgvi B‡”Q| Zv chšÍ ‡K e‡j 'vI|Ó wZwb e‡jb, †h-wkkyiv jvB‡bv‡Z *কিশলয়* c‡o‡Q, e‡ov n‡q Zv‡`i hy³vÿi co‡Z Amyweav nqwb| Avi hw` Zviv ew•Kg-we`¨vmvMi c‡o, Zv‡`i †Kv‡bv Amyweav n‡e bv, KviY Zviv ZLb ¯'Q ew•Kg, ¯'Q we`¨vmvMiB co‡e| Av‡Mi eBMy‡jv _vK‡e eo eo jvB‡ewi‡Z|

## ৫.৫৭ পবিত্র সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিপাত

cweÎ miKvi evbvb-msµvšÍ we¯Íwi Z Av‡jvPbv K‡i‡Qb Zvu *বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা গ্রন্থে* (1987)[25]| GB M‡šÍ †jLK e‡jb, evsjv evbvb ms¯‹vi wel‡q MnY‡hvM¨ wZbwU bxwZ i‡q‡Q| GMy‡jv nj (cweÎ 2004 : 38-39) – GK. evsjv evbvb n‡Z cv‡i aŸwbmsev`x; `yB. Zrmg k‡ãi g‡Z evbvb eRvq †i‡L ewKMy‡jv‡K Kg‡ewk aŸwbmsev`x K‡i †Zvjv †h‡Z cv‡i; wZb. †hgb Pj‡Q †ZgbB Pj‡Z cv‡i|

†jLK g‡b K‡ib, evsjv evbvb †Kv‡bv GKwU bxwZi Øviv GKgwÎKfv‡e wbiwšZ n‡Z cv‡i bv| evbvb-bxwZi weKí m¤¢vebvi g‡a¨ wØZxqwU AwaKZi ev¯Íe I e¨enwiKZvi w`K †_‡K m•MZ| Z‡e G KvR Avi I mywbawiZ Ki‡Z wKQz wel‡qi cwZ g‡bv‡hvM nIqvi c‡qvRb i‡q‡Q e‡j wZwb g‡b K‡ib| wel qMy‡jv nj : c_gZ, Zrmg k‡ãi Ae¨wZµgx evbvb evsjvq MnY Ki‡Z n‡e; wØZxqZ, AaZrmg I Z™¢e k‡ã Zrmg evbv‡bi AbymiZ KZUv _vK‡e, ev Zv KZUv

aŸwbmsev‘x n‡e – Zvi ¯vqx gxgvsmv Kiv c‡qvRb; ZZxqZ, †‘wk-we‡‘wk evbvb g‡Z aŸwbmsev‘x Ki‡Z n‡e; PZzZ, evbvb c×wZi mijxKi‡Yi Rb¨ eYgvjvi Dcv‘vb I wjwcc×wZi †hUKz ms¯‹vi c‡qvRb ZvI Ki‡Z n‡e| (cweÎ 2004 : 44)

Zrmg k‡ãi evbvb m¤ú‡K †jLK iÿYkxj g‡bvfve †cvlY K‡i‡Qb| Z‡e G‡ÿ‡Î I wKQzwKQz mgm¨v †_‡K †M‡Q| †hgb; Zrmg k‡ãi evbv‡b n¯ I ‘xN ¯‡ii e¨envi m¤ú‡K †jL‡Ki gZ nj, ‘ªy iK‡gi ¯iwP‡ýi c‡qvM ¯xKZ.n‡j n¯¯i‡K MnY Kiv DwPZ| G‡Z evbvb-weeZ‡bi mvavviY ceYZvi m‡•M m•MwZ ˆZwi n‡e| wemMmwÜRvZ I-Kvi m¤ú‡K e‡j‡Qb, †h kãMyjv mgvme× kã wnmv‡e I-Kvimn evsjvfvlvq G‡m‡Q, †mMyjvi I-Kvi‡K †Zvjvi c‡qvRb †bB| wKšycieZx †h †h kãMyjvi mgvm ms¯‹‡Z wQj bv, †mMyjvi c„K c„K Ask hw‘ evsjvq _v‡K, Z‡e evsjv wbq‡g Zvi I-Kvi ev‘ w‘‡j I Pj‡Z cv‡i| †hgb – gb‡hvM †jLv †h‡Z cv‡i, wKšygbig bq; KviY ÔigÕ K_wU c„Kfv‡e evsjvq †bB| Zrmg k‡ãi evbvb m¤ú‡K Zvui wm×vš nj –

> Zrmg k‡ãi evbv‡bi GKwU mgm¨v‘ó ie Lvov Ki‡Z n‡j A‡bK †ÿ‡ÎB cPwjZ Af¨v‡mi evB‡i †h‡Z n‡e| Zv hvIqv m•MZ nZ hw‘ evsjv †jLvq kãyn¯¯iwPý e¨env‡ii GKwU AwеKí bxwZ Avgiv cwZôv Ki‡Z cviZvg| Zv GB gyn‡Z m¤e bq, Kv‡RB †hš_ Af¨v‡mi MwZ eySB Avgv‡‘i Pj‡Z n‡e| (cweÎ 2004 : 38-39)

Z™e I AaZrmg k‡ãi †ÿ‡Î eo mgm¨v nj – Zv KZUv eÿrcwË-Abymvix n‡e, Avi KZUv aŸwbmsev‘x n‡e Zv wbavviY Kiv| †jLK G‡ÿ‡Î †‘wL‡q‡Qb, µgk evbvb aŸwbmsev‘x n‡”Q| wZwb wb‡RI g‡b K‡ib, GB ceYZv ÔAwbeZbxqÕ Ges ÔAcwZ‡iva¨Õ| µgk G RvZxq mg¯ k‡ãi evbv‡bB D”Pvi‡Yi AwaKvi we¯vi jvf Ki‡e| Z‡e, Z™e I AaZrmg k‡ãi evbv‡b wKQz mgm¨v i‡q †M‡Q| †hgb, KwjKvZv wekwe‘¨vj‡qi evbvb ms¯‹vi mwgwZ Ôevsjv evbv‡bi wbqgÕ cy¯Kvi ZZxq-ms¯‹i‡Y Z™e I AaZrmg k‡ãi evbv‡bi †ÿ‡Î bvixevPK kã C-cZ¨q c‡qv‡Mi mycwik Kiv n‡qwQj| †jLK evsjv bvixevPK cZ¨‡q m¤e‡ÿ‡Î n¯¯iwP‡ýi e¨envi m•MZ g‡b K‡ib| KviY, wZwb e‡jb, Òevsjv fvlvq wj•M A_evPK, ms¯‹‡Zi wj•M e¨vKiYMZÓ (cweÎ 2004 : 65)| AaZrmg I Z™e k‡ãi Avi GKwU mgm¨vi †ÿÎ H, J| †jLK G‡ÿ‡Î mycwiwPZKgv‡ii hy³‡K mg_b K‡ib A_vr evsjvi QwšeŸkwU †hŠwMK ¯i‡K hw‘ mswÿß bv Kiv hvq, Z‡e AB/IB; AD/ID-†KI Zv Kivi c‡qvRb †bB|

e¨ÄbaŸwb iÿv I eRb wel‡qI cwieÎ miKvi Züi e³e¨ †i‡L‡Qb| ÔYÕ eR‡bi c¯'ve K‡i‡Qb wZwb| h R-Gi †ÿ‡Î wKQz e¨wZµg Qvov k‡ãi kÿZ ÔhÕ iÿv Kivi †Kv‡bv b¨vh¨ wfwË Av‡Q e‡j wZwb g‡b K‡ib bv| k I m-Gi †ÿ‡Î ms¯'vi mwgwZi wb‡'kI Zü gbtcyZ nqwb| †kI chš wZwb wm×vš K‡i‡Qb ÒZ™e k‡ãi evbv‡b aŸwbmsev'x evbvb Aek¨B †jLv DwPZ| Zv‡Z hw' h †K R Ges I-m-†K k w'‡q DrLvZ Ki‡Z nq †mK_vI fve‡Z n‡e|Ó (cwieÎ 2004 : 72)

wZwb e‡jb, AaZrmg k‡ãi evbv‡b wbw'ó ie †bB| ZvQvov wKQzwKQz AaZrmg kã ¯iaŸwbi Aíwe¯i cwieZ‡b ZrmgÔi KvQvKwQ †_‡K †M‡Q| Gme †ÿ‡Î wZwb Zrmg k‡ãi evbv‡bi ˆbKU¨ eRvq ivLv DwPZ e‡j g‡b K‡ib| Z‡e wZwb hy³e¨Äb iÿv Kivi cÿcvZx| †h‡ÿ‡Î hy³e¨Ä‡bi ie A¯"Q †m‡ÿ‡Î Zv‡K ¯"Q Kivi c¯'ve †i‡L‡Qb|

Ôevsjv wµqvc‡'i evbvbÕ kxIK Av‡jvPbvq ej‡Qb, Ly e Aí K‡qKwU bvgavZz‡K ev' w'‡j PjwZ evsjv ev gyLi fvlvq e¨enZ evsjv wµqvc'MyJjv g~Z AaZrmg, Z™e I †'wk kãfvÐv‡ii AšMZ| G‡ÿ‡Î †jLK AaZrmg wµqvc‡'i evbvb eÿcwËg~K ivLvi cÿcvZx| Avi †h mg¯ avZz‡'wk D™‡ei, A_vr hv‡'i Zrmg k‡ãi m‡•M eÿcwË-m¤Ü †bB, Zv‡'i D"PviY-Abyvix evbv‡b Zü AvcwË †bB| wµqvc‡'i avZzev †Kv‡bv As‡kB EaŸKgvi e¨envi wZwb mg_b K‡ib bv| GQvov, mvaviY AZxZKv‡ji c_g cyyl i -j, wbZ¨eË AZx‡Zi c_g cyyl -Z Ges mvaviY fwel¨‡Zi DËg cyyl i i‡e -e – Gme †ÿ‡Î wefw³i D"Pvi‡Y evbv‡b I-Kvi †'qvi cÿcvZx bb wZwb|

Ôwe‡'wk k‡ãi evsjv wjc¨šiÕ As‡k ej‡Qb, evsjvq we‡'wk k‡ãi cwZeYxKiY cm‡•M wZbwU ck I‡V : GK. we‡'wk k‡ãi Bs‡iwR ga¨¯Zvq cvIqv D"PviY †g‡b †bqv n‡e wKbv; 'y. we‡'wk k‡ãi g~ D"PviY †R‡b evsjvq Zv †jLvi †Póv Kiv DwPZ n‡e wKbv Ges wZb. evsjv fvlvi ¯vfweK D"PviY I aŸwbZË †g‡b wb‡q g~ D"PviY I evsjv cwZeYxKi‡Y GKUv Avcmidv ˆZwi Kiv n‡e wKbv| cwieÎ miKv‡ii cÿcvZ ZZxq weK‡íi w'‡K| evsjv k‡ãi Bs‡iwR cwZeYxKi‡Yi †ÿ‡ÎI †jLK D"PviY I evbvbixwZi m‡•M Avcm K‡i Pjvi c‡ÿ|

cwieÎ miKv‡ii Av‡iKwU MyiZ¡c~Y Av‡jvPbv Ôevsjv wjwc-ZËÕ| Zü g‡Z, evbv‡bi Av‡jvPbvq ¯vfweKfv‡eB wjwci cm•M G‡m c‡o| wjwcms¯'vi wel‡q †jL‡Ki e³e¨ : (K) Kvi-wPýMyjv e¨Ä‡bi c‡i G‡b linear Kiv 'iKvi; (L) djv-wPýMyjvi A¯"QZv '~ K‡i †mMyjv‡K ¯"Q Kiv 'iKvi; (M) evsjvq enye¨enZ ¯iaŸwb ÔA¨vÕ i GKwU wbR¯ eY Ges ÔKviÕ D™weZ nIqv

‘iKvi| †jLK GB ÔA¨vÕ-i gš¿eY wnmv‡e ᵜ Ges Kvi wnmv‡e ɛ wPý ‘ש e¨env‡ii c¯ve w‘‡q‡Qb| (cwe Î 2004 : 51-52)

wZwb evsjv eYgvjvi cÖwieb¨v‡mi c¯ve K‡i‡Qb| Zvu c¯weZ eYgvjv GiKg :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | Av | B | C | |
| D | E | G | I | |
| H | J | F | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | _ | ‘ | a | b |
| c | d | e | f | g |
| h | i | o | p | j |
| q | k | l | m | n |
| r | s | t | u | |

**৫.৫৮ জামিল চৌধুরীর *বানান ও উচ্চারণ***

*বানান ও উচ্চারণ* (1990) M‡š Rwgj †PŠayix wj‡L‡Qb, A‡b‡Ki aviYv evsjv evbvb c×wZ AZ¨š KwVb I RwUj| ‘ש R, ‘ש Y, wZbwU k Ges n¯-‘xN ¯‡ii Rb¨ ¯Zš wPý evbvb‡K Avil ‘ijn K‡i‡Q| A‡b‡K g‡b K‡ib, mnR Ki‡Z n‡j GKB aŸwbi Rb¨ GKwaK e‡Yi e¨envi cwinvi K‡i D”PviYvbyM evbvb †jLv DwPZ|

wKšyRwgj †PŠayix e‡jb, Ggb A‡bK fvlv‡ZB Av‡Q| wZwb cÖk iv‡Lb, Òm¤e wK Aviwe‡Z K, R, Z, m A_ev n aŸwbi Rb¨ GKwU K‡i eY e¨envi‡i K_v wPšv Kiv wKsev Bs‡iwR‡Z GKB aŸwbi Rb¨ GKwaK e‡Yi e¨envi cwinvi Kiv?Ó (Rwgj 1990 : 09)|

evsjv fvlvi †ÿ‡Î eis GKwU K_v †Rvi w‘‡q wZwb e‡j‡Qb – cÖ_ex‡Z †h-MyjK‡qK Avayb K fvlvi evbvbc×wZ k;Ljvhy³, Aštm•MwZc¨ I aŸwb-wb‡‘wkZ, evsjv fvlv Zvi Ab¨Zg| evsjv evbvbc×wZ GZ mnR I weÁvbm¤§Z †h Zv Rvbevi ev g‡b ivLevi Rb¨ ˆeqvKiY nIqvi c‡qvRb nq bv|

**৫.৫৯ শঙ্খ ঘোষের সরলায়নে পক্ষপাত**

*শিক্ষাদর্পণ* gvP 2006-G cKwkZ Ôfvlvi K_vÕ kxlK GK ce‡Ü k•L †NvI e‡jb, KjKvZv wekwe'`¨vj‡qi evbvb ms¯‹v‡ii ÔawUPÕ †\_‡K m¤úwZKvj chš eo iK‡gi †Kv‡bv †gŠwjK e'j N‡Uwb| wZwb G-I ej‡Qb, Ò†h-†Kv‡bv cm‡•MB †nvK bv †Kb, m‡PZb Av‡qvR‡b †Kv\_vI †Kv‡bv cwieZb Avb‡Z †M‡j A‡bKw`‡bi cPwjZ Af¨v‡m GKUv Nv jvM‡e, GUv ¯vfvweKÓ| (k•L 2005 : 36)

†Kv‡bv e¨Ä‡bi m‡•M GKwUgvÎ D-Kvi hy³ Kievi Rb¨ `iKvi nq Pvi iK‡gi wPý : Kzi¤ ï û; `yiK‡gi E-Kvi : K~i;; `yiK‡gi F : K.ü| GMy‡jv GKiKg K‡i †`qvi c¯ve Zzi : Kziykz nyK~i;~K.n,|

wZwb ej‡Qb, e¨Ä‡bi m‡•M e¨Ä‡bi †hv‡M ˆZwi †h ie©My‡jv, Zvi RwUjZv Avil †ewk| weØvb gvbylI A‡bKmg‡q µ Avi Î¤-Gi c‡f` jÿ K‡ib bv, Ä Avi Á-†K GKvKvi K‡i †d‡jb| A‡b‡KB ò-†K e‡j e‡mb I Avi T-Gi †hvMdj| GB Kvi‡Y hy³e¨Ä‡bi ms‡hvMgwZ‡Z `ªy e¨Äb‡K ¯úófv‡e †`Lv‡j †jLv Avi cov `yqiB c‡ÿ jvfRbK n‡Z cv‡i| µ bv wj‡L K, Â bv wj‡L ক্ষ, Ä bv wj‡L ঞ্জ½-i e`‡j •M, ³-i e`‡j ক্ত, þ-i e`‡j nż wjL‡j c_‡g Af¨vmMZ wKQzAmyeav nq‡Zv n‡Z cv‡i, wKšyIkI chš G cwieZb g•MjRbK|

Aek¨ mg¯ †ÿ‡ÎB ¯úóZv ev ¯"QZvi GB c¯ve Avbv hvqwb GLbI, †Kbbv Î Ì Á cgyL hy³e¨Äb‡K ¯"Q ie© †`evi c‡\_ wjLbMZ evav Av‡Q| †hMy‡jv cvjUv‡bv n‡q‡Q, wjLbMZ evav †h Zvi I †Kv‡bvLv‡b †bB Ggb bq| †hgb aiv hvK × †\_‡K `a-Gi ie©všì| `a ¯"Q e‡U, gÿYh‡šI Zv G‡m hv‡e mn‡R, wKšyhv‡Zi †jLvq Zv †ek mgm¨vRbK| A‡bKMy‡jv hy³e¨Ä‡bi cyivbv ie© †hgb cvjUv‡bv nqwb, †Zgwb Ô×Õ-Gi cwieZbUv‡KI Gwo‡q hvIqv hvq wKbv Zv we‡ePbv Ki‡Z e‡j‡Qb wZwb|

k•L †NvI **বলেন,** wjwcwel‡q mgm¨v wKšyG bq †h K‡qKwUU hy³e¨Äb‡K e`‡j †`qv n‡"Q| mgm¨v eis GB †h, wjwccm‡•M `yGKwU Riyi cwieZb GLbI m¤úb Kiv hvqwb| mËi eQi Av‡M ivR‡kLi emywj‡LwQ‡jb : ÒCat-Gi a-i D"PviY eySvBevi Rb¨ GKwU bZzb ¯ieY I Zvi †hvR¨ ie© nB‡j fvj nq|Ó GiKg ie© †`qvi Rb¨ we‡kl `ªy wP‡ýi c¯veI wZwb w`‡qwQ‡jb Ges iex›`bv\_ Zv cQ›` K‡iwQ‡jb| Zey Pvicv‡ki ck‡qi Afv‡e Zvi ceZb Kiv hvqwb|

gYx›‘Kgvi †NvI Avi wkwkiKgvi ‘vk wg‡j wfb GKwU wP‡ýi Rb¨ myçwik K‡iwQ‡jb, †mwU cQ›‘ bv n‡j weØ¾b‡K Ab¨ †Kv‡bv wP‡ýi K_v fve‡Z Abyiva K‡iwQ‡jb| k•L †NvI ej‡Qb, fvev †h G‡Kev‡i nqwb Zv bq, wKšy†kl chš G wel‡q †Kv‡bv mem¤§Z wm×v‡š †cŠQv‡bv hvqwb| ÔGÕ ÔGÕ KLbI ÔGÕ (GLyb), KLbI ÔA¨vÕ (GLb), G-Kvi w‘‡q KLbI Ô†‘wLÕ KLbI Ô†‘IiÕ| A¨v †evSevi Rb¨ ¨v-wP‡ýi GKUv mgm¨v GB †h, G‡K †KD †KD h-djv Av-Kv‡ii m‡•M GKvKvi K‡i †d‡jb| A_vr Ôe¨vemvwqKÕ Avi Ôe¨vemv,Õ GB ‘y k‡ãi Ôe¨vÕ ‘y‡K GKB †Mv‡Îi e‡j a‡i †bb| G Kvi‡Y A¨v D”Pvi‡Yi Rb¨ ¯Zš GKUv wP‡ýi ‘iKvi wQj| k•L †NvI অবশ্য এ-ও বলছেন, †m-wPýUv ˆZwi n‡j †mvi‡Mvj nZ AviI †ewk|

wZwb e‡jb, evsjv fvIvq hw‘ GKwU B GKwU D GKwU b GKwU k K‡i †‘qv †hZ, Zvn‡j †Kv‡bv gykwKj wQj bv| evbv‡bvi mijxKi‡Yi LwZ‡i †miKg c¯veI †KD †KD K‡i‡Qb| C E Y I eRb Kievi K_vI D‡V‡Q †Kv‡bv †Kv‡bv ¯‡i| wKšyhv‡K Zrmg ejv nq, evsjvq †Zgb k‡ãi cvP‡hi Rb¨ IB c¯v‡ei w‘‡K G‡Mv‡Z †KD ZZ mvnm K‡ibwb, mewKQzÔGKvKvi K‡i †‘IqvÕ m¤¢e nqwb|

mgvme× i‡c †cŠQv‡j Kgx MYx gšx RvZxq C-Kvivš k‡ã B-Kvi G‡m hvq, †hgb Kwge¸‘ MYMY gwšmfv| †Kbbv, kãMyjvi g‡a¨ ic Kwgb MYb gwšb| wKšyevsjvq Kgx MYx gšx kãMyjv‡KB g‡a¨ i‡c Rvb‡Z Avgiv Af¨¯ e‡j A‡b‡KiB nv‡Z P‡j Avm‡Z Pvq Kgxe¸‘ MYxMY gšxmfv| ms¯‹Z.wbqg Abyhvqx GMyjv fzj| wKQzKvj Av‡MKvi wfb GKUv c¯ve wQj Bb-fvMvš kãMyjv‡K B-Kvivš K‡i †jLvi| A_vr Kgx MYx gšx bq, Kwg MwY gwš| †NvI e‡jb, mvnm K‡i †mUv Ki‡Z cvi‡j e‡ov GKUv mgm¨vi wbimb n‡Z cviZ| wZwb ck †i‡L‡Qb, ÒC-Kvi‡K hw‘ fvIv †_‡K mg‡j eRb Kiv bv-B hvq, Zvn‡j cPwjZ hyeZx †kYx iRbx Zix ZiYx †_‡K †M‡j Kx Ggb Amyeav n‡Zv?Ó (k•L 2005 : 39)

৫.৬০ সুভদ্রকুমার সেনের আকাদেমির বানানে সমালোচনা

my¯‘Kgvi †mb ÔbZzb cvV¨µg cm‡•MÕ †jLvq AvKv‡‘wg cKwkZ evbvb Awfav‡bi mgv‡jvPbv K‡i e‡j‡Qb, Ò†h-eB GL‡bv chš m¤úY©Zv cvqwb †m eB‡K Aek¨cvV¨, GKgvÎ I AwØZxq Mš GiKg Dw³ Kiv ev Gai‡bi wb‡‘k †‘Iqv LyeB cwiZv‡ci welq|Ó (my¯‘Kgvi 2005 : 63)

wZwb e‡jb, hui ÔAvKv‡‘wgÕi bZzb evbvb‡K ¯vMZ Rvwb‡qwQ‡jb, ZuivB bZzb evbvb e¨enyi kiy Ki‡Z cv‡ibwb| KviY, Af¨vm mn‡R hvq bv| KwjKvZv wekwe‘¨vjqI bZzb evbvb wb‡q

Ô†RviRei'w¯Ô ev ÔPvcvPwcÔ K‡ibwb| Zuiv GB evbvb‡K mg‡qi nv‡Z †Q‡o w'‡qwQ‡jb – mwVKfv‡eB Zuiv AbyMgb K‡iwQ‡jb ax‡i ax‡i GKUv Av'k M‡o DV‡e|

my¯'Kgvi †mb e‡jb, evbvb Awfav‡bi msKjKiv 'ÿy axiom-Gi Ici Zy'i wm×vš Lvov K‡i‡Qb| c_gwU wm×vš nj – evbvb D"PviY-Abyl n‡e; Avi wØZxqwU nj – evsjv fvlvq 'xN ¯iawb D"Pvi‡Y †bB| Zy'i GB axiom 'ÿy‡K wePvi K‡i‡Qb my¯'Kgvi| wZwb ej‡Qb, evbvb D"PviY-Abyl Kiv m¤¢e bq| Gi cavb KviY, fvlvZ‡Ëi KvhKviY-m‡Î D"PviY Zzjbvg~jKfv‡e '¤Z cvëv‡j I evbvb cvëvq bv| Avi GB Kvi‡Y Bs‡iwR Ôi' bit Ges bite, pin Ges pine BZ¨vw' k‡ã wfbfv‡e D"PwiZ nq| wZwb e‡jb, Z‡e Bs‡iwR‡Z nqwb e‡j Ab¨ fvlvi †ÿ‡Î I n‡e bv GUv †Kv‡bv hyw³ bq| †Póv K‡i †'L‡Z †Kv‡bv †'vl †bB| †mB wnmv‡e evsjv AvKv‡'wgi GB D‡'¨vM cksmbxq| wKšywZwb ej‡Qb –

> GB †Póvi djUv wK 'uo‡q‡Q? Avgiv mK‡jB Rwb †h evsjvq ÔGÕ ¯iaŸwbi 'ÿy D"PviY †hgb Ô†ejvÕ| GKwU cvB Ô†ejv e‡n hvqÕ-G Avi Ab¨wU cvB Ô†ejw'w'Õ-‡Z| GKwUi D"PviY Zzjbvg~jKfv‡e weeZ Ab¨wU mseZ| wjwc‡Z weeZ D"PviYwU ¯úó K‡i †'Lv‡bv nq bv| D"Pvi‡Yi GB ˆelg¨ '~Kievi R‡b¨ AvKv‡'wg Awfav‡b †jLv n‡q‡Q ÔcüPvÕ wKšyÔ†cÛPÕ| Ly fv‡jv K_v| Zvn‡j wK wjLe ÔAwg †'wLÕ wKšyÔZzg '¨v‡Lv,Õ Ô†m '¨v‡LÕ? ÔGKwUÕi †ÿ‡Î †Mvjgvj †bB, wKšyGKUv bv A¨vKUv, A¨vKjv bv GKjv? mgm¨v Av‡Q| GKgvÎ fvebv wb‡q †Kv‡bv e‡ov KvR Kiv wK m¤¢e? †eva nq bq|[26] (my¯'Kgvi 2005 : 65)

wZwb Avil e‡j‡Qb, AvaywbK evsjv fvlvq ¯iaŸwbi ˆ'N¨ ¯wbwgK (phonemic) bq, Z‡e aŸwbMZ (phonetic) e‡U| mseZ GKvÿi k‡ã (Closed mono'syllabic word) n¯ ¯iaŸwb Ges 'xN ¯iaŸwbi D"PviY Zzjbvg~jKfv‡e 'xNZi| Zzjbv K‡i‡Qb, ÔwZbÕ Avi ÔwZwbÕ Ges ivg Avi ÔivgvÕ kã wb‡q| ÔwZbÕ Ges ÔivgÕ mseZ GKvÿi kã Avi ÔwZwbÕ Ges ÔivgvÕ weeZ Ø¨ÿi kã A_vr Open disyllabic word| ÔwZbÕ-Gi n¯-B ÔwZwbÕi c_g n¯-B A‡cÿv †ewk mgq a‡i D"PwiZ nq| ÔivgÕ-Gi 'xN Av ÔivgvÕi c_g 'xN Av-Gi Zzjbvq 'xN¯vqx| Avi GB Kvi‡Y GK ai‡bi AvaywbK evsjv Q‡›' mseZ GKvÿi kã‡K 'yÕgvÎvi ghv'v †'qv nq| A_vr, aŸwbweÁv‡bi 'ÿó †_‡K evsjvq AšZ †ÿÎvbymv‡i, n¯ I 'xN ¯iaŸwbi †f' Av‡Q, hw'I †m †f' Bs‡iwR fvlvi Ôfit' Ges 'feet'-Gi g‡Zv A_ev ms¯‹Z.Ôw'bÕ Ges Ô'xbÕ-Gi g‡Zv ¯wbwgK (phonemic) bq| Avi GB w'K †_‡K wePvi Ki‡j evsjv fvlvq 'xN ¯iaŸwb Av‡'Š †bB – GK_v ejv fvlvZËm¤§Z bq|

KwjKvZv wekwe`¨vjq KZK.MwVZ evbvb ms¯‹vi mwgwZ Zrmg k‡ãi †ÿ‡Î `yÕgvÎ mycwik K‡iwQ‡jb : (GK) †id-Gi c‡i e¨Äbe‡Yi wØZ eRb Ges (`yB) K,L,M,N-Gi ˆbK‡U¨ g-Gi ¯‡j s (Aby¯^vi) ev O-i e¨envi|

my¯'Kgvi †mb Rvbv‡"Qb, cvwYwbi (1.1.44) m~‡ÎwU n‡"Q Ôb †ewZ wefvlvÕ A_vr Ôn‡Z I cv‡i n‡Z bvI cv‡i|Õ UxKvq wefvlv k‡ãi A_ wbavviY Kiv n‡q‡Q ÔweKíÕ| Gi KviY †evSv k³ bq| cvwYwb wefvlv kãwU enyA‡_ e¨envi K‡i‡Qb| my¯'Kgvi ej‡Z Pvb, ÔweKíÕ cPj‡bi Zvrchen, kÿvkÿ©i wbYvqK bq| wKQzc‡qv‡Mi e¨env‡i †h wfbZv Av‡Q Zv ¯xKvi Kiv| Awfav‡bI weK‡íi A_ GKwaK : 'admission of an option or alternative, the allowing a rule to be observed or not at pleasure|' (my¯'Kgvi 2005 : 67)

## ৫.৬১ নবনীতা দেবসেনের যুক্তাক্ষর ভাঙার বিরোধিতা

bebxZv †`e‡mb Ôevbvb wb‡q Bwb‡q wewb‡qÕ †jLvq hy³vÿi fvOvi bZzb wbqg‡K me‡P‡q †g‡b wb‡Z cv‡ibwb| evbv‡bi mij ie cYq‡b ck †i‡L‡Qb, Ò†Kb kUKv‡U AwZmijxKZ.evbv‡b evjK-ewjKv‡`i eyw×‡K †gav‡K Acgvb Ki‡Z n‡e? ...wkkÿ`i cwZ Avgv‡`i GZ Ak×v †Kb? GZ Kx KwVb wQj evsjv evbvb? Avgiv wK Z‡e cPÐ wewjqv›U wQjyg? cR‡b¥i ci cRb¥ wbweev‡` hy³vÿi c‡o †d‡jwQÓ| (bebxZv 2005 : 94)

ÔòÕzhy³vÿi †f‡O ÔI Õ zKivq ck †i‡L‡Qb –

> ÒweòÕ †Kb KwVb n‡jv †jLv? ÒwelÕ †Kb mnR? wZbevi KvMR †_‡K KjgwU Zz‡j Avb‡Z n‡"Q I‡Z| Zvici jvB‡bi gvÎv‡f`‡Ki wb‡Pi N‡i †Rvi K‡i X‡K Avm‡Q wel z †jR – wVK – †hgb kvLv †_‡K S‡j _v‡K kvLvgnévi `xN cyQwU| ÒweòÕ‡Z Kjg GKevi I Z‡‡Z nq bv Ges gvÎvi g‡a¨B aiv _v‡K †MvUv hy³vÿiwU| †`L‡Z myÉx| ÔI Õ LyeB KwVb nid Ges Kz‡¨I| Ah_v j¤vj¤^| (bebxZv 2005 : 95)

bebxZv Rvbv‡"Qb, GKmg‡q ÔAvb›`evRvi cwÎKvÕi cÿ †_‡K evbvb ms¯‹v‡ii Av‡›`vjb ˆZwi n‡qwQj| †mB mg‡q mbxwZKgvi †Kv‡bv †Kv‡bv e¨vcv‡i AvcwË Z‡jwQ‡jb| Avb›`evRv‡ii ÔGK D×Z ZiæY mvsevw`KÕ (AwgZvf †PŠayix) Z‡Ki LwZ‡i Zv wb‡q mbxwZKgvi‡K we`ª‡c K‡iwQ‡jb| KvM‡R evbvb ms¯‹vi wb‡q cPÐ †jLvjwL n‡qwQj ZLb| Avb›`evRvi ÔjbWbÕ wjLZ, wKšyÔAvbb`Õ wjLZ bv| bebxZv ej‡Qb, ÒKviYMyjv Rvbv †bB Avgvi| †mB mgqUv‡Z wKšyevsjv QvcvLvbv‡Z bvbviKg A`je`j PjwQj, †jUvi †cm †_‡K jvB‡bv, jvB‡bv †_‡K

wcwUGm| GLb †Zv Avevi wcwUGm †_‡K wWwUwc| Rwbbv QvcLvbvi mnKg©x‡`i mn‡hvwMZvq Avbyôvwb‡Ki gva¨‡g G Avq‡ivRb m¤úbœ n‡jv|Ó

ÔwRÁvmvÕ GLb n‡q‡Q ÔwRM‡MkÕ| ÔRwbevi B”QvÕ GKK_vq – ÔwRÁvmvÕ | ÔÁvÕ avZzi Lei cvIqv hvq cÖvwZb evbv‡b| gy³kãUv †kLvi Rb¨ ÔwRM‡MkÕ bq, ÔwRÁvmvÕ †jLv DwPZ| bebxZv e‡jb, bB‡j evsjv fvlv wkÿvq Ac~Y©Zv i‡q hv‡e| Abyiƒc K_v ÔÁvb weÁvbÕ k‡ãi Rb¨I c‡hvR¨| Áv-avZz_vKv ‘iKvi| Gici bZzb evbvb‡K †LvPv w`‡q wj‡L‡Qb,

> cvLxiv GKw`b †hgb gv_vi SuvwU, †Svj‡bv †jR Lyjj †d‡j ÔcwLÕ n‡q †Mj, kvox †hgb Kvu‡a †_‡K ‘xN AuPj, gv_v †_‡K Avav-†NvgUwU Qvo‡Z †d‡j w`‡q ÔkwoÕ n‡q †Mj, ivbxiI †Zgwb A‘je‘j n‡jv| gvb¨-ÔYÕ †QvoU †d‡j DbwmK AwfRv‡Z¨i D”PZwU †ek LwbKUv K‡g †Mj| Zvici n¯-B G‡m wQwb‡q wbj ivYxi Iobv| gyKzUI| iwb GLb Avi ÔivÁxÕi Acåsk †bB| iwb Awb-ewb-Rwbbvi eÜz n‡q †M‡Q| (bebxZv 2005 : 97)

wZwb e‡jb, nVvr hw` hy³vÿiMywji ie©vši N‡U hvq, Zvn‡j wkkyiv †Zv cÖv‡bv evsjv eB co‡Z cvi‡e bv| Gfv‡e fwel¨r cRb¥‡K evsjv cVbcvVb †_‡K wbi¯— Kiv n‡”Q| Zv‡`i Avjv`v K‡i GZKvj cPwjZ mnR evsjv hy³vÿiMywjv Avevi wPb‡Z n‡e| d‡j, ÒwZb‡kv eQ‡ii wecyj evsjv mwwn‡Z¨i iZfvÐvi hy³vÿ‡ii ZvjvPwei g‡a¨ e‡m _vK‡e – †m Zvjv Liv Lyj‡e †Kgb K‡i? Iiv †Zv eB Lyjj Aÿ iMyjv wPb‡ZB cvi‡e bv| MšvMvi fwZ GZ eB| co‡Z n‡j †Zv I‡`i cyb-cVb wkÿv †bevi gZ K‡i hy³vÿi cv‡Vi †Uwbs wb‡Z n‡e|Ó (bebxZv †`e‡mb 2005 : 97)

### ৫.৬২ মনসুর মুসার যুক্তাক্ষর ভাঙায় আপত্তি

gbmyi gymv hy³e‡Yi cwiPq w`‡q ej‡Qb, GKwU Aÿ‡ii m‡•M Avi GKwU Aÿi A_vr GK e‡Yi m‡•M Avi GK eY mgwšZ n‡j Zv‡K hy³eY ej‡Z nq| e¨Äbe‡Yi m‡•M e¨ÄbeY hy³ n‡j †hgb hy³eY n‡e, †Zgwb ¯^ie‡Yi m‡•M ¯^ieY ev ¯^ie‡Yi m‡•M e¨ÄbeY hy³ n‡j Zv I hy³eY n‡e| wZwb †`Lv‡”Qb, ¯^ieY ÔHÕ GKwU hy³eY, ÔJÕ Avi GKwU hy³eY, ÔFÕ-I GKwU hy³eY| Avevi e¨Ä‡bi m‡•M hLb ¯^i hy³ nq ZLbI Zv hy³eY (h_v K + A = K) wKsev e¨Ä‡bi m‡•M e¨Äb hy³ nq ZLb hy³eY (K + j = K)| gbmyi gymvi g‡Z, Òhy³eY GK iKg bq, eny iK‡gi| wKQz‘i¨gvb hy³eY Av‡Q wKQz‘i¨gvb bq GgbI hy³eY Av‡Q| †KD †KD wn‡me K‡i e‡j‡Qb evsjvq 9244wUi g‡Zv hy³vÿi Av‡Q| Aek¨B ZwËK w`K †_‡K evsjvq hZ hy³vÿi _vKvi K_v ev¯—weKc‡ÿ GB cwimsL¨v‡b Zv †bB|Ó (gbmyi 2005 : 115)

wZwb e‡jb, evsjvq hy³vÿ‡ii †cQ‡b †h hyw³ KvR K‡i‡Q Zv nj evsjvq eYwebïvm ev Aÿi webïv‡mi †ÿ‡Î e‡Yi Ô¯wbK we¯viÕ †iva Kiv| evsjv ¯iaŸwbM‡jvi g‡a¨ GKgvÎ ÔAÕ Qvov Avi meM‡jviB ÿzKvq ie i‡q‡Q| ÔAvÕ-Gi cwie‡Z Ôv-KviÕ, ÔBÕ-Gi cwie‡Z Ôw-KviÕ, ÔCÕ-Gi cwie‡Z Ô x-KviÕ, ÔDÕ-Gi cwie‡Z Ô yKviÕ, ÔEÕ-Gi cwie‡Z Ô -KviÕ, ÔGÕ-Gi cwie‡Z Ô†-KviÕ, ÔHÕ-Gi cwie‡Z Ô^-KviÕ, ÔIÕ-Gi cwie‡Z Ô† v-KviÕ, ÔFÕ-Gi cwie‡Z Ô „KviÕ wjL‡j k‡ãi we¯vi K‡g| †mRb¨ ÔAÕ Qvov meM‡jv ¯ie‡Yi ÿzKvi ie Av‡Q| GwU wjwcZwËK mye‡ePbvi cwiPqevnx c‘‡ÿc| wjwci Awe®Zviv ¯‡ii ÿzKvi ie Qvov I †jLvi e¨e¯v Ki‡Z cvi‡Zb| wKšyZuiv wjwc‡Z cwiwgwZ Avbvi Rb¨ Kvi-wPýM‡jvi Awe®vi K‡iwQ‡jb| evsjv ¯ieYM‡jvi Kvi wPý (v, †, )-GKwU m‡PZb c‘‡ÿ‡ci ¯§viK enb K‡i| wVK †Zgwb e¨Äbe‡Yi MV‡bi g‡a¨I GB we¯vi †iv‡ai cqvmwU jÿ Kiv hvq| Bs‡iwR‡ZI †QvU nv‡Zi Aÿi I eo nv‡Zi Aÿi Av‡Q| †hgb : A=a | Bs‡iwR coqvi ‘yUv A=a-B wk‡L †bq| covi Rb¨I †jLvi Rb¨I|

gbmyi gymv wj‡L‡Qb, evsjv e¨ÄbM‡jvi cvVvf¨vm Kivi mye`av‡_ ÔAÕ †K A‘k¨gvb A_P AšwbwnZ ¯i‡hvM wnmv‡e MY¨ Kiv n‡q‡Q, hvi Rb¨ K ej‡j (K + A) †evSvq, L ej‡j (L + A) †evSvq| hy³e¨Äb Ki‡Z †M‡j AšwbwnZ A-†K we‡qvRb Ki‡Z nq| we‡qvRb Kivi †ÿ‡Î ‘ywU c_ Av‡Q| GKwU n‡”Q e¨Äbe‡Yi wb‡P nmš ( ) wPý †‘qv| nmšwP‡ýi A_ n‡”Q e¨ÄbeYwUi AšwbwnZ ÔAÕ ewRZ nIqv| Ab¨ c_ nj ‘ywU e¨Äbe‡Yi g‡a¨ ¯wbK e¨eavb jß K‡i hyMje›‘x Kiv| hy³e‡Yi hyMje›‘x Ae¯vi bvgB hy³eY ev hy³vÿi| GiKg hyMje›‘x nIqvi cwµqv‡Z evsjv hy³vÿiM‡jvi g‡a¨ wZb ai‡bi ˆewkó¨ †‘Lv w‘‡q‡Q :

(1) ¯”Q hy³e¨ÄbeY : GM‡jv n‡”Q †mBme hy³eY †hM‡jv †‘L‡jB †evSv hvq †Kvb †Kvb eY hy³ n‡q‡Q; †hgb : ¯ = (m + e), Ø = (‘ + e), b = (b + b), ß = (c + Z)|

(2) Aa¯”Q hy³e¨ÄbeY : GM‡jvi wKQzAsk †Pbv hvq Ges wKQzAsk †Pbv hvq bv; †hgb : Ë = (Z + Z), Á = (R + T), Å = (T + S)|

(৩) Ab”Q : GB ai‡bi hy³eYM‡jvi †fZ‡i †Kvb †Kvb hy³eY Av‡Q †mwU ‘k¨gvb bq; †hgb : ÿ = (K + l), þ = (n + g), µ = (K + i-) djv ( )|

GB wZb ai‡bi hy³vÿ‡ii HwZn¨ evsjv fvlvi nvRvi eQ‡ii wjwc-k„Ljvi g‡a¨ mgwcZ n‡q Av‡Q| evsjv n¯vÿi I gy`ªvÿ‡ii HwZ‡n¨i g‡a¨ GB wZb ai‡bi hy³eY Av‡Q| wKšygbmyi gymv e‡jb, weMZ K‡qK ‘kK a‡i evsjv‡‘‡k Ges cwðge‡•M †Kv‡bv †Kv‡bv cwÐZ g‡b K‡i‡Qb †h

evsjv hy³vy‡ii ¯úóxKiY c‡qvRb| Zu‡`i avi Yv ¯úóxKiY Ki‡j wkÿv_x©iv Abvqv‡m evsjvfvlv wkL‡Z cvi‡e Ges Aejxjvµ‡g evsjv †jLv wjL‡Z cvi‡e|

hy³vÿi A¯úó _vK‡j wkÿv_x©‡`i Rb¨ evsjvfvlv KwVb Avi hy³vÿi †f‡•M Avjv`v K‡i w`‡q ¯úó K‡i w`‡j evsjvfvlv mnR, GB mij wm×v‡š— †cŠQv‡bvi †ÿ‡Î Zuvi †Kv‡bv M‡elYvi Avkq wb‡q‡Qb wKbv gyw ck Z‡jb‡Qb| wZwb e‡jb, ÒwkÿvZwËK w`K †_‡K wePvi Ki‡j †`Lv hv‡e ¯úóxKi‡Yi welqUv wbawiZ AR‡bvc‡hvMx †hvM¨Zv ARb‡K wejw¤^Z Ki‡eÓ (gbmyi 2005 : 117)| KviY wkÿv_x©iv cwV¨cy¯—‡K hv wkL‡e †mwU n‡”Q hy³e‡Yi ¯úó iƒc wKsev hy³e‡Yi Ahy³ iƒc| A_P hLb Zviv kZ kZ eQ‡ii cwV¨DcKiY A_vr MÍ, Dcb¨vm, bvUK wKsev nv‡Z †jLv `wjj-`¯—v‡eR, AvBb-Kvbyb‡bi eB, wPwVcÎ, msweavb-cÁvcb, †`vKv‡bi mvBb‡evW, weÁvcb co‡Z hv‡e †mLv‡b evsjv hy³vÿ‡ii ¯”Q, Aa¯”Q I Ab”Q iƒcB cv‡e, cwV¨cy¯—‡K c`Ë ¯úóxKZ.iƒc cv‡e bv| d‡j Ò¯úóxKi‡Yi d‡j wbawiZ AR‡bvc‡hvMx †hvM¨Zv AwRZ n‡e bv eis বিলম্বিত n‡e| kaygZvB bq cwZôwbK cwV¨cy¯—‡K c`Ë ¯úóxKZ.i‡ci evsjv wjwci m‡•M mgvRm¤ú„³ mwn‡Z¨ iwÿZ c_vMZ hy³vÿiK m¤úwKZ Áv‡bi Afv‡e GKwU cvRwb¹K we‡”Q` mwó n‡e|Ó (gbmyi 2005 : 117)

GB we‡”Q` HwZnwmK Kvi‡Y c‡qvRb Av‡Q wK-bv fvlwe Ávbx‡`i‡K gbmyi gyw †f‡e †`L‡Z e‡j‡Qb|

## ৫.৬৩ সুমিতা চক্রবর্তীর পরিবর্তনের পক্ষাবলম্বন

mygZv PµeZx evsjv evbv‡bi cwieZ‡bi avi v‡K mg_b K‡i wb‡Ri wKQzgZ cKvk K‡i‡Qb (mygZv 2005 : 198)| GM‡jv msLv¨vµ‡g web¨¯— Kiv nj :

GK. Zrmg k‡ãi †ÿ‡Î evbv‡bi n¯—B, `xN-C, n¯—D, `xN-E, `š—¨-b Ges gab¨-Y h_vh_ ivLv n‡q‡Q| wZwb GB wm×v‡š—i cÿcvZx| Z‡e ms¯‹‡ZI enyeKí e¨enZ nq| weK‡íi †ÿ‡Î †hLv‡b n¯—B ev n¯—D e¨env‡ii weavb Av‡Q, †mLv‡b `xN¯‡ii e`‡j n¯—i e¨env‡ii I Zvi mvq Av‡Q|

Avevi ej‡Qb, ms¯‹Z.fvlvq `wi`¨ ˆewPÎ¨ BZ¨w` k‡ã h-djv weK‡í bv †`evi I †h ¯xKwZ. Av‡Q Zv evsjvq MnY bv Ki‡jB fv‡jv| hLb Ômvg_¨,Õ Ô`vX¨ BZ¨w` k‡ã h-djv w`‡ZB n‡”Q ZLb GB RvZxq me k‡ã h-djv †`evi weavb _vK‡jB Zv weKí eR‡bi

c‡ÿ mgyPZ nZ| Avi, Z™e k‡ã Ô‘xN-CÕ, Ô‘xN-DÕ Ges Ôgnvb¨-YÕ e¨envi bv Kivi wm×vš h_vh_| we‡‘wk k‡ãi cwZeYxKi‡Yi †ÿ‡Î I ZvB g‡b K‡ib wZwb|

‘kÕ. Ô‘š¨ mÕ Avi ÔZvje¨ kÕ wel‡q ms¯‹vi‡Kiv gbw¯'i K‡ibwb| Zrmg k‡ã wZbwUB (m,l,k) e¨eüZ n‡e, †hgb Av‡Q Ñ GB wm×vš MÖnxZ n‡q‡Q| wKšyZ™e k‡ãi †ÿ‡Î, mygZvi g‡Z Ôgnvb¨-lÕ m¤ú~Y© ev‘ †‘qv DwPZ| evsjvq gnvb¨-l-Gi D"PviY I †bB| wZwb e‡jb, A‡b‡K µ‡g n‡e I ÔlwoÕ bv wj‡L ÔkwoÕ †jLvB fv‡jv| weKí eR‡bi bxwZ Zvn‡j h_vh_ eRvq _vK‡e| Z™e k‡ã ÔZvje¨-kÕB e¨eüZ n‡e KviY gvb¨ evsjv D"Pvi‡Y Zvje¨ k-B Av‡m| Ô‘š¨-mÕ †Kej we‡klfv‡e ÔsÕ †hLv‡b D"PwiZ, †mLv‡bB e¨eüZ n‡e; †hgb— Mvm, Kvm, †bK‡jm BZ¨vw‘| †Kv‡bv AÁvZ Kvi‡Y GB kãMyjvi cwZeYxKi‡Y Zvje¨-k e¨eüZ nZ|

wZb. evsjv k‡ã Ôgnvb¨-YÕ e¨env‡ii †Kv‡bv c‡qvRb †bB|

Pvi. †hLv‡b ms¯‹Z.k‡ã n¯ Ges ‘xN B, C; D Ges E – ‘yÕKgB e¨eüZ nq, †mLv‡b n¯^i e¨env‡ii bxwZ‡K wZwb mg_b K‡i‡Qb; †hgb – Ô†kwYÕ|

cuP. †Kv‡bv †Kv‡bv aŸwbi D"PviY evsjvq †bB| †hgb z, f-Gi mgvšivj D"PviY| G‡ÿ‡Î D‘y i g‡Zv ÔRÕ, ÔdÕ cPjb Ki‡j fv‡jv nq| e‡Yi Zjvq GKwU dzUwK emv‡jB n‡e|

eZgv‡b cwðge‡•M G ai‡bi d›U ˆZwi K‡i z = জ় (wcr়v) Qvcv n‡"Q|

## ৫.৬৪ দীপংকর দাশগুপ্ত'র ও-কার প্রীতি

‘xcsKi ‘vkMß Zui evbvb-welqK c¯—v‡e evsjv kã I c‡‘i †k‡l I-Kvi h_vm¤e †hvM Kivi Rb¨ ej‡Qb| (‘xcsKi 2005 : 217)

wZwb e‡jb, evsjvq cPwj I-Kvivš kã Av‡Q hv‡‘i I-Kvi eRb Ki‡j A_vši N‡U| ZvQvov wkó PwjZfvlvi wµqvc‘ ÔAÕ cÖyÿevPK wefw³ bq, †mUv Avm‡j Ô-IÕ| ZvB Ô-jÕ, Ô-eÕ, Ô-ZÕ me‘vB Ô-†jvÕ, Ô-†evÕ, Ô-†ZvÕ| ÔDV‡jvÕ-†K ÔDVjÕ, Ômi‡jvÕ-†K ÔmijÕ, ÔKi‡ev-†K ÔKieÕ,

Ôej‡evÕ-†K Ôeje©Õ, ÔKi‡ZvÕ-†K ÔKiZÕ wjL‡j KjKvZvi wkó PwjZfvlvi ie‡K weKZ.Kiv nq|

‘xcsKi e‡jb, Aek¨ GB weKwZ.i m¤¦vM K‡i w‘‡q‡Qb evbvb-ms¯‹viK *চলন্তিকা*i ivR‡kLi emy wb‡RB| wZwb *চলন্তিকা*i cwiwk‡ó evbv‡bi wbq‡gi 8bs Ab‡”Q‡‘ ÔI-KviÕ I ÔEaŸ-KgvÕ m¤ú‡K wj‡L‡Qb Òm¤¢PwjZ k‡ãi D”PviY, DrcwË I A‡_i †f‘ e¡SvBevi Rb¨ AwZwi³ I-Kvi ev EaŸ-Kgv †hvM h_vm¤¢e eRbxq, hw‘ A_Mn‡Y evav nq Z‡e K‡qKwU k‡ã Aš¨ Aÿ‡i I-Kvi Ges Av‘¨ ev ga¨ Aÿ‡i EaŸ-Kgv weK‡í †‘Iqv hvB‡Z cv‡i, h_v – ÔKvj, Kv‡jv; fvj, fv‡jv; gZ, g‡Zv; c‡ov, cÕ‡ov (coyv ev cwZZ)Õ|ó

ivR‡kLi emyÔGZ, KZ, ZZ, hZ; †Zv, nq‡Zv; Kvj (mgq, Kj¨), Pvj (PvDj, QvZ, MwZ), Wvj (‘vBj, kvLv) BZ¨vw‘ evbv‡bi c‡ÿ Ae¯vb wb‡qwQ‡jb| ‘xcsKi ‘vkMß ej‡Qb,

> Avgvi aviYv Òm¤¢PwjZÕ, ÔAwZwi³Õ, Ôh_vm¤¢eÕ, ÔK‡qKwUÕ kãMy”j Ae¨vL¨vZ, m¤¢Ziv hZ b‡ói †Mvov, Ges GivB wbePv‡i ÔI-KviÕ e‡ai cvjvq Drmvn RywM‡q‡Q| GLb A-Zrmg (?) k‡ã wbwePv‡i †h ÔCÕ-Kv‡ii wbab hÁ Pj‡Q Zv-I GB GKB g‡bvfw•Mi Ab¨eZb| wjL‡Z my‡ea nq eÕ‡j myxwZKgvi ÔC-KviÕ e¨envi‡ii cÿcvZx wQ‡jb| ÔKwnwbÕ, ÔwZiÕ evOvjxi mvs¯‹wZK †PZbv‡K AvNvZ K‡i, Zv bv nÕ‡j Ômy‡xwZÕ-†K ÔkyxwZÕ wjL‡jB ev †‘vl Kx, co‡Z ev eS‡Z †Zv Amy‡ea †bB| (‘xcsKi 2005 : 218)

hy³vÿi cm‡•M ‘xcsKi wjL‡Qb, gý‡Yi myeav n‡e GB hy³ Qvov Aa¯”Q Avi Ab”Q hy³e¨Äb †f‡O †jLvi c‡qvRbxqZv Av‡Q wKbv m‡›‘n| c_gZ ‘yóKUz Aa¯”Q I Ab”Q hy³e¨Ä‡bi nid wk‡LB GZw‘b mevB mvÿiZv ARb K‡i‡Q; Ab”Q e¨Äbe‡Yi Rb¨ evsjvq †jLvcov †KD †Q‡o w‘‡q‡Qb Ggb NUbv ‘ÿf| GKUv nid ÔÐÕ (Y + W + i)-Gi D‘vniY w‘‡q ej‡Qb, GLb GwU D‡VB †M‡Q, Ôc¨Õ, QÐÕ wkL‡Z Av‡M Kvi I Kó nqwb – Avi GLb †m ckI †bB|

### ৫.৬৫ সুমিতা ভাদুড়ির আকাদেমি অভিধানের সমালোচনা

m¤¢gZv fv‘ywo *চলন্তিকা*i m‡•M Zzjbv K‡i AvKv‡‘wg Awfav‡bi mgv‡jvPbv K‡i‡Qb (m¤¢gZv 2005 : 285)| GB mgv‡jvPbvi ga¨ w‘‡q Zvi evbvb m¤úwKZ wPšvi cwiPq cvIqv hvq|

KwjKvZv wekwe`¨vjq cewZZ evbv‡bi wbqg Abyhvqx চলন্তিকা Awfav‡bi kãMy‡jv gyj Z n‡q‡Q| evbvbwewai 23.1 m‡Î c_‡g ejv n‡q‡Q, ÔAvixe-dvimx k‡ã ÔmÕ e¨envi B Pj‡e| ci gyn‡Z lB m‡ÎB ejv n‡q‡Q ÔAvgv‡`i PvjyAf¨v‡mi g‡a¨ G‡m †M‡Q e‡j GB kãMy‡jv Zvje¨-k w`‡q †jLv †nvKÕ; †hgb Ñ Avc‡kvk, wKkwgk BZ¨vw`| myZivs wjL‡Qb, Gfv‡eB evbvbwewai meÎ Pvjy Af¨vm‡K †Kv_vI bm¨vr Kiv n‡q‡Q, †Kv_vI gvb¨Zv †`qv n‡q‡Q|

KwjKvZv wekwe`¨vjq w¯i K‡i w`‡qwQj, Ò¯xwj•M Ges RwZ, e¨w³, fvlv I we‡klYevPK k‡ãi A‡š C nB‡e|Ó myZivs ej‡Qb, †m wbq‡gi ÔRjvÄwjÕ n‡q‡Q eZgvb evbvbwewa‡Z| †hgb – AfwM, PÐwjwb, Abwv_wb, bbw`wb, Kvkx`wm (gnvfviZ), Abv`wq, Aawb•Mwb BZ¨vw` D`vniYmn ÔAZrmg k‡ã C-Kvi eRb KivB m•MZÕ AvKv‡`wgi GB e³e¨‡Z cwi®vi †evSv hvq, Zviv KwjKvZv wekwe`¨vj‡qi GB wbqg‡K m¤úY© eiLv¯ K‡i‡Q|

evbvb Awfav‡b ivLvi `iKvi †bB, A_P AvKv‡`wg Awfav‡b Av‡Q, Ggb wKQzk‡ãi D`vniY Z‡zj a‡i‡Qb wZwb – Af¨v`vniY, Ac¯qgvb, AcexY, Ackq, AcewmZ, A‡ewYe×Zv, Abvkg, AKZe¨wbôZv, AKZÁZv, AcZK¨ AKZ¨e¨civqYZv, APwjòZv, KwbôZv, wegwjbZv, A‰bmjwgK (we`¨v_x Awfav‡b A‰b¯wgK), FY‡Ljwc, cwjmsMxZ, evRvimvr, AcYvg, AcZxK, wewcZv, hw`m¨vr, GZ\Pv‡oc° (GZ\Pv‡ocvKv †bB), AKj¨vYx, Aa¨vcwqZv, Aa¨vcwqÎx, Abv`viµx, AbywqZv, kZ-waK, AcwZôv, AewPweÿä, A¤vbZv BZ¨vw` (myZivs 2005 : 285)| wZwb e‡jb, Ah_v k‡ãi c_‡g A-Ges †k‡l -Zv †hvM K‡i AmsL¨ kã mwó K‡i Awfav‡bi AvqZb ew×Kiv n‡q‡Q| Z‡e, Avgiv jÿ KiwQ, myZivs fv`yoÕi GB ch‡eÿY cyivcywi wVK bq| KviY, Zvi ZwjKve× A‡bK k‡ãi evbvb Awfav‡b _vKv `iKvi|

myZivs Avi I wj‡L‡Qb, AvKv‡`wg Awfav‡b `yU k‡ãi g‡a¨ dvuK †`qv ev bv †`qv, nvB‡db †`qv ev bv †`qvi wbqg D`vniY †_‡K wKQz†evSv hvq bv; †hgb – Ô†LqvZwiÕ ev Ô†Lqv gwSÕ| nmwPý e¨env‡ii I †¯'QvPwiZv; †hgb – GbwU, Gb‡k›U, Gb‡MR‡g›U, GbUvÝ| GgbwK, e¨vKi‡Yi A‡bK Z_¨ mvs‡KwZK wP‡ýi mvnv‡h¨ †evSv‡bv n‡q‡Q we`¨v_x Awfav‡b| ÔmK AKÕ-wPý w`‡q mKgK I AKgK wµqv wPwýZ Kiv n‡q‡Q; hw`I evsjv e¨vKi‡Y GB `yKg wµqvi †Kv‡bv Avjv`v AvPiY †bB – †hgb Av‡Q Bs‡iwR fvlvq|

myZivs fv`yo বলেন, wkkÿ †kLvi ÿgZv Amxg| Zv‡`i hv †kLv‡bv hv‡e, ZvB wkL‡e| Pxb †`‡k wkkÿiv Kgc‡ÿ nvRvi K‡qK k‡ãi Rb¨ nvRvi K‡qK fvewjwc †k‡L| Avixe Aÿ‡i k‡ãi c_‡g, gv‡S, †k‡l GK GKwU Aÿi wZb iKg ie cvq, ¯'QZv †bB ej‡jB P‡j, wKšy Zviv wkkÿ`i c‡qvR‡b K_v †f‡e ms¯vi K‡i bv|

**৫.৬৬ প্রফুল্লকুমার পানের ধ্বনিমূলক নতুন বর্ণমালা**

cdž¿Kgvi cvb *বাংলা বর্ণ পরিচয়ের দুশো পঁচিশ বছর* (2006) M‡š' wjL‡Qb, ms¯'Z.fvlvi eYgvjv †_‡K evsjv eYgvjv mw,ó n‡q‡Q; A_P evsjv fvlvi D"PviYwU G‡m‡Q cvKZ.fvlv †_‡K| ZvB evsjv fvlv Zvi Rb¥jM¥ †_‡KB wKQz'v eYg‡K Avevi wKQz'v aŸwbg‡K n‡q Av‡Q| d‡j Avgiv †h fvlvq K_v ewj Zvi eYgvjvi m‡•M g¯¿Li fvlvq D"PwiZ aŸwbi g‡a¨ cvqB m•MwZ †bB|

D'vniY wnmv‡e †'Lv‡"Qb, ÔAÕ ¯'iaŸwb KLbI ÔIÕ aŸwb‡Z ieÀvšwiZ nq, Avevi KLbI ieÀvšwiZ nq bv| Avevi, ÔAÕ ¯'iaŸwbi we‡jvcI N‡U D"Pvi‡Y; A_P †mB we‡jv‡ci Ges we'¨gvbZvi †Kv‡bv wPý e¨enZ nq bv| kãyD"Pvi‡Y Zv aiv c‡o| †hgb, beg, 'kg, Pig, mij, ågY BZ¨w'| Avevi wewfb Kvi‡Y ÔAÕ ¯'iaŸwbi we‡jvcI nq bv; †hgb, AvqZ| evsjv fvlv wkL‡Z ev wjL‡Z B"QzK Aevsjvfvlx‡'i c‡ÿ ev bexb wkÿv_xi c‡ÿ GB cv_K¨ †evSv mnR nq bv|

wZwb e‡jb, ÒGK_v AvR †Rv‡i i m‡•M bv ej‡jI fwel¨‡Z ¯'ieYgvjv †_‡K 'xN C-Kvi aŸwb Zvi m'm¨ c' nvi v‡e| †KD Zv †VKv‡Z cvi‡eb wKbv m‡›'nÓ (cdž¿Kgvi 2006 : 14)| evsjv kã-evbv‡b n¯ D-Kvi 'xN E-Kvi wb‡qI weåvU A‡bK| A‡_i Dci wfwË K‡i n¯ D-Kvi, 'xN E-Kv‡ii kã-evbvb wKQz†jLv nq e‡U; wKšyGLb †miKg Mÿ¿Z †'qv nq bv| kã-evbv‡b n¯ D-Kvi, 'xN E-Kvi‡K wbqšY Kivi Rb¨ KwjKvZv wekwe'¨vjq 1937 mv‡j Ôevbvb wewaÕi gva¨‡g c‡Póv Pvjv‡jI AvR Avi wVK g‡Zv A‡b‡KB Zv †g‡b P‡jb bv| Z‡e †mB c‡Póvi g‡a¨ 'xN E-Kv‡ii cwie‡Z n¯ D-Kvi †jLvi weKí e¨e¯v wKQywKQz†ÿ‡Î wQj| †hgb, ejv n‡qwQj ÔP¥Õ-‡K ÔPzÕ †jLv †h‡Z cv‡i| GiKg †ek K‡qKwU D'vniY IB Ôevbvbwewa Õ‡Z †'qv Av‡Q| GLb Avi weKí-evbvb A‡b‡KB †j‡Lb bv| ÔPzÕ-B †j‡Lb| GLb Avi ÔPÕ-Gi wb‡P 'xN E-Kvi wjL‡Z †'Lv hvq bv| Elv-DIv, åƒ-åæ, EYv- DYv, Ewbk-Dwbk BZ¨w' k‡ãi weKí-evbv‡bi g‡a¨ n¯ D-Kvi †jLvi ceYZv †ewk| Avevi, aŸwbZwËKfv‡e n¯ D-Kvi Ges 'xN E-Kvi GKB aŸwbe‡Mi AšMZ| cdž¿Kgvi ej‡Qb, ÒAZGe fwel¨‡Z evsjv ¯'i eYgvjv †_‡K 'xN E-Kvi m'm¨wU †h Zvi m'm¨ c' nvi v‡"Q Zv AwZ cwi®vi|Ó (cdž¿Kgvi 2006 : 15)

Ôi+BÕ GB fv‡e ÔFÕ-†K ai‡j ÔFÕ †gv‡UB ¯'iaŸwb bq| mbxwZKgvi P‡Ævcva¨v‡qi ODBL M‡šíi m~‡Î a‡i ej‡Qb, c‡i e¨ÄbeY _vK‡j ÔFÕ-Gi D"PviY Ôi, wi, †iv, Ai, Bi, Gi, IiÕ nq| cdž¿Kgvi ÔFÕ ¯'iwU‡K ¯'ieYgvjvi ZwjKv †_‡K ewZj Ki‡Z Pvb|

ÔHÕ ej‡Z †M‡j 'yÕwb ev †'oLwb ¯'iaŸwb D"PwiZ n‡"Q evOwji gyLMnŸ‡i| A_vr aŸwb cKwZ.i w'K †_‡K GwU c¥¯'iaŸwb bq| ÔJÕ Gi g‡a¨I Av‡Q ÔIÕ Ges ÔDÕ| ZvB GwUI ÔHÕ Gi

g‡Zv D”Pvi‡Y ‘y© ev †‘oLwb ¯^iaŸwb _v‡K| ZvB ÔHÕ Ges ÔJÕ ¯^ieYwU †hŠwMK¯^iaŸwb| AvaywbK fvlvZvwË¡K‡`i g‡Z, K_¨evsjvq Avi I A‡bKMyjv †hŠwMK ¯^iaŸwb Av‡Q| †gŠwjK ¯^iaŸwbi ZwjKvq †hŠwMK¯^iaŸwb _vK‡Z cv‡i bv – GB hy³‡Z cdz©Kgvi GB ‘y© ¯^ieY‡K I eYgvjv †_‡K ev‘ w`‡Z Pvb|

¯^iaŸwb cm‡•M wZwb Avi I e‡jb, A‡bK mgq ÔGÕ ¯^ieY kã-evbv‡b ÔGÕ ev G-Kvi n‡j I D”Pvi‡Y ÔG¨vÕ nq; h_v – †hgb > h¨vgb, †Kgb > K¨vgb BZ¨vw`| GB mg¯ †jLvi g‡a¨ †_‡K wZwb wm×vš Ki‡Z Pvb –

> GKwU ¯^iaŸwb †mv”Pvi n‡q D‡V‡Q ¯^ie‡Yi m‘m¨f‚© nIqvi Rb¨| GB ‘we A¯^xKvi Kivi DcvqI †bB| Zv †g‡b wb‡q IB ¯^aŸwbwU‡K (¨v) G fv‡e †jLv DwPZ A_vr h-djv (¨)-i g‡Zv GKwU wPý w`‡q Zvici Wwb w`‡K AvKvi wP‡ýi g‡Zv GKUv AvKvk jwM‡q †`Iqv| wKšyIB D”PwiZ ¯^iaŸwb‡K h-djv Av-Kvi wnmv‡e fve‡j fz© n‡e| Avi H wPýwU hw` gvb¨ nq Zv n‡j fwel¨‡Z ¯^iaŸwbi msL¨v n‡e mvZwU| (cdz©Kgvi 2006 : 16)

cdz©Kgvi ¯^ieYgvjvi bZzb µg †`L‡Z Pvb GiKg : A Av ¨v B D G I| wZwb e‡jb, ÒA‡b‡KB GB mvZwU ¯^ie‡Yi msL¨v †`‡L fve‡eb evsjv fvlvwU †eva nq †kI n‡q †Mj Gevi| wKšyeYgvjvi msL¨v w`‡q fvlv wU‡K _v‡K bv| fvlv wU‡K _v‡K e¨env‡ii mijZvq| fvlv‡K wUwK‡q ivL‡Z †M‡j fvlvi ms¯‹vi I mijxKiY `iKvi|Ó (2006 : 17)

e¨ÄbeY m¤ú‡K ej‡Qb, fwel¨‡Z e¨Äbe‡Yi msL¨vi I weeZb n‡e| KviY evsjv kã-evbvb wjL‡Z wM‡q aŸwbi D”PviY Abyhvqx wVKg‡Zv e¨ÄbeY em‡Q bv| A_vr, gyL D”PviY Kiv n‡”Q GK Avi †jLv n‡”Q Ab¨ GK| †hgb, P-e‡Mi ÔTÕ e¨Äbe‡Yi †Kv‡bv wbw`ó D”PviY †bB| KLbI ÔTÕ e¨Äbe‡Yi D”PviY Ôqu Avevi gv‡Sg‡a¨ ÔTÕ-i D”PviY nq ÔbÕ-Gi g‡Zv; †hgb – ÔevÃvÕ| Avevi, ÔUÕ e‡Mi cÂg eY ÔgabÕ¨ YÕ-Gi D”PviY Ô`š¨ bÕ-Gi g‡Zv nq; †hgb – KviY (Kvib), `cY (`icb) BZ¨vw`| evOwji gyLMnŸ‡i ÔgabÕ¨ YÕ-i D”PviYwU Ô`š¨ bÕ n‡q †M‡Q| Avi †jL¨i‡cI ÔYÕ I ÔbÕ-Gi weåvU †`Lv hv‡”Q| ZvB nq‡Zv weåvU †gUv‡bvi Rb¨I Ges evsjv fvlv‡K mijxKi‡Yi Rb¨ fwel¨‡Z e¨Äbe‡Yi ZwjKv †_‡K ÔgabÕ¨ YÕ ev` co‡Z cv‡i| D”Pvi‡Y †h‡nZz ÔTÕ-Gi D”PviY Ô`š¨ bÕ-Gi g‡Zv, †m‡nZz ÔTÕ-I ev` co‡Z cv‡i|

k‡ãi evbv‡b ÔkÕ, ÔmÕ, ÔlÕ wb‡qI weev` i‡q‡Q| cdz©Kgvi e‡jb, A‡b‡K IBme kã-evbv‡bi kyׄKiY K‡ib k‡ãi A_ Abymv‡i, †KD K‡ib k‡ãi eyrcwË †f‡O| Gme e¨vL¨vI A¯^xKvi Kiv hvq bv| GiRb¨ Avgv‡`i gš Zrmg k‡ãi mÜvb Ki‡Z nq ÔkÕ, ÔmÕ, wK ÔlÕ n‡e Zvi wePv‡i| d‡j kã-evbv‡bi eyrcwË †f‡O †`L‡Z nq| wZwb ej‡Qb, Avmj e¨vcviUv nj D”PviY-

weåvU| †ÿÎwe‡k‡l Avgiv kã-evbv‡b ÔkÕ ev ÔmÕ ev ÔlÕ wjwL e‡U, wKšy†ewki fvM †ÿ‡Î Zvje¨-k D”PviY K‡i _wK| Avevi, evOwj i gyLMnŸ‡i Aby¯^vi ÔsÕ-Gi D”PviY nq ÔOÕ-i g‡Zv, ÔLÐ rÕ-Gi D”PviY nq ÔZÕ e‡Yi g‡Zv Ges P›‘we›‘y Ô uÕ D”PviY AvbybvwmK| AZGe, wZwb wm×vš Ki‡Qb, Ò†g‡b wbjvg eY aŸwbi wjwLZ iƒc| Z‡e †Kb evsjv fvlvq e¨ÄbaŸwb †_‡K e¨Äbe‡Yi msL¨v †ewk n‡e?Ó (cdz‡Kgvi 2006 : 23)| wZwb evsjv fvlv‡K aŸwbg~jK Ki‡Z Pvb Ges g‡b K‡ib, G fv‡eB mgm¨vi mgvavb n‡Z cv‡i|

cdz‡Kgvi wb‡`©wkZ bZzb I eZgvb e¨ÄbeYgvjv GiKg :

| নতুন ব্যঞ্জনধ্বনিমালা | | | | | বর্তমান ব্যঞ্জনবর্ণমালা | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | N | O | K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | ● | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | ● | U | V | W | X | Y |
| Z | _ | ‘ | a | b | Z | _ | ‘ | a | b |
| c | d | e | f | g | c | d | e | f | g |
| ● | i | j | ● | k | h | i | j | e | k |
| ● | (m) | n | o | p | l | (m) | n | o | p |
| ● | ● | ● | ● | ● | q | s | r | t | u |

evsjv eYgvjv Ges evbvb ms¯‹v‡ii e¨vcv‡i wewfbœ e¨w³i ‘yóf½xM I gZvg‡Z bvbv ˆewPÎ¨ I enygyLZv jÿ Kiv hvq| †Kv‡bv wbw`©óZvq †cŠQv‡bvi jÿY Avgiv †`L‡Z cvB bv| Z‡e iÿYkxj I ms¯‹vicš'x‡`i wØawiK mgxKi‡Yi GKUv mgšq †h c‡qvRb – G K_v wbwØavq ejv P‡j| eZgvb c‡qvR‡bi ZvwM‡`, ‘yZ I chy³i m‡½M Zvj †i‡L, A‘i fwel¨‡Z cwieZ‡bi GKUv m¤¢vebv I cwiw¯'wZ ˆZwi n‡q‡Q|

## টীকা

1. b'vgU‡bi College Street Baptist Chapel-G msiwÿZ cÎ| (KvBDg 1984 : 641)

2. jÛ‡bi Baptist Mission Society MšvMv‡i cÎwU msiwÿZ Av‡Q| (KvBDg 1984 : 641)

3. evsjv eYgvjv I Zvi D"PviY cm‡•M ivRv ivg‡gvnb iv‡qi G e³e¨ Zvui *Bengalee Grammar in the English Language* (1826) M‡š' c_g cKvwkZ nq| *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* IB M‡šiB evsjv ms¯‹iY| (KvBDg 1984 : 653)

4. cwieÎ miKvi wj‡L‡Qb, Ò1285-†Z evsjv D"PviY Awfavb msµvš ceÜwU c‡o wew¯§Z n‡Z nq| GwUi AÁvZbvgv †jLK †K? k¨vgvPiY M‡•Mvcva¨vq Gi Av‡Mi eQi Zvui Bengali Spoken and Written ce‡Ü (c‡i cwðge•M evsjv AvKv‡'wg cwÎKvi 3 msL¨vq gyª Z) eYgvjv evbvb I D"Pvi‡Yi cv_K¨ wbK Gfv‡eB †'wL‡qwQ‡jb, wZwbB wK?Ó ('xc•Ki 2007 : fwgKv Pvi-cuP)

5. Ò†ifiÐ †Rgm jO mv‡ne e‡jb †h, wZwb fviZe‡l Awmqv Aewa fviZelxq K_v mKj †ivgvb Aÿ‡i wjL‡Z Avi¤ K‡ib| wKšyZvnvi dj GB nq †h, ev•Mvjv fvlv (hv 8 †KwU gvÎ †jvK Øviv e¨enZ nq) Zvnv‡Z I wZwb †ivgvb eYgvjv e¨envi Kwiqv KZKvh nB‡Z cv‡ib bvB|

Wv³vi Wdmv‡ne c_‡g †ivgvb Aÿi e¨env‡ii m¤úY mn‡hvMx wQ‡jb| wKšywZwbI cwi‡k‡l wm×vš KwiqvwQ‡jb †h, †ivgvb Aÿi Øviv fviZelxq dvimx Ges ms¯‹Z.fvlv wjwLZ nB‡Z cv‡i bv|

ivBkD Ïxb Avng' e‡jb, Aviwe fvlvI KLbB †ivgvb Aÿ‡i wjwLZ nB‡Z cwi‡e bv, Ges D'ÿ wel‡q I Bnv ejv hvB‡Z cv‡i †h, D'ÿ Ges Aviexi eYgvjvMZ †Kvb ˆelg¨ bvB| Z‡e D'yeYgvjvq ms¯‹Z.nB‡Z KZKMwj Aÿi †'Iqv nBqv‡Q gvÎ| D'yeYgvjvq 55wU Aÿi; c‡Z¨‡Ki D"PviY wfb wfb ie| Bs‡iwR ev †ivgvb eYgvjvq 26wU Aÿi gvÎ| Zvnvi g‡a¨ w, x Ges yGB wZbwU Aÿi Abvqv‡m cwiZ¨vM Kiv hvq|

Zvnv nB‡j 23wU eY Aewkó _v‡K| 23wU Øviv 55wUi Kvh †h wKiƒc m¤¢e;Lj nB‡Z cv‡i, Zvnv e¨vL¨gvb GKUvaiæe‡ePbv Kwi‡j eySv‡Z cvwi‡eb|

wg÷vi cvmbmv‡ne e‡jb †h, †ivgvb eYgvjvi n¯wjwc‡Z hw` (i)i g¯‡K wei›`yPbv †`Iqv nq Ges (t)i g¯K‡"Q` bv Kiv nq Zvnv nB‡j †h †h K_vq H `yB eY _v‡K Zvnv cvV Kivi mgq welg åg Drcb nq| Gÿ‡Y we‡ePbv Ki, †ivgvb Aÿ‡i wjwLZ D`ye© Ab¨ †Kvb †`kx K_vi Dci D"PviY wPý Aek¨B w`‡Z n‡e, bZzev h_v_ D"Pvi‡Yi mwnZ K_wU I wejyß nBqv hvB‡e|Ó (ngvqb 1984 : 504)

6. ex‡iki †mb wb‡RB ej‡Qb, ÒGi‡c †jLv I Qvcv c_g`yó‡Z eoB ex fr m Ges we fxlY †eva nB‡e| wKšy wMK Ges †ivgxq eY hLb GB ixwZ‡Z Pwj‡Z‡Q ZLb Avgv‡`i GBi‡c wjLb I gyÿ‡Y GB ixwZ Aej¤b bv Kwievi †jkgvÎ KviY _wK‡Z cv‡i bv|Ó (ex‡iki 2007 : 32)

7. AvaybK hyM c_g `dv evbvbmgm¨v †`Lv w`‡qwQj QvcvLvbv ceZ‡bi ci, evsjv M‡`¨i mPbvj‡M| (`óe¨ : PZz Aa¨vq)

8. 16 kveY, 1939 Zwi‡L wjwLZ|

9. GKRb Bs‡iR †jL‡Ki D×wZ.w`‡q wj‡LQb, ÒWhen I first came to know that the word *committee* had two *m-s,* two *t-s* and two *e-s,* then I had a feeling of power and mastery over difficulties of writing and reading my mother-tongue, which was not one of the least helps in acquiring a sense of self-assurance." (mbxwZKzgvi 2007 : 189)

10. ÔfvlvÕ †Kv_vq language, Avi †Kv_vq ÔfvlvÕ gv‡b to float, Òw`cÓ A‡_ †Kv_vq Òc`xcÓ Avi †Kv_vqB ev Rj‡ewôZ we¯xY f~wMÑ ZvÔ mn‡RB Zviv AvqË K‡i †b‡e| ÔcvUÕ = kãwUi evbvb cv + U wKšyA_ A‡bKMy‡jv| – 1| †Kvôx ev kYcvU, 2| bwjZv, 3| †ikg, 4| †Kš‡kq, 5| cvUkwo, 6| fuR, 7| ¯i, 8| Z³v (†avevi), 9| Kcv‡Ui cvU, 10| Log ev PwUi (RyZvi) cwU, 11| wmsnvmb (ivRcvU), 12| †kô (cvUivYx), 13| ˆelecxV (kxcvU), 14| A¯ (mh¨ cv‡U), 15| wbZ¨K¤§ (N‡ii cvU), 16| wµqv Abyôvbw` (es‡ki cvU), 17| Kzgvi cvU, †c‡Uv BZ¨w`| Avi GKUv †`LyÑ ÔZvivÕ kãwU, GKB evbvb ÔZv-ivÕÑ wKšyA_ Gi cvq GK WRb! h_vÑ Zviv = bÿÎ, Zviv = AwLZviKv, Zviv = `kgnwe`¨vi GKwU, Zviv = ewj ivRvi cZx, Zviv = †eŠ× †`ex, Zviv = myMv‡gi D"PmßK (D`viv gÿw Zviv|), Zviv = Zvnviv, Zviv = cvi nIqv, DËxY nIqv BZ¨w`| (ivav I b‡i›` 2007 : 65)

11. e¨•M K‡i ej‡Qb, Ò¯x‡K hw` GLb †_‡K n¯ ÔBÕ w`‡q evbvb Kwi, Zü AwacZ¨ Zv‡Z wKQzgvÎ n¯ n‡e e‡j ZÕ †eva nq bvÑ n¯ ÔBÕ Kvi w`‡q wjL‡j I Ô†cwZÕ wPiw`b †cZxB _vK‡e| ÔAfwMiÕ I †KvbKv‡j fvM¨ cwieËb NU‡e bv!Ó (ivav I b‡i›` 2007 : 65)

12. †di`vDm Lv‡bi wnmv‡e evsjvq hy³vÿi m¤wjZ kã-msL¨v 9244 (Ônid mgm¨vÕ, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, †cŠl-ˆPÎ 1364)| Ave`yj nvB-Gi g‡Z, G ai‡bi hy³vÿi m¤wjZ msL¨v evsjvq Avi I wKQzewk n‡e| nvB e‡jb, evsjvq hy³vÿi eRb Ki‡j cvq nvRvi `‡kK k‡ãi †jL¨iƒc cvj‡U hv‡e, hv Avgv‡`i Af¨vm I ms¯vi‡K fxlYfv‡e AvNvZ Ki‡e|

13. knx'ÿvnÔi c¯'weZ wjwc I evbvb-ms¯‹v‡ii d‡j bZzb evbvb 'ûwoe‡e GiKg :
†AK'v †AÔK mÜvj 'vÿv †ÿ‡Z c‡ek Kwi jÔ| 'vÿvdj AwZ gaÿ| kÿ° djkKj †'wLqv ˆA dj LvBevi wbwgZZ mÜv‡ji AwZkq †jvf Rwb‡jÔ| wKbZzdjkKj AÿP Sy‡ZwQjÔ, kÿZivs ˆA dj cvIqv mÜv‡ji c‡ÿ knR b‡n| †jv‡fi ekxfZ ÔnwAqv dj cwoevi Rb¨ mÜvj R‡_kU †PkUv Kwi jÔ, wKbZz†KvbI K‡g KZKvR nwA‡Z cwi jÔ bv| (gÿxi 1970 : 118)

14. *দেশ* 25 ˆPÎ, 1373 e•Mv‡ã cKwkZ|

15. *শিক্ষা* AMnvqY, 1373 msL¨vq cKwkZ|

16. *কৃত্তিবাস* AMnvqY-†cŠl, 1383 e•Mv‡ã cKwkZ|

17. †di'vDm Lvb Zvu ÔA Comparative Study of Three ScriptsÕ (1948 mv‡j cKwkZ) M‡š D'yevsjv Ges Bs‡iwR (†ivgvb) ni‡di Zzjbvgf-K wePvi K‡i‡Qb Ges cgvY K‡i‡Qb †h, evsjvi Rb¨ D'ynid MnY mgxPxb n‡e bv|

18. evsjv I D'yni‡di cVbkxjZvi Abycv Z 13 : 8| D'y(Avi we) ni‡di me‡P‡q eo †'vI n‡"Q Gi we›'y evnÿ¨| GBme we›'y Aÿ‡ii cavb Ask †_‡K wehy³ fv‡e emv‡bv nq e‡j bvbv Amyeavi mywó nq| (ngvqb 1984 : 580)

19. 1949 mv‡ji 4Vv gvP XvKv ZgÏy gRwj‡mi mwnZ¨-mfvq cwVZ gymv§' knx'ÿvnÔi Ô†mvRv evsjvÕ kxlK ce‡Üi mî a‡i †di'vDm Lvb ej‡Qb, ¯'ieYMÿjv A-gvZK .Ki‡Z cvi‡j (A, Av, Ax, A,~A) Aÿ imsL¨v Kg‡Zv e‡U, wKšyG‡Z A‡bK k‡ãi eZgvb iƒc e'‡j hv‡e| ZvQvov hvui A-Kvi wP‡ýi Avg'wb Ki‡Z Pvb, Zvu'i myewik‡K A‡hŠw³K ej‡Qb wZwb| A-Kvi wP‡ýi ceZ‡b Ah_v weåg, Amyeav I RwUjZvi mywó n‡e| (ngvqb 1984 : 583)

20. †di'vDm Lvb ixwZg‡Zv GKwU cwimsL¨vb w'‡q Rvbv‡"Qb, hy³vÿi-m¤wjZ †gvU kãvmsL¨v 9,244wU| (ngvqb 1984 : 586–587)

21. i-djv, †id I h-djvhy³ k‡ãi msL¨v Zvu g‡Z h_vµ‡g 1364, 1141 I 982|

22. †di'vDm Lvb †gvU 92wU ms‡KZ-wP‡ýi c¯'ve K‡i‡Qb : ¯'ieY 7wU, ¯'iwPý 8wU, e¨ÄbeY 33wU, djv 3wU, gvÎvnxb †QvU Aÿi 16wU, msL¨v 10wU, Ab¨vb¨ ms‡KZ 15wU|

23. GKB aŸwb ev kã cKv‡ki Rb¨ †ivgvb ni‡d AwaK msL¨K (M‡o cvq †'o M¸Y) i I †ewk) Aÿi e¨envi‡ii c‡qvRb nq| A‡bKUv GKB Kvi‡Y †ivgvb ni‡di cVb-'yZ I evsjvi †P‡q Kg| cixÿvq cvIqv †M‡Q, evsjv I †ivgvb ni‡di cVb-'yZi Abycv Z †gvUvgywU 13 t 11| (ngvqb 1984 : 591)

24. Ò†n 'wi'¨ Zzg †gv‡i K‡iQ gnvb|
Zzg †gv‡i 'wbqvQ wL‡ói m¤§vb|Ó

†gvdv¾j nvq‘vi †PŠayix c¯v‡e GB ‘By Pi‡Yi bZzb wjwcie n‡e GiKg –
nĴ ‘vix‘i¨ Zgx gŠiĴ KÕiĴQÕ gÕnvb|
Zgx gŠiĴ ‘vbxqvQ LixmUĴi mÕggvb| (†gvdv¾j 1984 : 635)

25. GB M‡ši †jLvMyjv ceÜ-AvKv‡i 1982 mvj †_‡K ÔAbyÕ, ÔcgvÕ, ÔhygvbmÕ, kvi‘xqv emyZxÕ, Ôkvi‘xqv AvRKvjÕ, ÔAciwRZÕ, Ô†KŠwkKxÕ (ivRkvnx wekwe‘¨vjq), Ôcwðge•MÕ, ÔcUfgÕ, Ô†mZzeÜbÕ BZ¨vw‘ cwÎKvq Qvcv nq|

26. GB evbvb cwieZb cm‡•M mbxwZKgvi P‡Ævcva¨v‡qi ‘yU gše¨ ¯§iY K‡i‡Qb :

(K) For Spelling Reform, if necessary, in the native script there must be as a necessary preliminary a proper study of this script-cum-articulation relationship so far established and adopted by native speakers.

(L) In the relationship between the spoken word and its written form, it is not merely the need for phonetic representation which operates–the historic sense, the ethos of the speakers and their aesthetic as well as emotional sense are very important influencing factors, and these have to be taken fall note of.

(Onthography and Phonetics : Pronunciation and Traditional Spelling in Language, Particlary in India (1969) Japan. (D×Z„ my‘Kgvi 2005 : 73)

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# বানান সংস্কারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ-বিচার

**৬.০**

উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলা বানানের নিয়ম বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। উনিশ শতকের সূচনায় যখন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্ব শুরু হল – বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উন্মেষ হল – তখন মোটামুটি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন-অনুযায়ী বাংলা বানান নির্ধারিত হয়। (বাংলা একাডেমী ১৯৯২ : ৫)। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ থাকলেও অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের পরিমাণ কম নয়। এছাড়া রয়েছে তৎসম-অতৎসম প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ সহযোগে গঠিত নানারকম মিশ্র শব্দ। তার ফলে বানান নির্ধারিত হলেও বাংলা বানানের সমতাবিধান সম্ভবপর হয়নি। তাছাড়া বাংলা ভাষা ক্রমাগত সাধুরীতির খোলস ত্যাগ করে চলিত রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তার ওপর, পৃথিবীর অন্য সব ভাষার মতো বাংলা ভাষার লেখ্য রূপ সম্পূর্ণ ধ্বনিভিত্তিক নয়। তাই বাংলা বানানের অসুবিধাগুলো চলতেই থাকে। এই অসুবিধা ও অসঙ্গতি দূর করার জন্য বিশ শতকের বিশের দশকে বিশ্বভারতী প্রথম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

**৬.১ *বেঙ্গাল হেরাল্ড* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম প্রস্তাব**

বাংলা বর্ণমালার বৈষম্য বিষয়ে ইতোপূর্বে বিভিন্ন পণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উক্তি করে থাকলেও ১৮৩৮ সালেই প্রথম বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাব প্রকাশিত হয় (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৬৪১)। ১৮৩৮ সালের ২২ এপ্রিল *বেঙ্গাল হেরাল্ড* পত্রিকায় 'An important reform in the Bengalee alphabet' নামে এই প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবটি ঐ বছরেই ২৬ এপ্রিল 'The Friends of India' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, সংস্কৃত বর্ণমালার মতো বাংলা বর্ণমালায় পঞ্চাশটি (ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৪ + স্বরবর্ণ ১৬) বর্ণের প্রয়োজন নেই। সংস্কৃতে পৃথক পৃথক উচ্চারণ থাকলেও বাংলায় কতকগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে উচ্চারণগত কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। যেমন – 'ণ' ও 'ন'; 'জ' ও 'য'; 'খ' ও 'ক্ষ'; 'শ', 'ষ' ও 'স'; 'তালব্য ব' ও 'অন্তঃস্থ ব'। সমোচ্চারিত বর্ণগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি বর্ণকে রেখে বাকি বর্ণগুলো বর্জনের কথা বলা হয়। অর্থাৎ, প্রস্তাব করা হয় – বাংলা বর্ণমালা থেকে বাদ যাবে 'ণ', 'য', 'ক্ষ', 'ষ', 'স', 'অন্তঃস্থ ব'। বাংলা বর্ণমালায় তখনও 'য'-এর প্রবেশ ঘটেনি। সে কারণে

পাদটীকার পরিপূরক প্রস্তাবে বলা হয়, "Where this letter 'য' is used to give the sound of অ it should be retained." (হুমায়ুন ১৯৮৪ : ৬৪২)

স্বরধ্বনির মধ্যে 'ই' বা 'ঈ' এবং 'উ' বা 'ঊ' বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। 'ঋ' এবং 'ৠ' (দীর্ঘ-ঋ)-এর কাজ ব্যঞ্জনবর্ণের 'র' দিয়ে চলতে পারে। অনুরূপ 'ঌ' এবং 'দীর্ঘ ৡ'-এর কাজ ব্যঞ্জনবর্ণের 'ল' দিয়ে চলতে পারে। তাই 'ঋ', 'দীর্ঘ ৠ', 'ঌ' এবং 'দীর্ঘ ৡ' – এই চারটি স্বরবর্ণ বা স্বরচিহ্নের অস্তিত্ব অর্থহীন।

এভাবেই বাংলা বর্ণমালা থেকে ১৪টি বর্ণ ও স্বরচিহ্ন বাদ দিয়ে বাংলা বানানের জটিলতা দূর করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে বলা হয়, পরিত্যাজ্য বর্ণগুলোর বিশিষ্ট উচ্চারণ বাংলায় নেই, একমাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছাড়া সাধারণের পক্ষে বর্ণমালায় এই বর্ণগুলোর অবস্থান উপলব্ধি করার কথা নয়। তাই অনেকের রচনায় একটি বর্ণের জায়গায় খেয়ালখুশি মতো আরেকটি বর্ণ ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ অবস্থা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশেরই অন্তরায়। এর প্রতিকারের দুটি মাত্র পথ রয়েছে। একটি হচ্ছে সবাইকে সংস্কৃত ভাষা শেখানো; যা অসম্ভব। আর দ্বিতীয় উপায় – বাহুল্য বা অতিরিক্ত বর্ণ বাদ দেয়া। এই বর্ণগুলো বাদ দিলে বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

প্রস্তাবটির পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয়, মাদ্রিদ কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ সমধ্বনিগুণসম্পন্ন বাহুল্য বর্ণ বর্জন করে নতুন অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন। এটিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করে আশা করা হয়, শিক্ষিত ও উদারপন্থীদের মধ্যে অনেকেই এই প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে আসবেন। প্রাচীনপন্থীরা যে এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করবেন, তার উল্লেখ করে বলা হয়[১] :

> There is scarcely a reform which has been carried into execution without some opposition : the greater the novelty of the proposed change the greater is the conflict it has to sustain against the prejudice ; but at the end, should the attempt succeed, the greater is the triumph.

বর্ণমালা সংস্কারের এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক কে বা কারা ছিলেন, এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সেকালে *Bangal Herald* পত্রিকা একটি উদারপন্থী সংবাদপত্র বলে পরিচিত ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নীলরতন হালদার প্রমুখের চেষ্টায় এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হয়।[২] ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫-এর *সমাচার দর্পণ*-এ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে *বেঙ্গাল হেরাল্ড* পত্রিকার 'সর্জন কর্তা' বলে অভিহিত করা হয়।

বাংলা ভাষা সংস্কারের এই প্রথম প্রস্তাবটি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল কিনা সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবাদে দীক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় এ সময়ে বিশেষ সক্রিয় থাকলেও সে যুগে ব্যাকরণ বা বর্ণশিক্ষা গ্রন্থে 'সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে শুদ্ধ লেখন, পঠন ও কথন হয় না' – এ কথাটি বিশেষভাবে সোচ্চার ছিল (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৬৪৩)। তখন বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের এ জাতীয় বৈপ্লবিক প্রস্তাবের সমর্থকের সংখ্যা খুব বেশি না থাকারই কথা।

### ৬.২ *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার সমালোচনা

১৮৯৬ সালের ২২ মার্চ *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু প্রস্তাবের সমালোচনা প্রকাশিত হয় (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৬৪৪)। একইসঙ্গে এই পত্রিকা নতুন কিছু প্রস্তাব পেশ করে।

'অন্তঃস্থ ব'-এর উচ্চারণ হওয়া, খাওয়া প্রভৃতি শব্দে আছে, অথচ 'অন্তঃস্থ ব'-এর জন্য স্বতন্ত্র কোনো বর্ণ নেই। তাই বিশেষ চিহ্ন দিয়ে 'অন্তঃস্থ ব' নির্দেশের প্রস্তাব করা হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (অধ্যায় : ৫) আমরা লক্ষ করেছি, সম-উচ্চারিত বর্ণসমূহ থেকে অতিরিক্ত বর্ণগুলো বাদ দেয়ার ব্যাপারেই অধিকাংশ প্রস্তাবকের আগ্রহ। বিদ্যাসাগর অবশ্য বর্ণ সংযোজনে ভূমিকা রেখেছেন। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার প্রস্তাবে দেখা যাচ্ছে, উচ্চারণের সুবিধার্থে বাংলা বর্ণমালায় তিনটি অতিরিক্ত অক্ষর সংযোজন করতে বলা হচ্ছে :

(১) 'অর্ধ-হ' অর্থাৎ 'অ' ও 'হ' – এই দুইয়ের মাঝামাঝি গোছের একটা উচ্চারণ।
(২) স্বরবর্ণের ঈষৎ উচ্চারণের জন্য কোনো ধরনের চিহ্ন এবং
(৩) য-ফলা জাতীয় উচ্চারণের জন্য নতুন কোনো চিহ্ন বা অক্ষর।

'হ'-বর্ণের ঈষৎ মহাপ্রাণতা লোপ নির্দেশ করার জন্য 'অর্ধ-হ' চিহ্ন ব্যবহারের কথা বলা হয়। অভিশ্রুতি-প্রসূত ক'রে, ধ'রে প্রভৃতি শব্দে কিছুকাল আগেও 'ঊর্ধ্ব কমা' ব্যবহৃত হত। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় সেখানে স্বরবর্ণের ঈষৎ উচ্চারণ-নির্দেশক চিহ্নের প্রস্তাব করা হয়েছে। 'ACT' জাতীয় শব্দের বানানে 'ল্যাকট' লেখা সঙ্গত নয় বলে অন্য কোনো বিকল্প চিহ্নের প্রস্তাব করা হয়।

### ৬.৩ বিশ্বভারতীর জন্য বানানরীতি

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের আধিপত্য কমে আসে এবং তদ্ভব ও দেশি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। সাহিত্যে চলিতভাষা ব্যবহার বাড়তে থাকলে অসংস্কৃত শব্দের বানানে বিশৃঙ্খলা

দেখা দেয় (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৬৪৮)। পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি তাই নিবদ্ধ হয় বানান সংস্কারের দিকে। বিশ্বভারতীর উদ্যোগে চলতিভাষার বানান সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতি গৃহীত হয়।

*প্রবাসী* পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'চ'লতি ভাষার বানান' শীর্ষক লেখায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (নেপাল ২০০৭ : ৩০১) জানাচ্ছেন : রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব যখন বিশ্বভারতীর হাতে আসে, তখন বাংলা বানান, বিশেষত 'চ'ল্‌তি ভাষার বানান' সম্বন্ধে একটি সাধারণ রীতি অবলম্বন করার কথা হয়। এরপর অনেক আলোচনার পরে একটি খসড়া বানান-পদ্ধতি দাঁড় করানো হয়। এ কাজের প্রধান ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আর তাঁকে সাহায্য করেছেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়মগুলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখে দেন এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে সাধারণভাবে এই পদ্ধতিটি অনুমোদন করেন।
মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০ : ৮৩) লিখেছেন, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বানান-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা প্রথম সূত্রাকারে বদ্ধ হতে দেখা যায় *প্রবাসী*তে প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'চল্‌তি ভাষার বানান' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের নিয়মাবলি রচিত হয় বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ রেখে। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুস্তকের জন্য এ বানানবিধি অনুসরণ করা হয়। নিয়মগুলো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রণীত নয়।

যেসব মূলসূত্র নির্ধারিত হয় এই বানান-নীতিতে, তা এরকম :

(১) সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃত ভাষার নিয়ম-অনুযায়ী লেখা হবে, অর্থাৎ প্রচলিত বানান বজায় থাকবে।

(২) তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানান যতদূর সম্ভব উচ্চারণ-অনুযায়ী লেখার চেষ্টা করতে হবে।

(৩) সাধুভাষার ক্রিয়ায় প্রচলিত বানান বজায় থাকবে আর চলতিভাষার ক্রিয়ায় উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান লেখা হবে। কিন্তু অঞ্চলভেদে ক্রিয়াপদের উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে। এজন্য প্রামাণিক হিসাবে ধরা হচ্ছে কলকাতা ও কলকাতার কাছাকাছি নবদ্বীপ, ভাটবাড়া, কৃষ্ণনগর অঞ্চলের শিক্ষিত ভদ্রলোকের উচ্চারণকে।

(৪) চলতিভাষার কবিতায় বিশেষত স্বরবৃত্ত ছন্দে উচ্চারণ-অনুসারে বানান লেখা হবে। সাধুভাষার ছন্দে পুরানো বানান বজায় রাখা যেতে পারে।

(৫) অন্ত্য অ-কারের 'ও' উচ্চারণে ো-কার দিয়ে, (যেমন : মতো, ভালো, কালো, ক'র্‌বো), আর মধ্য অ-কারের 'ও' উচ্চারণ ইলেক ( ' )-চিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে (যেমন : ব'লে, ক'রে, চ'লে)।

(৬) ্যা-কারকে মধ্য ে-কার (অর্থাৎ মাত্রাযুক্ত এ-কার) দিয়ে দেখানো হবে। যেমন : দেখোদ্যাখো), ফেলো (ফ্যালো)।

কিন্তু দেখো (< দেখিও), ফেলো (< ফেলিও)।

আদ্য 'এ্যা' ধ্বনির জন্য একটা নতুন অক্ষর দরকার। 'এ' অক্ষরটিকে সামান্য একটু বদলিয়ে নতুন অক্ষর তৈরি করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

উপরের মূলসূত্রগুলো অবলম্বন করে বাংলা বানানের একটি খসড়া নিয়ম প্রণয়ন করা হয়। নিয়মের উল্লেখযোগ্য দিক –

১. সাধু ও চলতি উভয় ভাষাতে ী-কারান্ত শব্দে সম্বোধনে ী-কার বজায় থাকবে। যেমন : দেবী, জননী, রূপসী, সুন্দরী, উর্বশী।

২. যেখানে অন্ত্য ঃ (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় না সেখানে 'ঃ' (বিসর্গ) না লেখাই ভালো। যেমন : জ্ঞানত, বিশেষত, আপাতত।

৩. ক) শেষ হসন্ত উচ্চারণ করাই বাংলা ভাষার সাধারণ নিয়ম বলে শেষে হসন্ত চিহ্ন ( ্) দেয়ার দরকার নেই। যেমন : সকল, নিশ্চিত, ব'ল্‌লেন।

খ) তবে অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য সময়ে সময়ে শেষে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন : এ জিনিসটার চল্‌ হ'য়ে গেছে। যদিও ব্রাহ্মণবংশজাত তবু জাত্‌ মানি না। রোজ রোজ যোগান্‌ যোগানো চলে না।

গ) তুচ্ছ অনুজ্ঞায় শেষে হসন্ত চিহ্ন না দেয়াই ভালো।

ঘ) ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্যত্র তিন অক্ষরের শব্দে উপান্ত অক্ষরে উচ্চারণ-অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেয়া দরকার। যেমন : মেঘ্‌লা, বাদ্‌লা, পশ্‌লা, এম্‌নি।

ঙ) বিদেশি শব্দে উচ্চারণ-অনুসারে হসন্তচিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন : মশ্‌গুল, বুল্‌বুল, শেক্‌স্‌পিয়র।

চ) চার অক্ষরের ক্রিয়াপদে দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত দেয়া যায় কি-না তা পরীক্ষা করে দেখতে বলা হচ্ছে (বল্‌বার নাকি বলবার)।

৪. ক) কবিতায় ি- কারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেক (')-চিহ্ন দিতে হবে। যেমন : করি', ধরি', চম্‌কি'।

খ) দ্বিত্বশব্দে সাধুভাষার ক্ষেত্রে (কাঁদ'-কাঁদ') একরকম এবং চলতিভাষার ক্ষেত্রে অন্যরকম (কাঁদো-কাঁদো) প্রস্তাব করা হচ্ছে।

গ) অর্থের পার্থক্য দেখানোর জন্য লুপ্ত অক্ষরের পরিবর্তে আবশ্যক-মতো ইলেকচিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন : ক'বে (কহিবে) ও কবে (কোন দিন); র'বে (রহিবে) ও রবে (শব্দে); তা'রা (তাহারা) ও তারা (নক্ষত্র)।

৫. ক) যেন, কেন, যত, তত, এত, কতুএই কয়টি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দে উচ্চারণ অনুসারে যেনো, কেনো, যতো, ততো, এতো, কতো লেখা উচিত মনে করছে বিশ্বভারতী। কিন্তু একইসঙ্গে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে 'অভ্যস্ত সইবে কি-না'। এগুলো পরীক্ষা করে দেখতে বলা হচ্ছে।

খ) সাধু ও চলতিভাষা দুয়েতেই তদ্ভব শব্দে যেখানে অন্ত্য অ-এর 'ও' উচ্চারণ হয়, সেখানে ো-কার দেয়া হবে। যেমন : কখনো, এখনো, আরো, বারো, চোদ্দো (কিন্তু চৌদ্দ), পনেরো, ষোলো, পুরানো।

গ) 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দে ো-কার দেয়া হবে (পড়ানো, বলানো)।

ঘ) চলতিভাষার ক্রিয়ার শেষে সাধারণত ো-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : ডাকো, থেকো, ব'ল্লো, ব'লেছো।

৬. ক) সাধুভাষা ও চলতিভাষা দুয়েতেই ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাংলা বিভক্তি যুক্ত হলেও ঈ-কার লেখা হবে। যেমন : গুণীকে, ধণীকে, মন্ত্রীরা, রোগীদের।

খ) প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে এবং নির্দেশক সর্বনাম 'কী' দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে।

৭. ঔ-কারের পরিবর্তে 'অউ' লেখার সুপারিশ করা হচ্ছে (বউ, মউ)। আবার সমস্ত শব্দে বিকল্পে ৌ-কার লেখা যেতে পারে বলা হচ্ছে (বৌঠাকুরাণী, মৌমাছি, চৌধুরী)।

৮. 'এ্যা' উচ্চারণে সর্বত্র 'মধ্য ে-কার' (অর্থাৎ মাত্রাযুক্ত এ-কার) ব্যবহার করা হবে। যেমন : দেখা, খেলা, বেলা, মেলা, যেন।

৯. ক) সাধু ও চলতিভাষা – উভয়ক্ষেত্রেই মোতি, গোরু, কোলু, নোতুন – এই কয়টি তদ্ভব শব্দে ও-কার লেখা হবে।

খ) করিয়ো, নিয়ো এসব শব্দে 'য়ো' লেখাই চলবে।

১০. সাধুভাষা ও চলতিভাষা দুটিতেই কান, বানান, পান, সোনা – এই শব্দগুলো দন্ত্য-ন দিয়ে লেখা হবে।[৩]

১১. সাধুভাষা ও চলতিভাষা দুটিতেই 'আছ্' ধাতুর বিকৃতরূপে সর্বত্র 'ছ' ব্যবহার করা হবে; 'চ' লেখা হবে না। যেমন : ক'রেছো, ব'লেছো।

১২. সাধুভাষা ও চলতিভাষা দুটিতেই বিদেশি শব্দে মূলরূপ অনুসারে তালব্য-শ ব্যবহার করা হবে। যেমন : শহর, শাজাহান, হামেশা, মশ্‌লা। কিন্তু 'সরম' শব্দটিতে "প্রচলিত বানান অনুযায়ী দন্ত্য-স লেখাই চলবে" বলে জানাচ্ছে বিশ্বভারতী।

১৩. চলতিভাষার উচ্চারণ-অনুসারে স্বরানুক্রম (Vocalic harmony) চলবে। যেমন : একটা, দুটো, তিনটে, বিলিতী, দিশী, পূজো, জুয়ো, ধুনুরী, খুড়ো, বুড়ো, ফিতে, হিসেব। অবশ্য আমরা লক্ষ করি, তুর্কি, হিন্দুস্তানি ভাষায়ও স্বরানুক্রম (Vocalic harmony) রয়েছে।

বিশ্বভারতী 'চ'ল্‌তি ভাষার বানান' নির্দেশ করতে গিয়ে প্রস্তাবনা অংশে বলছেন, "কাজ চালানো যায় এমন একটা পদ্ধতি খাড়া করাই আমাদের উদ্দেশ্য।" (নেপাল ২০০৭ : ৩০১)। আবার যেসব নিয়ম প্রস্তাব করা হয়েছে, সেগুলোর কিছু কিছু পরীক্ষামূলক হিসাবে উল্লেখ করেছেন তারা। বিশ্বভারতী অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে – "বাঙ্‌লা ভাষার বানানকে একেবারে বেঁধে দেবার সময় এখনও আসেনি। আরো কিছুদিন নানারকম পদ্ধতি পরীক্ষা ক'রে দেখার প্রয়োজন আছে।"

### ৬.৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটি

১৯৩৫ সালের নভেম্বরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতি বানান সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকদের কাছে অভিমত জানার জন্য প্রশ্নপত্র প্রেরণ করেন। প্রাপ্ত প্রায় দুশ উত্তরপত্র বিচার করে বানান সংস্কারের বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমিতির সুপারিশকৃত 'বাংলা বানানের নিয়ম' ৮ মে, ১৯৩৬ প্রকাশিত হয়। নিয়মের পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭-এর মে মাসে।

প্রেরিত 'প্রশ্নপত্রে' সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল কম। প্রথম প্রশ্নের বিষয় ছিল রেফের পর ব্যঞ্জবর্ণের দ্বিত্ব নিয়ে। বাংলায় দ্বিত্ব প্রচলিত; কিন্তু দ্বিত্ব বর্জন করলে লেখা ও ছাপা সহজ হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে দ্বিত্বযুক্ত এবং দ্বিত্ববর্জিত দুই রূপই সিদ্ধ। হিন্দি মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় দ্বিত্ব দেয়া হয় না। বাংলাতেও দ্বিত্ব বর্জন করা উচিত হবে কি-না – এই ছিল প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সন্ধিতে ঙ্‌ স্থানে অনুস্বারের ব্যবহার সম্পর্কে। অহঙ্কার/অহংকার, ভয়ঙ্কর/ভয়ংকর প্রভৃতি শব্দে ঙ্‌ স্থানে বিকল্পে অনুস্বার হয়। বানান সমিতি প্রশ্ন রাখলেন ঙ্‌ এবং অনুস্বার-এর মধ্যে কেবল অনুস্বার ব্যবহার করতে আপত্তি আছে কি-না। আর একটা প্রশ্ন – বিসর্গান্ত পদ সম্বন্ধে। আয়ুঃ বক্ষঃ মনঃ বিশেষতঃ ইতস্ততঃ ক্রমশঃ সদ্যঃ প্রভৃতি বিসর্গান্ত সংস্কৃত শব্দের বাংলা বানানে কোথাও বিসর্গ

থাকে কোথাও থাকে না। সর্বত্র এক নিয়ম করে বিসর্গ লোপ করা সঙ্গত হবে কি-না। চতুর্থ প্রশ্নের বিষয় ছিল ত্বক্, দিক্, সম্রাট্, উপনিষৎ, বিদ্যুৎ, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি শব্দের শেষে হসচিহ্ন রক্ষা আবশ্যক কি-না।

অসংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশি শব্দ সম্বন্ধেও অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল : (১) কর্জ্জ শর্ত্ত পর্দ্দা সর্দ্দার প্রভৃতি শব্দে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনের আবশ্যকতা; (২) হসন্ত উচ্চারণ বুঝাতে হসচিহ্ন ব্যবহারের ঔচিত্য; (৩) ই ঈ উ ঊ ব্যবহারের ক্ষেত্র; (৪) মূর্ধন্য ণ বর্ণটির সম্পূর্ণ বর্জন; (৫) ও-কার ও ঊর্ধ্বকমা (')-র ব্যবহার; (৬) ং, ঙ এবং ঙ্গ-এর ব্যবহার – রং না রঙ, সং না সঙ, বাংলা না বাঙলা; রং-এর রঙের এবং রঙ্গের – কোন বানান রক্ষণীয়; (৭) শ ষ স-এর ব্যবহার।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি শব্দ সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রশ্ন ছিল : (১) club, bus, bulb, cirus, focus প্রভৃতি শব্দের বাংলা বানানে u বর্ণের উচ্চারণ বাংলায় কোন অক্ষর দিয়ে বোঝানো হবে; (২) cat, hat, acid প্রভৃতি শব্দের a বর্ণের উচ্চারণ বোঝানোর জন্য বাংলায় কোন চিহ্ন ব্যবহার্য; (৩) f v w – ইংরেজি শব্দের মধ্যকার এই বর্ণগুলো বুঝাতে বাংলায় কোন কোন বর্ণ ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি।

বানান সংস্কার সমিতি কয়েকটি মূলনীতি গ্রহণ করলেন। তার প্রথমটি এরকম : ক. শব্দের প্রচলিত বানানের পরিবর্তন যতটা সম্ভব কম করতে হবে; খ. পরিবর্তন যেখানে করতেই হবে সেখানে বানান জটিলতর না করে সরলতর করার চেষ্টা করতে হবে; গ. অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।

বানান সমিতি গঠিত হওয়ার মাস ছয়েকের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নতুন বানানপদ্ধতি সংবলিত একটি পুস্তিকা বের হয়। এই পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিতর্কের প্রবল ঝড় উঠে।

১৯৩৬-এর মে মাসে প্রকাশিত নিয়মাবলির প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয় : "যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হবে। যথা, 'কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক'। অন্যত্র দ্বিত্ব হবে না, 'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কর্দম, অর্ধ, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্য, সর্ব'।" 'কার্ত্তিক বার্ত্তা বার্ত্তিক' এই তিনটি শব্দের জন্য দ্বিত্ব বর্জনের সূত্রটা নির্বিকল্প হতে পারল না বলে রাজশেখর বসুর মনে একটা অস্বস্তি ছিল। এ সময় গোবর্দ্ধন শাস্ত্রী এই তিনটি শব্দের জন্যও দ্বিত্ব-বর্জনের যুক্তি দিলে আপাত-সমস্যা দূর হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের কাজে সেই সময়কার প্রতিনিধিস্থানীয় মনীষীরা যুক্ত থাকলেও এই নিয়মাবলির বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা তৈরি হয়। জনমতের চাপে পড়ে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের

অক্টোবর মাসে ঐ নিয়ম-পুস্তিকার সংশোধিত ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে মৌখিক আলোচনায় এবং প্রবন্ধে যেসব মতামত প্রকাশিত হয়, সেগুলো বিচার করে দেখা হয় এবং নিয়মাবলির কিছু পরিবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে এই অনুমোদপত্র মুদ্রিত হল : "বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করতে সম্মত আছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬।" রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের নিচে সই করলেন শরৎচন্দ্র – তারিখ ১লা আশ্বিন ১৩৪৩।

'বাংলা বানানের নিয়ম' দ্বিতীয় সংস্করণে দ্বিত্ব বর্জন সংক্রান্ত বিধি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যে রূপ ধারণ করল সেটি এরকম : "রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হইবে না। যথা, অর্চনা মূর্ছা কার্তিক অর্ধ সর্ব।" 'অর্চনা মূর্ছা প্রভৃতির সঙ্গে 'কার্তিক' বানানটিও একত্রে সন্নিবিষ্ট করে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হল দ্বিত্ব প্রসঙ্গে 'কার্তিক'-এ 'অর্চনা'-য় কোনো পার্থক্য নেই।

বাংলা বানান সংস্কার ব্যাপারে যাঁরা সক্রিয় সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। তাঁর বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলো সে সময়ে সহজেই সাহিত্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
দেবপ্রসাদের যুক্তি ছিল এই : "দ্বিত্ব অবলম্বনের আসল কারণ ধ্বনিত্বমূলক (phonetic)", "দ্বিত্বের প্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণ-সঙ্গাত" এবং "বাঙ্গালা ব্যবহারে একেবারে প্রতিষ্ঠিত"; সুতরাং "তাহার পরিবর্ত্তন করা অবিধেয়"।

এই বাদানুবাদে অংশ নিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সজনীকান্ত দাস, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই আন্দোলনের কাছে বানান কমিটিকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বানান কমিটি পুনরায় কিছু সংশোধন করে বাংলা বানানের নিয়মের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সংস্করণ প্রকাশের সময় বানান কমিটি ঘোষণা করেন : "সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে এবং ছাত্রগণও প্রথম প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। সেজন্য এখন কয়েক বৎসর বানানের নিয়ম পালন সম্বন্ধে কোনো প্রকার পীড়ন বাঞ্ছনীয় নয়।"
আমরা দেখব যে, বিশেষ বিশেষ প্রস্তাবনা বা নিয়মের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন আলাদাভাবে উল্লেখ, আলোচনা ও সমালোচনা করেছেন।

### ৬.৪.১ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি'র প্রথম সূত্র হল – তৎসম শব্দে রেফ-এর পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না (যথা : অর্চনা, কর্তা, কার্তিক, কর্ম, সর্ব)। প্রথম সংস্করণে সূত্রটি ছিল – সংস্কৃত শব্দে যদি ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয়, তবেই রেফ-এর পরে দ্বিত্ব হবে (যেমন : কার্ত্তিক,

বার্ত্তা)। সংস্কার সমিতির তৃতীয় সূত্রে বলা হয়, তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশি শব্দেও রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব থাকবে না, যেমন : কর্জ, শর্ত, পর্দা, চর্বি।

এই দ্বিত্ব বর্জনের বিরুদ্ধে দেবপ্রসাদ ঘোষ যে আপত্তি তোলেন (*প্রবাসী* ১৩৪৩), সংস্কার সমিতির নিয়ম পুস্তিকায় তা খণ্ডন করা হয় (কাইউম ১৯৮৪ : ৬৪৮)। বাংলা বানানে বর্তমানে দ্বিত্ব বর্জন একরকম প্রতিষ্ঠিতই বলা চলে। অবশ্য এখনও কেউ কেউ মনে করেন যে, "পুনরায় বানান-সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত এই ভুল বানান চলতেই থাকবে" (মনীন্দ্র ১৪১৩ : ১৭-১৮)। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য : "'কৃত্তিকা'-কে হত্যা করিয়া 'কার্ত্তিক' বানানে 'কার্তিক' লিখলে এক খুন মাফ করিতে রাজী আছি। কিন্তু, 'অর্ঘ্য', 'দৈর্ঘ্য' 'মর্ম্ম্য', 'ঊর্দ্ধ' প্রভৃতি বহু শব্দের বানান যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের দোহাইতে 'অর্ঘ', 'দৈর্ঘ', হর্ম, 'উর্ধ' প্রভৃতি ধরনের বানানে লিখিত হইতে থাকে (প্রকৃতপক্ষে লিখিত হইতেছে), তবে কয় খুন মাফ করিব?" (এনামুল ১৯৭৪ : ভূমিকা ৩)

### ৬.৪.২ 'ঙ' বনাম 'ং'

সংস্কার সমিতির দ্বিতীয় সূত্র – তৎসম শব্দে সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার হবে। যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যেমন : অহংকার, ভয়ংকর; অথবা অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর।

'অনুস্বার অথবা ঙ্' এই উভয়বিধ বানানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, বিশেষ করে যেখানে শুধু ঙ-যুক্ত বানানেরই প্রচলন ছিল। বানান, লেখন ও মুদ্রণকার্যকে সহজতর করার জন্যই অনুস্বারযুক্ত বানানের প্রবর্তন হয়। কিন্তু জটিলতা দূর হচ্ছে না। কারণ সন্ধিসম্ভাব্য শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দে অন্ত্যব্যঞ্জন 'ম্' না থাকলে ং ব্যবহৃত হবে না, যেমন : অঙ্ক, গঙ্গা, সঙ্গে। অর্থাৎ, অনুস্বার বা 'ঙ্' প্রয়োগের আগে বিচার করে দেখতে হবে – ওই শব্দটি সন্ধিবিহীন একক শব্দ না সন্ধিবদ্ধ শব্দ।

সংস্কার সমিতির নবম সূত্রটি হচ্ছে – তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ক্ষেত্রে 'বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গান' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙ্‌লা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলবে। হসন্ত ধ্বনি হলে বিকল্পে ং বা ঙ্ বিধেয় (যেমন : রং, রঙ) এবং স্বরাশ্রিত হলে ঙ্ বিধেয় (যেমন : রঙের, বাঙালী, ভাঙন)। সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণে ভেদ থাকলেও আধুনিক বাংলা উচ্চারণে তা নেই। উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'রং' ও রঙ' সমান। তাই বানানেও উভয়বিধ নিয়ম রক্ষিত হতে পারে।
এই বানানকে সহজতর করার জন্য মুহম্মদ এনামুল হক 'আধুনিক বাংলা বানানের মূলনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রস্তাব করেন : "অ-তৎসম শব্দে হসন্ত অনুনাসিক ধ্বনি থাকলে তাকে অনুস্বার (ং) দিয়ে (যেমন – বাংলা, রং, সং) এবং স্বরান্ত্য অনুনাসিক ধ্বনি থাকলে তাকে 'ঙ্' দিয়ে লিখতে হবে (যেমন – বাঙালী, আঙিনা, ভাঙন, সঙীন, রঙের)।" (এনামুল ১৯৭৬ : ১৪৭)

এ প্রসজ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের প্রায় প্রস্তাবেই ঙ বর্ণ বর্জনের কথা বলা হয়েছে। *বঙ্গদর্শন* (১২৮৫) পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার 'বর্গীদের মত বৃহৎ উষ্ণীষধারী 'ঙ' অক্ষরকে বিদায় দিয়ে' তার জায়গায় ং ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। বাংলা একাডেমির বানান সংস্কার উপসংঘের সুপারিশেও অনুরূপ প্রস্তাব লক্ষ করা যায়।

### ৬.৪.৩ হসন্ত (্) চিহ্ন

সংস্কার সমিতির চতুর্থ সূত্রে হসচিহ্ন ব্যবহারের কিছু নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে :

ক) শব্দের শেষে সাধারণত হসন্তচিহ্ন দেয়া হবে না।
যেমন : ওস্তাদ, চেক, জজ, পকেট ইত্যাদি।
কিন্তু ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হসন্ত চিহ্ন বিধেয়।

খ) দহ, কাণ্ড, অহরহ জাতীয় শব্দে 'হ' ও যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চরণ স্বরান্ত, কিন্তু হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হলে হসচিহ্ন ব্যবহৃত হবে।
যেমন : শাহ্, বণ্ড্।

(গ) সুপ্রচলিত শব্দে যুক্ত ব্যঞ্জনের জন্য হসন্তচিহ্ন না দিলেও চলবে।
যেমন : আট, কর্ক, স্পঞ্জ।

(ঘ) মধ্যবর্ণে প্রয়োজন হলে হসচিহ্ন বিধেয়।
যেমন : উল্‌কি, সট্‌কা।

কোথায় ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা রয়েছে, কোন শব্দের শেষে হসন্ত উচ্চারণটি অভীষ্ট, কোন হসন্তান্ত্য শব্দ সুপ্রচলিত, এবং কোন মধ্যবর্ণে হসচিহ্নের প্রয়োজন রয়েছে, তা এই সূত্রে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সমাধান দিচ্ছেন কাইউম (১৯৮৪ : ৬৫০), "ভুল উচ্চারণবশত ভুল অর্থবোধ জাগাবার সম্ভাবনা থাকলে শব্দের শেষে বা মধ্যে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার বিধেয়।" অন্যদিকে, বাক্, ত্বক্, দিক্ – এ জাতীয় তৎসম শব্দে হসচিহ্ন বর্জন 'গুরুতর অপরাধ' বলে মনে করেছেন মনীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৪১২ : ৩৪)

### ৬.৪.৫ দীর্ঘ ঈ/ঊ এবং হ্রস্ব ই/উ

সংস্কার সমিতির পঞ্চম সূত্রে বলা হয়েছে – মূল সংস্কৃত শব্দে যদি দীর্ঘ-ঈ বা দীর্ঘ-ঊ থাকে, তবে 'তদ্ভব' বা 'তৎসদৃশ' শব্দে দীর্ঘ ঈ/ঊ অথবা হ্রস্ব ই/উ হবে (যেমন : কুমীর/কুমির, পাখী/পাখি, বাড়ী/বাড়ি, চূন/চুন, পূব/পুব)। কিছু শব্দে কেবল দীর্ঘ-ঈ, কেবল হ্রস্ব-ই; অথবা কেবল দীর্ঘ-ঊ বা হ্রস্ব-উ হবে। যেমন : হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়), চুল (চুল)।
এ ছাড়া আরও বলা হয়েছে – নারীবাচক এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের শেষে দীর্ঘ-ঈ হবে; (যেমন : বাঘিনী, কাবুলী, কেরাণী, ইংরেজী, রেশমী)। সূত্রের আর একটি বিধান হচ্ছে

মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল হ্রস্ব-ই হবে। যেমন : ব্যাঙাচি, কাঠি, কেরামতি, চুড়ি, পাগলামি, তাড়াতাড়ি, সোজাসুজি ইত্যাদি।

দীর্ঘ-ঈ বা দীর্ঘ-ঊ ব্যবহার প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বক্তব্য হচ্ছে – তুলা, সুতা, রুপা প্রভৃতি যেসব শব্দে 'উ'-র পরে দীর্ঘস্বর আছে, সে উ-কার দীর্ঘ ঊ-কার হবে না। শাড়ী, বাড়ী ইত্যাদি শব্দেও তিনি দীর্ঘ ঈ-কারের পক্ষপাতী। কারণ এদের মূল শব্দ হচ্ছে যথাক্রমে শাটী এবং বাটী। (যোগেশ ১৩৬৩ : ৫১)

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্যাপকভাবেই ই-কারের পক্ষপাতী। তা নারীবাচকের ক্ষেত্রেও এবং বিশেষণবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও। ১৩০৮ সালে 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে তিনি বলেন,

> সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, এ কথা মানি না। সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেইজন্য তাহা সংস্কৃত পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন্ হয় না। (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/২০১১ : ৬৩৪)

দেবপ্রসাদ ঘোষ মনে করেন, "বাংলা ভাষা সংস্কৃতমূলক হওয়ায় দীর্ঘ ঈ-এর ব্যবহার মোটামুটি সংস্কৃতানুযায়ী হয়েছে" এবং "অসংস্কৃত শব্দেও ঈ-কার ব্যবহারই প্রচলিত রীতি"। তাঁর মতে দীর্ঘ ঈ-কার প্রয়োগের প্রচলিত সাধারণ রীতিই থাকা উচিত। (দেবপ্রসাদ ২০০৭ : ১৩৮)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তদ্ভব ও দেশি শব্দ সর্বত্রই 'ই' এবং 'উ'-এর পক্ষাপাতী। (দ্রষ্টব্য : পঞ্চম অধ্যায় ৫.৪১)

মুহম্মদ এনামুল হক নারীবাচক, জাতিবাচক, ভাষাবাচক এবং বিশেষণবাচক শব্দের ক্ষেত্রে ঈ-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী হলেও তিনি মনে করেন, সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুসরণে বিকল্পে 'ঈ' বা 'ঊ'-এর ব্যবহারবিধি প্রচলিত হলে 'বানান বিভ্রান্তি কিছুতেই কমবে না'। কারণ এর ফলে একটা সর্বস্বীকৃত শৃঙ্খলা বিধানের যে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে বানান সংস্কারে হাত দেয়া হয়েছিল, তাতেই কুঠারাঘাত করা হয়। অতএব, "বাংলা স্বরধ্বনিতত্ত্বের অনুসরণে সর্বদাই 'ই' বা 'উ' ব্যবহার বিধেয়" – কারণ বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক দীর্ঘ স্বরধ্বনির উচ্চারণ অনেক আগেই লোপ পেয়েছে। (এনামুল ১৯৭৬ : ১৪৩)

**৬.৪.৬ 'য' বনাম 'জ'**

সংস্কার সমিতির ষষ্ঠ সূত্র – 'জ/য' সম্পর্কে। সূত্রটি হচ্ছে, "এ সকল শব্দে 'অন্তঃস্থ য' না লিখে 'বর্গীয় জ' লেখা বিধেয় – কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোর, জোড়া, জোত, জোয়াল।"

দেবপ্রসাদ ঘোষের মতে, সংস্কৃতমূলক তদ্ভব শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে 'বর্গীয় জ' কিংবা 'অন্তঃস্থ য' হওয়া উচিত। আমরা দেখেছি, সংস্কৃত 'য' ধ্বনি বাংলায় 'জ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন যন্ত্র থেকে জাঁতা, কার্য থেকে কাজ, যবাগু থেকে জাউ। অন্যদিকে সংস্কৃত 'জ' ধ্বনি বাংলায় রক্ষিত হতেও দেখা যায়, যেমন : জ্যোতি থেকে জোত, জলৌকা থেকে জোঁক, জাতিফল থেকে জায়ফল। মূলধ্বনি রক্ষিত হলে অসুবিধা নেই। কিন্তু ধ্বনিবিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'অন্তঃস্থ য' যখন 'বর্গীয় জ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে, সেখানে মূলানুগ 'য' লেখার অর্থ হচ্ছে ধ্বনিবির্তনের ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

### ৬.৪.৭ যুক্তাক্ষর

সংস্কার সমিতির ৭ম সূত্র – ন্ট ণ্ঠ ণ্ড ঞ্চ প্রভৃতি যুক্তাক্ষর ছাড়া অসংস্কৃত শব্দে সর্বত্র কেবল 'ন' ব্যবহৃত হবে। যেমন : কান, সোনা, বামুন ইত্যাদি। 'বাংলা বানানের নিয়ম'-এর ভূমিকায় সংস্কার সমিতি এ-প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা যুক্তিযুক্ত :

> তদ্‌ভব শব্দে অনেকে মূল অনুসারে ণ প্রয়োগ করেন যথা – 'কাণ, সোণা'। কিন্তু সকল শব্দে এই রীতি অনুসৃত হয় না, যথা – 'বামুন, গিন্নী'। বাংলা ক্রিয়াপদেও ণত্ব হয় না, যথা – 'শোনা, করেন, করুন'। বহু বিশিষ্ট লেখক 'কান, সোনা' প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন এবং এই রীতি ক্রমে ক্রমে বিশেষ প্রচলিত হইতেছে। 'কোরাণ, গবর্ণর' প্রভৃতিতে ণত্ব করিবার হেতু নাই। ...অসংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন করিলে বানান সরল হইবে। (উদ্ধৃত, নেপাল ২০০৭ : ৩১৪)

### ৬.৪.৮ ও-কার, ঊর্ধকমা এবং অন্য চিহ্ন

অষ্টম সূত্রে সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বোঝানোর জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধকমা বা অন্য চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জনের কথা বলা হয়েছে। তবে অর্থগ্রহণে বাধা হয়, এমন শব্দে অন্ত্য-অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য-অক্ষরে বিকল্পে ঊর্ধকমা (') দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন : কাল, কালো; ভাল, ভালো।

ও-কার বা ঊর্ধ্বকমা বর্জনের নির্দেশই যথেষ্ট ছিল; বিকল্প বিধানের প্রয়োজন ছিল না। ভাষার কোনো শব্দই এককভাবে নয়, বিভিন্ন শব্দের ভাবানুষঙ্গেই তার অর্থ প্রকাশ পায়। তবে উচ্চারণে বা অর্থগ্রহণে অসুবিধা হতে পারে এমন নতুন, বিদেশি বা অপ্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে ও-কার বা ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করা যেতে পারে। চলতিভাষার ক্রিয়াপদ এখন অনেকের চোখে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তাই করে/ক'রে, কর/ক'রো ইত্যাদির পার্থক্য বুঝানোর জন্য প্রয়োজনবোধে ঊর্ধকমা বা ও-কার ব্যবহার বিধেয় বলেই মনে করেন আবদুল কাইউম (১৯৮৪ : ৬৫২)।

### ৬.৪.৯ শ-ষ-স

সংস্কার সমিতির দশম সূত্রে 'শ-ষ-স'-এর ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে 'শ' বা 'ষ' বা 'স' হবে। যেমন : আঁশ (< অংশু), আঁষ (< আমিষ), শাঁস (< শস্য)। কিন্তু বিদেশি শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে 'স' বা 'শ' হবে। যেমন : পোশাক, ক্লাস, সিমেন্ট ইত্যাদি।

উভয় ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমেরও উল্লেখ করা হয়েছে (২০নং সূত্র)। ইংরেজি স্টোভ, স্টেশন প্রভৃতি শব্দে ‘ষ্ট’-এর পরিবর্তে ‘স্ট’ ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ‘শ-ষ-স’ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কার সমিতির প্রস্তাবিত বানান মোটামুটিভাবে প্রচলিত বলা চলে।

**৬.৪.১০ ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি শব্দ**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৭) জানাচ্ছেন, Cut-এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নেই। অল্প কয়েকটি নতুন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলালিপিতে প্রবর্তন করলে ‘মোটামুটি’ কাজ চলতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতি মনে করেন, বিদেশি শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁরা বলেন, নবাগত বিদেশি শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নেই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হলেই লেখার কাজ চলবে। যেসব বিদেশি শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও সেই অনুযায়ী বানান বাংলায় চালু হয়ে গেছে, সেসব শব্দের প্রচলিত বানান বজায় থাকবে; যথা – ‘কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকণ্ড’।

নবাগত ইংরেজি ও বিদেশি শব্দের জন্য বানান সমিতির প্রস্তাবগুলো এরকম :

**বিবৃত অ (cut-এর u)**

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা – ‘ক্লাব (club), বাস্‌ (bus), বাল্‌ব্‌ (bulb), সার্‌ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মন (German), কাটলেট (cutlet), সার্কস (circus), ফোকস (focus), রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Hcrodotus)।

**বক্র আ/ বিকৃত এ (cat-এর a)**

মূল শব্দে বক্র আ থাকলে বাংলায় আদিতে ‘অ্যা’ এবং মধ্যে ‘্যা’ বিধেয়, যথা – অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)।

এরকম বানানে ‘্যা’-কে (য-ফলা+আ)-কার মনে না করে একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যেতে পারে; যেমন, হিন্দিতে একই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলছে (hat)। নাগরিলিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করে ও হয়, সেরকম বাংলায় ‘অ্যা’ হতে পারে।

**ঈ ঊ**

মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে, তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ হবে; যথা – সীল (seal), ঈস্ট (East), ঊস্টার (Worcester), স্পূল (spool)।

**f v**

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়; যথা – 'ফুট (foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হবে, যথা – 'ফন (von)।

**w**

w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা – 'উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)'।

**য়**

নবাগত বিদেশি শব্দে অনর্থক 'য়' প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলতে পারে; কারণ 'য়' লিখলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ারগু' না লিখে 'এডওআর্ড, ওঅর-বণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার (hardware)' বানানে 'দোষ নাই' বলছেন তাঁরা।

**s, sh**

বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স sh স্থানে শ হবে; যথা – 'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেক্স্পিয়র'। কিন্তু কিছু শব্দে বিকল্পে ব্যতিক্রম হবে; যথা – 'ইস্তাহার (ইশ্তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্তাহ্), ভিস্তি (বিহিশ্তী), খ্রীষ্ট (Christ)'।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুটি বর্জন করলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতি 'সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়' মনে করেন কলকাতা সমিতি। বহু বিদেশি শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কিছু শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়; যথা – 'সরবত, শরবত; শরম, সরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণ করতে বলেছেন ।

বিদেশি শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা – 'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

**st**

নবাগত বিদেশি শব্দে st স্থানে নতুন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়; যথা – 'স্টোভ (stove)'।

**z**

z স্থানে জ বা জ় বিধেয়।

রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৬ : ৪৪০) বলেছিলেন, “পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানেই সেটা করাই কর্তব্য তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা।” কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাকরণ বাঁচিয়ে বানান-সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আবদুল কাইউম (১৯৮৪ : ৬৫২) বলেন, বিকল্প বিধি দ্বারা যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে অনভিজ্ঞ ও নতুন প'ড়োদের প্রতি দয়ার প্রমাণ হয় না। এছাড়া কোনো কোনো সূত্রে অস্পষ্টতাও পরিলক্ষিত হয়। অরুণ সেনও (১৯৯৬ : ৩৭) মনে করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির প্রধান ত্রুটি তার “বিকল্পের অজস্রতা। কিন্তু কীভাবে সেই বিকল্পকে বর্জন করা হবে তা নিয়েই মতান্তর।”

একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তাকে অনেকাংশে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্য বানানের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার এখনও বর্তমান। তার কারণ কিছুটা অজ্ঞতা এবং কিছুটা প্রাচীন অভ্যাসের প্রতি আচারনিষ্ঠা। প্রধানত অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বানান-নির্ধারণের কয়েকটি প্রবণতা এই বিধিতে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যা পরবর্তীকালের বাংলা একাডেমি, বাংলা আকাদেমি কিংবা *আনন্দবাজার পত্রিকা* বা *প্রথম আলো*-র বানানবিধিতে মোটের উপর অনুসৃত হয়েছে। বলা যায়, বাংলা ভাষা-ব্যবহারকারীরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এ বিধিকে অবলম্বন করে গড়ে-ওঠা প্রচলিত বানানরীতিকেই অনুসরণ করে থাকে।

### ৬.৫ ‘পূর্ববঙ্গ সরকারী ভাষা কমিটি’ প্রস্তাবিত সংস্কার

পাকিস্তান রাষ্ট্র পৃথক হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ সরকার মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র নেতৃত্বে ঢাকায় ‘East Bengal Language Committee’ গঠন করে। এই কমিটি গঠনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষাকে ‘পাকিস্তানের মানুষের প্রতিভা ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ’ করা এবং এই উদ্দেশ্যে বর্ণমালা, বানান ও লিপি-সংস্কার (আরবি বা রোমান হরফে বাংলা লেখা) ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিবেচনা করা। পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ববঙ্গ সরকার এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেনি। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার পর। (জামিল ১৯৯৪ : দশ)

‘পূর্ববঙ্গ সরকারী ভাষা কমিটি’ প্রস্তাবিত বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রথমেই বলা হয় যে, এই সংস্কারের পর পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষা ‘সহজ বাংলা’ নামে পরিচিত হবে (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৬৪৬)। সংস্কার-প্রস্তাবে আশা করা হয়, প্রস্তাবিত সংস্কার সাধিত হলে আগামী বিশ বছরের মধ্যে বাংলা হরফকে রোমান বা উর্দু হরফে রূপান্তরের প্রয়োজন হবে না; তবে বিশ বছর পরে হরফ পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। এই ভাষা-কমিটি বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার সম্বন্ধে নানা মত আলোচনা করে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ক. লিপি-সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাবগুলো[৪] নিম্নরূপ :

(১) স্বরবর্ণের সংখ্যা হবে ৭টি – অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও।

(২) স্বরচিহ্নের ক্ষেত্রে আ-কার, উ-কার এবং ্যা-কারের কোনো পরিবর্তন হবে না। ই-কারের চিহ্ন হবে –ী; এ-কারের চিহ্ন অক্ষরের পরে ; ও-কারের চিহ্ন হবে অক্ষরের পরে প্রচলিত ঔ-কারের দ্বিতীয়াংশ –ৗ।

(৩) ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা থেকে বাদ যাবে ঙ, ঞ, ণ, অন্তঃস্থ ব, ষ, স, ঢ, ক্ষ।

(৪) যুক্তাক্ষর থাকবে না। তা ভেঙে লিখতে হবে। রক্ত = রক্‌ত।

(৫) ফলা চিহ্ন থাকবে না। র-ফলা, রেফ, ন/ণ-ফলা, ল-ফলা থাকবে না। উচ্চারণ অনুসারে ভেঙে লিখতে হবে।

| | | |
|---|---|---|
| স্বরবর্ণ থাকবে | : | অ আ ই উ ও এ এ্য |
| ব্যঞ্জনবর্ণ থাকবে | : | ক খ গ ঘ; চ ছ জ ঝ;<br>ট ঠ ড ঢ; ত থ দ ধ;<br>প ফ ব ভ; ন ম ছ শ<br>র ড় য় ল; হ ং ঁ |
| আকার-ইকার থাকবে | : | া ী ু ৗ ্যা এবং সবগুলো কারচিহ্নই ডানে বসবে। |
| স্বর-বর্ণমালা থেকে বাদ যাবে | : | ঈ ঊ ঋ ৠ ঐ ঔ ঌ ৡ |
| ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে বাদ যাবে | : | ঙ ঞ ণ ঢ় ষ ব (অন্তঃস্থ) ষ স ৎ ক্ষ ঃ |
| আকার-ইকার বাদ যাবে | : | ি ূ ে ো ৈ ৌ ইত্যাদি। |

খ. বানানের নিয়ম :

উচ্চারণ ও লিখন যথাসম্ভব এক হবে। অক্ষরগুলো গোটা গোটা থাকবে। শব্দের সহজতম বানানই গ্রহণ করতে হবে। অনুচ্চারিত অক্ষর লিখিত হবে না। সংযুক্ত অক্ষর ভেঙে পাশাপাশি গোটা গোটা বসাতে হবে। সব ফলাচিহ্ন উঠে যাবে। যেমন : এ্যাক, বীশ্‌শ, দুক্‌খ, পদ্‌দা, ব্যালা, গুলী, শুর, শুছ্‌থ, রুপ,

দুধ, বীত্ত, উর্ধ, বীদ্দান, শুরজ, বীগ্গঁ, গল্প, মীশ্ট, কীন্তু প্রান, চন্দ্র, প্রান, গ্লানী, প্রায়, রুগ্ন, তর্ক, শরণ, ছ্র্তী।

গ. রচনার নিয়ম :
আমরা বীশ্শাশ করী জে দুনীয়ার শকল জবান হইতে আমাদের 'শহজ বাংলা' বেশী বীগ্গাঁন শম্মত হইবে। (মুনীর ১৯৭০ : ২১-২২)

১৯৪৯ সালে গঠিত 'পূর্ববঙ্গ সরকারী ভাষা কমিটি' তাঁদের যাবতীয় সুপারিশের মূলনীতি হিসাবে 'সরলীকরণ'কেই সর্বাধিক মর্যাদা দান করেন। যে সরলায়িত বাংলা পূর্ব-পাকিস্তানিদের আদর্শ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত তাঁরা তার নামকরণ করেন 'শহজ বাঙলা'। কমিটির মতে, এই সহজ বাংলা "নিজের স্বভাবগুণে আপনা থেকেই নব নব পর্যায়ে বিকাশ লাভ করবে, তার জন্য বাইরে থেকে ভাষার ওপর কোনো জুলুম চালানো নিষ্প্রয়োজন। বিপ্লব নয়, বিবর্তনের পথেই সে-ক্রমবিকাশ ঘটবে"। কমিটি আরও বলেন যে, ভাষা যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কোনো এক বিশেষ দিকে দ্রুত মোড় নিতে পারে, সেজন্য সজ্ঞানে কিছু সাহায্য করা অন্যায় হবে না।
কিন্তু মুনীর চৌধুরী (১৯৭০ : ২১) বলেন, "যাঁরা ভাষাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, ব্যাকরণের মর্মোদ্ধারে অনভ্যস্ত, অভিধানে অনাস্থাবাদী, তাঁরাই নির্দ্বন্দ্বচিত্তে ব্যাপকতম সংস্কারের সুপারিশ করেছেন এবং গভর্নমেন্টের শরণাপন্ন হয়েছেন নিজেদের প্রস্তাব অনুযায়ী আইন জারী করার জন্য।"

হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪ : বায়ান্নো) দেখিয়েছেন, পাকিস্তানি আমলে পূর্ববঙ্গে বর্ণমালা ও বানান সংস্কার বা সরলীকরণের যে নানা উগ্র প্রচেষ্টা চলেছিল, তার পেছনে অনেক সময়ই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি ষড়যন্ত্র এবং 'বাঙালি জাতিসত্তাকে পর্যুদস্ত করার চক্রান্ত'। সেইসব প্রচেষ্টা ও প্রস্তাব কখনও 'গৃহীত হয়নি'; এমনকি 'প্রস্তাবকারীরাও গ্রহণ করেননি'।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁর *বাঙলা বানান ও লিপি সংস্কার* শীর্ষক পুস্তিকায় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে –

> যদি প্রস্তাবিত সংস্কারের সুবিধা বর্তমান অসুবিধার বাটখারার চাইতে ওজনে যথেষ্ট ভারী না হয়, তবে বর্তমান অসুবিধা মেনে নিয়েও সংস্কারের চেষ্টা পরিহার করাই কর্তব্য। যেমন ইংরেজীর বেলায় হয়েছে। শুধু একটা 'নতুন কিছু করো'-র জন্যই যেন ভাষা বা বানান সংস্কারের চেষ্টা না করা হয়; কারণ, সংস্কার করতে গেলে অনেক ভাঙচুর ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়; সংস্কারজনিত লাভের দ্বারা যদি সে ক্ষতি পুষিয়ে না যায় তবে সে সংস্কারকে অমঙ্গলজনকই বলতে হবে। (মোফাজ্জল ১৯৮৪ : ৬০০)

বিশ্বজিৎ ঘোষ এই ভাষা-কমিটির কিছু 'যান্ত্রিক' উদাহরণ তুলে ধরেছেন :

ক. তিনি যাবতীয় বিষয় আনুপূর্বিক অবগত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।
শহজ বাংলা : তিনি সবকিছু আগাগোড়া শুনিয়া তাজ্জব হইলেন।

খ. আমি তোমায় জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।
শহজ বাংলা : আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না।

গ. মাসের পরিসমাপ্তিতে ঋণ শোধ করিব।
শহজ বাংলা : মাস কাবারিতে দেনা (করজ) আদায় করিব।

ঘ. হিল্লোলিত সমীরে তরঙ্গিনী আন্দোলিত হইতে লাগিল।
শহজ বাংলা : লীলুয়া বাতাসে নদী নাচিতে লাগিল।

এবং 'শহজ বাঙলা'র সমালোচনা করে মন্তব্য করেছেন, "উদ্ধৃত বাক্যগুলো দেখলেই অনুধাবন করা যায়, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষা কমিটি এই বাক্যরাশি তৈরি করেছে। কেননা, উদ্ধৃত বাক্যের আদলে সেকালে সাধারণ বাঙালি কথা বলত না।" (বিশ্বজিৎ ২০১০ : ৪০)

### ৬.৬ বাংলা একাডেমির প্রথম সুপারিশ

১৯৬২ সালে বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার সম্পর্কে বাংলা একাডেমি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপসজ্ঘ গঠন করে। এই উপসঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান এবং সদস্য ছিলেন – মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসনাৎ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ ওসমান গনি, ফেরদাউস খান, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। (মুনীর ১৯৭০ : ১১০)
কয়েকটি বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর উপসজ্ঘ 'সর্বসম্মতিক্রমে' বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার সম্পর্কে কিছু বিধি সুপারিশ করে। এই বিধি ছাপা হয় *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*র সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৩)।

সুপারিশগুলো ছিল এরকম :

ক. বাংলা বানান সাধারণত সংস্কৃত বানানের অনুসরণে লিখিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতে যেসব ক্ষেত্রে শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিপিবদ্ধ করা হয়, বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের সেইসব উচ্চারণ অনুসৃত হয় না। অধিকন্তু বাংলা উচ্চারণও ধরা পড়ে না। যেমন – সহ্য, বাহ্য, দুঃখ, অন্তঃপুর, ক্রমশঃ, শ্বাস, বিশ্ব, বাক্য, লক্ষ্মণ, স্মিত, মহাত্মা প্রভৃতি শব্দ। এটা অবৈজ্ঞানিক ও ত্রুটিপূর্ণ।

খ. বাংলা বর্ণমালায় ঙ, ং, ৎ, ঞ, জ, য, বর্গীয় ব, অন্তঃস্থ ব, ণ প্রভৃতি স্বল্প ব্যবহৃত অথচ বিকল্প বর্তমান – এরকম গোটাকয়েক বর্ণ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বর্ণসংক্ষেপ করা বিধেয়।

গ. সংস্কৃতে ণত্ব ও ষত্ব বিধান অনুসারে যে বানান লেখা হয়, বাংলার তৎসম শব্দগুলোতে সেই বানান লেখা হলেও তার যথাযথ উচ্চারণ করা হয় না। বাংলায় ন ও শ ধ্বনিমূল (Phoneme) দুটিকে রেখে তাদেও সহধ্বনি (Allophone) ণ ও ষ-কে অপসারিত করে বানান ও বর্ণমালা সংক্ষেপিত ও সরলীকৃত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঘ. অনেকগুলো স্বরচিহ্ন অক্ষর এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ পরিবর্তনের কারণে বাংলা বানানে ও তাদের চক্ষুগ্রাহ্য রূপে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কার করার সময় বাংলা একাডেমি লক্ষ রেখেছেন যাতে –

(১) নতুন কোনো চিহ্নের উদ্ভাবন করতে না হয়।

(২) প্রচলিত অক্ষর কিংবা কার-চিহ্নগুলো যে যে ধ্বনির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার অতিরিক্ত কিংবা ঐ ধ্বনি-বহির্ভূত অন্য কোনো ধ্বনির প্রতীক হিসাবে যেন তাদের ব্যবহার করতে না হয়।

(৩) বর্ণমালার চক্ষুগ্রাহ্য দৃশ্যমান রূপকে বিশেষভাবে যেন ব্যাহত না করতে হয়। অর্থাৎ কার-স্বরচিহ্ন যুক্ত হলে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের মৌলিক ও দৃশ্যরূপের যেন আর পরিবর্তন না হয়।

(৪) বাংলার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়।

বাংলা বানান ও লিপি সম্পর্কে বাংলা একাডেমি নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে –

১. সংস্কৃত, অসংস্কৃত সর্বত্র ঙ স্থলে ং ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সংগীত, গংগা, ডংকা, রং-এর, বাংগালী, ভাংগন ইত্যাদি। বর্ণমালা থেকে ঙ বাদ যাবে।

২. ইংরেজি J, আরবি ج এবং সংস্কৃত জ-য বর্ণের বাংলা ভাষায় J-উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য জ হবে। ইংরেজি Z এবং আরবি ذ ز ظ ض বর্ণের বাংলা ভাষায় Z-উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য সর্বত্র য হবে।

৩. ণ এবং ন স্থলে কেবল ন ব্যবহার করতে হবে। ণ বর্ণমালা থেকে বাদ যাবে।

৪. ইংরেজি Sh এবং আরবি ش উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য সর্বত্র শ হবে। ইংরেজি S এবং আরবি ث ص س উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য সর্বত্র স হবে। ষ বর্ণমালা থেকে বাদ যাবে। তবে প্রচলিত বানানের যেখানে যেখানে ছ আছে, সেখানে বিকল্পে স রাখা যেতে পারে।

৫. ই, ঈ এবং তাদের প্রতীক ি, ী স্থানে কেবল ই এবং ি ব্যবহার হবে। কেবল বিদেশি শব্দে প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে বিকল্পে ঈ এবং ী ব্যবহার হতে পারে। তবে প্রচলিত বানানে যেখানে ঈ বা ী আছে, সেখানে বিকল্পে ঈ রাখা যেতে পারে।

৬. উ এবং ঊ এবং তাদের চিহ্ন ু এবং ূ -এর মধ্যে শুধু উ এবং ু থাকবে। কেবল বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে বিকল্পে ঊ এবং ূ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে প্রচলিত বানানে যেখানে যেখানে ঊ এবং ূ আছে, সেখানে বিকল্পে ঊ এবং ূ রাখা যেতে পারে।

৭. বর্ণমালা থেকে ঋ, ঌ বাদ যাবে। ঋ-এর পরিবর্তে রি হবে। তবে ৃ-কার থাকতে পারে। যেমন : মৃগয়া। কিন্তু পদের মধ্যে র-ফলা হ্রস্ব ই-কার দিয়েও লেখা যেতে পারে।

৮. বর্ণমালা থেকে ঐ, ঔ এবং এদের চিহ্ন ৈ এবং ৌ বাদ যাবে না। তবে বিকল্পে 'অই' এবং 'ওই' লেখা যেতে পারে। যেমন : শৈবাল/শইবাল।

৯. বর্ণমালা থেকে ঞ বাদ যাবে। ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ স্থানে ন্‌চ, ন্‌ছ, ন্‌জ লিখতে হবে। যেমন : বান্‌ছা, ঝন্‌ঝা, ইত্যাদি।

১০. বর্ণমালা থেকে ৎ বাদ যাবে।

১১. জ্ঞ, ক্ষ থাকবে। এগুলো গ্যঁ, ক্‌খ-এর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হবে এবং এদেরকে 'গ্যঁ' ও 'ক্ষিয়' রূপে পড়তে হবে।

১২. গু, রু, শু, হু, হৃ স্থানে গু, রু, শু, হু, হৃ লিখতে হবে।

১৩. বিসর্গ বাদ যাবে। শব্দ-মধ্যবর্তী 'ঃ' স্থানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে; যেমন – দুখ্‌খ। শব্দান্তের 'ঃ'-এর পরিবর্তে হ্‌ হবে; যেমন – আহ্‌ ইত্যাদি।

১৪. ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে ্র (র-ফলা) এবং র্ (রেফ) থাকবে।

১৫. প্রচলিত বাংলা বানানে যেখানে সেখানে ্য-ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বোঝায় কেবল সেসব স্থানেই দ্বিত্ব বোঝাতে হলে ্য-ফলা রক্ষিত হবে। কিন্তু যেসব স্থানে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়, যেমন – বাহ্য, উহ্য সেখানে ধ্বনি-অনুযায়ী ্য-ফলা থাকবে না; যেমন – বাজ্‌ঝ, উজ্‌ঝ।

১৬. যুক্তাক্ষরে কোনো অক্ষরের চেহারা পরিবর্তিত হবে না। যেমন : ক্র।

১৭. দ্বিত্বের জন্য ব-ফলা থাকবে না।

১৮. দ্বিত্বের জন্য ম-ফলা থাকবে না।

১৯. ল-ফলা থাকবে।

২০. অন্য যুক্তবর্ণগুলো হসচিহ্ন (্) দিয়ে অথবা গায়ে গায়ে লাগিয়ে প্রত্যেক অক্ষরকে পূর্ণরূপে লিখতে হবে।

মুনীর চৌধুরী (১৯৭০ : ১১৩) জানাচ্ছেন, অনেক সদস্যই পরবর্তীকালে ভিন্নমত প্রকাশ করেন এবং কেউই কখনও নিজেদের লেখায় প্রস্তাবিত বানান অনুসরণ করেননি।

### ৬.৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-পর্ষদের প্রস্তাব

১৯৬৭ সালের ২৮ মার্চ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র ব্যক্তিগত আগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পর্ষদ (Academic Council) বাংলা ভাষার সংস্কার ও সরলায়নের জন্য ১১ সদস্যের একটি উপসংঘ গঠন করে। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মুহম্মদ এনামুল হক, ইব্রাহিম খাঁ, কাজী দীন মুহম্মদ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, আবুল কাসেম প্রমুখ। (জামিল ১৯৯৪ : দশ)

এই কমিটির বিবেচ্য বিষয় ছিল তিনটি :

ক। বাংলা বানান-সংস্কার ও সরলায়ন,

খ। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-সংস্কার ও সরলায়ন,

গ। বাংলা বর্ণমালা সংস্কার ও সরলায়ন।

গঠনের প্রায় এগার মাস পরে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮) এই ভাষা-সংস্কার ও সরলায়ন কমিটি তাঁদের বিবেচ্য-বিষয় সম্বন্ধে সুপারিশ শিক্ষা-পর্ষদের নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুপারিশটি গ্রহণ করলেও কখনও এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। কমিটির সদস্যদের মধ্যে একমাত্র মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কার প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী এবং পূর্বাপর স্বমতনিষ্ঠ। তিনি সংস্কার প্রস্তাবে সই করেননি। পরবর্তী পর্যায়ে 'সদস্য-মণ্ডলের সভ্য' হয়েও প্রেরিতব্য সুপারিশে ভিন্নমত পোষণ করেন[৫] – মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই

ও মুনীর চৌধুরী (মুনীর ১৯৭০ : ২০২)। তাঁরা লিপি-সংস্কারের সম্পূর্ণ প্রস্তাবটিরই বিরোধিতা করেন (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ তারিখে স্বাক্ষরিত)। তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও উপসংঘের প্রতিবেদনটি শিক্ষা পরিষদে গৃহীত হয়। (হুমায়ূন ১৯৮৪ : ৬৪৭)

মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী (মুনীর ১৯৭০ : ১৯৭) বলেন, এই সুপারিশকে বাংলা বানান ও লিপি সম্পর্কে 'সদস্য-মণ্ডলে'র সিদ্ধান্ত বলে শিরোনাম দেয়া হলেও, এতে বানান সম্বন্ধে দু-একটি 'ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উদাহরণমূলক প্রাসঙ্গিক' সুপারিশ ছাড়া, বাংলা বানান-পদ্ধতির অসুবিধাগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখিয়ে দিয়ে তা দূরীকরণের কোনো উপায় উদ্ভাবিত হয়নি। তাছাড়া, বাংলা লিপি-সংস্কার ও সরলায়ন সম্বন্ধে সুপারিশগুলো 'অধিকাংশ ভোটে গৃহীত' হলেও, তাতে কোনো প্রকারের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়নি।

ভিন্নমতপোষক এই তিন সদস্য আরও বলেন, এই কমিটি প্রচলিত দৃষ্টান্তের উৎকৃষ্ট প্রমাণ ছাড়া যে ধরনের ব্যাপক, মৌল ও দ্রুত পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তা কখনও দেশবাসীর জন্য মঙ্গলকর বা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, বানানের যত ধরনের সংস্কার করা হোক না কেন, শিক্ষার্থীকে সবসময় 'চাক্ষুস পরিচয় ও দীর্ঘ ব্যবহারিক সাধনা দ্বারা' বানান আয়ত্ত করতে হয়। আরবি, ফারসি, ইংরেজি, জার্মান, রুশ প্রভৃতি কোনো ভাষাতেই কেবল উচ্চারণের সূত্র ধরে শুদ্ধ বানানে উপনীত হওয়া যায় না। অতএব, পূর্ব-পাকিস্তানে উচ্চারণকে লেখার ক্ষেত্রে অত্যধিক মর্যাদা দান করলে, কার্যত তাতে আঞ্চলিক-উপভাষাকেই প্রশ্রয় দেয়া হবে। এতে বানানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে। ভাষা শুনেও বোঝার উপায় থাকবে না, দেখেও শিখে নেয়ার পথ বন্ধ হবে।

এনামুল হক, আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী সুপারিশমালার বিরোধিতা করে 'ভিন্নমতপোষক টীকা'য় মন্তব্য করেন। তাঁরা বলেন, "প্রস্তাবের কোন কোন অংশ ক্ষতিকর বলিয়া মনে না করিলেও আমরা সামগ্রিকভাবে এই প্রস্তাবসমূহের পূর্ণ বিরোধিতা করি" (মুনীর ১৯৭০ : ১৯৯)। কেন করেন, এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি।

উপসংঘের প্রথম প্রস্তাব ছিল : বাংলা বর্ণমালা থেকে ঙ বাদ যাবে এবং সেই জায়গায় ং (অনুস্বার) লিখতে হবে। ভিন্নমতপোষক তিন সদস্য বলেন, তাহলে রাঙা, আঙিনা, আঙুল, বেঙাচি, চঙের প্রভৃতি বহু শব্দ লেখার বেলায় ং (অনুস্বার)-এর সাথে কারচিহ্ন যোগ করে রাংা, আংিনা, আংুল, বেংাচি, চংের প্রভৃতির মতো লিখতে হবে। অনুস্বারের সাথে কারচিহ্নের যোগ বাংলা লেখার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এরকম লেখা বাংলায় অচল। কারণ, অনুস্বার হচ্ছে ঙ বর্ণের হসন্ত রূপ।
তৃতীয় প্রস্তাব ছিল : বর্ণমালা থেকে মূর্ধন্য ণ বাদ দেয়ার। ভিন্নমতপোষকগণ বলেন, তাহলে বান ও বাণ; অণু ও অনু; মণ ও মন; বীণা ও বিনা; বাণী ও বানি; পুরাণ ও পুরান; ধরণ ও ধরন প্রভৃতি বহু

সাধারণ শব্দের বানানও এক হয়ে গিয়ে অর্থ-বিভ্রাট ঘটাবে। এই প্রস্তাব ধ্বনিতত্ত্বেরও সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, দন্ত্য ন মূর্ধন্য-বর্ণের সাথে যুক্ত হলে যে সহধ্বনি (allophone) উৎপাদন করে, তা-ই মূর্ধন্য ণ। এই 'ণ' বাদ দিলে লুণ্ঠন, লণ্ঠন, কণ্ঠ, মণ্ডা, ঠাণ্ডা প্রভৃতি কত শব্দ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য হারাবে, তার ইয়ত্তা নেই। কারণ, কন্‌ঠ, মন্‌ডা প্রভৃতির উচ্চারণ কণ্ঠ, মণ্ডা প্রভৃতি নহে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রস্তাবেও 'অবান্তর ও স্ববিরোধী ব্যবস্থা' রয়ে গেছে। এই দুই প্রস্তাবে ঈ এবং ঊ তাদের কারচিহ্ন-সহ বাংলা বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ, প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, বর্ণমালাতেই যদি বর্ণ দুটি না থাকে প্রতিবর্ণীকরণের সময় তা কোথা থেকে এবং কোন পরিচয়ে 'আমদানি' করা হবে। এমন প্রস্তাব শুধু অবান্তর নয়, স্ববিরোধীও বটে। এই দুই স্বর ও কারচিহ্ন বাদ গেলে বাংলা ভাষার কত অর্থ-বিভ্রাট ঘটবে, সুপারিশের সময় তাও ভেবে দেখা হয়নি। ইশ্‌ ও ঈষ; কুল ও কূল; তরি ও তরী; দিন ও দীন; কুজন ও কূজন; ভুতি ও ভূতি; ভীত ও ভিত; ভুঁড়ি ও ভূরি ইত্যাদি অতি সাধারণ শব্দের অর্থ-বিভ্রাট সম্বন্ধেও চিন্তা করা হয়নি। সুতরাং এই কারণে এমন প্রস্তাব পরিত্যাজ্য।

সপ্তম প্রস্তাবে ঋ, ৯ বাদ দিতে বলা হয়েছে। দীর্ঘ-ৠ এবং হ্রস্ব-৯ ও দীর্ঘ-ৡ বহুকাল পূর্বেই বাংলা বর্ণমালা থেকে বর্জিত হয়েছে। এই বর্ণগুলোকে নতুন করে বর্জনের কথাকে তাই 'হাস্যকর' বলেছেন তাঁরা। এছাড়া, ঋ-এর ঋণ অনস্বীকার্য। ঋতু ও ঋষি নিয়েও বিভ্রাট সুনিশ্চিত; "হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাও বাধিয়া যাইতে পারে"। আর, ঋ-কারের ব্যবহারের অন্ত নেই। তাঁরা সরস মন্তব্য করছেন : "কৃপণ-এর কৃ-কে উদার হইয়া 'ক্রী' বা 'ক্রি' ধারণে দরাজ-দিল্‌ হইতে উপদেশ দিলে, লাইনো, টেলিপ্রিন্টার ও টাইপ-রাইটার যন্ত্র শুনিতে চাহিবে না, এমন নয়; কৃপণ-বেচারারও 'হ্রিদযনতরের' 'ক্রীয়া' 'বন্ধ' হইয়া '(অপম্রিতত্যু)' অপমৃত্যু ঘটিতে পারে।" (মুনীর ১৯৭০ : ২০০)

অষ্টম প্রস্তাবে কারচিহ্ন-সহ ঐ এবং ঔ বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত 'অই' অথবা 'অউ' কোনোক্রমেই মূল ঐ বা ঔ-এর অথবা তাদের কারচিহ্নের সমধ্বন্যাত্মক নহে। এভাবে যুক্তধ্বনিকে বিযুক্ত করার কোনো সার্থকতা নেই বলে ভিন্নমতপোষকগণ মনে করেন। কেননা, ঐ এবং ঔ যুক্তধ্বনি, আর অই এবং অউ বিযুক্তধ্বনি। এক প্রকারের ধ্বনিকে অন্য প্রকারের ধ্বনির দ্বারা পাল্টালে উচ্চারণ-বিভ্রাট ঘটবে।

নবম প্রস্তাবে বর্ণমালা থেকে ঞ বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাব ধ্বনিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে করেন ভিন্নমত পোষণকারী তিন জন। কেননা, এই বর্ণটি দন্ত্য-ন এবং চ-বর্গীয় সহধ্বনি। 'ঞ' বাদ দিলে চ-বর্গ তার তালব্য-বৈশিষ্ট্য হারাবে এবং সেজন্য দন্ত্য-ন বর্ণও তার তালব্য

সহধ্বনি হারাবে। ফলে, লেখায় একরকম ও উচ্চারণে অন্যরকম আকার ধারণ করে উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবে বটে; তবে লেখায় ও উচ্চারণে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলবে।

সবশেষে তিন জন বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞ, সহ্য-অসহ্যের হ্য, পদ্মা-ছদ্মের দ্ম, জন্ম-আত্মের ন্ম বা ত্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিংবা লম্ব-লম্বার ব-ফলা ইত্যাদি বর্জনীয় নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবর্তে গ্যাঁন-বিগগ্যাঁন, সহ-অসহ্যের পরিবর্তে সজ্ঝ-অসজ্ঝ, পদ্মা-ছদ্মের পরিবর্তে পদ্দাঁ-ছদ্দঁ, জন্ম-আত্মের পরিবর্তে জন্‌ম-আত্তঁ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পরিবর্তে বিশ্‌শাস অবিশ্‌শাশ লিখলে বানান হিসাবে কেন সহজতর বিবেচিত হবে, এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তাছাড়া, ধ্বনিগতভাবে এসব সমীকরণ ঠিক নয়।

সুতরাং এনামুল হক, আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী সিদ্ধান্ত করেছেন –

> আমরা মনে করি যে, বাঙলা লিপি ও বানান-সরলায়ন ও সংস্কারের কোন আশু প্রয়োজন নাই। এইরূপ কাজে হাত দিলে নিশ্চিতরূপে ভ্রান্তি বিভ্রান্তিতে পরিণত হইবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙলা ভাষার দ্রুত উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। (মুনীর ১৯৭০ : ২০২)

সংবাদপত্রে এই সুপারিশের কথা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সভাসমিতিতে ও বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রতিবাদের মূল কথা ছিল – ভাষাকে এভাবে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষাকে তার মূল ঐতিহ্য ও বর্তমান সংগঠন থেকে বিচ্যুত করে এক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাষায় রূপান্তর করা।

## ৬.৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উদ্যোগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন করে বানান সংস্কারের চেষ্টা শুরু হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৩৭-এর নিয়ম-সম্বলিত পুস্তিকাটি পুনঃপ্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরা মনে করলেন 'ভাষার গতির স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে' নিয়মগুলোর কিছু সংশোধন দরকার।[৬] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রধান অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে পাঁচজন সদস্যের একটি সংস্কার-সমিতি গঠন করা হয় ৬ জুন, ১৯৭৯। মনোনীত অন্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন – দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী, পরেশচন্দ্র মজুমদার ও তুষারকান্তি মহাপাত্র।

এই সংস্কার-সমিতি পুরাতন কয়েকটি নিয়ম পরিবর্তন ও নতুন কয়েকটি নিয়ম সংযোজন করে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ১৯৩৭ সালের নিয়মাবলিসহ এই পুস্তিকা জনমত-সংগ্রহার্থে প্রায় দুশ বিদ্বজ্জন ও প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রাপ্ত মতামত একত্র করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য এগুলো বিশেষজ্ঞ সমিতির কাছে অর্পণ করা। ছয়জন সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ-

সমিতিও এঁরা গঠন করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞ-সমিতির সদস্যগণ আলোচনায় মিলিত হওয়ার পূর্বেই ৩১ জুলাই, ১৯৮১ 'জনৈক অধ্যাপকে'র অভিযোগক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল কাজটি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। ফলে মতামত বিশ্লেষণ করে বানান-বিধি চূড়ান্ত করার কাজ আর হয়ে ওঠেনি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরমান জারির আগেই বহুজনের মত সমিতির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। (মণীন্দ্রকুমার ২০০৫ : ৩৫৯; তুষারকান্তি ২০০৫ : ৩৫২)

এই কমিটি নতুন পুস্তিকা প্রকাশের পূর্বে প্রচারের জন্য পনেরটি প্রস্তাব তৈরি করে :

১। সংস্কৃত শব্দে দীর্ঘস্বরের বিকল্পে হ্রস্বস্বর থাকলে হ্রস্বস্বর ব্যবহার বাঞ্ছনীয় :
অংগুরি, অংগুলি, অটবি, অন্তরিক্ষ, অবনি ইত্যাদি।

২। ং, ঙ বর্ণের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে –
ক-বর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে পদমধ্যে সর্বত্র অনুস্বার হবে : অংক, অংকন, অনুপুংখ, অংগ ইত্যাদি।
চ-বর্গীয় বর্ণ (চ, ছ, জ, ঝ) পরে থাকলে ঞ হবে : অঞ্চল।
ট-বর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে (ট, ঠ, ড, ঢ) ণ হবে : ঘণ্টা, বণ্টন।
ত-বর্গীয় বর্ণ (ত, থ, দ, ধ, ন) পরে থাকলে ন হবে : অন্তর, কিন্তু, সন্তাপ।
ব-ভিন্ন প-বর্গীয় বর্ণ (প, ফ, ভ, ম) পরে থাকলে ম হবে : অনুকম্পা, কম্পিত।
পরবর্তী বর্ণ ব হলে কয়েকটি ক্ষেত্রে 'ম' এবং অন্যত্র উচ্চারণ অনুযায়ী অনুস্বার হবে : অম্বর, অসংবৃত, কিংবদন্তি।
অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে (য, র, ল, শ, স, হ) অনুস্বার হবে : অসংযত, বাংলা, পাংশু।

৩। সংস্কৃত ইন্ (ণিনি, ঘিনুণ্, ইনি, বিনি) ভাগান্ত শব্দ প্রত্যয়যুক্ত অথবা সমাসবন্ধ হলে এদের পদান্তের স্বর হ্রস্ব হয়ে থাকে : উপকারী (উপকারিন্)-উপকারিতা; অনুবর্তী (অনুবর্তিন্)-অনুবর্তিগণ; রক্ষী-রক্ষিগণ; গুণী (গুণিন্)-গুণিবৃন্দ। কিন্তু এসব শব্দে বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হলে এই নিয়ম অনুসৃত হয় না : দেহরক্ষী – দেহরক্ষীরা, দেহরক্ষীবৃন্দ।

লক্ষণীয়, বাংলায় শব্দগুলো ইন্-ভাগান্ত নয়, এবং বাংলায় সমাসবদ্ধ পদ বহুক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা শব্দ হিসাবে লিখিত হয়ে থাকে। অতএব এই শব্দগুলোর বেলায় পদান্তে দীর্ঘস্বরের বদলে হ্রস্বস্বর লেখা যেতে পারে :
অধিকারি, অধিবাসি, অধ্যবসায়ি, অপরাধি ইত্যাদি।

এর ফলে ই (ইঞ, কি, ক্তিন্)-ভাগান্ত শব্দের সংগে সাদৃশ্য সহজেই রক্ষিত হবে :
উক্তি, উপলব্ধি।

৪। যুক্তব্যঞ্জন বিভক্ত করে লেখার ক্ষেত্র ছাড়া, হসচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই :

অব্‌দ, ট্যাক্‌সি, বন্‌ধ, মুক্‌তি।

বিযুক্ত আকারে ঞ-স্থানে ন্, ণ্-স্থানে ন্ লেখা চলবে :

সন্‌চয়, বান্‌ছা, রন্‌জন, ঝন্‌ঝা; বন্‌টন, লুন্‌ঠন, মন্‌ডল।

৫। রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না।

৬। সংস্কৃত ছাড়া অন্য শব্দে হ্রস্ব-ই ও হ্রস্ব-উ ব্যবহার সাধারণ নিয়মরূপে গৃহীত হবে।

মূল সংস্কৃত শব্দে এবং গৃহীত বা নবাগত বিদেশি শব্দের মূলে দীর্ঘস্বর থাকলেও বাংলায় কেবলমাত্র হ্রস্ব-ই বা হ্রস্ব-উ ব্যবহৃত হবে। জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক শব্দ, মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দ এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তেও কেবল হ্রস্ব-ই হবে :

অংশিদারি, অকসিজেন, অখুশি, অফিস, অবাঙালি।

নারীবাচক বাংলা শব্দেও হ্রস্ব-ই ব্যবহৃত হবে :

ঝি, দিদি, বিবি, মাসি, পিসি, কাকি, খুড়ি, জেঠি, মামি, শাশুড়ি, খুকি, রানি, মাদি, মেথরানি।

৭। জ, য বর্ণের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে –

বাংলা শব্দে জ লিখিত হবে, য নয় : কাজ, জক, জবুথবু, জশোর।

৮। ন, ণ বর্ণের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে –

বাংলা বা বাংলায় গৃহীত শব্দে কেবলমাত্র দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হবে : অঘ্রান, বার্নিশ।

সংযুক্ত বর্ণ স্ট(স্+ট)-এর মতো ন্+ট, ন্+ঠ, ন্+ড, ধ্বনি ব্যবহৃত হতে পারবে :

শান্টিং, শান্‌টিং, লন্ঠন, লন্‌ঠন, লন্ডন, লন্‌ডন।

বিযুক্ত আকারে ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝকে যথাক্রমে ন্+চ, ন্+ছ, ন্+জ, ন্+ঝ লেখা চলবে :

কিন্‌চিৎ, সন্‌চয়, বান্‌ছা, সন্‌জয়, ঝন্‌ঝা।

বিযুক্ত আকারে ন্ট, ন্ঠ, ন্ডকে যথাক্রমে ন্+ট, ন্+ঠ, ন্+ড লেখা চলবে :

বন্‌টন, লুন্‌ঠন, মন্‌ডল।

১০। অর্থভেদের সমস্যা দেখা না দিলে পদান্তে ও-কার বর্জনীয় :

এত, কত, তত, যত।

কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে 'ও' কার হবে :

আরো, কখনো, কালো, কোনো, জোলো, (জলুয়া), ঝোড়ো (ঝড়ুয়া), তো, ভালো, মতো, হয়তো, এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো।

ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীত ও সাধারণ ভবিষ্যৎ রূপে ও-কার ব্যবহৃত হবে না : খেল, খাব।

ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় বর্তমান কালে পদান্তে ও-কার হবে : করো।

ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় ভবিষ্যৎ কালে আদিতেও ও-কার হবে : কোরো।

ক্রিয়ার সাধারণ ও ণিজন্ত রূপ ও-কারান্ত (-আনো) হবে : আঁচড়ানো, আনানো।

হ ধাতুর কয়েকটি রূপে আদিতে ও-কার হবে : হোক, হোত, হোল, হোস।

১১। শ, ষ, স বর্ণের জন্য প্রস্তাবিত বানানরীতি –

সংস্কৃতজ শব্দে শ বা স ব্যবহৃত হবে : আঁশ, মশা, মিনসে, শাট, শাঁস, শিশ, শিশা।

কেবলমাত্র ষ ব্যবহৃত হয় এমন ক্ষেত্রেই ষ ব্যবহৃত হবে : ষাট (বালাই), ষাট, ষাঁড়।

ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থে 'স' ব্যবহৃত হবে : করিস, বরিস, হোস, ঘুমোস।

বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে না হয়ে, বাংলা ভাষায় গৃহীত উচ্চারণ অনুসারে ছ, শ অথবা স ব্যবহৃত হবে : আতশ, আদমশুমারি, ইস্তফা ইত্যাদি।

১২। 'বিদেশাগত' শব্দে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে বানান হবে : এডোয়ার্ড, ওয়ার ইত্যাদি।

১৩। অ্যা ধ্বনির জন্য বলা হচ্ছে –

বিদেশি শব্দে বক্র-আ ধ্বনি বাংলায় অ্যা দিয়ে লেখা হবে :

অ্যাকটিং, অ্যাকাউন্ট, অ্যাটম।

বিদেশি শব্দের মতো কতকগুলো বাংলা শব্দেও উচ্চারণ অনুসারে অ্যা হবে :

খ্যামটা, দ্যাখো, প্যালা, ব্যাং, ভ্যাঙানো, ন্যাংটো।

১৪। কতকগুলো সাধু শব্দের চলিত রূপ হবে এরকম :

অভ্যেস, অসুবিধে, আদ্ধেক, ইচ্ছে, উঠোন, কুয়ো, কুলো, খিদে, জিগ্যেস, জুতো, তুলো, নেবানো নৌকো ইত্যাদি।

**৬.৯ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানান-রীতি**

জাতীয় শিক্ষক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালের অক্টোবরে কুমিল্লার বার্ড (BARD)[৭]-এ 'পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতা বিধান' শীর্ষক তিন দিনের (২১–২৩ অক্টোবর) একটি কর্মশালা করে। বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বাংলা বানানের নিয়মের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয় এই কর্মশিবিরে। কর্মশিবিরের উদ্দেশ্য ছিল (জামিল ১৯৯৪ : বারো) –

১. ১৯৮৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকের বাংলা বানানের যে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, সেটিসহ এ পর্যন্ত বাংলা বানানের নীতিনির্ধারণ সম্পর্কিত যেসব উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করা;

২. একই শব্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ বানান রূপ থেকে কোনটি গ্রহণীয়, সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা;

৩. যুক্তব্যঞ্জনবর্ণে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট রূপ ব্যবহারের প্রণালি স্থির করা;

৪. বিদেশি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম নির্ধারণ করা;

৫. উপর্যুক্ত ১ থেকে ৪-এর সুপারিশের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের একটা পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা ও বানান-নির্দেশিকা প্রণয়ন করা।

ওই শিবিরে যে-সমস্ত সুপারিশ করা হয় তা নিয়ে হয়তো তর্ক বা মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে বিকল্পহীন বাংলা বানানের নীতি-নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার বোধটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কর্মশিবিরের অনুষ্ঠানসূচির ভূমিকায় বলা হয়েছে – "পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের বিভিন্ন রূপ ব্যবহার করায় ও সুনির্দিষ্ট বানাননীতি না থাকায় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।"

'তথ্যপত্র'ও ছাপা হয় এ উপলক্ষে। তাতে আনিসুজ্জামান 'বাংলা বানানের সমতাবিধান : সমস্যা ও সম্ভাবনা' প্রবেন্ধ লিখেছেন – "নতুন ধারায় সংস্কার করতে চাইলে সমস্যা বাড়বে ছাড়া কমবে না।" তাঁর প্রস্তাব, তার চেয়ে বরং কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ সালের বানানবিধিকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে বিকল্পগুলোকে বাদ দেয়া যেতে পারে এবং আরও কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যেতে পারে – তাহলে বাংলা বানানে অনেকখানি সমতা এসে পড়বে।

কুমিল্লার কর্মশিবিরের যে 'সুপারিশমালা' প্রকাশিত হয়েছে, তার শেষাংশের একটি সুপারিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানো বলা হয়েছে : "বানানের যে-নীতিমালা গৃহীত হল, সেই-অনুযায়ী প্রথমে একটি শব্দতালিকা প্রণয়ন করা হোক এবং তা এই কর্মশিবিরে অংশগ্রহণকারীদের কাছে উপস্থিত করে চূড়ান্ত করা হোক। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ডের বইতে ব্যবহার্য শব্দের বানানের এই তালিকা শেষ পর্যন্ত একটি অভিধান রূপে প্রকাশ করা হোক।"

টেক্সটবুক বোর্ড বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বাংলা বানানের নিয়মের খসড়া প্রস্তুত করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহারের জন্য বোর্ড এই নিয়ম প্রণয়ন করেন । তাদের প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল –

Dhaka University Institutional Repository

১. সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন : অহংকার, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ ক্ষ-এর পূর্বে নাসিক্যবর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ্ লেখা হবে। যেমন : অঙ্ক, সঙ্গো। প্রত্যয় বা বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার ব্যবহৃত হবে; কিন্তু প্রত্যয়/বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা স্বরবর্ণ যুক্ত হলে 'ঙ' হয়ে যাবে। যেমন : রং, কিন্তু রঙিন বা রঙের।

২. হসচিহ্ন ও ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : দুজন, চট, করব।

৩. যেসব শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধানসিদ্ধ, সেক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি অতৎসম ও বিদেশি শব্দের বানানে শুধু হ্রস্বস্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন : পাখি, বাড়ি, হাতি।

৪. কয়েকটি নারীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার রক্ষা করা হবে। যেমন : গাভী, রানী, মানবী।

৫. ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার থাকবে। যেমন : ইংরেজি, বাঙালি।

৬. অর্থভেদ বোঝানোর জন্য প্রয়োজন-অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন : কি (অব্যয়),কী (বিশেষণ/সর্বনাম); তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ); নিচ (নিম্ন অর্থে), নীচ (হীন অর্থে)।

৭. বাংলার প্রচলিত কৃতঋণ বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন : কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে –

ক) ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত কিছু শব্দে যোয়া (ظ) ও যাল (ذ)-এর জন্য য (ইংরেজি z ধ্বনির মতো) ব্যবহৃত হবে। যেমন : আযান, ওযু, নামায, রমযান।

খ) আরবি সোয়াদ (ص) ও সিন (س)-এর জন্য স এবং শিন (ش)-এর জন্য শ হবে। যেমন : সালাম, মসজিদ, এশা।

গ) ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত s ধনির জন্য 'স'; -sh, -sion, -ssion, -tion ধ্বনির জন্য 'শ' এবং st ধ্বনির জন্য 'স্ট' যুক্তবর্ণ লেখা হবে।

ঘ) ইংরেজি বক্র a ধ্বনির জন্য শব্দের শুরুতে 'এ' ব্যবহার করা হবে। যেমন : এলকহল, এসিড।

ঙ) Christ ও Christian শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান। এই নিয়মে খ্রিস্টাব্দ হবে।

৮. সংস্কৃত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ণত্ব/ষত্ব-বিধি অনুসরণ করা হবে না।

৯. পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। যেমন : ক্রমশ, মূলত।

Dhaka University Institutional Repository

১০. ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন : করব, হল। অনুজ্ঞায় ও-কার হতে পারে। যেমন : করো, করো। এতো, মতো, কোনো – এসব শব্দে ও-কার রাখা যাবে।

১১. কার চিহ্নগুলোর রূপ স্বচ্ছ হবে। যেমন : শুভ, রূপ, হৃদয়।

১২. যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ হবে। যেমন : অঙ্ক, স্পষ্ট। কিন্তু যেসব যুক্তব্যঞ্জন বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে। যেমন – (ক্ষ, জ্ঞ, হ্ম), সেগুলোর রূপ অক্ষুণ্ন থাকবে। নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঙ্গ, ঞ্জ, জ্জ, ট্ট, ট্র, ত্ত, ত্থ, ত্র, ভ্র, হ্ন, হু, ষ্ণ যুক্তবর্ণগুলোর প্রচলিত রূপ অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে।

১৩. সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লেখার প্রস্তাব করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনবোধে হাইফেন ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। যেমন – বিজ্ঞানসম্মত, সজ্ঞাত-পাঠ-নির্ধারণ।

১৪. বিশেষণবাচক শব্দ (গুণ/ সংখ্যা/ দূরত্ব) আলাদা বসবে। যেমন : এক জন, কত দূর।

১৫. নঞর্থক শব্দ আলাাদা বসবে। যেমন – হয় না, আসে নি।

কুমিল্লার কর্মশিবিরে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় *পাঠ্য বইয়ের বানান* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করে বোর্ডের বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকাদি মুদ্রিত হতে থাকে।

### ৬.১০ বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* শিরোনামে বাংলা একাডেমি সর্বসাকুল্যে ১৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম সুপারিশ করার জন্য বাংলা একাডেমি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন, যার সভাপতি ছিলেন আনিসুজ্জামান (১৯৯২)। সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন – মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জামিল চৌধুরী এবং নরেন বিশ্বাস।

বাংলা একাডেমি বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণের কারণ হিসাবে 'মুখবন্ধে' বলছেন :

> এ-যাবৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দেশিত নিয়ম আমরা অনুসরণ করে চলেছি। কিন্তু আধুনিক কালের দাবি-অনুযায়ী, নানা বানানের যে-সব বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি আমরা দেখেছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বানানের নিয়মগুলিকে আর একবার সূত্রাবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশেষত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দেশিত নিয়মে বিকল্প ছিল কিছু বেশি। বিকল্প হয়তো একেবারে পরিহার করা যাবে না, কিন্তু যথাসাধ্য তা কমিয়ে আনা দরকার।

### ৬.১০.১ তৎসম শব্দের জন্য নিয়ম

১. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে, এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ-পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।

২. যেসব তৎসম শব্দে ই/ঈ বা উ/ঊ – উভয়ই শুদ্ধ, সেসব শব্দে কেবল ই, উ এবং তার কারচিহ্ন ি, ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, পদবি, সরণি, সূচিপত্র, উষা।

৩. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্চনা, কার্য, মূর্ছা।

৪. ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : ভয়ংকর, সংগীত, হৃদয়ংগম।

### ৬.১০.২ অতৎসম শব্দের জন্য নিয়ম

১. সব অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই, উ এবং এদের কারচিহ্ন ি, ু ব্যবহৃত হবে।

নারীবাচক ও জাতিবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন : দাবি, আরবি, বাঙালি, দিঘি, বে-আইনি, দাদি, পিসি, পুজো, উনিশ।

-আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : সোনালি।

কোনো কোনো নারীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার দেয়া যেতে পারে। যেমন : রানী, পরী, গাভী।

সর্বনাম, বিশেষণ কিংবা ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে এবং অব্যয় পদরূপে 'কী' এবং 'কি' শব্দের বানানভেদ থাকবে।

২. সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর, ক্ষেত লেখা হবে। তবে অতৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খেপা, খিধে লেখা হবে।

৩. তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-এর নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এছাড়া তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না। যেমন : অঘ্রান, কোরান, কান, ঝরনা।

তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরে ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বে ণ হয় (কণ্টক, প্রচণ্ড)। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য শব্দের ক্ষেত্রে ন হবে (প্রেসিডেন্ট, ঘন্টা)। অবশ্য এক্ষেত্রে বানান কমিটির সদস্যগণ যে একমত হতে পারেননি, তাও উল্লেখ করা হয়েছে (কারও কারও মতে – ঘণ্টা, গুণ্ডা)।

৪. তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-এর নিয়ম মানতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না। বিদেশি মূল শব্দে শ, স-এর প্রতিষঙ্গী যে বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে, বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : হিসাব, শখ, আপস, পোশাক, শার্ট। 'পুলিশ' শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরে ট, ঠ -এর আগে ষ হয় (বৃষ্টি, নিষ্ঠা)। বিদেশি শব্দের জন্য এক্ষেত্রে স হবে (স্টল, স্টেশন)। 'খ্রিষ্ট' শব্দটি বাংলায় আত্তীকৃত এবং এর উচ্চারণ তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট শব্দের মতো; তাই 'ষ্ট' দিয়ে লেখা হবে।

৫. আরবি-ফারসি শব্দে 'সে' (ث), 'সিন' (س), 'সোয়াদ' (ص) বর্ণগুলোর প্রতিবর্ণরূপে স এবং 'শিন' (ش)-এর প্রতিবর্ণ-রূপে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : সালাম, মুসলমান, শাওয়াল, শাবান (হিজরি মাস)।

বলা হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার প্রবণতা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে 'স'-গুলো ছ-এর রূপ লাভ করেছে, সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন : পছন্দ, মিছরি।

৬. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে।

৭. বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, হাসপাতাল, টেবিল, বাজার, জেব্রা।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে' (ز), 'যাল' (ذ), 'যোয়াদ' (ض), 'যোই' (ظ) রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সেক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলোর জন্য য ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : আযান, ওযু, নামায, রমযান।

জাদু, জোয়াল – এসব শব্দ জ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন একাডেমি।

৮. 'এ' বর্ণের অবিকৃত ও বিকৃত – দুরকম উচ্চারণ রয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রচলিত নিয়ম ও ধারাতেই বানান রাখতে চান (যেমন : ব্যাহত, ব্যাঙ)। বিদেশি শব্দের জন্য অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ/ ে-কার (বেড, নেট) এবং বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা/ ্যা (অ্যান্ড, হ্যাট) ব্যবহার করতে চান।

৯. বাংলার অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। বানানে বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ো-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ো-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন : কেনো (ক্রয় করো), করাতো, মতো, ভালো।

১০. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার (ং) হবে (রং, পালং, গাং)। তবে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে (ভাঙা, রঙের)।

১১. তৎসম শব্দের মতো অতৎসম শব্দেও রেফ-এর পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হবে না (কোর্তা, সর্দার)।

১২. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না (মূলত, প্রায়শ)।

১৩. -আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ো-কার যুক্ত হবে (করানো, শোয়ানো)।

১৪. বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তাক্ষর শব্দের আদিতে থাকলে ভাঙা সম্ভব নয় (স্টেশন, স্প্রিং)। তবে অন্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায় (সেপটেম্বর, শেক্স্পিয়র)।

১৫. হসচিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। তবে ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকলে কিংবা তুচ্ছ অনুজ্ঞায় ব্যবহার করা যেতে পারে (উহ্, ধর্)।

১৬. ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করতে বলা হচ্ছে। যেমন : করল (ক'রল নয়), দু জন (দু'জন নয়)।

এই ১৬টি বিধির পর বাংলা একাডেমি বিবিধ-তে আরও কিছু প্রস্তাব যোগ করেছেন :

(১) যুক্তব্যঞ্জনগুলো যতদূরসম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে। যেমন : গু, দ্রু, ত্র, ভ্র।

(২) সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে (স্বভাবগতভাবে, দৃঢ়সঙ্কল্প)। বিশেষ প্রয়োজনে মাঝখানে হাইফেন ব্যবহার করা যাবে (মা-ছেলে, কিছু-না-কিছু)।

(৩) নাই, নেই, না, নি – নঞর্থক অব্যয়গুলো পৃথক থাকবে ( যাই নি, পাব না)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম বিস্তারিত আলোচনার পর 'বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম'-এর পরিমার্জিত সংস্করণ চূড়ান্ত করা হয় ২০১২ সালে।

**৬.১১ কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকার* পৃথক বানানরীতি**

*আনন্দবাজার*-এর জন্য সন্তোষকুমার ঘোষ এবং গৌরকিশোর ঘোষ ১৯৬৫ সালে সীমিত স্তরে বানান সংস্কারের প্রয়াস করেন। তা সীমাবদ্ধ ছিল কিছু ইংরেজি শব্দে যা বাংলা বানানে যুক্তাক্ষর দিয়ে লেখা হত; যেমন লণ্ডন – London লেখা হত *লনডন*, Park (পার্ক) লেখা হত *পারক* হিসাবে। এমন বানান বেশ কিছুদিন চলে। *আনন্দবাজার*-এর বানান সংস্কার নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলে *দেশ* পত্রিকায়। এমন বানানের তীব্র বিরোধিতা করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৬) এবং আরও অনেকে। সুনীতিকুমারকে বিরোধিতা করে তাঁকে অত্যন্ত আক্রমণ করেন তৎকালীন বার্তা-সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী – তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বাংলা বানানে সু-নীতি কু-নীতি (দ্রষ্টব্য : পঞ্চম অধ্যায় ৫.৪৪)। পত্রিকায় প্রবর্তিত বানানের সমর্থনে এবং সুনীতিকুমারের বিরোধিতায় এগিয়ে আসেন প্রবোধচন্দ্র সেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা হয়তো বুঝতে পারেন এ কাজ 'অপরিণত এবং বালখিল্যসুলভ' – বাংলা ভাষার 'ধর্মবিরুদ্ধ' (মৃণাল ২০০৫ : ২৩৩)। ফলে এমন বানানরীতি পরিত্যক্ত হয়।

বানান সংস্কারে একবার অসফলতার পরে *আনন্দবাজার পত্রিকা* নিজেদের জন্য একটি ব্যবহারবিধি প্রণয়ন করে ১৯৯১ সালে (নীরেন্দ্রনাথ ১৯৯১)। এটি মূলত একক প্রয়াসে করা (মৃণাল ২০০৫ : ২৩৪)। এখানে বাংলা বানানের বেশ কিছু সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলকে শনাক্ত করা হয়। এই ব্যবহারবিধির বহু নিয়মেই রয়েছে পরস্পরবিরোধিতা।

'আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী' বানানে সমতাবিধানের উদ্দেশ্য নিয়ে তিরিশটি বিধি লিপিবদ্ধ করেন *বাংলা কী লিখবেন, কেন লিখবেন* বইটিতে (১৯৯১)।

যেসব তৎসম শব্দের বানানে প্রায়ই ভুল ঘটে এবং অতৎসম অন্যান্য শ্রেণির যেসব শব্দের বানানে বিধিবহির্ভূত নানা বিচ্যুতি ঘটতে দেখা যায়, প্রথমে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করে নিয়েছেন কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকা*। তালিকাবদ্ধ শব্দগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন যাতে সহজেই বোঝা যায় কোন বানানকে তারা 'বিধিসম্মত' মনে করছেন।

তৎসম শব্দের বানানে –

১. রেফ (র্)-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জনের প্রস্তাব আছে। যেমন : অর্জ্জন নয়, অর্জন।

২. শব্দের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ বর্জন করা হয়েছে। যেমন : অন্ততঃ নয়, অন্তত।

কিন্তু সন্ধির স্বার্থে (অহঃ + অহ = অহরহ, সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত, মনঃ + কামনা = মনস্কামনা) প্রথম পদের অন্ত্য-বিসর্গ মাথার রাখার কথা বলা হচ্ছে।

৩. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দের মতো তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও শব্দের শেষে অবস্থিত হসচিহ্ন (্) বর্জন করতে হবে। যেমন : দিক্ নয়, দিক।

বর্জিত হওয়া সত্ত্বেও বিসর্গের মতো সন্ধির স্বার্থে (দিক্ + বলয় = দিগ্বলয়) হসচিহ্নকে বিবেচনায় রাখতে বলা হচ্ছে।

৪. হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই রকমের স্বরই যেখানে প্রচলিত, সেখানে কেবল হ্রস্বস্বর গ্রহণ করার নিয়ম করা হয়েছে। যেমন : সূচী নয়, সূচি; ভঙ্গী নয়, ভঙ্গি; ঊর্বর নয়, উর্বর; প্রত্যূষ নয়, প্রত্যুষ।

*আনন্দবাজার পত্রিকা* বলতে চায়, বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের বাইরে আরও পাঁচ ধরনের শব্দ রয়েছে। এগুলো হল তদ্ভব, অর্ধতৎসম, স্থানীয়, দেশের অন্যান্য ভাষা থেকে আহৃত ও বিদেশি। এই পাঁচ ধরনের শব্দকে বলা হচ্ছে অতৎসম। লক্ষযোগ্য, ভারতের রাষ্ট্রীয় বিবেচনায় *আনন্দবাজার পত্রিকা* বলতে পারছে 'দেশের অন্যান্য ভাষা থেকে আহৃত'।

অতৎসম শব্দের বানানেও চারটি নিয়মের কথা বলা হচ্ছে :

১. দীর্ঘস্বর ঈ/ঊ বা তাদের প্রতীকচিহ্ন ী/ ূ ব্যবহার করা হবে না।

২. ঋ বা তার প্রতীকচিহ্ন ঋ-কার ( ৃ) ব্যবহৃত হবে না। যেমন : বৃটেন নয়, ব্রিটেন।

৩. মূর্ধন্য-ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন : দরুন, ট্রেন।

৪. 'ৎ' বর্ণটি বাদ যাবে।

কিছু সাধারণ নিয়মের মধ্যে আছে –

১. অতৎসম শব্দের মধ্যে যেগুলো বিদেশি, সেগুলোর বানানে অন্তঃস্থ-য ও মূর্ধন্য-ষ বাদ যাবে। এমনকি 'যিশু' বানানেও 'জিশু' লেখার যুক্তি দেখানো হচ্ছে (Jesus > জেসাস > জিশু)।

   অতৎসম অন্য চার ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে যেখানে 'য' ও 'জ' পাশাপাশি চলছে, সেখানে 'বর্গীয় জ'-কেই গ্রাহ্য করা হচ্ছে। যেমন : যাঁতা নয়, জাঁতা; যোগাড় নয়, জোগাড়।

   তবে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে, অতৎসম চার শ্রেণির শব্দে 'অন্তঃস্থ য' ও 'মূর্ধন্য ষ'-কে সর্বৈব বর্জন করা এখনই সম্ভব নয়। যেমন : যখন, কেষ্ট। 'এখনই' বলে তাঁরা বোঝাতে চাচ্ছেন, 'জখন', 'কেশটো' – বানানের এই রূপ পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা তাঁদের আছে।

২. ক্রিয়াপদে ও-কার বর্জনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে তিন ক্ষেত্রে ও-কার আসতে পারে বলে মানছেন–

   ক) নিত্য বর্তমান কালে মধ্যম পুরুষে,

   খ) বর্তমান কালে পালনীয় অনুজ্ঞায় এবং

   গ) ভবিষ্যৎ কালে পালনীয় অনুজ্ঞায়।

৩. যেসব শব্দের শুরুতে 'অ্যা' ধ্বনি রয়েছে (এক/ বেলা/ খেলা/ চেলা/ গেছে), সেগুলোর বানান অধিক প্রচলিত বলে পরির্বতন না করার কথা বলা হয়েছে।

'স্যাঁতসেঁতে', 'প্যাচপেচে' বানান উচ্চারণানুগ বলে 'স্যাঁতস্যাঁতে', 'প্যাচপ্যাচে' না লেখার কথা বলা হয়েছে।

৪. জন্য/জন্যে, দেওয়া/দেয়া, নিকাশ/নিকেশ, নেওয়া/নেয়া, মধ্য দিয়ে/ মধ্যে দিয়ে, সন্ধ্যা/সন্ধে, হিসাব/হিসেব – এসব শব্দের বানানে প্রথমটিকে লেখ্যরীতির আদর্শ ধরা হচ্ছে।

৫. সংস্কৃত 'ঈয়' প্রত্যয়ের বিকল্প নেই – এই যুক্তিতে 'জাতীয়, দেশীয়, এশীয়' শব্দের বানানকে অপরিবর্তিত রাখতে বলা হচ্ছে।

তবে বাংলার যেহেতু 'ইয়া' প্রত্যয় রয়েছে, তাই 'অসমিয়া, পাহাড়িয়া, ওড়িয়া' লেখার প্রস্তাব রয়েছে।

এই নিয়মের যুক্তির ত্রুটি হল – সাধারণ ব্যবহারকারীর জন্য 'সংস্কৃত প্রত্যয়' ও 'বাংলা প্রত্যয়' আলাদা চেনার সাধারণ কোনো সূত্র নেই।

৬. বাংলালিপিতে যখন প্রতিবর্ণীকরণ করা হবে, তখন বানানকে যথাসম্ভব মূল উচ্চারণের কাছাকাছি রাখতে হবে। অর্থাৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকারই অনুসরণ করা হচ্ছে।

'অ্যা' ধ্বনির প্রতীক হিসাবে পৃথক কোনো স্বরবর্ণ বা তার কারচিহ্ন না তৈরি হওয়া পর্যন্ত অ্যাডভোকেট, অ্যাটর্নি – এভাবেই লেখার প্রস্তাব রাখা হয়েছে; এ্যাটর্নি বা এটর্নি নয়।

৭. আরবি-ফারসি শব্দের বানানে 'শ' বা 'স' ব্যবহারের জন্য 'নির্ভরযোগ্য' অভিধানের সাহায্য নিতে বলা হচ্ছে।

৮. 'ঙ' ও 'ং'-এর প্রশ্নে অনুস্বার ব্যবহারে পক্ষপাত দেখানো হয়েছে। অবশ্য বিভক্তির প্রয়োজনে কারচিহ্ন যোগ করতে হলে 'ং' স্থলে 'ঙ' ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

**৬.১২ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানরীতি**

১৯৮৬ সালের মে মাসের ২০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠালগ্নেই এর প্রথম সভাপতি অন্নদাশংকর রায় এই নবীন সংস্থার জন্য কতকগুলো আশু কর্তব্য নির্দেশ করেন। বাংলা ভাষার বানান, লিপি, ব্যাকরণের মান্যতাবিধান বা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের কাজ নতুন করে শুরু এবং সম্পূর্ণ করা ছিল

তার মধ্যে প্রধান। বানান ও লিপি বা লিখনপদ্ধতি সংক্রান্ত উদ্যোগ প্রায় সঙ্গো সঙ্গো শুবু হয়। (পবিত্র ২০০৭ : ২৭২)

পশ্চিমবঙ্গা সরকারের 'তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ' পশ্চিমবঙ্গা বাংলা আকাদেমি থেকে বাংলা বানান সংস্কার সংক্রান্ত একটি ভিত্তিপত্র ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই ভিত্তিপত্র অবুণকুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মল দাশ এবং পবিত্র সরকার – মূলত এই তিনজনের আলোচনার উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গা বাংলা আকাদেমি এই বাংলা বানান সংক্রান্ত ভিত্তিপত্র প্রকাশ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গো যুক্ত বিদ্বজ্জন ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠায়। তাঁদের প্রেরিত মতামতের ভিত্তিতে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর একটি সুপারিশপত্র প্রকাশ করা হয়।
সুপারিশপত্রটির নাম দেয়া হয় 'বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ'। সুপারিশপত্রটি প্রকাশের পর ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ আকাদেমি থেকে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বিভিন্ন সুপারিশের উপর যে অভিমত আসে তা আলোচনার জন্য আকাদেমির বানান সমিতির বেশ কয়েকটি বৈঠক বসে। বৈঠকে মতামত পর্যালোচনা করে আকাদেমি কিছু সিদ্ধান্তে আসে। এই সিদ্ধান্ত 'বাংলা বানানবিধি' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় জানুয়ারি, ১৯৯৭-তে। (মিতালী ২০১০ : ২০১-২০২)

এই প্রস্তাবের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল – এখানে লিপিবিষয়ক প্রস্তাব, বানান-বিষয়ক প্রস্তাব এবং লিখনরীতি-বিষয়ক প্রস্তাব আলাদাভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

**৬.১২.১ লিপিবিষয়ক প্রস্তাব**

লিপিবিষয়ক প্রস্তাবের প্রধান ও গুবুত্বপূর্ণ অংশগুলো এরকম –

১. উ-কারের তিনটি রূপ (যেমন : রু, রু, গু)-এর মধ্যে কেবল প্রধান রূপটি (অর্থাৎ ু ) যোগ করা হোক।

২. ঊ-কার ( ূ ) এবং ঋ-কারের ( ৃ ) একটি রূপই ব্যবহৃত হবে। (রূপ, রূপ-এর মধ্যে – 'রূপ' এবং হৃত, হৃত-এর মধ্যে –'হৃত')

৩. আ-কার (া), ই-কার (ি), ঈ-কার (ী)-এর রূপ অপরিবর্তিত থাকবে।

৪. ও-কার (ো) এবং ঔ-কার (ৌ)-এর দ্বিধাবিভক্ত রূপের সরলীকরণ করে একমাত্রিক নতুন রূপ দেয়া 'এখন' সঙ্গত হবে না। অবশ্য 'এখন' সঙ্গত হবে না, কিন্তু কখন সঙ্গত হবে, কিংবা আদৌ সঙ্গত হবে না কিনা – সে কথা বলা হয়নি।

৫. স্বতন্ত্র স্বরধ্বনি 'অ্যা' (æ)-এর জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে – বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে শুধু 'অ্যা' এবং অন্য শব্দের জন্য 'এ' ব্যবহৃত হবে। æ-এর কার চিহ্ন হিসাবে ্যা, ্য, ে – এই তিনটির যে কোনটি যথাস্থানে বসবে। যেমন : অ্যাকাডেমি, অ্যান্ড, প্যান্ট, ব্র্যাকেট। অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও অজ্ঞাত শব্দের জন্য 'æ' প্রয়োগের নমুনা : অ্যাদ্দিন, খ্যাঁকশেয়াল, ব্যাং, ব্যাঙাচি, ব্যাঙ্গামা।

উচ্চারণে 'অ্যা' ধ্বনি থাকলেও কিছু শব্দের জন্য 'এ' বা এ-কার (ে) লেখার কথাই বলা হচ্ছে। যেমন : একলা, একা, এগার, কেন, খেলা। এমনকি 'অ্যা' উচ্চারণযুক্ত ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেও এ-কারের প্রয়োগই বাঞ্ছনীয় মনে করছেন তারা। যেমন : দেখা, হেলানো। আবার 'মৌখিক' ও 'অতিরিক্ত কথ্য' অর্থাৎ কিছুটা উপভাষিক শব্দে (যেমন : ক্যালানো, ঝ্যাঁটানো, ভ্যাপসা) 'এ্যা' লেখা যেতে পারে চলে যেতে পারে জানানো হচ্ছে।

'æ' ধ্বনি বোঝানোর জন্য 'এ্য' বা 'এ্যা' লেখার প্রবণতা বর্জনীয় বলে জানানো হচ্ছে।

৬. ঙ, ং, ঙ্গা – তিনটিকেই রেখে দেয়া যথাযথ হবে বলে মনে করছে কলকাতা বাংলা আকাদেমি। কারণ 'দাঙ্গা'তে 'গ' উচ্চার্য, কিন্তু 'ভাঙা'তে 'গ' অনুপস্থিত।

৭. সমবর্গীয় নাসিক্য বর্ণের জন্য সংযুক্তি বোঝাতে উর্ধ্ববিন্দু ব্যবহারের প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। অর্থাৎ ক°কণ, চ°চল, অ°জলি, প°ডিত, আর°ভ লেখা হবে না; লেখা হবে – কঙ্কন, চঞ্চল, অঞ্জলি, পণ্ডিত, আরম্ভ।

৮. তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে খণ্ড-ত (ৎ) অপরিহার্য – এই যুক্তিতে (যেমন : কুৎসিত, ভবিষ্যৎ, সত্যজিৎ) 'ৎ' রেখে দিতে বলা হচ্ছে। এমনকি ধ্বন্যাত্মক শব্দেও 'ৎ' রাখা যেতে পারে বলা হচ্ছে (যেমন : ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ, ঘোঁৎ ঘোঁৎ)।

৯. বেশ কয়েকটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ বা প্রায়স্বচ্ছ রূপের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন : ক্ত-এর বদলে ক্ত, ক্র-এর বদলে ক্র, ঙ্গা-এর বদলে ঙ্গা, ঞ্চ-এর বদলে , ঞ্জ-এর বদলে , ব্ধ-এর বদলে ব্‌ধ, ষ্ণ-এর বদলে , ক্ষ্ম-এর বদলে হż|

Z‡e K‡qKwU †ÿ‡Î hy³eY©‡bi cPwjZ A¯^”Q iƒc eRvq ivLviB wm×vš— Kiv nq| †hgb : R + T = Á, K + l = ÿ, U + U = Æ, Z + _ = Ì, n + b = ý|

Dhaka University Institutional Repository

i-djv (   ) Ges †id (   )-Gi AvKvi‚Z cwieZ©‡bi †Kv‡bv c¯'ve MnY‡hvM¨ we‡ewPZ nqwb| (†hgb : M, Î, P, e)| ZvQvov h-djv (¨)-i cPwjZ i‡ci I †Kv‡bv cwieZb n‡e bv| Z‡e R‡¨o †`qv h-djvi e¨‡j Avjv`v K‡i h-djv †jLvi K_v ejv n‡q‡Q|

10. ÔeÕ I ÔhÕ-Gi D"PviY Avjv`vfv‡e D"PwiZ n‡j †f‡O †jLvi c¯'ve Kiv n‡q‡Q (†hgb : D‡ØM bq, D`‡eM)| wKšÍ Ab¨Î ceer _vK‡e (†hgb : D`¨Z, D`¨vb)|

## ৬.১২.২ বানান বিষয়ক প্রস্তাব

1. Zrmg k‡ãi †ÿ‡Î †hLv‡b n¯ B D/ B-Kvi D-Kvi Ges `xN C E/ C-Kvi E-Kvi – `ywU ieB cPwjZ I MÖnxZ, †mLv‡b n¯ weKíwU‡KB MnY Kiv n‡q‡Q Ges GiKg GKwU ZwjKv w`‡q w`‡q‡Q cwðge•M evsjv AvKv‡`wg|

2. ms¯'‹Z.e¨vKi‡Yi wbq‡g mgvmei wKsev cZ¨qhy³ n‡j wKQz k‡ãi `xN C-Kvi Avevi n¯ B-Kv‡i wd‡i hvq| †hgb : MÖx > MÖvRb, gšx > gwšmfv, cvYx > cwYwe`¨v| wKšÍ evsjv evbvb e¨env‡i GB wbq‡gi cPiz e¨wZµg †`Lv hvq| ZvB wm×vš †bqv nq : mgvme× k‡ãi †ÿ‡Î ms¯'‹Z gZ kãwU‡K `xN C-Kvivš ÔevsjvÕ kã a‡i wb‡q mgvm n‡j I Zvi `xN C-Kv‡ii e¨Z¨q NUv‡bv Pj‡e bv| ZvB AvMvgxKvj, gšxMY, cvYxwe`¨v ieB MnY‡hvM¨ e‡j we‡ewPZ n‡e| wKšÍ-Z, Zv cZ¨q hy³ n‡j `xN C-Kvi n¯ B-‡Z cwiYZ n‡e| †hgb : cwZØ›ØZv, cwZ‡hvwMZv, gwšZ, ¯'wqZ|

3. c`v‡šÍi wemM eR‡bi c¯'ve Kiv n‡q‡Q| †hgb : AšZ, c_gZ, Anin (Ant + Ant)|

4. nmwPý ( ) eR‡bi ixwZ‡K gvb¨ Kiv n‡q‡Q| Z‡e ms¯'‹Z.mwÜRvZ k‡ã ce©c‡`i †k‡l nmwPý _vK‡e| †hgb : w`Mšvš, evMavi, c„_KiY|

5. O Avi s `ywUB †h-evbv‡b kyx, †mLv‡b ÔsÕ e¨env‡ii c¯'ve MÖnxZ n‡q‡Q| †hgb : AjsKvi (Ajg + Kvi), msMxZ (mg + MxZ)| wKšÍ †hme k‡ã g-Gi mwÜ-cwiYvg wnmv‡e Ab¯^vi Av‡mwb, †mLv‡b s e¨envi ÔA‰eaÕ ej‡Q cwðge•M evsjv AvKv‡`wg|

6. AZrmg k‡ã n¯ B-Kvi Avi `xN C-Kvi w`‡q we‡kl¨/we‡klY i‡ci ¯'vZš¨ †`Lv‡bvi `iKvi †bB| †hgb : Ô^Zwi KivÕ ev Ô^Zwi ewoÕ – Gme †ÿ‡Î meÎB n¯ B-Kv‡ii c‡qvM PjÑ|

7. ÔwKÕ Ges ÔKxÕ-Gi cv_K¨ ivL‡Z †P‡q‡Q|

8. we‡'wk k‡ã 'xN C/E Ges YZweavb/lZweavb c‡hvR¨ n‡e bv|

### ৬.১২.৩ লিখনরীতিবিষয়ক প্রস্তাব

GB c¯'ve As‡k gZ nvB‡db e¨envi Kiv ev bv-Kivi e¨vcviwU Zz‡j aiv n‡q‡Q| †hgb; †hme †ÿ‡Î nvB‡db e¨enviZ n‡e : L‡m-cov, fz‡j-hvIqv, bvg-bv-Rvbv, m'¨-fvZ-nIqv, Nb-Avo¤^i, cÿx-wbevm, †Zj-bzb-jKwo|

mgv_K 'yy k‡ãi mgvm n‡j Zv Rvo †jLvB DwPZ| †hgb : ivRvev'kv, UvKvcqmv| wKšy cieZx k‡ãwUi kwe¨vhZ ¯'ieY _vK‡j nvB‡db †'qv evÃbxq| †hgb : ivRv-DwRi, welq-Avkq|

Dchy³ evbvb-bxwZ I evbvb-wewa Abyhvqx‡i AvKv‡'wg cKvk K‡i‡Qb 'yy eB – *বাংলা বানানবিধি* (1997) Ges *আকাদেমি বানান অভিধান* (1997)|

Zzjbvi Kwš gnvcvÎ (2005 : cuP k) GB evbvbixwZi mgv‡jvPbv K‡i e‡jb, Òcv_wgK, gva¨wgK I D"Pgva¨wgK wZbwU wkÿvms¯'vB ÔcwðgeOM evsjv AvKv‡'wg cYxZ evsjv evbvb-wewaÕ Abymi iY Kivi bxwZ MnY K‡i‡Q| evbvb-mgZv wkÿvi mnvqK n‡q DV‡e GB avi Yv †_‡KB GUv PvIqv n‡q‡Q| wKšy †Mvov‡ZB Mj' †_‡K †M‡Q GB Kvi‡Y †h cwðgeOM evsjv AvKv‡'wg AvRI GKwU my¯'i evbvb-bxwZ wVK Ki‡Z cv‡iwb Ges Zvi evbvb-AwfavbMyjv‡ZI evbvb-mgZv iwÿZ nqwb|Ó

AvKv‡'wgi evbvb we‡kIY K‡i iweiÄb P‡Ævcva¨vq (2005 : 164) evbvb I wjwci †ÿ‡Î PviwU c¯'ve w'‡q‡Qb :

(1) cPwjZ Zrmg k‡ãi evbvb AwegKZ.ivLv †nvK|
(2) Z™e k‡ãi †ÿ‡Î Zrmg k‡ã †h B-Kvi ev C-Kvi Av‡Q ev D ev E Av‡Q Zv ivLv †nvK| †hgb, cÿx > cvLx| eZgv‡b evbv‡bi †ÿ‡Î GB B-Kvi C-Kvi wb‡q me‡P‡q mgm¨v ˆZwi n‡q‡Q|
(3) A-Zrmg, A-Z™e k‡ã meÎ B-Kvi e¨enviZ †nvK| †hgb, Kvwj, Sviz, gyio, Bs‡iwR, Aviwe BZ¨vw'|
(4) hy³vÿi‡K Ô¯"QÕ Kivi bv‡g AivRKZv eÜ †nvK| (KòB _vK‡e, Kl..Kivi 'iKvi †bB|)

Kòv P‡Ævcva¨vq (2005 : 303) AvKv‡'wgi evbvb mgv‡jvPbvq GKwU e¨v•MvZ¥K cwiw¯'wZi AeZviYv K‡i ej‡Qb, ÒAvKv‡'wgi Pvi‡U ms¯‹i‡Y †Zv GKB k‡ãi n‡iKiKg evbvb| †h

evbvbB wjLwe GKUv-bv-GKUv ms¯‹i‡Yi evbv‡bi m‡•M wg‡j hv‡e| Avi clr †Zv e‡j †'qwb †h †Kvb ms¯‹iYUv follow Ki‡Z n‡e| d‡j hv B‡"Q wj‡L hv, wKQzfÿ n‡e bv|Ó

Z‡e GBme mgv‡jvPbvi Reve w'‡q‡Qb cweÎ miKvi (2005 : 91; 2007 : 272)| wZwb wj‡L‡Qb, fviZ I evsjv‡'‡ki cvq 'ÿwvRvi eqy×Rxex‡K c¯‡ve cwV‡q, Pvik R‡bi civgk †c‡q, wb‡R‡'i GKwU evbvb-mwgwZ wbgvY K‡i evsjv AvKv‡'wg GB KvRUv K‡i Avm‡Q bq-'k eQi a‡i| evbvb mwgwZi m'm¨‡'i g‡a¨ wQ‡jb bx‡i›'bv_ PµeZx, k•L †Nvl, †R¨wZf‚Y PwK, AwgZvf †PŠayix, wbgj 'vk, myfvl fÆvPvh, mbrKgvi P‡Ævcva¨vq, †mŠixb fÆvPvh, AwgZvf gyLvcva¨vq, cwe Î miKvi cgy|

cweÎ miKvi Rvbv‡"Qb –

> N‡U‡Q 'yai‡bi cwieZb| GK evsjv wjL‡Z wM‡q Avgv‡'i e‡Yi m‡•M †h eY †hvM Ki‡Z nq Zvi 'yUv cavb †Pnviv Av‡Q| GK e¨Ä‡bi m‡•M ¯‡ii †hvM, hv‡K Avgiv ewj Kvi-emv‡bv| n¯ B-Kvi, 'xN C-Kvi, n¯ D, 'xN E, ev F-Kvi| Avi GKUv nj e¨Ä‡bi m‡•M e¨Äb †hvM hv‡K Avgiv ewj hy³vÿi| evsjv AvKv‡'wgi mwgwZ IB ÔKviÕ †hvM Avi hy³vÿ‡ii †Pnviv LwbKUv mij K‡i‡Q| (cweÎ 2005 : 91)

wZwb wj‡L‡Qb, AUwe, †kwY, iRwb, Aewb, Zwi, †cwk BZ¨vw' kã n¯ B-Kv‡i ms¯‹‡Z I wQj, †mMyjv mwgwZ Gevi n¯ B-Kv‡i wjL‡Z ej‡Q| KviY, evOwji D"Pvi‡Y 'xN C †bB, ZvB n¯ B-Kvi| Avm‡j mevi Aj‡ÿ¨ 'xN C-Kv‡ii n¯vqb 'xNw'b a‡i kyyn‡q‡Q| fw•M, mwP, cwj, miwY, Avewj 'xNw'b n¯ B-Kvi w'‡q Pj‡Q| ms¯‹‡ZB Zvi weKí Av‡Q| evsjv AvKv‡'wg GB ceYZwU‡K I gvb¨ Kivi †Póv K‡i‡Q|

Avi hv Zrmg bq, Z‡e †ÿ‡Î gab¨-Y KL‡bvB n‡e bv; 'xN C-Kvi, 'xN E-Kvi, F-Kvi I n‡e bv| wemM, e-djv, g-djv, h-djv wKQB n‡e bv| d‡j ÔKwnwbÕ-†Z 'yB n¯ B-Kvi| ÔiwbÕ-†Z 'š¨-b Avi n¯-B Kvi, wnmmv, jmwm, gdmmj-G 'š¨ m-G nmš n‡e, c‡i 'š¨-m _vK‡e| Mwf Zrmg bq, Zv‡ZI n¯ B-Kvi| cwL, ewo, Mwo, kwo – Gme k‡ã n¯ B-Kvi n‡e| (cweÎ 2005 : 93)

**৬.১৩ শিশু সাহিত্য সংসদ ও সাহিত্য সংসদ বাংলা বানানবিধি**

A‡kvK gyLvcva¨vq m¤úvw'Z *সংসদ বানান অভিধান* (1998)-G evbv‡bi wbqg †'qv n‡q‡Q| wbqgMyjv GiKg –

1. ¯iwPý ¯"Q n‡e (iyMyšÿ| hy³e¨Äb I hZ'+m¤e ¯"Q n‡e (•M,¶ , a)|

2. AZrmg bvixevPK k‡ã †Kej B-Kvi n‡e| †hgb : ewNwb, bwMwb, Lwm, †g_iwb|

3. ms¯‹Z k‡ã ÔmÕ I ÔIÕ-Gi g‡a¨ ‘š—¨-m cvavb¨ cv‡e| Avevi ÔkÕ I ÔmÕ-Gi g‡a¨ Zvje¨-k cvavb¨ cv‡e|

4. ÔbÕ I ÔYÕ ‘Bô-B _vK‡j †Kej ÔbÕ n‡e| †hgb – A•Mb|

5. †jLv n‡e – †Kv‡bv, †Kv‡bvB, †Kv‡bvUv, KL‡bv, KL‡bvB, KL‡bvI, †hgbB/†hgwb, †ZgbB/†Zgwb, GgbB/Ggwb – ‘yiKgB †jLv n‡e A_‡f ‘ Abyqx|

†mw‘b, †mRb¨, G‡ejv, I‡ejv, IKvj – GMyjv GKm‡•M †jLv n‡e| Ggbwk, †mBLvb, IBw‘b, †hBw‘b c‡qvR‡b GKm‡•M †jLv †h‡Z cv‡i|

ZvB/Zv-B – A_ Abyqx ‘yiK‡giB evbvb‡f ‘ _vK‡e|

6. Ams¯‹Z.k‡ãi †k‡l ÔsÕ n‡e| †hgb : is, Xs, ‘wRwjs| wKšy¯iaŸwb †hvM n‡j ÔOÕ n‡q hv‡e| †hgb : i‡Oi, evOwj|

7. Ams¯‹Z.k‡ã ÔrÕ n‡e bv| †hgb : wn¤§Z, m¨vOvZ, ZdvZ|

8. msL¨vevPK k‡ã GMv‡iv †_‡K AvVv‡iv chš I-Kvi n‡e|

9. †Zv, nq‡Zv – I-Kvi n‡e| ÔevÕ memgqB Avjv‘v em‡e (nq‡Zv ev †m Av‡mwb)|

10. Abvek¨K P›‘we›‘yn‡e bv| †hgb – KvP, BU, cy_|

11. †Rvi †‘qvi c‡qvRb Qvov k‡ãi †k‡l AvjMv ÔIÕ _vK‡e bv| †hgb : Kwi‡qv, †cwj‡qv, wb‡qv|

12. fv‡e, iKg, RbK, Ki, gvÎ, Ab¨ k‡ãi m‡•M GK‡Î †jLv n‡e| †hgb : ‘viyfv‡e, enyiKg, †‘LvgvÎ|

13. ÔwbÕ Av‡Mi k‡ãi m‡•M Ryo †jLv n‡e| †hgb : nqwb|

14. gšx, Myx, cvYx BZ¨vw‘ kã mgvme× c‡‘i cÖ_c‘ wnmv‡e e¨eüZ n‡j I evbvb cwieZb n‡e bv| †hgb : gšxmfv, cvYxRMr, kkxf-Y| wKšy-Zv, Z, R cZ¨q †hvM n‡j B-Kvi n‡e| †hgb : gwšZ, cwYR, cwZ‡hwMZv|

15. D' (Dr), mr (m'), cvK (cvM), w'K (w'M), evK (evM) cfwZ. Av‡M _vK‡j mwÜe× k‡ãi hy³vÿi †f‡O †jLv †h‡Z cv‡i| †hgb : D'hvcb, D'weM, w'MweRq| wKšy hy³eY ÔeÕ aŸwb D"PviY bv _vK‡j hy³eY n‡e| †hgb : weØvb, we‡ØI, Øvci|

### ৬.১৪ *প্রথম আলোর ভাষারীতি*

evsjv‡'‡ki eny cPwiZ ˆ'wbK *প্রথম আলো* gy³Z cwÎKvi Rb¨ *প্রথম আলো ভাষারীতি* bv‡g GKwU cy¯K cYqb K‡i 2009 mv‡j| Gi m¤úv'bv cwil‡' wQ‡jb gvneeyi nK, mv¾v' kwid, AiY emyI dinv' gvngy (gvneeyi I Ab¨vb¨ 2012 : 3)| kyiyZ Gi bvg wQj *বানান ও লেখ্যরীতি*|

cy¯‡Ki fwgKv As‡k ejv n‡"Q : Òevsjv fvlvq kã I fvlv e¨env‡ii bvbv wbqg I †KŠkj i‡q‡Q| evbvb, hwZwP‡ýi e¨envi, kãms‡¶c, msL¨v, D×„wZ, mwÜ, mgvme× k‡ãi e¨envi cf"wZ †¶‡Î I i‡q‡Q we‡kl we‡kl wbqg| A‡bK mgq Gme wbqg mwVKfv‡e cwjZ nq bv e‡j fvlvq wek"Ljv ˆZwi nq| Avevi A‡bK mgq wewfb Awfav‡b GKB k‡ãi wfb wfb evbvb †'Lv hvq| evbvb wb‡q A‡bK weZ‡Kil myóvnv nqwb|Ó – GB hy³‡Z, *প্রথম আলো* cwÎKvi evbvb I fvlvi e¨env‡i mgZv Avbvi j‡¶¨ *প্রথম আলো ভাষারীতি* cy¯K iwPZ nq|

wbqg I ixwZ‡Z ejv n‡"Q –

1. k‡ã A‡nZK EaŸKgv e¨envi Kiv n‡e bv| †Kv‡bv k‡ãi A_ eyS‡Z Amyweav n‡jB †Kej EaŸKgv †'qv n‡e| †hgb : cvUv (cv A‡_) †jLv n‡e cvÔUv| msL¨v †evSv‡Z 'yQ, b , k- Gi c‡i EaŸKgv _vK‡e bv|

2. H-Kvi ev J-Kvi hy³ GKv¶i wewkó wKQy kã, †hgb – ˆK, ˆL, ˆ', †eŠ BZ¨vw' i e'‡j †jLv n‡e KB, LB, 'B, eD| Z‡e †gŠ k‡ã J-Kvi e¨eüZ n‡e|

3. Kvj, fvj, gZ, nZ, nj – GiKg K‡qKwU k‡ãi A_MZ weåvwš Gov‡Z – K,_eY †evSv‡Z Kv‡jv, DËg A‡_ fv‡jv, m'"k †evSv‡Z g‡Zv Ges mvaywµqvc' nBZ I nBj A‡_ h_vµ‡g n‡Zv I n‡jv e¨envi Kiv n‡e|

4. G, †h, †m k‡ãi m‡•M Ôfv‡eÕ I ÔKvjÕ kã Ry‡o w'‡q †jLv n‡e – Gfv‡e, GKvj, †hfv‡e, †hKvj, †mfv‡e, †mKvj| Avjv'vfv‡e †jLv †M‡j I Ôc_g Av‡jvÕ Ry‡o w'‡q wjL‡Z Pvq Gme, †hme, †mme| Avjv'vfv‡e wjL‡Z Pvq – G Qvov, G †'‡k, Zv Qvov, hv n‡j| mgvme× n‡j ÔQvovÕ GKm‡•M em‡e| †hgb : MvgQvov, NiQvov, myóQvov|

5. en©P‡bi Rb¨ e¨en„Z Mýj, M‡ýjv I Mýjvi †¶‡Î ÔcÖ_g Av‡jvÕ e¨enÖvi Ki‡Z Pvq ÔM‡ýjvÕ| c‡qvR‡b mgm¨, e¯‘, MY I en©PbevPK Ab¨vb¨ kã I e¨en„Z n‡e| Gme kã gš—k‡ãi m‡•M Rý‡o em‡e|

6. evK¨vjsKvi Ô†ZvÕ †_‡K I-Kvi ev‘ hv‡e bv| bq‡Zv, nq‡Zv-†Z I I-Kvi _vK‡e|

7. wµqvc‡‘i m‡•M ÔbvÕ Avjv‘vfv‡e _vK‡e| msw¶ß iƒc ÔwbÕ n‡j Zv wµqvc‡‘i m‡•M Rý‡o em‡e| †hgb : e‡jb bv, e‡j jwb|

8. nvRvi nvRvi, jvL jvL †evSv‡Z ÔnvRv‡ivÕ, Ôjv‡LvÕ e¨enÖvi Kiv hv‡e|

9. AZrmg k‡ãi evbv‡b –
K. ‘xN©i C/E ev GM‡ýjvi KviwPý e¨enÖvi Kiv n‡e bv| †hgb : ÔMxmÕ bq, ÔwMmÕ|
L. F eY ev F-Kvi ( ƒ)-Gi e‘‡j i ev i-djv e¨enÖvi Kiv n‡e| †hgb : ÔeªUkÕ bq, †jLv n‡e ÔwewUkÕ|
M. ÔYÕ I ÔrÕ e¨enÖvi Kiv n‡e bv| †hgb : ‘ib, †Ub, ZdvZ, enZ|

10. ˆefwlK k‡ãi evbv‡b Aš—¯’ h I gab¨ I eRb Kiv n‡e| †hgb – R¨ (h¨ bq), Rv‘y/Rv‘yi (hv‘y/hv‘yi bq), †cv÷|

Zrmg k‡ãi evbv‡bi wbq‡g ejv n‡”Q –

1. †id ( )-hy³ e¨ÄY‡Yi wØZ eRb Kiv n‡e| †hgb : APbv (A”Pbv bq)|

2. k‡ãi †k‡l wemM (t) ev‘ hv‡e| †hgb : µgk, gš—Z| k‡ãi g‡a¨ wemM _vK‡j Zv envj _vK‡e|

3. †Kv‡bv k‡ã hw‘ B-Kvi ev C-Kvi, D-Kvi ev E-Kvi ‘yÕB kã³ nq, Z‡e B-Kvi I D-Kvi c‡qvM Kiv n‡e| †hgb : mwP, Avewj, DI, Aš—wi¶|

4. Zrmg kã bvixevPK n‡j †k‡l C-Kvi hy³ n‡e| †hgb : Kj¨vYx, gvbex, my›`ix, Ziyx|

5. ÔBbÕ cZ¨qhy³ k‡ãi †k‡l C-Kvi hy³ n‡e| †hgb : cwZ‡hvwMb †_‡K cwZ‡hvMx| kãwU‡K we‡kl¨evPK Ki‡Z n‡j hy³ n‡e ÔZvÕ ev ÔZÕ| †hgb : cwZ‡hvwMZv, PgrKvwiZ|

6. ÔBbÕ cZ¨qvš k‡ãi enyePb Kivi †¶‡Î evsjv wefw³ (iv, Giv) I ms¯‹Z.MY ev Rb DfqB e¨enƒZ n‡j| Z‡e Zv‡Z evbvb-cv_K¨ †`Lv hvq| †hgb : MYx + iv = MYxiv, MYx + Rb = MYRb| c_g Av‡jv G‡¶‡Î MYxiv, MYxMY, MYxRb me †¶‡Î GKiKg evbvb iƒLvi c¶cvZx|

7. Zrmg k‡ãi †k‡l hw` ÔrÕ _v‡K, Z‡e Zv enƒj _vK‡e| †hgb : we`¨yr, RMr, nVvr| Gme k‡ãi m‡•M ÔGÕ ev ÔGiÕ wefw³ †hvM n‡j ÔrÕ-Gi e`‡j ÔZÕ em‡e (RM‡Zi)|

mvr, Ar, wPr, wRr, er, Kr,.wer – Gme cZ¨q‡hv‡M MwVZ k‡ã ÔrÕ eRvq _vK‡e (AvZ¥mvr, Pjr, K`wPr, B›`wRr, wcZer., cw_Kr).|

8. Zrmg k‡ã e¨vKi‡Yi wbqg Abyhvqx YZ weavb gvbvi K_v ejv n‡"Q| †hgb : KY, `+Y, iYY, jeY| wKšymgvme× k‡ãi A‡bK †¶‡Î (†hgb : wÎbqb, `ybvg); Z-e‡Mi Z, _, `, a –GB Pvi aŸwbi Ae¨ewnZ Av‡M hy³v¶i wnmv‡e (Aš, Mš); wKsev AZrmg k‡ã (†hgb – aib, c¨v›U) gab¨ Y e¨enƒZ Kiv n‡e bv|

AZrmg k‡ãi †¶‡Î ejv n‡"Q –

1. †hme k‡ã Ô•MÕ i‡q‡Q, †mLv‡b ÔOÕ e¨enƒZ n‡e| †hgb : AvOyj, AwObv, NOyi, †MvOwb, nvOi, iwOb|

2. †`wk I we‡`wk k‡ãi evbv‡b ÔhÕ eRb Kiv n‡e; Gi e`‡j e¨enƒZ Kiv n‡e ÔRÕ| †hgb : bvgvR, Rs, †Rvqvj, †RvMvo|

3. Zrmg k‡ã U, V-Gi Ae¨ewnZ Av‡M hy³v¶i MV‡b gab¨-I e¨enƒZ nq (Awbó, Iô)| wKšyAZrmg k‡ã ÔIÕ eRb Ki‡Z n‡e| we‡`wk k‡ã gj D"PviY-Abyhvqx evbv‡b `š¨-m A_ev Zvje¨-k n‡e|

Aviwe I dviwm k‡ãi gj evbv‡b ÔwkbÕ _vK‡j Zvi cwZeYi‡c mvaviYfv‡e evsjvq ÔkÕ n‡e (Bk‡Znvi, Zvgvkv, bKkv, †kŠwLb)| Aviwe I dviwm k‡ãi gj evbv‡b ÔmvÕ, ÔwmbÕ, Ô†mvqv`Õ _vK‡j ÔmÕ n‡e (Avd‡mvm, iwm`, mv`v, wnmve)| enyj cPwjZ I e¨enƒZ e‡j wKQyk‡ã ÔQÕ envj _vK‡e (ZQbQ, cQ›`, wgQwi, wgwQj)|

Bs‡iwR ‘st’ evsjvq Ô÷Õ n‡e (†÷kb, †÷vi)| sh, sion, tion-Gi †¶‡Î Zvje¨ k n‡e d¨vkb, A¨vKkb)| s, se, ce-Gi D"PviY s-Gi g‡Zv n‡j evbv‡b `š¨ m n‡e (evm, †m‡fb, †Km)| Z‡e evsjv D"PiY k-Gi g‡Zv n‡j evbv‡b Zvje¨-k n‡e (cyjk,

†bwwUk)| Bs‡iwR k‡ã †k‡l cial, -cian, -cient cf‚Z As‡ki c-Gi D"PviY hw' sh-Gi g‡Zv nq, Z‡e †m‡¶‡Î ÔkÕ n‡e (Kgwkqvj, †c‡k›U)|

4. AZrmg k‡ã 'xN¯i C/E ev Zv‡'i KviwP‡ýi e'‡j n¯i B/D ev Zv‡'i KviwPý e¨envi Ki‡Z n‡e| †hgb : †Kiwb, wnw›', miKwi, Ryyg, PveyK, myBP| Z‡e AwaK cPwjZ k‡ãi †¶‡Î e¨wZµg n‡Z cv‡i (Pxb, Kvkwxi)|

5. we‡'wk k‡ã ev bv‡g hy³v¶i h_vm¤e †f‡O wjL‡Z n‡e (†cÝb bq, †cbkb)|

Bs‡iwR evbv‡b †hme k‡ãi †k‡l cs Av‡Q, †mM‡yjv †f‡O ÔKmÕ Avi †hme k‡ãi †k‡l x Av‡Q, †mM‡yjvi Rb¨ Ô·Õ wjL‡Z n‡e| †hgb : B‡jKUwbKm (electronics), wm· (six)|

6. Bs‡iwR k‡ã 'a' e‡Yi D"Pvi‡Yi cwZeYxKi‡Y ÔG¨vÕ bv wj‡L wjL‡Z n‡e ÔA¨vÕ (A¨vUwb, A¨vÛ)|

wµqvc‡'i i‡c ejv n‡"Q –

(1) wµqvc‡'i evbv‡b EaŸKgv eRb Kiv n‡e| †hgb : KÕ‡i, cÕ‡o, aÕ‡i BZ¨vw' i cwie‡Z n‡e – K‡i, c‡o, a‡i|

(2) ga¨g cyiyl i wµqvc‡'i †k‡l I-Kvi hy³ n‡e| †hgb : †Zvgiv hv e‡jv, Zv f‡jv j‡M bv|

(3) eZgvb Kv‡ji Abyÿvq wµqvc‡'i †k‡l ÔIÕ eY Ges I-Kvi '‡UvB hy³ n‡e (LvI, MvI; wKsev gb w'‡q KvR K‡iv)|

(4) fwel¨r Kv‡ji Abyÿvq wµqvc‡'i evbvb n‡e GiKg – †cv‡ov (cov †evSv‡Z), †L‡qv, D‡Vv (IVv †evSv‡Z), wb‡qv, wj‡Lv (†jLv †evSv‡Z)|

(5) mgwcKv wµqvc‡' ÔIÕ Ges AmgwcKv wµqvc‡' ÔDÕ e¨enZ n‡e| D'vniY : †m †ivR †fv‡i I‡V| †m †ivR †fv‡i D‡V e¨vqg K‡i|

Ô†cÖ‡QÕ kãwU mgwcKv/AmgwcKv wµqv – '‡f‡eB e¨enZ n‡Z †'Lv hvq| Ôc_g Av‡jvÕ Ô†cÖ‡QÕ iƒcwU‡K AmgwcKv wµqv wnmv‡e e¨envi Ki‡Z Pvq Ges Gi mgwcKv iƒc w'‡Z Pvq Ô†cÖvqÕ|

*প্রথম আলো* g‡Z cwÎKvi evbvbixwZi mgZv-mva‡bi Rb¨ *ভাষারীতি* cYqb K‡i‡Q| d‡j cvmwi•MKfv‡eB G‡m‡Q – Bs‡iwR d‡›Ui AvqZb evsjvi †P‡q KZ c‡q›U Kg-†ewk nIqv 'iKvi, ZwiLevPK kãM‡yjv wKfv‡e wjL‡Z n‡e, msL¨v †jLvi c×wZ wKsev k‡ãi c‡qvM-wfbZv Ges fy kã I fz c‡qvM| ÔwbiUÕ I ÔAwb‡iUÕ bvg w'‡q mgvme× ev wewi"Qb k‡ãi

c‡qvM †'Lv‡bv n‡q‡Q; wKQyk‡ãi evbvb mn‡R g‡b ivLvi †KŠkj Rvbv‡Z †P‡q‡Q; GgbwK cwÎKvi c‡qvR‡bB hwZwP‡ýi mvavi iY fyyMÖyjv Z‡zj ai‡Z †P‡q‡Q| Z‡e cwiwkó 1-G ms‡hvwRZ Ôevbvb Awfavbô-Gi ÔwjLe, wjLe bvô AskwUB cÿ‡Ki cavb Ask| cwiwkó 2-G mgvme× kã‡K GK‡Î †jLvi Rb¨ 'ρ„vš †'qv n‡q‡Q|

evbvb ms¯‹v‡i cwZôwbK D‡'¨v‡M I †'Lv hv‡"Q A‡bK cv_K¨| GKv‡Wgxq cwZôvbMÖyjv †hLv‡b evsjv fvlvi hv_v_¨ iÿvq g‡bv‡hvMx, cwÎKvMÖyjv †mLv‡b Zv‡'i wbR¯ 'ρófw•M I cKvkbvi w'‡K †ewk †Lqvj ivL‡Qb| m¤úªwZK ev mgšvqK A‡bK wKQzB nq‡Zv cZ¨vwkZ wQj| Kvh‡ÿ‡Î ch‡eÿY ev cwiexÿ‡Yi Øviv mgm¨v I m¤vebv‡K †hfv‡e djcm~Kiv †h‡Z cv‡i, †miKg cv‡qwMK D‡'¨vM MnY GLbI ewwK|

## টীকা

1. ÔThe Friends of Indiaô, April 26, 1838, c„198 †_‡K D×Z.K‡i‡Qb †gvnv¤§' Ave'ÿ KvBDg (nygvqb 1984 : 642)|

2. *বেঙ্গাল হেরাল্ড* c‡Î i c_g msL¨vq gy'Z Abyôvbc‡Î ¯v¶iKvix‡'i g‡a¨ Gb‡'i bvg cvIqv hvq| (nygvqb 1984 : 643)

3. cevmx 1326, ˆekvL msL¨vq cKwkZ iex›'bv‡_i ÔevOjv evbvbô kxlK †jLvi †'vnvB w'‡q ejv n‡"Q, 'š¨-b evsjv D"PviY Avi evsjv evbvb — GB 'y‡qiB Abyôgw'Z|

4. Ôcee•M miKvix fvlv KwgwUi †mvcv‡ikô gyÿxi †PŠaix iwPZ *বাঙলা গদ্যরীতি* M‡š'i cwiwkó/K-†Z msKwjZ n‡q‡Q| (1970 : 102Ñ107)

5. wfbgZ-†cvlK UxKv gyÿxi †PŠaix iwPZ *বাঙলা গদ্যরীতি* M‡š'i cwiwkó/U-†Z msKwjZ n‡q‡Q (1970 : 197Ñ202)|

6. Ôevsjv evbv‡bi wbqgô mwgwZi mfvcwZ AwmZKzgvi e‡›'¨vcva¨vq (†bcvj 2007 : 322) ej‡Qb — ÒKwjKvZv wekwe'¨vjq cKwkZ Ôevsjv evbv‡bi wbqgô cy¯Kvi ZZxq ms¯‹iY (1937) enKvj wbt‡kwlZ| wekwe'¨vjq KZ„cÿ cy¯KwU cKv‡k D‡'¨vMx| wKšyfvlvi MwZi ¯vfwweK avivi m‡•M m•MwZ iÿv K‡i cy¯KwU‡Z cKwkZ wbqgMyj i cwieZb I ms‡hvRb evÃbxq| GB D‡Ï‡k¨ MwVZ Ôevsjv evbv‡bi wbqgô mwgwZ wKQzc¯ve w'‡q‡Qb|Ó

7. BARD – Bangladesh Academy for Rural Development.

সপ্তম অধ্যায়

# সমন্বিত বানান : কিছু প্রস্তাব ও বিবেচনা

## ৭.১ ভাষা-পরিকল্পনা

ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায়, ভাষার সচেতন ও সুচিন্তিত (conscious and deliberate) পরিবর্তনের উদ্যোগকে বলা হয় ভাষা-পরিকল্পনা। রুবিন ও ইয়ার্নুড বলছেন, 'ভাষা-পরিকল্পনা' এক ধরনের সচেতন ও ইচ্ছাকৃত ভাষা-পরিবর্তন (1971: XVI)। ফিশম্যানের মতে, 'ভাষা-পরিকল্পনা' শব্দটি দিয়ে 'জাতীয় পর্যায়ে ভাষা-সমস্যা সমাধানের প্রয়াস'কে বোঝানো যেতে পারে (1973: 23-24)।

ভাষা-পরিকল্পনার রয়েছে দুটি বড়ো ভাগ : ১. অঙ্গ পরিকল্পনা (corpus planning), ২. মর্যাদা পরিকল্পনা (status planning)। অঙ্গ পরিকল্পনা হল সচেতনভাবে ভাষার অঙ্গের পরিবর্তন করা। এর তিনটি উপবিভাগ রয়েছে যার একটি হল লিপায়ন (graphisation)। এই লিপায়নের (graphisation) মধ্যে পড়ে – বানান-সংস্কার (spelling reform) ও লিপি-সংস্কার (script reform)। বানান-সংস্কারে অযথার্থ ও ভাষার রীতিবিরোধী কিছুকে প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা হয়। ভাষা-পরিকল্পনা মূলত আর্থ-রাজনীতিক উদ্যোগ। রাজনৈতিক মদদ, অর্থাৎ ক্ষমতা (power) ও জবরদস্তি (coercion) ছাড়া কোনো ভাষা-পরিকল্পনা সম্ভব নয় (মৃণাল ২০০৫ : ২২৯-২৩০)।

পূর্বোক্ত সূত্র ধরে, বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩৬ সালের কলিকাতা বানান সংস্কার সমিতি সুপারিশ করেছিলেন ইংরেজি st লেখা হবে 'স্ট' দিয়ে। এতে একটি নতুন যুক্তবর্ণের উদ্ভাবন হয়। আবার, বিদ্যাসাগর যখন বর্ণমালা থেকে ৠ, ৡ বাদ দিলেন, যোগ করলেন ড়, ঢ়, য়; বা ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে ক্ষ-কে বর্জন করলেন (তার যুক্তিও তিনি দেখিয়েছিলেন; দ্র. ৫.৪) – তা হল লিপি-সংস্কার। এ সমস্ত প্রয়াসেই ঘটে থাকে ভাষার অঙ্গের পরিবর্তন।

## ৭.২ বানান সমন্বয়ের মূলনীতি

বাংলা ভাষায় যে-সব শব্দ আছে, তার অনেকগুলোই ভিন্ন-ভিন্ন বানানে লেখা যায় এবং লেখা হয়। অরুণ সেন প্রশ্ন তুলেছেন, এই যে একই শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন বানানে লেখা হয় এবং সেগুলোর কোনোটারই বানান

যাকে বলে অশুদ্ধ তা বলা যায় না, প্রত্যেকটির পেছনেই থাকে নিজস্ব যুক্তি বা নিয়ম, তাতে ওইসব শব্দের সর্বসম্মত ও সর্বমান্য একটি বানানে পৌঁছানো কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? (অরুণ ১৯৯৬ : ৯)

বানানে বিকল্পের অস্তিত্ব যেমন স্বীকার করে নিতে হয়, তেমনি স্বীকার করে নেয়া উচিত একে বর্জন করে একক বানানে পৌঁছানার ইচ্ছা বা উদ্যোগকে। বানান-সংস্কারের একটা ইতিহাস বা পরম্পরা তৈরি হয়ে গেছে; একে অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ, নানা জায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সরলীকরণ বা সমতাবিধানের নানা বিপরীতমুখী প্রস্তাব (এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে ব্যবহার বা অভ্যাস) চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা বাড়ারই সম্ভাবনা।

এ-বিষয়ে যাঁরা মনোযোগী তাঁরা বুঝেছেন, এক-এক শব্দের ক্ষেত্রে এক-এক যুক্তি বড় হয়ে উঠছে। তাই নিয়মও আর সরল থাকছে না, জটিল হয়ে পড়েছে। যেমন, সংস্কৃত ভাষার একটি অতি-নিরূপিত ব্যাকরণ আছে এবং বাংলার বহু শব্দই সরাসরি সংস্কৃত থেকে আসা। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারেই তাদের বানান লেখা হয়। কিন্তু অনেকে এসব শব্দের জন্যও উচ্চারণ-অনুগ বা উচ্চারণের কাছাকাছি বানান চান। আবার যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে, সেসব শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম সাধারণত মানা হয় না। অতৎসম শব্দে মূলত উচ্চারণ অনুসারেই বানান লেখা হয়। কিন্তু অতৎসম কোনো-কোনো শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বানানে উচ্চারণ মানা হচ্ছে না, হয়তো সংস্কৃত নিয়ম মান্য করা হচ্ছে; কিংবা তৃতীয় কোনো বানানকে মেনে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃত অভিধানের নিয়ম, উচ্চারণের নিয়ম, প্রচলন-নির্ভর নিয়ম – সব নিয়মের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে (কিংবা করে চলেছে) বাংলা বানান। অরুণ সেন (১৯৯৬ : ২৮) বলেন, "বাংলা বানানের এই নৈরাজ্যের জন্য লেখকের অসচেতনতা বা ঔদাস্যই শুধু দায়ী নয়, নৈরাজ্যের বীজ পোঁতা আছে বাংলা ভাষার স্বভাব ও বাংলা বানানের প্রকৃতির মধ্যেও। বাংলা ভাষার বিকাশ ও বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে বানানের এই জটিল বহুমুখিতা ওই নৈরাজ্যকে খানিকটা যেন অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।"

শঙ্খ ঘোষ *শব্দ নিয়ে খেলা* গ্রন্থে (পৃ. ১০) বলেছিলেন, "বানান নিয়ে ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত চেষ্টায় যেসব কাজ চলছে এবং ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে, তাকে যদি সবাই নিছক একটা প্রাথমিক স্তর বলে ধরে নিই, এবং পরে সবকটা প্রস্তাব থেকে সম্ভব মতো গ্রহণবর্জন করে একটা ঐকমত্যে পৌঁছোবার চেষ্টা করি, তাহলে এখনো একটা পথ পাওয়া সম্ভব মনে হয়, আন্তরিকভাবে সত্যিই যদি তেমন কোনো পথ আমরা চাই।" (উদ্ধৃত, অরুণ ১৯৯৬ : ১৫)

পৃথিবীর সব আধুনিক ভাষাতেই মৌলিক এবং আগন্তুক ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু বাংলা ভাষার ইতিহাসে যেভাবে ঘটেছে তা অন্যত্র তুলনীয় নয়। এখানে বানানের যে জটিলতা তৈরি হয়েছে – তা এই ইতিহাসের কারণেই এবং তা এই ভাষারই নিজস্ব। এর সমাধানও তাই হতে হবে এই নিজস্বতাকে মেনে নিয়ে।

### ৭.২.১ সংস্কৃত বনাম বাংলা

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অসরল এবং দ্বিস্তরিক। বাংলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা – জন্মসূত্রে যে যোগই থাকুক, এর ধ্বনিতত্ত্ব-রূপতত্ত্ব-বাক্যগঠন-শব্দভাণ্ডার সবই আলাদা।[১] অন্যদিকে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, অন্তত এ কারণে যে এর শব্দভাণ্ডারের একটি বিপুল অংশ সংস্কৃত থেকে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে নেয়া। যে-কারণে এই শব্দগুলোকে বলা হয় তৎসম। তাছাড়া সন্ধি-সমাস-উপসর্গ-প্রত্যয় ইত্যাদি নানা সূত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা বানানের সংযোগ রয়েছে। অথচ বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের উচ্চারণ প্রায়শ মূলের মতো নয়। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই" (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৫৩)। অথচ এই উচ্চারণ প্রকাশ করে যে-চিহ্নগুলো (ঈ-কার, ঊ-কার ইত্যাদি) বা বর্ণ (যেমন ণ, ষ), তা মোটামুটি অবিকল রয়ে গেছে।

এই সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ছাড়া রয়েছে বিপুল পরিমাণ অতৎসম শব্দ। মনে হতে পারে, এই শব্দগুলো যেহেতু সংস্কৃতের চিহ্ন ও উচ্চারণ-বিধি নিয়ে অবিকল আসেনি, অতএব এখানে বাংলা উচ্চারণ অনুসারে বানান লেখা যাবে। কিন্তু এখানেও ব্যাপারটা এত সহজ থাকেনি। কারণ অতৎসম শব্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তদ্ভব শব্দ, যে-শব্দ আদতে তৎসমই ছিল, কিন্তু নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন চেহারায় বাংলায় এসেছে। এগুলোকে সংস্কৃতবিধি অনুসারে, অর্থাৎ মূল-শব্দ বা উৎস-শব্দের বানান অনুসারে লেখা হবে, না সম্পূর্ণ নতুন শব্দ হিসাবে গণ্য করে বাস্তব উচ্চারণকে মেনে নেয়া হবে বানানে – এ নিয়ে প্রশ্ন, বাগ্‌বিতণ্ডা ও মতভেদ থাকা সম্ভব এবং তা রয়েছেও। অতৎসম শব্দের অন্য দুটি উপাদান – দেশি এবং বিদেশি শব্দ নিয়েও সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা শব্দের মূল উচ্চারণ ও প্রচলিত বানান নিয়ে, যুক্তাক্ষর ও হসচিহ্নের ব্যবহার নিয়ে; এমনকি ণত্ব-ষত্ব বিধান বা সংস্কৃত বানানবিধির অন্য নানা সূত্র এখানেও প্রযোজ্য হবে কি-না তা নিয়েও মতভেদ তৈরি হয়েছে।

মন্মথনাথ বসু 'ভাষার কথা'[২] প্রবন্ধে বলতে চান, সংস্কৃত থেকে যে আমরা বাংলার উৎপত্তি ধরে নিচ্ছি সেটাই 'গোড়ায় গলদ'। প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা জন্মেছে, আর সে প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা নয়, এটা সবাই এখন জানেন। আজকাল আবার এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেকেই সন্দেহ করেন যে সংস্কৃত ভাষাটার আদৌ মৌখিক ব্যবহার ছিল কি-না। কালিদাস, ভারবি, অমরসিংহের ভাষাটা কেবল লেখাতেই

চলত, লোকে বলত নানা রকমের প্রাকৃত ভাষা। পণ্ডিত Rhys David প্রভৃতির মত এই যে, সংস্কৃত ভাষা কোনো কালেই কথিত ভাষা ছিল না। চিরকালই এটা 'schrift-sprache', অর্থাৎ পণ্ডিতজন কেবল লিখতেন। Prof. Rapson প্রমুখ আচার্যেরা এ মত খণ্ডন করেছেন। দু পক্ষে এখনও তুমুল তর্ক চলছে – নিশ্চিত হয়ে কোনো মতকে এখনও অবলম্বন করা যায় না। কেবল এটা বলা যেতে পারে, এরকম দুর্বল ভিত্তির ওপর বাংলা বানানের কাঠামো দাঁড়াতে পারে না। মন্মথ বসু মনে করেন, যে ভাষা কখনও চল্‌তি বা কথ্য ছিল কিনা তারই সন্দেহ, যদি তার নিয়মে একটা জীবন্ত ভাষাকে চালানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষার বিরুদ্ধে চলতে হবে এবং শেষে 'পস্তাতে' হবে।

আবার, কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩২৩) বলছেন, সংস্কৃত আর বাংলা নিশ্চয়ই দুটো আলাদা ভাষা, ঠিক যেমন সন্তান বাবা-মায়ের থেকে আলাদা – পৃথক একটি ব্যক্তিত্ব। কিন্তু প্রথমত, বাংলালিপি নাগরি-বংশোদ্ভূত; এই লিপিতে স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত লেখা যায়, এবং লেখা হত; তাই সংস্কৃতর সঙ্গে বাংলার বন্ধনটা দৃঢ়। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে এত বেশি তৎসম আর তদ্ভব শব্দ আছে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক আবশ্যিকভাবে অচ্ছেদ্য।

এই দ্বিমুখী তর্ক বাংলা বানানে প্রভাব ফেলেছে এবং বিকল্পের সুযোগ করে দিয়েছে বা বিকল্পের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

### ৭.২.২ বানানরীতি বনাম আঞ্চলিক ভাষা

চলিতভাষা হল মুখের ভাষা। কিন্তু এখন যাকে চলিতভাষা বলা হচ্ছে, তারও পৃথক ইতিহাস রয়েছে। সেটা ঠিক দৈনন্দিন ব্যবহারের মুখের ভাষা নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষার কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে বহুকাল থেকেই কথ্যভাষাকে মোটামুটি পাঁচটি প্রধান আঞ্চলিক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে – রাঢ়ি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রি, কামরূপি ও ঝাড়খণ্ডি। এগুলোকে বলা হচ্ছে বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা (Regional dialect)। এগুলোর মধ্যে 'পূর্বি' হল রাঢ়ির অন্তর্গত। এটি মূলত মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা – বিশেষ করে কলকাতার উপভাষা – ইতিহাসের ধারায় ক্রমশ প্রাধান্য পেতে থাকে। কারণ ব্রিটিশ আমল থেকেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে কলকাতা হয়ে উঠেছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র। তাই প্রথমে মূলত কলকাতার উপভাষার ওপরে ভিত্তি করেই একটি সর্ববঙ্গীয় কথ্য বাংলা গড়ে উঠেছিল (রামেশ্বর ২০০৫ : ২০০)। এই ভাষার সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দ[৩] লিখেছিলেন : "যদি বল ও-কথা বেশ; বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।"

নদিয়াই হোক বা হুগলিই হোক, কলকাতা ও কলকাতার নিকটবর্তী গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাকে আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali = SCB) ভিত্তি ধরা হয়েছে। যখন চলিতভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস দেখা দিল, তখন খানিকটা স্বাভাবিকভাবে আপনা থেকেই এবং খানিকটা পরিকল্পিতভাবে সাহিত্যিক আন্দোলনের মাধ্যমে চলিতভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। ধীরে ধীরে তা মার্জিত হয়ে ওঠে এবং সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী প্রায় সর্ববঙ্গীয় ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা পায়। ক্রমে আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে এই ভাষা সর্বজনীন আদর্শ বা মান্য-রূপ লাভ করে। এই ভাষারীতি প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত ইতিহাস এখানে আলোচ্য নয়। একেই আমরা বলি আদর্শ বা মান্য চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali = SCB)। (রামেশ্বর ২০০৫ : ২০১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে – একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে" (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/৯ : ৪২০)। একই শব্দের অঞ্চল ভেদে নানা উচ্চারণ থাকতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক শব্দের ক্ষেত্রে সবাই (রবীন্দ্রনাথ তো বটেই) উচ্চারণমূলক বানানকেই মেনে নিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে মান বা Standard নির্ধারণই বড় সমস্যা।

### ৭.৩ আন্তর্জাতিক অন্যান্য ভাষার সংস্কার

সজীব ভাষা বদলাবেই। ভাষার অধিকাংশ পরিবর্তন হয় 'আপনা থেকে' – ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-বিশেষের সচেতন প্রয়াস ছাড়াই। ডাচ ভাষা প্রতি ৪০ বছর অন্তর সংস্কার করার চেষ্টা হয়, তবু নাকি ভাষাটি যথেষ্ট 'যুক্তিযুক্ত' হয়নি। (সুনন্দ ২০০৫ : ১৩৭)

আবার, লাতিনের সঙ্গে স্প্যানিশের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ, ঠিক যেমন সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার। এমনকি, মান্য কাস্টিলীয় স্প্যানিশকে (castlelano) হাবে-ভাবে ইতালীয় ভাষার চাইতেও লাতিনের বেশি কাছাকাছি বলে মনে হয়; লাতিনের দরবারী চালচলনকে সে ধরে রেখেছে। সে তুলনায় আধুনিক ইতালীয় ভাষায় লাতিনের রূপটা বরং ভাঙাচোরা। যাই হোক, এই দুই ভাষাতেই লিপির সঙ্গে ভাষার একটা চমৎকার মিলমিশ আছে। বোঝা যায় যে তারা হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে। অন্যদিকে পোলিশ, আইরিশ, বা ওয়েলশ্ ভাষার কোনো দলিল দেখলে বোঝা যায়, ভাষা আর তার লিপির মধ্যে সামঞ্জস্যের একটা অভাব আছে। এই ভাষাগুলো রোমান বর্ণমালাকে গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু সেই বর্ণমালার সঙ্গে তাদের ভাষার গতিপ্রকৃতি ঠিক মেলে না। (কেতকী ২০০৫ : ৩২৪)

### ৭.৩.১ ফরাসি ভাষার সংস্কার

ফরাসিতে তিন রকম রীতি ব্যবহৃত হয় – 'সাধু', 'প্রচলিত' এবং 'কথ্য'। 'প্রচলিত'র অবস্থান সাধু এবং কথ্যের মাঝামাঝি। এটার ওপরেই সব জোর, যাতে ফ্রান্সে গেলে ব্যাবহারিক কাজকর্ম চালিয়ে নেয়া যায়, আবার সাহিত্যের রসগ্রহণের পথও খোলা থাকে। অর্থাৎ 'মান্যতা' এখানে একটি স্থিরবিন্দু নয় – স্থান ও প্রয়োজনভেদে কথ্য, প্রচলিত ও সাধুর মান্যতা সেখানে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। ফরাসি পাঠ্যক্রমে সমকালের প্রচলিত মৌখিক ও লিখিত ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। 'সাধু' বা সাহিত্যিক ভাষা বর্জনের যেমন প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি 'কথ্য' ও 'প্রচলিত' যে সমার্থক নয় তাও বোঝানো হয়। (এষা ২০০৫ : ১৭০)

ফরাসি ভাষার বানানের নতুন বৈপ্লবিক সংস্কার গত তিনশ বছরে হয়নি। ফরাসি বানান ও উচ্চারণে এত বিশাল ফারাক যে, সব পর্যায়ের পরীক্ষায় অনুলিখন বাধ্যতামূলক। স্পষ্টত এটি ফরাসি ভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবেই স্বীকৃত এবং সংস্কারের প্রশ্ন বোধহয় নেই। তবে অভিধানে, ইংরিজির মতো, প্রতিটি শব্দের উচ্চারণের নির্দেশ থাকে – আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা অনুযায়ী।
বাংলা শব্দের উৎপত্তি, প্রয়োগের ইতিহাস, বানানের পরিবর্তন দেখিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান বা শব্দকোষ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এমন একটি প্রামাণ্য কর্মের জন্য প্রয়োজন বহু বছরের শ্রম এবং ধৈর্য। প্রয়োজন রাজ্য-রাষ্ট্র বিভাজন নির্বিশেষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের কার্যকরী সহযোগিতা। তেমন একটি শব্দকোষ বাংলা ভাষার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

এষা দে (২০০৫ : ১৭৩) লিখেছেন, তাঁর ফরাসি অধ্যাপককে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, গরীয়সী ফরাসি ভাষা একসময় ইউরোপের সর্বত্র, রাশিয়া থেকে ইংল্যাণ্ডে সম্ভ্রমের স্থান অধিকার করেছিল; আজ বিশ্বভাষা হিসাবে ইংরেজির কাছে পরাজিত কেন ? অধ্যাপক উত্তর দিয়েছিলেন, ফরাসি আকাদেমির জন্য। ইংরেজি ভাষার শক্তি – তার স্বাধীনতা, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি। প্রতিদিন সে নতুন মাটি থেকে নতুন প্রাণ খুঁজে নিচ্ছে। ভাষা বহতা স্রোতস্বিনী, বাঁধ দিলে স্রোতের সে জোর থাকে না।

সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যভাষার একটা প্রবণতা লক্ষণীয় – ভাষার লিখিতরূপ ক্রমেই তার কথ্যরূপের কাছাকাছি আসতে চাইছে। স্পেনীয় ভাষার লিখিতরূপ কথ্য রূপের-ই প্রতিলিপি। বর্ণ এবং ধ্বনিতে সাযুজ্য এই ভাষাকে বিশিষ্ট করেছে। তাই এই সমস্ত ভাষার ভিত্তি ধ্বনিতত্ত্ব। ফরাসি ভাষা স্পেনীয় থেকে আলাদা, সেখানে উচ্চারণ ও বানানের সাদৃশ্য দুর্লভ।

দীপা চক্রবর্তী ও নীলাঞ্জন চক্রবর্তী (২০০৫ : ২৭১) লিখেছেন, মধ্যযুগে লিখিত ফরাসি ভাষা কথ্যভাষার প্রতিরূপ ছিল। বানানের এই সরলতার ফলে একই বানানবিশিষ্ট ভিন্নার্থক অনেক শব্দ পাওয়া যেত; যেমন 'mes' বলতে mes (আমার) meci (কিন্তু) এবং mets (রাখা) তিনটি শব্দই বোঝানো হত। চতুর্দশ ও

পনের শতকে ফরাসিদের রাজত্ব বিস্তারিত হল – আইন-আদালতের কার্যবিবরণী ফরাসিতে লেখা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল। এই সময়ে ফরাসি বর্ণমালায় লাতিনের বাইশটি বর্ণই স্থান পেল। 'k' খুবই কম ব্যবহার করা হত, 'j', 'v', 'w' তখনও পর্যন্ত ফরাসি ভাষায় গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া কথ্যভাষার অক্ষর (Syllable) স্বরবর্ণে শেষ হত। ষোল শতকের পর থেকে অক্ষরের (Syllable) কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে বানান এবং উচ্চারণের মাঝে ফারাক অনেক বেড়ে গেল।

সতের শতকে ফরাসি ভাষায় ব্যাকরণ একপ্রকার নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে তা একেবারেই সেকেলে ছিল। ফরাসি আকাদেমি এইসময়ে রাজাদেশপ্রাপ্ত হয়ে অভিধানসৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়। দীপা ও নীলাঞ্জন (২০০৫ : ২৭২-২৭৩) জানাচ্ছেন, এর ফলে দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। একদিকে শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও মূল বা ব্যুৎপত্তি-সংক্রান্ত শাস্ত্রভিত্তিক বানানের ঐতিহ্য, অন্যদিকে ভাষার সংস্কারমূলক ধ্বনিভিত্তিক প্রতিলিপি। ১৮৩৫ সালের পরে উচ্চারণনীতির ধারাবাহিক বিবর্তন হতে থাকে। তবে উচ্চারণগত পরিবর্তন জারি থাকলেও লিখিত ফরাসির আর তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ভাষা আদেশানুসারে একমাত্র প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে ঘোষিত হয়। ভাষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের গুরুত্বের সূচনা সেই সময় থেকে; তবে সংস্কারের পরিকল্পনা রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় রূপায়িত হয়েছে।

১৬৮০ সালে রিশেলে (Richelet) তাঁর অভিধানে বানানকে সরলতর করেন, কিন্তু এই সরলীকরণ প্রত্যাখ্যাত হয় ১৬৯৪ সালে ফরাসি আকাদেমি প্রকাশিত অভিধানে। তবে শব্দগঠনের পরিবর্তনের কারণে এই সরলীকরণ শেষপর্যন্ত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিছু সময় অন্তর প্রকাশিত অভিধানের বিভিন্ন সংস্করণে আকাদেমি লিখিত ভাষায় বানানকে উচ্চারণ পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংস্কার করতে বাধ্য হয়। চৌদ্দ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে বানানপদ্ধতি আংশিকভাবে হলেও ধ্বনিতাত্ত্বিক গঠনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে।

বিশ শতকের আশির দশকে ফরাসি ভাষার বিভিন্ন অভিধানের বানানপদ্ধতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার চেষ্টা শুরু হয়। বিভিন্ন অভিধানে একই শব্দের বানানে বৈচিত্র্যজনিত বিশৃঙ্খলাকে দূর করাই এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল। গত কয়েক বছর দেখা যাচ্ছে সব স্তরের শিক্ষক সংস্কারমনস্ক হয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করছেন। তবে এঁরা সবাই পর্যায়ক্রমিক সংস্কারের পক্ষপাতী এবং দ্রুত সংস্কারপ্রক্রিয়ার বিরোধী। বানানের জটিলতা ও প্রাচীনত্বকে পরিহার করার পক্ষে এঁরা যুক্তি দিচ্ছেন। গোঁড়া বা উদার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ধ্বনিনির্দেশক লিখিত রূপায়ণ অসম্ভব। এর কারণ ফরাসিভাষী দুনিয়ার উচ্চারণবৈচিত্র্য। শিক্ষাপ্রণালীর ক্ষেত্রে এটা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। (দীপা ও নীলাঞ্জন ২০০৫ : ২৭৪-২৭৫)

### ৭.৩.২ জার্মান ভাষার সংস্কার

জার্মান ভাষা ও বানান সংস্কারের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, এখানেও পটচিত্র খুব সুস্থির নয়, বরং বাংলা ভাষায় সংস্কারজনিত যেসব সংস্কারসূচক নির্ধারণ ঘটেছে, সেই তুলনায় অমীমাংসিতই।

জার্মান ভাষা বা বানানের সংস্কারের সংবদ্ধ ইতিহাস বাংলার মতোই, অর্থাৎ মোটামুটি গত শতকের শুরুর দিকেই সূচিত। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (২০০৫ : ৫৭) লিখেছেন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের পণ্ডিতেরা ১৯০১-০২ সালে মিলিত হয়ে প্রচলিত বানানের কাঠামোকে বৈধতা দিয়েছিলেন, সামান্য অদলবদলের ঝুঁকি নেননি। ১৯৯৪-এ ভিয়েনায় পুনর্বার জার্মানভাষী এই তিন দেশের ভাষাতাত্ত্বিকেরা একজোট হয়ে সেই গাঁথুনিটাকে পরীক্ষা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তিন সরকারই প্রচুর মদদ দিয়েছিল। সংরক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার টানাপোড়েনে তাঁদের সেই প্রযত্নপ্রয়াস যথেষ্টই বিঘ্নিত হয়েছে, শেষ অবধি পরিণতির প্রসাদগুণ পায়নি। তা সত্ত্বেও ১৯৯৮-এর পয়লা আগস্ট আইন জারির ভঙ্গিতে বলা হল পুথিপত্র-স্কুলপাঠ্য পুস্তক-সাময়িকীগুলোকে এই ধাঁচেই লিখতে হবে। এই 'নতুন' বিধিপদ্ধতির সঙ্গে অভিযোজনের জন্য সময়টা নির্দিষ্ট করে দেয়া হল ৩১ জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত।

জেসপার্সনের সেই স্বতঃসিদ্ধ সূত্রটি হল – পর্যাপ্ত ঋণশব্দ জীবন্ত ভাষার এক-একটি মাইলস্টোন। জার্মান ভাষা সম্পর্কেও এই কথাটি প্রযোজ্য। তবু এই ভাষার আধ মিলিয়ন শব্দসংখ্যার মধ্যে ইংরেজি শব্দের পরিমাত্রা যখন পাঁচ হাজারের সীমানা ছাড়িয়ে গেল, তখনই ভাষার অভিভাবকেরা প্রমাদ গুনলেন। এদিকে বাণিজ্যিক-সরকারি-ব্যক্তিগত নানাবিধ যোগাযোগকে অস্বীকার করার উপায় কারও ছিল না। এই সংক্রান্তির মুখে তথাকথিত কিছু নববিধান গড়ার কাজে এগিয়ে আসা ছাড়া এঁদের গত্যন্তর ছিল না।
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (২০০৫ : ৫৯) বলছেন, আরও একটা কারণে সম্পাদকদের সাময়িক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল – জার্মানীকরণ করতে গিয়ে নানা ভাষার প্রস্বর বিলোপ ঘটাতে চাওয়া। যেমন ফরাসি Dragee (ওষুধপত্র) হয়েছে Dragee, Expose (সারার্থ) Exposee, Variete (বিচিত্রানুষ্ঠান) Varietee এবং Kommunique হয়েছে Kommunikee । শেষ অবধি অবশ্য প্যান-ইউরোপীয়তার চাপে পড়ে দুই রূপভেদই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আংশিক নিজস্বতা অটুট রাখতে গিয়ে ইংরেজি শব্দের বহুবচনের যে-দুর্দশা হয়েছে সেটা হাস্যকর (যেমন – Babys, Hobbys)।

প্রায় দশ বছর ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে বানান ও ভাষার সংস্কারকেরা অবিশ্রান্ত যে কাজ করে চলেছেন, রুদ্ধদ্বার বৈঠকে নিষ্পন্ন হয়নি বলে প্রকাশ্যে তার লাঞ্ছনা বড়ো একটা কম ঘটেনি। পাঁচ বছর হল প্রায় সমস্ত স্কুল-পড়ুয়া শিক্ষার্থী নয়া জার্মান বানান কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। কিন্তু অন্যদিকে জার্মানির সবচেয়ে জনপ্রিয় সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলো (Frankfurter Allgemeine Zeitung ও Der Spiegel) সরকারি এই আইন

থেকে মুখ ফিরিয়ে পুরনো ঘরানায় মুখ গুঁজেছে। কোনো সরকারেরই সাধ্য নয় প্রাতিষ্ঠানিক এই প্রতিমুখিতা নিয়ন্ত্রণ করে। (অলোকরঞ্জন ২০০৫ : ৬০)

পৃথিবীতে কখনও কোথাও মসৃণ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ায় বানান-সংস্কার হয়নি। জার্মান সংস্কারের পর্বপর্বান্তরে যেসব বচসা সঞ্চয়িত হয়েছে, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান' নিয়ে দেবপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গো রবীন্দ্রনাথ-সুনীতিকুমার-শহীদুল্লাহ'র বাদপ্রতিবাদের চেয়ে তাদের নাটকীয় আকর্ষণ এতটুকু কম নয়। ভাষাবেত্তা ক্রিস্টফ আডেলুং-এর একটি উপদেশ এরকম – 'যেভাবে বলো সেভাবেই লিখো'; আর য়্যাকোব গ্রিমের সনির্বন্ধ অনুনয় – 'লিখতে বসলে শব্দের ইতিহাসটা যেন ভুলে যেয়ো না'। এই বিপরীতমুখী তর্ক তাহলে দেখা যাচ্ছে জার্মান ভাষার বানানকেও  সুস্থির থাকতে দেয়নি।

**৭.৪ বাংলা ভাষার সংস্কার বিষয়ক প্রতিক্রিয়া**

বাংলা বানান এবং বানান-অনুষঙ্গ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গো হালে যে-বাদানুবাদ আরম্ভ হয়েছে সেই বিতর্কে অনেকেই দাবি করছেন, বাংলাভাষার 'মৃত্যু' বা 'অপমৃত্যু' ঘটছে, তাকে পরিকল্পিতভাবে 'হত্যা' করা হচ্ছে।[৪] কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩০৭-৩০৮) দাবি করছেন, তিরিশের দশকে যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক আওতায় বানান সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে-কাজের জন্য তাঁদের তাত্ত্বিক ভাবনা অগভীর ছিল এবং ব্যবহারগত প্রস্তুতি দুর্বল ছিল। ফলে সেই সময়ে যে 'slippery slope'-এর সূচনা হয়, তারই 'পিছল ঢাল' বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আমরা বর্তমান সংকটে উপনীত হয়েছি।

কেতকী (২০০৫ : ৩১৬) আরও বলেন, সংস্কারের সপক্ষে সংস্কারকদের 'সুবিধাবাদী কায়দা' হল – যুক্তির ভিত্তিকে বার-বার প্রয়োজনমতো বদলে নেয়া। তিনি দাবি করেন, এখনকার সংস্কারকরাও সেই কায়দা অবলম্বন করে এগোচ্ছেন। তিরিশের দশকের সেই কমিটি তাই নূতনত্বের একগুচ্ছ নিয়ম প্রস্তুত করলেও যথার্থ অর্থে পথের দিশারী হতে পারেনি, খাপছাড়াভাবে এটা-সেটা সুপারিশ করেছেন। যেখানে কথা ছিল চলিতভাষার মুদ্রিত রূপের জন্য একটা জুতসই ব্যবস্থা করার, সেখানে তাঁরা 'সর্বাগ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন' সাধুভাষার ওপর। যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না, সেখানে নতুন নিয়মের সূত্রপাত করা হল।

আবার এর বিপরীত অবস্থান থেকে স্বরোচিষ সরকার (২০১৫ : ১৫১) বলেন, বানান প্রমিতকরণ প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হল – শব্দের বিকল্পহীন বানান প্রতিষ্ঠা করা। বাংলা ভাষায় এটি সম্পূর্ণ বিশ শতকীয় উদ্যোগ।

১৯২৫ সালে এর জন্য বিশ্বভারতী একটি বানানবিধি প্রণয়ন করে এবং ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রণয়ন করে বানানের নিয়ম। উদ্যোগ দুটিকে ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালের পরে বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের বহু লেখক তাঁদের বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে বিকল্পহীন বানান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছিলেন। এই লক্ষ্যে তাঁদের সবার লেখায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম, এবং কখনও কখনও বিশ্বভারতীর বানানবিধি প্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

### ৭.৫ ধ্বনিমূলক বানান ও ব্যুৎপত্তিমূলক বানানের তুলনা

শেষ পর্যন্ত বাংলা বানানের ধারা উচ্চারণভিত্তিক হবে, নাকি ব্যুৎপত্তিমূলক; কিংবা বলা যায় অধিকতর প্রাধান্য থাকবে কোনটির – এই মীমাংসায় পুরোপুরি আসা সম্ভবপর নয়। আসলে পৃথিবীর লিখিত কোনো ভাষার বানান পুরোপুরি ধ্বনিমূলক নয়, আবার পুরোপুরি মূলানুগ নয়।

#### ৭.৫.১ ধ্বনিমূলক বানান-পদ্ধতি

বর্ণের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রধান আশ্রয় মুদ্রিত শব্দে (word) এবং শ্রুতিগোচর রূপটি পরিস্ফুট হয় উচ্চারণে। মহাম্মদ দানীউল হক (১৯৯২ : ১৫১-১৫২) লিখছেন, বাংলা ভাষার লিপিপদ্ধতি অর্থাৎ বর্ণমালা ধ্বনিমূলীয় (Phonemic) এবং শব্দের-ক্ষেত্রে বিন্যাসের দিক থেকে তা অক্ষরমূলক (Syllabic)। এ কথার অর্থ হল, বাংলা বর্ণের সাহায্যে যা লেখা হয় তার প্রতিটি 'সিলেবল্' দ্বারা সুনির্দিষ্ট ধ্বনিমূলক একক-বিভাজন ঘটে এবং সাধারণভাবে দল-বন্ধন দ্বারা এক বা একাধিক ধ্বনিমূলক একক (বর্ণ) উচ্চারিত হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম ও অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে বর্ণ দ্বারা যে বানান লেখা হয়, উচ্চারণে তা সবসময় পুরোপুরি অনুসৃত হয় না; অথবা বলা চলে যা উচ্চারিত হয়, বানানে তা সবক্ষেত্রে উচ্চারণানুগ লিপিবদ্ধ হয় না।[৫] বাংলা আসলে ভারতীয় অনেক ভাষার মতোই phonemo-syllabic and consistent।

উচ্চারণ ও বানানকে ঘিরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে যেসব ধ্বনি ও বর্ণকে নিয়ে, তার সংখ্যাও নেহাত কম নয় (দ্র. দ্বিতীয় অধ্যায়) : (১) অ – অভিশ্রুত-ও' – হসন্ত; (২)হ্রস্ব ই – দীর্ঘ ঈ; (৩)হ্রস্ব উ – দীর্ঘ ঊ; (৪) ঋ/ ঋ-কার – রি/ র-ফলা; (৫) এ – এ্যা; (৬) ঐ – অই – ওই; (৭) ঔ – অউ – ওউ; (৮) ক্ষ – খ; (৯) ঙ – ং; (১০) জ – য – z; (১১) ঞ; (১২) ণ – ন; (১৩) বর্গীয় ব – অন্তঃস্থ ব; (১৪) শ – ষ – স। এগুলোর বাইরেও যেসব ধ্বনি ও বর্ণকে ঘিরে বিতর্ক রয়ে গেছে, সেগুলোকে আমরা গৌণ বিবেচনা করছি।

বাংলা বানানে আমরা যেমন একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণচিহ্নের প্রয়োগ লক্ষ করি, তেমনি একাধিক ধ্বনির জন্য একই চিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যেমন আমরা অ-স্বরকে কখনও অ-এর মতো, কখনও ও-এর মতো উচ্চারণ করি। আবার শ-ধ্বনির জন্য কখনও শ, কখনও ষ, কখনও স লিখি। বানান ও উচ্চারণের মধ্যে এই প্রতিরূপ সম্পর্কের অভাব কেবল বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত ভাষাতেও লক্ষ করা যায়। বানান ও উচ্চারণের মধ্যে অন্য একটি পার্থক্য হল – বানান একটি লিখন প্রক্রিয়া, অন্যদিকে উচ্চারণ একটি বাচন প্রক্রিয়া। একটি ভাষা-সম্প্রদায়ের সুধীসমাজে সর্বত্র সাধারণত একটি অভিন্ন বানান-রীতি অনুসরণ করা হয়, কিন্তু অঞ্চলভেদে উচ্চারণভেদ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এ-কার বাংলা বর্ণমালার সর্বাধিক ব্যবহৃত চিহ্ন। শব্দের আদিতে এ অথবা এ-কারের উচ্চারণে দুটি স্বর আছে। একটি স্বকীয় এবং অপরটি বিবৃত। ঘের, জেরা, ফেরা, শেখা, সেরা শব্দে এ-কারের উচ্চারণ প্রকৃত। কিন্তু খেলা, ঠেলা, দেখা, বেচা শব্দে এ-কারের উচ্চারণ বিবৃত। এ এবং এ-কারের বিবৃত উচ্চারণ বোঝাবার জন্য সাধারণত অ্যা, এ্যা অথবা ্যা-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতান*-এ এ-কারের বিবৃত স্বর বোঝাবার জন্য মাত্রাসহ এ-কার ( ে ) এবং প্রকৃত স্বর বোঝাবার জন্য মাত্রা ছাড়া এ-কার ( ে ) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানে "*সে যেতে যেতে চেয়ে গেল কী যেন গেয়ে গেল*" কলিতে সে, যেতে, চেয়ে এবং গেয়ে শব্দে এ-কারের উচ্চরণ প্রকৃত এবং গেল ও যেন শব্দে এ-কারের উচ্চারণ বিবৃত।

বাংলা শব্দ (word)-এর উচ্চারণ ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বনির অনুরূপ না হয়ে বিশেষ পদ্ধতি মেনে চলে। একে সূত্রবদ্ধও করা হয়েছে। জামিল চৌধুরী (১৯৯০ : ৯৫-১০৩) বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণকে সূত্রবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন, যুক্তরূপে অনেক সময়ে ঞ ণ ম য ব (অন্তঃস্থ ব) শ ষ স এবং হ-এর ধ্বনিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অঞ্চল, বাঞ্ছা, অঞ্জলি, ঝঞ্ঝা এবং যাচ্ঞা শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে অন্চল্, বান্ছা, অন্জোলি, ঝন্ঝা এবং যাচ্না। কিন্তু জ্ + ঞ = জ্ঞ যুক্তবর্ণের উচ্চারণ পদের আদিতে অনেকটা য়াঁ-স্বরাশ্রিত গ-এর মতো এবং পদমধ্যে বা শেষে এই যুক্তবর্ণের উচ্চারণ অনেকটা য়াঁ-স্বরাশ্রিত গ্‌গ-এর মতো। যেমন – জ্ঞাত (গ্যাঁতো), জ্ঞান (গ্যাঁন্), কিন্তু অজ্ঞাত (অগ্‌গ্যাঁতো), অজ্ঞান (অগ্‌গ্যাঁন্), বিজ্ঞ (বিগ্‌গোঁ) ইত্যাদি।

পদের মধ্যে অথবা শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত করলে উচ্চারণে সে-ব্যঞ্জনের ধ্বনিদ্বিত্ব হয়। যেমন – অকাট্য (অকাট্‌টো), অদ্য (ওদ্‌দো), অন্য (ওন্‌নো), আঢ্য (আড্‌ঢো), উদ্যম (উদ্‌দম্), উদ্যোক্তা (উদ্‌দোক্‌তা), কর্তব্য (কর্‌ত্‌তোব্‌বো), গণ্য (গোন্‌নো), জাড্য (জাড্‌ডো), তথ্য (তোত্‌থো), বিবেচ্য

(বিবেচ্‌চো), সত্য (শোত্‌তো)। আবার, পদের প্রথম বর্ণে য-ফলা যুক্ত হলে সে বর্ণের উচ্চারণ দুরকম হতে পারে। প্রথমত, পদের প্রথম বর্ণে অ অথবা আ-স্বর ব্যতীত অন্য স্বর না থাকলে সে বর্ণের য-ফলাযুক্ত উচ্চারণে সাধারণত অ্যা-স্বর যুক্ত হয়; যেমন – খ্যাত, জ্যামিতি, ত্যাগী, ধ্যান, ন্যস্ত, ন্যায়, ব্যক্ত, ব্যথা, ব্যবহার, ব্যাকুল, ব্যবহারিক। দ্বিতীয়ত, পদের প্রথম বর্ণে অ-স্বর ব্যতীত অন্য স্বর না থাকলে এবং পরবর্তী বর্ণে ই অথবা উ স্বর থাকলে সে বর্ণের য-ফলাযুক্ত উচ্চারণে প্রকৃত এ-স্বর যুক্ত হয়; যেমন – ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যতিক্রম (বেতিক্‌ক্রোম্‌), ব্যতীত (বেতিতো), ব্যতিব্যস্ত (বেতিব্‌ব্যাস্‌তো), ব্যতিরেক (বেতিরেক্‌) ব্যথিত (বেথিতো)। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় ব্যভিচার শব্দে (ব্যাভিচার্‌)। কিন্তু পদের প্রথম বর্ণে অ এবং আ-স্বর ব্যতীত অন্য স্বর যুক্ত থাকলে, য-ফলার প্রভাবে উচ্চারণে সে বর্ণের ধ্বনিতে কোনো পরিবর্তন হয় না, কেবল ঈষৎ ঝোঁক পড়ে; যেমন – চ্যুত (চ্যুতো), দ্যুতি (দুতি)।

জামিল চৌধুরী (১৯৯০) য-ফলার মতো ব-ফলারও উচ্চারণসূত্র নির্দেশ করেছেন। পদের প্রথম বর্ণে অন্তঃস্থ ব যুক্ত হলে উচ্চারণে সে বর্ণের ধ্বনিতে কোনো পরিবর্তন হয় না, উচ্চারণে কেবল প্রথম বর্ণের ধ্বনিতে কিঞ্চিৎ ঝোঁক পড়ে; যেমন – ক্বচিৎ (কোচিৎ), ক্বণ (কন্‌), জ্বালা (জালা), ত্বরা (তরা), দ্বিপদ (দিপদ্‌), ধ্বনি (ধোনি), শ্বাপদ (শাপদ্‌), স্বভাব (শভাব্‌)। আবার, পদের মধ্যে বা শেষে কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে অন্তঃস্থ ব যুক্ত হলে উচ্চারণে সে ব্যঞ্জনের ধ্বনিদ্বিত্ব হয় এবং সে ব্যঞ্জনের অ-স্বর সংবৃত হয়; যেমন – অশ্ব (অশ্‌শো), কণ্ব (কন্‌নো),পক্ব (পক্‌কো), পল্বল (পল্‌লোল্‌), পৃথ্বী (পৃত্‌থি)। অন্যদিকে, যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে অন্তঃস্থ ব-যুক্ত হলে সে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে। যেমন – উচ্ছ্বাস (উচ্‌ছাশ্‌), উজ্জ্বল (উজ্‌জল্‌), দ্বন্দ্ব (দন্‌দো), প্রক্ষ্বেড়ন (প্রোক্‌খেড়ন্‌)। লক্ষণীয়, উৎ উপসর্গের সঙ্গে অন্তঃস্থ ব-যুক্ত করে গঠিত সংযুক্ত বর্ণে ব-এর উচ্চারণ লুপ্ত হয় না; যেমন – উদ্বর্তন (উদ্‌বর্‌তন্‌), উদ্বায়ী (উদ্‌বা-ই), উদ্বাস্তু (উদ্‌বাস্‌তু), উদ্বাহন (উদ্‌বাহোন্‌), উদ্বৃত্ত (উদ্‌বৃত্‌তো), উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্‌)।

বাংলায় পদের মধ্যে বা শেষে ক্ষ-র উচ্চারণ ক্‌খ-এর মতো; যেমন – পরীক্ষা (পোরিক্‌খা), রক্ষক (রোক্‌খোক্‌)। আর, পদের আরম্ভে ক্ষ-র উচ্চারণ অনেকটা খ-এর মতো; যেমন – ক্ষমা (খমা), ক্ষীণ (খিনো)।

শ্রীবি (২০০৭ : ৩১৫) জানাচ্ছেন, ইংল্যান্ডে কিছু লোক ইংরেজি শব্দকে উচ্চারণ-অনুসারে বর্ণবিন্যাস করার চেষ্টা করছেন। এভাবে ‘ফনেটিক সিস্‌টেম’-এ বানান লেখার চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। এই চেষ্টা ও উদ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, বর্ণমালার অভাবে ভাষায় কী অকথ্য বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ যদি বর্ণমালা পরিবর্ধিত না করেন তাহলে আধুনিক ইংরেজরা উচ্চারণ নিয়ে যে গোলযোগে পড়েছেন ভবিষ্যৎ বাঙালিরা ততদূর না হোক, কিন্তু তদ্রূপ এক গোলযোগে পড়তে পারে। উচ্চারণমূলক বর্ণমালার

স্বার্থে শ্রীবি যেমন বর্ণসংখ্যা বাড়ানোর পক্ষপাতী, আবার, একই কারণে অনুরূপ উচ্চারিত বর্ণসমূহও হ্রাস করা প্রয়োজন।

**৭.৫.২ ব্যুৎপত্তিমূলক বানান-পদ্ধতি**

ব্যুৎপত্তিগত বানান আমাদেরকে সংস্কৃত-মুখাপেক্ষী করে রেখেছে; অথচ বাংলা ভাষার জন্ম সংস্কৃত ভাষা থেকে হয়নি। আত্মা, পদ্ম, বৃক্ষ – এরকম অসংখ্য বানান আমরা সংস্কৃত অনুসারে লিখলেও উচ্চারণ করি বাংলায়।

বাংলা বানানকে উচ্চারণ-অনুযায়ী লেখার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬] (২০১২/১৩ : ৫৯৯) :

> বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমন-কি, কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনই সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষায় বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ নির্দেশ করেছেন শতকরা ৪৪টি (Chatterji 2002 : 218)। এই সংখ্যাগত হার নির্দেশে তিনি যে সময়ের সাহিত্যকে বিচার করেছিলেন, তার কাল-কে বিবেচনায় রেখেই বলা যায়, বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ এখনও সংখ্যাগুরু। রবীন্দ্রনাথও (২০১২/১৩ : ৫৮৪) স্বীকার করেছেন, "সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলাভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।" তবে বাংলার মতো সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় সংস্কৃত থেকে শব্দ সংগ্রহে কিংবা সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় সহযোগে নতুন শব্দ গঠনে বিশেষ কারও জোরালো আপত্তি না থাকলেও শব্দের বানানে উচ্চারণ-অনুগতায় জোর দিতে চেয়েছেন অনেকে।

মোহাম্মদ আজম বলেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত গদ্যগ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ধার করা হয়েছে। এসব শব্দ লেখা হয়েছে সংস্কৃতরীতিতে। তাতে বানানে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু বানান হয়ে উঠেছে অধিকতর ব্যুৎপত্তি-অনুসারী। অথচ মধ্যযুগে বাংলা বানান ছিল মূলত উচ্চারণ-অনুসারী। মোহাম্মদ আজম (২০১৪ : ১৭৪) মনে করেন, সমস্যা আরও বড় হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের শুরুতেই যখন প্রচলিত 'তৎসম' শব্দগুলোর মধ্যযুগে-প্রচলিত রূপকে বিবেচনায় না নিয়ে মূল সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়ে বানান ঠিক করা হয়েছে। তাছাড়া তদ্ভব ও অন্য শ্রেণির শব্দের ক্ষেত্রেও বানানকে সংস্কৃত-অনুসারী করার প্রবণতা ছিল অতি প্রবল।

এই প্রবণতা উচ্চারণের সঙ্গে বানানের ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছে – এমনকি সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেও। কারণ, সংস্কৃত অনুযায়ী এই বানান ঠিক করা হলেও বাঙালির উচ্চারণে শব্দগুলোর উচ্চারণের রূপ বদলে গেছে। 'As regards the pronunciation of these Sanskrit words, an extraordinary state of

affairs exists – paralleled, I believe, in no other language in the world.' – এ মন্তব্য গ্রিয়ার্সনের (Grierson 1903 : 14)। বলা যায়, অসংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে এ সংকট হয়েছে আরও বেশি। ফলে বাংলা শব্দের উচ্চারণ ও বানানের সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে কিংবা বানান বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ওই ছদ্ম-সংস্কৃতায়ন তৈরি করেছে দীর্ঘমেয়াদি সংকট, পরের দুশ বছরেও যার সুরাহা হয়নি। (আজম ২০১৪ : ১৭৪)

**৭.৫.৩ ব্যুৎপত্তিমূলক বানান বনাম ধ্বনিমূলক বানান**

ধ্বনিভিত্তিক বানানের বড় সুবিধা – বানান-সূত্র এখানে প্রায় অকার্যকর; অর্থাৎ বানানের সূত্র ছাড়াই বানান প্রায় অনায়াসে লেখা যায়। কিন্তু এর বড় সমস্যা হল – অঞ্চলভেদে বানান একরকম থাকে না; আবার লিখিত রূপের চেয়ে মৌখিকরূপ দ্রুত পরিবর্তনশীল। ফলে বানানের আদল বা চেহারাও বার বার পাল্টাতে থাকবে।

অন্যদিকে ব্যুৎপত্তিমূলক বানানের সুবিধা হল – বানানের কাঠামোর মধ্যে ধরা থাকে অনেক শব্দের ইতিহাস, গঠন, রূপ-রূপান্তর, অর্থান্তরের নানা ইঙ্গিত ও সূত্র। ব্যুৎপত্তিমূলক বানানের সমস্যা এখানে যে, তা আয়াসসাধ্য এবং বানান-সূত্রের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রিত।

বাংলা বানান বিষয়ে দুই শতাধিক বছরে বিভিন্ন পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠানের মতের ভিত্তিতে এবং বাংলা বানানের প্রচলিত ধারা ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা কিছু প্রস্তাব ও বিবেচনার কথা বলতে পারি। এগুলো মান্য করা হলে এখনই কিংবা ভবিষ্যতে বানানের অবিকল্প রূপ তৈরি হবে, এমনটি নিশ্চিত হবার কারণ নেই। কারণ বানানের ধরন চূড়ান্তভাবে নিয়মের ওপরে নয়, ব্যবহারকারীর আগ্রহ ও প্রয়োগের ওপরেই নির্ভর করে। তাছাড়া চলমান ভাষা হিসাবে, ধারণা করা যায়, বাংলার রূপান্তর ঘটতে থাকবে লিপি, বানান বা লিখনরীতি – প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

বানান যেহেতু মূলত লেখ্যরীতির ব্যাপার, মৌখিকরীতির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কতটুকু থাকবে, কিংবা অসামঞ্জস্য কতটুকু হবে তা দীর্ঘদিনের প্রয়োগরীতিই নির্ধারণ করে দেয়। আমরা লক্ষ করেছি, বাংলা বানানকে পুরোপুরি উচ্চারণানুগ করে ফেলা সম্ভব নয়, অন্তত এখন তো নয়ই। আর বানানের ব্যুৎপত্তিগত রূপের প্রাধান্য আমরা কতটুকু দেব, এটি কেবল পণ্ডিতী তর্ক নয়। কারণ, বানান-ব্যবহারকারী শব্দের ব্যুৎপত্তিকে মাথার রেখে – প্রায় কোনো ক্ষেত্রে – শব্দ লেখেন না।

বর্তমান গবেষণার প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ করলে এটা স্পষ্ট হবে, সমন্বিত বানানের জন্য লিপিকাঠামো, বানানরীতি ও লিখনরীতি তিনটি ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য আনতে হবে। আমরা এখন সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রস্তাব করতে চাই। কিন্তু মাথায় রাখা দরকার, বানানের সমন্বিত রূপ তৈরি করা সবসময়ের জন্যই দুরূহ-প্রায় ব্যাপার। এর সবচেয়ে বড় কারণ শুধু পণ্ডিতদের বহুধা-বিভক্ত মত নয়; এর আরেকটি কারণ ব্যবহারকারীর লিখন-দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ ও ধরনের পার্থক্য।

**৭.৬ লিপি বিষয়ক প্রস্তাব**

মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৩১) মন্তব্য করছেন, বানান-সংস্কার ও লিপি-সংস্কার এক নয় – দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা। বানানের অসঙ্গতি, অপ্রতুলতা, একই শব্দের বিকল্প-রূপ বানান-সংস্কারে মেরামত করা হয়; সেখানে লিপি-সংস্কার অপ্রাসঙ্গিক। আবার লিপি-সংস্কারে বানান-সংস্কার আসতে পারে না। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন, বিদ্যাসাগরের (১৮৫৫) লিপি-সংস্কারের ফলে বানানের কোনো পরিবর্তন হয়নি বা বানানের উপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি। আবার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৬) লিপির অপ্রতুলতা বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। প্রচলিত যুক্তাক্ষরকে ভেঙে নতুন রূপ দেবার কোনো প্রয়াস তাঁরা করেননি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১৯৯৭) বানান-সংস্কার প্রস্তাবে লিপি-সংস্কারেরও প্রস্তাব করেছেন। আমরা মনে করি, বানান মূলত শব্দের দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ; অতএব লিপির আকার পরিবর্তনে বা লিপির গ্রহণ-বর্জনে বানানের চেহারাও পালটে যায়। তাই সঙ্গত যুক্তিতেই লিপি বিষয়ক প্রস্তাবকে আমরা এড়াতে পারি না।

চাইলেই বর্ণ গ্রহণ-বর্জন করা যায় না। ভাষায় বহুল ব্যবহৃত বর্ণ বাদ দেয়া কখনোই উচিত হয় না। তাছাড়া সম-উচ্চারিত বলেই বর্ণ বাদ দিয়ে দিতে হবে – এই যুক্তিও সর্বাংশে ঠিক নয়। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান ভাষা একই উচ্চারণের একাধিক বর্ণ ব্যবহার করে চলেছে, কিংবা প্রতিটি বর্ণও যে একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণ নিয়ে চলে তা-ও নয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দেখে নেয়া যাক, শব্দে বাংলা বর্ণ-ব্যবহারের পৌনঃপুন্য (জামিল ১৯৯০ : ১১৭-১১৮) –

| বর্ণ | শব্দে ব্যবহারের শতকরা হার | বর্ণ | শব্দে ব্যবহারের শতকরা হার | বর্ণ | শব্দে ব্যবহারের শতকরা হার | বর্ণ | শব্দে ব্যবহারের |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অ | ১.০১ | ক | ৪.৬৪ | ঢ | <০.৫০ | র | ৬.০৪ |
| আ | ১১.৩৩ | খ | ১.০৯ | ণ | ০.৬৩ | ল | ৩.৯০ |
| ই | ৫.১০ | গ | ১.৩১ | ত | ৩.৪০ | শ | ০.৬৯ |
| ঈ | ০.৬৪ | ঘ | <০.৫০ | থ | ০.৭৯ | ষ | <০.৫০ |
| উ | ১.১৮ | ঙ | <০.৫০ | দ | ১.৮৬ | স | ২.৬৪ |
| ঊ | <০.৫০ | চ | ০.৭৮ | ধ | ০.৫ | হ | ০.৯০ |
| ঋ | <০.৫০ | ছ | ১.৩৩ | ন | ৪.২২ | ড় | ০.৮১ |
| এ | ১৩.৮০ | জ | ১.০৮ | প | ১.৮৯ | ঢ় | <০.৫০ |
| ঐ | <০.৫০ | ঝ | <০.৫০ | ফ | <০.৫০ | য় | ১.৯৮ |
| ও | ২.৪৬ | ঞ | <০.৫০ | ব | ৩.৯৭ | ৎ | <০.৫০ |
| ঔ | <০.৫০ | ট | ১.৪৭ | ভ | ০.৬৩ | ং | <০.৫০ |
| | | ঠ | <০.৫০ | ম | ৩.৩৩ | ঃ | <০.৫০ |
| | | ড | <০.৫০ | য | ১.১১ | ঁ | <০.৫০ |

আগের পৃষ্ঠার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলা ভাষায় কম ব্যবহৃত বর্ণগুলো হল : স্বরের মধ্যে – ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ; ব্যঞ্জনের মধ্যে – ঘ, ঙ, ঝ, ঞ, ঠ, ড, ঢ, ফ, ষ, ঢ়, ৎ, ং, ঃ, ঁ । সুতরাং বর্ণ বাদ দেয়ার পরিকল্পনায় এই হিসাব কাজে আসতে পারে। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত, বাংলা বর্ণমালার বিন্যাস দারুণভাবে ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত। কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩২৪) মনে করেন, এই লিপির মর্যাদা আমাদের রক্ষা করা উচিত। আমাদের উচিত তার বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা, তার সমস্ত চিহ্নগুলোকে কাজে লাগানো – দরকার হলে অনুচিহ্নের ('ডায়াক্রিটিকাল' চিহ্নের) সাহায্যে তার প্রকাশক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে তোলা, আরও যুগোপযোগী করা। সরলীকরণ নয়, আমাদের লক্ষ্য বরং হতে পারে অধিকতর সূক্ষ্মতাসাধন। তিনি বলেন, সরলীকরণের পরিণাম হবে প্রাদেশিকীকরণ, যা মোটেই যুযোপযোগী নয়।

অন্যদিকে পবিত্র সরকার মনে করেন, ই-কার এবং এ-কার ব্যঞ্জনের পরে লেখার ব্যবস্থা করলে, বর্ণের (অর্থাৎ যুক্তবর্ণের) রূপভেদের সংখ্যা কমালে, কিছু 'অস্বচ্ছ' যুক্তব্যঞ্জনকে 'স্বচ্ছ' করে আনলে বাংলা বর্ণমালা ও লিখনপদ্ধতির সংস্কারে কয়েকটা বড় ধাপ অগ্রসর হওয়া যায় (কেতকী ২০০৫ : ৩৩৮)। পবিত্র সরকারের কিছু পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবকে কঠোর সমালোচনা করেছেন কেতকী কুশারী ডাইসন।[৭] এধরনের আপত্তি সত্ত্বেও আমাদের প্রস্তাব, বাংলা লেখার রীতিতে অযুক্ত বা যুক্তবর্ণের বিন্যাসে যেসব একই বর্ণের একাধিক চেহারা (ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় allograph) সমান্তরালভাবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বা একই ক্ষেত্রে, ব্যবহৃত হয় – সেগুলোকে যথাসম্ভব এক চেহারায় আনা সঙ্গত হবে।

### ৭.৬.১ স্বরের সংক্ষিপ্ত রূপ

অ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ : বাংলা ভাষার ১১টি স্বরবর্ণের মধ্যে কেবল অ-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা কারচিহ্ন নেই। কারও কারও প্রস্তাবে অ-এর কারচিহ্ন প্রবর্তনের কথা আছে। কিন্তু আমরা প্রচলিত ধারাতেই থাকতে চাই। কারণ বাংলা বানান বর্ণ (letter)-ভিত্তিক, অক্ষর (syllable)-ভিত্তিক নয়।

আ-কার (া) : আ-এর সংক্ষিপ্ত রূপের, বর্তমান রূপের ও অবস্থানের বদলের দরকার নেই। অবস্থানগতভাবে া-কার ব্যঞ্জনের ডানে বসে এবং ধ্বনিগতভাবেও এটি পরে উচ্চারিত হয়। ফলে যে-কোনো বিবেচনায় া-কার অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আর া-কারের নানা চেহারা (া, ।, ।, ...ইত্যাদি)-কে ক্যালিগ্রাফি, ফন্টের রূপভেদ ও হস্তাক্ষরের পার্থক্য হিসাবে আমরা মান্য করতে পারি।

ই-কার (ি) :ই-কার সংশিষ্ট ব্যঞ্জনের আগে বসে, যদিও উচ্চারিত হয় ওই ব্যঞ্জনের পরে। অনেকের প্রস্তাব, বাংলা বানানকে ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক ধরার জন্য ই কার-কে ব্যঞ্জনের ডানে লিখতে হবে – অনেকটা ঈ-কার চিহ্নের মতো করে ( ী)। এই কাজ করতে গেলে গঠনগত সাদৃশ্যের কারণে ই-কার এবং ঈ-কার চিহ্নের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। অবশ্য বর্ণমালা থেকে দীর্ঘ ঈ-কে এবং একইসঙ্গে তার কারচিহ্নকে দূর করলেও আমরা হ্রস্ব ই-কারকে ব্যঞ্জনের ডানে নিয়ে আসার পক্ষপাতী নই।

ঈ-কার (ী) : বাংলা ভাষার দুইটি প্রায় সমধ্বনিসম্পন্ন বর্ণের (ই, ঈ) কেন প্রয়োজন – এই প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন। আবার, বর্ণাধিক্য ভাষার জন্য সুবিধাজনক বিবেচনা করেছেন অনেকে। এই দুই বিপরীত মতের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম দলেরই পক্ষপাতি। যদিও সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের জন্য বর্ণপার্থক্য সুবিধাজনক (যেমন : কুল-কূল, দিন-দীন); কিন্তু শব্দের প্রয়োগ-প্রতিবেশ থেকেই তার অর্থ করে নিতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আর একই বানানের একটি শব্দের একাধিক অর্থ-গুণ থাকা অস্বাভাবিক নয়, অসুবিধাজনক মনে করারও কোনো কারণ নেই। দীর্ঘ ঈ এবং তার কারচিহ্ন বাদ দেয়ার পিছনে আরেকটি জোরালো যুক্তি রয়েছে। সেটি হল – বাংলা বানানের রূপান্তরের ধারার শুরু থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে হ্রস্ব ই/ দীর্ঘ ঈ-এর মধ্যে প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এখন অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, এমনকি বিদেশি শব্দের বানানে হ্রস্ব ই ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে। অথচ বিদেশি শব্দের বানানে উচ্চারণ-ভিন্নতা আনার জন্য হ্রস্ব স্বরের পাশাপাশি দীর্ঘ স্বরের প্রয়োজন ছিল বেশি। সে যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে দীর্ঘ ঈ কার-এর ব্যবহার এমনিতেই সংকুচিত হয়ে এসেছে। আমরা দীর্ঘ ঈ এবং সেটির কারচিহ্নকে বর্জন করে বানানের রূপকে সরল করে দিতে পারি।

উ-কার (ু) : উ-কারের সংযোগে অনেক সময় ব্যঞ্জনের সাধারণ চেহারাও বদলে যায় (গু, শু, হু, স্তু)। বাংলায় উ-কারের তিনটি রূপ। এর প্রধান রূপ হল (ু); যেমন – কু চু টু। আর একটি অতি নির্দিষ্ট

রূপ শুধু র আর র-ফলার ক্ষেত্রে ( ু ); যেমন – রু, ক্রু, শ্রু। তৃতীয়টি হল নিচে (ু); যেমন – কিন্তু, জন্তু। আমাদের প্রস্তাব সর্বত্র ব্যঞ্জন ও স্বরচিহ্নের প্রধান রূপটি যোগ করেই যুক্তচিহ্ন তৈরি করা হোক। যেমন – গু, স্তু, রু, শু, শ্রু, ধ্রু, ত্রু।

ঋ-কার ( ৃ ) : যোজ্য-চিহ্ন হিসাবে ঋ-এর দুটি ভিন্ন রূপ আছে – ( ৃ ) এবং ( ৄ )। হ-এর সঙ্গেই কেবল দ্বিতীয় চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। আমাদের প্রস্তাব সর্বত্রই ব্যঞ্জনের নিচে ঋ-কার চিহ্ন (এভাবে – কৃ, খৃ, হৃ) ব্যবহার করা হোক। তবে আরও ভালো হয় ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতিনিধি হিসাবে ঋ এবং এর কারচিহ্নকে পুরোদস্তুর বাদ দিতে পারলে। অবশ্য সেক্ষেত্রে বানানের চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। যেমন : 'কৃষি' হয়ে যাবে 'ক্রিষি'/'ক্রিশি'; 'ঋষি' হয়ে যাবে 'রিষি' /'রিশি' ইত্যাদি।

এ্যা/এ্যা-কার : তৎসম শব্দে ও অনেক সময় তদ্ভব শব্দেও এ এবং ে-কার দিয়েই এ এবং অ্যা/এ্যা বোঝানো হয়। বিদেশি শব্দে উচ্চারণ-অনুসারে অ্যা/ ্যা ব্যবহৃত হয় (অরুণ ১৯৯৬ : ৬০)। জামিল চৌধুরীর সঙ্গে একমত হয়ে অরুণ সেন (১৯৯৬ : ৫৩) বলছেন, অ্যা ধ্বনির জন্য নতুন বর্ণ এবং কারচিহ্ন সংযোজনের প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলা বানানে বিশৃঙ্খলা বাড়বে বই কমবে না।" অ্যা/ ্যা-কার সম্পর্কে অবশ্য কেউ কেউ খড়্গহস্ত। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ এটিকে বলেছেন 'বিদঘুটে অক্ষর' – একটি মৌলিক স্বরধ্বনিকে ফলাচিহ্ন সহযোগে লেখা যথাযথ হতে পারে না। বাংলায় য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন শব্দের আদিতে 'অ্যা'-রূপে উচ্চারিত হয়, আর অন্য অবস্থানে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এই নিয়মকে বাংলার সর্বজনীন উচ্চারণরীতি হিসাবে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই বলে তিনি মনে করেন। (মণীন্দ্র ১৪১৩ : ৬৪)

আমরা স্বরবর্ণের মধ্যে অ্যা/এ্যা-কে সংযোজন করার পক্ষপাতি। অ্যা/এ্যা-এর আকৃতি হিসাবে পবিত্র সরকারের প্রস্তাব (২০০৪ : ৫২) অভিনব হলেও গ্রহণ করা যেতে পারে। অ্যা/এ্যা-এর মূলবর্ণ হবে মাত্রাহীন ' [illegible] ' এবং কারচিহ্ন হিসাবে ' ɛ ' চিহ্ন দুটি ব্যবহৃত হবে। তখন খেলা, অ্যাম্বুলেস/এম্বুলেস/এ্যাম্বুলেন্স শব্দের বানান হবে – ɛখলা, [illegible]ম্বুলেন্স।

এ-কার (ে) : ই-কারের মতো এ-কারও সংশিষ্ট ব্যঞ্জনের আগে বসে, যদিও উচ্চারণ হয় ওই ব্যঞ্জনের পরে। আমরা (ই-কারের প্রস্তাবের অনুরূপ) এ-কারকে পূর্ববৎ ব্যঞ্জনের বামে বসানোর পক্ষপাতি। যদিও প্রস্তাব অনেকের ডানে বসানোর (ʃ)। ডানে বসনোর বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি হল – বর্ণ ও ধ্বনির পারম্পর্য বাংলা লিখনরীতির মূল চরিত্র বা ঐতিহাসিক পরিণতি হিসাবে দেখা দেয়নি। ইদানিং শব্দের ভেতরে

মাত্রাযুক্ত এ-কার এবং শব্দের বাইরে মাত্রাহীন এ-কার ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব, এ-কারের মাত্রাযুক্ত (ে) এবং মাত্রাহীন (ে) – এ দুই চেহারার মধ্যে সবক্ষেত্রে কেবল মাত্রাযুক্ত রূপটি ব্যবহৃত হোক।

ঐ-কার (ৈ) : পবিত্র সরকারের মতো ঐ এবং একইসঙ্গো ঐ-কার বর্জনের পক্ষপাতি আমরা। যদি রাখতেই হয়, তবে ঐ-কারের চিহ্নের পরিবর্তন করার দরকার নেই। তবে ইদানিং কম্পোজের সময় শব্দের শুরুতে ও মাঝে ঐ-কারের দুটি ভিন্ন রূপের (ৈ/ ৈ) কথা বলা হয়। আমরা সবক্ষেত্রে একরকম রাখার পক্ষপাতী – প্রতিক্ষেত্রে মাত্রাযুক্ত ঐ-কার (ৈ) থাকতে পারে।

ও-কার (ো) : ও-কারের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল – এর দ্বিধাবিভক্ত রূপ। এই দুই রূপের পরিবর্তন করে কারও কারও প্রস্তাব ছিল, হিন্দির অনুকারণে বর্ণের উপরে ও-কার চিহ্ন নিয়ে যাওয়া। তখন, 'বোমা' হয়ে যাবে 'বীমা'। আমরা মনে করি, বাংলা ও-কারের বৈশিষ্ট্যকে লীন করে দিয়ে একমাত্রিক নতুন রূপ তৈরি করা এখনও সঙ্গাত হবে না।

ঔ-কার (ৌ) : ও-কারের মতো ঔ-কারেরও দ্বিধাবিভক্ত রূপের সরলীকরণের দরকার নেই। তবে আমরা স্বরবর্ণ থেকে ভবিষ্যতে ঔ এবং এর কারচিহ্নকে বাদ দিতে বলি। অবশ্য তখন – সৌন্দর্য, সৌরভ এসব বানানের নতুন রূপ দাঁড়াবে – সোউন্দর্য, সোউরভ। প্রয়োজনে ঔ-কারের বিকল্প রূপের সন্ধান করা যেতে পারে।

ভবিষ্যতে স্বরবর্ণের তালিকা হতে পারে এরকম : অ আ ই উ এ ও।

### ৭.৬.২ বর্ণস্বচ্ছতা প্রসঙ্গা

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলির 'জন এণ্ড্রুজ প্রেস'-এ চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলা মুদ্রণে সর্বপ্রথম বিচল হরফ বা মুভেব্‌ল টাইপ প্রবর্তিত হয়। এর পর থেকে সমকালীন ডেস্কটপ পাবলিকেশনের যুগ পর্যন্ত বাংলা বর্ণমালার আকার-আকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কিছু কিছু যুক্তব্যঞ্জনের একাধিক রূপ এখনও প্রচলিত রয়েছে। (জামিল ১৯৯০ : ২২)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৬) প্রচলিত যুক্তাক্ষরকে ভেঙে নতুন রূপ দেয়ার কোনো প্রয়াস নেননি (মৃণাল ২০০৫ : ২৩১)। বিশ্বভারতীর (১৯২৫) প্রস্তাবেও বর্ণের আকৃতি বিষয়ক কোনো ধারা ছিল না। স্বরোচিষ

সরকার (২০১৫ : ১৫২) যোগ করছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* (১৮৫৫) গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত বর্ণমালার যে চেহারা ছিল, ১৯৩৫ সালে লাইনো যন্ত্র আসার আগ পর্যন্ত মোটামুটি সেই টাইপে সবকিছু মুদ্রিত হত। লাইনো টাইপ মুদ্রণজগতে একটা অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে। এতে বাংলা টাইপের সংখ্যা হ্রাস পায়। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল – এই যন্ত্রে বাংলা যুক্তাক্ষরের অস্বচ্ছ রূপ 'স্বচ্ছতর আকৃতি' লাভ করে। 'কু বু'-এর মতো 'শু রু গু ভ্রু' প্রভৃতি রূপ ছাপা হতে থাকে। ঙ্গ লেখা হয় ঙ্গা। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম এই টাইপে পত্রিকা ছাপে। অচিরে ছাপাখানার জগতে তা জনপ্রিয়তা পায় এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তা পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। এই টাইপে রবীন্দ্র-রচনাবলিসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এক পর্যায়ে ফটোটাইপসেটিং এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিতে পুরনো ধরনের অস্বচ্ছ যুক্তাক্ষর মুদ্রণের কাজ সহজ হয়ে আসে। তবু অনেকের কাছে মনে হয়, লাইনো টাইপের স্বচ্ছ বর্ণমালা বাংলা বর্ণমালার আদর্শ হতে পারে। এই বিষয়টি উনিশ শ আশির দশকের ভাষাচিন্তকদেরকে ভাবায়। ১৯৮৬ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গা বাংলা আকাদেমি থেকে এইসব আলোচনা ও প্রস্তাব *প্রসঙ্গা বাংলা ভাষা* শীর্ষক গ্রন্থের আকারে প্রকাশ পেয়েছিল।

এর দুই বছর পরে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা বানান প্রমিত করার বিষয় নিয়ে কুমিল্লার বার্ড একাডেমিতে একটি বড় ধরনের কর্মশালার আয়োজন করে এবং বেশ কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করে। যদিও সংশ্লিষ্ট বানান কমিটি গঠিত হয়েছিল আরও আগে – ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৮ সালের এই কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশগুলো বিধিমালার আকারে 'পাঠ্য বইয়ের বানান' নামে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। এই বানানবিধি প্রণয়ন ও সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে হায়াৎ মামুদ, জামিল চৌধুরী, বশীর আল-হেলাল, দানীউল হক, মাহবুবুল হক প্রমুখ ভাষাবিদ। এই বিধিমালার তিনটি সুপারিশ ছিল বর্ণমালার স্বচ্ছতা সংক্রান্ত, যা পশ্চিমবঙ্গের গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল প্রবণতার অনুরূপ। এখানে লেখা হয় : "ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ) ও ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারচিহ্নগুলো বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে" এবং "যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে"।

১৯৯২ সালে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম'। এখানেও প্রায় একই প্রস্তাব লিখিত হয় এভাবে : "যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলির স্পষ্ট রূপ দিতে হবে।" অনুরূপ বর্ণস্বচ্ছতার নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায় ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গা বাংলা আকাদেমির 'বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ : সুপারিশপত্র' শীর্ষক পুস্তিকায়। সেখানে লেখা হয় : "সর্বত্র ব্যঞ্জন ও স্বরচিহ্নের প্রধান রূপটি যোগ করেই যুক্তচিহ্ন তৈরি করা হোক" (স্বরোচিষ ২০১৫ : ১৫৩-১৫৪)। মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৪৮) জানাচ্ছেন,

আকাদেমি মাত্র ষোলটি যুক্তবর্ণকে ভেঙে স্বচ্ছ করার প্রয়াস করেছেন। সেগুলোর মধ্যে আছে : ক্ত, ক্র, গ্ধ, ঙ্গ, ঞ্চ, ঞ্জ ঞ্জ, ণ্ড, দ্ধ, ব্ধ, ষ্ণ, স্থ, হ্ম।

মনসুর মুসা অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে বলছেন, "বাংলায় যুক্তাক্ষরে পেছনে যে যুক্তি কাজ করেছে তা হল বাংলায় বর্ণবিন্যাস বা অক্ষর বিন্যাসের ক্ষেত্রে বর্ণের স্থানিক বিস্তার রোধ করা। ...লিপির আবিষ্কর্তারা স্বরের ক্ষুদ্রাকার রূপ ছাড়াও লেখার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা লিপিতে পরিমিতি আনার জন্য কার চিহ্নগুলোর আবিষ্কার করেছিলেন। বাংলা স্বরবর্ণগুলোর কারচিহ্ন (া, ে, ু) একটি সচেতন পদক্ষেপের স্মারক বহন করে। ঠিক তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের গঠনের মধ্যেও এই বিস্তার রোধের প্রয়াসটি লক্ষ্য করা যায়।" (মনসুর মুসা ২০০৭ : ৭৩)

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পণ্ডিত যুক্তাক্ষরকে স্বচ্ছ করতে চান। তাঁদের যুক্তি – স্বচ্ছ যুক্তাক্ষর শিশুশিক্ষার্থীর ভাষা শেখার কাজকে সহজ করবে। কিন্তু "যুক্তাক্ষর অস্পষ্ট থাকলে শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাভাষা কঠিন আর যুক্তাক্ষর ভেঙে আলাদা করে দিয়ে স্পষ্ট করে দিলে বাংলাভাষা সহজ, এই সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো গবেষণার আশ্রয় নিয়েছেন কিনা" সেই প্রশ্নও তুলেছেন মনসুর মুসা (২০০৭ : ৭৫)। তিনি বলতে চান, "শিক্ষাতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে স্পষ্টীকরণের বিষয়টা নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা অর্জনকে বিলম্বিত করবে। কারণ শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে যা শিখবে সেটি হচ্ছে যুক্তবর্ণের স্পষ্ট রূপ কিংবা যুক্তবর্ণের অযুক্তরূপ। অথচ যখন তারা শত শত বছরের পাঠ্যউপকরণ অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, নাটক কিংবা হাতে লেখা দলিল-দস্তাবেজ, আইন-কানুনের বই, চিঠিপত্র, সংবিধান-প্রজ্ঞাপন, দোকানের সাইন বোর্ড, বিজ্ঞাপন পড়তে যাবে সেখানে বাংলা যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছ, অর্ধস্বচ্ছ ও অনচ্ছ রূপই পাবে, পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত স্পষ্টীকরণরূপ পাবে না। তাহলে স্পষ্টীকরণের ফলে নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা অর্জিত হবে না বরং বিলম্বিত হবে। শুধু তাই নয় প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত স্পষ্টীকৃত রূপের বাংলা লিপির সঙ্গে সমাজসম্পৃক্ত সাহিত্যে রক্ষিত প্রথাগত যুক্তাক্ষর সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে একটি প্রাজন্মিক বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে। (মনসুর মুসা ২০০৭ : ৭৫)

যুক্তাক্ষরের অস্পষ্ট রূপের পক্ষে মত দিয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি লিখেছেন, 'শিশুদের এবং বর্ণজ্ঞানহীন বয়স্কদের দোহাই পাড়িয়া' লাভ নেই; আর, সব কিছু 'অতি-সোজা বা অতি-সহজ' করার চেষ্টাও যুক্তিযুক্তি নয়। "দুরূহ বা কঠিন বস্তু কিছু-না-কিছু থাকিবেই – শিশু ও বয়স্কদের ভাষা-শিক্ষার কালে সেগুলি শ্রম করিয়া আয়ত্ত করাইতে হইবে" (সুনন্দ ২০০৫ : ১৪০)। ডাক্তার নৃপেন ভৌমিকের বরাত দিয়ে রামেশ্বর শ' (২০০৫ : ২০৬) জানাচ্ছেন, ছয় বছর বয়সের পর ভাষাশিক্ষার স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা ধীরে ধীরে কমে আসে।

অস্বচ্ছ যুক্তাক্ষরের পক্ষ টেনে মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৪৮) বলছেন, ইংরেজি ভাষার বানান এবং উচ্চারণের বিভিন্নতা দেখে জর্জ বার্নার্ড শ বিচলিত ছিলেন। সরলীকৃত লিপি তৈরির জন্য বার্নার্ড শ একটি উইল করে যান এবং তাঁর মৃত্যুর পর একটি প্রতিযোগিতা হয় নতুন লিপি উদ্ভাবনের জন্য। কিংসলি রিড নামক

একজন লিপি উদ্ভাবনও করেন; সেই লিপি দিয়ে *Androcles and the Lion* পুস্তকটি পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে লিপি কেউ গ্রহণ করেনি। 'অবৈজ্ঞানিক' ও 'অস্বচ্ছ' বানান নিয়েই ইংরেজদের ঘর করতে হচ্ছে। তাতে যে ইংরেজ-শিশুর খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে এমন বলা যাবে না। যেমন আমাদের অস্বচ্ছ লিপি পাঠ করেই বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, সুনীতিকুমারের সৃষ্টি হয়েছে। বানান এবং লিপি তাঁদের কাছে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।

নির্মল সাহা জটিল যুক্তাক্ষরের লিখন উপযোগিতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, তুলি-কলমের একটানে লেখা যায় 'ঞ্চ'; আর স্বচ্ছতর আধুনিক রূপটি লিখতে লাগে তিনটা টান। 'ণ্ড'-এর মাঝে ণ+ড উঁকি খানিক মারে, তবে অস্বচ্ছতাটুকু পুষিয়ে দিয়েছে লেখায় গতি ও শিল্প-লাবণি সঞ্চার করে। সরলতা-স্বচ্ছতার ছেলেমানুষিটাকেই যদি এত গুরুত্ব দিতে হয়, তবে জটপাকানো ঞ-টাকেও সরল করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। শ,ষ,স-এর প্রথম ও তৃতীয়ের তলায় 'ন' বসিয়ে 'প্রশ্ন', 'স্নান' তৈরি হয়েছে; আর ষ-এর বেলা এল একটা অস্বচ্ছ রূপ – ষ্ণ। এই অস্বচ্ছতার ক্ষতিপূরণ হিসাবে লেখায় এসেছে দ্রুত গতি, রূপে এসেছে দৃষ্টি-নন্দনতা। (নির্মল ২০০৫ : ২৬৩)

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫ : ২৮৩) মনে করেন, ষ্ণ, জ্ঞ ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে আপাতত সংস্কারকার্য স্থগিত রাখলেই ভালো হয়। তবে যুক্তাক্ষর ভেঙে আকাদেমি তেমন কিছু মারাত্মক কাজ করেনি বলে তিনি মনে করেন। যুক্তি হিসাবে দেখাচ্ছেন, বিদ্যাসাগরও লিখেছিলেন : 'নিষ্কৃতি' (দ্র. 'নিষ্‌কৃতিলাভ প্রয়াস')। আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন উদ্‌বোধন, উদ্‌ভাবন ইত্যাদি ।

কেতকী কুশারী ডাইসন বলতে চান, স্বচ্ছ যুক্তাক্ষরের তরফে যাঁরা ওকালতি করছেন তাঁরাও সাধারণ্যে একটা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। কয়েকটি মাত্র চিহ্ন আছে যেগুলোর গঠন তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় না, যেগুলো একটু চেষ্টা করে চিনে নিতে হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে-কাজ করেছে, এখনকার ছেলেমেয়েরা তা পারবে না কেন – এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, 'ষ' আর 'ণ'-এর 'তথাকথিত স্বচ্ছ যুক্তরূপ'টি দেখতে 'অত্যন্ত কুশ্রী' হয়েছে। পৃথিবীতে যত লিপি আছে তার মধ্যে বাংলালিপির গ্রাফিক সৌন্দর্য অবিসংবাদিতভাবে প্রথম সারির। নাগরি গোষ্ঠীর সমস্ত লিপির মধ্যে ছিমছাম তন্বী ত্রিস্তরে দৃপ্ত উল্লম্বভাবে দাঁড়িয়ে-থাকা বাংলালিপিই সর্বাধিক রূপসী। আর বার-বার কলম না তুলে একটানা দ্রুত লেখাও যায় এতে – দেবনাগরির তুলনায়ও দ্রুততর। ছাপাখানার সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষর ভাঙার বা 'স্বচ্ছ' করার একটা যুক্তি একসময়ে ছিল। সেই যুক্তি এখন অচল। কম্পিউটার-প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে বোতাম টিপে জটিলতম যুক্তাক্ষর তৈরি করা এখন কোনো ব্যাপারই নয়। (কেতকী ২০০৫ : ৩১৯-৩২০)

এই সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ও যুক্তি-পাল্টাযুক্তি সত্ত্বেও আমরা সমস্ত যুক্তাক্ষর স্পষ্ট করার পক্ষপাতী। কেতকী কুশারী ডাইসন 'কম্পিউটার-প্রযুক্তি'র যে যুক্তি দেখিয়ে যুক্তাক্ষরকে ভাঙতে চান না, একই যুক্তিতে বলা যায়, কম্পিউটারের কারণেই যুক্তাক্ষর লেখা সহজ হয়ে পড়েছে। এমনকি, নির্মল সাহার 'অধিক আয়াস বা পরিশ্রমে'র যুক্তিও এইসঙ্গে খারিজ হয়ে যায়। কারণ কম্পিউটার কম্পোজে যুক্তাক্ষর স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ থাকায় সময় কম-বেশি লাগে না। আর মনসুর মুসার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, শিশু বড় হয়ে পুরাতন গ্রন্থে অস্বচ্ছ যুক্তাক্ষরের মুখোমুখি হবে বটে, কিন্তু পুরাতন বইয়ের কতিপয় যুক্তাক্ষরের অস্বচ্ছতা তাকে বড় বাধার মুখোমুখি করবে না। এক্ষেত্রে আমরা বলব, পুরাতন বইয়ের পুনর্মুদ্রণ করার সময় এখন থেকেই যুক্তাক্ষর ভেঙে দেয়া হোক।

## ৭.৭ বানান বিষয়ক প্রস্তাব

বাংলা বানানের বর্তমানই বলে দিচ্ছে, এখানে রক্ষণশীলতা ও সংস্কার দুটোই ক্রিয়াশীল। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে যদিও রক্ষণশীল মূলানুগ নীতি গৃহীত, কিন্তু সেখানেও যেসব শব্দে বিকল্প আছে, তার মধ্যে থেকে উচ্চারণরীতি মান্য করে একটিকে নির্বাচন করা হয়। অতৎসম শব্দেও উচ্চারণকে কতকক্ষেত্রে যেমন মানা হয়, তেমনি বহুক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়বোধে কিছু-কিছু উচ্চারণজ্ঞাপক চিহ্ন বর্জিত হয়। উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তি দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে বাংলা বানানে – এটাই তার বাস্তবতা ও ভবিতব্য। (অরুণ ১৯৯৬ : ৩৫)

বানানের ব্যাপারে পবিত্র সরকারের (২০০৪ : ৩৮) নিজের প্যারাডাইমটি এরকম : "...সম্পূর্ণরূপে ধ্বনিসংবাদী বানান করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না। তৎসম শব্দের মূল বানান বজায় রেখে বাকিগুলোকে কমবেশি ধ্বনিসংবাদী করে তুলতেই হবে।" তিনি বলেন, পরে যাঁরা বানান সংস্কারের কাজে নিয়োজিত হবেন তাঁদের এই অপ্রতিবর্তনীয় ঘটনার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এর বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তা নদীর স্রোতকে তার উৎসের দিকে ফিরিয়ে দেবার মতো ব্যাপার হবে এবং সে চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি থাকবে না। (কেতকী ২০০৫ : ৩৩৯)

### ৭.৭.১ সংস্কৃত থেকে আগত শব্দের বানান

ভাষা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা; বিশ্বসংসারের সমস্ত ভাষাই ব্যবহারকারীদের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘদিনের প্রয়াসের ফলে একটু একটু করে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের খবরদারি বা অনুশাসনের ফলে নয়। বাংলা ভাষার গঠনে যেসব উপাদান আছে, তার অনেক অংশই সে সংস্কৃত থেকে লাভ করেছে।

পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই পূর্বসূরী ভাষাপ্রকৃতির থেকে এইভাবে উপাদান গ্রহণ করে। (সুধাংশুশেখর ২০০৫ : ১৭৬-১৭৭)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কালে যেসব বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাতে ৮৫-৯০ শতাংশ তৎসম উপাদান ছিল, বাকি ১০-১৫ শতাংশ উপাদান তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা। এর আগে আঠার শতকের পর্তুগিজ মিশনারিদের লেখা বাংলা গদ্যগ্রন্থ দুটি লৌকিক ভাষারীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত; এতে সংস্কৃতের প্রভাব বেশ কম, নব্য ভারতীয় আর্য-প্রভাব বরং বেশি। বিদ্যাসাগরের রচনায় সংস্কৃত-উপাদান ফোর্ট উইলিয়াম যুগের গদ্যের তুলনায় কিছু কমে গিয়ে ৭০-৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রে সেটা আরও কমে গিয়ে ৬০-৬৫তে এসে উপস্থিত হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যে-পদ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পরিমাণ আরও কমিয়ে আনলেন। মোটামুটিভাবে তাঁর রচনায় ৪০-৪৫ শতাংশ শব্দ সংস্কৃত হিসাবে গণ্য, বাকি ৬০-৫৫ শতাংশ উপাদানকে খাঁটি বাংলা বা দেশি বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু বৈদেশিক উপাদানও ব্যবহার করেছেন, তবে তার পরিমাণ নগণ্য। শিশুদের জন্য রচিত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত উপাদানের পরিমাণ যথেষ্টভাবে হ্রাস করেছেন। তাঁর সমসাময়িক শিশুসাহিত্যকগণের রচনায়ও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কম দেখা গেছে। (সুধাংশুশেখর ২০০৫ : ১৮১)

আমরা বৈদেশিক উপাদান বেশি ব্যবহার করি, তার কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও গৃহস্থালির সর্বত্র আজ ইংরেজির অসম্ভব অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা, নাগরিক জীবনযাত্রা, উন্নত যন্ত্রনির্ভর সংস্কৃতি ইত্যাদির জন্য আমরা এখন যে ভাষা ব্যবহার করি, তাতে প্রভূত পরিমাণে পারিভাষিক শব্দ থাকে। এসব শব্দের অধিকাংশই ইংরেজি থেকে এসেছে, বেশ কিছু সংস্কৃত বা ছদ্মসংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেও নেয়া হয়েছে। সুধাংশুশেখর তুঙ্গ (২০০৫ : ১৮৩) বলছেন, ইংরেজি, সংস্কৃত নির্বিশেষে এই অগণিত পারিভাষিক শব্দ বাংলাসহ নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলোতে এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়বর্গের ভাষাগুলোতে সমানভাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং কোনোভাবে আমাদের ভাষা থেকে এদেরকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। আধুনিক কালের শিক্ষাদীক্ষার বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ বর্জন করতে হবে বা সংস্কৃত প্রভাব এড়িয়ে চলতে হবে – এমন নির্দেশ নিতান্তই অযৌক্তিক ও সেইজন্য তা মান্য করা যায় না।

বানান সংস্কারের শুরু হয়েছে তৎসম শব্দের বানান দিয়ে। তাতে যে তালিকা দেয়া আছে অধিকাংশই বহুল প্রচলিত। মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৩৭) বলছেন,বহুল প্রচলিত শব্দে বিকল্প থাকলেও, হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু বানান বিধায়কেরা সংস্কৃত অভিধান থেকে বিকল্প এবং 'উচ্চারণের সঙ্গো সজ্ঞাতিপূর্ণ' শব্দ উদ্ধার করে এনেছেন যা কোনোকালেই বাঙলা ভাষার বিকল্প শব্দ হিসাবে ছিল না। দীপাবলি, পদবি, পল্লি, সূচি ইত্যাদি বানান প্রচলিত হয়ে গেছে; এ নিয়ে কোনো আপত্তি করেননি তিনি। কিন্তু রজনি, শরণি, শারণি, শ্রেণি বানানে কেন হ্রস্ব ই-কার হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বৈদিকে বা সংস্কৃত সাহিত্যে এমন বিকল্প আছে

বটে, তবে এসব বিকল্প কোনোদিনই বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। তিনি বলেন, সংস্কৃত অভিধান থেকে 'অযথা' কিছু বিকল্প শব্দ থেকে তুলে এনে জটিলতারই সৃষ্টি করা হয়েছে। এমন জটিলতা বানান সংস্কারে অযথা বিশৃঙ্খলা আনে। সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য বিকল্পবর্জন, সমতা আনা; বিকল্পকে এনে আকাদেমি সংস্কারের মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন। যে শব্দ যে বানানে, যেভাবে বহুল প্রচলিত (এমনকি ভুল হলেও), তা গ্রহণ করাই ভাষাচর্চাকারীর কাজ। শেষে মৃণাল নাথ মন্তব্য করছেন, "বহু ভুল শব্দ আমাদের ভাষায়, অন্য ভাষায় চালু আছে, তার জন্য যদি কেউ ফতোয়া জারি করে যে ভুল শব্দটি শুদ্ধ করে ব্যাকরণসম্মত করে লিখতে হবে, তা মানার কোনো সঙ্গত কারণ দেখি না।" আকাদেমি ভীত এবং নীচ-র সঙ্গে 'সমতা রেখে... ভীতু এবং নীচু বানান সুপারিশ করা হল' এমন কথা বলেছে। এতে আপত্তি করে মৃণাল নাথ বলছেন,

> কিন্তু ধূলা, পূজা ইত্যাদির সঙ্গে 'সমতা রেখে', ধূলো, পূজো' রাখার বন্দোবস্ত করেননি, কারণ কি জানি না। তৎসম শব্দের রূপ বদলালে (বাঙলা প্রত্যয় যোগে ?) তাতে তৎসম বানান বর্তমান থেকে যায়, কিন্তু বাঙলা স্বরসঙ্গতির নিয়মে পরিবর্তিত হলে অতৎসম শব্দ হয়ে যায়! এমন যুক্তি তো ধোপে টেকে না! বাঙলা উচ্চারণের ধর্মকে মানাই যদি অভিপ্রেত হয়ে থাকে, তবে *ভীতু*, *নীচু*-র হওয়া উচিত ছিল *ভিতু*, *নিচু* যেমন তাঁরা করেছেন *পুজো*, *ধুলো* ইত্যাদির বেলায়, তা তো হয় নি! (মৃণাল নাথ ২০০৫ : ২৪১)

কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩২৪) বলছেন, "মায়ের পেট থেকে প'ড়েই কোনো বাচ্চা তো জেনে যায় না যে এটা তৎসম, অবিকল সংস্কৃতের মতো, অতএব এখানে ঈ-কার ঊ-কার হবে, ওটা তদ্ভব, সংস্কৃত থেকে ভেঙেচুরে বেরিয়েছে, ওখানে হবে ই-কার উ-কার। তেমন নিয়ম তো তার কাছে arbitrary-ই"। তিনি ঈ ও তার কারচিহ্ন হ্রাসের ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলছেন, "যে একবার বুঝে গেছে যে 'হাতী' এসেছে 'হস্তী' থেকে, 'পাখী' 'পক্ষী' থেকে, 'কুম্ভীর' 'কুমীর' থেকে, সে ইহজন্মে ভুলবে না। ঐ যুগলগুলোতে ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্য ছাড়াও ঈ-কারের উপস্থিতি তাকে নকশাটা মনে রাখতে সাহায্য করে। দুটো বানানই ছবির মতো তার মাথায় ব'সে যায়। বানানে তো সত্যিই চিত্রধর্ম আছে" (২০০৫ : ৩২৫)। একদিকে লেখা হবে 'নীল', 'সুনীল', 'হীরক'; অন্যদিকে 'নিলা', 'হিরা' – এরকম করলে ছোটদের দৃশ্য-নকশা চেনার ক্ষমতা তছনছ হয়ে যায়। তাঁর মতে, ঈ-কারের (এবং ঊ-কারের) প্রতি রবীন্দ্রনাথের অ্যালার্জি এবং তিরিশের দশকের বানান-কমিটি-কর্তৃক সেই অ্যালির্জকে প্রশ্রয়দান (তদ্ভব শব্দে বিকল্পে 'ই', 'উ'র জন্য অনুমোদন) বাংলার স্বাভাবিক প্যারাডাইমটাকে এলোমেলো, রাহুগ্রস্ত, ভাঙাচোরা করে দিয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়েছে, বিকল্পের ছিদ্রপথে বিশৃঙ্খলা এসেছে, বাংলা বানান শেখা সহজ না হয়ে বরং কঠিনতর হয়েছে।

ঈ-কারের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বাংলার যে-ক্ষতি করেছে সে-সম্বন্ধে আরও যুক্তি দেখিয়েছেন কেতকী কুশারী ডাইসন। তাঁর মতে, এক পাতা সুবিন্যস্ত দৃঢ়বদ্ধ বাংলা টেক্সটে দীর্ঘ ঈ-কার একটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক ভূমিকা পালন করে – "হ্রস্ব ই-কার আর দীর্ঘ ঈ-কার যেন দুই সখী, দুই ছত্রধারিণী, কখনও একটি ব্যঞ্জনবর্ণের বাঁ পাশে, কখনও ডান পাশে দাঁড়িয়ে সেটির মাথায় ছাতা তুলে দেয়। তারা দুজনেই টেক্সটে উপস্থিত থাকলে তার শোভা খোলে" (কেতকী ২০০৫ : ৩২৬)। তিনি আরও বলছেন, সুনীতিকুমার যে শব্দের অন্তে ঈ-কার লাগাতে ভালোবাসতেন তার কারণ বোধগম্য। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গতিশীল আমাদের লিপিতে শব্দের শেষে ঈ-কারটি একেবারে একটানে বসিয়ে দেয়া যায় – কাগজ থেকে কলম তুলতে হয় না। শেষ ব্যঞ্জনবর্ণের বাঁয়ে হ্রস্ব ই-কার বসাতে হলেই বরং আরেকটু কসরৎ করতে হয়।

কেতকী (২০০৫ : ৩২৭) আরও জানাচ্ছেন, ঐতিহাসিকভাবে ঈ-কার অমাদের লিপিতে আরেকটি জরুরি ভূমিকা পালন করেছে। তাকে সমূলে উৎপাটিত না করলে সে এখনও সে-ভূমিকা পালন করতে সমর্থ। ব্যাকরণগত 'প্যার্টান রেকগ্নিশন'-এ শব্দের শেষের ঈ-কারের একটি ভূমিকা আছে। একে কাজে বহাল রাখলে অনেক সময়েই তা নারীবাচকতা, বিশেষণপদ বা বিশেষণাত্মক বিশেষ্যপদ চিনিয়ে দিতে পারে। এভাবে, বানানের হাত ধরে ব্যুৎপত্তি এবং ব্যাকরণ 'উভয়ের দরজাই খোলানো যায়'। প্রাসঙ্গিক উদাহরণও টেনেছেন তিনি –

> আজও লিখি 'আমার খুশি', কিন্তু 'খুশী হলাম', 'সে ডাক্তারি করে', কিন্তু 'ডাক্তারী বিদ্যা লাগবে না'। এভাবে লিখলে, এভাবে লিখতে শেখালে বিশেষ্যপদ আর বিশেষণপদের পার্থক্যটা ছাত্রছাত্রীদের মাথায় একেবারে খোদাই ক'রে দেওয়া যায়। বানানে ই-ঈ-র পার্থক্য হয়ে ওঠে ব্যাকরণের বোধ উন্মীলনে, parts of speech শেখানোর ব্যাপারে একটা মূল্যবান teaching aid। ...তৎসম আর অতৎসম যাবতীয় শব্দকে এক সামগ্রিক 'বাংলা প্যারাডাইম'-এর ভিতরে আনাই কাণ্ডজ্ঞানের পরিচায়ক। এরা এখন সব বাংলা শব্দ – এটাই তাদের পরিচয়। (কেতকী ২০০৫ : ৩২৮-৩২৯)

দেবপ্রসাদ ঘোষের সময়কার বানানে কেতকী কুশারী অতটা 'কৌতুক' বোধ করেন না; কারণ তিনি বুঝতে পারেন, 'আজকের চোখে' তাকে সেকেল দেখালেও তার একটা পরিষ্কার র‍্যাশনাল, একটা সুস্পষ্ট প্যারাডাইম-চেতনা ছিল। কর্ণ থেকে কাণ, চূর্ণ থেকে চূণ, পর্ণ থেকে পাণ, বর্ণন থেকে বাণান, কোণ থেকে কোণা ইত্যাদি। এর মধ্যে একটা লজিক আছে, ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে বসলে যাকে আমাদের শ্রদ্ধা করা দরকার বলে মনে করেন তিনি। (কেতকী ২০০৫ : ৩৪১)

মোহাম্মদ আজমের মতে, ব্যুৎপত্তি-অনুসারী আর উচ্চারণ-অনুসারী – এ দুইয়ের মিশ্রণের কারণে বাংলা বানান-পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা থেকে গেছে। তিনি মনে করেন, তৎসম শব্দের জন্য এক বিধি আর অন্য শব্দের জন্য অন্য বিধি প্রণয়নের ফলে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা বেড়েছে (আজম ২০১৪ : ৪৬১)। বাংলা

বানান সমন্বয়ের কাজে তর্ক আবর্তিত হয়েছে মূলত তৎসম আর অ-তৎসম শব্দের বিভাজনে। অভিধান-রচয়িতাদের মধ্যে তৎসম-অতৎসম মতভেদ প্রবল – "যে-শব্দকে কোনো অভিধানে তৎসম বলা হয়েছে, সেই শব্দকেই হয়তো অন্য অভিধানে তদ্ভব বা এমনকী কখনো বিদেশী বলে গণ্য করা হয়েছে" (অরুণ ১৯৯৬ : ৬৪)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোনটি তৎসম আর কোনটি অতৎসম – তা শনাক্তের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই মতবিরোধ রয়েছে। আবার যে শব্দগুলো তৎসম বলে বিবেচিত, সেগুলোর বানানেও বিকল্প দেখা যায়। সংস্কৃতের বিভিন্ন যুগে রচিত গ্রন্থে বানানভিন্নতার নমুনা দিয়েছেন রিদওয়ান আলী খান (২০১২)। আজম বলছেন (২০১৪ : ৪৬২), সংস্কৃতের অনুসরণে 'তৎসম' শব্দের বানান-নির্ধারণে আরেকটি বড় সমস্যা হয় সাধিত শব্দগুলোর ক্ষেত্রে। বিশেষত যে সাধিত শব্দগুলো সংস্কৃতে ছিল না, বাংলায় নতুন গঠিত হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এ সমস্যা প্রবল। ফলে পরিবহণ/পরিবহন, চিত্রাঙ্কণ/চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বানানের পক্ষে প্রায় সমগুরুত্বের যুক্তি পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে ভালো সমাধান দিয়েছেন –

> আমরা আজকাল... ভুলে যাই যে বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে। অবশ্য সংস্কৃত থেকেই সে শব্দ-সম্পদ পাবে, কিন্তু তার নিজের দৈহিক প্রকৃতি সংস্কৃত দ্বারা আচ্ছন্ন করার চেষ্টা অসংগত। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কখনো সে চেষ্টা করেন নি। আমি সেকেলে পণ্ডিতদের বাংলায় লেখা অনেক পুরানো পুঁথি দেখেছি। তার বানান তাঁরা বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত জেনেই করেছিলেন। তাঁদের ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ছিল না, এ কথা বলা চলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলেও এখনকার নব পণ্ডিতদের মতো ষত্ব ণত নিয়ে মাতামাতি করা হয় নি। তা করলে "শ্রবণ" থেকে উদ্ভূত "শোনা" কখনোই মূর্ধন্য ণ-এর অত্যাচার ঠেকাতে পারত না। যাঁরা মনে করেছেন বাইরে থেকে বাংলাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে শুদ্ধিদান করবেন, তাঁরা সেই দোষ করছেন যা ভারতে ছিল না। এ দোষ পশ্চিমের। ইংরেজিতে শব্দ ধ্বনির অনুযায়ী নয়। ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে উদ্ভূত শব্দে বানানের সঙ্গে ধ্বনির বিরোধ হলেও তাঁরা মূল বানান রক্ষা করেন। এই প্রণালীতে তাঁরা ইতিহাসের স্মৃতি বেঁধে রাখতে চান। কিন্তু ইতিহাসকে রক্ষা করা যদি অবশ্যকর্তব্য হয় তবে ডারউইন-কথিত আমাদের পূর্বপুরুষদের যে অঙ্গটি খসে গেছে সেটিকে অবার সংযোজিত করা উচিত হবে। (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪১৯)

রেফ-এর পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হওয়া-না হওয়ার তর্কটি মীমাংসিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব না হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাহীন ও একমত। কিন্তু দেবপ্রসাদ ঘোষের যুক্তির অবতারণা করে কেতকী কুশারী বলছেন, তা থাকা দরকার ছিল। কেননা, দ্বিত্ব অবলম্বনের আসল কারণ ধ্বনিতত্ত্বমূলক (phonological); রেফের পর যে ব্যঞ্জনবর্ণ বসে তার ওপর স্বভাবতই একটু বেশি জোর পড়ে। যেমন, আমরা "দুর্দ্দম" শব্দ উচ্চারণ করতে 'দুর্+দম্' এভাবে বলি না; 'দুর্+দ্দম্' – এভাবেই উচ্চারণ করি (কেতকী ২০০৫ : ৩১৭)। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছন, "রেফের পর

দ্বিত্ব বর্জনের ব্যাপারটা আমাদের প্রজন্মের গা-সওয়া হয়ে গেছে; আমরা অনেক দিন ধ'রেই এই নিয়ম অনুসরণ ক'রে আসছি; এবং মানতেই হবে যে এই নিয়ম অনুসরণ করলে হাতে লেখার, টাইপ করার তথা ছাপার কাজের গতিবেগ বেড়ে যায়" (কেতকী ২০০৫ : ৩১৬)।

এ প্রসঙ্গো রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা নিয়ে বেশি তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করি নে। যাঁরা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের নাম দেখেছি। আপনি যদি মনে করেন তাঁরা অন্যায় করেছেন তবুও তাঁদের পক্ষভুক্ত হওয়াই আমি নিরাপদ মনে করি।" (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৩৯)

বানানের নিয়ম প্রণয়নের ক্ষেত্রে তৎসম-অতৎসম আলাদা বিভাজন রাখার পক্ষপাতী নই আমরা। তবে এই মুহূর্তেই বানানের নিয়মে গুরুতর পরিবর্তন আনা উচিত হবে না। ধীরে ধীরে 'তৎসম' শব্দ থেকে মূর্ধন্য-ণ, মূর্ধন্য-ষ, দীর্ঘ ঈ/ী-কার, দীর্ঘ ঊ/ূ-কার কমিয়ে আনা যেতে পারে।

**৭.৭.২ তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও দেশি শব্দের বানান**

দেবপ্রসাদ ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠিতে লিখেছিলেন, "তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্‌ভব শব্দে অপণ্ডিতের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে – কিছু কিছু চালাচ্ছিও। যেখানে মতে মিলছি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানছি।" (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৩৯)

কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩১৩) এই মন্তব্যের সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলছেন, বানান সংস্কারের উদ্যোগে 'নিরক্ষরদের সাক্ষ্য' কতটা প্রাসজ্গিক, এবং তা মেনে কতদূর এগোনো যাবে ? বানানের সঙ্গো নিরক্ষরদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, তাঁরা মৌখিক ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। অবশ্য, কোনো কোনো শব্দ তাঁদের মুখে যে-রূপ নেয় তাকে কখনও কখনও variant form বা spelling হিসাবে আভিধানিক স্বীকৃতি দিতে হয়। 'প্রাদেশিক', 'আঞ্চলিক', 'গ্রাম্য' ইত্যাদি বর্গের সাহায্যে অভিধান-প্রণেতারা তা তো করেই থাকেন। তা ছাড়া ঐসব বর্গের শব্দকে উপন্যাস বা নাটকের সংলাপে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। ইংরেজি উপন্যাস-নাটকেও 'innit?' (isn't it?), 'dunno' (don't know), 'gimme' (give me) ইত্যাদির ছড়াছড়ি থাকে।

তদ্ভব শব্দের উচ্চারণভিত্তিক বা ধ্বনিসঙ্গত বানানের জন্য প্রায় একটা আন্দোলন তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, তৎসম শব্দে 'কৃত্রিম দলিলের জোরে' 'পুরাতত্ত্বঘটিত প্রমাণ রক্ষা'র জন্য এই (ধ্বনি) সঙ্গতি অগ্রাহ্য হয়েছে; কিন্তু "উচ্চারণের সঙ্গে মিল করে প্রাকৃত বাংলার (অর্থাৎ অতৎসম শব্দের) বানান অপেক্ষাকৃত নিরাপদে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে" (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৩৫)। বলা বাহুল্য, তাঁকে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা দেবপ্রসাদ ঘোষ থেকে শুরু করে অনেকের। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তো কঠোরতর ভাষা ব্যবহার করে উচ্চারণভিত্তিক বানানকে বলেছিলেন 'কদর্য বাণান'। (হুমায়ুন ১৯৮৪ : ৫৪৪)

উচ্চারণভিত্তিক বানান শুনতে যতটা যৌক্তিক মনে হয়, কার্যত কথাটির মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। প্রকৃত উচ্চারণভিত্তিক বানান হওয়া সম্ভব কি-না তা নিয়ে আধুনিক অনেক আলোচকই সন্দেহ পোষণ করেছেন। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৪১৩ : ২৬) তাঁর *বাংলা বানান* বইতে একটি শব্দ উচ্চারণানুগতায় কতরকম বানানে লেখা যায় তার কৌতুককর উদাহরণ দিয়েছিলেন। পবিত্র সরকার (২০০৪ : ৪০) দেখিয়েছেন, ফনেটিক তো বটেই, এমনকী ফনেমিক বানানও বাংলা-ভাষায় অবাস্তব।

**এক. ইন-ভাগান্ত শব্দের বানান**

ইন-ভাগান্ত শব্দের বানান নিয়ে এখনও তর্কের অবসান হয়নি। স্বরোচিষ সরকার জানাচ্ছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৩৬) বিধানে এ নিয়ে কোনো ধারা ছিল না। বিশ্বভারতীর (১৯২৫) নিয়মের ১.১ ধারায় লেখা হয়েছিল : "সাধু ও চলতি দুই ভাষাতেই ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙ্লা বিভক্তি যুক্ত হলেও ী-কারই বজায় থাকবে। ইন্-অন্ত শব্দে সমস্তপদে বিকল্পে ই-বানান চলতে পারে, কিন্তু আমরা বাঙ্লায় ী-কারান্ত প্রথমার রূপকেই বাঙ্লার শব্দরূপ বলে ধরে নেবো। যেমন : [ধনীরা, যাত্রীদল, সঙ্গীহীন ইত্যাদি]।" ১৯৯১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের নীতিমালায় এ নিয়ে কোনো ধারা না রাখলেও উদাহরণ হিসাবে লেখা হয় 'মন্ত্রিপদ, মন্ত্রিমণ্ডলী, মন্ত্রিসভা' ইত্যাদি।

১৯৯২ সালে প্রকাশিত বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মেও এ নিয়ে কোনো ধারা ছিল না। তবে সমকালে প্রকাশিত ও জামিল চৌধুরী সম্পাদিত বাংলা একাডেমির বানান অভিধানে গুণিজন, প্রাণিকুল, প্রাণিজগৎ, মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রিসভা প্রভৃতি শব্দরূপ সংকলিত হতে দেখা যায়। ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির গৃহীত বানানবিধির ধারা ১.২০, ১.২১ এবং ১.২২ ছিল ইন্-ভাগান্ত শব্দ বিষয়ক। এখানকার নিয়ম আবার বিশ্বভারতীর অনুরূপ। এখানে এ প্রসঙ্গে লেখা হয় : "সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত মূল

শব্দটিকে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত 'বাংলা' শব্দ ধরে নিয়ে সমাস হলেও তার দীর্ঘ ঈ-কারের ব্যত্যয় ঘটানো চলবে না। তাই আগামীকাল মন্ত্রীগণ শশীভূষণ রূপই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।" ২০১২ সালে বাংলা একাডেমি যখন 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম'-এর পরিমার্জিত সংস্করণ করে, তখন এই বিষয়ক একটি ধারা নতুন যুক্ত হয়। তবে এই বিধানটিও শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর বিধানের মতো 'বিকল্পে চলতে পারে' ধরনের। এখানে লেখা হয়েছে : "সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন : গুণী > গুণিজন, প্রাণী > প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী > মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলির সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন : গুণী > গুণীজন, প্রাণী > প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী > মন্ত্রীপরিষদ।" (স্বরোচিষ ২০১৫ : ১৫৪-১৫৫)

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বলছেন, তিন নং নিয়মে সমিতি বলেছেন ইন-ভাগান্ত "শব্দগুলির বেলায় পদান্তে দীর্ঘস্বরের বদলে হ্রস্বস্বর লেখা যেতে পারে"। 'লেখা যেতে পারে' বাক্যাংশটি খুব স্পষ্ট নয়। মনে হতে পারে এর অর্থ 'হ্রস্ব দীর্ঘ উভয়ই  চলতে পারে'। সমিতি সম্ভবত শুধু হ্রস্ব-ইকারই চেয়েছেন। ইন্-ভাগান্ত শব্দের অন্তে সর্বত্র হ্রস্ব-ইকার তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে সমর্থন করেছেন। মণীন্দ্রকুমার উল্লেখ করছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন আজ থেকে আশি বছর আগে। ১৩০৮ সালের ১২ই আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, "সংস্কৃত ইন-প্রত্যয় বাংলায় ই-প্রত্যয় হইয়াছে, সেইজন্য তাহা পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না" (মণীন্দ্রকুমার ২০০৫ : ৩৬২-৩৬৩)। আমরাও তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত – বাংলায় ইন্-ভাগান্ত শব্দকে হ্রস্ব-ইকারান্ত করলে সংস্কৃত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে এমন কথা বলা চলে না। বানানের সরলতা ও সঙ্গতি দুয়ের জন্যই 'ইন্' প্রত্যয়কে 'ই' প্রত্যয় করা যুক্তিসঙ্গত।

**দুই. ক্রিয়াপদের শেষের ও-কার**

বিশ্বভারতীর (১৯২৫) প্রস্তাবে ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার দেয়ার (-বো, -লো, -তো, -ছো) নিয়ম ছিল। সঙ্গাত কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইগুলোতেও ক্রিয়াপদের শেষের ও-কার বসতে শুরু করে। এর পর থেকে ও-কারের বহুল ব্যবহার চলতে থাকে। মণীন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন, "সংস্কারের পূর্বে ক্রিয়াপদের বানানে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল দুঃসহ। সংস্কারের পর মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা এসেছে বটে, কিন্তু ঈপ্সিত স্থিরতা আসে নি। তার এক কারণ বিকল্প-বিধান, অন্য কারণ আধুনিক লেখকদের ও-কারের প্রতি অত্যাসক্তি।" (মণীন্দ্রকুমার ১৪১৩ : ৫৭)

স্বরোচিষ সরকার (২০১৫ : ১৫৭) লিখেছেন, ও-কারের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম খড়্গহস্ত হয় ১৯৯১ সালে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার বানানবিধি। এই প্রতিষ্ঠান উদাহরণ দিয়ে বলে : লিখতে হবে 'করব'; 'করবো' লেখা যাবে না। এই বিধান পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন পণ্ডিতদের অনুমোদন পায়। শুধু তাই নয়,

পরের বছর বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমির আলাদা দুটি বানানবিধিতে এই নীতিকে কমবেশি স্বীকার করে নেয়া হয়। বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড লেখে : "ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন, করব, হল ইত্যাদি। ...তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন : করো, কোরো, বলো, বোলো।" একই বছর বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে লেখা হয় : "বাংলা অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনও আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ো-কার ব্যবহার করছেন। যেমন : ছিলো, করলো, বলতো...। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অনুরূপ ো-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয়পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ো-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে।" বাংলা একাডেমির এই শেষ যুক্তিতে বহু ক্রিয়াপদের শেষের ও-কারকে (যেমন – করাতো, হলো, দেবো) স্বীকৃতি দিয়ে ফেলে, যা পাঠ্যপুস্তক বা আনন্দবাজারের বিধিমালায় স্বীকৃতি পায়নি।

১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যে বানানবিধি গ্রহণ করে, তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নীতির কাছাকাছি, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বাংলা একাডেমির নিয়মের কাছাকাছি। এই বিধি অনুযায়ী লেখা হয় : (রাত) হল, (যদি) হত। ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি খুব স্পষ্টভাবে ক্রিয়াপদের শেষের ও-কারকে নিরুৎসাহিত করেছিল। অথচ ২০১২ সালে এসে 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে'র পরিমার্জিত সংস্করণে বলছে : "বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে।" উদাহরণ হিসাবে এখানে যে শব্দতালিকা দেয়া হয়, তা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি স্বীকৃত ছোটো, বড়ো, বারো, তেরো-কে যেমন স্বীকার করে একইভাবে বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্পে স্বীকৃত বানানগুলোও এখানে স্বীকৃতি পায়। সেই অনুযায়ী 'খাবো,' 'দেবো,' 'করাতো' ইত্যাদি শব্দও 'জাতে ওঠা'র সুযোগ পেয়ে যায়। (স্বরোচিষ ২০১৫ : ১৫৭-১৫৮)

ও-কার সর্বত্র পূর্ণ ও-উচ্চারণের রূপ নেয়নি; নিয়েছে কেবল সেইখানে, যেখানে 'অ'-এর ঠিক পরে ই-কার বা উ-কার আছে। করহ > করো, ধরহ > ধরো, চলহ > চলো – এগুলো আধা ও-এর ব্যাপার। এজন্যই সুনীতিকুমার 'কর, ধর, দেখ, পড়, গেল, ছিল, নাচল' প্রভৃতির বানানে ও-কার দিতে নিষেধ করেছেন। ক্ষুদিরাম দাসও (বানান বিতর্ক : ২১৬) বলেন, নিলো, দিলো, ছিলো, গেলো, পেলো প্রভৃতি লিখন মানসিক শৈথিল্যের নিদর্শন। কলিকাতা বানান সমিতির অভিমত ছিল, যেখানে অন্তে 'ও' ছাড়াই অর্থ বোধগম্য, সেখানে ও-যোগের প্রয়োজন নেই; যেমন – কর, ধর, করব, ধরব, রাখব প্রভৃতি।

এ থেকে সাধারণ মধ্যম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার ক্ষেত্রটা বেছে নিয়ে *কী লিখবেন* প্রণেতা এবং 'ভিত্তিপত্র' নির্দেশ দিচ্ছেন, উক্ত অনুজ্ঞায় ও-যোগসহ করো, শোনো প্রভৃতি লিখতে হবে – তুচ্ছার্থক কর্ ধর্-এর সঙ্গে পার্থক্য রাখার জন্য। আর উভয়েই প্রস্তাব দিচ্ছেন উক্ত মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যতে পূর্বেকার নির্ণয় অনুযায়ী 'ইয়ো' প্রত্যয় অথবা স্থান বিশেষে ও+ও, এ+ও, ই+ও দিতে হবে। যেমন দাও, কিন্তু দিয়ো; নাও কিন্তু নিয়ো; পাও, কিন্তু পেয়ো; করো, কিন্তু কোরো; ধরো, কিন্তু ধরো; শোনো, কিন্তু শুনো; লেখো, কিন্তু লিখো; শেখো কিন্তু শিখো ইত্যাদি। এর উপর 'ভিত্তিপত্র' যোগ করছেন যে, প্রেরণার্থক ক্রিয়া মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাতেও লিখতে হবে – বলিয়ো করিয়ো দেখিয়ো শুনিয়ো; বলিও করিও প্রভৃতি নয়।

রবীন্দ্র-প্রদর্শিত নিয়ো, দিয়ো উত্তম আদর্শের বলে আমরাও মানি। প্রথম আলো ভাষারীতি (২০১২), হায়াৎ মামুদ (২০০০)-এর মতো আমরাও ক্রিয়াপদের শেষে সবক্ষেত্রে ও-কার বাদ দেয়ার পক্ষপাতী; যেমন – (তুমি) কর, আস; (সে) করল, এল ইত্যাদি। তবে, মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার যুক্ত হবে; যেমন – (তুমি) করো, এসো।

**তিন. ই এবং ঈ**

হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতির বিধান হল সংস্কৃত মূল শব্দে ঈ অথবা ঊ থাকলে তদ্ভব অথবা তৎসদৃশ শব্দে দীর্ঘ ঈ অথবা দীর্ঘ ঊ হবে কিংবা বিকল্পে হ্রস্ব ই অথবা হ্রস্ব উ হবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি (জামিল ১৯৯০ : ৩২)। প্রথম সংস্করণে ই/উ ব্যবহারের নির্দেশ থাকলেও পরবর্তী সংস্করণে মত পরিবর্তিত হয়েছে। তবে নারীবাচক বা বিদেশি শব্দে ঈ লেখার প্রস্তাব করেছেন।

বাংলা একাডেমি এই বিধিটি সম্পর্কে প্রস্তাব করেছেন, যেখানে বিকল্প থাকবে সেখানে ই/উ বা তাদের কারচিহ্ন গৃহীত হোক। মূলত এঁরা সব অতৎসম শব্দে ই, উ বা তাদের কারচিহ্ন রাখতে চান। তবে এই আওতা থেকে বিশেষ দু-একটি নারীবাচক শব্দ বাদ পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিমতটি আরও সরাসরি – যেখানে বিকল্প রয়েছে সেখানে তাঁরা হ্রস্ব স্বরটিকে রাখতে চান। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সব অতৎসম শব্দে, এমনকি বিদেশি শব্দেও সর্বত্র ই বা উ রাখার প্রস্তাব করছেন তাঁরা (মিতালী ২০১০ : ২৪৫)।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৪১৩ : ৩৫) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "অন্যান্য পণ্ডিতের কথা তুলছি না। এ ব্যাপারে বানানরাজ্যে যিনি বিপ্লব এনেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এবং বানান-সংস্কারে রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'কর্ণধার' মনে করেন সেই সুনীতিকুমারের মধ্যে মতভেদ আকাশ-পাতাল। রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক হ্রস্ব-ইকারের দিকে, সুনীতিকুমারের আসক্তি দীর্ঘ-ঈকারের প্রতি।"

মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৪৩) দীর্ঘস্বরের প্রতি বিদ্বেষকে 'যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি' দেয়া বলেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, "যদি *পুরবি*-তে হ্রস্ব উ-কার থাকতে পারে তবে *রূপসি*-তে উ-কার নয় কেন? *পূজা* থেকে যদি *পুজো* করেন তবে *রূপসী* থেকে *রূপসি* নয় কেন?" অন্যদিকে অরুণ সেন (১৯৯৬ : ৩১) হ্রস্ব স্বরের পক্ষে মন্তব্য করেছেন, আমরা বাংলায় দীর্ঘ উচ্চারণ করি না, হ্রস্ব উচ্চারণ করি। অতএব উচ্চারণের বাস্তবতা বা সত্য মেনে বানান লেখা উচিত।

সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন ই-কারের চেয়ে ঈ-কার লেখা সহজ। তবে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বলছেন, 'সুবিধা' কথাটি গোলমেলে ও তর্কসাপেক্ষ। যেমন ঈ-কারের বদলে ই-কারের ব্যবহার। তাকে 'সরল' বা 'সময়সংক্ষেপ' বললে হয়তো তা হবে নিতান্তই সাবজেক্টিভ ব্যাপার। (মণীন্দ্রকুমার ১৪১৩ : ৩৫)

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে যথার্থ সমাধান পাওয়া যেতে পারে –

> সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়। খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গাভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই-সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ঈকারকে মানব। (রবীন্দ্রনাথ ২০১২ : ৬০৫)

**চার. ঐ এবং ঔ**

একাক্ষর *ঐ/*ৈ-কারের বদলে 'ওই' বা 'অই' এবং *ঔ/*ৌ-কারের বদলে 'ওউ' বা 'অউ' ব্যবহারের যে প্রস্তাব করেছেন কেউ কেউ এবং সম্প্রতি যা চর্চিত হচ্ছে, তা মেনে নেয়া যেতে পারে। তবে অরুণ সেন (১৯৯৬ : ৭৩) অনুযায়ী দুটি দিক লক্ষণীয় –

ক. কই, দই, বউ, অথই ইত্যাদি বানানে সমস্যা নেই।

খ. কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমও আছে যেখানে ৈ-কার বা ৌ-কার দিতেই হয়।
যেমন : তৈরি, দৌড়।

**পাঁচ. অ্যা/ বক্র এ**

বহু শব্দ উচ্চারিত হয় এ্যা-যোগে; যেমন – দ্যাখো, ফ্যালো, ব্যাটা, এ্যাক, এ্যাকটা, ব্যালা, ম্যালা, এ্যাত, ক্যামন, ন্যায়, দ্যায় প্রভৃতি। ক্ষুদিরাম দাস (২০০৭ : ২৩৭-২৩৮) মনে করেন, 'এ্যা'-স্বর বাংলা বর্ণমালায় থাকা উচিত এবং 'এ্যা' দিয়ে বানান লেখা উচিত। এ ব্যাপারে অনুরূপ তৎসম শব্দের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার আশঙ্কা নেই। তিনি অবশ্য 'এ্যা' স্থানে 'অ্যা' লেখার পক্ষপাতী নন।[৮]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতি বক্র এ বোঝাতে বিদেশি শব্দের আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ' যা' লেখার প্রস্তাব করেছেন। ঢাকার বাংলা একাডেমি তৎসম ও বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য সব শব্দে বিকৃত-অবিকৃত নির্বিশেষে এ বা ে-কার ব্যবহারের প্রস্তাব রেখেছেন। আবার 'যা'-কার যুক্ত বহুল প্রচলিত তদ্ভব বা দেশি শব্দে 'যা'-কার অব্যাহত রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রস্তাব – বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে শুধু অ্যা; আর অন্যত্র এ গোটা বর্ণ হিসাবে, এবং চিহ্ন হিসাবে যথাযোগ্য স্থানে যা, য, এ-কার ব্যবহৃত হবে। 'অ্যা' ধ্বনি বোঝাতে এ্যা বা এ্য লেখার প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বর্জনীয় মনে করেছেন। (মিতালী ২০১০ : ২৪৬)

রবীন্দ্রনাথ 'অ্যা' ধ্বনি বোঝাতে মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিলেন। 'বিশ্বভারতী'র বই ছাড়া এ প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। বানানকে ধ্বনি-অনুসারী করে তোলার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা পরিষ্কার – 'অ্যা' ধ্বনির জন্য একটি নতুন বর্ণ দরকার এটা রবীন্দ্রনাথও বুঝতে পেরেছিলেন। পবিত্র সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন বর্ণ হিসাবে এবং তার কার চিহ্ন ɛ -কে যদি প্রতিষ্ঠা করা না যায়, তবে অরুণ সেনের (১৯৯৬ : ৭৩) দুটি প্রস্তাব সমর্থন করতে পারি আমরা –

ক. 'অ্যা' উচ্চারণ বোঝাতে যা-ই সাধারণত ব্যবহৃত হবে (ে নয়, এমনকি শুধু য নয়)। যেমন : জ্যান্ত, প্যাঁচা, জ্যাঠা, ব্যাবসা, ব্যাবহার ইত্যাদি।

খ. তবে, কোথাও কোথাও, বিশেষত ক্রিয়াশব্দে এবং অন্যত্রও ব্যতিক্রম আছে (প্রচলনের কারণেই) – সেখানে যা হবে না। যেমন : গেল, ঘেঁষা, ঠেকানো, মেথরানী।

**ছয়. ঙ এবং ং**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি ঙ এবং ং-এর ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁরা হসন্ত ধ্বনি হলে বিকল্প ং বা ঙ রাখতে চান; স্বরাশ্রিত হলে ঙ। সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বারের বিধি সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত অভিমতটি অস্পষ্ট। কারণ, তাঁরা ক-বর্গের ক্ষেত্রে অনুস্বার বা বিকল্পে ঙ লেখার যে বিধান দিয়েছেন তা কোন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সন্ধিবদ্ধ পদে না সন্ধিবদ্ধ নয় এমন পদে প্রযুক্ত হবে, এ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট সূত্র উল্লেখ করেননি। বাংলা একাডেমির প্রস্তাবে দোলাচলতা কম। তাঁরা প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে

সর্বত্র ং এবং বিভক্তিযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে ঙ লেখার প্রস্তাব করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এ ব্যাপারে উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেখানে উচ্চারণে ঙ, ঙ্গ – দুই প্রচলিত সেখানে শুধুমাত্র ঙ রাখতে চান। যেখানে উচ্চারণে ঙ্গ আসছে সেখানে ঙ্গ রাখার প্রস্তাব করেছেন। বাংলা আকাদেমির গৃহীত বিধিটি স্পষ্ট। তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন, যেখানে ম্-এর সন্ধি-পরিণাম হিসাবে ং আসেনি সেখানে ং লেখা অবৈধ। তাই, ভয়ম্ + কর = ভয়ংকর; কিন্তু অংক নয়, অঙ্ক (অন্‌ক্ + অল্)। (মিতালী ২০১০ : ২৪৪, ২৪৬)

প্রবোধচন্দ্র সেন 'ং' এবং 'ঙ'-কে পরস্পরের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে চান। তিনি বলেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার বানানবিধিতে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম উদ্ধার করে সংগীত, অহংকার প্রভৃতি ধরনের শব্দে ঙ্গ ঙ্ক যুক্তাক্ষরের জায়গায় অনুস্বার দিয়ে লেখাকে সিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু লেখালেখির কারবার যারা করেন তাদের সবাইকেই ব্যাকরণ জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কাজেই সঙ্গী, বঙ্গ এসব শব্দও সংগী, বংগ হিসাবে লেখা হতে লাগল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে এ বানান স্বীকৃত নয়। আমার কিন্তু মত হল যে, এসব বানান স্বীকার করে নেয়া উচিত। এতে ভ্রান্তি কম হবে এবং যুক্তাক্ষরের ব্যবহারও কিছু কমবে। আমরা বাংলায় ং কে 'ঙ'-র স্থলবর্তী বলে ধরে নিতে পারি। প্রাচীন বাংলা পুথিতে 'বংশ' শব্দ 'বঙ্‌শ' হিসাবে লিখিত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ ং ও ঙ পরস্পরের স্থলবর্তী হয়েছে। উচ্চারণের ক্ষেত্রেও তাই। সে কারণে যুক্তাক্ষরে 'ঙ'-এর জায়গায় ং লেখা হতে পারে। সবাই তো আর ব্যাকরণ জেনে বানান লেখেন না, কিন্তু এরকম বিধান থাকলে বানান ভুলের দায় থাকবে না। (প্রবোধ ১৯৮৬ : ৩)

**সাত. জ/য**

জ/য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি – তিনটি প্রতিষ্ঠানই প্রচলনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন; কোনো বৈপ্লবিক রদবদল নেই। এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জামিল চৌধুরী (১৯৯০ : ১৪) বলছেন, পদের আরম্ভে অন্তঃস্থ য এবং বর্গীয় জ-এর উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। তবে, পদের মধ্যে ও শেষে অন্তঃস্থ য-এর উচ্চারণে একাধিক ধ্বনি লক্ষ করা যায়। অরুণ সেন (১৯৯৬ : ৭৭) প্রস্তাব করতে চান, তদ্ভব ও দেশি শব্দে সাধারণত য নয়, জ ব্যবহৃত হবে; যেমন : কাজ, জোড়া, জোগাড়। তবে একইসঙ্গে তিনি বলছেন, আধুনিক যুগে প্রচলনের কারণে ব্যতিক্রমও তৈরি হয়েছে। যেমন : যিনি, যখন, যত।

দেবপ্রসাদ ঘোষ 'য'-এর পক্ষ অবলম্বন করেছেন : "...নানা মুনির নানা মত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি "য" স্থানে "জ" লেখা সম্বন্ধে। কেহ কেহ ইহার সপক্ষে প্রাকৃত প্রয়োগ উল্লেখ করেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সব প্রাকৃতে এবিষয়ে একবিধ প্রয়োগ নহে। শৌরসেনী মাহারাষ্ট্রী পৈশাচী প্রাকৃতে "য" স্থানে "জ" হয় বটে, কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে "জ" স্থানে "য" হয়; ...এবং এই মাগধী প্রাকৃতের সহিতই বাঙ্গালা ভাষার নিকটতম সম্পর্ক" (উদ্ধৃত, কেতকী ২০০৫ : ৩১০)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'জ'-এর পক্ষ অবলম্বন করে

বলছেন, "জ ও য স্থানে কেবল জ। সংস্কৃতে এই দুয়ের পৃথক আকার ও উচ্চারণ আছে; কিন্তু বাঙলায় আকৃতি পৃথক হইলেও উচ্চারণ এক। শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কেবলমাত্র জ-য়ের ব্যবহার আছে। সংস্কৃত যমল, যশঃ, যামিনী, যুবা, যমুনা, যেন শব্দগুলি দুই প্রাকৃতে বর্গীয় জ দিয়ে লেখা হয়। বাঙলার মূল গৌড়ী প্রাকৃতে এইরূপ ছিল, অনুমান করা যায়।" (শহীদুল্লাহ ১৯৭০ : ১১৬)

এ ব্যাপারে ক্ষুদিরাম দাস (২০০৭ : ২৩৯)-এর মতকে আমরা অনুসরণীয় মনে করতে চাই –

> এ বিষয়ে আচার্যেরা যা ব'লে গেছেন এবং সংস্কারকেরা যার অনুসরণ করেছেন তার সঙ্গো আমাদের দ্বিমত নেই। অর্থাৎ আমরা কাজ, জুঁই, জোড়া, জাঁতা, জোগান, জোয়ান, জাউ, জুত, জায়গা – এ সবই স্বীকার করি এবং এসব বহু-প্রচলিত হয়েও পড়েছে। আগেকার সংস্কৃত-বাগীশেরা বাঙলা লেখার সময় সংস্কৃতের সঙ্গো মিল ধ'রে এগুলিতে 'য' দিতেন। সেদিন আর নেই। যত, যেন, যাহা, যে, যখন, যেমন এগুলির বানানও মধ্যযুগের পুঁথিতে 'জ' দিয়ে লিখতেই দেখা যায়, আর সেই হিসাবে মধ্যযুগের লেখার মুদ্রণেও তা পাওয়া যায়। গোলমালটা ঘটেছে উনিশ শতকে গদ্যনির্মাণের সময়ে, ...যাঁরা, 'কাজ'কে 'কায' লিখতেন। কিন্তু মধ্যযুগে যা-ই থাক, যে, যেন, যাহা, যত ইত্যাদি জনচিত্তে এতই দৃঢ়মূল হয়ে পড়েছে যে তা থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই। তবে প্রচারযন্ত্রে যাঁদের হাতে আছে এমন 'কী লিখবেন' অথবা 'ভিত্তিপত্র' যদি সাহাস ক'রে জে, জেন, জখন, জত ইত্যাদি ছাপাতে আরম্ভ করেন আমরা তাঁদের সাধুবাদ জানাব।

**আট. ন/ণ**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে অতৎসম শব্দে 'ণ' ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দন্ত্য ন ও মূর্ধন্য ণ-এর ব্যাপারে বাংলা একাডেমি ও পশ্চিমবঙ্গা বাংলা আকাদেমির মধ্যে কোনো মতভেদ লক্ষ করা যায় না। প্রত্যেকেই তৎসম শব্দে ণত্ববিধান মানলেও অতৎসম ও বিদেশি শব্দে ন-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (মিতালী ২০১০ : ২৪৬)

ন/ণ প্রসঙ্গো দেবপ্রসাদ ঘোষের মন্তব্য এরকম : "...পরন্তু এই সব সংস্কারকগণ যখন আবার "ণ" বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বত্র "ন" আমদানী করিতে বলেন, তখন তাঁহারা প্রাকৃত ভুলিয়া যান; ভুলিয়া যান যে এক পৈশাচী প্রাকৃত ভিন্ন সমস্ত প্রাকৃতেই একমাত্র "ণ"ই প্রচলিত, "ন" নাই...। তখন তাঁহাদের প্রাকৃত-নিষ্ঠা থাকে কোথায়? এক এক স্থানে এক এক রকম যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী প্রচলিত বাঙ্গালা বাণান পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা একান্ত অযৌক্তিক ও অশ্রদ্ধেয়।" (উদ্ধৃত, কেতকী ২005 : ৩১০-৩১১)

জামিল চৌধুরী (১৯৯০ : ১৯) সূত্রবদ্ধ করে বলছেন, ধ্বনিতত্ত্বের শৃঙ্খলা-অনুযায়ী বর্গের প্রথম চারটি বর্ণের পূর্বে সমবর্গের পঞ্চম বর্ণ ছাড়া অন্য কোনো নাসিক্যবর্ণ যুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ ক খ গ ঘ-এর পূর্বে

কেবল পঞ্চম বর্ণ ঙ যুক্ত হবে; যেমন – অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, শঙ্খ, সঙ্গ, লঙ্ঘন। অনুরূপভাবে চ ছ জ ঝ-এর সঙ্গে কেবল চ-বর্গের পঞ্চম বর্ণ ঞ যুক্ত হবে; যেমন – অঞ্চল, বাঞ্ছা, অঞ্জলি, ঝঞ্ঝা, যাচঞা, বিজ্ঞ। ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বে কেবল ট-বর্গের পঞ্চম বর্ণ মূর্ধন্য ণ যুক্ত হবে; যেমন – ঘণ্টা, কণ্ঠ, দণ্ড। ত থ দ ধ-এর পূর্বে কেবল ত-বর্গের পঞ্চম বর্ণ দন্ত্য ন যুক্ত হবে; যেমন – দন্ত, গ্রন্থ, আনন্দ, বন্ধ। আর, প ফ ব ভ-এর পূর্বে কেবল প-বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম যোগ হবে; যেমন – কম্পন, লম্ফ, দম্ভ। যেহেতু চ-বর্গ, ট-বর্গ এবং ত-বর্গ পরস্পর যুক্ত হয় না, সেহেতু চ-বর্গ অথবা ট-বর্গের পূর্বে দন্ত্য ন যুক্ত করে কখনও অঞ্চল, ঘণ্টা বা কণ্ঠ লেখা যায় না। কারণ চ-বর্গের সঙ্গে মূর্ধন্য ণ অথবা দন্ত্য ন, ট-বর্গের সঙ্গে দন্ত্য ন এবং ত-বর্গের সঙ্গে মূর্ধন্য ণ উচ্চারণ করা যায় না।

এতসব সত্ত্বেও, আমরা মূর্ধন্য ণ-কে বর্জন করে সর্বক্ষেত্রে দন্ত্য ন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এমনকি, বাংলায় ণ-দিয়ে শুরু শব্দের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য : ণই, ণকার, ণত্ববিধান, ণ-ফলা, ণম্বা, ণালিকা, ণিচ্, ণিজন্ত। এমতাবস্থায় ণ-কে বর্জন করলে অভিধান থেকে শুধু যে ণ-ভুক্তিটিই বাদ যাবে তা নয়, বাংলা বর্ণমালা থেকেও ণ বাদ যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। তাছাড়া, প্রাথমিকভাবে প্রায় সব পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, বাংলায় 'ণ'-এর উচ্চারণ নেই। আর, ট-বর্গীয় প্রতিবেশে 'ন'-এর উচ্চারণ মূর্ধন্য হলেও বানানে তার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়োজন হবে না।

**নয়. শ/ষ/স**

তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-এর মধ্যে কোনটি প্রযুক্ত হবে সে ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটি ও বাংলা একাডেমি কোনো বিধান দেননি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানানের একরূপতা রক্ষার জন্য শ-ষ বা শ-স এই বিকল্প যেখানে আছে সেখানে সর্বত্রই শ রাখার প্রস্তাব করেছেন। আর তদ্ভব শব্দে তিনটি প্রতিষ্ঠানই মূলানুসারে তিনটি স-ব্যবহার করেছেন। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি উচ্চারণ অনুসারে ং স্থানে স, ংয স্থানে শ লেখার প্রস্তাব করেছেন। তবে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। বাংলা একাডেমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিও কোনো নতুন পদক্ষেপ নেননি। উচ্চারণ ও প্রচলনের মধ্যে সমঝোতা করে চলেছেন। (মিতালী ২০১০ : ২৪৫, ২৪৬)

বর্ণ তিনটির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন জামিল চৌধুরী (১৯৯০ : ১৪, ১৯-২০) – তালব্য শ-র প্রকৃত উচ্চারণস্থান অগ্রতালু, মূর্ধন্য ষ-র প্রকৃত উচ্চারণস্থান মূর্ধা (যদিও বাংলাভাষীর পক্ষে অভ্যাসবশত এর প্রকৃত উচ্চারণ প্রায় অসম্ভব) এবং দন্ত্য স-র প্রকৃত উচ্চারণস্থান দন্তমূল। তবে বাংলায় সাধারণত এই তিনটি বর্ণ অভিন্নরূপে তালব্য শ-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন – সবিশেষ শব্দে, শ ষ স-এর উচ্চারণ অভিন্ন এবং তালব্য শ-র অনুরূপ। কিন্তু যুক্তরূপে এই তিনটি বর্ণের স্বতন্ত্র উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়। এই

সূত্রের অনুসারণে অঘোষ তালব্য বর্ণের (চ ছ) পূর্বে কেবল তালব্য শ (যেমন পশ্চিম, নিশ্ছিদ্র), অঘোষ মূর্ধন্য বর্ণের (ট ঠ) পূর্বে কেবল মূর্ধন্য ষ (যেমন কষ্ট, ওষ্ঠ) এবং অঘোষ দন্ত্য বর্ণের (ত থ) পূর্বে কেবল দন্ত্য স যুক্ত হয় (যেমন অস্ত, প্রস্থ) এবং যুক্ত রূপে শ, ষ এবং স যথাক্রমে তালু, মূর্ধা ও দন্ত থেকে উচ্চারিত হয়।

‘ষ্ট’-এর বদলে ‘স্ট’ ব্যবহারে আপত্তি করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণের ‘বিজ্ঞপ্তি’তে লিখেছেন,

> ‘স্ট’ আজকাল অশুদ্ধভাবে যেখানে সেখানে ‘ষ্ট’-এর স্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। শুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে এবং বাঙ্গালায় পূর্ণভাবে গৃহীত বিদেশি শব্দে ‘ষ্ট’; ইংরেজী শব্দের স্বকীয় শুদ্ধ উচ্চারণ দেখাইবার জন্য ‘স্ট’। ‘মাষ্টার, যীশু-খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টান, ইষ্টিশন’ – বাংলা শব্দ, ‘মাস্টর, জিজস্-ক্রাইস্ট্, ক্রিশ্চান, স্টেশন’ – ইংরেজি শব্দ। এই পার্থক্য রাখা হইয়াছে। (সুনীতিকুমার ১৯৬২ : বিজ্ঞপ্তি )

শ/ষ/স – এই বর্ণ তিনটির ব্যবহারে অতৎসম শব্দে নানারকম নীতি চলে আসছে (অরুণ ১৯৯৬ : ৫৫) –

ক. সাধারণভাবে উচ্চারণ-অনুসারে শ ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন : জিনিশ, হিশেব, খোলশ, পাঙাশ।

খ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে, প্রধানত তদ্ভব শব্দে, উৎস-শব্দের অনুসারী। যেমন : ষাঁড় (<ষণ্ড), শাঁস (<শস্য), মশা (<মশক), আঁষ (<আমিষ), ওষুধ (<ঔষধ), কাঁসা (<কাংস্য)।

গ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘ক’ অনুসারে শ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স প্রচলিত। যেমন : ভালোবাসা। কিংবা ‘খ’ অনুযায়ী যেটি ব্যবহারের কথা ছিল, ব্যবহার হয়েছে অন্যটি। যেমন : সাধ (<শ্রদ্ধা)।

বাংলা বানানকে উচ্চরণ-অনুসারী করার অভিপ্রায় থেকে পবিত্র সরকার বলেছেন,

> এই [অর্থাৎ উচ্চারণের] ‘শাঁড়’ এখন ‘বাংলা’ শব্দ। যেগুলি এইরকম বাংলা শব্দ, সেগুলিকে কি আমরা ধ্বনিসংগত বানানে লিখব না ? তৎসম শব্দগুলিও তো উচ্চারণের দিক থেকে বাংলা – সেগুলিকেও কি আমরা উচ্চারণ অনুযায়ী বানানে লিখব না – সংস্কৃত বানানের রীতি কি আমরা বিসর্জন দেব না ? বাংলা তো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা – তার নিজস্ব উচ্চারণরীতিকে কি আমরা বানানে এবার স্বীকার করব না ? (উদ্ধৃত, কেতকী ২০০৫ : ৩৪০)

এই গবেষণায় আমরা সিদ্ধান্ত করি, সব ক্ষেত্রে ‘ষ’ বর্জন করা যেতে পারে। তখন ষাঁড়, আমিষ/আঁষ, ওষুধ/ঔষধ প্রভৃতি শব্দের নতুন বানান হবে – শাঁড়, আমিশ/আঁশ, ওশুধ/ঔশধ ইত্যাদি।

**দশ. বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব**

স্বতন্ত্র বর্ণরূপে শব্দের আরম্ভে, মধ্যে এবং শেষে অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ বর্গীয় ব-এর অনুরূপ (জামিল ১৯৯০ : ১৪)। বাংলায় এ দুটি বর্ণের আকৃতি ও উচ্চারণে কোনো ফারাক নেই। তবে বিশ্ব, স্বত্ব ইত্যাদি শব্দে ব-ফলা রূপে ব্যবহারের সময়ে উচ্চারণের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। বাংলা বানানকে পুরোপুরি উচ্চারণ-অনুগ করার পিছনে যেসব বর্ণের বাধা রয়েছে, তার মধ্যে য-ফলা ও ব-ফলা প্রধান। আমরা ব-ফলাকে প্রচলিত রূপেই রেখে দিতে চাই। অধিকন্তু ব-ফলার উচ্চারণকে সূত্রবদ্ধ করতে চাই। আর বর্ণমালা থেকে অন্তঃস্থ ব-কে বিদায় দিয়ে বাংলায় শুধু একটি 'ব' রাখতে চাই।

**এগার. 'ত' ও 'ৎ'**

বিষয়টা বানানের ততটা নয়, যতটা হরফের। তবে হরফে হেরফের ঘটলে তা উচ্চারণেও সংক্রামিত হতে পারে (ক্ষুদিরাম : ২৩৮)। 'ভিত্তিপত্র' প্রস্তাব রেখেছেন আমরা ৎ কোথাও ব্যবহার করব না। অসংস্কৃত শব্দে ত লিখইে ৎ-এর প্রয়োজন বেশ কিছু ক্ষেত্রে নির্বাহিত হচ্ছে; যেমন – হাত, পাত, আঁত, দাঁত, মত, খত, মতলব, নাতনী, নাতবৌ, শরিয়ত, ইজ্জত, ফুরসত প্রভৃতি। অবশ্য একাক্ষর অসংস্কৃত শব্দে সর্বত্র তা হতে পারছে না, যেমন – চিৎ, গৎ, ধেৎ, কাৎ, কোঁৎ, ঘোঁৎ প্রভৃতি। এই গবেষণায় আমরা 'ভিত্তিপত্র'-অনুযায়ী প্রস্তাব করতে চাই, সংস্কৃত শব্দের প্রচলিত ৎ-গুলোকে ত্ বানানে লেখা যেতে পারে; এমনকি, অনুরূপভাবে বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রেও। যদিও আমরা মানি, সংস্কৃতের তৎপর, উৎপাত, খুৎকার, শীৎকার, কুৎসিত, রণজিৎ, সত্যজিৎ, বিদ্যুৎ, তড়িৎ, কৃচিৎ প্রভৃতি শব্দ আমাদের স্মৃতিতে প্রচণ্ডভাবে গেঁথে আছে; সেগুলোকে একদিনে পরিবর্তন করা যাবে না।

**বার. বিসর্গ (ঃ)**

বিসর্গ রক্ষা বা বর্জনের ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে মতামত দিলেও সম্ভবত জনমতের চাপে তৃতীয় সংস্করণে নীরব থেকেছেন। ঢাকার একাডেমিও এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য দেখাননি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এ বিষয়ে তাঁদের প্রস্তাবে মোটামুটি তৎসম শব্দের বানানে সন্ধির ক্ষেত্রে পদমধ্যস্থ বিসর্গ ছাড়া অন্যত্র বিসর্গ বর্জনের পক্ষপাতী। আকাদেমি যেখানে বিসর্গযুক্ত শব্দের বিকল্পরূপ প্রচলিত সেখানে বিকল্পই রাখতে চান। (মিতালী ২০১০ : ২৪৫)

বিসর্গসন্ধির সূত্র আমরা অষ্টম অধ্যায়ে সংযোজিত করেছি। সাধারণভাবে, কোনো পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে বিসর্গের পরবর্তী বর্ণের ধ্বনিদ্বিত্ব হয়; যেমন – দুঃখ, নিঃশেষ শব্দের উচ্চারণে খ এবং শ-এর ধ্বনিদ্বিত্ব হয় (জামিল ১৯৯০ : ১৫)। শব্দের অন্তে বিসর্গ বর্জনের প্রায় সর্বজনস্বীকৃত বিধানটি আমরাও মান্য করতে চাই। যদিও এ প্রসঙ্গে খানিক ভিন্নমত পোষণ করে কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩৩১) লিখেছেন –

> 'ইতস্ততঃ' বা 'অহরহঃ' বা 'পুনঃপুনঃ'-তে শেষের বিসর্গ বাদ দেওয়া ঠিক ব'লে মনে হয় না আমার। শব্দগুলির গায়ে লেগে আছে ব্যুৎপত্তির পদচিহ্ন। লেগে থাকলে সেগুলি অবলম্বন করে ছেলেমেয়েদের বোঝানো যায় কিভাবে বড় শব্দের ভিতরে ঘটেছে দুটি ছোট শব্দের মিলন।

বাংলায় ব্যবহৃত একক সংস্কৃত শব্দের শেষে বিসর্গ পরিত্যক্ত হয়েছে; যেমন – মন (মনঃ), শির (শিরঃ), চক্ষু (চক্ষুঃ), বয়স (বয়ঃ), যশ (যশঃ), ছন্দ (ছন্দঃ), শ্রেয় (শ্রেয়ঃ) প্রভৃতি। কিন্তু একককভাবে ব্যবহৃত এসব শব্দে বিসর্গ ব্যবহার না করা হলেও সমাস বা সন্ধিযোগে গঠিত শব্দের ক্ষেত্রে বিসর্গ নানাভাবে রয়ে গেছে; যেমন – মনোযোগ, মনঃকষ্ট, শিরঃপীড়া, শিরোরোগ, চক্ষূরোগ, চক্ষুর্দ্বয়, বয়ঃপ্রাপ্ত, বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়োধর্ম, যশস্কর, যশোলাভ, ততোধিক, মুহুর্মুহু, অহরহ প্রভৃতি। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ 'ক্রমশঃ প্রায়শঃ অন্ততঃ' প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে বিসর্গ-যোগ অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে, তা না হলে শেষের অক্ষরটা উচ্চারণে হস-যুক্ত হয়ে পড়তে পারে। সুনীতিকুমারও শেষজীবনে 'তস্' প্রত্যয়ান্ত কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে পুনরায় বিসর্গ দিয়ে বানান লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

এক্ষেত্রে আমরা যথাসম্ভব সরলীকরণের পক্ষপাতী। কেবল 'ভিত্তিপত্র' প্রস্তাবিত 'ছন্দলিপি', 'ছন্দবোধ'-এর ক্ষেত্রেই নয়; উচ্চৈস্বরে, মনপ্রাণ, মনক্ষোভ, মনক্ষুণ্ন, বয়ক্রম, বয়জ্যেষ্ঠ, সদ্যজাত, সদ্যস্নাত, দুস্থ, নিস্পৃহ, বয়স্থা, মনস্থ প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রেও। 'নিশ্বাস' শব্দ থেকে বিসর্গ আগেই উঠে গেছে; 'ইতস্তত', 'বয়স্ক', 'পুনরায়', 'পুনর্বার' এরকম কয়েকটি বহু ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে লুকানো অবস্থায় রয়েছে, আর রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে অধঃপাত, অতঃপর, বয়ঃসন্ধি, শিরঃপীড়া, পুনঃপুন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দে। অভ্যস্ত উচ্চারণ রক্ষা করার জন্যই ওই শব্দগুলোতে বিসর্গ রাখা দরকার। কিন্তু যেহেতু মধ্যবর্তী বিসর্গের পর যুক্তাক্ষর থাকলে ওই বিসর্গ তুলে দিলেও তার আশ্রয়ী ব্যঞ্জনে খানিকটা জোর আপনা থেকেই পড়ে; সেহেতু বয়প্রাপ্ত, মনক্ষুণ্ন, মনস্থ, দুস্থ, নিস্পৃহ বানান চলতে পারে। এমনকি, মনঃপূত, মনঃপীড়া, মনঃসমীক্ষা, অন্তঃসত্ত্বা এসব শব্দের বিসর্গ বর্জন করতে পারলেও ভালো হয়। তাছাড়া মনোযোগ, মনোনিবেশ এমনকি মনোভাব থেকে ও-কারটা সরিয়ে দেয়া যায়; কারণ 'মন' শব্দটার সঙ্গে ভাষা-ব্যবহারকারী বেশি পরিচিত থাকার জন্য 'মনযোগ' বা 'মননিবেশ' লিখতে চায়। সুতরাং, এই গবেষণায় এ ধরনের শব্দে ও-কার তুলে দেয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে।

**তের. চন্দ্রবিন্দু (ঁ)**

চন্দ্রবিন্দু একটি স্বরাশ্রয়ী বর্ণ। চন্দ্রবিন্দুর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কোনো বর্ণের উপর চন্দ্রবিন্দু দিলে সেই বর্ণের সঙ্গে যুক্ত স্বরের ধ্বনি অনুনাসিক হয় (জামিল ১৯৯০ : ১৫)। চন্দ্রবিন্দু আগমনের সূত্র অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এই অনুনাসিক বর্ণটির ব্যাপারে আমরা প্রচলিত প্রথাকেই মান্য করতে চাই। একইসঙ্গে বলে রাখা দরকার, অকারণ 'চন্দ্রবিন্দু' ব্যবহারের পক্ষপাতী নই আমরা।

**চৌদ্দ. হসচিহ্ন (্)**

কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বর যুক্ত না থাকলে তা বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত চিহ্নকে হস বা হলচিহ্ন (্) বলা হয়। অর্থাৎ অনেক সময়ে ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনি নির্দেশ করবার জন্য হসচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। অভিধানের বিধানমত ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা না থাকলে হসচিহ্ন দেয়ার প্রয়োজন নেই। আধুনিক

লেখকদেরও তাই মত। আবার অনেকে মনে করেন হস্-অন্ত তৎসম শব্দে হস্ বর্জন 'গুরুতর অপরাধ', কারণ কিছু কিছু উপসর্গ ও ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর শেষ বর্ণে হসচিহ্ন না দলে সন্ধি-সমাসে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। (জামিল ১৯৯০ : ৫৮)

মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০ : ২৪৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতি তৎসম শব্দের হসচিহ্ন সম্পর্কে ঠিক বিসর্গের সমস্যার মতোই ৩য় সংস্করণে নীরব থেকেছেন। বাংলা একাডেমিও তাদের অনুসরণ করেছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গা বাংলা আকাদেমি সংস্কৃত সন্ধিজাত শব্দে পূর্বপদের শেসে হসচিহ্ন রাখলেও অন্যত্র বাহুল্যবোধে বর্জন করেছেন।

আমরা বলতে চাই, কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হসচিহ্ন বিধেয় হোক। মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৪৩) অবশ্য বলতে চান, যদি নীতি হিসাবে হসচিহ্ন বাদ দেয়া হয়, তবে যাবতীয় প্রচলিত-অপ্রচলিত শব্দে তা বর্জিত হওয়াই সমীচীন। কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩৩০) যথার্থই লিখেছেন, "যদি কখনও কোনো কারণে bullshit শব্দটা বাংলায় লেখার দরকার পড়ে, তা হলে আমি অন্ততঃ ঠিকঠাক হসন্ত-টসন্ত লাগিয়ে লিখবো 'বুল্শিট্,' যেহেতু শব্দটা বাংলার প্রেক্ষাপটে ততটা পরিচিত নয়, আর সুপরিচিত প্রায়-বাংলা শব্দ marksheet-কে অনায়াসে লিখবো 'মার্কশীট', হস্-চিহ্ন লাগবে না"।

**পনের. ঊর্ধ্বকমা (')**

কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩৩২) কিংবা ক্ষুদিরাম দাস (২০০৭ :২৪০) যদিও বলছেন, "আমি 'ক'রে', 'ধ'রে', 'ব'লে' ইত্যাদি কতগুলো অসমাপিকা ক্রিয়ায় ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করি, এবং সর্বদা লিখি 'করবো', 'দেবো,' 'হলো' ইত্যাদি – অর্থাৎ শেষে ও-কারটা রাখি", কিন্তু আমরা অসমাপিকা ক্রিয়াসহ প্রায় সবক্ষেত্রে ঊর্ধ্বকমা বাদ দেয়ার সুপারিশ করি। তবে শব্দের ভিতরে বর্ণলোপ বোঝাতে এখনও এর প্রয়োগ-যাথার্থ্য রয়েছে; যেমন – দুইটি > দু'টি, না পারি > না'রি।

**৭.৭.৩ বিদেশি শব্দের বানান ও বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ**

বিদেশি শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ক্ষুদিরাম দাস (২০০৭ : ২৪১) বলেছেন, "বিদেশি শব্দের যথাযথ উচ্চারণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় অব্যাহত রাখতে হবে এমন সাধু পণ কোনো ভাষাতেই কেউ করে না, করলেও বাস্তবে তা চলে না, ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, জাপানীতেও সেরকম নীতি নেই।" এ বিষয়ে রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার বলেন, এক ভাষার উচ্চারণ অন্যভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। অতএব, নতুন আয়াসের প্রয়োজন নেই; কাছাকাছি বাংলা রূপ হলেই লেখার কাজ চলবে।

পর্তুগিজ ও ইংরেজরা আসার আগেই বহু আরবি ফারসি শব্দ বাংলায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এসব শব্দ বাংলা উচ্চারণে ও লিখনে তাদের বিশিষ্ট নিজরূপ ত্যাগ করে বাঙালিয়ানারা মূর্তিতেই প্রকাশ পেয়েছিল। ক্ষুদিরাম দাস উদাহরণ দিয়ে বলছেন (২০০৭ :২৪১) –

> আরবি-ফারসি : ওয়াসি = অছি; ইলাকা = এলাকা; ইজলাস = এজলাস; কিস্‌ত = কিস্তি; শেনাখ্‌ত = সনাক্ত ইত্যাদি সহস্রাধিক শব্দ।
>
> পর্তুগিজ : আলফিনিতে = আলপিন; জানেল্লা = জানালা; প্যাএরা = পেয়ারা; এস্তিরার = ইস্ত্রি; আনানস = আনারস; এন্তারো = এন্তার ইত্যাদি শতাধিক শব্দ।
>
> ইংরেজি : লর্ড = লাট; অর্ডারলি = আরদালি; গ্লাস = গেলাস; স্কুল = ইস্কুল; টেব্‌ল = টেবিল; স্টেবল = আস্তাবল; স্টেশন = ইস্টিশান; হস্‌পিট্যাল = হাঁসপাতাল; বেন্‌চ = বেঞ্চি; ইংলিশ = ইংরেজি; জেনারেল = জাঁদরেল ইত্যাদি দু'শতাধিক শব্দ।

উচ্চারণ বজায় রেখে এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় হুবহু প্রতিবর্ণিত করা বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ (১) উচ্চারণে জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত বা কণ্ঠের সহায়ক ক্ষমতার অভাব, (২) লিপির অভাব। ইংরেজির f, v, z উচ্চারণের যথাযথ লিপি বাংলায় নেই। আরবি-ফারসির কণ্ঠনালীর ক, খ ও উষ্ম ফ উচ্চারণের শক্তি ও লিপিও বাংলায় নেই। 's'-এর জায়গায় 'স' এবং sh-এর জায়গায় শ লিখলেই হবে – ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ইংরেজির এ্যাক্‌সেন্টের চরিত্র বাংলায় নেই; যেমন, bird বা little শব্দের সঠিক অনুলিখন বাংলায় সম্ভব নয়।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দগুলো প্রধানত আরবি-ফারসি ও ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে। আরও কিছু বিদেশি ভাষার শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। বর্তমানে বিদেশি শব্দের বানানে প্রায় সবাই দীর্ঘ স্বর বর্জনের প্রস্তাব করেছে। অর্থাৎ নতুন বানান হবে – ইদ, ইগল, একাডেমি, আপিল। আমরাও তাই সমর্থন করি। তবে স্বরের দীর্ঘতা বোঝানোর প্রয়োজন মনে করলে (বিশেষত আরবি বা অন্য শব্দের উচ্চারণে – যেখানে উচ্চারণে অর্থভেদ ঘটে যায়) বর্ণের ডানে বা নিচে কোনো অনুচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : ইˑমান।

কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩৩০) দীর্ঘস্বর বর্জনকে ব্যাঙ্গা করে লিখেছেন, "সাম্প্রতিক ফরমান অনুযায়ী ঈ-কার এখানে নিষিদ্ধ, লিখতে হবে 'মার্কশিট'। shit আর sheet দুইই আমাদের হতবল দরিদ্রীকৃত প্রতিবর্ণীকরণে দাঁড়াবে 'শিট'!! এ তো বড় ঝামেলা, বড় করুণ কৌতুকের কার্টুন। একদিকে বাংলায় দীর্ঘ স্বর নেই এই অজুহাতে আমাদের ঈ-কার উ-কার লেখার অধিকার সংকুচিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে যেসব বিদেশি শব্দে অবিসংবাদিতভাবে দীর্ঘ স্বর আছে – আমরা জানি যে আছে সেগুলির

প্রতিবর্ণীকরণেও আমরা ঈ-কার ঊ-কার ব্যবহার করতে পারবো না!” তবে, অনুচিহ্ন ব্যবহারে তাঁর আপত্তি নেই : “বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে আমি এখন জ. আর জ.. এই দুটি চিহ্ন নিয়মিত ব্যবহার করছি, স্প্যানিশ থ-এর জন্য থ. ব্যবহার করেছি, এখন ভাবছি v-র জন্য কী করা যায়, ভ. চলবে কি ? অজস্র নতুন শব্দ দুর্বার বেগে আমাদের ভাষায় ঢুকছে, কয়েকটা নতুন চিহ্ন আমাদের কাজে লাগবে, আমাদের বর্ণমালাকে ঋদ্ধতর করবে। আধুনিক পৃথিবীতে সংকেতচিহ্নের সরলীকরণ নয়, সূক্ষ্ম বিশেষীকরণই জরুরী।” (কেতকী ২০০৫ : ৩২৪)

বিদেশি ভাষার শব্দগুলো বাংলায় ব্যবহৃত হওয়ার সময় উচ্চারণগত কারণে বর্ণগত কিছু সমস্যা দেখা যায়। কারণ সব ভাষার বর্ণ একই উচ্চারণের অনুগত নয়। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য থাকায় উচ্চরণের ভিন্নতা দেখা দেয় এবং এক ভাষার কোনো বর্ণের পরিবর্তে অন্য ভাষার কোন বর্ণ ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। লেখকেরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়ার একেক জন একেকরকম বানানে লিখে থাকেন। যেমন – England শব্দটি বাংলায় কেউ লেখেন ইংলন্ড, কেউ লেখেন ইংল্যান্ড। America শব্দটি উচ্চারণ করেন অ্যামেরিকা, কিন্তু লেখেন আমেরিকা। Chicago-এর সঠিক উচ্চারণ ‘শিকাগো’, কেউ ইংরেজি অনুসরণে লেখেন ‘চিকাগো’। Socrates গ্রিক উচ্চারণ-অনুসারে প্রতিবর্ণীকরণে হয় ‘সোক্রেতেস’ আর ইংরেজি উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান হয় ‘সক্রেটিস’। বানান ও উচ্চারণের ভিন্নতার এই সমস্যাটি প্রতিবর্ণীকরণ সংক্রান্ত। এক ভাষার ধ্বনিকে অন্য কোনো ভাষার বর্ণমালার বর্ণে লেখার নাম প্রতিবর্ণীকরণ। যেমন – লন্ডন, রেস্তোরাঁ, বায়তুল মুকাররম যথাক্রমে ইংরেজি, ফরাসি ও আরবি শব্দের প্রতিবর্ণীকৃত রূপ। এরকম আব্রাহাম লিংকন, ম্যাক্সিম গোর্কি, ওয়ার অ্যান্ড পিস, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা, বাস্কেটবল, নিউমার্কেট প্রভৃতি। এক ভাষার বর্ণের অন্য ভাষায় প্রতিবর্ণ কী হবে তা-ই এখানে বিচার্য। বাংলা বর্ণে অন্য ভাষায় শব্দ যা-ই লেখা হয়, তা-ই প্রতিবর্ণীকরণের উদাহারণ। সব ভাষার ধ্বনিসম্ভার একরকম নয়। সেজন্যই সমস্যা দেখা দেয় কোন বর্ণের প্রতিবর্ণ কী হবে তা নিয়ে। দুই ভাষার বর্ণের উচ্চারণ হুবহু একরকম না হওয়ায় প্রতিবর্ণীকরণ কখনোই যথাযথ হয় না। বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ আছে যা অন্য ভাষা থেকে নেয়া শব্দের প্রতিবর্ণীকৃত রূপ। যেমন – আগস্ট, ইশারা, সুলতান, পেনসিল, খুশি, চশমা, মামলা, জামা, প্যান্ট, অ্যাডভোকেট, স্টেশন, হুঁশিয়ার ইত্যাদি। (মাহবুবুল ২০১১ : ৮১)

লক্ষণীয়, হাসাপাতাল, গেলাশ প্রভৃতি শব্দ অন্য ভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে, কিন্তু এগুলো প্রতিবর্ণীকরণের উদাহরণ নয়। ‘হসপিটাল’ লেখা হলে তা হবে প্রতিবর্ণীকরণ। মূল ইংরেজি শব্দ হসপিটাল লোকের মুখের উচ্চারণে বদলে গিয়ে যা দাঁড়াল, তাকে বাংলা বর্ণে লিখতে গেলে হয় ‘হাসপাতাল’। ‘হাসপাতাল’ এখন একটি বাংলা শব্দ যা যার মূল হল ‘হসপিটাল’।

**এক.**

প্রতিবর্ণ কী হবে সে সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানরীতিতে বলা হয়েছে : বিদেশি শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হবে; যথা – জিনিস, পুলিস, মসলা, সাদা, তক্তপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন। কিন্তু কতগুলো শব্দে ব্যতিক্রম হবে; যথা – ইস্তাহার (ইশতিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ), ভিস্তি (বিহিশ্‌তি), খ্রীষ্ট (Christ)। বহু বিদেশি শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতগুলো শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানানই দেখা যায়; যথা – সরবত, শরবত; সরম, শরম; পুলিস, পুলিশ। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়। বিদেশি শব্দের s ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে; যথা – কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতিতে আরও বলা হয়েছে : Cut-এর u, cat-এর a এবং f, u, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নেই। অল্প কয়েকটি নতুন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলালিপিতে প্রবর্তিত করলে মোটামোটি কাজ চলতে পারে। বিদেশি শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নতুন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশি শব্দের শুদ্ধিরক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নেই, কাছাকছি বাংলা রূপ হলেই লেখার কাজ চলবে। যেসব বিদেশি শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলে এসেছে সেসব শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে; যথা – কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেন্ড। (পবিত্র ২০০৪ : ১৬৪-১৬৫, ১৬৭-১৬৮)

**দুই.**

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলায় আগত বিদেশি শব্দের বানান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, বাংলায় প্রচলিত কৃতঋণ বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতিতে লিখিত হবে; যেমন – কাগজ, জাহাজ, হাসাপাতাল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে : (ক) ইসলাম-ধর্ম সম্পর্কিত এইসব শব্দে যোয়াদ ও যাল-এর জন্য য (ইংরেজি z ধ্বনির মতো) ব্যবহৃত হবে; যেমন – আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যিকির, যোহর, রমযান, হযরত। (খ) অনুরূপ শব্দে আরবি সোয়াদ ও সিন-এর জন্য স এবং শিন-এর জন্য শ হবে; যেমন – সালাম, মসজিদ, সালাত, এশা। (গ) ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত s ধ্বনির জন্য স ও sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি ধ্বনির জন্য শ এবং st ধ্বনির স্ট যুক্তবর্ণ লেখা হবে। (ঘ) ইংরেজি বক্র a ধ্বনির জন্য শব্দের প্রারম্ভে এ ব্যবহার্য; যেমন – এলকহল, এসিড। (ঙ) Christ ও Christian শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান। এই নিয়মে খ্রিস্টাব্দ হবে। (আলম ২০১১ : ৮২)

**তিন.**

বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানে প্রতিবর্ণ নির্ধারণের বিষয়টি এভাবে নির্দেশিত হয়েছে : বিদেশি মূল শব্দে শ, স-য়ের যে প্রতিসঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : হিসাব, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, নাশতা, কিশমিশ, শরম, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়; কিন্তু বিদেশি শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিয়ো, স্টেশন।

আরবি-ফারসি শব্দে 'সে', 'সিন্', 'সোয়াদ' বর্ণগুলোর প্রতিবর্ণরূপে স এবং 'শিন্'-এর প্রতিবর্ণরূপে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : তসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), বেহেশত। এই ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স ছ-য়ের রূপ লাভ করেছে সেখানে 'ছ' ব্যবহার করতে হবে। যেমন : পছন্দ, মিছিল, মিছরি, তছনছ।

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাহাজ, টেবিল, ফিরিস্তি, বাজার, জুলুম, জেব্রা। কিন্তু ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে', 'যাল', 'যোয়াদ', 'যোই' রয়েছে, তার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো। সে ক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলোর জন্য য ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারেন। তবে জাদু, জোয়াল, জো ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

বিদেশি শব্দে অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা ে-কার ব্যবহৃত হবে; যেমন : এন্ড, নেট, বেড, শেড। বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা ্যা ব্যবহৃত হবে; যেমন : অ্যান্ড, অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ব্যাক। (আনিসুজ্জামান ১৯৯২ : ৮-১০)

**চার.**

বিদেশি শব্দ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি জানাচ্ছেন, বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত বিদেশি শব্দে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন না দিয়ে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হবে; যেমন – ইগল, ইদ, কাজি, গির্জা, লিগ, সুফি, স্ট্রিট। বিদেশি

শব্দের ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ণ প্রযোজ্য হবে না, সর্বত্র দন্ত্য ন ব্যবহার করতে হবে; যেমন – কর্নওয়ালিশ, কুর্নিশ, গভর্নর, লন্ডন, হর্ন। st বর্ণগুচ্ছ-বিশিষ্ট শব্দে 'স্ট' হবে; যেমন – খ্রিস্ট, পোস্ট, স্টোর।

কিছু আরবি-ফারসি শব্দে 'স' ব্যবহৃত হবে : ইসলাম, মুসলিম, সাদা, সুলতান। আমাদের অভ্যাসের মধ্যে এসে গেছে বলে কিছু শব্দে তালব্য শ চলবে : আপশোশ, আয়েশ, উশুল, কিশমিশ, তপশিল। কিছু ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপে তালব্য শ হবে : অ্যাশট্রে, কার্নিশ, নোটিশ, পুলিশ, শুটিং। তবে ইংরেজি s-এর উচ্চারণ বাংলা শব্দে বজায় থাকলে তা দন্ত্য স দিয়েই লেখা উচিত : ক্রস, জুস, নার্সারি, প্র্যাকটিস, সুটকেস। বাংলা মান্য উচ্চারণ অনুসারে স-এর s-উচ্চারণ যুক্ত শব্দকে 'ছ' দিয়ে লেখা ঠিক হবে না : এছলাম নয়, ইসলাম; মুছলমান নয়, মুসলমান। ভারতীয় বাংলায় 'য' দিয়ে z উচ্চারণ বোঝানোর রীতি মান্যতা পায়নি; তাই অযু বা ওযু নয়, অজু বা ওজু; নামায নয়, নামাজ। বিশেষভাবে উচ্চারণ দেখানোর প্রয়োজন হলে নিচে অনুচিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব করছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি : হ  রত।

মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু (২০০৭ : ২৪৮) বলছেন, ভাষান্তর হয়ে যেসব শব্দ বাংলায় এসেছে তাদের মধ্যে মূল শব্দের তুলনায় উচ্চারণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। এসব শব্দ সম্বন্ধে এক সাধারণ নিয়ম দাঁড় করেছন তিনি : উর্দু আদি ভাষার 'স' বাংলায় এসে 'ছ' এবং 'উ' স্থানে 'ও' হয়ে পড়ে –

| **ক** | **খ** |
|---|---|
| **অন্যভাষা** | **বাংলা** |
| সেস্ (Cess) | ছেছ্ |
| সানি | ছানি |
| ফসাদ্ | ফছাদ্ (ফ্যাসাদ) |
| মুসলমান | মোসলমান |

মহেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, বাংলা লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ 'ক' অক্ষুণ্ন রেখেছেন, অতএব 'খ'-কে অশুদ্ধ বলা উচিত। (২০০৭ : ২৪৮)

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে নিয়ম প্রণয়ন করা হলেও শ, ষ, স-বর্ণের উচ্চারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। এই বর্ণগুলোর উচ্চারণ মূলত 'শ'। যেমন : 'সবিশেষ'। এই শব্দে শ, ষ, স-এ তিনটিরই উচ্চারণ এক অর্থাৎ শ-এর উচ্চারণ। সাপ-এর স, অভিশাপ-এর শ এবং ষড়-এর ষ – প্রত্যেকটির একই উচ্চারণ। বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণ নির্ধারিত করার সময় একই উচ্চারণের জন্য কখনও শ, কখনও স, আবার কখনও ষ নেয়া হয়েছে। ফলে পোশাক/পোষাক, ক্লাস/ক্লাশ, পোস্ট/পোষ্ট,

স্টেডিয়াম/ষ্টেডিয়াম ইত্যাদি বানান-দ্বৈততা তৈরি হয়েছে। আবার, স-কে শ-এর মতো উচ্চারণ করা হয় বলে প্রতিবর্ণীকরণের সময় স-এর আসল উচ্চারণ উপেক্ষা করে কেউ কেউ 'স'-এর বদলে 'ছ' বর্ণ ব্যবহার করেন; যেমন : ছালাম, ইছলাম, ছওয়ার ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব শব্দ হবে – সালাম, ইসলাম, সওয়ার, সামান ইত্যাদি। জামিল চৌধুরী বলছেন, "বিদেশি শব্দ প্রতিবর্ণীকরণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতির দন্ত্য স-এ ট যুক্ত করবার বিধান কিছুটা বিভ্রান্তিকর" (১৯৯০ : ২০); তিনি ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে মূর্ধন্য ষ-কেই যুক্ত করতে চান। আমরা বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে সবক্ষেত্রে 'ষ' বর্জনের প্রস্তাব করি। এমনকি বহুল প্রযুক্ত না হলে 'ছ'-কেও বাদ দিতে বলি। মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হতে পারে। জ/য এবং ন/ণ-এর ক্ষেত্রে সর্বত্র 'জ' এবং 'ন' ব্যবহার করতে বলি।

মাহবুবুল আলম (২০১১ : ৮৪) বলছেন, ইংরেজরা এদেশে এসে এদেশের শব্দ ইংরেজি করতে গিয়ে প্রতিবর্ণের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। যেমন : ঢাকা হয়েছে Dacca, কলকাতা হয়েছে Calcutta, চট্টগ্রাম হয়েছে Chittagong, ময়মনসিংহ হয়েছে Mymensingh। এ ধরনের স্থান নাম নিয়ে বিভ্রান্তির অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অবশ্য অবশেষে সঠিক প্রতিবর্ণের বিবেচনায় কিছু কিছু সংশোধনও করা হয়েছে। যেমন : ঢাকা এখন Dhaka, কলকাতা এখন Kolkata। এধরনের পরিবর্তিত উচ্চারণের শব্দগুলোকে মূল উচ্চারণে ফিরিয়ে আনা দরকার।

**৭.৮ পারিভাষিক শব্দের বানান**

আশুতোষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ দীর্ঘকাল লড়াইয়ের পরে ১৯৩৪-এর জুনে সরকার মেনে নিয়েছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজি ছাড়া সমস্ত বিষয়ের উত্তর মাতৃভাষায় দেয়া যাবে। তাতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরি অপরিহার্যভাবে দেখা দিল এবং এই উদ্দেশ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হল 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমিটি'[৮]। (তুষারকান্তি ২০০৫ : ৩৫১)

প্রাচীনের জায়গায় নতুন নতুন পারিভাষিক শব্দ গঠিত হচ্ছে (বসন্তকুমার ২০০৭ : ৩১)। এগুলোর রূপ কেমন হবে, তা নিয়ে নানা জন নানারকম দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। 'ভারতী' শ্রাবণ ১৩০০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভাষা-বিভ্রাট' শীর্ষক লেখায় বলা হচ্ছে, "সংস্কৃত হইতে কোন কথা লইয়া ইংরাজি কোন কথার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করার আশঙ্কা এই যে সেই কথার, সুতরাং সেই আইডিয়ার (কেননা আমরা আইডিয়া কথার আকারেই পাইয়াছি) মধ্যে যে সব সূক্ষ্ম অর্থের ইঙ্গিত মাত্র ছিল – সেগুলি হারাইয়া গিয়া, অন্য অর্থের আভাষ আসিয়া পড়িতে পারে" (অজ্ঞাতনাম ২০০৭ : ৫৯)। ইংরেজি শব্দের পরিভাষা ইংরেজি-উচ্চারণে রাখার পক্ষে তিনি : "তাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবোধগম্য একটা সংস্কৃত কথা বাহির করিয়া

ইংরাজি কোন সুপরিচিত কথার কোন রকমে কাজ চালাইবার মতন প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিতে হইবে, অথচ সুপরিচিত, বোধগম্য ও সেই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ঠিক উপযুক্ত ইংরাজি কথাটি প্রাণান্তেও ব্যবহার করা হইবে না। কোন কোন লেখক আবার তাঁহার নূতন সৃষ্ট বাঙ্গালা কথাটির পার্শ্বে ব্র্যাকেটের মধ্যে তাহার ইংরাজি প্রতিশব্দটি বসাইয়া দেন! এক একটি কথার অর্থ স্থির করিতে তাহার লেখক ব্যতীত আর কেহই সমর্থ নহেন" (অজ্ঞাতনাম ২০০৭ : ৫৯-৬০)। অতএব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তিনি এভাবে : "একবার ইংরাজি কথা বাঙ্গালা লেখায় চালাইতে আরম্ভ করিলে অতি সহজেই আমাদের ভাষায় অনেক নূতন কথা প্রচলিত হইয়া পড়িবে। আমরা কেহই ত কথা কহিবার সময় অসংখ্য ইংরাজি কথা বাঙ্গালার সঙ্গো মিশাইতে কুণ্ঠিত হই না। কথিত ভাষার সঙ্গো লিখিত ভাষার সামঞ্জস্য স্থাপন করিলে সুফল বই কুফল হইবার সম্ভাবনা নাই" (অজ্ঞাতনাম ২০০৭ : ৬১)। প্রায় একইরকম মন্তব্য পঞ্চানন নিয়োগীর। 'মাতৃভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদান' শিরোনামে '*ভারতবর্ষ*' পত্রিকার বৈশাখ ১৩২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখায় তিনি লেখেন, "আমাদিগকে যথাসম্ভব ইংরাজি পরিভাষা অবিকৃত বা সামান্য বিকৃতভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। পরিভাষা আন্তর্জাগতিক জিনিস।" (পঞ্চানন ২০০৭ : ২৮৯)

*বঙ্গাদর্শন* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত এক লেখায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা পরিভাষা তৈরির জন্য সংস্কৃতের দ্বারস্থ হতে বলেছেন, "কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গো ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত" (বঙ্কিমচন্দ্র ১৩৯৩ : ৩৭২)। বাণীকুমার ষড়ঙ্গীর নির্দেশনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি : "আমরা যদি এমন পরিভাষা গড়তে চাই যার অর্থ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে অথবা যার সাহায্যে নতুন নুতন শব্দ বা পরিভাষা তৈরি করা যাবে তাহলে বোধহয় শ্রেষ্ঠপথ সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়া। এ এক অফুরন্ত রত্ন ভাণ্ডার। ...ল্যাটিনকে যেমন ইংরেজি শব্দের খনি করে তোলা হয়েছে বাংলার ক্ষেত্রে সংস্কৃতই সে আসন নিতে পারে। (বাণীকুমার ২০০৫ : ২৫৮, ২৬০)

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩২০ সংখ্যায় 'বঙ্গাভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' শিরোনামে সারদাচরণ মিত্র লিখেছেন, "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের নিমিত্ত প্রথমতঃ চলিত শব্দ, দ্বিতীয়তঃ আধুনিক অনূদিত শব্দ, তৃতীয়তঃ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও চতুর্থতঃ য়ুরোপ-প্রচলিত শব্দের চয়ন আবশ্যক" (সারদাচরণ ২০০৭ : ৩১৭)। বাণীকুমার ষড়ঙ্গী (২০০৫ : ২৫৯) সংস্কৃতকে অগ্রাধিকার দিলেও সম্ভাব্য আরও দুটি পথের কথা বলেছেন : (১) ইরেজি অথবা অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের মূলরূপটি অবিকৃত রাখা। কোনো কোনো শব্দের ক্ষেত্রে আগে তা করাও হয়েছে। কিছু শব্দের ক্ষেত্রে পরেও তা করতে হবে। যেমন

'হিলিয়ম' শব্দটিকে বাংলায় ওই নামেই পরিচিত করে তোলা। (২) মূল শব্দের অনুকরণে নবশব্দ গঠন করা।

'প্রবাসী'র শ্রাবণ, ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পারিভাষিক শব্দের বানান' লেখায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য, রাজশেখর, বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সুপারিশ করেছেন (মিতালী ২০১০ : ১৩২-১৩৩) –

(১) হসচিহ্ন : অযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত দেশীয় ও বৈদেশিক শব্দের শেষে হসচিহ্ন অনাবশ্যক; যথা – ফাঁক, খোপ। কিন্তু উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হলে অন্ত্য বর্ণে হসচিহ্ন বিধেয়; যেমন – ফট্, হল্ । যুক্ত ব্যঞ্জনান্ত বৈদেশিক শব্দের শেষে হসচিহ্ন বিধেয়; যথা – ভোল্ট্। শব্দের মধ্যস্থিত অক্ষরে হসচিহ্ন দেয়া বা না দেয়া যেতে পারে; যেমন : ফল্সা, জামরুল।

(২) বিবৃত ও সংবৃত অ : অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ (cut–u) বোঝাবার জন্য আ-কার প্রয়োগ অবিধেয়। স্থানভেদে অ-কারের বিবৃত ও সংবৃত উভয় উচ্চারণ হতে পারে;
যেমন – বিবৃত সোডিয়ম (সোডিয়াম নয়); সংবৃত নিয়ন, ইয়র্ক।

(৩) বক্র আ : বৈদেশিক শব্দে যদি বিকল্পে সরল আ বা বক্র আ উচ্চারিত হয়, তবে বাংলায় আ লেখাই বিধেয়; যেমন – আফ্রিকা।
কিন্তু বক্র উচ্চারণ স্পষ্ট হলে 'I' চিহ্ন প্রযোজ্য;
যেমন – কাlলসিয়ম।

(৪) ণ ন : বৈদেশিক শব্দে ণ বর্জনীয়। কিন্তু কয়েকস্থলে বাংলা টাইপের বশে চলতে হয়।
যেমন : ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড।

(৫) S, Sh : বৈদেশিক শব্দে S স্থানে স, Sh স্থানে শ বিধেয়;
যেমন – পটাসিয়ম।
ষ অনাবশ্যক। S স্থানে ছ অবিধেয় (আরছেনিক নয়, আরসেনিক)। St স্থানে 'ষ্ট' যুক্তাক্ষরটি অনাবশ্যক; যেমন – স্টকহল্ম্।

(৬) f, v, w, z স্থানে যথাক্রমে ফ, ভ, ব, জ চলবে; যথা – ফ্রান্স, কেলভিন বা কেলফি়b| w cPwjZ evbv‡b †jLv †h‡Z cv‡i – DBjmb| z ¯'v‡b A‡av‡iLvhy³ R we‡aq; h_v – †ebwRb| eZgv‡b cwðge‡•M R-Gi wb‡P we›`y w`‡q KwZúDUvi K‡¤úv‡R z †evSv‡bv n‡"Q|

(7) †i‡di ci wØZ : hw` k‡ãi cKwZ. cZ¨‡qi Rb¨ Avek¨K nq, Z‡eB †i‡di ci wØZ n‡e, Ab¨Î n‡e bv – KwËK, evËv wKšyeZgvb, c`v|

(8) hy³e¨Äb : ˆe‡`wkK k‡ã h_vm¤e `yyi †ewk e¨Äb hy³ bv KivB fv‡jv; †hgb – B‡j±b bq, B‡jKUb|

ce-cwK¯vbx evsjv[10]-q bZb cwi fvlv wbgv‡Yi m‡ wbiweZ n‡q‡Q ÔgwmK †gvnv¤§`xÕ kveY, 1369 msL¨vq cKwkZ gyvLLviy Bmjv‡gi †jLvq| Zvi g‡Z, ce-cwK¯v‡b evOjv cwi fvlv Avive‡Z MwVZ nIqv DwPZ : Òga¨hyM †hgb meÎ Aviex †_‡K Ávb-weÁv‡bi me kvLvq cwi fvlv ˆZix n‡q‡Q, †Zgwb AvRI Avgv‡`i cwi fvlv Aviex‡ZB n‡e| wkL‡ZB hw` nq, Z‡e Aviex wkLe, ¯Mxq fvlv bq|Ó (gyxi 1970 : 10)

**৭.৯ উদ্ধৃতির বানান**

GKR‡bi †jLv †_‡K GKwU Ask D×Z.Kiv n‡j †mLv‡b †jL‡Ki e¨enZ evbvbB eRvq †i‡L †`qv we‡aq| GB ixwZB Avgiv mvaviYZ †g‡b Pwj| GKBm‡•M cvV¨eB‡q mevi †jLv GKB evbvbixwZi QuvP wb‡q Avmv hvq| m›`xc e‡›`¨vcva¨vq (2005 : 283) wj‡L‡Qb, Ònicmv` kv¯x Rwg-†K wjL‡Zb : ÔRgxÕ| AvR‡Ki w`‡bi †Kv‡bv cvV¨eB‡q GB evbvb eRvq ivLvi hy³ †bB| wKšy nicmv` iPbvewj‡Z wbðqB Zvi e¨enZ evbvbB _vK‡e| iPbv msMÖn co‡eb cvßeq¯‹ cwiYZ cvVK| wZwb weåvš n‡eb bv| eis evOjv evbv‡bi weeZ‡bi GKUv aviYv wZwb †c‡q hv‡eb eZgv‡b ewRZ evbvbMyj i †Pnviv †_‡K| gyLi D"PwiZ aŸwb‡K KZ wewPÎ wjwcwP‡ý cKvk Kiv n‡q‡Q, †m †Zv GKUv †ek †KŠZ-j RvMv‡bvi g‡ZvB e¨vcvi|Ó

**৭.১০ অভিধান প্রণয়ন**

evbv‡b mgZv weav‡bi j‡ÿ¨ 24 dvêb 1342 e•Mv‡ã ÔAvb›`evRvi cwÎKvÕq cKwkZ Ôevsjv evbvb mgm¨vÕ ce‡Ü †R¨wZ¤§q †NvI GKwU gvSwi AvKv‡ii Awfavb cYq‡bi c‡qvRbxqZvi K_v D‡jL K‡iwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb, Òevbvb-mgm¨vi mgvavb AímsL¨K ev enymsL¨K wbqgcYqb ev D`vniY msM‡ni Øviv nB‡e bvÓ (†R¨wZ¤§q 2007 : 56)| wZwb Avi I D‡jL K‡iwQ‡jb, e¨vKi‡Yi

ØvivI evbvb wbqšY KvhZ m¤e bq| Ab¨w'‡K, kwe (2007 : 314) ej‡Qb, ÒeYgvjv cÖ nB‡j D"Pvi‡Yi Awfav‡bi c‡qvRb nq bv|Ó Zui g‡Z, eis †ewk c‡qvRb evsjv eYgvjv‡K msKvi KiZ bv K‡i G‡K ewaZ K‡i †Zvjv|

cYqKgvi KÊz (2005 : 225) ej‡Qb, MYZ evbvb-wewa Abyhvqx iY K‡iB evsjv fvlvi AwfavbMÖšjv iwPZ n‡qwQj| eQi wZwik Av‡M GBme Awfavbi wQj evbvb †kLvi mnvqK, fvlvPPvi wfZ| GBme Awfav‡bi lci wbfi K‡iB Avgiv Avgv‡'i evbvb-mgm¨vi mgvavb K‡i G‡mwQ GZKvj| wZwb k×vi m‡•M ¯§iY K‡i‡Qb nwiPiY e‡›'¨vcva¨vq, ivR‡kLi emyI Á‡b›'‡gvnb 'vm‡K| cYqKgvi ej‡Qb, evbvb wb‡q †Kv‡bv Amyweav †'Lv †'qwb – Avgv‡'i mvg‡b GÕ‡'i AwfavbMÖšjv wQj e‡j|

†KZKx Kkvix WvBmb (2005 : 333-334) wjL‡Qb, ÒÁv‡b›'‡gvn‡b (2q ms¯‹iY, 1937) cwi"Q †Kej cÖvbv w'‡bi Ô'iYÕ; nwiPi‡Y (mwnZ¨ AKv‡'wg ms¯‹i‡Yi cybgÖY, 1978) cvIqv hv‡"Q Ô'iYÕ, Ô'ibÕ 'yUvB; *চলন্তিকা* (Î‡qv'k ms¯‹iY, 1389, A_vr 1982 wKsev 1983) Avi *সংসদ্‌ অভিধান* (3q ms¯‹iY, 1971, 1975-Gi cybgÖY) ¯xKvi K‡i †Kej Ô'ibÕ‡K|Ó †KZKx ej‡Qb, GBRb¨B mvaviY gvbyl i KbwdDkb nq; wZwi‡ki 'k‡Ki ms¯vi c‡PóvB GB KbwdDkb NwU‡q‡Q| wZwb g‡b K‡ib, Ggb GKwU evsjv Awfavb †c‡j fv‡jv nZ – †hwU Á‡b›'‡gvn‡bi MÖšjv eRvq †i‡L AvaywbK k‡ã I evKc×wZ c‡qv‡Mi D'vni‡Y Avil mg„× I e¨vcK n‡e| wbQK evbvb-Awfav‡bi PvB‡Z †Zgb GKwU wbfi‡hvM¨, cvgwYK, e"r Awfavb Avgv‡'i †ewk Kv‡R jvMZ e‡j Zui AwfgZ|

†KZKx Kkvix D'vniY w'‡q ej‡Qb, ÒAv‡iKwU NUbv ˆZwi n‡q‡Q ÔaiYÕ kãwU‡K wN‡i| kãwUi †Kv‡bv †'vI †bB, Á‡b›'‡gvnb nwiPiY 'y‡bB Zv‡K ¯xKvi K‡ib| wKšy†mwU AvaywbK‡'i weivMfvRb n‡q‡Q Zvi gvb¨ Y-Gi 'iæ/b| *চলন্তিকা*-i g‡Z ÔaiYÕ Avi ÔaibÕ-Gi A_ Avjv'v| *সংসদ্‌* ej‡Q ÔaiYÕ ewRZ evbvb, wjL‡Z n‡e ÔaibÕ, wKšyÔaibaviYÕ! iatrogenic disease' Avi Kv‡K e‡j!Ó (†KZKx 2005 : 335)| †KZKxi gše¨ m‡ËI ej‡Z nq, GiKg mgm¨v †kI chš wKQz_‡KB hvq|

*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*-Gi fwgKvq evbv‡bi wbqg m¤ú‡K ejv n‡q‡Q –

> GB Awfav‡b mvaviYZt KwjKvZv wekwe'¨vjq cewZZ evbvb-c×wZ Abym„Z nBqv‡Q| Z‡e mK‡ji myweavi w'‡K 'wó iwLqv, †idhy³ e¨ÄbeYwewkó kãmgn e¨ZxZ Ab¨vb¨ k‡ãi †ÿ‡Î cPwjZ Ab¨wea evbvbmgn-I c'wkZ nBqv‡Q|

> wekwe'¨vj‡qi wbq‡g K-e‡Mi c‡e c'vš g-¯v‡b s Ges O Df‡qiB weavb Av‡Q| AvRKvj A‡b‡KB Gie ¯‡j s e¨envi‡ii cÿcvZx| GB Awfav‡b Dfq evbvbB c'Ë nBqv‡Q, Z‡e cPjb Abyhvqx s I O i cvavb¨ †'Iqv nBqv‡Q|
>
> †Kvb Zrmg k‡ã C-Kvi _wK‡j, Zvnv nB‡Z Drcb ev•Mvjv Z™¢e k‡ã weK‡í B-Kvi ev C-Kvi e¨envi‡ii weavb Av‡Q| AvRKvj A‡b‡KB GBie weK‡íi ¯‡j †Kej B-Kvi e¨envi‡ii cÿcvZx| GB Awfav‡b Dfq evbvbB c'Ë nBqv‡Q|
>
> GB Awfav‡bi †hLv‡b k‡ãi GKwaK evbvb †'Iqv nBqv‡Q, †mLv‡b c_g evbvbwU‡KB wekwe'¨vj‡qi wbqgvbyhvqx m¤ú~Y© evbvb ewjqv MY¨ Kiv nB‡e| †h †h ¯‡j weKí weavb Av‡Q †mB mg¯—¯‡j e¨ZxZ Ab¨Î cieZx evbvbMywj‡K H wbqg-we‡ivax cPwjZ evbvb ewjqv eyS‡Z nB‡e| (ˆk‡j›' 1995 : mvZ-AvU)

evsjv GKv‡Wwg cwgZ evsjv evbv‡bi wbqg Abymv‡i cwYZ n‡q‡Q *বাংলা বানান অভিধান* (1994)| GwU msKjb I m¤úv'bv K‡ib Rwgj †PŠayix| Gici cwðge•M evsjv AvKv‡'wgi mycwikKZ wbqg Abymv‡i bx‡i›'bv_ PµeZx, k•L †Nvl, cweÎ miKvi I †R¨wZf©Y PwK ˆZwi K‡ib *আকাদেমি বানান অভিধান* (2008)| Avgiv GB ai‡bi cqvm‡K mvayev' RvbvB|

### ৭.১১ কম্পোজ-পদ্ধতি

cdzjKgvi cvb c¯ve K‡ib : GK. Av-Kvi, n¯ B-Kvi, 'xN C-Kvi, n¯ D-Kvi, 'xN E-Kvi, G-Kvi BZ¨vw' ¯iaŸwbi wPýMywjv e¨Äbe‡Yi D"PviY¯vb Abyhvqx wjwci ev ni‡di web¨vm Kiv 'iKvi| 'y. †h †Kv‡bv e¨Äbe‡Yi m‡•M n¯ D-Kvi Ges 'xN E-Kvi hy³ †nvK bv †K‡bv Zvi GKwU ie _vKv 'iKvi; †Kv‡bvfv‡eB Zv‡'i ni‡di ev wjwci cwieZb nIqv DwPZ bq| wZb. mshy³ e¨Äbe‡Yi wjwc ev nid Ggb nIqv DwPZ hv‡Z c‡Z¨K e¨Äbe‡Yi wjwc ev ni‡di ¯vZš¨ iwÿZ nq| mshy³ e¨ÄbeY GK‡Î wjwce× Ki‡j I Zv‡'i †hb cwi®vifv‡e †Pbv hvq| KLbI †hb †mMywjv A‡Pbv ev A¯"Q n‡q e¨enZ bv nq| (cdzjKgvi 2006 : 33)

B-Kvi, G-Kvimn KviwPýMywjv‡K e¨Äbe‡Yi c‡i G‡b, I-Kvi J-Kv‡ii Rb¨ bZzb wPý ewb‡q Avgv‡'i wjwc‡K linear ev ˆiwLK K‡i †djvi c¯ve w'‡qwQ‡jb cweÎ miKvil (2004 : 36)| Gi weie mgv‡jvPbv K‡i †KZKx Kzkvix WvBmb (2005 : 343) wj‡L‡Qb, Ò...G‡Z bwK Kw¤úDUv‡i evsjv wjL‡Z myeav n‡e| GB D‡'¨vM‡K Avwg webv wØavq ej‡ev åvš Ges evsjv wjwci PwiÎnbbKvix| Gi ‡Kv‡bv 'iKvi †bB|Ó Aek¨, Avgv‡'i KviwP‡ýi RvqMv e'j K‡i Wv‡b Avbvi c‡qvRb n‡"Q bv| KviY Ggb mdUIq¨vi GLb ˆZwi n‡q‡Q – †hLv‡b KviwPý e¨Ä‡bi c‡i UvBc K‡i †M‡jI mdUIq¨vi †bc‡_¨ hv Kivi Zv K‡i Avgv‡'i cwiwPZ QweMywjv‡KB wbgvY K‡i c'vq †dvUvq, Qvcv I †m-Abyhvqx nq|

†KZKx Kkvix Avil ej‡Qb,

> nv‡Z †jLvi mg‡q Avgiv †h-µg †g‡b eYi©'K †_‡K Wvb w'‡K hvB, wZwb [cweÎ miKvi] Zv K‡ib wb, wZwb †ivgvb c×wZ †g‡b meÎ c_‡g e¨Äb, Zvi ci ¯ieY Qvbq‡Qb| Gfv‡e †jLvB bwK Ôphonetic'| Avfv‡m ejv nq Avgv‡'i c×wZUv bwK h‡_ó Ô†dv‡bwUKÕ bq| ...GB wPšvi g‡a¨ wKšyGKUv †MvUvRwgj Av‡Q| Avgv‡'i wjLbixwZ I mgvb Ô†dv‡bwUKÕ, Z‡e Zv G‡Mvq wm‡jweK c×wZ‡Z| Avgiv ÔAÕ aŸwbUv‡K e¨Ä‡bi g‡a¨ wbwnZ aÕ‡i wbB, †mUv bv PvB‡j nmš jvMvB| Ab¨Î ÔKvÕ, ÔwKÕ, ÔKxÕ, ÔKÕ, ÔKÖ...Ô†KÕ, Ô^KÕ, Ô†KvÕ, Ô†KŠÕ —GB fv‡e G‡KKUv cÖZxwm wm‡jweK Qwe ˆZwi KÕ‡i KÕ‡i G‡Mv‡Z _wK| GB ixwZi GKUv wbR¯ ˆiwLK MwZ Av‡Q, Ges †mB Q›' †g‡bB Avgiv wjL‡Z wkwL| Avgiv c‡Z¨‡K mev‡M nv‡ZB wjL‡Z wkwL, Ges GB Q›' Avgv‡'i g‡a¨ eÕ‡m hvq, Avgv‡'i GKUv we‡kl neuro-muscular coordination ˆZwi n‡q hvq| Kw¤úDUv‡i †jLvi mg‡q Ab¨ µg wkL‡Z n‡j evj¨Kvj †_‡K †kLv Agv‡'i gw¯Íó Avi AvO‡yji †mB mn‡hvMx Q›'Uvi Zvj †K‡U hv‡eB, Ges cÖZxwm wRwbmUv Avgv‡'i GKUv bZzb Kkvj Zv wnmv‡e AvqË Ki‡Z n‡e| (†KZKx 2005 : 343-344)

Avgv‡'i GB myÎ i wjwci wbR¯ MwZi m‡•M gwb‡q mdUIq¨vi ˆZwi n‡q‡Q wZwik eQi Av‡M| Zvi mvnv‡h¨ 'ªZ Ges wbfyj †jLv hvq| †KZKx (2005 : 344-345) ej‡Qb, Ò†Kb Avgv‡K evsjv †jLvi mg‡q evsjv wjwci wbR¯ Q›' bv †g‡b †ivgvb g‡Wj Abymi Y Ki‡Z n‡e? †Kb Avgv‡'i GB Kiÿ nxb¤§b¨Zv? †m †Kvb Dcwb‡e‡kvËi Awfkvc Avgv‡'i †c‡Zi g‡Zv Zvobv Ki‡Q †h cwZwU e¨vc‡i Avgv‡'i cvðvZ¨ g‡Wj Abymi Y Ki‡ZB n‡e?Ó wZwb Rvbv‡"Qb, evsjv wjL‡b wZwb wb‡R †h †j-AvDU e¨envi K‡ib Zvi bvg jvB‡bvUvBc †j-AvDU| GB web¨vmwU ˆZwi K‡iwQ‡jb jvB‡bvUvBc †Kv¤úvwb – fviZxq wjwci gÿ‡Y Zš¿'i 'xNmwÂZ AwfÁZvi wfwË‡Z| GLv‡b me e¨Äb Avi KviwPý bx‡Pi key-†Z cvIqv hvq, ÔKx-wkdUÕ bv K‡iB| d‡j 'ªZ UvBc Kiv hvq| we¯i M‡elYv K‡i Zuiv evsjvi Rb¨ we‡kl fv‡e ˆZwi K‡iwQ‡jb GB web¨vm – Ôbased on character frequencies in Bengali text, and designed to support the fastest possible entry of Bengali script'| G‡K Zš¿'i ewYwR¨K 'we e‡j Dwo‡q w'‡Z cvi‡Zb †KZKx, hw' bv Gi mg_b †c‡Zb wb‡Ri AwfÁZvq| wZwb wj‡L‡Qb, ÒAe‡k‡l jÐ‡b GKRb we‡klÁ‡K †cjvg, whwb jvB‡bvUvB‡ci †j-AvDU Avi evsjv wjwci wbR¯ µg †g‡b Avgv‡K bZzb mdUIq¨vi wj‡L w'‡Z iwR n‡jb| wZwb Bs‡iR! wZwb e‡jb, Ô†hUv Zv‡'i c‡ÿ me †_‡K fv‡jv, evOvjxiv wb‡RivB †Zv Zv‡K wcQzn wU‡q w'‡q‡Q|Ó (†KZKx 2005 : 346)

AZGe, evbvb, wjwc, gýYchy³ – mg¯ e¨vcv‡i Avgv‡`i‡K Avil cvÁfv‡e wPšv K‡i G‡Mv‡bv DwPZ| evsjvfvlvi ¯v‡_i c‡ÿ †kl wePv‡i fv‡jv n‡e wK-bv †mUvB wePvh| BwZnv‡mi m‡•M †hvM wQb Kivi g‡a¨ bvbv wec` _v‡K| Avgv‡`i fvlvi ¯v‡_ ‘+‘„ó ivL‡Z n‡e| evsjv eYgvjvi g‡a¨ †h-ˆeÁvwbK web¨vm I FRywPÎgq †mŠ›‘h i‡q‡Q Zv‡K iÿv Ki‡Z n‡e| HwZnvwmKfv‡e weewZZ eYM¸‡jvi c¥Zg mØ¨envi Kiv ‘iKvi| evg †_‡K Wv‡b †jLvi †h µg AbymiY K‡i Avgiv wjL‡Z wkwL Zvi cwZI m¤§vb ivLv PvB|

## ৭.১২ প্রমিত বাংলা বানান : দুই বাংলার উদ্যোগ

XvKvi AvšRwZK gvZfvlv BÝwUwUD‡U 6 †m‡Þ¤i, 2014 Zwi‡L cwVZ ÔcwgZ evsjv evbvb : ‘B evsjvi mn‡hvMÕ kxlK GK ce‡Ü ¯‡iwPl miKvi e‡jb, fvlvi †Pnviv wbfi K‡i evbv‡bi Ici| evsjv‡‘k I cwðge•M hw‘ GK evbv‡b bv †j‡L, µ‡g Dfq †‘‡ki fvlv Avjv‘v n‡q †h‡Z cv‡i| ZvB mevB hw‘ cZ¨vkv K‡ib †h, eZgv‡b †h cvq AvUvk †KwU gvbyl evsjv fvlvq K_v e‡j, A‘+-fwel¨‡Z Zviv Awfb evsjv fvlv e¨envi Ki‡e, Zvn‡j c‡qvRb Dfq evsjvi msiwkó cwZôvbM¸‡jvi KvQvKwQ Avmv| c‡ivÿ mn‡hvM[11] A‡bK n‡q‡Q, Gevi ‘iKvi cZ¨ÿ mn‡hvM| Zv‡Z kyay ‘B evsjvB bq, †h cuP evsjvi[12] K_v ejv n‡q‡Q, Zv‡‘i mevB‡K †mB mw¤§wjZ D‡‘¨v‡M kwgj Ki‡Z n‡e| evsjv‡‘k, cwðge‡•Mi cvkvcwk wÎcyiv †mLv‡b †hgb fyqKv ivL‡Z cv‡i, GKBfv‡e cv‡i Avmvg wekwe‘¨vjq, wenvi GKv‡Wwg, SvoLÐ e•MfvIx mgšq mwgwZ, ev jÛb-wbDBq‡Ki Wvqv‡¯úvivi evsjvfvlx| mevB‡KB Mÿ¸Zi m‡•M †‘Lv DwPZ|

evbvb cwgZ Kivi e¨vcv‡i hw‘ G ai‡bi GKwU m‡¤§j‡bi Av‡qvRb Kiv nq, Zvn‡j Zv kyay ‘B †‘‡ki g‡a¨ mxgve× _vK‡e bv| mviv we‡k¦i †hLv‡b †hLv‡b evsjvfvlx i‡q‡Q, mevi Kv‡Q †m Ôgnvh‡ÁÕi msev‘ †cŠu‡Q hv‡e| †m m‡¤§j‡b mewel‡q nq‡Zv mevB GKgZ n‡eb bv – Zv cZ¨vkv KivI hvq bv – Z‡e wfbgZ n‡jI, GB m‡¤§j‡bi †h wm×vš cKvk cv‡e, Zvi wfwË‡Z hw‘ †Kv‡bv Awfavb cKvk Kiv hvq, Zvn‡j Zv n‡e evsjv evbvb cwgZKi‡Y me‡P‡q hyMvšKvix NUbv| (¯‡iwPl 2015 : 159-160)

gy¸vj bv‡_i K_v‡ZI ¯‡iwPl miKv‡ii cwZaŸwb : Òwekwe‘¨vj‡qi cwZwbwa, wjwcwekvi‘, wkÿx, mvwnwZ¨K, msev‘c‡Îi cwZwbwa‡K wb‡q evbvb mwgwZ MVb Kiv ‘iKvi| kyaywKZvfRvivB †mLv‡b

_vK‡eb bv, _vK‡eb meg‡Zi cwZwbwaiv| we‡kl K‡i we‘»R‡biv| ...fvlvUv evOwji, fviZ Ges evsjv‡‘‡ki mK‡j wg‡j GKm‡•M e‡m ms¯‘vi Kiv Am¤e bq| KviY evOjvfvlx AÂjM‡yjv †fŠ‡MvwjKfv‡e G‡K Ac‡ii Lye KvQvKvwQÓ (gy„Yvj 2005 : 235-236)| wZwb wm×vš— w‘‡”Qb, Òcwðge•M, wÎcyiv, evsjv‡‘k Ab¨Î †hLv‡b evOjv fvlv ejv nq, Zvu‘i m‡•M GKvm‡b e‡m Avevi bZzb K‡i evbvb ms¯‘vi Ki‡Z n‡e, hw‘ Av‡‘Š Ki‡Z nq|Ó (gy„Yvj 2005 : 250)

2009 mv‡ji 26†k †m‡Þ¤i RwZms‡Ni mvaviY Awa‡ek‡b evsjv‡‘‡ki ZrKvjxb cavbgšx RwZms‡Ni Ab¨Zg ‘vßwiK fvlv wnmv‡e evsjv fvlvi Aš—fy³i †h ‘vwe Z‡zjwQ‡jb Ges evsjv‡‘‡ki AvnŸv‡b mvov w‘‡q cwðge•M I wÎcyivi weavbmfv †hfv‡e †mB mg_©‡bi cwZ mngZ †cvlY K‡iwQ‡jb, Zv evsjv fvlvi D¾j fwel¨‡Zi Rb¨ MyiZ¡c~Y© gvBjdjK| Ggb mn‡hvwMZvg~jK g‡bvfve evsjvfvlx Rb‡Mvôxi g‡a¨ Ae¨vnZ _vK‡j, A‘~i fwel¨‡Z cw„_exi Ab¨Zg AvšRwZK fvlv wnmv‡e evsjv fvlv gv_v DPzK‡i ‘uvov‡Z mÿg n‡e, GgbwU ejv hvq|

## টীকা

1. †h-Kvi‡Y ms¯‹Z.e¨vKi‡Yi eÜb †_‡K evsjv e¨vKiY‡K gy³ Kiv Avgv‡`i A‡bK †jL‡Ki jÿ¨ wQj Ges AvRI Av‡Q – †mB e•Mxq mwnZ¨ cwil r, ie›`bv_, nicmv` kv¯¿x ev iv‡g›`ªmy›`i wÎ‡e`x †_‡K mv¤úwZKKv‡ji enyKZx. M‡elK chš|

2. *নারায়ণ*, gvN 1321 msL¨vq Qvcv nq gb¥_bv_ emyi ÔfvlviK_vÕ (gb¥_bv_ 2007 : 243-244)|

3. Ô¯^vgx we‡eKvb‡›`i evYx I iPbvÕ, 6ô LÐ, D‡Øvab, 1991, *বাঙ্গালা ভাষা*, c„ 29| (D×Z„ iv‡gki 2005 : 200)

4. †KZKx Kkzvix WvBmb wjL‡Qb, “HiKg GKUv ieK ev‡i ev‡iB Sj‡m DV‡Q|Ó (2005 : 305)

5. gnv¤§` `vbxDj nK G‡K evbvb I D”PviY weåvU NUvi KviY wnmv‡e `vqx K‡i‡Qb|

6. ÒcwÐZgkvq ewj‡eb, evbv‡bi g‡a¨ ce- BwZnv‡mi wPý eRvq ivLv DwPZ| ‡`Lv hvK, †gQwb K_vUvi g‡a¨ ce- BwZnvm KZUv eRvq Av‡Q| r, m, Ges hdjv †Kv_vq ‡Mj| g-G GKvi †Kvb cvPxb e¨env‡ii wPý| b-Uv †Kv_vKvi †K| IUv wK grm¨Rxwebxi b| Z‡e RxweUv ‡Mj †Kv_vq| Ggb Av‡iv A‡bK ck nB‡Z cv‡i| m`¨ y³i GB †h, r Ges m evsjvq Q nBqv ‡M‡Q – GB Q-B r Ges m-Gi HwZnwmK wPý, GB wPý evsjv ÔevQvÕ k‡ãi g‡a¨I Av‡Q| cwieZbci¤úivq hdjv †jvc cvBqv ce-e‡Yi AKvi‡K AvKvi Kwiqv‡Q, ‡hgb jß hdjv A`¨‡K AvR, Kj¨‡K Kvj Kwiqv‡Q – AZGe GB AvKviB jß hdjvi HwZnwmK wPý| Bnvi ce-BwZnv‡mi I wPý, GLbKvi BwZnv‡mi I wPý| gvQ k‡ãi DËi evsjvcZ¨q Dqv †hvM nBqv ÔgvQzqvÕ nq, gvQzqv k‡ãi mswÿß e¨envi Ôg‡QvÕ; †g‡Qv k‡ãi DËi ¯¿xj‡•M wb cZ¨q nBqv‡Q| GB wb cZ¨‡qi n¯— B cvPxb `xN CKv‡ii HwZnwmK Ae‡kl| Avgiv hw` evsjvi Abyiv‡a grm¨‡K KwUqv Kywdqv gvQ Kwiqv jB‡Z cwi Ges Zvnv‡Z hw` BwZnv‡mi RwZ bó bv nBqv _v‡K, Z‡e evsjv D”Pvi‡Yi mZ¨iÿv Kwi‡Z `xN C-i ¯—‡j n¯— B emvB‡j I BwZnv‡mi e¨vNvZ nB‡e bv| gyL hvnvB Kwi, †jLv‡ZB hw` cvPxb BwZnvm iÿv Kiv wewa nq, Z‡e Ôgrm¨Õ wjwLqv ÔgvQÕ cwo‡j ÿwZ bvB|Ó (ie›`bv_ 2011/6 : 754-755)

7. ÒwZwb [cwieÎ miKvi] Avil e‡jb †h ÔwKQzAevšÍi eY – s, r BZ¨w` eRbI Kiv hvq, Ges mgeMxq bwmK¨aYwbi m‡•M hy³e¨Ä‡b ° wPýwU †`ebvMwiii g‡Zv e¨envi Kiv hvq – hv‡Z ÔAšÕ n‡e A°ZÕ, Ôk•LÕ n‡e Ôk°LÕ, ÔgÂÕ n‡e Ôg°P,Õ Ô`ÐÕ n‡e Ô`°WÕ Ges Ôm¤§vbÕ n‡e Ôm°gvbÕ– G‡Z A‡bK hy³e¨Ä‡bi wPý Avi c‡qvRb n‡e bv| G‡Z gy`‡Yi myeav n‡e|Õ A_P Gi Ae¨ewnZ Av‡MB wZwb e‡j‡Qb †h Kw¤úDUv‡i ÔeYgvjvi Z_vKw_Z RwUjZv... †Kv‡bv mgm¨vB bq – Zv †h gy`‡Zi g‡a¨ †h-†Kv‡bv RwUj hy³e¨Äb‡K wj‡L †dj‡Z

cvi‡Q Zv †Zv Avgiv †ivRB jÿ KiwQ| Ô Zv n‡j Avi ⁰ wPý e¨envi KÕ‡i evsjv wjwci wbR¯ ÷vBj Ges MwVdK †mŠ›`h© e‘‡j †`‡Iqvi c¯Íve †Kb?Ó (†KZKx 2005 : 338)

8. ÿzwd ivg (2007 : 238) ej‡Qb, Ò^eÁwbK Kvi‡YB Zv bB| D”PviY KÕ‡i †`Lyb ÔGÕ-Gi wVK wb‡PB G¨v-Gi D”PviY Ges ÔAvÕ-Gi Dc‡i| A_vr ÔG¨vÕ m¤§yL-wR‡fi wb¤-ga¨ ¯'i| Avi ÔAvÕ mewb¤ Ges GKUzwcQb w`‡K m‡i wM‡q| d‡j H eµ G-Uvi G¨v n‡Iqv DwPZ, A¨v bq|Ó

9. iex›`bv‡_i †ciYvq I k¨vgvcmv‡`i †Póvq GB cwifvlv KwgwUi †K›`ªxq mwgwZi 9 Rb m`‡m¨i m‡•M Avi I PviRb m`m¨ wb‡q 22 b‡f¤i, 1935 MwVZ nq Ôevsjv evbvb ms¯‹vi mwgwZÕ| mwgwZ wewfbR‡bi gZvg‡Zi wfwË‡Z †h evbvb-wewa mycvwik K‡ib ZvB wb‡q cKvwkZ nq Ôevsjv evbv‡bi wbqgÕ cy¯ÍKv| cy¯ÍKvwUi wZbwU ms¯‹iY Ghver cKvwkZ n‡q‡Q : 1g 8-5-1936; 2q 2-10-1936 I 3q 2-5-1937|

10. ÔEbcÂv‡ki fvlv KwgwUi cwZ‡e`b : GKwU mgxÿvÕ wk‡ivbv‡g GK †jLvq Gi mgv‡jvPbv K‡i‡Qb wekwRr †Nvl (2010 : 37-42)

11. Òc‡ivÿ mn‡hv‡Mi GB cwµqwU‡K GKwU k‡ãi D`vniY w`‡q †evSvi †Póv Kiv hvK| `xN C-hy³ Pxb kãwU Zrmg| GUvi n¯ B-Kvihy³ evbvb ms¯‹Z.mwn‡Z¨ LyR cvIqv hvq bv| wKšyAvb›`evRvi hLb GwU‡K n¯ B-Kvi w`‡q †jLvi mycvwik K‡i, Zv †`‡L evsjv‡`‡ki †jLKMY cfweZ nb, `xN C-hy³ ÔPxbÕ-‡K n¯ B-hy³ ÔwPbÕ †j‡Lb| evsjv‡`‡ki †jLK‡`i A‡b‡K cfweZ n‡j I evsjv GKv‡Wwgi Awfav‡b `xN C-hy³ ÔPxbÕ evbvb‡K cwgZ aiv nq| †Kv_vI n¯ B-hy³ ÔwPbÕ †jLv nq bv| Ab¨w`‡K Avb›`evRv‡ii ÔwPbÕ evbvb meÎ m¤úPwiZ m‡Ë I 1997 mv‡j cKvwkZ cwðge•M evsjv AvKv‡`wgi Awfav‡b †`Lv hvq `xN C-hy³ ÔPxbÕ kã w`‡q gj fz³|Ó (¯‡iwPI : 159)

12. evm¯vb we‡ePbvq eZgvb cÖ_exi evsjvfvlx‡K AšZ cuP fv‡M web¨¯ Kiv hvq| c_gZ evsjv‡`‡ki evsjvfvlx (RbmsL¨v cvq 15 †KvwU)| wØZxqZ cwðge‡•Mi evsjvfvlx (RbmsL¨v cvq `k †KvwU)| ZZxqZ wÎcyvi evsjvfvlx (RbmsL¨v cvq Aa †KvwU)| PZzZ fvi‡Zi wewfb c‡`‡k msL¨vjNywnmv‡e emevmKvix evsjvfvlx (RbmsL¨v cvq `By †KvwU)| cÂgZ cÖ_exi wewfb †`‡k Wvqv‡¯úvix evsjvfvlx (RbmsL¨v cvq Aa †KvwU)| 2011 mv‡ji Av`gkygwi Abyvqx RbmsL¨vi wnmv‡e cÖ_ex‡Z lô eņËg GB cvq AvUvk †KvwU evsjvfvlx‡K nq‡Zv Ô`By evsjvÕ Awfavq avi‡Y Kiv hvq bv| wKšyevbvb cwgZ Kivi g‡Zv fvlv-cwiKíbvi Mÿÿzc‡Y Kvhµg cwiPvjbvi Rb¨ †h ivR%bwZK I †eŠw×K kw³ c‡qvRb, Ges Zvi Rb¨ †h ai‡bi mvsMVwbK KvVv‡gv Acwinvh, Zv kyyevsjv‡`k Ges cwðge‡•Mi Av‡Q| ZZxq evsjv wnmv‡e wÎcyvi LwbKUv m¤vebv ^Zwi n‡j I GLbI chš G Kv‡R Zv‡K GwM‡q Avm‡Z †`Lv hvqwb| ZvB ev¯‡e cuP evsjvi Aw¯Z _vK‡j I

Dhaka University Institutional Repository

c_g evsjv wnmv‡e evsjv‡'k Ges wØZxq evsjv wnmv‡e cwðge‡•Mi cvmw•MK D‡'¨vM I KvhKjvc Av‡gv‡'i‡K we‡ePbvq wb‡Z n‡e| (¯‡iwPl 2015 : 149)

অষ্টম অধ্যায়

# বানানের শুদ্ধ-অশুদ্ধ রূপ ও এর যথার্থতা

৮.০

'শুদ্ধ-অশুদ্ধ'র ধারণা চূড়ান্ত অর্থে মানসিক, প্রথাগত, 'ভদ্রসমাজ' কর্তৃক আরোপিত, কিংবা 'মানভাষা'র প্রতি একপেশে পক্ষাবলম্বন[১]। ভাষার ক্ষেত্রে এরকম বিশেষণ প্রয়োগ সবসময় যথার্থ হয় না। মনজুরে মওলা (১৯৯০ : প্রসঙ্গ-কথা) লিখেছেন, বানানের নিয়ম আছে, যদিও যে কোনো সজীব ভাষাতে নিয়মই সব নয়। নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (২০০৭ : ১৬৮) বলেন, "ভাষাকে শত বন্ধনে আবদ্ধ এবং অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তিনী করিয়া রাখিলেও উহার স্বেচ্ছাচারিতা একেবারে বিদূরিত করিতে পারা যায় না"। মুনীর চৌধুরীর (১৯৭০ : ২৯) মতে, শুদ্ধাশুদ্ধের ধারণা কখনই পরিবর্তিত হয় না; অনেক অশুদ্ধ প্রয়োগ বর্তমানে অমার্জনীয় বলে বিবেচিত হয় না। করুণাসিন্ধু দাস (২০০৫ : ১১) বলছেন, "শব্দের অশুদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না... আসলে শুদ্ধ-অশুদ্ধ-ভেদে শব্দের বিভাগটাই অযৌক্তিক"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২/১৬ : ৪৪০) নিজেও বলেছেন, "ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানে সেটা করাই কর্তব্য"।

## ৮.১ 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ' বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য

রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব লিখেছেন, চলিত বাংলায় এমন অসংখ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা লেখা পণ্ডিতদের মতে একটা 'অতি লজ্জাকর গর্হিত আচরণ'। এর কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করে তাঁরা দেখিয়েছেন বিষয়টা তত 'মারাত্মক অপরাধ' নয়। যেমন –

> আমরা যদি লিখি – 'অনাথিনী' ওঁরা চোখ রাঙিয়ে বলেন কথাটা 'অনাথা' হবে। তোমরা 'থিনী' লাগিয়ে আর 'অনাথার' অতিরিক্ত সর্ব্বনাশ কোরো না! আমরা 'গোবর' লিখলে ওঁরা সেখানে 'গোময়' লেপে দেন! আমরা 'অন্তর্ধান' হয়েছেন লিখলে ওঁরা সেখান থেকে 'অন্তর্হিত' হ'ন। আমরা 'আশ্চর্য্য' হয়েছেন লিখলে ওঁরা 'আশ্চর্য্যান্বিত' হয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। আমরা 'নির্দ্দোষী' লিখলে ওঁরা কিন্তু সেটা মোটেই 'নির্দ্দোষ' মনে করেন না। আমাদের 'নির্ধনী' তাঁদের কাছে 'নির্ধন'! আমাদের 'নৈরাশ' লিখতে দেখলে তাঁরা একেবারেই 'নিরাশ' হন। আমরা 'বিধর্ম্মী' লিখলে তাঁরা আমাদের 'বিধর্ম্মা' মনে করেন! 'বিশেষ ভাবে' কিছু বলতে গেলে তাঁরা 'বিশিষ্টভাবে' সেটা বোঝেন না! আমাদের 'মহদুপকার'কে তাঁরা 'মহোপকার' বলে স্বীকার করেন না। আমরা 'সশঙ্কিত' লিখলে তাঁরা 'সশঙ্ক' বা

> ‘শঙ্কিত’ হ’য়ে ওঠেন। আমাদের ‘সৌজন্যতা’কে তাঁরা মোটেই ‘সৌজন্য’ বা ‘সুজনতা’ বলে মানেন না। (রাধারাণী ও নরেন্দ্র ২০০৭ : ৬৮-৬৯)

এরপর তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এসব ব্যাকরণের ‘সাংস্কৃতিক বিধান’ নিয়ে গোল না বাধিয়ে বরং ‘বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে’ তার স্বভাব-সঞ্জাত নিয়মগুলো উদ্ভাবন করা উচিত। রাজশেখর বসু (২০০৭ : ৬৯) যথার্থই বলেছিলেন “কোনো ব্যক্তি বা বিদ্বৎ সঙ্ঘের ফরমাশে ভাষায় সৃষ্টি স্থিতি লয় হ’তে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবে ও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্ত্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে।”

অলোক রায় (২০০৫ : ৭৯) জানাচ্ছেন, ১৯১৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্র* থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে প্রশ্নে বলা হয়েছিল – Rewrite in chaste and elegant Bengali। অথচ তার আগে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছে ডি.লিট উপাধি।

জন বিমস তাঁর বাংলা ব্যাকরণে অক্ষর ও শব্দের মৌখিক উচ্চারণ থেকে আরম্ভ করে চলিত প্রয়োগসমূহের নিয়ম আবিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলার লেখকগণ ভাষাকে অনাবশ্যকরূপে সংস্কৃত-অনুসারী করে তুলেছেন বলে তিনি আক্ষেপও করেছিলেন। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত (২০০৭ : ১৮৫) এই তথ্যের সূত্র ধরে লিখেছেন[২], বাংলা ব্যাকরণ লিখতে বসে যাঁরা সংস্কৃতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, তাঁরা ভাষার উপর ‘উপদ্রবে’র সৃষ্টি করছেন। প্রচলিত শব্দের মধ্যে যেগুলো তাঁদের কাছে অশুদ্ধ বলে মনে হয়, সেগুলোর এক দীর্ঘ তালিকা দিয়ে তাঁরা এর পাশে সংশোধিত শব্দের তালিকা দিয়ে থাকেন। এই শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচারের ফলে অনেক ‘সম্পূর্ণ শুদ্ধ’ বাংলা শব্দের যে দুর্দশা হয়, এর কিছু নমুনাও তিনি দিয়েছেন :

> সংস্কৃতপন্থিদের বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই সকল শব্দের গোড়ায় ‘স’ সোদর, সবান্ধব প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত ‘সহস্য সাদেশঃ’ নয়, কিন্তু উত্তম, অত্যন্ত, বিশেষরূপে ইত্যাদি অর্থব্যঞ্জক, একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অব্যয় ‘সু’র বিকৃতরূপ; অর্থাৎ ‘সক্ষম’ ‘সশঙ্কিত’ প্রকৃত পক্ষে ‘সুক্ষম’ (বিশেষরূপে ক্ষম বা সমর্থ)। ‘সুশঙ্কিত’ (বিলক্ষণ শঙ্কিত)। ‘সঠিক’ শব্দও এই জাতীয়। যোগেশবাবুও তাঁহার ‘বাঙ্গালা ভাষা’ নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের ‘ব্যাকরণ খণ্ডে’ বক্ষ্যমান পদগুলি উক্তরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এবং ইহাতে দোষ ধরিবার কিছুই দেখিতে পাই না। সুপণ্ডিত, সুকঠিন প্রভৃতিতে সংস্কৃত ‘সু’ অবিকৃত আছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমরা দেখিতেছি, একই উপসর্গ অব্যয়ের দুটি রূপ, সংস্কৃত সু ও তাহার বাঙ্গালা অপভ্রংশ, পাশাপাশি রহিয়াছে। ...কেহ কেহ ‘কায’ ‘ইতঃপূর্ব্বে,’ ‘ইতোমধ্যে’ লিখিতে সুরু করিয়াছেন; এবং উপরে যে সকল আধুনিক ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছি সে সব পুস্তকেও ‘কাজ’, ‘ইতিপূর্ব্বে’, ‘ইতিমধ্যে’ অশুদ্ধ শব্দের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ‘কাজ’ প্রাকৃত ‘কজ্জ’ হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত কার্য্য হইতে নহে। সংস্কৃতের ‘য’ প্রাকৃতে প্রায়ই ‘জ’ হইয়াছে। উচ্চারণ-বৈষম্যই যে ইহার কারণ,

> তাহাতে সন্দেহ নাই। ...ইতিপূর্ব্বে, ইতিমধ্যে প্রভৃতি শব্দের 'ইতি' সংস্কৃত 'ইতঃ'র অপভ্রংশ ধরিয়া লইলে ক্ষতি কি? মোট কথা, আমরা পণ্ডিতি ধরনের ইতঃপূর্ব্বে, ইতোমধ্যে বলিতে বা লিখিতে পারি না। (কৃষ্ণবিহারী ২০০৭ : ১৮৬-১৮৭)

সবশেষে কৃষ্ণবিহারী সিদ্ধান্ত করছেন, "মিছামিছি মৃত শব্দসমূহের 'ভূত'গুলোকে ডাকিয়া আনিয়া উপদ্রবের সৃষ্টি করায় লাভ কি?"

সুধাংশুশেখর তুঙ্গের কামনা – বাংলা ভাষা আরও সহজ, সাবলীল এবং শক্তিশালী হোক। কিন্তু তা হতে হবে স্বাভাবিকভাবে, কালের বিবর্তনের সঙ্গে। এক, একাধিক বা লক্ষ প্রতিভার যত্ন ও তৎপরতায় তা সম্ভব, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের খবরদারি ও নির্দেশের দ্বারা তা হতে পারে না। কারণ ভাষা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, প্রকৃতির নিয়মানুসারে তার বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। অন্যদিকে, ব্যাকরণ-কর্তার কাজ ব্যাখ্যা করা, বর্ণনা করা, শব্দকে জোড়বার বা ভাঙবার ক্ষমতা তাঁর নেই। (সুধাংশুশেখর ২০০৫ : ১৮৪, ১৮৭)

### ৮.২ ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

ভাষার প্রচলিত রীতি থেকেই ব্যাকরণ তার নিয়ম খুঁজে নেয়। এই নিয়ম দীর্ঘদিন 'শুদ্ধ-অশুদ্ধ'র মাপকাঠি হয়ে থাকে – যতদিন না নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা হয়। তবে ব্যাকরণের কাজ কিন্তু 'অনুশাসনে'র নয়। বরং ভাষার গতির সঙ্গে তাল রেখে তাকেও নিয়ম ও সূত্র পরিবর্তনের কাজ করে যেতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা ভাষার কিছু নিয়ম এখানে আলোচনা করা হবে। বলে রাখা ভালো, বানানের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত নিয়মগুলোই এখানে আনা হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রে বন্ধনিতে সঠিক শব্দ-রূপ বা বানান দেখানো হয়েছে।

### ৮.২.১ বিশেষ্য পদের দ্বিত্বজনিত অপপ্রয়োগ

মূল শব্দ যদি বিশেষ্য হয় এবং তার সাথে যদি আবারও বিশেষ্যবাচক তা, ত্ব প্রত্যয় যুক্ত করা হয় তবে অপপ্রয়োগজনিত ভুল হয়। যেমন : অপকর্ষতা (অপকর্ষ), অপ্রতুলতা (অপ্রতুল), উৎকর্ষতা (উৎকর্ষ), কৃচ্ছ্রতা (কৃচ্ছ্র), মৌনতা (মৌন), প্রসারতা (প্রসার), ঐক্যতা (ঐক্য), কার্পণ্যতা (কার্পণ্য), গাম্ভীর্যতা (গাম্ভীর্য), দৈন্যতা (দৈন্য/দীনতা), দারিদ্রতা (দারিদ্র্য/দরিদ্রতা), বাহুল্যতা (বাহুল্য), মাধুর্যতা (মাধুর্য/মধুরতা), সখ্যতা (সখ্য), সৌজন্যতা (সৌজন্য)।

### ৮.২.২ বিশেষণ পদের দ্বিত্বজনিত অপপ্রয়োগ

বিশেষণ পদের সঙ্গে বিভ্রান্তিবশত পুনরায় বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করার ফলে কিছু কিছু ভুল শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সচেষ্টিত (চেষ্টিত/সচেষ্ট), মার্কিনী (মার্কিন), সবিনয়পূর্বক (সবিনয়ে/বিনয়পূর্বক), সলজ্জিত (সলজ্জ/লজ্জিত), সশঙ্কিত (সশঙ্ক/শঙ্কিত), সানন্দিত (সানন্দ/আনন্দিত)।

**৮.২.৩ উৎকর্ষবাচক প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ**

বাংলা ভাষার বহু গুণবাচক শব্দ আছে যেগুলোতে উৎকর্ষ বোঝাতে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ। এ জাতীয় শব্দের সঙ্গে অজ্ঞাতবশত কখনও কখনও 'তর' এবং 'তম' প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। একে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ বলে। যেমন : কনিষ্ঠতম/কনিষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম/শ্রেষ্ঠতর, বলিষ্ঠতম/বলিষ্ঠতর – এই প্রয়োগগুলো ভুল।

**৮.২.৪ সমার্থ শব্দের বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ**

বাংলা ভাষায় অসংখ্য শব্দ প্রচলিত আছে যেগুলোতে সমার্থবোধক একাধিক শব্দের প্রয়োগবাহুল্য লক্ষ করা যায়। এ জাতীয় প্রয়োগ বাক্যরণসিদ্ধ নয়। যেমন : অদ্যপিও (অদ্যপি), আয়ত্তাধীন (আয়ত্ত/অধীন), বিবিধপ্রকার (বিবিধ), সমূলসহ (সমূলে/মূলসহ), সুস্বাগত (স্বাগত) ইত্যাদি। তবে চলতে পারে – অশ্রুজল/অশ্রু, কেবলমাত্র/কেবল/মাত্র, শুধুমাত্র/শুধু/মাত্র, সময়কাল/সময়/কাল, সুস্বাস্থ্য/স্বাস্থ্য।

**৮.২.৫ সন্ধি-ঘটিত অপপ্রয়োগ**

সন্ধি-ঘটিত অপপ্রয়োগের কারণে অনেক ক্ষেত্রে বানান ভুল হয়। যেমন : জ্যোতীন্দ্র (জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র), শরদেন্দু (শরৎ + ইন্দু = শরদিন্দু), জগৎবন্ধু (জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু), মনমোহন (মনঃ + মোহন = মনোমোহন), বাগেশ্বরী (বাক্ + ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী), দুরাবস্থা (দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা), তরুছায়া (তরুচ্ছায়া), মুখছবি (মুখচ্ছবি), উপরোক্ত (উপর্যুক্ত), উপর্যুপরি (উপর্যপরি), প্রাতঃরাশ (প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ)।

সন্ধিতে বিসর্গের পরে 'র' থাকলে বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়, অর্থাৎ বিসর্গের পূর্বে হ্রস্ব ই-কার থাকলে দীর্ঘ ঈ-কার এবং হ্রস্ব উ-কার থাকলে দীর্ঘ ঊ-কার হয়। যেমন, চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ, নিঃ + রক্ত = নীরক্ত, নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র, নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস।

**৮.২.৬ স্ত্রীবাচক শব্দের অপপ্রয়োগ**

স্ত্রীবাচক শব্দের অপপ্রয়োগের কারণে বানান ভুল হয়। যেমন : অভাগিনী (অভাগী), বন্দিনী (বন্দী), অর্ধাঙ্গিনী (অর্ধাঙ্গী), রজকিনী (রজকী), চাতকিনী (চাতকী), অনাথিনী (অনাথা), সুকেশিনী (সুকেশা), অপ্সরী (অপ্সরা), পিশাচিনী (পিশাচী), ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গা), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী), দিগম্বরী (দিগম্বরা)।

### ৮.২.৭ সমাস-ঘটিত অপপ্রয়োগ

সমাস-ঘটিত অপপ্রয়োগের কারণে বানান ভুল হয়। যেমন : রাজাগণ (শুদ্ধ রাজগণ), সুকেশিনী (সুকেশা/সুকেশী), সুলোচনী (সুলোচনা), মৃগনয়নী (মৃগনয়না), সশঙ্কিত (শঙ্কিত/সশঙ্ক), নিষ্পাপী (নিষ্পাপ), নিরপরাধী (নিরপরাধ)।

### ৮.২.৮ প্রত্যয়জনিত অপপ্রয়োগ

প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের কারণে বানান ভুল হয়। যেমন : অধীনস্থ (হবে অধীন), আবশ্যকীয় (আবশ্যক), উদ্বেলিত (উদ্বেল), একত্রিত (একত্র), জ্ঞানমান (জ্ঞানবান), দৌরাত্ম (দৌরাত্ম্য), বাহ্যিক (বাহ্য), বিবাদমান (বিবদমান), বৈচিত্র (বৈচিত্র্য), সত্বা (সত্তা), স্বত্ত (স্বত্ব), স্বাতন্ত্র (স্বাতন্ত্র্য)।

অনেকে দ্বিত্ব বর্জনের বিধানকে য-ফলা বর্জনের বিধান ভেবে গোল পাকিয়ে বসেন এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে দরিদ্র, বিচিত্র, স্বতন্ত্র শব্দের বিশেষ্যরূপ দারিদ্র্য, বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য শব্দ থেকে য-ফলা বাদ দিয়ে দেন।

### ৮.২.৯ বচনের অপপ্রয়োগ

বাংলা ভাষায় বিশেষণ দ্বারা অসংখ্য শব্দের বহুত্ব নির্দেশ করা হয়। এ জাতীয় শব্দের পরে বহুবচনের বিভক্তি অথবা গণ, বৃন্দ ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হয় না। যেমন : সকল পরীক্ষকগণ (সকল পরীক্ষক/ পরীক্ষকগণ), নতুন নতুন ছেলেগুলো (নতুন নতুন ছেলে/ নতুন ছেলেগুলো)।

### ৮.২.১০ চন্দ্রবিন্দুর যথাযথ প্রয়োগ

সাধারণত তৎসম শব্দের কথ্যরূপে ঙ ঞ ণ ন ম ং অপভ্রংশের মাধ্যমে চন্দ্রবিন্দু হয়। যেমন – অঙ্কন থেকে আঁকা, শঙ্খ থেকে শাঁখা, গঞ্জিকা থেকে গাঁজা, কণ্টক থেকে কাঁটা, বণ্টন থেকে বাঁটা, ষণ্ড থেকে ষাঁড়, চন্দ্র থেকে চাঁদ, তন্ত্র থেকে তাঁত, দন্ত থেকে দাঁত, সন্তরণ থেকে সাঁতার, কম্পন থেকে কাঁপা, চম্পা থেকে চাঁপা, কংস থেকে কাঁসা, হংস থেকে হাঁস।

## ৮.৩ কিছু প্রয়োগ-উদাহরণ

একই শব্দের বানানে নানারকম রূপবৈচিত্র্য তৈরি হওয়ায় শুদ্ধ-অশুদ্ধের তর্ক দেখা দিয়েছে। কিন্তু বানান-কাঠামো চূড়ান্ত-অর্থে রীতির ব্যাপার। এর সঙ্গে 'শুদ্ধতা'র মানদণ্ডকে যুক্ত করা ঠিক হবে না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের বানান-ভিন্নতার কারণে অর্থ-ভিন্নতাও দেখা দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর সরলীকরণের প্রস্তাব করা যেতে পারে।

বাংলা বানানকে অধিকতর ব্যুৎপত্তিমূলক করা হবে, নাকি উচ্চারণ-অনুগতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে, কিংবা এর প্রচলিত মিশ্র-রূপকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে – এই তিন প্রসঙ্গের মীমাংসা করা সহজ নয়। আমরা বানান সরলীকরণের স্বার্থে দীর্ঘ-ঈ ও এর কারচিহ্ন (ী), দীর্ঘ-ঊ ও এর কারচিহ্ন ( ূ ) যথাসম্ভব বর্জন করার পক্ষে মত দিয়েছি।

তবে এইসঙ্গে মাথায় রাখা দরকার, আমাদের কোনো কোনো ধ্বনির বিপরীতে (ই/ঈ, উ/ঊ, ঋ/রি, জ/য, ণ/ন, শ/ষ/স) একাধিক বর্ণ রয়েছে। ধ্বনি-পার্থক্য বোঝানোর জন্য এইসব বর্ণ ব্যবহার করা যায় কি-না, বিশেষ করে বিদেশি শব্দের ধ্বনির যথাযথ প্রতিবর্ণীকরণের স্বার্থে বর্ণের বিকল্পগুলো রেখে দেয়া যায় কি-না, সেটাও বিবেচনা করা যেতে পারে।

**৮.৩.১ অয়ন**

অর্থায়ন, বিশ্বায়ন, মূল্যায়ন – এসব শব্দের শেষে দন্ত্য-ন এবং গৃহায়ণ, চিত্রায়ণ, নগরায়ণ – এসব শব্দের শেষে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয় (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ১৫)। 'ণ' বর্ণ বাদ দেয়া সম্ভব হলে 'অয়ন'-যুক্ত সব বানান একরকম হবে। অবশ্য মূর্ধন্য-ণ বাদ না দিয়েও সমস্ত অয়ন-যুক্ত শব্দে আমরা দন্ত্য-ন ব্যবহার করতে পারি। কারণ বিধি মনে রেখে বানান লেখার চেয়ে বানানের সরলীকরণ অধিকতর প্রত্যাশিত। তাছাড়া সব তৎসম শব্দে সংস্কৃত-বিধি মানা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৬ : ৪৪২) যথার্থই বলেছেন, "আমি এই সহজ কথাটা বুঝি যে প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণয়ের স্থান কোথাও নেই, নির্জীব ও নিরর্থক অক্ষরের সাহায্যে ঐ অক্ষরের বহুল আমদানি করে আপনাদের পাণ্ডিত্য কাকে সন্তুষ্ট করছে, বোপদেবকে না কাত্যায়নকে?"

**৮.৩.২ অধিকন্তু অর্থে 'ও'**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'কোনও', 'কখনও' প্রস্তাব করলেও রবীন্দ্রনাথ 'কোনো', 'কখনো' লেখার পক্ষপাতী (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৩৭)। আমরা মনে করি, অধিকন্তু অর্থে শব্দের শেষে ো-কার না দিয়ে 'ও' কার ব্যবহার করাই শ্রেয় (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ২১; হায়াৎ ২০০০ : ৩০)। অর্থাৎ আজও (আজো নয়), আরও (আরো নয়), কালও (কালো নয়) ব্যবহৃত হবে। এমনকি 'কখনো' নয়, 'কখনও'; 'কারো' নয়, 'কারও'; 'এখনো' নয়, 'এখনও' ব্যবহার করা যায়। তবে কথায় জোর দিতে শেষে 'ই' যুক্ত হলে ো-কার আনা যায় (যেমন : কখনোই, কোনোই)।

**৮.৩.৩ উদ্দেশ/উদ্দেশ্য**

'উদ্দেশ' আর 'উদ্দেশ্য' দুটি আলাদা শব্দ (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ২৪; আলম ২০১৪ : ৭০)।

'উদ্দেশ্য' শব্দের অর্থ – প্রতি, হদিস, দিকে। উদাহরণ :

ক) তার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হল। (প্রতি, জন্য অর্থে)

খ) গত এক সপ্তাহ তার কোনো উদ্দেশ নেই। (হদিস অর্থে)

গ) নদী সাগরের উদ্দেশে ধেয়ে চলে। (দিকে অর্থে)

'উদ্দেশ্য' শব্দের অর্থ – অভিপ্রায়, লক্ষ্য, তাৎপর্য, প্রয়োজন। উদাহারণ :

ক) লেখাটি পড়ে লেখকের উদ্দেশ্য বোঝা গেল না।

খ) লোকটা সুবিধের নয়,উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ করে না।

**৮.৩.৪ উল্লেখিত/উল্লিখিত**

'উল্লেখিত' শব্দের অর্থ উল্লেখকৃত; আর উল্লিখিত (উৎ + লিখিত) শব্দের অর্থ ওপরে লিখিত (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ২৫)। যেমন :

ক) উল্লেখিত নিয়মগুলো অবশ্যপালনীয়। (উল্লেখ করা)

খ) উল্লিখিত নিয়মগুলো অবশ্যপালনীয়। (ওপরে লিখিত)

তাই 'ওপরে উল্লিখিত' লেখা যাবে না; কিন্তু 'ওপরে উল্লেখিত' বলা যাবে।

**৮.৩.৫ এমনই/এমনি**

'এমনই' ও 'এমনি' আলাদা আলাদা অর্থে প্রয়োগ করা হয় (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ২৫)। যেমন :

ক) লোকটা এমনই পাষণ্ড যে রোজ বউ পেটায়। (এতই, এইরকম অর্থে)

খ) পড়াশোনা এমনি এমনি হয় না। (শুধু শুধু অর্থে)

এমনি এসেছি। (অকারণ অর্থে)

এমনিতেই খাদ্যাভাব, তার ওপরে মহামারি। (একে তো অর্থে)

কোনো কোনো সময় বক্তা বা লেখকের অভিপ্রায়ই থাকে 'ই' আলাদা বা সংলগ্ন করে উচ্চারণ করার (অরুণ ১৯৯৬ : ৫৬)। অতএব আমরা এমনই/এমনি বানান আলাদা রাখার পক্ষপাতি।

### ৮.৩.৬ যখনই/যখনি, তখনই/তখনি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'যখনই', 'তখনই' প্রস্তাব করলেও রবীন্দ্রনাথ 'যখনি', 'তখনি' লেখার পক্ষপাতী (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৩৭)। কবিতার জন্য সেটি প্রায়স উপযুক্ত হলেও আমরা 'যখনই', 'তখনই' লেখা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

### ৮.৩.৭ কি/কী

'কী' আর 'কি' – এ সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো প্রস্তাব রাখেননি। বাংলা একাডেমি ও বাংলা আকাদেমির প্রস্তাবের মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে। তাঁরা বলছেন, যখন প্রশ্নমূলক সর্বনাম বা বিশেষণ তখন 'কী' লেখা হবে; যেক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র হ্যাঁ বা না-বাচক সেক্ষেত্রে ই-কার দিয়ে লেখা হবে। (মিতালী ২০১০ : ২৪৫)

সুতপা ভট্টাচার্য (২০০৫ : ১৯৬) লিখছেন, "যে প্রশ্নেরই উত্তর হয় 'হ্যাঁ' হবে, না হয় 'না' হবে (Yes-no question), সেক্ষেত্রেই শুধু হ্রস্ব ই-কারযুক্ত 'কি' ব্যবহৃত হবে। আমাদের কথা-বার্তা সবসময় এত সরল বুঝি? সব প্রশ্নেরই উত্তর চাওয়া হয়? 'তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?' – এটি কি (Yes-no question)? 'আমি কি আর সেই আমি আছি?'– এ বাক্যটাই তো নঙর্থক, এতো Yes-no question করছে না মোটেই! তাহলে কি এসব জায়গায় 'কী' লিখতে হবে?"

মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৪৫) 'কি' ও 'কী' বানান প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এই দুটো শব্দকে আলাদা রাখার যে কি প্রয়োজন তা আমার মাথায় আসে না। আমার তো শব্দ বলি না, বলি বাক্য। বাক্য থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু। বাক্যে এর অবস্থান থেকেই তো পাঠক ধরতে পারবেন, কোনটার কি মানে। আর উচ্চারণ বা বলাঘাতের জন্য দীর্ঘ ঈ-কারের প্রয়োজন হয় তবে অনেক শব্দকেই এমন হ্রস্ব-দীর্ঘে ভাগ করতে হবে। একটা 'কি' দিয়ে যদি কাজ চলে তবে অপর দীর্ঘ 'কী' আমদানি করার বোধ হয় প্রয়োজন হয় না।"
সলিমুল্লাহ খান 'কি' বানানের ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বলেছেন, বাংলায় 'কি' বানানের দ্বৈততার প্রয়োজন নেই (২০১০/১ : ১৫; ২০১০/২ : ৩৮)। কেননা, পরিস্থিতিই বুঝিয়ে দেয় 'কি' কোন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। বানানের সরলীকরণের স্বার্থে 'কি' বানান একটি রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তাছাড়া বর্ণমালা থেকে 'ঈ'-কে বাদ দিতে চাইলে ী-কার বর্জন করতে হবে।

অব্যয় 'কি' আর সর্বনাম/বিশেষণ 'কী'-কে আলাদা করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব (২০১২/১৬ : ৪৪৪-৪৪৫) ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বর্তমানে 'কি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় অব্যয় হিসাবে। আর 'কী' ব্যবহৃত হয় সর্বনাম ও বিশেষণ হিসাবে (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ২৫-২৬)। যেমন :

সে কি খেয়েছে? (উত্তর : হ্যাঁ/না)
সে কী খেয়েছে? (উত্তর : ভাত/ মাছ/ অন্যকিছু)
কী সুন্দর পাখি! (অর্থাৎ, অনেক সুন্দর পাখি)

### ৮.৩.৮ কোন/কোনো

কিছু শব্দের অন্ত্য অ-কার কখনও উচ্চারিত হয়, কখনও অনুচ্চারিত থাকে। উচ্চারিত অকার-কে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ও' বা ও-কারযোগে দেখানো হয়; যেমন – কোনও, কোনো। আবার অনেক ক্ষেত্রে 'ও' বা ও-কার বর্জিত হয়; যেমন – কোন (উচ্চারণ 'কোনো')।

প্রশ্ন বোঝাতে 'কোন' (তুমি কোন দিকে যাবে?) এবং সাধারণ বর্ণনায় 'কোনো' (আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।) ব্যবহার করতে চাই আমরা। এদের বানান-ভেদ থাকা উচিত। তবে 'কোন'-এর বদলে (হসন্ত-যুক্ত) 'কোন্' ব্যবহার না করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। কারণ, 'কোনো' বোঝাতে 'কোন' ব্যবহার করলে অর্থদ্বৈততা তৈরি হতে পারে এবং পড়ার অসাচ্ছন্দ্য তৈরি হতে পারে।

### ৮.৩.৯ একত্রীকরণ

কিছু শব্দের একত্রীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অর্থ-পার্থক্য রয়েছে (নীরেন্দ্রনাথ ১৯৯৫ : ১৫; মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ২৬,২৭,৩০)। যেমন :

১. কি না/ কিনা
যাবে কি না বলো। (সংশয় বা প্রশ্ননির্দেশ)
সে কিনা গাড়ি কিনতে চায়। (কথার বিশেষ ভঙ্গি হিসাবে)

২. তাই/ তা-ই
স্কুল বন্ধ; তাই ছেলেরা খুশি। (সংযোজক অব্যয়)
ছেলেটা যা দেখে, তা-ই কিনতে চায়। (সর্বনাম হিসাবে – সাধুরীতির 'তাহাই'-এর চলিতরূপ)
৩. যেই/ যে-ই
যেই তিনি এলেন, ছেলেরা সরে পড়ল। (যখন/ যেমন অর্থে)
যে-ই বলুক না কেন, আমি যাব না। (সর্বনাম হিসাবে)

### ৮.৩.১০ লক্ষ/লক্ষ্য

প্রথম ‘লক্ষ’ ব্যবহৃত হয় সংখ্যা বা ক্রিয়া (দেখা/নজর) বোঝাতে। দ্বিতীয় ‘লক্ষ্য’ অর্থ – উদ্দেশ্য বা নিশানা (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ৩০-৩১; আলম ২০১৪ : ৭৫)। আমরা বানানের সরলীকরণ প্রস্তাবে উভয়ক্ষেত্রেই একটি বানান (লক্ষ) রাখার পক্ষপাতী।

**৮.৩.১১ নিবে/নেবে, দিবে/দেবে**

সাধুরীতির ‘নিবে’ ও ‘দিবে’ শব্দের চলিতরূপ হচ্ছে ‘নেবে’ ও ‘দেবে’। সুতরাং ‘নিবে’ ও ‘দিবে’ শব্দের পরিবর্তে ‘নেবে’ ও ‘দেবে’ লিখতে হবে। (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ৩৩)

**৮.৩.১২ নেই/নিই, দেই/দিই**

নেয়া বা দেয়া অর্থে সাধারণ বর্তমান কালের উত্তম পুরুষে ‘নেই’ বা ‘দেই’ শব্দের প্রয়োগ না করাই ভালো। কারণ এ প্রয়োগ আঞ্চলিক। শব্দদুটির সঠিক প্রয়োগ হবে ‘নিই’ ও ‘দিই’ (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ৩৩)।

**৮.৩.১৩ সংখ্যানির্দেশক শব্দ**

সংখ্যানির্দেশক শব্দটি আলাদা বসবে, এই নিয়ে তর্ক নেই। যেমন : এক টাকা, দুই বছর, আট মাইল। কিন্তু ‘দুই’ অর্থে দু থাকলেই নানা রূপভেদ দেখা যায় (যেমন : দু জন/ দু’জন/ দুজন)। এক্ষেত্রে আমরা ঊর্ধ্বকমা বাদ দিয়ে একসঙ্গে লেখার পক্ষপাতী (যেমন : দুজন/ দুশ/ দুরকম)।

**৮.৩.১৪ সমাসবদ্ধ শব্দে হাইফেন**

সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণভাবে ‘হাইফেন’ বর্জন করা হয়। যেমন : পরানপ্রিয়, স্বাধীনতাবিরোধী, ছাত্রছাত্রী। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে হাইফেন রাখা দরকার।

(১) সমাসবদ্ধ দ্বিতীয় পদের শুরুতে যদি স্বরবর্ণ থাকে। যেমন : ইচ্ছা-অনিচ্ছা, গণ-আন্দোলন।

(২) মাঝখানে হাইফেন না দিলে যেখানে বিভ্রান্তির সুযোগ ঘটতে পারে বলে মনে হয়। যেমন : সরকারী-বেসরকারী। (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ৩৯-৪১)

**৮.৩.১৫ ধ্বন্যাত্মক/অনুকার শব্দ**

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা অনুকার দ্বিরুক্তগুলো মুক্তাক্ষর হলে আলাদা বসবে। যেমন : খাঁ খাঁ, পড় পড়। আর বদ্ধাক্ষর অনুকার শব্দ একত্রে বসবে। যেমন : ভনভন, পটপট। (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ৪১)

**৮.৩.১৬ দু/দূ**

দুঃ/দুর্ উপসর্গযোগে গঠিত শব্দে 'দু' ব্যবহৃত হবে। যেমন : জয়–দুর্জয়, নীতি–দুর্নীতি, সময়–দুঃসময়। আর দূরত্ব/দূরত্ববিষয়ক কিছু বোঝালে 'দূ' হবে। যেমন : দূরপাল্লা, দূরবর্তী, দূরালাপনী। (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ৩৩)। তবে দীর্ঘ ঊ-এর ব্যবহার সর্ব ক্ষেত্রে এড়িয়ে 'দু' বানান প্রতিটি ু-কার করে দেয়া যায় যদি 'দূর' বানানকে আমরা হ্রস্ব উ-কার করে দিতে পারি।

### ৮.৩.১৭ ভুতুড়ে

'ভুতুড়ে' শব্দটি এসেছে 'ভূত' থেকে। সেই হিসাবে এর বানান হওয়া উচিত 'ভূতুড়ে'। অভিধানে ভুতুরে/ভূতুড়ে/ভুতুড়ে – নানারকম বানান দেখা যায়। *প্রথম আলো* বেশি প্রচলনের যুক্তিতে 'ভুতুড়ে' ব্যবহারের পক্ষপাতী (মাহবুবুল ও অন্যান্য ২০১২ : ৪৯)। আমরাও 'ভুতুড়ে'র পক্ষপাতী; তবে আমাদের যুক্তি – বানান সরলীকরণ।

### ৮.৩.১৮ অহ্ন

'অহ্ন' শব্দের আগে পূর্ব/অপর যুক্ত হয়ে মূর্ধন্য-ণ হয় (পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ)। আবার মধ্য/ছায়া যুক্ত হলে দন্ত্য-ন অপারিবর্তিত থাকে (মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন) (আলীম ২০১১ : ৩০)। আমরা প্রতিক্ষেত্রে অপরিবর্তিতরূপে দন্ত্য-ন রাখতে চাই।

### ৮.৩.১৯ না/নি

না/নি/নেই/নয় নেতিবাচক শব্দগুলো আলাদা বসালেই হয়। 'নি' আলাদা বসবে কি-না, এই নিয়ে অবশ্য তর্ক রয়েছে। অনেকে একসঙ্গে লেখার পক্ষপাতী; আবার অনেকে পৃথক লেখার পক্ষপাতী (আলীম ২০১১ : ৩০; হায়াৎ ২০০০ : ৭৬)।

নি প্রসঙ্গে আকাদেমি বলেছেন, "পূর্বপদের ধ্বনিপ্রবাহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে পরবর্তী 'নি' যুক্ত এবং 'নি'-র কোনো স্বাধীন প্রয়োগ নেই।" এর বিপরীত মন্তব্য তুলে ধরে মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৪৪) বলছেন –

> 'নি' স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, ঠিক কথা, হয়ও না। যদি বলা হয় 'পূর্বপদের ধ্বনিপ্রবাহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তা যুক্ত, তবে তার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ তা ভাষিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা 'নি'-কে পূর্বপদের ধারাবাহিকতা থেকে অনায়াসেই বের করে আনতে পারি : যখন বলি *হয়ই নি*, বা *হয়ও নি* তখন কি তা পূর্বপদের ধারাবাহিকতার সঙ্গে থাকে, না বিশ্লিষ্ট হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যায় পূর্বপদ থেকে, আরো যথার্থভাবে বলা যায় পূর্ব ক্রিয়াপদ থেকে? আরো বলা যায়, সাধুতে বলি 'হয় নাই', তা কিন্তু কোনোমতেই পূর্বপদের ধারাবাহিকতার সঙ্গে জড়িত নয়, তা স্বাধীন শব্দ। নাই-ই তো

রূপান্তরিত হয়েছে 'নি'-তে। বস্তুত, না এবং নি অন্বয়গতভাবে শর্তাধীন পদ (syntactically conditioned), দুটির ফাংশানই এক।

### ৮.৩.২০ সুধি/সুধী

'সুধি' ও 'সুধিবৃন্দ' বানানে আমরা দীর্ঘ-ঈ বর্জন করে বানানকে সহজ করে রাখতে চাই। যদিও ভিন্নরূপ মতও রয়েছে (আলীম ২০১১ : ৩১; আলম ২০১৪ : ৬৫)।

### ৮.৩.২১ খ্রিস্ট/খ্রিষ্ট

খিস্ট/খ্রিষ্ট বানানে 'ষ্ট' যুক্তবর্ণটি দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার হয়ে আসছে। সংস্কৃত 'ষ্ট' আছে, 'স্ট' নেই বলে (আলম ২০১৪ : ৬৮) এই বানান কিছুদিন আগে পর্যন্ত চলেছে। পরবর্তীকালে ইংরেজি st-এর জন্য 'স্ট' ব্যবহারের কথা বলা হলে খ্রিস্ট, খ্রিস্টাব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হল – Christ ও Christian থেকে বাংলায় আত্তীকৃত বলে এবং উচ্চারণগত কারণে 'খ্রিষ্ট' ও 'খ্রিষ্টাব্দ' শব্দে 'ষ্ট' দিয়ে লেখা হবে। এ নিয়মে খ্রিষ্টপূর্ব, খ্রিষ্টান ও খ্রিষ্টীয় লেখা হল। সম্প্রতি প্রমিত বাংলা ব্যাকরণে আবার খ্রিস্ট, খ্রিস্টাব্দ লেখা হচ্ছে। আমরা এইসব দ্বিধান্বিত ক্ষেত্রে তো বটেই, সবক্ষেত্রেই, মূর্ধন্য-ষ বর্জনের/হ্রাসের পক্ষপাতী।

### ৮.৩.২২ তৈরি/তৈরী

ক্রিয়া এবং বিশেষণ পদের জন্য তৈরি/তৈরী বানানে ভিন্নতা রয়েছে (আলম ২০১৪ : ৭১)। উদাহরণ :

যেভাবে বললাম, সেভাবে এটা <u>তৈরি</u> করে নিয়ে এস।
আহা, এত কষ্টের <u>তৈরী</u> জিনিসটা এভাবে নষ্ট হল?

আমরা এই ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার বর্জন করে বানানের একটি রূপই ('তৈরি') রাখতে চাই। কারণ ভাষার সাধারণ ব্যবহারকারী ক্রিয়া বা বিশেষণ হিসাবে বিবেচনা করে পদের প্রয়োগ করেন না।

### ৮.৩.২৩ ভারি/ভারী

"ছেলেটা তো ভারি দুষ্টু" কিংবা "বোঝাটা বেশ ভারী" – এই দুই বাক্যে দুই অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম 'ভারি' ব্যবহৃত হয় অতি/অত্যন্ত/দারুণ অর্থে। আর দ্বিতীয় 'ভারী' ব্যবহৃত হয় গুরুভার/ওজনদার/দায়িত্বপূর্ণ হিসাবে। আমরা একটা 'ভারি' রাখার পক্ষপাতী। কারণ পরিপ্রেক্ষিতই এর অর্থ করে নেবে। বানান কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

### ৮.৩.২৪ খুশি/খুশী

অনেকে ব্যবহারের ভিন্নতা বোঝানোর জন্য কিংবা বিশেষ্য/বিশেষণকে আলাদা করার জন্য দুরকম প্রত্যয়ান্ত বানানের কথা বলেছেন। এ সবই অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করা মাত্র। কোনো প্রয়োজন নেই (অরুণ ১৯৯৬ : ৪৭)। আমরাও তাই মনে করি।

সুতপা ভট্টাচার্য (২০০৫ : ১৯৫) অবশ্য লিখছেন –

> ‘সহজ পাঠ’-এ ‘খুশি’ আর ‘খুশী’ দুরকম বানান যে আছে, সে তো বিশেষণ হলে দীর্ঘ ‘ঈ’-কার হবার তৎকালীন নিয়ম মেনেই। দেখা যাচ্ছে, বিশেষ্য ‘খুশি’র জোর বেশি, বিশেষণ ‘খুশী’কে অল্পজনই জানে। তাই পণ্ডিত অধ্যাপকরাও ‘খুশি’টাই দেখতে চান, বিশেষণ হিসেবেও। ‘খুশি’ আর ‘খুশী’র তফাৎ সম্ভবত আকাদেমি করতে চান না, তাহলে ‘কী’ আর ‘কি’র তফাৎ কেন রাখতে চান?

### ৮.৩.২৫ ও-কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটি অযথা ও-কার দেয়ার বিরোধী। তবে নিতান্ত অর্থগ্রহণের সুবিধার জন্য বিকল্পে ও-কার দেয়ার প্রস্তাব করেছেন। যেমন – কাল, কালো। বাংলা একাডেমিও কলিকাতার মতোই ও-কার ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। তবে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন – অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, অব্যয় এবং অর্থ অনুধাবনে বিভ্রান্তিকর কিছু শব্দে) বিকল্প ছাড়া ও-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কোথায় কোথায় ও-কার দেয়া উচিত এর একটি তালিকা তুলে ধরেছেন। এর ফলে পূর্ববর্তী দুই প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা দূরীভূত হয়েছে। (মিতালী ২০১০ : ২৪৫-২৪৬)

আমরা ও-কার রাখতে চাই – ভাল/ভালো, মত/মতো, কাল/কালো ইত্যাদি ক্ষেত্রে উচ্চারণ ও অর্থপার্থক্য বোঝানোর জন্য। ও-কার রাখতে চাই না ক্রিয়াপদের শেষে; যেমন – হল (‘হলো’ নয়), হত (‘হতো’ নয়), এস (‘এসো’ নয়), করল (‘করলো’ নয়)। সংখ্যাবাচক শব্দের শেষেও অকারণ ও-কার বাদ দেয়ার পক্ষপাতী আমরা; যেমন – এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনের, ষোল, সতের, আঠার।

### ৮.৩.২৬ মত/মতো, ভাল/ভালো, কাল/কালো, ছোট/ছোটো

একই বানানের দুটি ভিন্ন অর্থের শব্দের মধ্যে গোলমাল হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে বলা হয় ‘মত/মতো’, ‘ভাল/ভালো’, ‘কাল/কালো’, ‘ছোট/ছোটো’, ‘হত/হতো’, ‘হল/হলো’ ইত্যাদির কথা। আপাতদৃষ্টিতে বেশ যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু এই শব্দগুলো এতই ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ার কথা যে এদের মধ্যে গোলমাল কষ্টকল্পনা মাত্র (অরুণ ১৯৯৬ : ৫০)। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৪১৩ : ৫০) বলেছেন,

"বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটি বাক্যও চোখে পড়ে নি যেখানে 'ভাল' শব্দের অর্থগ্রহণে বাধা পেয়েছি।"

*ভারতবর্ষের* ভাদ্র ১৩৩৮ (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাংলা শব্দ ও বানান' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয় (মিতালী ২০১০ : ১১৫)। অ-কারান্ত বিশেষণের 'অ'-কার স্থলে ও-কার লেখার যে প্রবণতা রয়েছে তিনি তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর প্রস্তাব কোথাও অ-কারান্ত করতে হলে অক্ষরের পাশে বিন্দু বসানো চলে। যেমন, ভালো নয়, ভাল.। 'মত' এবং 'মতো'-র বানান-পার্থক্য রাখার জন্য ও-কার না দিয়ে প্রয়োজনে হসচিহ্ন ব্যবহার করতে বলছেন তিনি (অর্থাৎ যথাক্রমে 'মত্' এবং 'মত')।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কালো' (রং বোঝাতে), 'ভালো' (উত্তম অর্থে) ইত্যাদি বানানের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, "কালো উচ্চারণের ওকার প্রাকৃত বাংলার একটি মূল তত্ত্বের সঙ্গো জড়িত। তত্ত্বটি এই যে দুই অক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণ পদ এই ভাষায় প্রায়ই স্বরান্ত হয়ে থাকে" (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৩৬)। উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা দুরকম বানানকে আলাদা রাখতে চাই।

**৮.৩.২৭ উদ্যোগ/ উদ্‌যোগ**

দ্ ও য-ফলার যখন সংযোগ ঘটবে, তখন উচ্চারণ-অনুসারে তা ভাঙা হবে বা যুক্ত হবে। যেমন : উদ্‌যাপন, কিন্তু উদ্যোগ (অরুণ ১৯৯৬ : ৭১)। এই রীতি রবীন্দ্রনাথও প্রয়োগ করেছেন। আমরাও এটি মান্য করতে চাই।

**৮.৩.২৭ আর্ষ প্রয়োগ**

কোনো কোনো সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে বৈয়াকরণিক দিক থেকে গ্রাহ্য না হলেও প্রখ্যাত লেখক বা ভাষাবিদদের দ্বারা বহুলভাবে প্রচলিত হওয়ার কারণে সেই 'ভুল' শব্দ গৃহীত হয়ে গেছে। তা ব্যবহৃত হতে বাধা নেই। যেমন : ইতিমধ্যে, উপরোক্ত, সৃজন ইত্যাদি (অরুণ ১৯৯৬ : ৭১)। দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রের অংশবিশেষ এক্ষেত্রে আমাদের যুক্তি ও সহায় হতে পারে : "অনেক পণ্ডিত 'ইতিমধ্যে' কথাটা চালিয়ে এসেছেন, 'ইতোমধ্যে' কথাটার ওকালতি উপলক্ষে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখি নে – অর্থাৎ এখন ঐ 'ইতিমধ্যে' শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব-বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে।" (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৩৯)

চূড়ান্ত অর্থে ভাষার প্রয়োগই এর বানানরীতি ও প্রায়োগিক ‘শুদ্ধ-অশুদ্ধ’ নির্ধারণ করে। ব্যাকরণের কাজ ভাষার বর্ণনা করা ও শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা; ‘শুদ্ধ-অশুদ্ধ’ নির্ণয়ের দায়িত্ব তার নয়। ভাষার গতিপ্রবাহের সঙ্গে মিল রেখে ব্যাকরণের ‘শাসন’কে আমরা শিথিল করতে চাই; একইসঙ্গে এই গবেষণা থেকে প্রস্তাব করতে চাই – সময়ের ব্যবধানে নতুন করে ব্যাকরণ রচনার একটি চলমান ধারা ও প্রক্রিয়া তৈরি হোক।

## টীকা

১. রিদওয়ান আলী খান (২০১২) এ বিষয়ে বিস্তৃত মত প্রকাশ করেছেন ‘বানানের শুদ্ধি-অশুদ্ধি ও সংস্কার’ প্রবন্ধে।

২. মানসী ও মর্ম্মবাণী : মাঘ ১৩২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত।

# উপসংহার

**১**

বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার বিষয়ে আলোচনা চলে আসছে দুশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। দু শতকের দীর্ঘ সময়ে এ-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মতামত লিখিত হলেও, সে তুলনায় 'গ্রহণযোগ্য' সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে কম। তবে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের সংখ্যাল্পতা, কোনোভাবেই, এ ধরনের ভাবনা ও উদ্যোগের সফলতা-ব্যর্থতা নিরূপণের মাপকাঠি হতে পারে না। আমাদের এ গবেষণার উদ্দেশ্যও তা নয়। এখানে বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার বিষয়ে বিগত ভাবনাসমূহের প্রধান প্রধান বিবেচ্য দিক চিহ্নিত করতে, তার যাথার্থ্য নির্ণয়ে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাংলা ভাষায় এর প্রয়োগ-বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা খুঁজতে চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার সাংগঠনিক কাঠামোয়, বিশেষত বানান-সংস্কারে ব্যক্তি-পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগসমূহকে বিশ্লেষণ করাই এই অভিসন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলালিপির উৎপত্তি সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় *The Origin of the Bengali Script* পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। এর আগে রামগতি ন্যায়রত্ন *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* নামক পুস্তকেও 'বঙ্গাক্ষর'-এর উৎপত্তি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মত দেন। এঁদের পরে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে বাংলালিপির উৎস-অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু লিপির উৎস-বিষয়ক আলোচনায় এঁদের কেউ কিংবা এঁদের পরবর্তী কেউ – এ লিপি কোথা থেকে, কীভাবে উদ্ভূত হয়, সে-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট মতামত দিতে পারেননি।

মধ্যযুগে হাতে-লেখা পুথিতে কেবল বানানের বৈচিত্র্য নেই, লিপিরও বহু আকার ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কখনও শব্দের ব্যুৎপত্তিকে রক্ষা করতে গিয়ে, আবার কখনও উচ্চারণ ও শ্রবণের দিকে নজর রাখতে গিয়ে লিপিকরগণ একরকম স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লিপির বিবর্তন লক্ষ করতে গেলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপিকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

ছাপাখানা আবিষ্কারের পর লিপির সংখ্যা-হ্রাস ও কাঠামো-ভাবনা ছিল প্রথম মনোযোগের কেন্দ্র। হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত *বাঙলা ভাষা* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার' প্রবন্ধে এক অজ্ঞাতনাম লেখক মূলত আবির্ভূত হয়েছেন বাংলা বর্ণমালার নতুন কাঠামো নির্মাণে। এই প্রবন্ধকার মুদ্রণযন্ত্রের সুবিধা-

অসুবিধার দিকটি মাথায় রেখে বর্ণমালা-সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ-ধরনের লিপির সংস্কার প্রকারান্তরে বানানের প্রচলিত কাঠামোকেও নতুনত্ব দান করে।
বাংলা বর্ণের গঠন ও নির্মাণকৌশল নিয়ে বিশ শতকে যাঁরা চিন্তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায় একজন। তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সতীশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন 'বাঙ্গালা শব্দ, তথা বানান ও লিখনসমস্যা'। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাণান সমস্যা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের সমস্যা তুলে ধরেছেন। তিনি যুক্তি হিসাবে বড় করে দেখিয়েছেন অঞ্চলগত উচ্চারণের পার্থক্যকে।

পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথও বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বানান-বিষয়ক আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর সময়ে সাধু-চলিত'র দ্বন্দ্ব থেকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও কিছু বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' বানানের সামঞ্জস্য-বিধানের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। এরই সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে ঢাকার বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' প্রস্তাব করে। মধ্যবর্তী পর্যায়ে ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রভাবে কেউ কেউ বাংলা বর্ণমালা ও বানানকে উচ্চারণ-ভিত্তিক করার সুপারিশ করেছেন। লিপি ও বানানকে ধ্বনিমূলক করার পক্ষে ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ।

এর মধ্যে ১৯৪৭ সালে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নতুন করে 'ভাষা-পরিকল্পনা' প্রধান আলোচ্য হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষা বিভাজিত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে টিকে থাকলেও এর অনেক আগে থেকেই বাংলার লিপিরূপ কী হবে – আরবি, উর্দু, ফারসি বা রোমান হরফ কি-না, এ তর্কও শুরু হয়ে যায়। এই পর্যায়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীসহ অনেকেই মত প্রকাশ করেন।

বাংলা লেখার জন্য যান্ত্রিক সুবিধা, কিংবা লিখন ও পঠন-দ্রুতির বিষয়টি মাথায় রেখে বর্ণ ও বানান নিয়ে ভেবেছেন মুনীর চৌধুরী, ফেরদাউস খান প্রমুথ। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে আনিসুজ্জামান, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, মনসুর মুসা, পবিত্র সরকারসহ অনেকেই এ-বিষয়ক আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তবে বাংলাদেশে বাংলা একাডেমি প্রমিত বানানের নিয়ম প্রস্তাবের পর শব্দের বানান-বিষয়ক ব্যক্তি-পর্যায়ের যুক্তি ও প্রয়োগ অনেকটাই ওই নিয়মকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ব্যক্তি-মতের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা, কিংবা প্রতিষ্ঠানের সফলতা-ব্যর্থতা নিরূপণও এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল।

পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বানান নিয়ে চিন্তা চলেছে। তবে শব্দ ও বানানের ক্ষেত্রে লেখকদের ভূমিকা কিংবা প্রযুক্তির উৎকর্ষে 'ব্লগে' লেখা বাংলার বিচিত্র প্রয়োগে ভাষার রূপান্তরের সম্ভাবনাটিকেও আমাদের মাথায় রাখতে হয়েছে।

২

বাংলা বানান নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। বাংলা শব্দে যত ধরনের অসামঞ্জস্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে, তা ব্যাকরণের নিয়মসূত্র প্রয়োগ করে সংস্কার করতে গেলে শুধু বানান বিষয়েই বৃহৎ ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন হবে। উচ্চারণ ও বানানকে ঘিরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে যেসব ধ্বনি ও বর্ণকে নিয়ে, তার সংখ্যাও নেহাত কম নয় : দুই ধরনের অ [সংবৃত ও বিবৃত ] কিংবা এর হলন্ত উচ্চারণ; দুই ধরনের এ [সংবৃত ও বিবৃত ]; হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ; হ্রস্ব উ ও দীর্ঘ ঊ; ঋ, রেফ এবং র-ফলা ; ঐ এবং ঔ এর রূপভেদ [ঐ/ওই/অই বা ঔ/ওউ/অউ]; ক্ষ ও খ-এর পারস্পরিকতা; ঙ এবং ং-এর বিনিময়যোগ্যতা; জ এবং য-এর ব্যবহার ; মূর্ধন্য ণ ও দন্ত্য ন-এর প্রতিস্থাপন ; ঞ, খণ্ড ৎ-এর ভূমিকা; বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব-এর ব্যবহার ; তিন রকম শ [শ,ষ,স]-এর বিদ্যমানতা... ইত্যাদি।

এমনকি, স্বরের কারচিহ্ন ব্যঞ্জনের ডানে সরিয়ে আনার ভাবনাও রয়েছে অনেকের লেখায়। এক্ষেত্রে হ্রস্ব ই-কারের চিহ্ন অনেকটা দীর্ঘ ঈ-কারের রূপ ধারণ করে ব্যঞ্জনের পরে বসানোর প্রস্তাব এনেছেন কেউ কেউ। লিখন ও পঠন-দ্রুতির পাশাপাশি এতে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে বলে মনে করেন তাঁরা।

পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত ভাষা ইংরেজির চাইতে বাংলায় বর্ণের সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি ধ্বনিমূলীয় বানানেও আপত্তি অনেকের। বানানকে তার প্রচলিত রূপেই রেখে দেয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম প্রণয়নের ফলে বানানে দ্বৈততা তথা বিকল্পের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফলে, সব মিলিয়ে বানানের কিছু বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে; নিয়ম করে তাতে লাগাম টেনে ধরাও কঠিন, যেহেতু নিয়মের মধ্যেও পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে বহুধামত।

এই গবেষণার পরিধি ছিল – মধ্যযুগীয় বানানরীতি থেকে বর্তমান বানানে উত্তরণের পর্যায় পর্যন্ত। প্রাসঙ্গিকভাবেই লিপির বিবর্তন কিংবা এর সংযোজন-বিয়োজনের ভাবনা আলোচনা করা হয়েছে, বিচার করা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ভূমিকাকে এবং ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনাকে – যা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত – যাচাই করা হয়েছে কালের বিচারে। সাধু-চলিত'র দ্বন্দ্ব, ভাষা-পরিকল্পনা, পরিভাষার জন্য বানান – প্রসঙ্গক্রমে এ সব বিষয়ও আলোচনায় এসেছে।

চূড়ান্তভাবে আমরাও বানানের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আশা করি না। প্রথাগতভাবে 'অশুদ্ধ' বলে বিবেচিত, কিন্তু বহুল ব্যবহৃত অনেক শব্দকে আমরা নির্দ্বন্দ্ব ব্যবহারের পক্ষপাতী।

## গ্রন্থপঞ্জি

### ক. বাংলা বই


| | |
|---|---|
| অরুণ সেন | ১৯৯৬, *বানানের অভিধান* (বাংলা বানান ও বিকল্প বর্জন : একটি প্রস্তাব), ২য় সংস্করণ, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, কলকাতা |
| আলম, মাহবুবুল | ২০১১, *বাংলা বানান ও ভাষারীতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা |
| আলীম, আব্দুল | ২০১১, *বাংলা বানান ও উচ্চারণ শিক্ষা*, গতিধারা, ঢাকা |
| আজম, মোহাম্মদ | ২০১৪, *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ঢাকা |
| আনিসুজ্জামান | ১৯৯২, *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| | ২০০৫, *পাঠ্য বইয়ের বানান*, পরিমার্জিত সংস্করণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা |
| এনামুল হক, মুহাম্মদ | ১৯৭৪, *বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| | ১৯৭৬, *মনীষা-মঞ্জুষা* (২য় খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা |
| | ২০০৯ *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা |
| করুণাসিন্ধু দাস | ২০০৫, *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*, সদেশ, কলকাতা |
| কল্পনা ভৌমিক | ১৯৯২, *পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল | ২০০০, *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা*, ৪র্থ সংস্করণ, গতিধারা, ঢাকা |
| কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল ও রাজিয়া সুলতানা | ২০০৯, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান* (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| গোলাম মোর্তাজা, দেওয়ান | ২০০৩, *বর্ণমালার উদ্ভব বিকাশ ও লিপিসভ্যতার ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| চিত্রা দেবী | ১৯৮১, *পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা |
| জামিল চৌধুরী | ১৯৯০, *বানান ও উচ্চারণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| | ১৯৯৪, (সংকলিত ও সম্পাদিত) *বাংলা বানান অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| তুষারকান্তি মহাপাত্র | ২০০৫ (সম্পাদিত), *ভাষাভাবনা* (বাংলা ভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক), অবভাস, কলকাতা |

| | |
|---|---|
| দানীউল হক, মহাম্মদ | ২০০৭, *ভাষা আয়ত্তকরণ ও শিখন : প্রাথমিক ধারণা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| দীনেশচন্দ্র সেন | ১৯২৬, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, বিশ্বকোষ লেন, কলকাতা |
| দীপঙ্কর ঘোষ | ২০০৭ (সংকলিত), *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| নির্মল দাশ | ১৯৭৬, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, নলেজ হোম, কলকাতা |
| নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ১৯৯১, *বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা |
| নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার ও জ্যোতিভূষণ চাকি | ২০০৮, *আকাদেমি বানান অভিধান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| নেপাল মজুমদার | ২০০৭ (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বানান বিতর্ক*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| পবিত্র সরকার | ২০০৪, *বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা |
| পরেশচন্দ্র মজুমদার | ২০০৩, *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা* (১ম খণ্ড), পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা |
| পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী | ২০০৬, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুনর্মূল্যায়ন*, করুণা, কলকাতা |
| প্রফুল্লকুমার পান | ২০০৬, *বাংলা বর্ণপরিচয়ের দুশো পঁচিশ বছর*, সাহিত্যলোক, কলকাতা |
| ফজলে রাব্বি | ২০০২, *ছাপাখানার ইতিকথা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১৩৯৩, *বঙ্কিম রচনাবলী : সাহিত্য সমগ্র*, প্রথম তুলি-কলম সংস্করণ, তুলি-কলম, কলকাতা |
| বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র | ২০০১, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত, তুলি-কলম, কলকাতা |
| বিশ্বজিৎ ঘোষ | ২০১০, *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও উত্তরকাল*, অনন্যা, ঢাকা |
| মণীন্দ্রকুমার ঘোষ | ১৪১৩, *বাংলা বানান*, দে'জ পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা |
| মনসুর মুসা | ২০০৭, *বানান : বাংলা বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা |
| মাহবুবুল হক, সাজ্জাদ শরিফ, অরুণ বসু ও ফরহাদ মাহমুদ | ২০১২ (সম্পাদিত), *প্রথম আলো ভাষারীতি*, পঞ্চম মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা |
| মুজাম্মিল হক, খন্দকার | ১৯৮৭, *মধ্যযুগের বাঙলার মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| | ২০০০, *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সম্পাদনা*, অবসর, ঢাকা |
| | ২০০২, *বাঙলা পুঁথির বানান সমস্যা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা |
| মুনীর চৌধুরী | ১৯৭০, *বাঙলা গদ্যরীতি*, কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা |
| মিতালী ভট্টাচার্য | ২০১০, *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*,পুনর্মুদ্রণ,পারুল প্রকাশনী, কলকাতা |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২০১১-১২, *রবীন্দ্রসমগ্র* (২৫ খণ্ড), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা |
| রামগতি ন্যায়রত্ন | ১৯৩৫, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, কলকাতা |
| রিদওয়ান আলী খান, হোসাইন | ২০১২, *বাংলা শব্দ বর্ণ বানান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নালন্দা, ঢাকা |
| লুৎফর রহমান, এস.এম. | ২০০৪, *বাঙালীর লিপি ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস*, ধারণী সাহিত্য-সংসদ, ঢাকা |
| | ২০০৫, *বাঙলা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |

শরফুদ্দিন আহমেদ — ২০০০, *বাংলা শিক্ষা সহজীকরণ*, সেলিনা আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ — ১৯৬৮, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা

শাহজাহান মিয়া, মুহম্মদ — ১৯৯৪, *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও অন্যান্য — ১৯৮৮, *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস — ১৯৯৫, সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, ঢাকা

সুকুমার সেন — ১৯৭৫, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ১৯৬২, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, ৭ম সংস্করণ, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা-বোম্বাই-দিল্লি

১৯৭৫, *বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

সুবোধচন্দ্র মজুমদার — ১৯৭৬ (সম্পাদিত), *কাশীদাসী মহাভারত*, দেব-সাহিত্য কুটির, কলিকাতা

স্বরোচিষ সরকার — ২০১৫, *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা : আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯৬৬, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, নিউ দিল্লী

হায়াৎ মামুদ — ২০০০, *বাংলা লেখার নিয়মকানুন*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, প্রতীক, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ — ১৯৮৪ (সম্পাদিত), *বাঙলা ভাষা*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৯৮৫ (সম্পাদিত), *বাঙলা ভাষা*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা


## খ. বাংলা প্রবন্ধ, সংকলনগ্রন্থ ও পত্রিকা


অজ্ঞাতনাম — ২০০৭, ভাষা-বিভ্রাট, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

অজরচন্দ্র সরকার — ২০০৭, বাঙ্গালা টাইপ ও কেস, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

অনুরূপা দেবী — ২০০৭, ভাষার ডোর, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত — ২০০৫, একটি চিঠি, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

অলোক রায় — ২০০৫, সুয়োরানীর নির্বাসন, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

আবদুল হাই, মুহম্মদ — ১৯৭০, বাঙলা লিপি ও বানান-সমস্যা, *বাঙলা গদ্যরীতি*, মুনীর চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য — ২০০৭, বাংলা বানানের একটি নিয়ম, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

এনামুল হক, মুহম্মদ — ১৯৭০, বাঙলা-ভাষার সংস্কার, *বাঙলা গদ্যরীতি*, কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

| | |
|---|---|
| এষা দে | ২০০৫, নব্য বাংলাভাষা শিক্ষানীতি : দূরের প্রেক্ষিতে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা |
| কমলাকান্ত বসু | ২০০৭, ভাষা-সমস্যা, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল | ১৯৮৪, বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার, *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত | ২০০৭, ভাষা সম্বন্ধে দু'একটি কথা, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় | ২০০৫, বানান লইয়া গুজবে কান দিবেন না, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা |
| কেতকী কুশারী ডাইসন | ২০০৫, বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা |
| ক্ষুদিরাম দাস | ২০০৭, বানান বানানোর বন্দরে, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| গোবর্দ্ধনদাস শাস্ত্রী | ২০০৭, বাংলা বানানের নিয়ম, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| জগন্নাথ চক্রবর্তী | ২০০৭, বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| জ্যোতিভূষণ চাকি | ২০০৭, সেইখানেই তো ভূত : কী হবে খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের রূপ, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ | ২০০৭, বাংলা বানান সমস্যা, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| দানীউল হক, মহাম্মদ | ১৯৯২, বাংলা বানান ও উচ্চারণ : প্রমিতকরণের সমস্যা, *একুশের প্রবন্ধ'৯২*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা |
| দীপংকর দাশগুপ্ত | ২০০৫, জনৈক কাঠবাঙালের খেদ, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা |
| দীপা চক্রবর্তী ও | |
| নীলাঞ্জন চক্রবর্তী | ২০০৫, ফরাসি বানানসংস্কার প্রসঙ্গে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা |
| দেবপ্রসাদ ঘোষ | ২০০৭, বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| ধীরানন্দ ঠাকুর | ২০০৭, ভাষার উন্নতির উপায়, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |
| নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী | ২০০৭, পল্লীভাষা ও সাহিত্য, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা |

নবনীতা দেবসেন — ২০০৫, বানান নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

নির্মল সাহা — ২০০৫, পাঠ্যক্রম নির্মাণ ও ব্যাকরণ সংস্কার এক হাতে, একই সাথে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

পঞ্চানন নিয়োগী — ২০০৭, মাতৃভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদান, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

পবিত্র সরকার — ২০০৫, বাংলা বানান ও লিপির সাম্প্রতিক পরিবর্তন, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

২০০৭, বাংলা বানান সংস্কার, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

পরেশচন্দ্র মজুমদার — ২০০৫, বাঙলা ব্যাকরণে 'পক্ষ-আঘাত', *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

প্রফুল্লচন্দ্র পাল — ১৯৬৪, প্রাচীন পুথিতে বানান সমস্যা (ভূমিকা), *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির পরিচয়* (২য় খণ্ড), মণীন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

প্রণয়কুমার কুণ্ডু — ২০০৫, বাংলা ভাষার চরিত্রহনন, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

প্রবোধচন্দ্র সেন — ২০০৫, বাংলা বানান-সমস্যা, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ — ২০০৭, চল্‌তি ভাষার বানান, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

ফেরদাউস খান — ১৯৮৪, হরফ সমস্যা, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় — ২০০৭, ভাষা-বিজ্ঞান-চর্চ্চার ইতিহাস, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

বাণীকুমার ষড়ঙ্গী — ২০০৫, কিরীটিকা, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য — ২০০৭, বাংলা বানান সমস্যা, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

বীরেশ্বর সেন — ২০০৭, উচ্চারণ ও বানান, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

ব্রহ্মানন্দ সেন — ২০০৭, বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কার, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

মঞ্জু ঘোষ — ২০০৭, বাংলা শব্দের নূতন বানান, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ২০০৫, বানান সংস্কারের চিন্তা অবান্তর নয়, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

মনজুরে মওলা ১৯৯০, *বানান ও উচ্চারণ*, জামিল চৌধুরী কর্তৃক রচিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মনসুর মুসা ২০০৫, বাংলা যুক্তাক্ষর ভাঙ্গার পরিণাম : ভাষিক ও সামাজিক, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

মন্মথনাথ বসু ২০০৭, ভাষার কথা, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ২০০৭, ভাষার প্রাদেশিকতা, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

মৃণাল নাথ ২০০৫, সাম্প্রতিক বানান সংস্কার : একটি সমীক্ষা, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

মোতাহার হোসেন, কাজী ১৯৭০, বাঙলা ভাষা-সমস্যা, *বাঙলা গদ্যরীতি*, মুনীর চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ১৯৮৪, বাঙলা বানান ও লিপি সংস্কার, *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

যোগেশচন্দ্র রায় ১৯৮৪, বাংগলা অক্ষর, *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২০০৭, বাঙ্গালা অক্ষর, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২০০৫, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বাংলার পাঠক্রম : কিছু ভাবনা ও পদক্ষেপ, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

রফিকুল ইসলাম ১৯৭০, বাংলা লিপি ও বানান-সংস্কার, *বাঙলা গদ্যরীতি*, মুনীর চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

রহীম খোন্দকার, আবদুর ১৯৮৫, ম্যানোএল দা আস্‌সুম্পসাওঁ-এর বাংলা ব্যাকরণ, *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রাজশেখর বসু ২০০৭, বাংলা বানানের নিয়ম, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

রাজীব চক্রবর্তী ২০১২, ভাষা-প্রযুক্তি ও বাংলা ভাষা, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব ২০০৭, চলিত ভাষার সংস্কার, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

রামেশ্বর শ’ ২০০৫, সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা : সমন্বয়ী সূত্রের সন্ধানে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪, বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার, *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শঙ্খ ঘোষ ২০০৫, ভাষার কথা, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ ১৯৭০, বাংলা লিপি ও বানান-সংস্কার, *বাঙলা গদ্যরীতি*, মুনীর চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

১৯৮৪, বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার, *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শ্রীবি ২০০৭, বঙ্গভাষার উচ্চারণের অভিধান, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সতীশচন্দ্র ঘোষ ১৯৮৪, বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার, *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৭, *আকাদেমি বানান অভিধান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৫, বাঙলা পাঠ্যবইয়ে বানান আর হরফের ছাঁদ, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

সলিমুল্লাহ খান ২০১০/১, *নতুনধারা*, ৭ম সংখ্যা ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, ১৫ মে ২০১০, নাঈমুল ইসলাম খান কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা

২০১০/২, *নতুনধারা*, ৮ম সংখ্যা ১ আষাঢ় ১৪১৭, ১৫ জুন ২০১০, নাঈমুল ইসলাম খান কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা

সারদাচরণ মিত্র ২০০৭, বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সীতানাথ কাব্যরত্ন ২০০৭, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সুকুমার সেন ২০০৫, বাংলা শব্দের বানান সমস্যার জটিলতা, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

সুতপা ভট্টাচার্য ২০০৫, বাংলা পঠন-পাঠন-এর নতুন নিয়মকানুন পুরোনো মাস্টারের চোখে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

সুধাংশুশেখর তুঙ্গ ২০০৫, বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

সুধীর মিত্র ২০০৭, বাংলাভাষার বানান ও মুদ্রণ, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সুনন্দ সান্যাল ২০০৫, বিপ্লবীদের ভাষাবিপ্লব, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২০০৭, বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সুভদ্রকুমার সেন ২০০৫, নূতন পাঠ্যক্রম প্রসঙ্গো, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

সুমিতা চক্রবর্তী ২০০৫, বানান বিষয়ে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

সুমিতা ভাদুড়ি ২০০৫, বাংলাভাষা ও তার অভিভাবক, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

হাই, মুহম্মদ আবদুল ১৯৭০, *বাঙলা গদ্যরীতি*, মুনীর চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

হাবীবুর রহমান, শাহ মুহাম্মদ ১৯৮৫, 'বাংলা ভাষায় ক্রমবর্ধমান বানানভুল', *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ন আজাদ ও অন্যান্য (সম্পা.), বাংলা একাডেমী, ঢাকা


## গ. ইংরেজি গ্রন্থ


Banerji, R. D. 1969, *The Origin of the Bengali Script*, University of Calcutta, Calcutta.

Chatterji, Suniti Kumar 2002, *The Origin and Development of the Bengali Language*, 3rd Impression, Rupa & Co, New Delhi.

Grierson, G. A. 1903, *Linguistic Survey of India* (Collected & Edited), vol. v, Indo-Aryan Family, Eastern Group, part I, Motilal Banarsidass, Delhi, Varanasi, Patna 1912, The Indian Empire, Calcutta.

Halhed, Nathaniel Brassey 1980, *A Grammar of the Bengali Language*, Ananda Publisher Private Limited, Calcutta.

Marshsll, John 1931, *Mohenjo-daro and Indus Civilization*, Probsthain, London.

Ross, Fiona 1999, *The Printed Bengali Character and Its Evolution*, London, Curzon.

Rubin, J & Jernudd B.H. 1971, *Can Language Be Planned?*, The University Press of Hawaii, Hawaii.

Fishmsn, J.A. 1973, *In Advances in Language Planning*, Mouton, The Hague & Paris.


## ঘ. অন্যান্য


http://unicode.org/history

https://www.ethnologue.com

www.wikipedia.org/wiki/Bangla_alphabet